ধরম করম, দূরে তেয়াগিনু,
মনেতে লাগিল সে।
চণ্ডীদাস ভণে, আপনার মনে,
বুঝিয়া করিবে যে ॥

৬।

কামদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ (১) ধনুভঙ্গী ঠাম,
নয়ান কোণে পূরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধা রাশি ॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরিয়া সেই মূরতি,
সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান ॥
এ বড় কারিকরে, কুঁদিলে তাহারে,
প্রতি অঙ্গে মদনের শরে।
যুবতী ধরম, ধৈর্য্য-ভুজঙ্গম,
দমন করিবার তরে ॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে, মালা বিরাজিত,
কি দিব উপমা তার।
নাভির উপরে, লোম লতাবলী,
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি,
ইন্দ্রধনুকের আভা ॥
চরণ নখরে, বিধু বিরাজিত,
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় (২) ॥

১। ভ্রূ।
২। এই কবিতাটী গ্রন্থান্তরে এইরূপ দেখা যায়—
যাইতে দেখিনু শ্যামে, কি করিবে কোটী কামে, ভাঙ ভঙ্গিম সুঠাম।

৭।

কামদ।

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে!
ব্রজকুল নন্দন, হরিল আমার মন,
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরু মূলে।
গোকুল-নগর মাঝে,
আর কত রমণী আছে,
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি,
যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে "রাধা রাধা"?
মল্লিকা চম্পক দামে, চূড়ার চালনী বামে,
তাহে শোভে ময়ূরের পাখে।
আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে,
সুন্দর সৌরভ পেয়ে,
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম,
নানা ছাঁদে বাঁধে পাক মোড়া।

চাঁদবদনে, চাহে যাহা পানে,
সে ছাড়ে কুলের অভিমান ॥
সই এমন সুন্দর বর কান।
হেরি কুলবতী, ছাড়ে নিজ পতি,
তেজি লাজ ভয় মান ॥
অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিয়ে দর্পণাকার।
তাহার উপরে মাল, শোভিয়াছে ভাল,
উপজিছে মদন বিকার ॥
নাভির উপরে জনু, তমাল জিনিয়া তনু,
দলিতাঞ্জন জিনি আভা।
বড় কারিগরে, গড়িয়াছে ভাল তারে,
রাম কদলী সম শোভা ॥
চরণ নখর কোণে, রঞ্জিত শোভে মেনে,
মণিময় নূপুর তায়।
চণ্ডীদাসের হিয়া, সে রূপ দেখিয়া,
চঞ্চল হইয়া ধায় ॥

শির বেড়ল বৈলান জালে (১)
নব গুঞ্জামণি মালে,
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥
পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা,
গলে শোভে মালতীর মালা।
বড়ু (২) চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়,
রসের নাগর বড় কালা॥

৮।

ধানশী।

(সখ্যুক্তি)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শত বার,
তিলে তিলে এসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব কাননে চায়॥
রাই এমন কেনে বা হলো ?
গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন,
কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসায়ে পরে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী,
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে,
না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে,
হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে,
ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥

৯।

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে (৩)
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি,
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ (৪) করি, ময়ুর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥

১০।

ধানশী।

কালিয় বরণ, হিরণ-পিঁধন (৫),
যখন পড়য়ে মনে।
মূরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া,
সব সখী জনে জনে॥
কেহ কহে মাই, ওঝা দে (৬) ঝাড়াই,
রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা (৭)।
কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে,
সে যে বৃষভানু-সুতা॥
রক্ষা মন্ত্র পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে,
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এবে,
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে,
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥ } ৮

১। চূড়া-বন্ধন-বেণী। ২। বড়ু (প্রা) বটু, ব্রাহ্মণ তনয়। ৩। একাকিনী।

৪। দৃষ্টি।
৫। হিরণ্য পরিধান অর্থাৎ পীতাম্বর।
৬। দিয়া।
৭। ভূত, প্রেত।
৮। একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে এই চরণ কয়েকটী গৃহীত। অপর এক-

কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে,
কুলের বৈরি যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে,
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা ॥ (১)

১১।

ধানশী।

সোণার নাতিনি, এমন যে কেনি (২)
হইলা বাউরী(৩) পারা?
সদাই রোদন, বিরস বদন,
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে কদম্ব তলাতে,
দেখিলা যে কোন জনে?
যুবতী জনার, ধরম নাশক,
বসি থাকে সেই খানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি,
চাহিয়া তাহার পানে ॥
একে কুলনারী, কুল আছে বৈরি,
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে, কুল শীল নাশে,
কালিয়া প্রেমের মধু ॥

১২।

কামদ।

সোণার নাতিনি কেন,
আইস যাও পুনঃপুন,
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি,
অঝরু (৪) ঝরয়ে আঁখি,
জাতি কুল সকল পাছে যায় ॥
যমুনার জলে যাও,
কদম তলার পানে চাও,
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামল-বরণ হিরণ-পিঁধন,
বসি থাকে যখন তখন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে ॥
ঘরে আসি নাহি খাও,
সদাই তাহারে চাও,
বুঝিলাঙ (৫) তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে,
কি বোল বলিবে তোরে,
বাড়িয়া (৬) ভাঙ্গিবে তোর মাথা ॥
একে তুমি কুলনারী,
কুল আছে তোমার বৈরি,
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে,
কুল শীল সব ভাসে,
লাগিল কালিয়া প্রেম মধু ॥

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

১৩।

তুড়ি।

তড়িত বরণী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া,
গড়িল কোন্ বা রাজে ॥
সই! কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে,
বড়ই রসের কূপ ॥
সোণার কটোরি, কুচযুগ গিরি,
কনক মন্দির লাগে।

থানিতে এইরূপ—"চেতন পাইয়া উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত ঘুচিবে যাইবে অঙ্গের জ্বালা ॥"
১। সেই দ্বিতীয় গ্রন্থে;—
"চণ্ডীদাস কহে যারে কহ ভুতা।
শ্যাম চিকণ কালিয়া সে নন্দের ঘরের পুতা ॥
২। কেন।
৩। বায়ুগ্রস্তা (প্রা)।
৪। নির্ঝর।
৫। বুঝিলাম। ৬। বাড়ি দিয়া।

তাহার উপরে, চূড়াটি (১) বনালে,
সে আর অধিক ভাগে ॥
কে এমন কারিগর, বনাইলে ঘর,
দেখিতে নারিনু তারে।
দেখিতে পাইতুঁ, (২) শিরোপা করিতুঁ (৩)
এমতি মন যে করে ॥
হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল,
দেখিতে পাইনু সে।
ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে,
সে মেনে নাগর কে ॥
হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল (৪) যেন।
চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া,
তাহাতে বসাইল হেন ॥
অধর সুধা, পড়িছে জুদা,
দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয়, এমতি করয়,
তাহাতে যাইয়া পশি ॥
চণ্ডীদাসে কয়, ওকথা কি হয়,
মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে, কহ যদি পাছে,
তবে যে কুৎসা রটে ॥

১৪।

তুড়ি।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরি
চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী,
ততহি উদয় ভেল ॥
সই! জনমিয়া দেখি নাই হেন নারী।
ভঙ্গিম রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি,
গলে যে মোতিম হারি (৫) ॥
অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে,
ঝঙ্কার করয়ে যাই।
অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন,
কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥

মনের সহিতে, মরম কৌতুকে,
সখীর কান্ধেতে বাহু।
হাসির চাহনি, দেখাল কামিনী,
পরাণ হারানু তহু (৬) ॥
চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী,
চাপটিলে জীবন মোর।
অঙ্গুলির আগে, চাঁদ যে ঝলকে,
পড়িছে উছলি জোর ॥
চাহে যাহা পানে, বধয়ে পরাণে,
দারুণ চাহনি তার।
হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে,
বিঁধিলে বাণ যে মার ॥
জর জর হিয়া, রহিল পড়িয়া,
চেতন নহিল মোর।
চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়;
দেখিয়া হইনু ভোর ॥

১৫।

শ্রীগান্ধার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর,
উদিত গগণে হয়।
ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে,
তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥
নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে যনি, (৭)
তিখিণী তিখিণী শর।
দেখিয়া অন্তর, উপজিল ডর,
মদন পাইল ডর ॥
সই! কে বলে কুচযুগ বেল।
সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি,
যুবক বধিতে গেল।
আজানু লম্বিত, করিবর শুণ্ডিত,
কনক ভুজ যে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল সে সদন,
মুখ না তুলিল লাজে ॥
মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার,
নিতম্ব বিমান চাক।

১। চুচুক। ২। পাইতাম। ৩। করিতাম।
৪। প্রসারণ বা বিস্তার করিল।
৫। মুক্তা হার।

৬। তাহাতে।
৭। বিভিন্ন পাঠ—"যেন"।

চরণ কমলরে, ভ্রমরা বুলয়ে,
চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক॥
অঙ্গুলির মাঝে, যাবক সাজে,
মিহির শোভিত জনু।
চণ্ডীদাসে কয়, কি জানি কি হয়,
লখিতে নারিনু তনু॥

১৬।

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক পুতলী
খঞ্জন লোচন তার।
বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে,
তিমির কেশের ধার॥
সই! নবীন বালিকা সেহ।
দেব উপজিল, দেখিতে না পাইল,
সুমতি না দিল সেহ॥
নজরে নজরে, পরাণে পরাণে,
ধৈরজ উঠাইল যে।
সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই,
কাহারে সুধাবে কে॥
দন্তটি যে, দাড়িম্ব বীজে,
ওষ্ঠ বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে, মদন কুলুফে,
মন যে হইল লোভা॥
গলায় মাল, শোভিছে ভাল,
তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত (১) চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে,
শোভিত পিঙ্গন ধার॥
চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে,
আইল পরাণ ঘরে।
রাজার ঝিয়ারি, সুন্দরী নারী,
তুমি কি করিবে তারে॥

১৭।

তুড়ি।

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ, মদন তরঙ্গ,
হসি বদনে চায়॥
সই! কেমন মোহিনী সেহ।
যদি সহায় পাই, এমতি হয়,
তা সহ করি যে লেহ॥
ললিত আকার, মুকুতা হার,(২)
শোভিত দেখিনু ভাল।
যেন তারাগণ, উদিত গগন,
চাঁদেরে বেড়িয়া জাল॥
কুচ যে মণ্ডলি, কনক কটোরি,
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি, মনে খুসি,
দান করে যদি দাতা॥
চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে,
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে,
অপযশঃ রহি যায়।

১৮।

তুড়ি।

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে,
পথেতে যাইতে সে।
যুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল,
চিনিতে নারিনু কে॥
সই! রূপ কে চাহিতে পারে।
অঙ্গের আভা, বসন (৩) শোভা,
পাসরিতে নারি তারে॥
বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে,
কনক কটোরি হাতে।

১। পানের পিক।

২। "নীল মুকুতা, হার বেকতা" এরূপ পাঠও আছে।

(৩) দ্বিভিন্ন পাঠ—"বরণ"।

সীঁতায় সিন্দুর, নয়ানে কাজর,
মুকুতা শোভিত নথে (১)॥
নীল সাড়ী, মোহন-কারী,
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে, সেঁপিনু চরণে,
দাস করি মনে আশ॥
কুচ যুগ গিরি, কনক কটোরি,
শোভিত হিয়ার মাঝে।
ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়,
ঘন না চাহে লোক লাজে॥
কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক (২) উপমা,
চলন মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে, পাঞাছে কি দানে,
ভজিয়া সে উমা-পতি॥
চণ্ডীদাসে কয়, মূরতি এ নয়,
বধিতে রসিক জনে।
অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া,
গড়িল সে অনুমানে॥

১৯।

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি,
ভূষণ সহিত গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরি ঝলকে,
ধৈরজে ধৈরজ যায়॥
সই! চাহনি মোহনী থোর।
মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু,
রূপের নাহিক ওর॥
বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে,
কর করছে থুইয়া (৩)
দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে
কেমনে ধরিবে হিয়া॥

বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাগ (৪)
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে
স॰কি॰ ল॰গ॰র মোয়।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি,
এমন সাপিনী থোয়॥
দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি,
হাঁস উগারয়ে শশী।
পরাণ পুতলি, হইনু পাগলি
মরমে রহিল পশি॥
শূন যে হিয়া, রহিল পড়িয়া,
বস্তু রহল তায়।
চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়,
তবে সে পরাণ রয়॥

২০।

তুড়ি।

থির বিজুরি, বদন গৌরী,
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানড়া (৫) ছাঁদে, কবরী বান্ধে,
নব মল্লিকার মালে॥
সই! মরম কহিনু তোরে।
আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া,
আকুল করিল মোরে॥
ফুলের গেড়ুয়া (৬) লুফিয়া ধরয়ে,
সঘনে দেখায়ে পাশ।
উচু কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে,
মুচকি মুচকি হাস॥

---

(১) বিভিন্ন পাঠ—"মাথে"।
(২) বিভিন্ন পাঠ—"কিদিব" পু, ক, ত।
(৩) হাতের উপর হাত রাখিয়া।

(৪) টাগ—(সং) টঙ্ক, জঙ্ঘা—ইতি মেদিনীকোষ।
(৫) কানড় সাপ যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া থাকে, সেইরূপ ভাবে। (?)
(৬) হিন্দি স্তবক।

চরণ কমলে, মল্ল-তাড়ল, (১)
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে,
পুন কি হইবে দেখা॥

২১।

তুড়ি।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ,
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত,
সিন্দুর অরুণ আর॥
সই কিবা সে মধুর (২) হাসি।
হিয়ার ভিতর পাঁজর কাটিয়া,
মরমে রহল পশি॥
গলার উপর, মণিময় হার,
গগণ মণ্ডল হেরু (৩)।
কুচ যুগ গিরি, কনক গাগরী,
উলটি পড়ল মেরু॥
গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ,
হেরি যে সুন্দর ভার।
বহিয়া দুকূল, চরণের ফুল,
জলদ শোভিত ধার॥ (৪)

(১) অলঙ্কার বিশেষ (মল) যাহা অধুনাতন পশ্চিম দেশীয় খোট্টা কামিনীগণ চরণে পরিয়া থাকে।

(২) বিভিন্ন পাঠ—"মুখের"।

(৩) গ্রীবাস্থিত মণি হার বক্ষে পতিত হওয়াতে গগন মণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতেছে, অর্থাৎ বক্ষ গগন; মণি শ্রেণী তারকাবলী।

(৪) পদকল্প তরুতে এইরূপ আছে;—
"উরু যে উরুতে লম্বিত কেশ, হেরিয়া
সুন্দর তার।
চরণের ফুল, হেরিয়া দুকূল, জলদ শোভিত
ধার॥"

ইহাতে অর্থ সংলগ্ন হয় না। আমাদের স্থাপনানুসারে এইরূপ অর্থ হয়;—গুরু উরুদেশে কেশভার লম্বিত হইয়াছে; এবং

কহে চণ্ডীদাসে, বাসুলি আদেশে,
হেরিয়ে নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে
মিলায়ল কোন্ জনে॥

২২।

ধানশী।

সজনি ওধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গৌরী, নবীন কিশোরী,
নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুন হে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি,
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন,
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেমহার দোলে,
সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে,
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার,
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ভুগুলি, শঙ্খ ঝলমলি,
সরু সরু শশীকলা।
সাঁজেতে উদয়, সুধু সুধাময়,
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি,
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির
মনোরথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাসুলী আদেশে,
শুন হে নাগর চন্দা।
সে যে বৃষভানু- রাজার নন্দিনী,
নাম বিনোদিনী রাধা॥

শ্রীমতীর পরিধান বস্ত্রের উপরি দিয়া চরণের যাবক চিহ্ন পর্য্যন্ত সেই কেশরাশি জলধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কিন্তু এ প্রকার অর্থ এবং অন্বয়ও কৃচ্ছ সাধ্য।

প্রৌঢ়ার উক্তি।

২৩।

গান্ধার।

নিতি নিতি এসে যায়, রাধা সনে কথা কয়,
শুনিয়েছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে, দেখা হবে তার সনে
ভাল হইল দেখিলাঙ তোকে॥
চেট্রে নেট্রে (১) যায় জলে,
তারে তুমি ধর চুলে,
এমত তোমার কোন্ রীত।
যার তুমি ধর চুলে, সেই এসে মোরে বলে,
নহিলে নহিতাম পরতীত।
সুজন কখন নও, পর নারী নিতে চাও,
এমতি তোমার অভিলাষ।
আমিত শুনিলাম ভালে,
যদি শুনে তার জনে,
শুনিলে হইবে অপভাষ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস কর, কাছাড় খাইঞা পড়,
বুঝিলাঙ তোমার মনের কথা।
নহে কেনে ঘাটে মাঠে,
তোমার অপযশ রটে,
শুনিবার পাই সব কথা॥
আমার কথাটী শুন, না করিহ ইহা পুনঃ
না মজে নন্দের কুল গারি।
চণ্ডীদাসেতে কয়, এ কথা কি মনে লয়,
নাগরীর পতি হইল বৈরী॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

২৪।

তিরোতা ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম,
জপয়ে তোহারি নাম।
শুনিতে তোহারি বাত,
পুলকে ভরয়ে গাত।
অবনত করি শির, লোচনে ঝরয়ে নীর;
যদি বা পুছয়ে বাণী, উলটি করয়ে পাণি।
কহিয়ে তোহারি রীতে,
আন না বুঝিবি চিতে।
ধৈরজ নাহিক'ন্তায়, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

২৫।

শ্রীরাগ।

এধনি এধনি বচন শুন,
নিদান দেখিয়া আইনু পুন।
না বাঁধে চিকুর না পরে চীর;
না খায় আহার না পিয়ে নীর।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি,
যত তত করি নহিয়ে সুধি।
সোণার বরণ হইল শ্যাম,
সোঙরি সোঙরি তেহারি নাম,
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই,
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।
তুলা খানি দিলে নাসিকা মাঝে,
তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে।
আছয়ে শ্বাস, না রহে জীব;
বিলম্ব না কর আমার দিব।
চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা;
কেবল মরমে ঔখদ রাধা।

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

২৬।

তুড়ি।

কানুর পিরিতি, কুহকের রীতি,
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়া দড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চড়িয়া,
ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥

১। চেট্রে, নেট্রে,—তরুণী বধুগণ অদ্যাপি রাঢ় দেশে "চেটো" মেয়ে বলে।

সই! কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ বংশী ধরি, মদন সঙ্গে করি,
ঢোলক ঢালক সাজি॥
মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া
যুবতী বাহির করে।
দুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুফিয়া,
বুকের উপর ধরে॥
ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়,
রঙ্গ দেখে সব লোকে।
দড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে,
থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥
মুকুতা প্রবাল, উগরে সকল,
আর বহু মুল্য হীরা।
একবার আসি, উগরে রাশি,
নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥
কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই,
যুবতী হিয়ায় পাড়ে।
জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া,
বাঁশের উপর চড়ে॥
চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে,
চুম্বই যুবতী মুখে।
মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥
লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি;
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়,
রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥

২৭।

কামদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া,
কহয়ে বেতন (১) দেও।
বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে,
যুবতী সকলে কয়॥

সই বাজি করে নিবে যে কি?
যত কিছু দেই, কিছুই না লয়,
(বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি?
মনে এই করি, দেহ কুচ-গিরি,
আর তব মুখ-সুধা।
আর এক হয়, মোর মনে লয়,
তাহা মোরে দেহ জুদা (২)॥
সুন্দরী গণে, বুঝিল মনে,
ইহার গ্রাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানি (৩), খেতের মিঠানি (৪),
সকলি জানি যে আমি॥
চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়,
জানিয়া চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে,
তাহারে বলি যে কালা॥

২৮।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি,
বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে (৫)।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষ হরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা,
দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
সাপিনীরে দেয় থোব,
সাপিনী বাঢ়য়ে কোব,
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥

১। মূল্য।

২। (হিন্দী) স্বতন্ত্র।
৩। চতুরের চাতুর্য্য। ৪। মিষ্টরস।
৫। বৃষভানু রাজার মহলে।

খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে" ?
"থাকি বনের ভিতরে,
নাগ-দমন (১) বলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি" ॥
"বটের (২) ভিখারী হও,
বহুমূল্য নিতে চাও,
নহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, তেনা পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদী তটে" ॥
বেদে কহে ধীরে ধীরে,
"তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেদে,
যা পাও তা নেও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি,
ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া,
তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

২৯।

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ,
যেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জিণী,
বোলে বৈস, দেই কামাই ॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খুলিল কনক বাটী, আনিয়া জলের ঘটী,
ঢালিলেক সুবাসিত বারি ॥
করে নখ-রঞ্জণী, চাঁকয়ে নখের কণি,
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়,
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে ॥
নাপিতিনী একে (৩) শ্যামা,
ননীর পুতলী, ঝামা,
বুলাইছে মনের আকুতে (৪)।
ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়,
রচয়ে মনের হরষিতে ॥
রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি,
তলে লিখে আপনার নাম।
কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি,
নিরখি নিরখি অবিরাম ॥
নাপিতিনী বলে "ধনি, দেখহ চরণ খানি,
ভাল মন্দ করহ বিচার।"
দেখি সুবদনী কহে,
"কি নাম লিখিলা উহে,
পরিচয় দেও আপনার ॥" (৫)
নাপিতিনী কহে "ধনি,
শ্যাম নাম ধরি আমি,
বসতি যে তোমার নগরে।" (৬)

১। কালীয় দমন, অপবার্থে—সাপুড়ে।
২। কড়ি।

৩। "বরণ একে"—পাঠান্তর।
৪। আকুতে—আগ্রহে পাঠান্তরে "আনন্দে।"
(৫) একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে—
নাপিতিনী বাণী শুনি, দেখিয়া চরণ খানি,
তলে লেখা দেখে শ্যাম নাম।
তবে বুঝি আপন মনে,
চাহে নাপিতিনী পানে,
বলে তুমি কহ আপন নাম ॥
৬ সেই গ্রন্থে—
শ্যাম নাম কহে ঠারে, জগৎ মোহিবার তরে,
ফিরি আমি নগরে নগরে।

দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়,
কামাইলা যাও নিজ ঘরে॥

৩০।

সুহিনি।

নাপিতিনী কহে "শুন লো সই।
অনাথী জনের বেতন কই?
কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে।
'বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে'॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই"
শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে।
"নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে" (১)॥
রাই কহে "তবে (২) আনহ তায়।
কতেক বেতন আমায় চায়?"
সখী যাই তবে ডাকয়ে "আইস।
আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥" } ৩
বসিল দুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
"কহয়ে বেতন দেহ যে রামা॥" } ৪
রাই কহে "কিবা হইবে তোর?"
সে কহে "বেতন নাহিক ওর॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই।
"হেন নাপিতানী দেখি যে নাই॥
এমতে ধন যে করেছ কত?"
সে কহে "ভুবনে আছয় যত॥
এক ধন আছে তোমার ঠাঁই।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥
হৃদয়ে কনক কলস আছে।
মণিময় হার তাহার কাছে॥
তাহার পরশ রতন দেহ।
দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥"
হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
"ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি॥ } ৫
পরশ রতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে॥"
চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিক রাজ

৩১।

বালাধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে,
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতরে, মহাকলরব
নাগর হৈল পসারী॥
দোকান দাকান, মেলিল তখন,
দেখিয়া গাহকীগণ।
কহয়ে পসারী, "বহু দ্রব্য আছে,
যে নিতে চাহে যে ধন॥
মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার,
পোতিক মাণিক যত।
বহুদিন মনে, আনিনু যতনে
তোমাদের অভিমত॥"
খস্তিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া,
কহয়ে গাহকী আগে।
শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি,
দোকান নিকটে লাগে॥
সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী,
কিসের লইবে ছড়া,

৫। পশ্চাদ্বার—বর্দ্ধমান ও বীরভূমে প্রচলিত।

৬। "কহিলবোলায়া"—হ, লি, পু।

৭। "ক্ষৌরিণী বলিয়া ডাকয়ে আইস।
রাই বলে এই দুলিচায় বৈস"। ঐ।

৮। আসি নাপিতিনী কহয়ে তাঁয়।
বেতন কেন না দেও আমায়? প-ক-ত

৯। কুচযুগ গিরি মোর মনোনীত।
ইহা দিয়া মোরে করহ প্রীত॥
আর যে বেতন দেহ আমার।
পরশ রতন চাহি তোমার॥ হ,লি,পু।

মুকুতা মাল, লইবে ভাল,
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন,
"গাহকী নহি যে মোরা।"
"কিবা ভাগ্য মেনে, দেখিছি জনমে,
এমন ধন যে তোরা।"
যুবতী রসাল, নিল এক মাল,
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল,
"কতেক লইবে" বলে ॥
আর একজনে, সাধ করি মনে.
লইল সোণার সূচ।
লই চলি যায়, বেতন না দেয়,
পসারী ধরিল কুচ ॥
ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে,
কহে "মূল্য দেহ মোর"
সঘন বদন, করয়ে চুম্বন,
"এমতি কাজ যে তোর ॥"
কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ,
অরাজক হলো পারা।
যাহার যে বন, কাটে সেইজন,
রক্ষক হইবে কারা?
রজকী সঙ্গতী, চণ্ডীদাস গতি,
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান, হলো সমাধান,
সকল গেল যে লুটে ॥

৩২।

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে।
'কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে ॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে "কত লইবে কড়ি?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি ॥
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে ॥"
এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করিল ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
"এত টীটপনা আসিয়া ঘরে?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর"।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর?

৩৩।

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে,
রাধিকা দেখিবার তরে।
সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন,
কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥
নাগর সাজী বাম করে ধরে।
পিঁধিয়া বিভূতি, সাজল মুরতি,
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥
কহে "জয় দেবী ব্রজপুর সেবি,
গোকুল রক্ষক নিতি।
গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য দায়িনি,
পূজ দেবী ভগবতী ॥"
আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী,
আইলা দেয়াশিনী কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে,
বোলে "গোপ ভাল আছে ॥
সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়,
মনে ভয় না ভাবিবে।
তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি,
সবাকার ভাল হবে ॥"
সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা,
পড়য়ে চরণে ধরি।
"আমার বধূর, পতির মঙ্গল,
বর দেহ কৃপা করি ॥"

শুনি দেয়াশিনী, হরষিত বাণী,
জটিলা সমুখে কয়।
"বর যে লইবে, ভালই হইবে,
নিকটে আনিতে হয়॥"
জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া,
আপন বধূর হাতে।
বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে,
ঘুচায়া বসন মাথে॥
দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভবাণী,
"সব সুলক্ষণ যুতা।—
গন্ধর্ব্ব পাবনী, (১) যশোদা নন্দিনী
—রাধা নাম ভানুসুতা (২)॥"
ধরি ধনীর হাতে, মনের আকুতে,
নিরখে বদন তার।
দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে,
মদন কৈল বিকার॥
সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া,
বাঁধেন নাগরী চুলে।
"আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে,
কলঙ্ক নহিবে কুলে॥"
শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি,
"একথা কহবি মোয়।
আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে,
তবে সে জানি যে তোয়"॥
"একটি শপথি, রাথহ যুবতী,
কহিতে বাসি যে ভয়।
পরপতি (৩) সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়॥"
হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি,
"দেয়াশিনী ঘর কোথা?"
"আমার ঘর, হয় যে নগর,
কহিব বিরল কথা॥"
সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া
তাক করে এক দিঠে।
নিরখি বদন, চিহ্নল তখন,
শ্যাম নাগর টীটে॥
ধীরি ধীরি করি, বসন সম্বরি,
মন্দিরে চলিলা লাজে।
চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়,
বেকত করয়ে কাজে (৪)॥

৩৪।

ভাটিয়ারী।

"গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে, (৫)
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যে রোগ যাহার, দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি॥
শিরে শির শূল, পিরিতির জ্বর,
হয়ে থাকে যে রোগীর।
বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে,
তাহারে পিয়াই নীর॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি,
পিয়াইলে যায় জরি।

---

১ জগৎতারিণী হ, লি, পু।

২। রাধাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক দেয়াশিনী একবার কহিল "বধূটী সর্ব্ব সুলক্ষণা" তৎ পর, ভগবতীর নাম স্মরণ পূর্ব্বক দৈব শক্তি প্রভাবে যেন কহিলেন "ইহার নাম রাধা ও ইনি বৃষভানুসুতা।"

৩। উপপতি। অন্যার্থে—শ্রেষ্ঠপতি অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

৪। সুবোধ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা রহস্য প্রকাশ করে না, কিন্তু কার্য্য দ্বারা জানায় যে, সে প্রতারণা বুঝিয়াছে। প্রস্থান দ্বারা শ্রীমতী দেয়াশিনীকে জানাইলেন যে, তিনি তদীয় চাতুর্য্য বুঝিয়াছেন। "বেকত না করে গুরুজন মাঝে।" স্থানান্তরে এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়; ইহাতে অর্থ অপেক্ষাকৃত বিশদ হইলেও ছন্দঃ পতন হয়। বোধ হয় "বেকত না করে কাজে" প্রথমে এইরূপ পাঠ ছিল।

৫। "প্রতি ঘরে ঘরে"—পাঠান্তর।

ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে,
বট দিও তবে পাছে।"
একজন তথা, শুনিয়া সে কথা,
কহিল রাধার কাছে॥
পরের মুখে, শুনিয়া সুখে,
হরষিত হ'ল মন।
বলে যে "যাইয়া, আনহ ডাকিয়া,
দেখি সে কেমন জন॥"
এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া,
কহে এক সখী ধাই।
"মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে,
দেখ এক বার যাই॥"
এই বাড়ী হইতে, আসিছি তুরিতে,
কহে "হেথা থাক বসি।"
সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে,
চণ্ডীদাস কহে হাসি॥

৩৫।

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, (১) ঘুচায়ে তখন,
লেপয়ে কেশেতে (২) মাটী।
তবল্লক (৩) ছাঁদে, বসন পিঁধে,
সঙ্গে চলয়ে হাঁটি॥
মনোহর ঝুলি কাঁধে।
তাহার ভিতর, শিকড় নিকর,
যতন করিয়া বাঁধে॥
ঘুচাইয়া সাজে, চিকিচ্ছার কাজে,(৪)
বসিলা রোগীর কাছে।
ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন,
(বলে) "রোগ যে ইহার আছে॥"
বামহাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি,
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরিতের জ্বরে, জরেছে ইহারে,
পরাণ রহে কি না রয়॥"
হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি,
'ভাল যে কহিলা বটে।
বল কি খাইলে, হইবে সবলে,
বেয়াধি কেমনে ছুটে?"
"ঔষধ যে হয়, মনে করি ভয়,
এখনি খাওয়ায়ে যেতেম।
ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত,
যদি সে সময় পেতেম॥"
তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
ঢীট নাগর রাজ।
বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে,
এমন কাহার কাজ?

৩৬।

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী,
কৌতুক করিয়া মনে।
চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন, (৬)
যতন করিয়া আনে॥
কেশর, যাবক, কস্তুরী, দ্রাবক,
আনিল বেণার জড়।
সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন.
আনিল মুথা শিকড়॥
থালিতে করিয়া, আনিল ভরিয়া,
উপরে বসন দিয়া।
মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী,
ভানুর দুয়ারে গিয়া॥
চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে,
আইল দাসী যে তবে।
"মোদের মহলে, আসি দেহ" বোলে
"অনেক নিতে যে হবে।"

২। "বরুণ।" ৩। "কেশর।"
৪। "তকমুবী।"
৫। "চিকিৎসক সাজে।" উপরিউক্ত পাঠগুলি হস্ত-লিখিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

৬। মাথা ঘসিবার জন্য আমলকীর গুলি।

থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া,
যেখানে নাগরী বসি।
"চুয়া, সুচন্দন, করহ রচন,"
বেণ্যানী মনেতে খুসি॥
"চন্দন চুবক, লইবে কতেক,
জানিতে চাহি যে আমি।"
"সকলি লইব, বেতন সে দিব,
যতেক আনহ তুমি।"
আমলকী হাতে, দিল যে মাথে,
ঘসিতে লাগিল কেশ।
ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল,
নাগরী পাইল ক্লেশ॥
সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী,
চুয়া মাখিবার তরে।
চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া,
মাথায় হৃদয়পরে॥
পরশে নাগরী, হইলা আগরী,
পড়িলা বেণ্যানী কোরে।
নদী সে আইল, অতি সুখ হইল,
সব শ্রম গেল দূরে॥
বেণ্যানী বলে, "গেল সে বেলে,
যাইতে চাহি যে ঘরে।"
উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি,
"কহে কি লাগিবে মোরে?"
বট আনিবারে, কহিলা সখীরে,
শুনিয়া নাগর রাজে।
কহে "না লইব, আর ধন নিব,
না কহি তোমারে লাজে॥"
"কহ না কেনে, কি আছে মনে,
শুনিতে চাহি যে আমি।
থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে,
থির হইয়া কহ তুমি॥"
বেণ্যানী কহয়ে, "হিয়ার ভিতরে,
বড় ধন আছে সেহ।
কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া, (১)
সে ধন আমারে দেহ॥"
তখনে নাগরী, বুঝিলা চাতুরী,
হাসিয়া আপন মনে।
"গন্ধের বেতন, হইল এমন,
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান, বুঝিলাম কান,
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে, মারহ পরাণে,
কেবা শিখাইল তোরে॥
পরের নারী, আশয়ে করি,
মরয়ে আপন মনে।
কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পেয়েছে,
না দেখি যে কোন স্থানে॥"
চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়,
যাহাতে যাহাতে বনে। (২)
যৌবন ধনে, কিবা বা মানে,
সুঁপে সে প্রাণে প্রাণে॥

৩৭।

তুড়ি।

এক দিন বর, নাগর শেখর,
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষ-ভানু সুতে, সখীগণ সাথে,
যাইতে যমুনা জলে॥
রসের শিখর, নাগর চতুর,
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া, বচনের ছলে,
সঙ্কেত করল তাতে॥
গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে,
রাই আইলা গৃহ মাঝে॥

১। খুলিয়া।
২। বনতি হয়, মনের মিল হয়।

কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে,
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত,
না ছাড় আপন হিয়ে॥

৩৮।

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্ব তলে,
ছলিতে গোপের নারী।
কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধন,
বাঁকিয়া রহিল ঠাঁরি॥ (৩)
মোহন মুরলী হাতে।
যে পথে যাইবে, গোপের বালা,
দাঁড়াইল সেই পথে॥
"যাও আন বাটে, (৪) গেলে এ ঘাটে,
বড়ই বাধিবে লেঠা।"
সখী কহে "নিতি, এ পথে যাই,
আজি ঠেকাইবে কেটা?"
হয় বোলাবুলি, করে ঠেলাঠেলি,
হৈল অরাজক পারা।
চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর,
ছি ছি! লাজে মরি মোরা॥

প্রেমবৈচিত্র।

৩৯।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া এতিন আঁখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥
সই একথা কহন নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন কি জানি কহে॥
পিয়ার পিরীতি প্রথম আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরীতি আরতি বাড়ায়া
মরণ অধিক কাজে।
লোক চর চায় কুলে রক্ষা দায়
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু॥
এমতি পিরীতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি পরম দুখময় হয়
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

৪০।

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু সোণা যে কিনিনু
ভূষণে ভূষিতে দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ॥
সই! মদন সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা॥ ধ্রু॥
প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলক দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন যে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমনি এগতি
ভাবিয়া দেখিনু চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিনু ভিতে॥

৩। ঠাঁরি—(হিন্দী) দাঁড়াইয়া।
৪। আনবাটে—অন্য পথে।

অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহিক ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অনুবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাসুলী কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তবুত পিরীতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায়॥

৪১

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি
ঘষিতে সৌরভ ময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥
সই! কে বলে পিরীতি হীরা।
সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিলা ফিরা॥ ধ্রু॥
পরশ পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুঞি অভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইনু এতেক দুখে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরীতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়া পড়সী ডাকিনী সদৃশী
এমত না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত।
নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাসুলী আছয়ে যথা॥
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাস
সুখ যে পাইব কোথা॥

৪২।

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি মরমে বেয়াধি
হইল এতেক দিনে।
মৈলে কি ছাড়িবে সঙ্গে না যাইবে
কি না করিব বিধানে॥
সই! জীয়ন্তে এমন জ্বালা।
জাতি কুলশীল সকলি ডুবিল
ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ ধ্রু॥
শয়নে স্বপনে না করিয়া মনে
ধরম গণিয়ে থাকি।
আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জ্বালায় উকি॥
সরোবর মাঝে মীন যে থাকয়ে
উঠে অগ্নি দেখিবারে।
ধীবর কাল হাতে লই জাল
তুরিতে ঝাপয়ে তারে॥
কানুর পিরীতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥
চণ্ডীদাস মন বাসুলী চরণ
আদেশে রহুক নারী।
সহিতে সহিতে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি॥

৪৩।

শ্রীরাগ।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল॥

গুরুজন জালা জলের শিহালা
পড়সী জীয়ল মাছে।
কুল পানীফল কাঁটা যে সকল
সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায় সদা লাগে গায়,
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

৪৪।

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ রতি বিছুরিনু পতি
কলঙ্ক সবাই কয়॥
সই! দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরীত রীতি॥ ধ্রু॥
মাটি খেদাইয়া খাল বানাইয়া
উপরে দেওল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া
এমন করয়ে পাপ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারি যে কূলে॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাস কয় এমতি সে নয়
তুমি সে ভাবহ তারে॥

৪৫।

ধানশী।

সুখের লাগিয়া পিরীতি করিনু
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে!
পরিণামে এত দুখ হবে বলে
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সোই পিরীতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বলে
স্বপনে নাহিক জানি॥
কে হেন কলিয়া নিঠুর হইল
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন আশে যে জন ফিরয়ে
সে এত নিঠুর কেন॥
বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

৪৬।

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময়॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল দে॥
তিন তিন গুণে বান্ধিলেক ঘুণে
পঞ্জর খসিয়া গেলে।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল॥

এমন অকাজ করে কোন্ রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে ত্যজিনু মরমে
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥

৪৭।

সুহিনী।

শুন সহচরি না কর চাতুরি
সইজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মূরতি কানুর পিরীতি
কোথাই তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে ঠিকে কোন স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাবার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার দেখি নরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥
মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গে।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়ে
পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরীতি নগরে বসতি করেছ
পরেছ পিরীতি বাস॥

৪৮।

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই! ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরীতি হেন রসবতী
স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥ ধ্রু॥
পিরীতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়াইনু তাতে।
তবে সে সজনি দিবস রজনী
অনল উঠিল চিতে॥
উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরীতে ডুবিল দেহ।
নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া
ঐছন কানুর লেহ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়ায় সহয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ গুণা আধা
চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥

৪৯।

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বালিল গলা॥
সেই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল॥

ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥

৫০।

শ্রীরাগ।

সুখের পিরীতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময়॥
সই! কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগ করি অনুরাগে
কেমতে গঠিল দে॥ ধ্রু॥
তিন তিন গুণে বান্ধিলেক ঘুণে
পাঞ্জর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিল এমতি শেল॥
এমত অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিনু মোরা।
কুলের ধরমে ত্যজিনু মরমে
এমতি হউক তারা॥
চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বলহ কাহিনী
আপন মনের সুখে॥

৫১।

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া
আনিনু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ সে হইল
সাধল মরণ নিজ॥
সই! প্রেম তনু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরীতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিনু সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইনু আপন সুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরীতি শেষে হেন রীতি
জানিনু পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব লেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিব দেহা॥

৫২।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি নাছাড়ে
পিরীতি গঢ়ল কে॥
পিরীতি বলিয়া এ তিন আঁখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল
বিষম অনল নিবাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥
চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনি
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥

৫৩।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া একটি কমল
রসের সাগর মাঝে।
প্রেম পরিমল লুবধ ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে কমল মাধুরী
তেঁহ সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে কহে অপযশ॥
সই! এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিবে দে॥ ধ্রু॥
ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বলিতে পারে॥
চণ্ডীদাসে কহে শুনহ সুন্দরি
পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

৫৪।

শ্রীরাগ।

সই! পিরীতি আখর তিন।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
না জানিয়ে রাতি দিন॥
পিরীতি পিরীতি সব জনা কহে
পিরীতি কেমন রীত।
রসের স্বরূপ পিরীতি মূরতি
কেবা করে পরতীত॥
পিরীতি মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল।
বন্ধুর পিরীতি আপনা বেচিনু
নিছি দিনু জাতি কুল॥

সেরূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল যে চিতে
নিবারিব কিনা দিয়া॥
খাইতে খেয়েছি শুইতে শুয়েছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল দিয়ে দুয়ারে॥

সম্ভোগ মিলন।

৫৫।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি,
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি,
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল,
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা, জগ মনোলোভা,
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধু বনে আছে, রতন বেদিকা,
মণিমাণিক্যেতে বাঁধা।
ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু,
তাহাতে হীরার ছাঁদা॥
চারি পাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা,
গাঁথনি আঁটনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ কুটীর,
নিরমাণ শত শত॥
লেতের পতাকা, উড়িছে উপরে,
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর,
কি কহিব তার আভা॥
মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা,
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ,
নাহিক তাহার পর॥

৫৬।

কামদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন,
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে,
রমিতে বরজ ধনী (১)॥
মধুর মুরলী, পূরে (২) বনমালী,
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর,
বাজায় কতেক তান॥
আমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন,
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল (৩), রমণী সকল,
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া,
বেকতে (৪) বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী,
যেন ভেল সুখরাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস,
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত,
সকল করিল বাধে॥
রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী,
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান,
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি,
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী, হইল বাউরী (৫)
হরিল কুলের লাজে॥
কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহ বা আছিল, সখীর সহিত,
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
চুলাতে রাখি বেসালি।
ত্যজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান,
ঐছন সে গেল চলি॥
কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া,
দুগ্ধ করায় পান।
শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে,
শুনি মুরলীর গান॥
কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া,
নয়নে আছিল নীদ।
যেমন চোরাই, (৬) হরণ করিল,
মানসে কাটিল সীঁদ॥
কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে,
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া,
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি,
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে,
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারী গণে, দেখিয়া তখন,
হাসিয়া নাগর রায়।
রাসবিলসন, করল রচন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

৫৭।

কামদ।

পদউধ (৭) কাক, কোকিলের ডাক,
জানাইল রজনী শেষ (৮)।

১। ব্রজের ধনী—অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা।
২। নিনাদ করে।
৩। যাহাদের কুল নিশ্চল অর্থাৎ যাহারা কুলভ্রষ্টা নহে।
৪। স্ফুট ধ্বনিতে।
৫। চৈতন্যহীনা।

৬। মনে সীঁদ কাটিয়া যেন চোরে হৃদয় চুরি করিল।
৭। দৈয়াল। ৮। জাগিলা যামিনী শেষ—পাঠান্তর।

ত্বরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিসে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।
বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল,
তখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী,
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন, হইবে কেমন,
বড় দেখি পরমাদ (১)॥
চণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি,
তুমি সে বড় মার বহ।
শ্যামের মোহন, গুণের (২) কারণ,
লখিতে নারিবে (৩) কেহ॥

৫৮।

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে,
কি বা শব্দ আচম্বিতে,
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি,
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে॥
সখিরে! নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ,
যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥
শুনিয়া ললিতা কহে,
অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে,
হৈলা তুমি বিমোহনে,
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥
রাই কহে কেবা হেন,
মুরলী বাজায় যেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে হিমে জনু,
কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে,
কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি,
পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥

৫৯।

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়॥
ইহার গৌর বরণে করে আলো
চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল?
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন্ দেশে ছিল?
কে বনাইল হেন রূপ খানি!
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী।
নীল উজলি নীলমণি॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারা ঠারি॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥

১। কানুর পিরীতি কি জানি হইল, বড় দেখি পরমাদ—পাঠান্তর।
২। মায়ার—পাঠান্তর। ৩। রাখিতে না পারে—পাঠান্তর।

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে?

৬০।

মল্লার।

এ ঘোর রজনী, মেঘের ছটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে, (১)
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে॥
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ (২)
বিলম্বে বাহির হৈনু।
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া,
কত না যাতনা দিনু॥
বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া,
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
আনল ভেজাই ঘরে (৩)॥
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে,
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি, (৪)
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

৬১।

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু,
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর, পরশ করিয়া,
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ, বসন খানি,
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে,
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া,
বঁধুয়া করল কোলে।
চরণ উপরে, চরণ পসারি,
পরাণ পাইনু বোলে॥
অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে, রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা॥
কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল,
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
আর কি পরাণ রয়?

৬২।

সুহই।

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু, কাঁপে থর হরি॥
কি করিব সখি সে হইল বড় দায়।
ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়।
ননদী বোলয়ে হেঁ লো কি না তোর হইল?
চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥

৬৩।

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে,
শুতিয়া আছিনু, সই!
যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে,
মরম তাহারে কই॥
নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে,
তাহারে করিনু কোরে।

১। "আঙ্গিনার কোণে তিতিছ বঁধুয়া"—পাঠান্তর।
২। "নহি স্বতন্তরী, গুরুজন ডরে"—ঐ
৩। ঘরে আগুন দি।
৪। "শ্যামের"—ঐ

ননদী উঠিয়া, রুষিয়া বলিছে,
বঁধুয়া পাইলি কারে?
এত টীট্টপনা, জানে কোন্ জনা,
বুঝিনু তোহারি রীতি।
কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া,
এমতি করহ নিতি॥
যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে,
নয়ানে দেখিনু তাই।
দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর,
ক্ষণেক বিরাজ রাই॥
নিঠুর বচনে, কাঁপিছে পরাণ,
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি, গরবেতে থাকি,
সঘনে আমারে যজে (১)॥
এক হাতে সখী, কচালিয়া আঁখি,
নয়ানে দেখি যে আর।
চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়,
কানুর পিরীতি যার॥

৬৪।

ললিত।

আর একদিন সখী শুতিয়া আছিনু।
বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু (২)॥
বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া?
সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি (৩)
আছিল আমার ভালে তোর রধভাগী॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি (৪)॥
কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥

১। তর্জ্জন গর্জ্জন করে।
২। লইলাম। ৩। অগ্নি।
৪। তর্জ্জন।

৬৫।

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে,
হেন কালে পাপ ননদিনী,
দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে,
"আইসহ শ্যাম সোহাগিনি।"
রাধা বিনোদিনি, তোমারে বলিতে কি?
চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার,
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে,
গিয়া ছিলা নাকি একা?
শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে,
হৈয়াছিল নাকি দেখা?
সেই দিন হৈতে, সেইত পথেতে
করে নাকি আমাগোনা?
রাধা রাধা বলি! বাজায় মুরলী,
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব, আপন নয়নে
তা সঞে (৫) কহিতে কথা।
কেশ ছিঁড়ি, বেশ দূরে তেয়াগিব,
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ,
এ ছার পাড়ার লোকে।
পর চরচায় (৬), যে থাকে সদায়,
সাপে থাক্ তার বুকে॥
গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে,
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু,
শ্যাম কাল কি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারী, বড় নাম ধরি,
তাহে বড়ুয়ার বৌ।

৫। সঙ্গে।
৬। চর্চ্চায়।

নিরমল কুলে একথা যে তোলে,
সে নারী গরল খাউ (১) ॥
চিত দড় করি, থাক লো সুন্দরি,
যেন কভু নাহি টলে।
কাহার কথায়, কার কিবা হয়?
বড়ু চণ্ডীদাস বলে ॥

৬৬।

বিভাস।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা,
আইলা রাইয়ের পাশে।
যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে,
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি,
মিলিল গলায় ধরি।
কত না যতনে, রতন আসনে,
বসায় আদর করি ॥
রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহা সুখী,
কহয়ে কৌতুক কথা।
রজনী-বিলাস, শুনিতে উল্লাস,
অমিয় অধিক গাঁথা ॥
হাস পরিহাসে, রসের আবেশে,
মগন হইলা রাধা।
চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী,
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥

৬৭।

শ্রীরাগ।

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই।
যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী (২) নই ॥
তাহার গলার ফুলের মালা
আমার গলায় দিল।
তার মত মোরে করি,
সে মোর মত হৈল ॥
তুমি সে আমার প্রাণের অধিক,
তেঞি সে (৩) তোমারে কহি।
এ যে কাজ, কহিতে লাজ,
আপন মনেই রহি ॥
তাহার প্রেমের বশ হৈয়া,
যে কহে তাহাই করি।
চণ্ডীদাস, কহয়ে ভাষ,
বালাই লইয়া মরি ॥

৬৮।

বিভাস।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী,
কোরহি শ্যামরু চন্দ।
তবহু তাহার, পরশ না ভেল,
এবড়ি মরম ধন্দ ॥
সজনি পাওল (৪) পিরীতি ওর (৫)
শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর,
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ,
দেখিতে অধিক জোরি।
বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী,
শিথিল না ভেল তোরি ॥
এমন কমল, বিমল মধুর,
না ভেল পুলক সাজ।
হেরইতে বলি, কবরী হেরলী,
বুঝি না করলি কাজ ॥
কিয়ে ঋতুপতি- বসতি বিষয়
তেজিয়া, দেয়লি ভঙ্গ।
চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার,
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ ॥

১। খাউক, ভক্ষণ করুক।
২। বিচ্ছিন্না।
৩। তাই সে।
৪। পাইলাম।
৫। সীমা।

৬৯।

ধানশী।

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল,
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর তুরিত গেল যে,
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
সই তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া,
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে ঠেস্‌না বালিসে,
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হৈয়াছে,
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী,
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন করিব কেমন,
কি হইল পরমাদ!
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে,
শুন হে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার,
মিলয়ে পিরীতি ধন॥

৭০।

সিন্ধুড়া।

আজু কার নিশি নিকুঞ্জে আসি,
করিল বিবিধ রাস।
রসের সাগরে ডুবাইল মোরে,
বিহানে চলিল বাস॥
শুনহে সুবল সখা।
সে হেন সুন্দরী গুণের আগরি (১)
পুন কি পাইব দেখা?
মদনে আগুলি গলে গলে মিলি,
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি বিথার হইল,
তাহা বা কহিব কত?
অশেষ বিশেষ বচন কহিয়া,
আবেশে লইয়া কোরে।
অঙ্গের পরশে হিয়া ডুবাইল,
কেমনে পাসরি তারে?
চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর!
এ বড় লাগাল ধন্ধ।
সে রাধা রমণী রস শিরোমণি,
তোমারে করল বন্ধ।

৭১।

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি, অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ (২)।

৭২।

সিন্ধুড়া।

'আমি যাই যাই' বলি বোলে তিন বোল।
কত বা চুম্বন দেই, কত দেই কোল॥
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া।
করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুনঃ দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥
নিগূঢ় পিরীতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥

১। আগরি—আগলি—আগল (প্রাদেশিক) অর্থাৎ ধামা, বা ডালি। গুণের আগরি—গুণের ডালি। অথবা "আগরি" আগার শব্দের অপভ্রংশ।

২। প্রামাণ্য।

৭৩।

সওয়ারি।

নিতই নূতন, পিরীতি দুজন,
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই,
ইথে কি কহিল হেম?
উপমার গণ, সব কৈল আন,
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ,
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে,
এথানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে,
শুনি না দরবে চিত॥

৭৪।

সুহই।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।
পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে॥
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুমে মধুপ কহি, সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥

৭৫।

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥
ইতি সম্ভোগ।

অনুরাগ—নায়ক সম্বোধনে।

৭৬।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদরায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ, আঁখে ঝরে জল।
তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাশরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

৭৭।

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
কোনবিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়?

৭৮।

তুড়ি।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥
অণুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥
এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ?
খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ?
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়?
চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥

৭৯।

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নট চাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥
এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥
ননদিনী দেখয়ে চোকের বালি।
শ্যাম নাগর তোমায় পাড়ে গালি॥
এদুখে পাঁজর হৈল কালা।
ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয়?

৮০।

সুহই।

হেদেহে বিনোদ রায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥
ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন (১)॥
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু।
মৈলাম লাজে মিছাকাজে দগদগি হৈনু॥
নাজানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা।
একে মরি নানা দুখে আর নানা কথা॥
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥

৮১।

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু,
সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি,
কাহারে করিব রোষ?
সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া,
আইনু আপন সুখে।
কে জানে খাইলে, গরল হইবে,
পাইব এতেক দুখে?
সো যদি জানিতাম, অলপ ইঙ্গিতে,
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল, মজিল সকল,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার, ভরসা মরুক,
দেখিতে করয়ে সাধ।
প্রথম পিরীতি, তাহার নাহিক,
বিভাগের আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া, যেজন মরয়ে,
সেই যদি করে আন।

১। কলঙ্ক রহিল এই চিন—পাঠান্তর।

চণ্ডীদাস কহে, এমনি পিরীতি,
করয়ে সুজন সনে ॥

৮২।

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদহাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ ॥
ননদী বিষের কাঁটা, বিষ মাখা দেয় খোঁটা,
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়,
বন্ধু তোর নহে অকরুণ ॥

৮৩।

কামদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে,
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোক মুখে জানিনু, লখি আগে না দেখিনু,
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ,
দুখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর,
জীবধেতে ভয় নাহি কর ?
গগন ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া,
এবে কেন এমতি আচর ?
পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবরে,
সে কেনে পিরীতি করে যার ?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ ॥

৮৪।

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা,
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা,
কাটিলা প্রেমের ডোর ॥
মুকুলিত অবলী, অখলা হৃদয়,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া,
বিশাখা দেখালে আনি ॥
পিরীতি মুরতি, কোথা তার স্থিতি,
বিবরণ কহ মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
ভুবনে আনিল কে ?
অমৃত বলিয়া, গরল ভক্ষিণু,
বিষেতে জারিল দে ॥
নদীর উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপর, রসিকের বসতি,
পিরীতি না জানে কেউ ॥
চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়,
ভাবে সে পিরীতি রয়।
(নতু) খলের পিরীতি, তুষের আনল,
ধিকি ধিকি যেন বয় ॥

৮৫

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর,
যেমত ভ্রমর রীত।
আমি ত দুখিনী, কুলকলঙ্কিনী,
হইনু করিয়া প্রীত ॥
গুরুজন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে,
তোমারে কহিব কত।

বিষম বেদন, কহিলে কি যায়,
পরাণ সহিছে যত।
অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধুহে,
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব,
এমনি সে মনে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম,
শুনহ বন্ধুয়ার বহু।
পিরীতি বিষদ, হইলে বিপদ,
এমত নাহউ কেহু (১)॥

অনুরাগ—সখী সম্বোধনে।

৮৫।

তুড়ি।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি,
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ,
মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥
সই আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে,
কালিয়া বরণ যার দেখ॥
পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া ভূষণ (২) কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা
পিয়া (৩) জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন,
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়,
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥

দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর,
মরমে ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজচণ্ডী দাসে কয়, তনু মন তার নয়,
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥

৮৬।

তুড়ি।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি,
আর না করিও নাম।
সেযে, কালিয়া মূরতি, কালিয়া প্রকৃতি,
কালা খল নাম শ্যাম॥
জনক জননী, তেজিয়া আপনি,
অনোর হইয়া মজে।
রাম অবতারে, জানকী সীতারে,
বিনি অপরাধে তাজে॥
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
বালী বধিবার কালে।
বলীকে ছলিয়া, পাতালে লইল,
কি দোষ তাঁহার পেলে?
উহার চরিত, আছয়ে বিদিত,
হৃদয় পাষাণময়।
উহার শরণে, যেমত রাবণে,
যোই সে শরণ লয়॥
চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে,
যেবা পর-চরচায় থাকে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া
কুলেতে কি করে তাকে?

৮৭।

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই!
ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশিটি, দুপরে ডাকাতি,
সরবস হরি নৈল।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
কেন বা এমতি কৈল?

১। অর্থাৎ কাহারও পক্ষে প্রেম যেন বিষদ—বিষদাতা হয় না।
(২) রভস—পাঠান্তর।
(৩) জাগিয়া—পাঠান্তর।

খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে,
বধির করিল বাঁশী।
সব পরিহরি, করিল বাউরী,
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম, ধৈরজ ধরম,
সরম মরম ফাঁসী।
চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে,
কানুর সরবস বাঁশী॥

৮৮।

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা,
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম ব্যথা কাহারে কহিব কথা,(১)
গুপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে,
শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গ দোষে কিনা হয়,
রাহু মুখে শশী মসি লাভ (২)॥

৮৯।

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে।
নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি লোক লাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী।
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার (৩) বাঁশী, বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা! উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥ (৪)
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে?
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ (৫)

৯০।

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহ কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥
সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

৯১।

তুড়ি।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে,
গোকুল যুবতীগণে?
আকুল হইয়া, বাহির হইবে,
না চাবে কুলের পানে॥
কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা,
শুনিলে সে ধ্বনি কাণে। (৬)

---

১ না শুনে ধরম কথা—পাঠান্তর।
২। কুসঙ্গের এমনি গুণ যে সমুজ্জ্বলচন্দ্র আলোকবিহীন রাহুর স্পর্শে মলিনতা প্রাপ্ত হয়।
৩। কঠিন—পাঠান্তর।
৪। যে না দেশে বাঁশীর ঘর সেই দেশে যাব।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাব॥—পাঠান্তর।
৫। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী যে কি করে।
আপন করম দোষ, দোষ দিবে কারে?—পাঠান্তর।
৬। শুনিতে সুন্দর কাণে—পাঠান্তর।

যমুনা পবন, স্থগিত গমন, (১)
ভুবন মোহিত গানে ॥
আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়,
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমে জ্বালা, জীয়ে কি অবলা,
হানয়ে মদন বাণে।
কুলবতী কুল, করে নিরমূল,
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে,
কি মোহিনী কালা জানে ॥

৯২।

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী,
করিল সকল নাশে।
মদন কিরাতি, মধুর যুবতী,
ধরিতে আইল দেশে ॥
সই জীবন মন নেয় বাঁশী।
পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা,
পড়সি হইল ফাঁসি।
বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায় সাজে,
ধরিতে যুবতী জনা।
যমুনার কূলে, গাছের তলে,
বসিয়া করিল থানা ॥
এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া,
দেখি যে বসিল পাখী।
ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই,
আনলা চালায় দেখি ॥
গাছের ডালে, বসিয়া ভালে,
তাক করে এক দিঠে।
জড়াল আটা, লাগায় কাঁটা,
লাগিল পাখীর পীঠে ॥
পড়িয়া ভুমেতে, ধরফড়াইতে,
কিরাতে ধরিল পাখে।
পাখে পাখাদিয়া, বাঁধিল টানিয়া,
ঝুলিতে ভরিয়া রাখে ॥
চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়,
কিনিয়া লয় সে পাখী।
ছাড়িয়া দেয়, পাথায় ধোয়ায়,
তবে সে এড়ান দেখি ॥

৯৩।

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে, ডাকিয়া সুধাও না,
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি, করে প্রেম,
আমি হৈলাম দাসী ॥
গোকুল নগরে, কেবা কিনা করে,
তাহে কি নিষেধ বাধা ॥
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী,
কানু কলঙ্কিনী রাধা ॥
বাহির হইতে, লোক চরচায়,
বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী,
আপনা বলিব কারে?
তোমরা পরাণের, ব্যথিত আছিলা,
জীবন মরণে সঙ্গ।
অনেক দোষের, দোষিণী হইলে
কে ছাড়ে আপন সঙ্গ ॥
নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই,
সবাই আপনা বলে।
সো পুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু,
অনাদি জনম কালে ॥
রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও,
এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা,
বঁধুয়া আপন হৈলে ॥

১। চৌদিকে গগন—ঐ।

৯৪।

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥
কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্কছাই অঙ্গেতে লেপিব॥
চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস?
মরণের সাথি যেই, সেকি ছাড়ে পাশ?

৯৫।

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী,
ভাবিয়ে কতেক দুখ।
যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই,
না দেখাই পাপ মুখ॥
সই বিধি দিল মোরে শোকে।
পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল,
কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥
হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী, (১)
নহিল দোসর জনা।
অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে,
তাহা যে না যায় শুনা॥
বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে,
পিরীতির কিবা সুখ?

৯৬।

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি,
এমনি করিবে ধাতা।
গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
না শুনি পিরীতি কথা॥
সই যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি করিয়া, বলি দাঁড়াইয়া,
না রব এ পাপ ঘরে॥
গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন,
কত না সহিব প্রাণে।
ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া,
রহিব গহন বনে॥
বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব,
এ পাপ জনের কথা।
গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে,
ঘুচিবে মনের ব্যথা॥
চণ্ডীদাস কয়, স্বরন্তরি হয়,
তবে সে এমন বটে।
যে সব কহিলে, করিতে পারিলে,
তবে সে এ পাপ ছুটে॥

৯৭।

সিন্ধুড়া।

তাহারে বুঝাই সই পেলে তার লাগি।
ননদীর বচনে যেন বুকে উঠে আগি॥
কাহারে না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী দ্বিগুণ বাদী এ পোড়া পড়সি॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা?
কার সনে কব আর কালা কানুর কথা?
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরীতি পরাণ ভাগী কোথা গেলে পাব?
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাসে কহে তবে জুড়াইবে হিয়া॥

৯৮।

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি।
হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥

১। এতেক কামিনী, আমি অভাগিনী—পাঠান্তর।

সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে।
তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥
চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি।
অধিক জালা যার তার অধিক পিরীতি॥

৯৯।

সিন্ধুড়া।

সই একি সহে পরাণে?
কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী,
শুনিলা আপন কাণে।
পরের কথায়, এত কথা কহে,
ইহাতে করিব কি?
কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল,
বৃথাই জীবনে জী॥
কানুরে পাইত, এ সব কহিত,
তবে বা সে বোলে ভাল?
মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া,
জরজর প্রাণ হৈল॥
কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া,
এ দুখে করিবে পার?
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কে কিবা করিবে কার?

১০০।

শ্রীরাগ।

যাবত জনমে, কি হৈল মরমে
পিরীতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল,
কেমতে হইবে ভাল?
সই বলনা উপায় মোরে।
গঞ্জনা সহিতে, নারি আচরিতে,
মরম কহিনু তোরে॥
ননদী বচনে জ্বলিছে পরাণে,
আপাদ মস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া,
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়,
এবোল এছার লোকে।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে,
মরিবে তাহার শোকে॥

৪৯ (১)।

ধানশী।

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে,
ঘুচাই মনের ব্যথা॥
পিরীতি মুরতি, পিরীতি রতন,
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী কতেক জনমে জনমে,
যজ্ঞ করিয়াছিল॥
সই! পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা॥
যে জন যাবিনে না রহে পরাণে
সে যে হৈল কুলনাশী।
তবে কেনে তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী॥
গোকুল নগরে কেবা কিনা করে
অবুধ মূঢ় সে লোকে।
চণ্ডীদাসে ভণে মরুক সে জনে
পর চরচায় থাকে॥

১০১।

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জালা!
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥

১। এই পদটী ৪৯ সংখ্যার পর পড়িতে হইবে।

এজালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥
তেমতি নহিলে, যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক-কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥

১০২।

সুহই।

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল। (১)
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল (২)
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়। (৩)
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥ (৪)
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।

১০৩।

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব,
সে হেন গুণের নিধি॥
মধুর পিরীতি, শেলের ঘা,
পহিলে সহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল,
এদুখ কহিব কাকে?
অন্য ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়,
হিয়ার মাঝারে থুয়া।
কোন কুলবতী, কুল মজাইয়া,
কেমনে রৈয়াছে শুয়া?
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
কেবল দুঃখের ঘর॥

১০৪।

বড়ারী।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে,
এবড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাই,
কণাকাণি শুনি এই কথা॥ (৫)
সই! লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো,
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই,
তরুয়া কদম্ব তলা পানে।
যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটি শুনিয়ে যদি,
দুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে,
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে,
না চিনি যে কালা কিংবা গোরা॥

১০৫।

সিন্ধুড়া।

এদেশে বসতি নৈল (৬) যাব কোন দেশে।
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে?
বল না উপায় সই বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥
তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে (৭)।
কত না সহিব জালা এ পাপ পরাণে (৮)।
বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১। "জন।" ২। "সুজন।" ৩। "ভাঙ্গিবে।" ৪। "অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে॥" পাঠান্তর।

৫। "সদাই শুনিতে পাই, কাণে কাণে কহে তুয়া কথা॥"—পাঠান্তর।
৬। "নাহি।"
৭। "ননদীর রোলে॥"
৮। "শাশুড়ীর বোলে।"

১০৬।

তুড়ি।

এক জ্বালা গুরুজন (১) আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে (২) সারা হৈল তনু॥
কোথায় যাইব সই (৩) কি হবে উপায়?
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক হৈল কানুর পিরীত॥
জারিলেক তনু মন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১০৭।

ধানশী।

সই! না কহ ওসব কথা।
কালার পিরীতি, যাহার লাগিল,
জনম হইতে ব্যথা॥
কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি,
বয়ানে না বলি কালা।
তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে (৪)
কালা হৈল (৫) জপমালা॥
বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব,
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সবার আগে, বিদায় হইয়া (৬)
যাইব গহন বনে (৭)॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন,
না যাব লোকের পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি,
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

১। "ঘরে হৈল।" ২। "প্রাণ।"
৩। "কোথা যাব কি করিব"—পাঠান্তর।
৪। "অন্তর না ছাড়ে।" ৫। "সদা।"
৬। "কহিয়া বলিয়া।"
৭। "বিদায় হইব।" ইতি পাঠান্তর।

১০৮।

ধানশী।

সখিরে,—
মনের বেদনা, কাহারে কহিব,
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে,
সদাই চমকে চীত॥
কুল তেয়াগিনু, ভরম (৮) ছাড়িনু,
লইনু কলঙ্কের ডালা।
যেজন যে বল, আমারে বল,
ছাড়িতে নারিব কালা॥
সে ডালি মাথায় করি,দেশে দে শ ফিরি(৯)
মাগিয়া খাইব যবে।
সতী চরচার, কুলের (১০) বিচার,
তবে সে আমার যাবে॥
চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়,
যে জন পিরীতি করে।
পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া,
কি তার আপন পরে॥

১০৯।

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমারা আমারে, যে বল সে বল,
কালিয়া গলার মালা॥
সই ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত,
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যে দিন যেখানে, যে সব পিরীতি—
লীলা করয়ে কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী, হৈয়া রহিনু,
শুনিতাম মধুর বেণু॥
এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত,
যাইতাম কদম্বের তলা।

৮। "ধরম।" ৯। "মাথায় করিয়া দেশে দেশে যাব।" ১০। "গোকুল"—পাঠান্তর।

চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে,
বচন বিষের জ্বালা॥

১১০।

সিন্ধুড়া।

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকণ ধন॥
সেরূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হৈতে পাঁজর কাটী লইয়া যায় পাছে॥
সই অই ভয় মনে বড় বাসী।
অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবা নিশি॥
অলস আইসে, নিদঁ যদি আইসে ইথে।
শয়ন করিয়া থাকি ভুজ দিয়া মাথে॥
এমত পিয়ারে মোর ছাড়িতে লোকে বলে।
তোমরা বলিবে যদি খাইব গরলে॥
কালা রূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।
এত দিনে বিহি মোহে হৈল অনুকূলে॥
পূরুক মনের সাধ, ধরম যাউক দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাল ভাবিয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ?

১১১।

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পারি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুখের কথা মনে সে রহিল।
কুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

১১২।

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরসে (১) পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই পিরীতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥
গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত না সহিবে দুখ পরাধিনী বালা?
পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল।
ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥

১১৩।

ধানশী।

কে আছে বুঝিয়া, শুঝিয়া বলিবে,
আমার পিয়ার পাশে?
গোপত পিরীতি, না করে বেকতি,
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥
গোপত বলিয়া, কেন বা বলিলে,
এমত করিল কেনে?
এমত ব্যাভার, না বুঝি তাহার
পিরীতি যাহার সনে॥
সই এমতি কেন বা হৈল।
পরের নারী, মনে যে হরি,
নিচয় ছাড়িয়া গেল?
মোরা অভাগিনী, দিবস রজনী,
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক, করিনু সালঙ্ক,
তবু যে নাপানু হরি॥
পুরুষ পরশ, হইল দুরস,
বিছরিলে আপন রীতি।
জনম অবধি, নাপাই সোয়াতি,
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥

১। পরসে—(সে—হিন্দী)—পরের সঙ্গে অথবা পর হইতে।

চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়,
এমতি না করে সে।
তাহার পিরীতি পাষাণে লেখতি
মুছিলেও নাহি ঘুচে॥

১১৪।

ধানশী।

সই কেমনে ধরিব হিয়া ?
আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়,
আমার আঙ্গিণা দিয়া !
সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর, যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয় ?
আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ, হরণ করিলে,
কাহার পরাণে সয় ?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে ?
আমার পরাণ, যেমতি করিছে,
সেমতি হউক সে॥
কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস,
যে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী,
দিয়া পরমনে দুখে॥

১১৫।

ধানশী।

সই তাহারে বলিব কি ?
যেমতি করিয়া, শপথি করিল,
বৃথায় জীবন জী।
ধরম শুণে, ভয় না মানে,
এমন ডাকাতি সেহ।
বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে,
ঘুচিল ভাল যে দেহ॥
বিনি যে পরখি, রূপ যে দরখি,
ভুলিনু পরের বোলে।
পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল,
ডুবিনু অগাধ জলে॥
গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন,
না জানিনু সেই রসে।
অমিঞা হইয়া, গরল হইল,
এমতি বুঝিলাম শেষে॥
আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতু,
এমত না করিতুঁ মনে।
সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি,
এমন মনে কে জানে ?
চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ,
কাহারে না কহ কথা।
কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে,
মনেতে পাইবে ব্যথা॥

১১৬।

ধানশী।

দৈব যুকতি, বিশেষ গতি,
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে, করিয়া যতনে,
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥
সই ! এমনি কানুর রসে।
জনম অবধি, রহিবে পিরীতি,
বিচ্ছেদ না হবে শেষে॥
যেই মনে ছিল, তাহা না হইল,
সোঙরিতে প্রাণ কাঁদে।
লেহ দাবানলে, বন যেন জ্বলে,
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে চায়, পথ নাহি পায়,
দেখে যে আনলময়।

বনের মাঝারে, ছটফট করে,
কত বা পরাণে সয় ॥
বাহিরে আসিয়া, বাণ যে খইয়া,
পশিতে তাহাতে পুন (১)।
গরল আনলে, শরীর বিবশ,
শামাইতে নারে যেন ॥
করীবর আদি, নাপায় সমাধি,
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুল নারী, ফুকারিতে নারি,
ননদী আছয়ে ঘরে ॥
এমতি আকার, পিরীতি তাহার,
বহিয়া দহিছে মনে (২)।
ননদী বচনে, দগধে পরাণে,
পাঁজর বিধিল ঘুণে ॥
নয়নে নয়নে, নয়ন পীঁজরে,
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে, সঙ্গে চলে তবে,
শ্যামেরে দেখি যে পাছে ॥
চণ্ডীদাস কয়, বাশুলীর সায়,
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যাবিনে, না জীয়ে পরাণে,
তার কি করে ননদী ?

১১৭।

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার,
দেখি যে জগৎ ময়।
যতেক নাগরী, কুলের কুমারী,
কলঙ্কী আমারে কয় ॥
সই জানি কি হইবে মোর ?
সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
কেমনে বাসিব পর ?
সেগুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে,
তাহা বা কহিব কত !
গুরুজনা কুলে, ডুবাইয়া মূলে,
তাহাতে হইব রত ॥
থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে
কহিতে না পারি কথা।
অযোগ্য লোকে, তত দেয় শোকে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা ॥
কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ,
এমন যদি হয় মনোরীত।
যার সনে হয়, পিরীতি করয়,
কহিলে সে হয় পরতীত ॥

১১৮।

ধানশী।

জনম অবধি, পিরীতি বেয়াধি,
অন্তরে রহিল মোর।
থেকে থেকে উঠে, পরাণ ফাটে,
জ্বালার নাহিক ওর ॥
সই এবড় বিষম কথা।
কানুর কলঙ্ক, জগতে হইল,
জুড়াইব আর কোথা ?
বেয়াধি অবধি, সমাধি করিয়ে,
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয়, অল্প মূল্য নয়,
হিয়ার ঘুচায় আগি ॥
জনম অবধি, কণ্টক ননদী,
জ্বালাতে জ্বালাল মন।
তাহার অধিক, দ্বিগুণ জ্বালায়,
খলের পিরীতি শুন ॥
খলের সংহতি, ছাড়িনু পিরীতি,
ছাড়িনু সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কয়, যদি দেখা হয়,
এবে কেন বাস দুখ ?

১। "জড়াজড়ি করিয়া পড়িতে তাহাতে যেন"—পাঠান্তর। ২। "রহিতে সহিছে মনে"—পাঠান্তর।

১১৯।

সিন্ধুড়া।

সখি কেমনে জীব গো আর !
বুকে খেয়েছি শ্যামের শেল
পীঠে হৈল পার॥
মনু মনু মৈলাম গো সখি,
কালিয়া বাঁশীর গানে।
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু,
এমতি হবে কে জানে ?
সকল গোকুল, হইল আকুল,
শুনিয়া বাঁশীর কথা।
খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা ?
স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখিগো,
বুকে খেয়েছি ঘা।
আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি,
মুখে না নিঃসরে রা॥
পিরীতি রতন, করিব যতন,
পিরীতি গলার হার।
শ্যাম বঁধুয়ার, নিদারুণ বাঁশী,
পরাণ বধে আমার॥
কে জানে কেমন, পিরীতি এমন,
পিরীতে কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরু জনে, আনন্দিত মনে,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

১২০।

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া,
সাঁজে সাজাইনু দুধ।
দধি সে নহিল, জল সে হইল,
পাইনু বড়ই দুঃখ॥
সই দধি কেন ছিঁড়ি গেল ?
কানুর পিরীতি, কুলের করাতি,
পরাণ টানিয়া নিল॥
পিরীতি ঘুচিল, আরতি না পুরিল,
না ঘুচিল কলঙ্ক জালা॥
তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী,
পরিবাদ হৈল কালা॥
বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত, ভাবি অবিরত,
দৈবে করিল নৈরাশ॥
আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে,
তেজিব এপাপ দেহ।
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে,
শুধু সুধাময় লেহ॥

১২১।

ধানশী।

ইক্ষু রোপিনু, গাছ যে হইল,
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পিরীতি, বাহিরে সরল,
অন্তরে গরল হয়॥
সই কে বলে ইক্ষু রস গুড় !
পরের বচনে, চাকিনু বদনে,
খাইনু আপন মূড়॥
চাকিতে চাকিতে, লাগিল জিহ্বাতে
পহিলে লাগিল মীঠ।
মোদক আনিয়া, ভিয়াঁন করিয়া
এবে সে লাগিল সীঠ॥
মশল্লা আনিনু, আগুণে চড়ানু,
বিছুরিনু আপন ভার।
কানুর পিরীতি, বুঝিনু এমতি,
কলঙ্ক হইল লাভ॥
আপন করমে, বুঝিনু মরমে,
বস্তুর নাহিক দোষ।
চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি করিয়া,
কেবা পাইল কোথা যশ ?

মল্লার।

১২২।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি,
কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে,
খাইনু আপন মাথা॥
কেবলে পিরীতি, ভাল গো সখি,
কেবলে পিরীতি ভাল? (১)
সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে,
সোণার বরণ কাল॥
সোণার গাগরী, বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার, না করি বিচার,
এবধ কাহারে লাগে?
নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে (২) ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বড়শী লাগিল মুখে॥
নব ঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী,
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ, বহল পবন,
কুলিশ মিলল শেষে॥
লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে,
পড়ল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত, করে পাপবিধি,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

১২৩

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু,
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর কপালে (৩) লেখি
শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু (৪)
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, (৫) দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগীর করম দোষে॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যামের পিরীত,
মরমে বহল শেল॥ (৬)

১২৪।

পঠমঞ্জরী।

কি বুকে দারুণ ব্যথা (৭)!
সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি,
পাপ পিরীতির কথা॥
সই! কে বলে পিরীতি ভাল?
হাসিতে হাসিতে, পিরীত করিয়া,
কাঁদিতে জনম গেল॥
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী (৮) পিরীতি করে।

১। "শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি, বচন না লাগে ভাল।" ২। "আনন্দে"।

৩। "করমে"। ৪। "উচল হইতে" নিচলে চাপিয়া"। ৫। "সেবিতে"।—পাঠান্তর।

৬। পদকল্পতরুতে এই পদটি জ্ঞান দাসের বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং ভণিতা এইরূপ—
"——পাইনু বজর তাপে। জ্ঞানদাস কহে পিরীতি করিয়া পাছে কর অনুতাপে"॥

৭। "সই লো এ বুকে"। ৩। পিরীতি মিরীতি এ দুই বচন. কে বলু পিরীতি ভাল"। ৮। "জন"।

তুষের অনল, যেন সাজাইয়া,
এমতি (১) পুড়িয়া মরে ॥
হায় অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী,
প্রেমে ছল ছল (২) আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল,
পরাণে (৩) সংশয় দেখি ॥

১২৫।

শ্রীরাগ।

পিরীতি মুরতি, কভু না হেরিব,
এদুটি নয়ান কোণে।
পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে,
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
সখি! আর কি বলিব তোরে!
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর (৪)
এত দুখ দিল মোরে ॥
পিরীতি আরতি, কভু না করিব,
শয়ন স্বপ্ন মনে।
পিরীতি নগরে, বসতি ত্যজিয়া,
রহিব গহন বনে ॥
পিরীতি পবন, পরশ লাগিয়া,
ত্যজিব নিকুঞ্জবাস।
পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে,
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥

১২৬।

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব।
এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব।
না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে।
এমতি বিষম ব্যথা জালি দিবে সে ॥

১। "অমনি"।
২। "সদাই ঝরয়ে।" ৩। "যে দুঃখ উঠিল, জীবন।"—পাঠান্তর।
৪। "সই আর না বলিবে মোরে।
পিরীতি বলিয়া, এতিন আখর,
এত পরমাদ করে ॥—পাঠান্তর।

পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কেহ তাহারে আর না হেরি বয়ানে ॥
পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি ॥

অনুরাগ—আত্মপ্রতি।

১২৭।

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া,
জনম বিফল পাইনু।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি,
মনের অনলে মনু ॥
মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
আর কেহ জানি, এরসে ভুলেনা,
ঠেকিলে জানিবে শেষে ॥
এ ঘর করণ, বিহি নিদারুণ,
বসতি পরের বশে।
মাগো এই বর, মরণ সফল,
কি আর এসব আশে?
অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে,
তাহা জানে চণ্ডীদাসে।
এখনি জানিলে, আর কি জানিবে,
জানিবে পিরীতি শেষে ॥

১২৮।

সুহই।

আনিয়া অমিঞা পানা দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া ॥
তিতায় তিতল দেহ মীঠ হবে কেন?
জলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ ॥
বাহিরে অনল জলে দেখে সর্ব্বলোকে।
অন্তর জলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥
পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে?
কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে ॥

১২৯।

সুহই।

কেনবা কানুর সনে পিরীতি করিনু।
না ঘুচে দারুণ লেহা বুঝিয়া মরিনু॥
আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ।
বচন নিঃস্বত নহে বুকে খেলে সাপ॥
জন্ম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে।
নিশি দিশি প্রাণ মোর কানু গুণে ঝুরে॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার।
বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥
করমের দোষে এজনমে কিবা করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥

১৩০।

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম না জানে, ধরম বাখানে,
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে না দেখি, জনম স্বপনে,
না দেখি নয়ন কোণে।
অবুধ সে জনি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী. পরের অধিনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পিরীতি রসে।
অনুক্ষণ মন, করে উচাটন,
মুখে না নিঃসরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন,
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা

১৩১।

গান্ধার।

জনম গোঙানু দুখে, কত বা সহিব বুকে,
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা, কুলশীল গেল কোথা,
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কানু দিনু তিলাঞ্জলি, গুরু দিঠে দিনু বালি,
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িনু গৃহের সাধ, কানু কৈল পরিবাদ,
তাহার উচিত ফল পাইনু॥
অবলা না গণে কিছু, এমতি হইবে পিছু,
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে, পর মুখে যেবা শুনে,
তেঞিত অনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয়, প্রেম কি আনল হয়,
শুধুই সে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ, এমতি দারুণ লেহ,
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

১৩২।

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥
মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি।
নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়॥

১৩৩।

গান্ধার।

কেনবা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে।
ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥
কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি?
বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥
না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে।
বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥
ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি (১)।
দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥

১। আগি—অগ্নি।

আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই ॥

১৩৪।

শ্রীরাগ।

কালার পিরীতি, গরল সমান,
না খাইলে থাকে সুখে।
পিরীতি অনলে, পুড়িয়া মরে যে,
জনম যায় তার দুখে ॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ,
এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছট ফট, ঘরুনি নিপট,
লট পট তার বেশ ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাঁহা পানে,
সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল,
কহে বড় চণ্ডীদাস ॥

১৩৫।

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়।
নয়ানে নয়ন, হইল মিলন,
তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়।
যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত,
তারে বা কিসের ভয় ?
অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি,
সকলি পরাণে সয় ॥
অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া,
না ছিল দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া,
পরাণ উপরে হানা ॥ ১
যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল,
অধিক সৌরভময়।
শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

১। "হাসিতে বাসিতে গীতের ঝমরু এ বড় সুগড় পনা।" পাঠান্তর।

১৩৬।

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম ?
কেবা যাবে পরতীত ?
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা,
সদাই চমকে চিত ॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি,
সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে,
সব শ্যামময় দেখি ॥
সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে,
সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল,
তাহে কি পরাণ রয় ?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু,
কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর,
সদাই হিয়ায় জাগে ॥

১৩৭।

সুহই।

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত ॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি ?
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ॥
বাহির হইতে (২) নারি লোক চরচাতে।
হেন মনে করে বিষ খাইয়া মরিতে (৩) ॥
একে নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে
কানু পরিবাদ হৈল পুড়িয়া মরি শোকে } ৪
খাইতে নারি যে কিছু রহিতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে ॥

(২) "বাহিরে বেড়াতে"। (৩) "এমতি করয়ে মন বিষ খাই জীতে।" (৪) "একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে। তাহে কানু পরিবাদ দেয় পাপ লোকে ॥"

জারিলেক তনু মন ব্যাপিল শরীর।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থির॥

১৩৮।

তুড়ি।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলককেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর (১) মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ (২) না মানে॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানুপ্রেম শেল॥
নিগূঢ় পিরিতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর॥

১৩৯।

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাই সব একজন॥

১৪০।

সিন্ধুড়া।

মনের মরম জানিবে কে॥
সেই সে জানে, মনের মরম,
এ রসে মজিল যে।
চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া,
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া, পিরীতি করিলে,
এমতি শঙ্কট তারে॥
কে আছে ব্যথিত, যাবে পরতীত,
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখ ভাগি, পাই তার লাগি,
তবে সে কহি যে তারে॥
পর কি জানয়ে, পরের বেদন,
সে রত আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে, বনের ভিতরে,
কভু কি রোদন সাজে?

১৪১।

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥
আমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥
শীলত বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরু লতা বনে।
জলিয়া উঠয়ে তনু লতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএ সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে?
নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে।
দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ ১

১৪২।

গান্ধার।

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥

---

(১) "পাঙসের।" (২) "নিষেধ"।—পাঠান্তর।

১। "দারুণ পিরীতি সেই ধরয়ে পরাণে।"—পাঠান্তর।

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ ॥
তবু ত দারুণ নাসা পায় তার গন্ধ ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান
পরসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥
ধিক রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥
কহে চণ্ডীদাসে রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কাহে জানি পুছ ?

১৪৩।

শ্রীরাগ।

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী ?
সদা পরাধীন ঘরে রহে একেশ্বরী ॥
ধিক রহুঁ হেন জন হয়ে প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে ॥
বড় ডাকে কথাটী কহিতে যে না পারে।
পর পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে ॥
এ ছার জীবনের মুক্তি ঘুচাইনু আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস ?

১৪৪।

শ্রীরাগ।

কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর ?
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর ॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিন বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে ॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে ॥
এত দিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া ॥
এ দেশে না রব একা যাব দূর দেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

১৪৫।

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম
সে কেন পিরীতি করে?
আপনি না বুঝে, পরকে মজায়,
পিরীতি রাখিতে নারে ॥
যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম,
সেই দেশে হাম যাব।
মনের সহিত, করিয়া যতন,
মনকে প্রবোধ দিব ॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
পিরীতি করিব তায়।
দুই মন এক, করিতে পারিলে,
তবে সে পিরীতি রয় ॥
কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে,
এমতি হইবে যে।
সহজ ভজন, পাইবে সে জন,
সহজ মানুষ সে ॥

১৪৬।

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে,
তবে সে পিরীতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান, আছে কত জন,
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি,
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু,
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু,
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত, যে করে পিরীতি,
তারে প্রেম কৃপা হয়।

সেই সে রসিক, অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥
মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।
স্বরূপ হইতে, ওরূপ পাইব,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১৪৭।

তিওট, বিহাগড়া।

ধাতা কাতা বিধাতর কপালে দিয়াছি ছাই।
জনম হৈতে একা কৈল দোসর দিল নাই॥
না দিল রসিক-মূঢ় পুরুষের সনে (১)।
এমতি আছয়ে ত এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কাঁদে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখা জোকা॥
ঘর দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

১৪৮।

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥

আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে
গালি পাড়িছ কেনে?

১৪৯।

শ্রীরাগ।

এ ছার দেশে বসতি নৈল নাহিক দোসর জনা
মরমের মরমী নহিলে না জানে মরমের বেদনা
চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে (২)।
ননদী বচনে মোর পাঁজর বিধে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী॥
গুরুজন কুবচন সদা শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি উপায়?
বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত॥

১৫০।

বরাড়ী।

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ!
পিরীতি অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইনু চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥
মুঞি যদি জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।
ভুলিনু পরের বোলে কুলটা হইনু কুলে
জগত ভরিয়া রইল লাজ॥
যখন পিরীতি কৈল আনি চাঁদ হাতে দিল
পুন হাতে না পাই দেখিতে।
কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥

১। রাধা অরসিক নায়কের সহিত প্রেম সংঘটন না করাতে বিধাতাকে নিন্দা করিতেছেন। নায়ক রসিক হইলে, তন্মিলন সুখাবহ বটে, কিন্তু বিচ্ছেদ সমধিক যাতনাকর। কোন কবি কহিয়াছেন;—
"প্রেমৈব মা ভবতু চেৎ পথিকেন নৈব,
তত্রাপি চেৎ গুণবতা ন সহ কদাচিৎ
অস্তেব বা ন পুনরস্য কদাপি ভঙ্গঃ,
স্যাদেব বা ভবত্ববশ্যমহন্য মায়ুঃ।"

(২) "রহিতে না পারি ঘরে চিত্ত উচাটনে"—পাঠান্তর।

পিরীতি আখর তিন যাহার হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল ভয়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরীতি আশ
তার বুঝি এই সব হয়॥

১৫১।

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি মুরতি হইলে
তবে কি পরাণ ফলে।
পরাণ পিরীতি সমান করিলে
কে তারে জীয়ন্ত বলে?
যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি, মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ রতন পিরীতি পরশ (১)
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥
জাতি কুল বলি' দিনু জলাঞ্জলি
আর সতী চরচাতে।
তনু ধন জন জীবন যৌবন
নিছিনু কালা পিরীতে॥
হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণ যোড়া।
কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি কৈল
মরিলে না যায় ছাড়া॥
তিলেকে মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
শয়নে স্বপনে বন্ধু।
কহে চণ্ডীদাস মরমে রহল
পিরীতি অমিয়া সিন্ধু॥

(১) "পরাণ সমান পিরীতি রতন" পাঠান্তর।

১৫২।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।
এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে,
ইহা বই নাহি আর॥
বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল 'পি'।
রসের সাগর, মন্থন করিতে,
তাহে উপজিল 'রী'॥
পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল,
তাহে ভিয়াইল 'তি'।
সকল সুখের, এ তিন আখর,
তুলনা দিব যে কি?
যাহার মরমে, পশিল যতনে,
এ তিন আখর সার।
ধরম করম, সরম ভরম,
কিবা জাতি কুল তার॥
এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি,
পরিণামে কিবা হয়।
পিরীতি বন্ধন, বড়ই বিষম,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

১৫৩।

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি,
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর,
না জানি আছিল কোথা?
পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা॥
পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল,
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।

বিষম অনল, নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল ॥
চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনী,
পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তথা ॥

১৫৪।

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা ?
বিরিখের (১) ফল নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা ॥
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে, (২)
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল সে জন
বড় ভাগ্যবান্ সে ॥
পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ ॥

১৫৫।

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকল পর ॥
পিরীতি দ্বারের কবাট করিব
পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি আসকে সদাই থাকিব
পিরীতে গোঙাব কাল ॥
পিরীতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি শিথান মাথে।
পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে ॥
পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব ॥
পিরীতি নাসার বেশর করিব
দুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি অঞ্জন লোচনে পরিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

১৫৬।

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, এতিন আঁখর,
বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল
কি তার কুল ভয় লাজে ?
বেদ বিধি পর, সব অগোচর,
ইহা কি জানে আনে ?
রসে গর গর, রসের অন্তর,
সেই সে মরম জানে ॥
দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী,
তাহে উপজিল পি।
হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে,
তাহার তুলনা কি ?
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি,
পিরীতি রসেতে ভোর।
পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে,
আপনি হইবে চোর ॥

---

(১) বৃক্ষের। (২) মন্ত্রে।

বিপ্রলব্ধা।

১৫৭।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজনু, দীপ উজারিনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই পাছে এসব হবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান?
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এরূপ যৌবনে,
মিলিব বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি, কত না রহিব,
কত প্রবোধিব মনে?
রস শিরোমণি, আসিবে এখনি,
বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥

১৫৮।

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু সুতা। মরমে পাইয়া ব্যথা।
সজল নয়ান হৈয়া। রহে পথ পানে চাইয়া॥
ফুলশেজ বিছাইয়া। রহয়ে ধেয়ানী হৈয়া॥
উজর চাঁদনি রাতি। মন্দিরে রতন বাতি॥
কহে সব ভেল আন। কাহে না মিলল কান॥
সকল বিফল হৈল। আধ রজনী গেল॥
শ্যাম বঁধুয়ার পাশ। চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥

১৫৯।

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখিরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরি, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস, ফুলহার ফণী,
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া, যমুনায় ডার,
আর ত না যায় দেখা।
ললাটের সিন্দূর, মুছি কর দূর,
নয়ানের কাজর রেখা॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ,
না যাব লোকের মাজে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস,
আনিতে নিঠুর রাজে॥

খণ্ডিতা।

১৬০

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে,
সুখেতে ছিলেন শ্যাম।
প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ভীত হৈয়া,
আসিলা রাধার ঠাম॥
গলে পীতবাস, করিয়া সাহস,
দাঁড়াইল রাইয়ের আগে।
দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা,
ফেলিয়াছে রাই রাগে॥

নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান,
আছেন আপন কোপে।
ভয়ে যে ভুরুর, ভঙ্গিম দেখিয়া,
নাগর তরাসে কাঁপে॥
রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি,
নাগরেরে পাড়ে গালি।
চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে,
কথা কৈলে তবু ভালি॥

১৬১।

বিভাস।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আস?
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ?
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত॥
কপালে সিন্দূর রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছল ছল॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥

১৬২।

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দূর॥
বদন কমলে কিবা তাম্বুল শোভিত।
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে (১) মোর ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত।
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥

১। "ছুইলে।"

সাধিলা (২) মনের সাধ যে ছিল তোমারি (৩)
দূরে রহ দূরে রহ (৪), প্রণাম হামারি (৫)॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে (৬)॥

১৬৩।

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহ না রসের কথা শুনি।
কেমন কামিনী সঙ্গে,
যাপিলা যামিনী রঙ্গে,
কত সুখে পোহালা রজনী?
নীল নলিনী আভা,
কে নিলে অঙ্গেরশোভা,
কাজরে মলিন অঙ্গ খানি।
চিকণ চূড়ার ছাঁদ, কে নিলে বরিহা ফাঁদ?
আজি কেন পীঠে দোলে বেণী?
ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু,
পাষাণে নিশান তার সাখি।
রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে,
ঐছন ফিরয়ে দুন আঁখি॥
রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু,
নাসার ছলে নাকের মুকুতা?
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, একথা অন্যথা নয়,
ভালে জানে বৃষভানু সুতা॥

১৬৪।

ললিত।

ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥

২। "পুরালে"—হ লি পু।
৩। "কি আর বিচার"—প ক ত।
৪। "প্রণতি আমার"—প ক ত।
৫। "দূরে দূরে রহ বঁধ"—হ লি পু।
৬। "চোর ধরিলে কেবা ছাড়য়ে এমনে?"—হ লি পু।

বঁধু তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥
আই আই পড়েছে রূপে কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনোলোভা॥
থর নখ দংশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাটী কোচার বলনী।
রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে।
চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥

১৬৫।

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি!
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী?
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি?
কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

১৬৬।

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

রামকেলী।

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি
এতেক না কহ ধনি অসম্ভব বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ (১)॥
মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি।
জানিয়া না মানে যে সেই ত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে?
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥

১৬৭।

প্রত্যুত্তর।

রামকেলী।

ভাল ভাল, কালিয়া নাগর,
শুনালে ধরম কথা।
পরের রমণী, মজালে যখন,
ধরম আছিল কোথা?
চোরার মুখেতে, ধরম কাহিনী,
শুনিয়া পায় যে হাসি।
পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক,
জানয়ে বরজবাসী॥
চলিবার তরে, দেও উপদেশ,
পাতর চাপিয়া পীঠে।
বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা,
তাহাতে লুণের ছিটে॥
আর না দেখিব, ওকাল মুখ,
এখানে রহিলে কেনে?
যাও চলি যথা, মনের মানুষ,
যেখানে মন যে টানে॥
কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে,
পাপেতে ডুবিবা পাছে।
কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা,
ধরমের থলী আছে॥

১৬৮।

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণোক্তি।

ধানশী।

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন?

১। "অসঙ্গত কৈলে কি লাভ শুনিতে না হয় সুখ"—পাঠান্তর।

বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে।
তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে ॥
ফাগু বিন্দু দেখিয়া সিন্দূর বিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর ॥

১৬৯।

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার ॥
তুহুঁ এক রমণী শিরোমণি রসবতী
কোন্ ঐছে জগমাহ ?
তোহারি সমুখে শ্যাম সহ বিলসব
কৈছন রস নিরবাহ ?
ঐছন সহচরী বচন হৃদয়ে ধরি
সরমে ভরমে মুখ ফেরি।
ঈষৎ হাসি সনে মান তেয়াগল
উলসিত দুহেঁ দোঁহা হেরি ॥
পুন সব জন মেলি করয়ে বিনোদ কেলি
পিচকারি করি হাতে।
দ্বিজ চণ্ডীদাস আবীর যোগাওত,
সকল সখীগণ সাথে ॥

১৭০।

সুহই।

শুন লো রাজার ঝি। লোকে না বলিবে কি ?
মিছই করসি মান। তো বিনু জাগল কান ॥
আনত সঙ্কেত করি। তাহা জাগাইলা হরি ॥
উলটি করসি মান। বড়ু-চণ্ডীদাস গান ॥

১৭১।

ধানশী।

ছিছি মানের লাগি, শ্যাম বঁধুরে,
হারাইয়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর, মধুর মুরতি,
পরশে শীতল হৈলাম ॥
শ্রীমধুমঙ্গলে, আন কুতূহলে,
ভুঞ্জাও ওদন দধি।
হারাধন যেন, পুনহি মিলল,
সদয় হইল বিধি ॥
নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়াক সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠয়ে দুখ ॥

প্রবাস।

১৭২।

ধানশী।

সখি রে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি, পুন না আসিল,
কুলিশ-পাষাণ হিয়া ॥
আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে,
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে,
দু আঁখি হইল অন্ধ ॥
এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে,
আসিবে কি নন্দলাল ?
মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার,
রহিব কতেক কাল ?
চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে,
থাকিব কতেক দিন ?
যে থাকে কপালে, করি একেকালে,
মিটাইব আখর তিন (১) ॥

১। হয় কুল মান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রিয়তমের সমীপে যাইয়া জন্মের মত "বিরহ" মিটাইব, অর্থাৎ শেষ করিব। নতুবা গরল ভক্ষণ পূর্ব্বক জন্মের মত "পরাণ" বা "পিরীতির" শেষ করিব। চণ্ডীদাস কোন বর্ণের সহিত "আকার" "ইকার" থাকিলেও তাহাকে একই অক্ষর বলিয়া গণনা করেন; যথা—"পিরীতি আখর তিন" তদনুসারে এস্থলে "আখর তিন," হয়, "বিরহ" নতুবা "পরাণ" (জীবন), বা "পিরীতি"।

১৭৩।

সুহই।

কানু অঙ্গ পরশে শীতল হবে কবে ?
মদন দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে ?
বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে ?
বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে।
করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে ?
দুখ দশা বুচি তবে সুখ উপজিবে ॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে ?
চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে

১৭৪।

সিন্ধুড়া।

সখি রে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে,
গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা ॥
আমার মাতার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ,
পিয়া যদি মথুরা রহিল।
ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন,
কাচের সমান ভেল ॥
কোন সে নগরে, নাগর রহল,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কোন গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে,
লুবধ ভ্রমর মোর ॥
যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে,
বলিও আমার কথা।
পিয়া এই দেশে, আইসে বা না আসে,
জানিয়া আইস হেথা ॥
বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে,
নিদয় নিঠুর পাশ।
সহচরী সনে, ভণয়ে ভৎসয়ে,
কবি বড়ু চণ্ডীদাস ॥

১৭৫।

কানড়া।

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল,
তিয়াষে পরাণ যায় ॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর ॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিহি সে করল বাদ ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায় ॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে, করিবে,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ ॥

১৭৬।

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে,
সে কালের কত বাকি ?
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা,
তাহারে কেমনে রাখি ?
জোয়ারের পানী, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর ?
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার ॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল ॥
যাও সহচরি, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

মাথুর।

১৭৭

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়,
কহিনু তোহারি কাছে ॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি ॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখী অঙ্গে, লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল,
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে,
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু, যমুনা পার,
দেখিনু সখিরা মেলি।
যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে,
রাই দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে, বিলম্ব হইলে,
আর না দেখিবে রাই ॥

১৭৮।

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া,
কে তোরে কুবুদ্ধি দিল ?
কে বা সেধে ছিল, পিরীতি করিতে,
মনে যদি এত ছিল ?
ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস,
না জান লেহের লেশ।
এক দেশে এলি, আনল জ্বালায়ে,
জ্বালাইতে আর দেশ ॥
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে মীঠ কি তীত।
সুরস পায়স, চিনি পরিহরি,
চিটাতে আদর এত ?
চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে,
কহিতে পরাণ ফাটে।
তোমার,সোণার প্রতিমা,ধূলায় গড়াগড়ি,
কুবুজা বসিল খাটে ॥

১৭৯।

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু।
পাসরেছ রাই মুখ-ইন্দু ॥
হে পাগধারী।
পাসরেছ নবীন কিশোরী ॥
রাই পাঠাল মোরে।
দাস খত দেখাবার তরে ॥
যাতে মোরা আছি সখী।
পদতলে নাম দিলে লেখি ॥
তুমি ব্রজে যাবে যবে।
করতালি বাজাইব সবে ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।
গালি দিব যত আছে মনে ॥

১৮০।

বেলাবলী।

রাইর দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া নাগর মনের দুখে ॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল সুধী ॥
অব্ যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইছিল হরি ॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার।

সখী পাঠাওল কহিয়া সার ॥
এখনি আসিছি মথুরা হৈতে।
ইথে আন ভাব না ভাব চিতে।
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়।
বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায় ॥

ভাবসম্মিলন।

১৮১।

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান ॥
যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া ॥
মথুরা হৈতে এখনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি ॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা ॥
কোলেত করিয়া নয়ান জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে ॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
বাহির আর না করিব আমি ॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কতজন কে করু লেখা ॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে ॥
রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥

১৮২।

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়।
তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু,
নিবেদি যে তুয়া পায় ॥
না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল,
গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু, হেলায়ে হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু ॥
জনম অবধি, মায়ের সোহাগে,
সোহাগিনী বড় আমি।
প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম,
পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥
সখীগণে কহে, শ্যাম সোহাগিনী,
গরবে ভরয়ে দে।
হামারি গৌরব, তুহুঁ বাঢ়ায়লি,
অব্ টুটায়ব কে?
তোহারি, গরবিণী হাম,
গরবে ভরল বুক।
চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে,
পিরীতি কিসের সুখ?

১৮৩।

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি!
যে মোর ভরম, ধরম করম,
সকলি জান হে তুমি ॥
যে তোর করুণা, না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি যে নিতি।
তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে,
বুঝিতে না পারি রীতি ॥
মায়ের যেমন, বাপার তেমন,
তেমতি বরজপুরে।
সখীর আদরে, পরাণ বিদরে,
সে সব গোচর তোরে ॥
সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি
তোহারি আনন্দে ভাসি।
তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর,
ভূষণে ভূষণ বাসি (১) ॥

১। তোমার সালঙ্কার বচনই আমার অঙ্গরাগ জন্য ভূষণ স্বরূপ; আমি অন্য অলঙ্কার চাহি না।

চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে,
বিনয় বচন সার।
বিনয় করিয়া, বচন কহিলে,
তুলনা নাহিক তার॥

১৮৪।

৺ সুহই।

বধু কি আর বলিব আমি!
মরণে জীবনে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হইলাম দাসী (১)॥
ভাবিয়া ছিলাম, এ তিন ভুবনে,
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই,
দাঁড়াব কাহার কাছে?
একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে,
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া, শরণ লইনু,
ওদুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর (২)।
ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে,
গতি যে নাহিক মোর (৩)॥
আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি,
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন,
গলায় গাঁথিয়া পরি (৪)॥

১৮৫।

সুহই।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমিহে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায় (৫)॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি॥

শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।

১৮৬।

৺ সুহই।

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি,
গোকুলে আমার স্থিতি॥
নিশি দিশি সদা, বসি আলাপনে,
মুরলী লইয়া করে।

১। জাতি কুল শীল সকল মজাঞা হইনু তোমার দাসী॥—পাঠান্তর।

২। অবলা অখলে, না ঠেল চরণে, ত্রুটির নাহিক ওর।

৩। অবলার ত্রুটি, যদি হয় কোটি, ক্ষমিতে উচিত তোর॥ একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থে এই সকল পাঠ দৃষ্ট হয়।

৪। গলায় বসন, করি নিবেদন, শুনহে রসিক রায়। চণ্ডীদাস কহে, অনুগত জনে, ছাড়িতে উচিত পাঠান্তর।

৫। তায় ভাবে চিন্তা করে।

যমুনা সিনানে, তোমার কারণে,
বসি থাকি তার তীরে ॥
তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে,
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি,
যেমত চাতক পাখী ॥
তব রূপ গুণ, মধুর মাধুরী,
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান, সদা করি গান,
তব প্রেমে হৈয়া ভোর ॥
চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি,
জগতে আর কি হয়?
এমত পিরীতি, না দেখি কখন,
কখন হবার নয় ॥

রাগাত্মিক পদ *

১।

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল,
সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে,
প্রবেশ যাইয়া করে ॥
বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া,
চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয় ॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ,
একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি,
শুনহ চৌষট্টি সনে ॥
বস্তুতে গৃহেতে, করিয়া একত্রে
ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে, সদাই যজিতে,
সহজের এই রীতি ॥
দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে,
যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে,
আনন্দে থাকিবে তবে ॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া,
সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি,
রামিনী নাম যাহার ॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবে না, না জানে যে জনা,
সেই সে কলির ভূত ॥ (১)

* রসিক ভক্তেরা "রাগানুগ" ভক্ত। এবং ইহাদের সাধন প্রণালীর নাম "রাগাত্মিক।" ইহার বিস্তারিত বিবরণ "চৈতন্য চরিতামৃত" ও "বিবর্ত্ত বিলাসে" দ্রষ্টব্য।

১। "বস্তুতে গৃহেতে" ইত্যাদি হইতে "প্রমাদ হবে" পর্য্যন্ত পদের ভাবার্থ "বিবর্ত্ত বিলাস" গ্রন্থে এইরূপ আছে;—
"বস্তু শব্দে পৃথ্বী কহি একুল আকার।
আছে সে গুহ্য দেশে প্রকৃতি সবার ॥
গৃহ শব্দে আলয় কহি পুরুষের অঙ্গ।
বস্তুতে গৃহেতে যুক্ত করি পঞ্চবাণ সঙ্গ ॥
* * * * *
এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খোদিবে।
ভীমরুল বরুল উঠিবে ধন নাহি পাবে ॥
* * * * *
দক্ষিণে খোদিবে যদি শুন মহাশয়।
কৃষ্ণ অনুরাগ হীন নরক নিশ্চয় ॥
দক্ষিণের নায়ক যেই স্বসুখ সহিতে।
ভীমরুল আদি পুত্র কন্যা উঠিবে তাহাতে ॥
তাহার সহিত যজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়।
বিবাহ করিতে মানা বাশুলী কহয় ॥
৪ র্থ বিলাস।

২।

এই সে রস নিগূঢ় ধন্য।
ব্রজ বিনা ইহা নাজানে অন্য॥
দুই রসিক হইলে জানে।
সেই ধন সদা যতনে আনে॥
নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি।
রাগের উদয় এই সে রীতি॥
রাগের উদয় বসতি কোথা।
মদন মাদন শোষণ যথা॥
মদন বৈসে বাম নয়নে।
মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥
শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥

৩।

রসিক রসিক, সবাই কহে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে,
কোটিতে গোটিক (১) হয়॥
সখি হে রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়,
রসিক বলি যে তারে॥
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটী,
সম্মুখে পূরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে,
তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে,
অঞ্জলী পূরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়ায়ে,
উছলিয়ে বহি যায়॥
চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতি,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥

৪।

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ।
তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥
তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥
সর্পের মস্তকে যদি রহে পঞ্চ মণি।
কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধ্বনি॥
গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে।
তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥
সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু।
কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥
অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই।
নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥
নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে।
চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥
নিশি যোগে শুক সারী যেই কথা কয়।
চণ্ডীদাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

৫।

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মুরতি,
মন যদি তাতে ধায়।
তবেত সে জন, রসিক কেমন,
বুঝিতে বিষম তায়॥
আপন মাধুরী, দেখিতে না পাই,
সদাই অন্তর জ্বলে।
আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি,
কি হৈল কি হৈল বলে॥
মানুষ অভাবে, মন মরিচিয়া,
তরাসে আছাড় খায়।
আছাড় খাইয়া, করে ছট ফট,
জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥
তাহার মরণ, জানে কোনজন,
কেমন মরণ সেই।

১। কোটি জনের মধ্যে গুটিকতক পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি।

যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়য়ে,
মরণ বাঁটিয়া লেই ॥
বাঁটিলে মরণ জীয়ে দুই জন,
লোকে তাহা নাহি জানে।
প্রেমের আকৃতি, করে ছট ফটি,
চণ্ডীদাসে ইহা ভণে ॥

৬।

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে।
নামাইতে বস্তু সাধক বিষম সঙ্কটে ॥
নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি।
পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি ॥
সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি।
সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি ॥
তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য।
তারণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য ॥
লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে।
কারণ্যামৃতে স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে ॥
সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান।
সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ ॥
অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম।
চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার ধর্ম্ম।

৭।

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া,
নাগর করে পূজা।
নাগর পরাণ, পুতলি আমার,
হৃদয় মাঝারে রাজা ॥
আনের পরাণ, আনে করে চুরি,
তিন আনে নাহি জানে।
আগম নিগম, দুর্গম সুগম,
শ্রবণ নয়ন মনে ॥
এই সাত নদী, অনন্ত অবধি,
এ সাত যে দেশে নাই।
সে দেশে তাহার, বসতি নগর,
এ দেশে কিমতে পাই ॥
এ সব করণ, করে যেই জন,
সে জন মাথার মণি।
মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে,
অমৃত রস আনি ॥
হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর,
নাচে এক বাজীকর।
এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়,
বাঁশী জিনি তার স্বর ॥
দুন্দুভি বাঁশীটী, যখন বাজিবে,
তা শুনে মরিবে যে।
রসিক ভকত, ভবনে ব্যক্ত,
সখীর সঙ্গিনী সে ॥
এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার,
তাহার চরণ সার।
মন সূতা দিয়া, তাহায় চরণ,
গাঁথিয়া পরিব হার ॥
বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,
কাঁচা পাকা দুই ফল।
যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে,
তেমতি তাহা বিরল ॥

৮।

মরম কহিতে ধরম না রয়,
নাহি বেদ বিধি রস।
সতী যে হইবে, আগুনি খাইবে,
না হবে অন্যের বশ ॥
যে জন যুবতী, কুলবতী সতী,
সুশীল সুমতি যার।
হৃদয় মাঝারে, নায়ক লুকায়ে,
ভব নদী হয় পার ॥
কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে,
কলঙ্কে ভাসিবে নিতি।
পাইয়া কাম রতি, করে অন্য পতি,
তাহাতে বলাব সতী ॥
স্নান না করিব, জল না ছুঁইব,
আলাইয়া মাথার কেশ।

সমুদ্রে পশিব, নীরে না তিতিব,
নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে, হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্র থাকিব, নাহি পরশিব,
ভাবিনী ভাবের দেহা ॥
অন্যের পরশে, সিনান করিব,
তবে সে রীতি সাজে।
কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস,
থাকিব যুবতী মাঝে ॥

৯।

শুন রজকিনি রামি!
ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি ॥
তুমি, বেদ বাগিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হারা ॥
রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ,
কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥

১০।

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার এ।
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে ॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা ॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মূরতি হন ॥
শুদ্ধ বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায় ॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
শুদ্ধ বস্তু সেই সদা যজে ॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥
রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা ॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশে রস প্রকাশ;
চণ্ডীদাস কহে রস বিলাস ॥

১২।

সহজ আচার, সহজ বিচার,
সহজ বলি যে কায়?
কেমন বরণ, কিসের গঠন?
বিবরিয়া কহ তায় ॥
শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিল.
শুন বৃকভানু ঝি।
সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি?
আমি না জেনেছি শুনেছি ॥
আনন্দের আলস, ক্ষীরোদ সায়র,
প্রেম বিন্দু উপজিল।
গদ্য পদ্য হয়ে, কামের সহিতে,
বেগেতে ধাইয়া গেল ॥
বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার,
কুটিল স্বভাব যার।
যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়,
সে অঙ্গ করয়ে ভার ॥
এমতি আচার, ভজন যে করে,
শুনহ রসিক ভাই।
চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে,
আর দেখ কিছু নাই ॥

১৩।

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যেজন,
কেহ না দেখয়ে তারে।
প্রেমের পিরীতি, যেজন জানয়ে,
সেই সে পাইতে পারে ॥

পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
জানিবে ভজন সার।
রাগ মার্গে যেই, ভজন করয়ে,
প্রাপ্তি হইবে তার ॥
মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি,
তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পিরীতি বসতি,
তাহা কি জানয়ে কেউ ?
রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে,
রস উদ্গারিল কে ?
সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া,
গোলোকে রহিল সে ॥
পুত্র পরিজন, সংসার আপন,
সকল ত্যজিয়া লেখ।
পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে,
মনেতে ভাবিয়া দেখ ॥
পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর,
পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে,
হইবে একই মত ॥
পরকীয়া ধন, সকল প্রধান,
যতন করিয়া লই।
নৈষ্টিক হইয়া, ভজন করিলে,
পদ্ধতি সাধক হই ॥
পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া,
নৈষ্টিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥

১৪।

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন ॥
দুইটী আখরে সদা পিরীতি।
তিনটী পরশে উপজে রতি ॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটী আখর পাঁচের পর ॥
কনক আসন আছয়ে তাতে।
মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে ॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন কালে ॥
তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীত ভীত জন ভয়ে পলায় ॥
পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি ॥
অষ্ট আখর একত্র যবে।
কনক আসন জানিবে তবে ॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয় ॥ (১)

১। আমাদিগের প্রতিপাদিত অর্থ এই ;—

"চৌদ্দ ভুবন"—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট দেহ। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়, অর্থাৎ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চারি অন্তরেন্দ্রিয়।

"ভুবন তিন"—ভাব, কান্তি ও বিলাস। ইহা সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট। কবির রীত্যনুসারে এ স্থলে অক্ষর গণনা হইয়াছে ; তৎপ্রমাণ "পিরীতি—আখর তিন।"

"দুইটী আখরে"—ভাব। ইহাতে সর্ব্বদা প্রীতি বিরাজ করে।

"তিনটী আখর—বিলাস। ইহাই রতির কারণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—হৃদয়রূপ নির্জ্জন কানন স্থিত পঞ্চভূত আত্মার পর ; বা কান্তি ও বিলাসের পর দুইটী আখর "ভাব।"

"কনক আসন" ইত্যাদি—ষট্‌চক্রমতে হৃদয়স্থিত রত্নবেদিকায় অভিন্ন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহ বিরাজ করেন।

"পঞ্চ রস"— শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মাধুর্য্য।

"অষ্টম আখর" ইত্যাদি—ভাবকান্তি বিলাসের পর "জ্ঞ" এই বর্ণ যুক্ত হইয়া, "ভাবকান্তি বিলাসজ্ঞ" শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। এবং তদীয় অধিষ্ঠান বশতঃই হৃদয় "কনক আসন" রূপে ব্যক্ত হয়।

"পঞ্চরস" ইত্যাদি—প্রাগুক্ত পঞ্চরস মধ্যে, চণ্ডীদাসের মতে মাধুর্য্য বা শৃঙ্গার রস প্রধান। তৎপ্রমাণ, "সব রস সার শৃঙ্গার এ" ইত্যাদি পদ।

বীরভূম জিলার অন্তর্গত সিউড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপাদিত অর্থ এইরূপ, যথা;

"চৌদ্দভুবন"—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল।

"ভুবনতিন"—ব্রজ, গোলক ও দ্বারকা।

"সপ্ত আখর"—রাধা, রমণ, কুঞ্জ।

"দুইটি আখর"—রাধানামে (বৈষ্ণবদিগের) নিত্য প্রীতি জন্মে।

"তিনটী আখর"—রমণ।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—রাধারমণ, পরে কুঞ্জ।

"অষ্টম আখর"—"স্থ"। অর্থাৎ রাধরমণ কুঞ্জস্থ।

উক্ত জেলার অন্তর্গত সাকুল্লিপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত জীউলাল মজুমদারের প্রতিপাদিত অর্থের সারাংশও নিয়ে প্রকটিত হইল।

"চৌদ্দভুবন"—সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক, এই সপ্ত স্বর্গ। অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত পাতাল।

"ভুবনতিন—গোলোক, বৈকুণ্ঠ, শ্রীবৃন্দাবন।

"সপ্ত আখর" ইত্যাদি—হাস্যোঽদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়। পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্ত রস হয়॥ ইতি চৈতন্য চরিতামৃত। এই অন্তরা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"দুইটী আখর" ইত্যাদি—এস্থলে মধুর রস। দ্বিধা, অর্থাৎ "কেবলা" ও "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানমিশ্রা।"

"তিনটী পরশে" ইত্যাদি—এতদ্দ্বারা মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর রাগোৎপত্তির ত্রিবিধ লক্ষণ, অর্থাৎ পূর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা, ও কাম লিখন ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে।

"নির্জ্জন কানন" ইত্যাদি—এপদে হৃদয়কেই বুঝাইতেছে। দুইটী আখর পাঁচের পর"—এই সঙ্কেত করিয়া সাধ্য বস্তুর সাধন কার্য্যে লিপ্ত হইতে কহিয়াছেন।

"কনক আসন" ইত্যাদি—সাধন কার্য্য সিদ্ধ হইলে, হৃদয় শুদ্ধ হইয়া কনকাসন স্বরূপ হইবে।

"মনসিজরাজা"—অপ্রাকৃত মদন শ্রীকৃষ্ণ।

"অষ্টম আখর" ইত্যাদি—অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উল্লেখ হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মহাজন পদাবলী সংগ্রহ প্রথম ভাগের অন্তঃস্থিত ২য় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

সম্পূর্ণ

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ

অর্থাৎ

শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত সত্যনারায়ণের পালা। * ·

বন্দনা।

গুরুং গণপতিং গৌরীং গঙ্গেশং গরুড়ধ্বজং।
নত্বা শ্রুত্বা সুচরিতং প্রাহ রামেশ্বরঃ সুধীঃ॥

সত্য সত্য সত্যপীর সর্ব্বসিদ্ধি দাতা।
বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ণিতে ব্রত কথা॥
রসাল রসিক-প্রিয় রমাইব রাগে (১)।
বৃন্দারক বৃন্দকে (২) বন্দনা করি আগে॥
গুরুগণ গণেশে হইয়া প্রণিপাত।
বন্দো বহ্নি বিপ্র বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ॥
ত্রিসাবিত্রী (৩) সিন্ধুপুত্রী (৪) সরস্বতী শিবা।
ত্রিসন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য রাত্রি দিবা॥
কামাখ্যারে করি নতি ধর্ম্মরাজ যুতা (৫)।
সসর্প মনসা বন্দো মহেশের সুতা॥
অষ্ট সিদ্ধি (৬) নব গ্রহ দশ দিক্‌পাল।
বন্দো বর্ণ (৭) পঞ্চাশৎ পরম রসাল॥
প্রণমিব পরাৎপর-পদাব্জ-যুগলে।
কূর্ম্মানন্ত অবনী অম্বুধি অষ্টাচলে॥
ত্রিলোক-তারিণী বন্দো তুলসী সুন্দরী।
গোলোক সহিত বন্দো চতুর্দ্দশ পুরী (৮)॥
গঙ্গা আদি তীর্থ ক্ষেত্রে হয়্যা দণ্ডবৎ।
কামরূপ আদি বন্দো পীঠ পঞ্চাশৎ (৯)॥
সায়ুধ বাহন আর রণ-পরিবার।
দশ মহাবিদ্যা বন্দো দশ অবতার॥
গোকুলে গোবিন্দ বন্দো গোবর্দ্ধন ধারী।
প্রণমিব প্রভুর প্রেয়সী যত নারী॥

---

* প্রধান আদর্শ পুস্তক সন ১১৬২ সালের লিখিত।

১। রসিকতা প্রিয় রসযুক্ত ব্যক্তিদিগকে গানে প্রমোদিত করিব। রাগে—গানে। রমাইব—প্রমোদিত করিব। রমণ—প্রমোদ।

২। দেবতা সকলকে।

৩। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে সাবিত্রী অথবা গায়ত্রী উচ্চারণ দ্বারা সন্ধ্যা-কার্য্য হয়; সেই ত্রিকালিকী সাবিত্রীকে বন্দনা করি। পরে এইরূপে ত্রিকালিকী সন্ধ্যাকেও বন্দনা করা হইয়াছে। "ত্রিসন্ধ্যা নক্ষত্র চন্দ্র"। ৪। যমুনা।

৫। ধর্ম্মরাজ যুক্তা।

৬। মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ "অষ্ট বসু"।

৭। ক খ গ ঘ প্রভৃতি পঞ্চাশ বর্ণ।

৮। পুরী—লোক, অর্থাৎ চৌদ্দ লোক।

৯। কামরূপ এবং আর পঞ্চাশ পীঠ; সর্ব্বশুদ্ধ ৫১ পীঠ।

বলরাম আদি ব্রজ বালক সকল।
বৃন্দাবন আদি বন্দো বিহারের স্থল॥
কলিন্দ-নন্দিনী (১) বন্দো কদম্ব কানন।
বন্দো বংশী বট তট পরম কারণ॥
অষ্ট সখী অষ্ট বৃঞ্জ অষ্ট কুঞ্জ সার।
অষ্ট মনোরম ঘটে ঘটিত যাহার (২)॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন বন্দো বংশীবর-ধারী।
তাঁহার দুর্লভ (৩) বন্দো ব্রজেন্দ্র কুমারী॥
পরম সাদরে বন্দো তাঁর পঞ্চরস।
তথাপি মাধুর্য্য বন্দো গোপিকার বস (৪)॥
সখ্যভাবে ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য শেষ করি।
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য মনোহারী (৫)॥
বাৎসল্য ভাবেতে ভজে ব্রজেন্দ্র-গোপিনী (৬)।
সুবলাদি সখ্যে, শান্ত (৭) শনকাদি মুনি॥
রাধিকা রসের সার সব পূর্ণ ভাব (৮)।
প্রেম-হেম দানে (৯) কৃষ্ণ যারে হৈলা লাভ॥
প্রণমিব অষ্টরাগ রসিকের রাগে (১০)।

১। কালিন্দী—যমুনা।

২। অর্থগ্রহ হইল না।

৩। তিনি অর্থাৎ বংশীবর-ধারী শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অর্থাৎ যে ব্রজেন্দ্র-কুমারীকে দুর্লভ জ্ঞান করেন।

৪। এই পদের কোন সহজ অর্থ হয় না। বোধ হয় অন্য কোন শব্দ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকিবে। বস্ শব্দের অপভ্রংশ বোধ করিলে অর্থ সঙ্গতি হয়।

৫। ইহারও পূর্ব্ব চরণের সহজ অর্থ হয় না। ৬। যশোদা।

৭। শান্তভাবে। 'ভজে' ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। ৮। রাধিকাতে সকল ভাব পূর্ণ রূপে আছে। ৯। প্রেমরূপ সুবর্ণ দান দ্বারা যিনি কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন।

১০। রসপ্রিয় ব্যক্তির অনুমোদনীয় সুরে কিম্বা ভাবে।

রাগাত্মিকা ভক্তিকে (১১) বন্দনা করি আগে॥
অর্চ্চনাদি নয় ভক্তি বন্দো সাবধানে।
মোহান্তে যোগেন্দ্র যাতে করয়ে ধেয়ানে (১২)॥
বন্দিব জননী পদ পরম কারণ।
যাঁহার প্রসাদে দেখি এসব সৃজন॥
জনক জননী মধ্যে আগে বন্দো মা।
এতিন ভুবন মধ্যে সার যাঁর পা॥
বন্দিব জনক পদ জনমের দাতা।
চতুর্বর্গ সিদ্ধ যাঁর সেবায় সর্ব্বথা॥
জগতের সার মাতা পিতার চরণ।
যেবা নাহি ভজে তার নিস্ফল জীবন॥
কহে রামেশ্বর বাক্য না করিহ হেলা।
ভবাম্বুধি মধ্যে মাতা পিতা পদ ভেলা॥ ১॥

অতঃপর নবদ্বীপে বন্দিব নিমাই।
অধম জনার বন্ধু তিঁহ বিনে নাই॥
অদ্বৈত গোঁসাই বন্দিব সাবধানে।
প্রকাশিলা যিঁহ হরিনাম দয়াবানে॥
বন্দো বীরভদ্র বীর নিত্যানন্দ নাম।
প্রেম-হেম দানে যিঁহ পূর্ণ কৈলা কাম॥
বন্দো রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
সারেঙ্গ গোঁসাঞী বন্দো পরম সানন্দ॥

১১। রাগ অর্থ অনুরাগ। ভক্তিতে অনুরাগ অংশই প্রবল। অথবা আর এক অর্থ হয়,—রাগ অর্থ সুর; ভক্তি সুর সহকারেই প্রকাশিত হয়, অতএব ভক্তি রাগাত্মিকা।

১২। যোগ মার্গ অপেক্ষা ভক্তি মার্গ শ্রেষ্ঠ। যোগেন্দ্র শিব যোগের মোহেতে মুগ্ধ থাকিয়া, সেই মোহের অবসান হইলে যে নয় ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন, সেই নয় ভক্তিকে বন্দনা করি।

সার্ব্বভৌম বন্দো সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ।
প্রভুর সহিত যাঁর হৈল বদাবদ (১) ॥
ষড়্ভুজ দেখায়্যা প্রভু দিলা দরশন।
তবে সে বিস্ময় হৈলা সার্ব্বভৌম মন ॥
অতঃপর বন্দিব প্রভুর তিন লীলা।
আদ্য অন্ত মধ্য এই তিন বিরচিলা ॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দো আমি তার ভাই(২)।
স্বর ভঙ্গ কর যদি পীরের দোহাই ॥
ষষ্টি মহাকাল আদি ক্ষেত্রপাল যত।
উপদেব বৃন্দকে বন্দনা শত শত ॥
বন্দো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাগণ।
যত ব্রহ্ম ঋষি দেব-ঋষির চরণ ॥
অতঃপর বন্দিব রহিম রাম রূপ।
ত্রিদশের চতুর্দ্দশ ভুবনের ভূপ (৩) ॥
পরে সত্যপীর বন্দো বলে দ্বিজ রাম।
সাকিম বরদা বাটী যদুপুর গ্রাম ॥ ২ ।

সত্যপীর বন্দনা।

জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর,
দেব দেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
তোমার চরণে প্রণিপাত।
সর্ব্ব ভূতে সর্ব্ব ময়, চারু চরাচর চয়, (৪)
চন্দ্রচূড়-চিন্ত চিন্তামণি।
পূর্ব্বে হৈয়া দশ মূর্ত্তি, করিলে অকথ্য কীর্ত্তি
সত্যপীর হইলে ইদানী ॥
ছয় দরশনে কয়, এক ব্রহ্ম দুই নয়,
অন্য অন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবন দুষ্ট, হৈন্দবী করিল নষ্ট,
দেখি রোহিম বেশ হৈলা রাম, (৫) ॥
দুষ্ট দেখি দূরে পরিহার।
ব্রাহ্মণে বলিয়া ভেদ, ঘুচালে লোকের খেদ,
রক্ষা কৈলে সৃষ্টি আপনার ॥
এক দিলে(৬) অল্প ধনে যে তোমারে সিন্নিমানে
হাসিল করহ তার কাম (৭)।
আমি অতি মূঢ় মতি, কি জানিব স্তুতি নতি
নিজ গুণে উর গুণধাম ॥
দরিদ্র দ্বিজের কাছে, পূর্ব্বকালে সত্য আছে
আত্মবাক্য পালিবে আপনি।
নায়েকের হৈয়া তুষ্টি, সিন্নিতে করহ দৃষ্টি,
শুন আপনার ব্রত বাণী ॥
দুঃখ বিনাশিনী তথা, তোমার মঙ্গল কথা(৮)
যে গায়, গাওয়ায়, যেবা শুনে।
তুমি রক্ষা কর তারে, মহামারে মহাঘোরে,
মহাবনে, রণে, রিপু-স্থানে ॥
দৃঢ় ভক্তি হৈলে আর, পাতক না থাকে তার,
মনোরথ সিদ্ধ হাতে হাতে।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধ ভাবে শুন নর,
হরি বল পীরের পীরিতে ॥ ৩।

গ্রন্থারম্ভ।

সর্ব্ব লোক শুন শুন সর্ব্ব লোক শুন।
সত্যপীরে স্মর, সিন্নি দেহ পুনঃ পুনঃ ॥

১। বদাবদ—বাদাবাদি।

২। ডাকিনী যোগিনীগণ শক্তিরূপা ভগবতীর অনুকারিণী; সেই শক্তিরূপা ভগবতী আমার মাতা, অতএব ডাকিনী যোগিনীগণ আমার ভগিনী তুল্যা, আমি তাহাদের ভ্রাতা। গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায়। অর্থাৎ ডাকিনী যোগিনীগণ আমার কোন অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত না হয়েন।

৩। ত্রিদশ অর্থাৎ স্বর্গ ও সমুদায় চৌদ্দ লোকের রাজা।

৪। চারু চরাচর চয়—সুন্দর বিশ্ব সকল; তুমি সকলেতেই আছ।

৫। "দেখিয়া রহিম হৈলা রাম"—পাঠান্তর। ৬। দিল্—মন। ৭। কাম—কামনা। ৮। তোমার কথা, মঙ্গল কথা এবং দুঃখ বিনাশিনী কথা।

প্রবল প্রতাপ প্রভু পাপ-তাপ-হারী।
যেরূপে জাহির পীর নিবেদন করি।
দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশ পুর।
তাহে এক বিপ্র ছিল বড়ই বিহুর (১)॥
খেতে চারি চালু নাঞি, চালে নাঞি খড়।
তিঁহ প্রভু পীর পুত্র তাঁর পায় গড়॥
আপনি অত্যন্ত যতি, সতী সীমন্তিনী।
দামোদরে দৃঢ় ভক্তি দিবস রজনী॥
লঙ্ঘনে বঞ্চন (২) কভু ভিক্ষায় ভক্ষণ।
কৃষ্ণ ভক্ত সুদামার সকলি লক্ষণ॥
আপনি অতিথি-প্রিয় ততোধিক প্রিয়া।
আত্ম উপবাস অন্ন অন্য জনে দিয়া॥
জঠরের জ্বলনে যখন জীউ যায়।
তখন মগন মন মুকুন্দের পায়॥
কত কালে কৃষ্ণ পাব ভাবে দিবা রাতি।
বান্ধিল প্রেমের পাশে অখিলের পতি॥
তবে প্রভু মায়া কৈল ব্রাহ্মণের সঙ্গ।
কদাচিৎ ভজনে ভক্তির নাঞি ভঙ্গ॥
নানা রূপে বিড়ম্বিয়া (৩) হরিলেন হরি।
ভক্ত বটে কলিতে কিরূপে কৃপা করি॥
ভিক্ষা ভাঙ্গি ভক্তি বুঝি ভ্রমি সাথে সাথে।
পীর হৈয়া পশ্চাৎ প্রত্যক্ষ হব পথে॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষাতে যায় তাতে হৈল মায়া।
যত দাতা জীবে হরি হরিলেন দয়া॥
ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ ডাকে কলস্বনে।
কেহ ঘরে নাঞি, কেহ থাকিয়া না শুনে॥
কেহ কহে ফিরে মাগ প্রসবেছে নারী (৪)।
কেহ কহে নিত্য কি তোমার ধার ধারি॥
কেহ গালি দেয় কেহ করে দূর দূর।
মারিতে চলিলা কেহ হইয়া নিষ্ঠুর॥

প্রতি ঘরে ভ্রমি ভিক্ষা না পায়্যা (৫) নগরে।
"দাতা কৃষ্ণ কোথা" বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
বাটী বাটে (৬) গিয়া মাঠে অপরাহ্ন কালে।
বিষাদে বসিল বিপ্র বট বৃক্ষ তলে॥
কে করিবে আশ্বাস নিঃশ্বাস ঘন ছাড়ে।
ছল ছল চক্ষে জল টস্ টস্ পড়ে॥
ধৈরজ না ধরে দ্বিজ ধৈরজ না ধরে।
বাড়িল বিবেক বড় ব্রাহ্মণীর তরে॥
বুভুক্ষিতা বনিতা বাটীতে বাট চায়া।
কেন প্রভু হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়া॥
সত্ত্ব গুণে সবার পালন কর্ত্তা তুমি।
অবনীতে অপাল্য অধম মাত্র আমি॥
মাগিলে না পাই মুষ্টি রিক্ত হস্তে যাই।
পূর্ব্বকৃত পাপে এত পরিতাপ পাই॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
পরলোকে প্রভু পরিত্রাণ কর তুমি॥
আপনাতে আরোপিয়া অধমতা ভ্রম।
তিতিক্ষায় কৈল তনু ত্যাগ উপক্রম॥
দাসদুঃখ দেখি দামোদরে হৈল দয়া।
সর্ব্বথা সাক্ষাৎ হব দিব পদ ছায়া।
ফকীর ফিকিরে উরে (৭) নবঘন শ্যাম।
হুকুম মাফিক হদ্দ বিরচিল রাম॥ ৪

দ্বিজবরে দিতে বর, কলি হেতু সত্বর,
মাধব হইলা পীর।
ফকীর সাজে, জগত বিরাজে,
অদ্ভুত কৃষ্ণ শরীর॥

১। দুঃখী। ২। বঞ্চন—থাকা।
৩। বিড়ম্বনা—ছলনা করিয়া।
৪। আদর্শ পুস্তকে এই রূপ বানান আছে—"কেহ কহে ফিরা্যা মাগ প্রশব্যাছে নারী।"
৫। পায়্যা চায়্যা হয়্যা কর‍্যা তখনকার এই রূপ বানান। স্থানে স্থানে আমরা ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া এখানকার বানান লিখিব।
৬। বাটী বাটে—বাড়ি যাইবার পথে। বাট—পথ।
৭। ফকীর বেশে প্রকাশিত হইলেন। ফিকির—কৌশল। অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ একটী কৌশলের মধ্যে গণ্য।

যুবত্ব বয়েস, সুবেশ (১) মহেশ,
বিধুমুখে মধুরিম (২) হাসি।
মস্তক উপর, পাগ মনোহর,
নানাভরণ বিলাসী ॥
বড়ি বড়ি কৌড়ী (৩) গ্রন্থিত গুধড়ী (৪)
ছাগ ছাল থলি থাল দণ্ড।
প্রবাল তাড়ি ফল, মুকুতা(৫) ঝল মল,
মালা মণ্ডিত গণ্ড ॥*
ঘণ্টা রণ রণ, জিগীর (৬) ঘন ঘন,
ঝন্ ঝন্ জিঞ্জির শব্দ।
রামেশ্বর বলে, বসিয়া বট তলে,
ব্রাহ্মণে লাগিল স্তব্ধ ॥

৫।

কপটে করুণাময় দ্বিজে কয় বাওয়া।
মৈ খুব ফকীর হুঙ্ লেগা মেরে ডুওয়া (৭) ॥
তেঁই বাওয়া বক্তার (৮) ধরম আত্মা দেখা তুঝে।
হঁ ভুখা ফকীর হুঙ খিলাও কুছ মুঝে ॥
তমাম্ তুনিঞা দেখা সবি ইমান্ ছুটা (৯)।
কাহা কহি খয়রাত ন করে এক মুঠা ॥

দ্বিজ বলে দেওয়ান ও কথা কও কাকে।
মনস্তাপে মরিতে বসেছি ঐ পাকে ॥
কলি হইল প্রবল মজিল ধর্ম্ম পথ।
দেওয়ান কহেন বাওয়া কহো হকীকত(১০)॥
নিজ দুঃখ (১১) কয়া দ্বিজ করেন রোদন।
নারিনু খাওয়াতে আমি বড় অভাজন ॥
মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইলে মিছে।
ধর মোর বসন অশন কর বেচে ॥
বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া বলে বাছা।
তুনিঞা মে এসাভি আদমি রহে সাঁচা(১২)॥
ভালা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে।
রাত্ দিন্ যৈসা তৈসা দুখ্ সুখ্ হোয়ে(১৩)
জানা গেয়া বাত বাওয়া জানা গেয়া বাত।
কাপরাত (১৪) লেও ভালা আও মেরা সাত॥
জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর (১৫)।
তেরা দুঃখ্ দূর করো তও হাম্ ফকীর ॥

১। বোধ হয় রচয়িতার লিখন, "মহেশ" কিন্তু আমাদের আদর্শ সকল পুস্তকেই "মহাশয়" পাঠ ধরা হইয়াছে।

২। সুমিষ্ট।

৩। বড় বড় কড়ি।

৪। গুধড়ী—বস্ত্র। গ্রন্থিত গেরো দেওয়া। ছিন্ন বস্ত্র সকলকে গেরো দিয়া গায়ে দেওয়া ফকীরদিগের সাধারণ বেশ।

৫। মুক্তার ন্যায় ঝলমল করে, এমন প্রবাল অর্থাৎ পলা ও তাড়ি ফলের মালাতে তাঁহার গণ্ড মণ্ডিত। গণ্ড—গলা; মণ্ডিত—ভূষিত।

৬। জিগীর—চীৎকার স্বর। ভিখারী যোগ্য। ৭। ডুয়া—আশীর্ব্বাদ।

৮। বক্তার—সৌভাগ্যবান্।

৯। ইমান—ধর্ম্ম; ইমানছুটা—ধর্ম্মহীন।

১০। হকীকৎ—যথার্থ বৃত্তান্ত।

১১। আদর্শ পুস্তকের অনেক স্থানে "দুস্থ" বানান আছে। আমরা সর্ব্বত্রই "দুঃখ" বানান দিলাম।

১২। এমন খাঁটি (ধর্ম্মনিষ্ঠ) লোকও পৃথিবীতে আছে?

১৩। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষা বাঙ্গালাতে লেখা কঠিন। যথার্থ হিন্দীর বানান বাঙ্গালাতে অবলম্বিত হয় নাই। এজন্য এই সকল পয়ারের (পদের) বানান এক এক লোকে এক এক প্রকার লিখিয়াছেন। আমরা যতদূর হিন্দী বানানের সহিত মিল রাখিতে পারি তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল পদ লিখিলাম। হিন্দীর "হোবে" কথাকে আমারা "হোয়ে" লিখিলাম। কারণ অন্তঃস্থ ব লিখিবার রীতি বাঙ্গালাতে নাই। এইরূপ অন্যান্য স্থলে কিছু কিছু রূপান্তরিত হিন্দী লিখিত হইল।

১৪। পূর্ব্ব কাপড়।

১৫। জওত—জীবিত অর্থাৎ জাগ্রত।

এসা কুছ হুজুর বাতায় দেও তোয়।
কিয়ে পিছে সিতাব খয়ের খুব হোয় (১)॥
সত্যপীর পাওমো একিদা করো দিল (২)।
সাহেব করেগা তেরা নিয়ত হাসিল (৩)॥
আপসেঁ চালায় দেও সিরিনিকে মদ্দ (৪)।
কোহি তেরা হুকুম করেগা নাহি রদ্॥
জিস্কো তেঁ যো কহেগা সোহি হোগা সহি (৫)।
পীর বরাবর (৬) হোগা করো যাকে এহি॥
দ্বিজ বলে দেওয়ান কহিলে মহাশয়।
যবনের কার্য্য সেত ব্রাহ্মণের নয়॥
ইষ্ট ছাড়ি অনিষ্ট ভজিব কেন অন্য।
ডুবাইব পরকাল ইহকাল জন্য॥
দেওয়ান কহেন শুন গেয়ান কি বাত (৭)।
রাম রহিম দোয় (৮) নাম ধরে এক নাথ (৯)॥
অভেদ তোমারে কহা শাস্ত্রকি সার।
তুমে ভেদ ভলা নহি করোত একৃত্যার (১০)
এত শুনি মনে মনে বিস্ময় ব্রাহ্মণ।
আপাদ পর্য্যন্ত তার করে নিরীক্ষণ॥
চকিতে চকিতে মূর্ত্তি ধরেন অশেষ।
দেখিতে দেখিতে হৈল ব্রাহ্মণের বেশ॥
নিদান জানিল প্রভু ভকত-বৎসল।
ধরণী লোটায়ে ধরে চরণ কমল॥
পুলকে পূর্ণিত তনু সকরুণে কয়।
ছাড় মায়া, কর দয়া, দেহ পরিচয়॥
হাসিতে হাসিতে হরি দ্বিজে কন তবে।
নিদান আমার তুমি পরিচয় লবে॥
বিধি বড় ভাই মোর মহেশ অনুজ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরি চতুর্ভুজ॥
কংস কেশি মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম॥
পরাপর চরাচর আমি সে যাবন্ত।
সুরপুরে শক্র আমি পাতালে অনন্ত॥
ফকীর হইয়া আসি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্য নারায়ণ॥
দ্বিজ কহে যত কহ শুনি বিপরীত।
পীরের সিন্নিতে বা বিষ্ণুর কেন প্রীত॥
জিঁহো প্রভু পরমাত্মা তিঁহো কেন পীর।
তুমি বা ফকীর কেন ব্রাহ্মণ শরীর॥
প্রভু কহে ভাল জিজ্ঞাসিলে শুন বলি।
পরীক্ষিত পতনে প্রবল হৈল কলি॥ (১১)
একদিন সেই পরীক্ষিত ক্ষিতিনাথ।
মৃগয়াতে কলি ক্রিয়া দেখিলা সাক্ষাত॥
তরাসে গোরূপ ধর্ম্ম, কলি হৈয়া নর।
নির্ঘাত প্রহার করে গোরুর (১২) উপর॥
তিন পা ভেঙ্গেছে আছে এক পায় উবু।
সেই পায় নির্ঘাত প্রহার করে তবু॥
দেখি কোপে কাঁপে রাজা না জানি বিশেষ।
গোরু মেরে পাপিষ্ঠ পতিত কৈল দেশ॥
খড়্গ ধরি কাটিতে ধাইল মহাবল।
দেখিয়া বিস্ময় কলি হাসে খল খল॥ (১৩)

১। কিয়ে পিছে—করিলে পর। সিতাব খয়ের—ঐহিক মঙ্গল।
২। দিল—মন। একিদা—একনিষ্ঠ।
৩। হাসিল—প্রসিদ্ধ; ভাল।
৪। মদ্দ—পদ্ধতি। সিন্নির প্রথা প্রচলিত করিয়া দেও।
৫। সহি—সত্য, সাব্যস্ত।
৬। পীরবরাবর—পীরের সমান।
৭। জ্ঞানের কথা।
৮। দোয়—দুই।
৯। এক নাথ—এক ঈশ্বর।
১০। একৃত্যার—স্বীকার।

১১। "মোক্ষমার্গ মারা গেল কাল হৈল কলি।" ইতি পাঠান্তর।
১২। "গোরূপ" ইহাও কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়—কোন কোন প্রদেশ ভাষায় গোরূপ অর্থ গোরু।
১৩। "কাটিতে যাইতে কলি খল খল হাসিল।
ইহা দেখিয়া রাজার বিস্ময় হইল॥" পাঠান্তর।

(১) শুন রে অবোধ আমি বধ্য নহি তোর।
ইহাতে ঈশ্বর-দত্ত অধিকার মোর॥
গোরু নহে ধর্ম্ম এই কলিকাল আমি।
বধিব ইহারে বল কি করিবে তুমি॥
রাজা বলে কি বল তোমার নাম কলি।
অল্প দিনে এখনি এতেক ঠাকুরালি॥
ভাল হৈল অনায়াসে পাইনু তোর দেখা।
দুর্জ্জন তর্জ্জন, আমি সজ্জনের সখা (২)॥
যার দত্ত অধিকারে ধর্ম্ম হিংস তুমি।
সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কিঙ্কর হই আমি॥
সদা ভাগবত কথা সভাতে আমার (৩)।
মোর অধিকারে অধিকার কি তোমার॥
আমি, শুকমুখে শুনেছি সকল বিবরণ।
কলি ব্যাধি প্রতি কৃষ্ণ-রস রসায়ণ (৪)॥
এত শুনি কলি করিলেন হেট মাথা।
কহ তবে আমার ভোগের স্থল কোথা॥
বাছিয়া নৃপতি চারি স্থল দিলা তারে।
সুরা, শুনা, (৫) সুবর্ণবণিক, স্বর্ণকারে॥
ধর্ম্মেরে নিস্তার করি রাজা গেলা ঘর।
সেই হৈতে ধর্ম্ম ছাড়া এই চারি নর॥
এখন দমনকর্ত্তা পরীক্ষিত নাই।
ধর্ম্মনাশে কলির বিস্তর হইল ঠাঞি॥
কত কালে কলি করিবেন একাকার।
যবনাদি জাতি ভেদ না থাকিবে আর।
আজি কত অনীত হইল উপস্থিত।
ব্রহ্ম বৈশ্য ক্ষত্র শূদ্র স্বধর্ম্ম বর্জ্জিত॥
বিধবা করিল ভ্রূণ হত্যা অনিবার।
নিরামিষ্য ছাড়ি, মৎস্য কর্কটী (৬) আহার॥
কহিতে কলির কথা কাঁপে কলেবর।
অগম্যেতে গমন করিল কত নর॥
যে জন সধন তার পূজা সর্ব্ব ঠাঞি।
নিস্পৃহের অনাদর অন্ন জুটে নাই॥
পাপে পরিপূর্ণা পৃথ্বী হরিলেন শস্য।
প্রজার উপর হ'ল রাজার দুর্দৃশ্য (৭)॥
দেখিছ সকল, জান(৮) ব্রাহ্মণ তনয়।
সংক্ষেপে কহিনু কলি মাহাত্ম্য নির্ণয়(৯)॥
আর সিদ্ধি শুদ্ধি বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি নাই পাপে।
প্রভু হয়ে পীরত্ব পেলাম এই তাপে॥
নাম ভেদ তাহাতে নৈবেদ্য মাত্র ভেদ।
পীর বলি না জানিবে না ছাড়িবে বেদ॥
প্রকারে পাপিষ্ঠ নরে করিতে নিস্তার।
আইনু তোমার কাছে কর অঙ্গীকার।
তুমি ভক্ত দৈবে মুক্ত অনুরক্ত মোরে।
প্রকাশিয়া পথ পরিত্রাণ কর নরে॥

১। কলি হাসিয়া বলিল, পূর্ব্ব পদের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ।

২। আমি দুর্জ্জনের দমনকারী এবং সজ্জনের প্রতি সখার ন্যায় হই।

৩। "সদত ভারত কথা সভাতে আমার" ইতি পাঠান্তর।

৪। কলিরূপ ব্যাধির প্রতিকারার্থ কৃষ্ণ কথা রসায়ণ স্বরূপ।

৫। সুরা—শুঁড়ি; শুনা—হত্যাকারী, জল্লাদ।

৬। কর্কটী—কাঁকড়া। ৭। দুর্দৃশ্য—কুদৃষ্টি। (৮) দেখিছ, অতএব জান। ৯। কোন কোন পুস্তকে কলির এইরূপ বিস্তার বর্ণনা দেখা যায়।—

বুদ্ধি নাশে কলিকল্প গৃধ্নু সভাসদ।
ঘরে ঘরে ঘোটনা আফিঙ্গ ভাঙ্গ মদ॥
স্বামী প্রতি তুচ্ছ বুদ্ধি করে সব নারী।
পুরুষ সকল হৈল স্ত্রীর আজ্ঞা কারী॥
প্রতিদিন সযত্নে ঘুচালে মল মূত্র।
হেন বাপ মায় ছাড়ি ভিন্ন হৈল পুত্র॥
ম'লে জলাঞ্জলি নাঞি দেয় তিন কুশে।
লক্ষ্মী হৈলা নীচ প্রিয় ছাড়ি সুপুরুষে॥
পুত্রের সম্পত্তি যদি লুটে খায় ভুতে।
বধুর ডরে মায়ের যোগ্যতা নাই ছুঁতে॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আগম শাস্ত্র মত।
ভক্তি মুক্তি লভিতে অনেক আছে পথ॥
সে পথে যাইতে যার বল বুদ্ধি খাট।
তারে লয়ে কালক্রমে লঘু পায় (১) রট॥
তুমি সিন্নি দেহ আগে যাহ নিজালয়।
পৃথিবীতে পূজার প্রচার তবে হয়॥
আজি হৈতে আর ভিক্ষা না মাগিহ তুমি।
হের ধর রত্ন পঞ্চ * দিয়া যাই আমি॥
প্রভু দিলা রত্ন দ্বিজ যত্ন করি লয়।
বহু স্তুতি নতি করি করপুটে কয়॥
কোথা দিব, কিবা সিন্নি, কার আবাহন।
কিবা ঋদ্ধি (২) হয় সিদ্ধি(৩)মহিমা কেমন॥
সুবিশেষ উপদেশ বিশ্বনাথ বলে।
বান্ধিবে বিচিত্র বেদী মনোহর স্থলে॥
গোময়েতে সুন্দর সংস্কার করে স্থান।
আলিপনা দিবে ধ্বজ-পতাকা নিশান॥
বেদীতে পাতিবে পীঠ(৪) তাতে দিব্য বাস।
তাতে ছুরী কাটারী বা খড়্গ চন্দ্রহাস (৫)॥
তার চারি তরকে সুচারু চারি তীর।
তার মধ্যগত হব আমি সত্যপীর॥
পঞ্চ দেব পঞ্চ পূজা পঞ্চ উপচারে।
বিষ্ণু বিধি ধ্যান আদি জ্ঞান অনুসারে॥
উদকমুখে (৭) বসিবে বেষ্টিত বন্ধুগণে।
সিন্নির সামগ্রী বলি শুন সাবধানে॥
দুগ্ধ গুড় আটা আর রম্ভা পাণ গুয়া।
সম্ভব বৈভব ভব সব সওয়া সওয়া॥ (৮)
আদি উপচারে সম ভাগ এক যোগে।(৯)
নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিবে ভোগে॥
কাঁচা এই মত মতান্তর বলি পাকা। (১০)
আনা মাসা আদি করি কড়ি কিম্বা টাকা॥(১১)
সওয়া সংখ্য মূল্য, যদি সমিষ্টান্ন নয়। (১২)
সমর্পিলে সত্যনাথে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়॥

১। পায়—পদে। যাহারা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির উপদিষ্ট পথে চলিতে অক্ষম, তাহাদিগকে লইয়া কালক্রমে অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিকালের ব্যবস্থানুসারে এই লঘু পদে অর্থাৎ হীনতর দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হও। রট—চল, প্রবৃত্ত হও।

* "নবরত্ন" ইতি পাঠান্তর।

২। ঋদ্ধি—ধন। ৩। ধনলাভ সিদ্ধি।

৪। পিঠ—পিঁড়ি। ৫। চন্দ্রহাস—অস্ত্রবিশেষ।

৬। উদকমুখে—জল মুখে দিয়া আচমনপূর্ব্বক অথবা পূর্ব্বমুখে।

৮। যেমন বৈভব, তাহাতে যাহা সম্ভব হয়। কিন্তু সকল সওয়া সওয়া হওয়া চাই। যথা—সওয়া সের বা সওয়া পুয়া দুগ্ধ; সওয়া সের বা সওয়া পুয়া গুড় ইত্যাদি। পাণ সুপারি রম্ভা প্রভৃতির বেলা সওয়া গণ্ডা বা সওয়া পণ বা ১২৫টী ধরিতে হইবে। এইরূপ সকল দ্রব্য সওয়া সংখ্যক হইবে।

৯। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল সেই সকল দ্রব্যাদি উপচার "নমঃ সত্যপীরায়" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভোগার্থ নিবেদন করিবেক। দুগ্ধ গুড় ইত্যাদি একত্র মিশ্রিত করিবে; এবং কেবল এক দ্রব্য অধিক হইবে না, সকলি পরিমাণ মত সমান লইতে হইবে।

১০। কাঁচা সিন্নি ও পাকা সিন্নি।

১১। আনা মাসা শুভঙ্করের মতে একটী অঙ্ক। ইহার তাৎপর্য্য সমানুপাতিক হিসাবে।

১২। যদি সমিষ্টান্ন সিন্নি না হয়, তবে তাহার মূল্য স্বরূপ সওয়া সংখ্যক অর্থ। যথা—সওয়া পণ কড়ি বা পাঁচ সিকা বা ১২৫ টাকা ইত্যাদি।

যুগলে যে যার ইচ্ছা করি এক মত। (১)
ব্রত কথা কবে সবে হবে দণ্ডবত॥
পীরস্থানে মুজরা (২) করিবে পুনর্ব্বার।
সত্যপীর নারায়ণ দ্বি অংশ প্রকার॥ (৩)
সত্যপীর নামের তাৎপর্য্য শুন আগে। (৪)
মিথ্যার বিনাশ হেতু সত্যপুর ভাগে॥
নারায়ণ নামে সিন্নি না হয় সম্ভব।
পীর হলে প্রাণ গেলে না পূজে হিন্দব॥ (৫).
অতএব সত্যপীর নারায়ণ নাম।
হুকুম মাফিক হন্দ বিরচিল রাম॥ ৬।

শুন সিন্নি দানের মহিমা অতঃপর।
পূজিলে পীরের পদ নিরাপদ নর॥
না থাকে দুর্গতি তার না থাকে দুর্গতি।
শত্রুতে শমন সম, ধনে ধনপতি॥
সচ্ছন্দে পীরের বরে করে নানা ভোগ।
চক্রপাণি চরণে চিত্তের রহে যোগ॥
স্থানে(৬)যদি মানে সিন্নি হৈয়া শুদ্ধ ভাব।
সিদ্ধ এক মাস মধ্যে মনোঽভীষ্ট লাভ (৭)॥
সঙ্কটে পড়িয়া যদি স্মরে সত্যপীর।
ত্রিভুবনে নির্ভয় সে অব্যয় শরীর॥
নিরবধি বলে যদি সত্যনারায়ণ।
তারে কলি ডরে,—হস্তী সিংহকে যেমন॥

ব্রত কথা শ্রবণে মাহাত্ম্য কথা নয়।
এত শুনি কহে দ্বিজ হইয়া বিস্ময়॥
ঘুচিল সংশয় গ্রন্থি সিন্নি দিব আমি।
যদি বিষ্ণু বট চতুর্ভুজ হও তুমি॥
ভক্তের ভাষণে (৮) চতুর্ভুজ হৈলা হরি।
গরুড়স্থ, শংখ চক্র গদাপদ্ম ধারী॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখি দ্বিজবর।
আনন্দ সাগরে যেন ডুবিল প্রচুর (৯)॥
পুলকে প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে।
অবাক্ অমনি দ্বিজ রহে করপুটে॥
কত কষ্টে কহিল চরণে দেহ স্থান।
স্বীকার করিয়া হরি হৈলা অন্তর্ধান॥
হাহাকার করি দ্বিজ পড়ে ভূমিতলে।
অধমে বঞ্চিত করি প্রভু কোথা গেলে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি কৈল বিস্তর রোদন।
হইল আকাশ বাণী যাহ নিকেতন॥
উদ্দেশে অষ্টাঙ্গ (১০) দ্বিজ চলে নিজ ধাম।
হুকুম মাফিক্ হন্দ বিরচিল রাম॥ ৭।

ওথা বিষ্ণু গেলা বিষ্ণু শর্ম্মার মন্দিরে।
ব্রাহ্মণীর বাপ হৈয়া বোঝা লয়া শিরে॥
কন্যা ছলে কহে, কি কর বিষ্ণু-প্রিয়া।
অভুক্ত জামাতা পথে রাধ বাড় গিয়া॥
হের ধর তোমার মায়ের আয়োজন।
বস্ত্র অলঙ্কার পর আ(ই)স বাছাধন॥
ভিক্ষুকে পড়িয়া দুঃখ পাইলে প্রচুর।
আমি কি করিব বাছা বিধাতা নিষ্ঠুর॥
যে হোক সে হোক দুঃখ গেল অতঃপর।
অদ্য লক্ষেশ্বরী (১১) হয়্যা সুখে কর ঘর॥

১। কাঁচা সিন্নি ও পাকা সিন্নি, এই দুয়ের মধ্যে যে মতে যাহার ইচ্ছা হয়, সেই এক মত অবলম্বন করিয়া পূজা করিবে।

২। মুজরা—পূজা। ৩। সত্যপীর ও নারায়ণ এই দুই প্রচার অংশ।

৪। আগে সত্যপীর নামের তাৎপর্য্য, পরে নারায়ণ তাৎপর্য্য বলিবার আশয়।

৫। হিন্দব—হিন্দু সকল।

৬। স্থানে—সত্যনারায়ণেরপূজাস্থানে।

৭। মনোভীষ্ট লাভ সিদ্ধ হয়।

৮। ভাষণে—কথায়।

৯। গভীর আনন্দে নিমগ্ন—এই ভাব।

১০। অষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া। উদ্দেশে—ঈশ্বর উদ্দেশে।

১১। লাখপতির গৃহিণী।

বাপ বুদ্ধে(১)ব্রাহ্মণী বারায় (২) প্রণিপাত।
সাবিত্রী সমান হও বলে বিশ্বনাথ॥
কুন্দমুখী হৈয়া রামা দিল জল স্থল।
জিজ্ঞাসিল কহ বাপা ঘরের মঙ্গল॥
কহে প্রভু সত্যপীর প্রসাদে আনন্দ।
লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে (৩) সকলি সচ্ছন্দ॥
সত্যপীর নামে এক দয়ার ঠাকুর।
তাঁরে সিন্নি দিতে তিঁহ দুঃখ কৈলা দূর॥
বাপে ঝিয়ে বিস্তর দিবস দেখা নাঞি।
লোক মুখে শুনি ভিক্ষা মাগেন জামাই॥
অতএব আইলাম দিতে নানা ধন।
পথে জামাতার সহ হইল মিলন॥
দুঃখ-নাশ-উপদেশ কহিয়াছি তাঁরে।
তিঁহ কি কিনিতে গেলা পাঠাইয়া মোরে॥
পাকের সকল দ্রব্য (৪) আনিয়াছি আমি।
বস্ত্র অলঙ্কার পরে রান্ধ গিয়া তুমি॥
আমি দেখি জামাতা আসেন কত দূরে।
এত বলি গেলা হরি বৈকুণ্ঠ নগরে॥
ব্রাহ্মণী সাদরে পরে বস্ত্র অভরণ।
কুলুপী দুবাই শংখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ (৫)॥
রতি জিনি রূপে ধনী আলো কৈলা ঘর।
রান্ধিল সত্বর; দ্বিজ ভণে রামেশ্বর॥ ৮।

১। বুদ্ধে—বুদ্ধিতে।

২। বাহির হইয়া।

৩। চলিত ভাষায়,—ধনী ও বিদ্বান লোকের ঘরে লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বিরাজমান, ইহা বলা হয়। এস্থলে ঈশ্বর পক্ষে লক্ষ্মী সরস্বতীর সাক্ষাৎ সত্তা বুঝাইবে।

৪। 'শাকাদি পাকের দ্রব্য" ইতি পাঠান্তর। ৫। দুই হাতের দুই বাই শংখ; কুলুপী—প্রকার বিশেষ অর্থাৎ খিল আঁটা; শঙ্খের নাম—শ্রীরাম—লক্ষ্মণ, কেননা—দুই বাই সমান ও উত্তম মিল বিশিষ্ট।

হেন কালে কুতূহলে ক্ষিপ্র বিপ্রবর।
সিন্নির সামগ্রী লৈয়া প্রবেশিলা ঘর (৬)
দেখি সতী ঘটে (৭) পতি উঠে যোড় হাতে।
কহে এতক্ষণ কোথা ছিলে প্রাণনাথে॥
সালঙ্কারা সীমন্তিনী দেখিয়া বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিতে,—জায়া জনকের কথা কয়॥
বনিতা বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি।
চক্রপাণি চিনিতে নারিলে চন্দ্রমুখী॥
প্রভু এসেছিলা সাধ্বি! হৈয়া তোর পিতা।
তুমি ধন্যা পীর কন্যা কীর্ত্তি কল্পলতা॥
প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া কহিলেন কথা।
কেশবের সে সব এসব সব কথা (৮)॥
পতি কহে, সতী মোহে শুনি বিবরণ।
মহোল্লাসে করিল পূজার আয়োজন॥

৬। "হোথা, পথি লয়্যা প্রভুর পূজার আয়োজন। আনন্দে মন্দিরে গেলা গোবিন্দ নন্দন॥" ইতি পাঠান্তর।

৭। "ঘাটে" বা "ঘরে" হওয়া উচিত। অথবা এরূপ পাঠ হইলেও অর্থ হয় "দেখি পতি ঘটে সতী উঠে যোড় হাতে।" ঘটে অর্থাৎ একটু পশ্চাতে গিয়া। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত কোন পুস্তকে সেরূপ নাই।

৮। "সেবকেরে কৃপা বলি জানিনু সর্ব্বথা।" ইতি পাঠান্তর। ইহার পরে আরো এই কয়েকটি পদ কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

নারায়ণ দত্ত ধন হেত্ব ধর ধনী। আ(ই)স কাছে বৈস কহি কৃষ্ণের কাহিনী॥——

দ্বিজ ব্রাহ্মণীকে কয়। সিন্নি দিব সর্ব্বথা বিলম্ব নাহি সয়॥

পার্শ্ববর্ত্তীগণে সতী নিমন্ত্রিয়া আনে।
বিষ্ণু শর্ম্মা বৈসে বিশ্বনাথ আরাধনে (১)॥
প্রভু পদ পঙ্কজ পূজিয়া তপোধন।
বন্দনা করিয়া শেষে ব্রত কথা কন॥
যেমন প্রকারে দয়া করিলা ঠাকুর।
আদ্য অন্ত সেই সব কহিলা প্রচুর॥
ক্ষমস্ব বলিয়া ঘটে কৈল বিসর্জ্জন।
আপনি করিলা সিন্নি বাটিতে পত্তন॥
বিপ্রভাগে দিতে আগে আজ্ঞা মাগে এসে।
ব্রাহ্মণ সকল সে বিকল হ'ল হেসে (২)॥
কেহ বলে গলে সূত্র ফেল পুত্র মিঞা।
শির মুড়াইয়া মুখে দাড়ি রাখ গিয়া॥
সার্ব্বভৌম বলে বিষ্ণু শর্ম্মার মাতুল।
ওরে কুলাঙ্গার কেন হইলি বাতুল॥
বিষ্ণু শর্ম্মা বলে সবে বলিলে বিস্তর।
ভাল যদি চাহ সিন্নি খাও অতঃপর॥
হরির হুকুম কার বাপে করে রদ।
এইরূপে বিস্তর বাড়িল বদাবদ॥
নিদান বলিল সবে তবে সিন্নি খাই (৩)।
যে কহ সে কথার প্রত্যয় যদি পাই॥
তোর হরি তোরে বলি (৪) পীর হৈলা মাঠে
মোরা দেখি কেরামত তবে জানি বটে॥
প্রভু যার সখা তার ঋদ্ধ সিদ্ধ বলে।
তু যদি তেমন তৃণ নাহি কেন চালে॥
অন্ন বস্ত্র বিবর্জ্জিত ভিক্ষায় ভক্ষণ।
কৃপার কি চিহ্ন এত ক্ষেপার লক্ষণ॥
কেরামত দেখা যদি সখা পৈগম্বর।
দেখি কুঁড়্যা যাকু পুড়্যা হকু দিব্য ঘর (৫)।
এত শুনি গৃহে বিপ্র বসিলেন যোগে।
পতিব্রতা সতী শোভা পা(ই)লা বামভাগে(৬)॥

১। কোন কোন পুস্তকে ইহার পর এই কয়েকটী পদ আছে। প্রভু মুখ শ্রুত ব্রত করিয়া সংযোগ। নমঃ সত্যপীরায় বলিয়া দিল ভোগ॥ অন্তরীক্ষে অনন্ত পাতিয়া লৈল হাত। শঙ্কর পাইল যেন শ্রীফলের পাত॥ অপার আনন্দ উপস্থিত নারায়ণ। পাণ্ডব পূজিল যেন পূর্ণ আয়োজন।

২। ইহার পর এই কয়েকটী পদ কোন কোন অল্পদিনের লিখিত পুস্তকে দেখা যায়।

রাম রাম করি কেহ কর্ণে দিল হাত।
যবন হইল কেহ কহিল নির্ঘাত॥
কেহ বলে দাড়ি রাখ মোজা পর পায়।
নেড়ামাথা হৈলে সিন্নি বড় শোভা পায়॥
কেহ বলে নমাজ করিতে ভাল জানে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভজে মুক্তি পাইল এতদিনে॥

৩। "ব্রাহ্মণ সকল বলে তবে সিন্নি খাই।" ইতি পাঠান্তর।

৪। আত্মীয়ত্ব হেতু।

৫। ইহার পর কোন কোন পুস্তকে এই কয়েকটী পদ দৃষ্ট হয়।

বেড়া অগ্নি দিব ঘরে প্রবেশিবে তায়।
তাহে যদি জীবে, সিন্নি খাব সর্ব্বদায়॥
না জ্বলে অনল কভু প্রভু সখা যার।
কেশরী কুঞ্জর কি করিতে পারে তার॥
যে কহ সে যদি বটে তবে পাবে ত্রাণ।
তার সাক্ষী পুরাণে প্রহ্লাদ উপাখ্যান॥

৬। ইহার পরিবর্ত্তে এই কয়েক পদ কোন কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

এত শুনি বিষ্ণুশর্ম্মা স্মরে সত্যপীর।
ব্রাহ্মণেভ্যো বলে বিপ্র প্রবেশিল ঘর॥
নর নারী হেরাহেরি ঠারাঠারি সব।
কেহ বলে প্রবন্ধে পাইল পরাভব॥
ওথা ঘরে বিষ্ণুশর্ম্মা বসিলেন যোগে।
পতিব্রতা সতী শোভা পাইল বামভাগে॥

তৎপরে অতিরিক্ত আরও কয়েকটী পদ দৃষ্ট হয়,—

হরি বল হরি বল বলে উচ্চৈঃস্বরে।
আন আন দ্রুত অগ্নি দেহ মোর ঘরে॥
কেহ বলে রাম রাম কেহ বলে শিব।
প্রতাপে উঠুক বহ্নি মোরা কেন দিব॥

বহ্নি বীজ জপে দ্বিজ ডাকে সত্যপীর।
দহ দহ দহ কুঁড়্যা দেহ সুমন্দির ॥
ত্রিদহ ত্রিদহ যদি আছে (১) ওষ্ঠপুটে।
পীরের প্রতাপে অগ্নি চাল ফুট্যা উঠে ॥
দক্ষিণাস্ত (২) প্রবল পবন হৈল সখা (৩) ॥
পাবক ব্যাপক বিশ্বদাহকের লেখা (৪) ॥
চক্ষুর নিমিষে অগ্নি হৈল ঘর ময়।
প্রভু আসি দাস দাসী কোলে করি রয় ॥
কৃষ্ণ যার সখা তার কি করে পাবক।
আমোদে রহিল যেন প্রহ্লাদ সেবক ॥
সর্ব্বস্ব জলিয়া ভস্ম হইলা যখন।
প্রকাশিল প্রতাপে প্রসাদ বিলক্ষণ (৫) ॥
হেনকালে যোগ বলে প্রকাশিল পীর।
দিব্য অট্টালিকা ঘর বেষ্টিত প্রাচীর ॥
বারি (৬) হৈল বিষ্ণুশর্ম্মা বাঘে আসোয়ার।
দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার ॥
ডরে কাকুর্বাদ করে বলে তুমি পীর (৭)।
মহীতলে মিছা মায়া মনুষ্য শরীর ॥
জাহির হইল এবে জানিল সবাই।
ক্ষম অপরাধ প্রভু দেহ সিন্নি খাই ॥
এমতি প্রণতি স্তুতি করিল বিস্তর।
সবিস্ময়ে সিন্নি (৮)খেয়ে সবে গেলা ঘর ॥
রন্ধন ভোজন কৈল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
কহে রামেশ্বর সবে কর হরিধ্বনি ॥ ৯।

১। "আছে" না হইয়া "আসে" এইরূপ পাঠ হইবে।

"দহ দহ দহ" এই বাক্য যেমন ওষ্ঠপুটে আসিল, অমনি পীরের প্রতাপে বহ্নি চাল ফুটিয়া উঠিল। গুরুত্ব বোধনার্থ ত্রিদহ দুইবার বলা হইল।

২। দক্ষিণাস্তস্থিত অর্থাৎ দক্ষিণে বাতাস। ৩। সখা—সহায়। ৪। লেখা—তুল্য। ৫। "শক্র আসি সুধাবৃষ্টি করিলা তখন।" ইতি পাঠান্তর। ৬। বারি—বাহির। ৭। "করপুটে কহে সবে তুমি সত্যপীর।" ইতি পাঠান্তর। কাকু—কাতরোক্তি। ৮। "পীরের প্রসাদ পায়া" ইতি পাঠান্তর।

আচমন মুখ শুদ্ধি করি দুই জনে।
রাত্রিকালে কুতূহলে রহিল শয়নে ॥
প্রভাতে উঠিয়া স্মরে সত্যনারায়ণ।
প্রিয়া করে পুষ্পাদি পূজার আয়োজন ॥
পীর বিনা দুহাকার অন্য নাহি মনে।
সিন্নি দিয়া নিত্য পূজে লৈয়া বন্ধু জনে ॥
প্রেমে বন্দী হৈয়া পীর রহিলেক ঘরে।
ঘুচাইয়া বিপদ সম্পদ দিল তারে ॥ (৯)
এমতে জাহির পীর, পূজা দ্বিজাগারে।
কাছে কত নর নারী আছে যোড় করে(১০) ॥
দুয়ারে দুন্দুভি বাজে ফুকুরে বিষাণ। (১১)
আকাশে আল্লাম উড়ে পীরের নিশান ॥
দিনে দিনে সিন্নি দানে পূর্ণ হৈল কাম।
দাস দাসী হাতী ঘোড়া ধনে যোড়া(১২)ধাম ॥
দেশে দেশে প্রতাপ জাহির হৈল বাড়া।
দশ বিশ হাজার হুজুরে রহে খাড়া ॥
ভিড়ে কেহ দেখে কেহ দেখিতে না পায়।
তবে উচ্চ মঞ্চ বান্ধি বসাইল তায় ॥
বামভাগে বনিতা বিরাজে অণুক্ষণ।
দরশনে লব্ধ মনোরথ কত জন ॥
কার কোন কথা দ্বিজে অগোচর নয়।
বাক্ সিদ্ধ, যারে যে বলেন সিদ্ধ হয় ॥
মীর ওমরাও জমীদার ভৃত্যবৎ।
হাজার লাখের সিন্নি হুজুরে খয়রাৎ ॥
দেখি অতি বেলা অনুমতি দিলা শেষে।

৯। এই পরিচ্ছেদের "আচমন মুখশুদ্ধি"—ইত্যাদি পদ হইতে এই পদ পর্য্যন্ত নূতন লিখিত পুস্তকে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের শেষে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর রন্ধন ভোজনের কথা আছে। তাহার পরে আচমন শয়নাদির কথা সঙ্গত। ১০। ইহার পরে এই কয়েক পদ দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুশর্ম্মা দিল সত্যপীর হৈল নাম।
দাস দাসী হাতী ঘোড়া ধনে যোড়া ধাম ॥
কি দিব তুলনা ধনে, ধন দেখে তার।
আপনাকে কুবের পাইল তিরস্কার ॥

১১। শিঙ্গা। ১২। ধনপূর্ণ।

কষ্ট পায়া বিদেশী এ দেশে কেন এসে ॥
সত্যপীর সাহেব আছেন সর্ব্ব ঠাঞি।
যথা তথা দেহ সিন্নি যাহ বাপ মাঞি ॥
পূজার পদ্ধতি ভাষা রচে দিল তবে।
নকল লিখিয়া লোক লৈয়্যা গেল সবে ॥
কত লোক আশ্রয় করিয়া সেই ছায়া।
বিরচিল বিস্তর যেমন যারে দয়া ॥ *
দেশে দেশে সিন্নি দিল যার যথা ধাম।
বিঘ্ন চূর্ণ গেল তূর্ণ হৈল পূর্ণকাম ॥
ভাগ্যহীন জন ছিল, শুনিয়া বাখান। (১)
সেবি সত্যপীর নিত্য, হৈল বিত্তবান্ ॥
কাষ্ঠ কেটে কষ্ট পা(ই)ত কাঠুরিয়াগণ।
সত্যপীর প্রকারে (২) তুষিল তার মন ॥
সংক্ষেপে সে সব সত্যপীরের বিক্রম।
শুন সবে সত্য সত্য সত্য মনোরম ॥
মথুরা নগর মধ্যে মনোহর পুরী।
তাতে তার বসতি তৎপর (৩) তত্ত্বধারী ॥
দিবসে না মিলে অন্ন নিজ কর্ম্ম ফলে। (৪)
কাষ্ঠবৃত্তে কাল যায় জনম বিফলে ॥
কহে কৃষ্ণ কি কৈলে কি কৈলে কলিকালে।
কি পাকে রেখেছ মো সবারে কষ্ট জালে ॥
সংসার সাগর মধ্যে সবে সুখে আছে।
আমরা অবোধ মতি আছি পদ কাছে ॥
কৃপাকর করুণা সাগর কলানিধি।
কি পাকে করেছ কষ্ট কপালে সে বিধি ॥
প্রকারের পীরের পদ পরম কারণ।
শুনিয়া আনন্দ হৈল সবাকার মন ॥
কহে মো সবার যদি দুঃখ নিবারণ।
করে কৃপাসিন্ধু, করি একার্য্য সাধন ॥ (৫)
এমন একান্ত চিত্ত হৈল সর্ব্বজন।
ভাল সিন্নি দিল তূর্ণ হৈল পূর্ণ ধন ॥
শুন লোক হেন দেবে না করিহ হেলা।
লভ রে আশ্রয় কলি-কল্পতরু-তলা ॥ (৬)
বিষ্ণুশর্ম্মা উপাখ্যান শুনিলে সকল।
উপস্থিত হলে পূজা কর,—স্থিত ফল ॥ (৭)
সিন্নি দিয়া দেখ গিয়া দ্বিধা থাকে যার।
হাতে সাড়া পাবে, বাড়া কি বলিব আর ॥
কিন্তু যদি জন্তু হয়, নির্বিকল্প-মনা।
পূজ্য পূজকের কর্ম্ম কার্য্যে যায় জানা ॥ (৮)
আর সবিশেষ উপদেশ বলি শুন।
বিস্মৃত না হয়ো দিও যদি সিন্নি মান ॥
সন্তান কারণে সত্যপীরে সিন্নি মেনে।
পাসরে পেয়েছে দুঃখ সদানন্দ বেণে ॥
সংক্ষেপে সে সব কথা কহে রামেশ্বর।
সদানন্দ হৈতে ক্রমে শুন সর্ব্ব নর ॥ ১০।

সদানন্দ শুভক্ষণে সত্যপীরে সিন্নি মানে
সন্তান কারণে সাবধানে।
করুণা সাগর ধীর কন্যাবর দিল পীর
কমল লোচন সেই দিনে ॥
ঋতুকালে হৈল সঙ্গ দিনে দিনে বাড়ে রঙ্গ
মাসে মাসে গণনা করিল।

---

* সত্যনারায়ণের পুঁথি অনেকে লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এক জন লেখক।

(১) ব্যাখ্যান—পীরতত্ত্ব ব্যাখ্যান। (২) এক প্রকারে বা কোন প্রকারে।

(৩) তৎপর—ব্রহ্ম পরায়ণ। (৪) পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম ফলে।

(৫) "প্রকারে—কলি-কল্পতরুতলা।"—এক প্রকার উপাসনায় পীরের পদই মুক্তির কারণ। যদি কৃপাসিন্ধু আমাদের দুঃখ নিবারণ করেন, তবে একার্য্য করি, অর্থাৎ পীরের পূজা করি। (৬) কলিকালে যাহা কল্পতরু তুল্য তাহার তল আশ্রয় কর। (৭) পূজার কারণ উপস্থিত হইলে পূজা কর, ফল-স্থিত অর্থাৎ ফল হইবেই।

৮। জীবন নিষ্কাম হইলে, ঐহিক কোন ফল পাইবে না, কেবল বিষ্ণু পূজার ফল মাত্র।

যবে হৈল দশ মাস পূর্ণ হইল গর্ভবাস
প্রসবের কাল উপজিল ॥
প্রসব হইল কন্যা রূপে গুণে এক ধন্যা
রতি জিনি রূপের মাধুরী।
জিনি স্বর্গ বিদ্যাধরী হইল সে সুন্দরী
রূপে মোহি রূপ কৈল চুরি ॥
দশম বৎসর যবে হৈল, সাধু মনে ভাবে
কন্যার সম্বন্ধ করি কোথা।
ভাট কবিরত্ন আনি কহে সাধু শিরোমণি
যাহ লক্ষপতি আছে যথা ॥
শুনিয়া সাধুর কথা বলে মহারাজ (১) তথা
যথা সাধু লক্ষপতি আছে।
অবিলম্বে গিয়া তথা কহিল সকল কথা
দাণ্ডাইয়া লক্ষপতি কাছে ॥
জ্যোতিষ আনিয়া তবে শুভ মেল কৈল সবে
শুভ লগ্ন শুভক্ষণ দিন।
করি চলে মহারাজ সাধিয়া আপন কাজ
প্রীত হৈল দুজনে অভীন (২) ॥
পাত্র দেখি সদানন্দ বাড়িল আনন্দ কন্দ
সেই ক্ষণে কন্যা দিল দান।
কত দিন বাসে গেল বাণিজ্যের কাল হৈল
দিন কৈল জ্যোতিষ বিধান ॥

* * * *

কহে দ্বিজ রামেশ্বর এক চিত্তে শুন নর
পীরের মঙ্গল পরানন্দ ॥ ১১।

সাধু শুভক্ষণে কন্যার কারণে,
সত্যপীরে সিন্নি মেনে।
চন্দ্রকলা সুতা, পাত্রে হয়ে দাতা,
পীরে পাসরিল বেগে ॥
দক্ষিণ সফরে, নৌকার ব্যাপারে,
জামাতা সহিতে গেলা।
কলানিধি ভূপে, ভেটিয়া কৌতুকে
বিকি কিনি আরম্ভিলা ॥
চামর চন্দন, আদি নানা ধন,
বদলে রাজার সনে।
তথি হৈল ভূষা (৩) ভূপে দিল বাসা,
পীরের দুঃখ উঠে মনে ॥
সাধু সুতা পাইল, আমা পাসরিল,
প্রমাদে পাড়িব তারে।
যেন কোন জন, করিয়া মানন,
আর না এমন করে ॥
সুর-চোর পীর, পশি নৃপতির,
কোষে করাইল চুরি। (৪)
রাজ ধন লয়ে, রাতারাতি বয়ে,
পূরিল সাধুর তরি ॥
কোটাল বিহানে, (৫) রাজার তর্জ্জনে,
চোরের চেষ্টায় ফিরে।
নায়ে নৃপ মাল, দেখিয়া কোটাল,
যুগল সাধুরে ধরে ॥
মারিয়া বিস্তর, বান্ধিয়া সত্বর,
দিল নৃপতির পাশে।
অব্যয় সাধব, (৬) রাজা নিল সব,
বন্দী হৈল দৈব দোষে ॥
কত দিন গেল, বন্ধনে রহিল,
অস্থি চর্ম্ম হৈল সার।
কহে রামেশ্বর, এ ভব সাগর,
সত্যপীর কর পার ॥ ১২।

১। ভাটের সম্বোধন। পশ্চিমে রাঁধুনী বামনকে মহারাজ বলে।
২। অভিন্ন।

৩। ভূষা—অলঙ্কার—সম্মান। (৪) সুরচোর—দেবচোর, দেবতা অথচ চোর অর্থাৎ অভীত ও অদমনীয় চোর নৃপতির ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া চুরি করাইলেন। (৫) প্রভাতে। ৬। ব্যয়কুণ্ঠ সাধুগণ। ব্যয় না করিয়া যে ব্যক্তি ধন সংস্থান করে, তাহার সর্ব্বস্ব গেলে তীব্র মনস্তাপ হয়, এই ভাব।

হোথা, ঘরে ঝুরে সাধুরানী, যুবতী ঝুরে ঝি।
সাধু গেল বিদেশে না জানি হৈল কি॥
চন্দ্রকলা বলে মা মরিব বিষ খেয়ে।
অভাগিনী জীব আর কার মুখ চেয়ে॥
স্বামী বিনে শরীর যৌবন হৈল কাল।
বিরহে বিদরে বুক স্মর-শর-জাল॥
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি কত (১) উঠে মনে।
চিরকাল গেল ছুঁহে মজিল পাটনে॥
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি কাঁদে উভরায়।
বিপ্রবাড়ী ক্ষিপ্র (২) খড়ি গণাবারে যায়॥
তত্র দ্বিজপুত্র বার বৎসরের পরে।
বিদেশে বিদ্বান্ হয়ে এসেছেন ঘরে॥
বালক বিলম্বে বিরহিণী তার মা।
পীরে সিন্নি মেনে পুত্র পেয়ে দেন তা॥(৩)
হেন বেলা চন্দ্রকলা গেলা সেই থানে।
ব্রত কথা শুনে সিন্নি খা(ই)ল সবা সনে॥
ব্রাহ্মণের বালকের বিবরণ পেয়ে।
সত্যপীরে সিন্নি মানে শুদ্ধ চিত্ত হয়ে।
কহে তাত সহ নাথ এনে দেন ঘরে।
সেই ক্ষণে সিন্নি আমি দিব সত্যপীরে॥
ব্রাহ্মণীরে ইসাদ (৪) রাখিয়া গেলা ঘরে।
সদয় হইলা পীর সাধুর উদ্ধারে॥
অর্দ্ধ রাত্রে হয়ে প্রভু প্রচণ্ড ফকীর।
স্বপনে বলেন বসে বুকে নৃপতির॥
কাহে রে কুট্টন গির্দ্দ(৫) মৌত লগা তেরা।(৬)
ছোড় সদানন্দ নাম সেবককো মেরা॥

১। কত কথা। ২। শীঘ্র।

৩। বালকের বিরহে তাহার মাতা সত্যপীরের সিন্নি মানিয়াছিলেন; এখন সন্তানকে পাইয়া সেই সিন্নি দিতেছেন। সেই সময়ে চন্দ্রকলা সেইখানে গেলেন।

৪। ইসাদ—সাক্ষী। ৫। যাহাকে কোটালে ধরিয়াছে অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু।

৬। তোর মরণ লেগেছে।

নহি ঠৌর (৭) মারেঙ্গা রখেগা
কোন চাচ্চা। (৮)
ওঁ লোক ভি চোর আর
তৈঁ লোক ভি সাঁচ্চা॥ (৯)
তস্‌কির খাতির উসে পীর এতা কিয়া॥(১০)
এও নহি তো তেরা মাত্তা
ও কাঁহা সে গিয়া॥ (১১)
যও তো ওহি লেতা মাত্তা
যওতো ওহি লেতা।
বেহান্‌কো কেও রয়তা
রাতাই চলা যাতা॥ (১২)
তেকা ওকা গুণা নহি সবি গুণা মেরা। (১৩)
ছোড় দে দো গরিবকো
চলা যায় ডেরা॥ (১৪)
ঔর এক হিসাব কে বাত কহোঁ শুন্।
যেতা মাত্তা লিয়া তেকা দেগা দশ গুণ॥(১৫)
যও তো বেণিয়া কোঁ তৈঁ লুঠ নহি লেতা।
বারো বরিখমে বারো গুণ হোতা (১৬)

৭। তোর ঠাওর নাই অর্থাৎ কিসে কি হইল, দেখিস না।

৮। আমি তোকে মারিব; তোর কোন্ খুড়া রক্ষা করিবে?

৯। ওরা চোর আর তুই সত্য সত্য ব্যবহারী?

১০। উহাদের অপরাধের জন্য পীরই এত করিয়াছেন।

১১। তাহা না হইলে তোর ধন ওরা কেমন করিয়া লইল। মাত্তা—ধন। ১২। ওরা যদি ঐ ধন লইত, তাহা হইলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কেন থাকিত, রাত্রিতেই চলিয়া যাইত। ১৩। সে সব ওদের বা আমার দোষ গুণ নয়, সব আমার। ১৪। ডেরা—বাস।

১৫। সাধুর যত ধন লুটিয়া লইয়াছিস্, তাহার দশগুণ দিবি।

১৬। যদি তুই তাহার ধন লুটিয়া না লইতিস্, তাহা হইলে এই বার বৎসরে তাহার বার গুণ ধন হইত।

সাহা মজকুর কি দস্তুর কুছ বুঝে।
খোয়া দিলায় দিয়া এনা,
মাপ কিয়া তুঝে (১)॥
বিহান কো ছোড়ান কিযে কহোঁ বের বের।
"মেরা বাত ন রখেগা মরেগা আখের" (২)॥
এত বলি অমঙ্গল দেখাইলা শেষে।
রক্তবৃষ্টি উল্কাপাত আগুন লাগে দেশে॥
নিদ্রাগতে জটে ধরে বসাইল পীর।
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা নৃপতি অস্থির॥
ভয়ে ব্যগ্র হৈয়া রাজা চৌদিক নেহালে।
রাম রাম গোবিন্দ গোবিন্দ ঘন বলে॥
প্রভাতে সপাত্র পরিবার নরপতি।
পড়িয়া সাধুর পায় করে স্তুতি নতি॥
রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দ্বিজ রামেশ্বর।
সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভু সহোদর॥ ১৩।

খালাস করিয়া দুই জনে।
কলানিধি মহারাজা করিল সাধুর পূজা
ঘোড়া দোলা বসন ভূষণে॥
পীরের হুকুম মত দশ গুণ পরিমিত
ধন দিল আর দশ তরি।
শ্বশুর জামাতা রঙ্গে বিদায় রাজার সঙ্গে
মহানন্দে কোলাকুলী করি॥
নিজ লোকে সাধু শিরোমণি (৩)।
কুড়ি ডিঙ্গা পেয়ে সুখে বেয়ে চলে ঘর মুখে
অবিচ্ছেদে দিবস রজনী॥

ওথা পীর ভাবেন অন্তরে।
মিছা মায়া কৈনু এত না জানিল সাধু সুত
ভাল মতে জানাইব তারে॥
ফকীর শরীর হয়ে সাধুর নিকট গিয়া
জিজ্ঞাসেন ক্যা লেযাও বাওয়া।
আধা চিজ্ দেও মুঝে পীরকা দোহাই তুঝে
করেঙ্গা বহুত কুছ দোওয়া (৪)॥
পীরের বচন শুনে পরিহাসে কয় বেণে
কেত্তা দিন ভয়ো হো ফকীর।
কামাক্তি (৫) তো খুব দেখা,
ওকুপ (৬) কি নহি লেখা
কেরামত (৭) ক্যা কিও জাহির (৮)॥
এক কৌড়ী লে যা চলা পীর কহে পায়া ভলা
ক্যা চিজ্ লেযাও কহ মুঝে।
শুনে রহেঁ কেত্তা মাত্তা (৯)
সাধু কহে নাতা পাত্তা,
কেত্তা নাম বাতাওঙ্গা তুঝে॥
কহে সাধুর জামাই থাক্ লেযাতাহোঁ মৈ
তল্লাস মে তেরা কোন্ কাম।
শুনি পীর মৌনে রয় তৎক্ষণে তদ্রূপ হয়
দোঁহে যে যাহার নিল নাম (১০)॥
দেখে সাধু হৈল সর্ব্বনাশ।
নায়ে হৈতে নামে তড়ে ফকীরের পায় পড়ে
রক্ষ রক্ষ বলে দুই দাস॥

১। ব্যবসায়ীদিগের রীতি তুই কিছু বুঝিস্। তাহাকে অল্পই দেওয়াইয়া দিলাম, তোকেও ক্ষমা করিলাম।

২। সকালেই ছেড়ে দিস্ বার বার বল্‌ছি। আমার কথা না রাখিলে শেষে মরিবি।

৩। নিজ লোকের সহিত কুড়ি ডিঙ্গা পাইয়া সাধু শিরোমণি ইত্যাদি।

৪। আশীর্ব্বাদ। ৫। কর্ম্ম = ধর্ম্ম উপার্জ্জন। ৬। বুদ্ধি।

৭। আশ্চর্য্য শক্তি। ৮। ধর্ম্ম কর্ম্ম তো খুব দেখছি; বুদ্ধির ত সীমা নাই; আশ্চর্য্য শক্তি কি প্রকাশ করিয়াছ?

৯। কত ধন তা শুনিয়া থাকি।

১০। সাধু বলিয়াছিল, নাতা পাত্তা; তাহার জামাতা বলিয়াছিল, থাক্। এখন নৌকার দ্রব্যগুলি কতক লতাপাতা ও কতক থাক্ হইয়া গেল।

কান্দে সাধু হইয়া কাতর।
পীর বুদ্ধি সিদ্ধি করে (১) দুজনে দুপায় ধরে
স্তুতি নতি করিল বিস্তর ॥
পীর বলে এতো নয় তুমি সাধু মহাশয়
কেন পড় ফকীরের পায়।
মর্য্যাদা হইবে নট (২) কেহ পাছে দেখে উঠ
ছাড় পদ চড় গিয়া নায় ॥
কড়ার ভিখারী আমি এই যে কহিলে তুমি
তবে কেন কর পরিহাস (৩)।
দূর দাগাবাজ বেণে কারে কি না দিলি মেনে
তেঞি তোর হৈল সর্ব্বনাশ ॥
দৈবের আঘাত তোরে কি করিতে বল মোরে
আপনার ভাল নহে মন।
ভাগ্যে ছিল চন্দ্রকলা সে সিন্নি মানিল শালা
তেঞি তোর রহিল জীবন ॥
সে টাঁটি (৪) বেটীর তরে,
সিন্নি মেনেছিলি পীরে,
দিলি নাই কোন অহঙ্কারে।
যা,—দোষ ক্ষমিনু তোকে,
ভাল যদি সাধ থাকে,
সিন্নি দিয়া পূজ গিয়া পীরে ॥
শুনি সাধু মোহ যায়,
পূর্ব্ব দ্রব্য দেখে নায়,
ফিরে দেখে নাহিক ফকীর।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর, সজামাতা সদাগর,
সিন্নি মেনে আনন্দে অস্থির ॥ ১৪।

নায়ে চড়ি দিল সাধু পীর জয়ধ্বনি। (৫)
পবনে পবন তুল্য চালা'ল (৬) তরণী ॥
কুতূহলে জলে জলে চলে পীর-সখা (৭)।
এড়াইয়া নানা দেশ দেশে দিল দেখা ॥
নায় ছিল বাদ্য ভাণ্ড তায় দিল কাঠি।
কামানে পলিতা দিয়া কাঁপাইল মাটি ॥
সাধু আইল দেশে ঘোষে যত নর নারী।
সদানন্দ দ্রুত দূত পাঠাইল পুরী ॥
শুভ সমাচারে সাধ্বী (৮) দূতে দিল ঘোড়া।
দুয়ারে দুন্দুভি বাজে মহোৎসব জোড়া ॥
হেন বেলা চন্দ্রকলা পরম সাদরে।
দ্রুত গিয়া সিন্নি দিয়া পূজা কৈল পীরে ॥
তরণী উথিতে যত তরুণীর ত্বরা।
খেতে ছিল সিন্নি ফেলে হৈল অগ্রসরা ॥
পতি প্রতি মতি ধায়, পাছে ধায় মা।
গায়ের গরবে ভূমে পড়ে নাহি পা ॥
প্রসাদ ফেলেছে পীরের আছে পূর্ণ কোপ।
দর্প-চূর্ণ বালা অহঙ্কার কৈল লোপ ॥
সদ্য দিল প্রতিফল দেখে গিয়া সতী।
বাপ বন্ধু কান্দে ঘাটে ডুবে মৈল পতি ॥
হায় হায় কি হৈল কি হৈল লোক বলে।
মায়ে ঝিয়ে মূর্চ্ছিত পড়িল ভূমিতলে ॥
মুখে জল দিয়া কেহ করা'ল চেতন।
কহে রামেশ্বর কন্যা করহ রোদন ॥ ১৫।

ধরিয়া মায়ের গলা কান্দে কন্যা চন্দ্রকলা
স্বামী শোকে হইয়া কাতর।
ম্লান হইল মুখশশী, মনোহরা মুক্তকেশী
না সম্বরে অঙ্গের অম্বর ॥
হাহাকার করি মুখে চাপড় মারয়ে বুকে,
সুকপালে কঙ্কণের ঘাত।

১। ইনি পীর, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া।
২। নট—নষ্ট।
৩। কড়ার ভিখারীকে তোমার ন্যায় ধনবান্ লোকের স্তুতি নতি করা পরিহাস বোধ হয়।
৪। টাঁটি, ঠেঁটি, ডেঁকো ইত্যাদি সমানার্থক।

৫। "জয় জয় ধ্বনি"—ইতি পাঠান্তর।
৬। "ত্বরাইল"—ইতি পাঠান্তর।
৭। পীর সখা যার—(বহুব্রীহি) পীরের সহায়ে। ৮। সাধুর স্ত্রী—সাধ্বী।

ধৈরজ ধরিতে নারে কেন্দে কহে কলস্বরে
কোথাকারে গেলে প্রাণনাথ॥
একবার দরশন দেও।
না দেখিয়া তুয়া মুখ বিদরিয়া যায় বুক
অভাগীরে সঙ্গে করি লেও (১)॥
দেশে আইলে চিরদিনে বড় সাধ ছিল মনে
আঁখি ভরি দেখিব তোমারে।
তাহাতে দারুণ বিধি হরিল হাতের নিধি
বড় শেল রহিল অন্তরে॥
মদন মরণে যেন রতির বিষাদ হেন
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ।
মায়ের বিদরে বুক বাপে দশ গুণ দুখ
কান্দে সবে করি মনস্তাপ (২)॥
বিষম সঙ্কটে পড়ে অশ্রুমুখে কর যুড়ে
ভাবে সাধু পীরের চরণ।
করিল বিস্তর স্তুতি না হইল অবগতি (৩)
মরিতে চলিল তিন জন (৪)॥
ঝাঁপ দিতে যায় জলে পীর আসি হেনকালে
বৃদ্ধ বিপ্র বেশে তারে কয়।
শুন সাধু বলি জ্যোতি (৫)
তোমার দুহিতা-পতি
মরে নাই মোর মনে লয়॥
আমিহ জ্যোতিষ (৬) বড়,
গণে পড়ে কহি দড়
এই কর্ম্মে পাকাইলাম দাড়ি।
তোমার জামাতা বটে ডুবিয়াছে এই ঘাটে
দেব দ্বারে দেখি কিছু দেড়ি (৭)॥

এই যে তোমার কন্যা
রূপে গুণে এক ধন্যা, (৮)
বয়ো-ধর্ম্মে বুদ্ধি নহে ভাল।
পীরের সিরিণি এঁটে করে ফেলে এল ছুটে
সেই অপরাধে এত হৈল॥
শুনি সাধু কন্যা পানে চায়।
চন্দ্রকলা বলে বটে বাপ ঝিয়ে করপুটে
কান্দি পড়ে ব্রাহ্মণের পায়॥
বিপ্র বলে যাও যাও সেই সিন্নি তুলে খাও
পাবে পতি না কান্দ সুন্দরি।
শুনি ধনি ধেয়ে তথা, সিন্নি তুলে খায়, ওথা,
ভাসে ডিঙ্গা, পতি চলে পুরী॥
দেখিয়া বিস্ময় লোক ঘুচিল দারুণ শোক
খুঁজে সাধু দ্বিজ নাহি কাছে।
বুঝি মায়া সদানন্দ, ভাবে পীর পদদ্বন্দ্ব (৯)
আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে নাচে॥
মায়ে ঝিয়ে চন্দ্রকলা ডিঙ্গা মঙ্গলিতে গেলা,
আগে পিছে শত সীমন্তিনী॥
সুখের নাহিক ওর শংখ ঘণ্টা ঘন ঘোর
হুলাহুলি, জয় জয় ধ্বনি॥
শ্বশুর জামাতা রঙ্গে, ইষ্ট মিত্র লয়ে সঙ্গে
শুভক্ষণে প্রবেশিল ঘর।
নায়ে ছিল দ্রব্য যত সাধুর ভাণ্ডারে দ্রুত
বহে যত নায়ের নফর॥
সাধু সওয়া সহস্রের সিন্নি এনে দ্রুততর,
পূজা কৈল পীরের চরণ।
পূর্ণ হৈল মনোরথ, পীর প্রীতে সাধু সুত,
খয়রাত করিল নানা ধন॥
দেখি লীলা লোক যত, সাধু সঙ্গে অভিরত (১০)
সবে পূজে পীরের কদম (১১)।
শক্রসম ধনে জনে বাড়িলেক অল্পদিনে
পরলোকে জিনিলেক যম॥

১। "সঙরিয়া লও"—ইতি পাঠান্তর।
২। "সবাই করয়ে মনস্তাপ"—ইতি পাঠান্তর।
৩। ঈশ্বরের গোচর হইল না।
৪। মাতা, পিতা ও কন্যা।
৫। জ্যোতিষ। ৬। জ্যোতির্ব্বিদ্।
৭। অমঙ্গল, বিঘ্ন।

৮। রূপে গুণে সেই ধন্যা, দ্বিতীয় নাই অর্থাৎ অতুল্যা।
৯। পদযুগল। "পদারবিন্দ"—পাঠান্তর। ১০। অনুরক্ত। ১১। মহিমা।

এ কথা শ্রবণ কালে যেবা অন্য কথা তুলে,
আর যেবা করে উপহাস।
লাঞ্ছিত সে সর্ব্ব ঠাঁই, তাহার নিস্তার নাই,
অকস্মাৎ হয় সর্ব্বনাশ॥
সিন্নি দিয়া শুদ্ধ ভাবে শুনিলে বাঞ্ছিত লভে
পুত্র দারা অর্থ ঘোড়া দোলা।
ভণে দ্বিজ রামেশ্বর, শুদ্ধ ভাবে শুন নর,
প্রভু শুন অথাষ্টমঙ্গলা॥ ১৬॥

অথ অষ্টমঙ্গলা।

কলিতে প্রথম তত্ত্ব ফকীরত্ব কায়া।
দ্বিতীয়ে দরিদ্র দ্বিজে দিলে পদ ছায়া॥
তৃতীয়ে বিবিধ লোকে করিলে নিস্তার।
চতুর্থে উৎকট কষ্ট নষ্ট কাঠুরার॥
কন্যা জন্য মাননে পঞ্চমে পরাৎপর।
সদানন্দ সাধুরে সঙ্কটে দিলে বর॥
পাসরণে প্রতিফল বন্ধন বিদেশে।
ষষ্ঠে তুষ্ট হৈয়া কষ্ট দূর কৈলা শেষে॥
সপ্তমে সাধুর সনে পথে বিড়ম্বন।
অষ্টমে অবলা অহঙ্কার বিমোচন॥
এমতি অপার লীলা করিয়া ঠাকুর।
কত কত দরিদ্রের দুঃখ কৈলে দূর॥
পুত্রার্থীরে পুত্র দিলে, ধনার্থীরে ধন।
দারার্থী সদাই সেবে তোমার চরণ॥
তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু মহিমা সাগর। (১)
কি বলিতে পারি প্রভু আমি তুচ্ছ নর॥
আপনি রচিলে নাথ আপন কীর্ত্তন।
মোরে দোষ ক্ষমা দেহ চরণে শরণ॥
নায়কে কল্যাণ কর গায়নে সুস্বর।
আসর সহিতে সত্যপীর দেহ বর॥
অবশ্য দক্ষিণা দিবে না হবে কাতর।
তবে দয়া করিবেন পীর পৈগম্বর॥
দেবের দক্ষিণা দেখ ব্রাহ্মণের হয়।
ব্যাস বাল্মীকি মুনিগণ ইহা কয়॥
পীঠ ভোগ পাঠক পূজকে যাহা দেনা।
যত কের সিরিনি তার চৌথাই দক্ষিণা॥(২)
পুস্তক পড়িতে দিবে পণ্ডিতের ঠাঁই।
গবা (৩) গুলা গ্রন্থ যেন গোবরায় নাই॥
ভব্য সভ্য হৈলে শ্রাব্য ছাপে নাগ্রি তাকে।
বুকে বসে বসন্ত কোকিল যেন ডাকে॥ (৪)
গ্রন্থ সাঙ্গ হৈল বিরচিল দ্বিজরাম।
সবে হরিধ্বনি কর মজুরা সেলাম॥(৫) ১৭।

১। "এমতি অপার তব মহিমা সাগর।"—ইতি পাঠান্তর।

২। বেদীতে পীড়ি পাতিয়া তাহাতে পান ও কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দেওয়ার রীতি আছে। "বদীতে পাতিবে পীঠ" ইত্যাদি পূজাবিধি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পীঠ-ভোগে, পাঠককে এবং পূজককে যাহা দিবে, যত মূল্যের সিন্নি দিবে, তাহার চতুর্থাংশ দক্ষিণা দিতে হইবে।

৩। "হাবাগোবা" ইতি চলিত ভাষা।

৪। ভব্য সভ্য লোক হইলে পুস্তকের যে ঠিক পাঠ, তাহা তাহার অগোচর থাকে না; বুকের মধ্যে বসিয়া বসন্ত কোকিল ডাকিলে, সে যেমন শুনিতে পায়, শুদ্ধ পাঠ সে তেমনি শুনিতে পায়।

৫। পূজা শেষে প্রণাম।

ইতি সত্যনারায়ণের পূজাগান সমাপ্ত

গোবিন্দদাস

কৃত

পদাবলি।

(অনেকগুলি পদ কর্ত্তার নাম গোবিন্দদাস ;
সকলেরই পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।)

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীগোবিন্দদাস।

একান্ন পদ।

১।

বিভাষ।

প্রভাত সময়।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ,
বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে শুতি রহু দুহুঁ জন,
তুরি তঁহি দেহ জাগাই॥
তুরি তঁহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে,
নিকটহি (১) হোয়ত বিহান॥
শারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ,
তুহুঁ সব (২) দেহ জাগাই।
জটিলাগমন সবহুঁ মেলি ভাগই,
শুনইতে জাগই (৩) রাই॥
বৃন্দাদেবী সব সখীগণে জনে, জনে,
মধুর মধুর করু ভাষ। (৪)
মন্দির নিকটহি ঝারি লই ঠাড়ই,
হেরতহি গোবিন্দ দাস॥

২।

বিভাষ বা ললিত।

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন দুহু (৫) দুহুঁ মুখ চাই॥
দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ হেরি রহি গেল॥
নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরি মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরী রব দেই, কক্খটী নাদ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনি (৬) পরমাদ॥

৩।

বিভাষ বা রামকিরি।

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই,
জাগলি রসবতী রাই।
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল,
তুরি তঁহি শ্যাম জাগাই॥
শুন বর নাগর কান!
তুরিতঁহি বেশ বনাহ যতন করি,
যামিনী ভেল অবসান॥ ধ্রুং॥
শারী শুক পিক কপোত ঘন কুহরত,
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক যব জাগি বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কিনা জানসি রীত।
গোবিন্দদাস কহে উঠি চলু সুন্দরী,
বিঘটন কানুক পিরীত॥

৪।

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই,
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।

১। ভিন্নপাঠ—"যব্ নহি।"
২। "তুহুঁ সব" ভিন্নপাঠ—"সুস্বরে।"
৩। "চমকই"—ভিন্নপাঠ।
৪। ভিন্নপাঠ—"বৃন্দাবনে সকল পক্ষীগণে মন্দ মন্দ করুভাষ।"
৫। "মগন ভেল"—ভিন্নপাঠ।
৬। "কহ শুনি"—ভিন্নপাঠ।

অলকা তিলক দেই সীঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
মাধব সিন্দুর দেয়ল সীথে।
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল উর,
পর দেয়লি হার।
তাম্বুল সাজি বদন ভরি দেয়ল,
নিছই তনু আপনার॥
নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন,
চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই,
কি কহব দাসগোবিন্দ॥

৫।

বিভাষ।

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে,
পড়ু বারে বার।
ঢর ঢর (১) লোর ঢরকি বহে লোচনে,
নিজ তনু নহে আপনার॥
বিনোদিনী (২) কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব,
দিনকর করল পয়ান॥ ধ্রু॥
কানুক চিত থির করি সুন্দরী,
কুঞ্জসেঁ গমনহি কেল।
বসনহি বারি ঝাঁপি মণিমঞ্জীর,
নিজ মন্দিরে চলি গেল॥
রতন শেজোপর বৈঠলি সুন্দরী,
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল,
গোবিন্দদাস বলি যাই॥ (৩)

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহ নিজ কায সমাপল জান॥
কো সখী দধি মন্থন করু যাই।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাই॥
কোই সখী গুরুজন সেবন কেলি।
কনক কুম্ভ লই কোই চলি গেলি॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার॥
কোই ঘর বাহির করত বিহার।
নিতি নিতি করতঁহি ঐছন রীত।
গোবিন্দদাস কহে অনুপ চরিত॥

৭।

রামকিরি বা রামকেলি।

রামক নীল বসন কাহে পিন্ধ।
অরুণ উদয় ভেল, না ভাঙ্গল নিন্দ॥ (৪)
ব্রজকুল চান্দ নিছনি যাঙ তোর।
অঙ্গ বিভঙ্গ কতহুঁ তনু মোড়॥
ফাগু ভরল কিয়ে লোচন জোর। (৫)
কাঁহা লাগল হিয়া কণ্টক আঁচড়॥
ঝামরু ভেল নীল উতপল দেহ।
না জানি পাপ দিঠি দেয়ল কেহ॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধি ওদন এহ॥
এতহিঁ শুনল যব যশোমতী ভাষ।
আঁচরে বারি (৬) নিবারল হাস॥
গোবিন্দদাস কহে ব্রজ অধিদেবী।
পুনহি নিরাপদ গৌরিক সেবী॥

৮।

রামকিরি বা সুহই।

নিজ গৃহে শয়ন করল যব কান।

১। "মরি মরি" ইতি বা পাঠ। ২। "সুন্দরী কোরে।" ৩। "কানুক চিত থির করি সুন্দরী সুন্দরী কুঞ্জহি বাহির ভেল। রতন পালঙ্কপরি বৈঠল রসবতী নিজ গেহে আসি দেখা দেল॥ বিরহ মদন দাহে বিরস বদন ফুকারই সখী মুখ চাই। রজনী পোহায়ল" ইত্যাদি—ভিন্নপাঠ।

৪। "উদিত অরুণ নাহি ভাঙ্গল নিঁদ।"

৫। "ফাগু অরুণ কিয়ে লোচনক ওর।" ৬। ঝাঁপি।

জননী জাগায়ল ভৈগেল বিহান॥
আলস ত্যজি উঠ যদুরায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়॥
শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুরের নাদে জাগল পাঁচবাণ॥
প্রাতহি দোহন করত যদুচাঁদ।
তুরিতহি দেয়ল দোহন ছাঁদ॥
নিকটহি গোঠ মিলল যব আয়। (১)
গোবিন্দদাস মুটকি লই ধায়॥

৯।

গোঠ মাঝহি করল পয়ান।
গোধন দোহন করতহিঁ কান॥
ঘন ঘন হাম্বা রব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ।
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ॥
গোধন গরজত বড়ই গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর॥
গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ॥
মুটকি মুটকি ভরি রাখত ঢারি।
গোবিন্দদাস পহুঁ করত নেহারি॥

১০।

বিভাষ।

রজনী প্রভাতে চলল বররঙ্গিনী,
নদী অবগাহন রঙ্গে।
সুবাসিত তৈল হলদি লই আমলকী (২)
প্রিয় সহচরী সঙ্গে॥
গজবর গতি জিনি গমন সুমন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখ-জ্যোতিঃ।
কবরী বিরাজিত মণিময় সুরচিত,
সীঁথে উজারল মোতি॥

নীলবসন মণি বলয়া বিরাজিত,
উচকুচ কঞ্চুক ভার।
শ্রবণহি টাকট মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমলতল আতুল রাতুল,
রুণুঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে ওরূপ হেরইতে,
ভুলল বিদগধ রাজে॥

১১।

কর্ণাট বা পুরবী।

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামরু—নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্দ বিনা ধবলী দোহত
বাছিয়া (১) কোরহি কোর॥
শুনহি দেহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি,
হেরি হসত ব্রজ নারী॥
লাজহি লাজ, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলী ভরমে ধবল পদ ছান্দই,
গোবিন্দদাস মনোভোর (২)॥

১২।

ভাটিয়ারি।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে॥
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে।
রাই প্রেমজলে (৩) ভাসল রে॥
মুরছি অবনীতলে পড়ল রে।
অরুণিম লোচন ঢর ঢর রে॥
অঙ্গ পুলকে অতি পূরল রে।
গোবিন্দদাস মনোমোহন রে (৪)॥

১। "নিকহি গোঠে মিলল যদুরায়। ২। "ধাওল"।

১। "বাছুরী" ভিন্ন পাঠ। ২। "পঁহু হেরি ভোর"। ৩। "প্রেমরসে"। ৪। "করে পহু কোরে অগোরল রে। অঙ্গ পুলকে অতি পূরল রে॥ দুহুঁ মুখ

১৩।

দুহুঁ জন মিলল উপজল প্রেম।
মকরতে যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক লতাবলি তরুণ তমাল।
নবজলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পায়ল সঙ্গ।
দোঁহ তনু পুলকে মদন তরঙ্গ॥
দোঁহ অধরামৃত দোঁহ করু পান।
গোবিন্দদাস কহে দোঁহে সে সুজান॥

১৪।

বিপিনহি কেলি করত দোঁহ মেলি।
জল মাহা পৈঠি করত জল কেলি॥
নাহি উঠল দোঁহে মুছত অঙ্গ॥
দোহঁ মুখ হেরইতে মূরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দোহঁ নব নব বেশ।
কবরী বনায়ল বাঁধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥

১৫।

ভাটিয়ারি।

যশোমতি যতনহি সখীগণে কহতহি
তুরিতে গমন করু তাই।
হামারি সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে
আনবি রসবতী রাই॥
রতন থারি ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
পিষ্টক বড়ই মধুর॥
কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর
বাসিত চন্দন কটোর।
সহচরী থারি চীর দেই ঝাঁপই
গোবিন্দদাস মনোভোর॥

১৬।

ধানশী।

শিরোপর থারি যতন করি সহচরী
রাইক মন্দিরে গেল।
যশোমতি বচন কহল সব গুরুজনে
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরী সখীসঙ্গে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজল নয়ান॥ ধ্রুং।
দশনক জ্যোতিঃ মতি নহি সমতুল,
হসইতে খসই মণি জানি।
কাঁচা কাঞ্চন বরণ নহে সমতুল,
বচন জিনিয়া পিকবাণী॥
পদতল থল-কমল সুকোমল (১)
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে অপরূপ সুন্দরী (২)
জিতল মনমথ রাজে॥

১৭।

নিজ মন্দির তেজি চলিল বররঙ্গিণী
নন্দ মহল গেহ মাহ।
ঝলকত অঙ্গহি মণিগণ ভূষণ বদন
কিরণ তঁহি ছাহ (৩)।
যশোমতি নিরখি আনন্দ।
কত কত চান্দ চরণে পড়ি কান্দই
মনমথে লাগল ধন্দ॥ ধ্রুং।
সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন মনোহর
পাক করল তহিঁ গোই।
নিতি নিতি ঐছন করত গতাগতি
লখই না পারই কোই॥

সুন্দর মোহন রে। গোবিন্দদাস মনো-মোহন রে"॥

১। "কর পদতল থল কমলদলারুণ,"।

২। অপরূপ সুন্দরী—"রমণী-শিরোমণি"।

৩। "ঝলকত অঙ্গে, মণিময় ভূষণ, বদনক উপমা নাহ।"

চন্দন ঘোরি কুঙ্কুম তহি ডারল কর্পূর
তাম্বুল মুখ বাস।
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

১৮।

শ্রীরাগ বা সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ভোজন কর দোন ভাই।
রোহিণীদেবী করত পরিবেশন
রসবতী দেওত বাঢ়াই॥
কনক থারি ভরি পূর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
দেয়ল করিয়া প্রচুর (১)॥
অন্ন ব্যঞ্জন সুমধুর ভোজন
কি কহব আনন্দ ওর (২)।
ভোজন সারি শয়ন পুনঃ পল এক (৩)
সুখময় নন্দকিশোর॥
যো কিছু শেষ রহল থারি পর
ভোজন করলহি গোরী।
গোবিন্দদাস ঝারি লই ঠাড়হি
পবন (৪) ঢুলায়ত থোরি॥

১৯।

ভূপালী।

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলখিতে গেল॥
নগরক লোক লখই না পারি।
ঐছন গতাগতি করত সুকুমারী॥
বেশ বনাওি কানু-বলবীর।
গোধন লই চলু যমুনাক তীর॥

গোপ গোয়াল সঙ্গে কত ধাব।
বেণু বিশাল ঘন ঘন রাব॥
সুবল সখা সঙ্গে করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দ দাস॥

২০।

করুণশ্রী বা সুহই।

সখাগণ সঙ্গে (৫) রঙ্গে সব (৬) ধায়ত
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়-কার করত নববধূগণ (৭)
কনক কুম্ভ ভরি বারি॥
আনন্দ কো কহু (৮) ওর।
রসবতী ঠাড়ে (৯) অট্টালিকা উপরি
হেরইতে দুহু দিঠি লুবধ চকোর (১০)॥ ধ্রু॥
নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত
দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর।
প্রেম রতন ধন দোঁহে দুহুঁ পিয়াওল (১১)
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন
শিথিল পীতপট-বাস।
নিজ নিজ মন্দিরে আওত নিজ জন
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২১।

সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরত যমুনাক তীর।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুবল মহাবল গোপ
গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥

১। "পিষ্টক বড়ই মধুর"—পাঠান্তর।
২। "ভোজন কেলি কহনে নাহি যাওত কোকরু আনন্দ ওর।"—পাঠান্তর।
৩। "শয়ন করু পালঙ্কে"—অন্য পাঠ।
৪। "চামর"—পাঠান্তর।
৫। "ব্রজনিজগণ সঙ্গে"—পাঠান্তর।
৬। "কত রঙ্গে"—পাঠান্তর।
৭। "ব্রজবধূ"—প, ক, ত।
৮। "করু"—পাঠান্তর।
৯। "চড়ি"—পাঠান্তর।
১০॥ "হেরইতে লুবধ চকোর"।—অন্যপাঠ।
১১। "দুহুঁ দুহুঁ পায়ল"—অন্যপাঠ।

বাজত ঘন ঘন বেণু।
হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজন আনন্দে
চরত সব ধেনু ॥ ধ্রুঃ ॥
সম বয়-বেশ কেশ পরিমণ্ডল চূড়ে
শিখণ্ডক কুসুম উজোর।
মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল হেরইতে
জগমনোভোর ॥
বলয়া বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী
নূপর রুণু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নিতি ঐছন
বিহরত বিদগধ রাজে ॥

২২।

শ্রীরাগ। (বেলা আড়াই প্রহরের পর)

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বন মাহ।
তরু সব হেরি, কুসুম তহিঁ তোড়ল,
যতনহি হার বনাহ ॥
মাধব কুণ্ডকতীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি,
কাতরে মনো নহে থির ॥
নব নব পল্লব, শেজ বিছায়ল নব,
কিশলয় তঁহি রাখি।
কুসুম তোড়ি, চিত ভেল আকুল,
হেরইতে অথির ভেল আঁখি ॥
তৈখনে মদন দ্বিগুণ, তনু দগধল,
জর জর শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দদাস পঁহু, সুবল কোরে রঁহু,
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ ॥

২৩।

বরাড়ি বা সুহই।

নিজ মন্দিরে ধনী, বৈঠল বিরহিণী,
প্রিয় সহচরী মুখ চাই।
যহাঁ যদুনন্দন, করত গোচারণ,
তুরিতে গমন করু তাই ॥
সুন্দরী খানিক বিলম্ব জানি।
সহচরী হাত, মাথে ধরি সুন্দরী
বোলত মধুরিম বাণী ॥ ধ্রুং ॥
বংশী বট তট, কদম্ব নিকট,
মণিকর্ণিক ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলি কদম্ব, (১) কুসুম বন,
সুশীতল কুণ্ডক তীর ॥
কালিন্দী পুলিন, বৃন্দাবন ঘন,
নিধুবন কেলি বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ বন, গোবর্দ্ধন কানন,
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস ॥

২৪।

ধানশ্রী।

প্রিয় সখী গমন, করল প্রতি বনে বন,
প্রবেশল কুণ্ডক তীর।
সুশীতল বারি কুঞ্জ, অতি শোহন,
মলয় পবন বহে ধীর।
সুবল সখা করু কোর।
সহচরী পথ হেরি অন্তর, গর গর
ঢর ঢর, নয়নকো লোর ॥ ধ্রু ॥
সচকিত নয়নে নেহারই, সহচরী
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পটাম্বর মুখ রুচি মোছই,
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
কর্পূর তাম্বুল বদনহি পূরল,
সচকিত ভেল পীতবাস ॥
সুন্দরী গমন করল অব্ নিকটহি.
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

২৫।

করুণা বা ভূপালী।

কানুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতহি গেল ॥
কানুর গুণ (১) শুনি ভোরি।

১। "নিকুঞ্জ"—পাঠান্তর।

বেশ বনায়ত (১) গৌরী ॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে।
বসন ভূষণ করু অঙ্গে ॥
নব নব নাগরী বালা।
যৈছন চান্দ কি মালা ॥
গাওত কত কত তান।
কত রস করতহি গান ॥
রসিক রমণী রস ভায।
শুনতহি গোবিন্দদাস ॥

২৬।

ধানশ্রী বা বরাড়ি।

সখীগণ সঙ্গে চলিলি বর-রঙ্গিণী,
ভানু আরাধন লাগি।
বহু উপহার কর্পূর তাম্বুল,
লেয়ল গুরুজনে মাগি (২) ॥
সুন্দরী সুগন্ধি চন্দন লেল।
চিনি কদলী সর হার (৩) মনোহর সখীগণ
মিলি চলি গেল (৪) ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় কার করত হুলাহুলি
শঙ্খ শবদ ঘন ঘোর।
কেলি করত (৫) কোকিলগণ, (৬) কুহরত
নৃত্যতি ময়ূরক যোর ॥
কুণ্ডক তীরে মিলল বর-নাগরী
দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
গোবিন্দদাস পহুঁ রসময় নাগর
কত কত রস পরকাশ ॥

২৭।

গান্ধার।

নব নব কুসম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমরু করু তাই।
মাবুত বদন নেহারি কুসুম-শর,
মোহত সব সখী মাই ॥
কো কহু মরমক কেলি।
নূতন কিশোর নূতন নাগরী,
ললিতাদিক সখী মেলি ॥ ধ্রু ॥
মণিময় ভূষণ তনু অতি শোহন,
রুণু ঝুণু নূপর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে রমণী শিরোমণি,
জিতল বিদগধ রাজে ॥

২৮।

করুণশ্রী বা মল্লার।

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ। (৭)
বিকশিত কুসুমে শোভিত পুঞ্জ। (৮)
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক বোলত রসাল ॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তঁহি পর বৈঠল কিশোরি-কিশোর ॥
ব্রজ রমণীগণ দেওত (৯) ঝঙ্কার।
ভীত জানি ধনী করলহি কোর ॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত কত রঙ্গ ॥

২৯।

শ্রীরাগ।

আন ছলে আন পথে গমন করল দোঁহে,
সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল নূতন সব মুঞ্জরী
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥

১। "বনায়লি"—পাঠান্তর।
২। "যতন করি লেয়ল গুরুজনে অনুমতি মাগি"—পাঠান্তর।
৩। "উপহার"—পাঠান্তর।
৪। "হাতকো দেল"—পাঠান্তর।
৫। "কেলি কর কত"—পাঠান্তর।
৬। "কোকিল"—পাঠান্তর।

৭। "শোভন পুঞ্জ"—পাঠান্তরে।
৮। "মধুকর গুঞ্জ"—পাঠান্তর।
৯। "গীয়ত"—পাঠান্তর।

দুহুঁ জন মিলন ভেল।
রসময় রসিক রমণ রসে নাগর
বহুবিধ কৌতুক কেল॥
মদন মহোদধি নিগমন দুহুঁ জন,
ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ।
তরুণা তমালে কনক লতাবলি,
নব জলধর কিয়ে ঝাঁপল চন্দ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে নিগমন দুহুঁ জন,
স্বেদ বিন্দু মুখ জ্যোতি।
গোবিন্দদাস পহু রতিরণপণ্ডিত,
যৈছন জলদে বিথারিল মোতি॥

৩০।

গান্ধার।

শ্রম জলে ভিগেল দুহুঁক শরীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
পূরল মনোরথ বৈঠল তাই।
বসন ঢুলায়ত বিনোদিনী রাই॥
রসময় নাগর রসময় গোরী।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি॥
শুতল বিদগধ নাগর রায়।
রতি রসে অবশ শুতি নিন্দ যায়॥
সব সখীগণ মেলি বিনোদিনী রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই।
পল এক জাগি বৈঠল পীতবাস।
জল সেবন করু গোবিন্দদাস॥

৩১।

গান্ধার।

সখীগণে পুছত কানু বারে বার।
কৌন চোরায়ল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাহাঁ পর ছোড়ি কাহাঁ হামে চাই॥
অবতুহুঁ কৈছন করবি উপায়।
সরবস্ব ধন তুয়া কৌন চোরায়॥
কাতর নয়নে নেহারই কান।
সখীগণ মোহে মুরলী দেহ দান॥
করগহি মুরলী গৃহ মাঝ (১)।
গোবিন্দদাস তহি রমণী (২) সমাজ॥

৩২।

বরাড়ী।

সখীগণ মেলি দোঁহে করল পয়ান (৩)।
কৌতুকে কেলি কুণ্ড অবগান॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জল কেলি॥
বিথারল (৪) কুন্তল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেঢ়ল নাগর চন্দ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ॥

৩৩।

ধানশ্রী বা বরাড়ি।

নাহি উঠল তীরে সব সখী সমরে
রসবতী নাগর রায়।
বসন নিচোরি মুছই সব সখী তনু
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বর-কান।
চিকুর সাঙরি কবরী পুনঃ বান্ধই
অলক তিলক নিরমাণ॥
সীঁথি বনাই তা পর লেখই
মৃগমদ চিত্র নিশান।
রতি জয় রেখা চরণ যুগে লেখই
আর কত বেশ বনান॥
কতহি যতন করি বেশ বনায়ই
নূপুর পরায়ল অঙ্গে (৫)।

১। "কুঞ্জ গৃহ মাঝ"—পাঠান্তর।

২। "কহ যুবতী সমাজ"—পাঠান্তর।

৩। সব সখীগণ মেলি করল পয়ান"—পাঠান্তর।

৪। "বিজারল"—পাঠান্তর।

৫। "কতহি যতন করি বসন পরাওল নূপুর দেওল রঙ্গে।"—পাঠান্তর।

গোবিন্দদাস কহে দুহুঁ রূপ হেরইতে
মুরছত কতেক অনঙ্গে॥

৩৪।

বরাড়ি।

রতন থারি ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই।
শীতল বিপিন স্থল গন্ধ সুপরিমল
বৈঠল দুহুঁ জন যাই॥
ভোজন করত ব্রজরায়।
সুশীতল জল কর্পূর তাম্বুল
সখীগণ দেই বাড়ায় (১)॥ ধ্রু॥
গন্ধ সুচন্দন সব অঙ্গে বিলেপন (২)
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহরই দুহুঁ জন
গোবিন্দদাস বলি যায়॥

৩৫।

ভাটিয়ারি।

তঁহি সুগমন করল বর-রঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তহি জয় শঙ্খ হুলাহুলি ঘন ঘন
ভানুক সেবন কেলি॥
দ্বিজবর বিদগধ রাজ।
সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর থর্পর (৩) করু সাজ॥ ধ্রুং॥
বহু উপভোগ কর্পূর তাম্বুল,
চিনি কদলী উপহার।
সুশীতল নীর ক্ষীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার॥

কুসুম অঞ্জলি দেয়ত সখী মেলি
কো কহু আনন্দ ওর॥
গিরিধর কনক লতাবলি বেড়ল
গোবিন্দদাস মনোভোর॥

৩৬।

পাহাড়িয়া বা ভাটিয়ারি।

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামক অঙ্গে দেয়ল ফুল হার॥
নিজ মন্দিরে ধনী করল পয়ান।
ঘন বনে রহল সুনাগর কান॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি॥
শঙ্খশব্দ ঘন জয় জয় কার।
সুন্দর বদনে কবরী কেশ ভার (৪)॥
হেরি মদন কত পরাভব পায়।
গোবিন্দদাস পঁহু এহ রস গায়॥

৩৭।

আশোয়ারি বা পূরবী।

নিজ মন্দির যাই (৫) বৈঠল রসবতী
গুরু জন নিরখি আনন্দ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
চর চর ও মুখ (৬) চন্দ॥
নিতি ঐছন করতহি রীতি।
রসবতী রসিক মনোহর নাগর,
অপরূপ দুঁহুক চরিতি॥ ধ্রু॥
বিবিধ মিঠাই থারি ভরি (৭)
ভোজন করতহি গোরী॥
কর্পূর তাম্বুল বদন ভরি
পূরল কুঙ্কুম চন্দন যোরি॥

১। "বাসিত বারি, কর্পূর তাম্বুল, সখীগণ দেওত বাড়ায়"—পাঠান্তর।

২। "অগোর চন্দন শ্যাম অঙ্গে লেপন"—পাঠান্তর।

৩। "পূর"—অন্যপাঠ।

৪। "কুচ ভার"—অন্য পাঠ।

৫। "যাহ"—পাঠান্তর।

৬। মুখ—"আনন্দ"—পাঠান্তর।

৭। "ভরি পূরিত"—পাঠান্তর।

গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীগণ
গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দ দাস পহুঁ দীপ সাম্নাহু (১)
বেলি অবসান ভৈ গেলি॥

৩৮।

গৌরীনট বা গৌরী।

গোখুর ধূলী উছলি ভরু অম্বর
ঘন ঘন হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিশাল নিশান সমাকুল
সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব॥
বন সঞে (২) গিরিধরলাল ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরখিত চাতকী
ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥ ধ্রুং॥
কুটিল অলকাকুল গো-রজ মণ্ডিত বরিহা
মুকুট মনোহর ভাঁতি।
বিপিন বিহার ছরমে ঘরমাইতে ঝামরু
নীলউৎপল দলকাঁতি॥
কিশলয় বলিত ললিত মণিকুণ্ডল,
গণ্ড মুকুর উজিয়ার।
গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর হেরইতে
জগভরি মদন বিথার॥

৩৯।

গৌরী বা টোরি।

গেহে (৩) প্রবেশ করল সব ধেনুগণ
সখাসব মন্দিরে গেলি।
বৎসক বান্ধি ছান্দি সব ধেনুগণ
ঘন ঘন দোহন কেলি॥
সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর
গোধূলী ধূষর অঙ্গ॥

নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত চূড়ে
শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম॥
মকরাকৃতি মণিকুণ্ডল দোলনি হেরইতে
চমকি পড়য়ে কত কাম॥
বন-ফুল-মাল বিরাজিত উরপর কিঙ্কিণী
রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দদাস পঁহু জগমনোমোহন
ব্রজরমণীগণ হরষিত তায় (৪)॥

৪০।

গৌরী।

সাঁজ সময়ে গৃহে আওত যদুপতি
যশোমতী আনন্দ চীত।
দীপহি জ্বালি থারি পর ধরতঁহি,
আরতি করতঁহি, গায়ত গীত॥
ঝলকত ওমুখ চন্দ।
ব্রজরমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥ ধ্রুং॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ বাজত
সখীগণ ঘন ঘন জয় জয়কার। (৫)
বরিখত কুসুম রমণীগণ হরখিত জগজন
আনন্দ নগর বাজার॥
শ্যামরু অঙ্গ মনোহর সুরচিত (৬)
বনি বনমাল বিরাজ (৭)।
গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে
সংশয় যৌবন রাজ॥

৪১।

গৌরী।

বদন নিছাই মুছি মুখ মণ্ডল
বোলত মধুরিম বাণী।

১। সাম্নাহু—"তঁহি জ্বালাওল"—পাঠান্তর।

২। বনসঞে—"বন হতে"—পাঠান্তর। ৩। 'গোঠ"—পাঠান্তর।

৪। "হেরি মনো ভায়"—পাঠান্তর।

৫। "ঘণ্টা ঝাঁঝরি শঙ্খ শবদ ঘন দেবগণ ঘনহুঁ জয় জয় কার"—ভিন্নপাঠ।

৬। "মুরতী"—ভিন্নপাঠ।

৭। বিরাজ—"আজানু বিরাজ"—ভিন্নপাঠ।

কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী
মন্দিরে বসায়ল আনি (১)
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজই যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল (২) মাজি আজি পুনঃ বাঁধল
চূড়হি কুসুম সুরঙ্গ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে সুলেপন
যতনে পিন্ধাওলি বাস।
সুবাসিত কুসুম হার উরে লম্বিত
কহতুঁহি গোবিন্দদাস॥

৪২।

ধানশ্রী।

কতহি যতন করি রসবতী নাগরী
করলহি বহু উপহার।
কনক থারি ভরি চিনি কদলী সর
চন্দন মনোহর মাল॥
প্রিয় সহচরী হাতে দেল (৩)।
ত্বরিত নন্দ গৃহে মিলল সহচরী
যশোমতী আগে লই গেল॥ধ্রুং॥
বিবিধ মিঠাই যতন করি দেয়ল
চিনি কদলী উপহার।
ক্ষীর সর নবনী ছেনা দধি শাকর
দেয়ল সব রস সার॥
ভোজন করায়ল বহু সুখ পায়ল
কর্পূর তাম্বুল দেল।
অবশেষে যো কিছু রহল থারি পর
গোবিন্দদাস লই গেল॥

৪৩।

সুহই বা সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তাহি সাজায় (৪) অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন পাট পটাম্বর
লম্বিত মুকুতাদাম॥
শোভাবলি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভাজন মণ্ডল (৫)
বৈঠল ব্রজ কি ভূপ॥
কোই গায়ত কোই বাজায়ত
কোই নাচত ধরতহি তাল।
কোই সখাগণ পাখা লেই বীজত
কোই জ্বালত প্রদীপ রসাল (৬)॥
কনক সম্পুট পর কর্পূর তাম্বুল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ (৭) সাজ॥
গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ শোহন
উপনীত নাগর রাজ॥

৪৪।

সুহই।

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স বেশ অতি অনুপাম॥
সভাজন মাঝে বৈঠল দুন ভাই।
সভাজন চিত লেয়ল চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়ান যুগল নীল কমল সমান।
হেরইতে যুবতী জন অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাঙ বিভঙ্গ।
ফুল ধনু করে করি মুরছে অনঙ্গ॥

১। "বদন নিছুই মুছি মুখমণ্ডল বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি অবসানে ত্বরিত নাহি আয়সি তুয়া লাগি বিকল পরাণী॥ নন্দন কোরে করি রাণী।
যশোমতি সুন্দরী কতহুঁ যতন করি মন্দিরে বৈসায়ল আনি"॥
—ভিন্নপাঠ॥ ২। "কুণ্ডল" বা?
৩। "লেল" বা?

৪। "শেজ" বা।
৫। "দ্বিজগণ"—অন্য পাঠ।
৬। "কোই চামর লই, বীজন করতহি, উজর দীপ রসাল"॥—অন্য পাঠ।
৭। চন্দ্র চন্দ্রাতপ—অথবা "চন্দ্রাতপ উরে।"

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদ স॥

৪৫।

করুণশ্রী বা ভূপালী।

নিজ গৃহে শয়ন করল যদুরায়।
সভা জন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
নন্দরাজ তব্ ভোজন কেল।
নিজ নিজ মন্দিরে সব চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
চরাচর সব যো যাঁহা চলি গেল (১)॥
ময়ূর ময়ূরীগণে ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দদাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥

৪৬।

ধানশী।

কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী শুক পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল।
মধু লোভে মাতি আনন্দে বিভোল॥
তাঁহি সুগমন করু বিদগধ রাজ।
রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু না সুন্দরী করল পয়াণ॥
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিগ নেহারত গোবিন্দদাস॥

৪৭।

ধানশ্রী বা কেদার।

গুরুজন পরিজন (২) ঘুমায়ল জান।
সময় জানি ধনি করল পয়ান॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকান।
দারুণ মদন পায়ল সমাধান॥
দুহু দুহাঁ অধরে করয়ে মধুপান।
চাঁদ চকোর জনু মিলায়ল আন॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥

৪৮।

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত কত গায়ত মদনতরঙ্গ॥
কোই বাজায়ত যন্ত্র রসাল।
কোই কোই নাচত কোই ধরে তাল॥
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখি হরখি পুনঃ পুনঃ করু কোর॥
বাঢ়ল প্রেম সবহু সখী জানি।
সুবাসিত কুসুমে শেজ বিছায়লি আনি(৩)॥
নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস।

৪৯।

শ্রীরাগ বা গান্ধার।

রাধামাধব দুহুঁ তনু মিলল,
উপজল আনন্দ কন্দ।
কনক লতাবলি তমালে বেঢ়ল জনু,
রাহু ধরলিহ চন্দ (৪)॥
জনু (৫) কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদ কোরে কিয়ে (৬) তড়িত লতাবলী
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি॥

১। "সচরাচর যাঁহা সব দূরে গেল"॥ —ভিন্নপাঠ।

২। "দুরজন"—ভিন্নপাঠ।

৩। তাহার পর অন্য গ্রন্থে—"নাগর নাগরী বৈঠল তায়।
সখীগণ আন ছলে আন থলে যায়।"

৪। "কনক লতা তমাল জনু বেঢ়ল রাহু গরাসল চন্দ্র"—অন্য পাঠ।

৫। "যৈছন"। ৬। কোরে কিয়ে "বেঢ়ল জনু"—পাঠান্তর।

নীলরতন কিয়ে কাঞ্চনে যোড়ল (১)
ঝামরু ভেল মুখজ্যোতিঃ।
শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
যৈছন জলদে বিথারল মোতি॥
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারই
অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহে নিতি নিতি ঐছন
উপজয়ে রস পরসঙ্গ॥

৫০।

কামোদ বা কেদার।

বাঢ়ল (২) রতি রস বৈঠল দুহুঁ জন
মোছই আনন (৩) চন্দ।
দুহুঁ জন বদনে তাম্বুল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢলায়ত মন্দ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি মরি বলি বদন পুন চুম্বই, দোঁহে
দোঁহা তনু নিরছাই॥
নীল পীত বসন দুহুঁ তনু মোহন (৪)
মণিময় আভরণ সাজ।
যৈছন রমণী রসিক বর নাগরী
তৈছন বিদগধ রাজ॥
কতহু যতন করি বিহি নিরমায়লি
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকশিত কুসুম শোভিত, নব পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৫১।

ভূপালি বা কেদার।

রতি রসে অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু মদে (৫) ভ্রমর ভ্রমরী ঘন ঝঙ্করু
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী রাধা মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতাবলি
দুহুঁ রূপ অধিক উজোর॥ ধ্রুং॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতি রসে অবশ (৬) দুহুঁ জন জর জর (৭)
প্রিয় সখী চামরু ঢুলায়॥
সুবাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরী
রাখত দুহুঁ জন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতল
সহচরী গোবিন্দদাস॥

—:০:—

শ্রীগোবিন্দদাস কৃত অষ্টকালীয়
একান্ন পদ সম্পূর্ণং।

গৌরচন্দ্রিকা।

১।

গৌরী

জয়নন্দ-নন্দন, গোপীজন বল্লভ,
রাধা নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদিয়া-পুরন্দর,
সুরমণীগণ মনোমোহন ধাম।
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ।(৮)

১। "নিলমণি রতনে কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল।"—পাঠান্তর।
২। "বিরমল" পাঠান্তর।
৩। "দুহুঁ মুখ" ৪। "শোভিত ভেল তনু"

৫। "মধু লোভে"। ৬। "আলিস"।
৭। "জন জর জ"—"তনু ঢর ঢর"।
৮। শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরাঙ্গ রূপ ধারণ করেন। 'আমা হতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সতত উন্মুখ॥' ইত্যাদি চৈতন্য চরিতামৃত।

জয় ব্রজ-সহচরী- লোচন-মঙ্গল,
জয় নদিয়া-বধূ-নয়ন আমোদ ॥
জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম, সুবলার্জ্জুন,
প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি (১) সুন্দর, প্রিয় সহচর,
জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতি বল (২) বলরাম-প্রিয়ানুজ,
জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ-আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন- গণ-ভয়-ভঞ্জন,
গোবিন্দদাস-আশ-অনুবন্ধ ॥

২।

সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলিমদ-মন্থন নিত্যানন্দ রাম ॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর।
প্রেম রতন-ফল ধরল উজোর ॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি ॥
যে নাচিতে নাচয়ে (৩) বধির জড় আঁধ।(৪)
কাঁদিতে অখিল ভুবন জন কাঁদ ॥
তেই অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ (৫)।
প্রতি দরপণে জনু (৬) রবির আবেশ (৭) ॥
ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন মুকুরে (৮) নাহি বিন্দু (৯) বিকাশ(১০)
গোবিন্দদাস কহে তাহে (১১) কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার ॥

৩।

সারঙ্গ।

চম্পক, শোণকুসুম, কনকাচল,
জিতল গৌরতনু লাবণীরে।
উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব,
জগমনোমোহন ভাঙনিরে ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন।
কলিযুগ কালভুজগ-ভয়খণ্ডন।ধ্রু॥
বিপুল পুলক কুল, আকুল কলেবর,
গর গর অন্তর প্রেম ভরে।
লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণি,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥
নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত কত ভকত মেলি।
যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল,
গোবিন্দ দাস তঁহি পরশ না ভেলি ॥

৪।

কামদ।

গৌর বরণ তনু, শোহন মোহন,
সুন্দর মধুর সুঠান।
অনুপম অরুণ, কিরণ জিনি অম্বর
সুন্দর চারু বয়ান ॥
পেখনু গৌরাঙ্গ চন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ, তিমির ঘোর নাশক,
নবদ্বীপ চাঁদ উজোর ॥ ধ্রু ॥
ভাবহি ভোর, ঘোর দুহুঁ লোচন,
মোচন ভবনদ বন্ধ।

১। বলরাম প্রভৃতি। ২। "জয় জয় বলী"—গী, চ, উ।
৩। নাচি নাচায়—গী, চ, উ।
৪। অন্ধ—প-ক-ত। ৫। পরবেশ—প-ক-ত। ৬। যৈছে—ঐ। ৭। আদেশ—ঐ। ৮। অধরে—প, ক, ত।
৯। মধু—গী, চ, উ।
১০। যেমন মলিন মুকুরে বিন্দু মাত্রও প্রতিফলিত হয় না; মূঢ় ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে তদ্রূপ নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ যে স্বয়ং ভগবান্ এ বিশ্বাস স্থান পায় না।
১১। বুঝহ,—গী, চ, উ।

নব নব প্রেম ভর, বরতনু সুন্দর,
উয়ল ভকত সঙ্গ ॥
লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত,
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ, বীজ দেই তারল,
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ ॥

৫।

বিভাস।

পুলকে বলিত অতি, ললিত হেমতনু,
অনুখণ নটন বিভোর।
কত অনুভাবি, অবধি নাহি পাইয়ে,
প্রেমসিন্ধু বহ নয়নহি লোর ॥
জয় জয় ভুবন মঙ্গল অবতার।
কলিযুগ বারণ, মদ বিনিবারণ,
হরিধ্বনি জগত বিথার ॥ ধ্রু ॥
নিজ রসে ভাঁসি, হাসি ক্ষণে রোয়ই,
আকুল গদ গদ বোল।
প্রেমভরে গর গর, না চিনে আপন পর,
পতিত জনেরে দেই কোল ॥
ইহ সুধা সায়রে, মগন সুরাসুর,
দিন রজনী নাহি জানি।
গোবিন্দ দাস, বিন্দু লাগি রোয়ই,
শ্রীবল্লভ পরমাণ ॥

৬।

সিন্ধুড়া বা বসন্ত।

পদতলে ভকত, কলপতরু সঞ্চরু,
সিঞ্চিত প্রেমমকরন্দ।
যাকর ছায়, সুরাসুর নরকরু,
পরমানন্দ নিরদ্বন্দ্ব ॥
পেখনু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম-হেমধরাধর উয়ল কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ ॥
অব নীরদ জিনি, কত মন্দাকিনী,
ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র, অভিরাম দিনমণি,
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে ॥
যাকর চরণ, সমাধয়ে শঙ্কর,
চতুরানন করু আশ।
সো পহুঁ পতিত, কোরে ধরি কাঁদই,
কি কহব গোবিন্দ দাস ॥

৭।

ধানশী।

তপত কাঞ্চন, কান্তি কলেবর,
উন্নত ভাঙর ভঙ্গী।
করিবর-কর জিনি, বাহুর সুবলনী,
বিহি সে গঢ়ল বহুরঙ্গী ॥
গোরারূপ জগমনোহারী।
আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল,
বধিতে কুলবতী নারী ॥ ধ্রু ॥
আপাদ মস্তক, পূর্ণ পুলকিত,
প্রেমে ছল ছল আঁখি।
আপন গুণ শুনি, আপহি রোয়ত,
হেরি কাঁদয়ে পশুপাখী ॥
চন্দ্র চন্দ্রিকা, কুমুদ মল্লিকা,
জিনিয়া মধুর মৃদু হাস।
মধুর বচনে, অমিঞা সিঞ্চনে,
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

৮।

টৌড়ী।

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র,
বেঢ়ল ভকত নখত (২) বৃন্দ,
অখিল ভুবন উজোর কারী
কুন্দকনক কাঁতিয়া ॥
অগতি পতিত কুমুদ বন্ধু,
হেরি উছল রসকি সিন্ধু,

২। নন্দন—হ, লি, পু।

হৃদয় কুর (১) তিমির হারী,
উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ,
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে (২) থেহ,
ঢুলি ঢুলি চলত খলত,
মত্ত করীবর (৩) ভাতিয়া॥
নটন ঘটল ভৈগেল ভোর,
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল,
রোয়ত হসত ধরণী খসত,
শোহত পুলক পাঁতিয়া॥
মহিম মহিমা কো কহু ওর,
নিজ পর ধরি করই কোর,
প্রেম অমিঞা হরখি বরখি,
তরখিত (৪) মহী মাতিয়া॥
যোরসে উত্তম অধম ভাস,
বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস,
কো জানে কি ক্ষণে কোন,
গঢ়ল কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥

৯ম পদ।

সুরট সারঙ্গ।

সুরধুনী তীরে, তীরমাহা বিলসই,
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতল-তাল, বলিত হরি হরিধ্বনি,
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
পূর্ণ পূর্ণ অবতার।
জগ অনুরঞ্জন, ভবভয় ভঞ্জন,
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর, প্রেমভরে কম্পই,
ঝম্পই সহচর কোর।
অঙ্গহি অঙ্গ, পুলক কুল আকুল,
কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥
ধনি ধনি ভাবিনা, চতুর শিরোমণি,
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দদাস, এহেন রসে বঞ্চিত,
অবহু শ্রবণে নাহি পীব॥

১০।

কানাড়া।

নিরুপম হেম জ্যোতিঃ জিনি বরণ।
সঙ্গীতে রঙ্গিত রঙ্গিত চরণ॥
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া।
চৌদিকে হরি হরি ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনিয়া॥ ধ্রু॥
শরদ ইন্দু নিন্দ (৫) সুন্দর বয়না।
অহর্নিশি প্রেম নিঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল পুলক পরিপূরিত (৬) দেহা।
নিজ রসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
জগভরি পূরল এহেন (৭) আনন্দ।
মহী মাহা (৮) বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥

১১।

সুহই।

অপরূপ হেম মণি ভাস
অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিকে পারিষদতারা।
দূরে করু কলি আঁধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজরাজ।
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥
পুলকিত স্থির চর জাতি (৯)।
প্রেম অমিঞা রসে মাতি॥

১। কুহর—প, ক, ল, ২। পায়ে। ৩। মধুকর। ৪। রসেহ রথিত বরথিত।

৫। চন্দ্রজিনি—গী, চ, উ,। ৬। পুলকাবলী পুরিত গী, চ, উ,। ৭। প্রেম—প, ক, ত,। ৮। অমিয়া—প, ক, ত,। ৯। নাহিও

কেহ কেহ ভকত চকোর।
নারী পুরুখে সেই কোর (১)॥
গোবিন্দদাস চকোর।
রুচি নব লাগি বিভোর॥

১২।

সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা।
মদন মনোহর বয়সে কিশোরা॥
তাহে ধরু নটবর বেশ।
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব (২) আবেশ॥
নাচত নবদ্বীপচন্দ্র।
জগমন নিমগন প্রেম আনন্দ॥
বিপুল পুলক অবলম্বে।
বিকশিত ভেল তঁহি ভাব কদম্বে॥
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে ভকতহি কোর॥
রসভরে গদগদ বোল।
চরণ পরশে মহী আনন্দ হিল্লোল॥
পূরল জগ মনো আশ।
বঞ্চিত ভেল তঁহি (৩) গোবিন্দ দাস॥

১৩।

টৌড়ি।

চিত চোর গৌর অঙ্গ,
রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ,
মদন মোহন ছান্দুয়া।
হেমবরণ হরণ দেহ,
পুলক অরুণ তরুণ সেহ,
তপত জগত বন্ধুয়া॥
ভাবে অবশ দিবস রাতি,
নীপ কুসুম পুলক পাঁতি,
বদন শরদ ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস,
আনহি বরণ বিরস ভাষ,
নিবিড় প্রেম (৪) সিন্ধুয়া॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল,
অরুণ চরণে মঞ্জীর রোল,
চলত (৫) মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে (৬) ভাস,
আশ করত গোবিন্দ দাস,
প্রেম সিন্ধু বন্দুয়া॥

১৪।

সিন্ধুড়া।

গোরা করুণা সিন্ধু অবতার।
নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি,
জগতে পরাওল হার॥ ধ্রু॥
কলি-তিমিরাকুল, অখিল লোক হেরি,
বদন চাঁদ পরকাশ।
লোচন প্রেম, সুধারস বরিখণে,
জগজন তাপ বিনাশ॥
ভকত কলপতরু, অন্তরে অন্তরু,
রোপল ঠামহি ঠাম।
তছু পদতলে, অবলম্বন পন্থিক,
পূরল নিজ নিজ কাম॥
ভাব গজেন্দ্রে, চঢ়াওল অকিঞ্চনে,
ঐছন পহুঁক বিলাস।
সংসার কালকূট, বিষে তনু দগধল,
একলি গোবিন্দদাস॥

১৫।

বেলোয়ার।

নাখবান কনক, কষিত কলেবর,
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম।

১। স্থাবর জঙ্গম সকলই পুলকিত।
২। রসের। ৩। গায়ত বঞ্চিত তথা।
৪। নয়ান সলিল।
৫। নাচত—হ, লি, পু।
৬। আনন্দে—গী, চ, ঙ।

গদ গদ নীর, থির নাহি পায়ই,
ভুবনমোহন কিয়ে নয়ান সন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু ॥
ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি নলনা।
কিয়ে রে মালতীর মালা
গোরা অঙ্গে দোলনা ॥
শরদ ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বাঁধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাও মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া ॥

১৬।

ভাটিয়ারি।

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন অবতারি।
কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরি নামে জীব রাখি,
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥
কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
পতিত-পাবন যার বানা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজ রূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥
গদাধর আদি যত, মহামায় ভাগবত,
তারা সব গোরা গুণ গায়।
অখিল ভুবন পতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
সোঙরি পূরব গুণ, মুরছয়ে পুনঃপুন,
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ কমল কিবা, নখর উজর শোভা,
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ॥

১৭।

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের চরিত,
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল, নয়ান যুগল,
ভকতি যাচঞে সব জীবে ॥
সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, গমন মাতঙ্গ,
রূপ জিনি কত কোটি কাম।
নাজানি কি ভাবে, আপাদ মস্তক,
পুলকে জপয়ে শ্যামশ্যাম ॥
গৌরবরণ সুধাময় তনু, কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি, সমান দয়া করি,
যাচত মধুর হরি নাম ॥
গোবিন্দদাসক, চিত উনমত,
দেখিয়া ও মুখ চাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক,
গোরা গোরা বলি কাঁদে ॥

১৮।

সুহই।

পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে,
করুণ নয়নে চায়।
নিরুপম হেম জিনি, উজোর গোরা তনু,
অবনী ঘন পড়ি যায় ॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ওরূপ মাধুরী, পিরীতি চাতুরী,
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥ধ্রু॥
বরণ, আশ্রম, কিঞ্চন, অকিঞ্চন,
কার কোন দোষ নাহি মানে।
কমলা-শিব-বিহি-দুলহ-প্রেমধন,
দান করয়ে জগজনে ॥
ঐছন সদয়, হৃদয় রসময়,
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেমধনের ধনী, কয়ল অবনী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥

১৯।

সুহই।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি।
প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি ॥

প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণাময় কো বিহি মিলায়ল আনি?
জপি জপায় মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায় আপন গুণগান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কতিহুঁ না পেখনু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি, সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারী।
গোবিন্দদাস কহে যাও বলিহারি॥

২০।

গান্ধার।

জাম্বুনদ (১) তনু, বদন অম্বুজ,
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান অম্বুজে, বহই সুরধুনী,
কম্বু কন্দরে দোল॥
দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ।
সঙ্গে সহচর, সুঘড় শেখর,
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ ধ্রু॥
তরুণ প্রেমভরে, দিন রজনী নাচত,
অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল,
নীলম্ব বরণ গভীর॥
কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত,
কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিল জগজনে প্রেমে পূরল.
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥

১। জাম্বুনদ—স্বর্ণ। ইলাবৃত দেশে জম্বুনদীতটে যে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহারই নাম জাম্বুনদ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবত।

২১।

সারঙ্গ।

কাঞ্চন কমল, কান্তি কলেবর,
বিহরই সুরধনী তীর।
তরুণ তরুণ তরু, তরু হেরি তোড়ই,
কুন্দ কুসুম করবীর॥
সমবয়ো সকল, সখাগণ সঙ্গহি,
সরস রভস রসে ভোর।
গজবর গমন, গঞ্জি গতি মন্থর,
গোপতে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পূরব প্রেম, পরমানন্দে পূরিত,
পুলক পটল ময় অঙ্গ॥ ধ্রু॥
নিরুপম নদীয়া-নগর পুর নিতি নিতি,
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু, দুরিত দুঃখ হরু,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২২।

কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ।
প্রকট প্রেম, বিনোদ নব নাগর,
বিহরই নবদ্বীপ মাঝ॥
কুটিল কুন্তল, বন্ধ পরিমল,
চন্দন তিলক ললাট।
হেরি কুলবতী. লাজ মন্দির,
দুয়ারে দেওল কপাট॥
অধর বাঁধুলি, বন্ধু বন্ধুর,
মধুর বচন রসাল।
কুন্দ হাস, পরকাশ সুন্দর,
ইন্দু-মুখ উজিয়াল॥
করীকর জিনি, বাহু সুবলনী;
দোসরি গজমতি হার,—

সুমেরু শিখর, উপরে যৈছে,
বহই সুরধুনী ধার ॥
রাতুল যুগল, চরণ পেখনু,
নখর বিধুমণি জোর।
সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল,
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥

২৩।

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল,
অরুণ নয়ান বাণে ॥
সোই মরম কহিনু তোরে।
এতেক দিবসে, নদীয়া নগরে,
নাগরী না রবে ঘরে ॥ ধ্রু ॥
রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দৃঢ়ায়নু,
পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন পুণ্যবতী, যুবতী ইহার,
বুঝয়ে রস বিলাস।
তাহার চরণে, হৃদয়ে ধরিয়া,
কহয়ে গোবিন্দদাস ॥

২৪।

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে, নবঘন সিঞ্চনে,
পূরল মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু চুয়ত,
বিকসিত ভাব কদম্ব ॥
কি পেখনু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম, কলপতরু সঞ্চরু,
সুরধুনী তীরে উজোর ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল চরণ, তলে ঝঙ্কৃ,
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ, সুরাসুর ধায়ই,
অহর্নিশি রহত আগোর ॥
অবিরত প্রেম, রতন ফল বিতরণে,
অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে, দীনহীন বঞ্চিত,
গোবিন্দদাস রহু দূর ॥

২৫।

গান্ধার।

ভাবে ভরল হেমতনু, অনুপম রে,
অহর্নিশি নিজরসে ভোর।
নয়ান যুগলে, প্রেমজল ঝর ঝর রে,
ভুজ তুলি হরিহরিবোল ॥
নাচত গৌর কিশোর।
অভিনব নবদ্বীপচাঁদ পহু মোর ॥ ধ্রু॥
জিতল নীপফুল, পুলক মুকুল রে,
প্রতি-অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গর গর, চলই নখই রে,
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥

২৬।

সুহই।

নাথবনি কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢর ঢর গোরা মু যাঙ নিছনি ॥
কি কাজ শরদ কোটি শশী ?
জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি ॥
দেখিয়া রঙ্গিমাধর কাঁতি।
মনু মনু অনুরাগে এ বর যুবতী ॥
সুদর্শন শিখর মুরতি।
মরমে ভরমে জাগে পীরিতি আরতি ॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানকী।
কুলবতী উনমতি কৈল ছুটি আঁখি ॥

অলকা তিলক ভালে শোভে।
রঙ্গিণীর মনে রঙ্গ বাঢ়ে ঐ লোভে॥
চাঁচর চিকুর কবরী।
নানাফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি॥
চন্দন কেশর মাখা তনু।
রঙ্গিণীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জনু॥
মদন বিজয়ী দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা॥
রাঙ্গা প্রান্ত পীত পট্ট বাস।
পহিরল নিতম্বিনী রস অভিলাষ॥
অরুণ চরণে নখচাঁদ।
পামরি গোবিন্দ দাসে রচিত বাঁধা ফাঁদ॥

২৭।

ধানশী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর তুলাল দেখি আনু বাটে॥
হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে।
কৈল ঠারা ঠুরি কি রস রঙ্গে॥
থির বিজুরি করিয়া একে।
সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে॥
আঁখির নাচনি ভাঙর দোলা।
মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা॥
চাঁদ ঝল মলি বদন ছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোঁটা॥
তাহে তনু-সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে॥

২৮।

পাহিড়া।

কাহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল,
নয়নে গলয়ে ঘন লোর॥
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু,
জাগয়ে নিদ নাহি তায়।
যেই পরশে পুনঃ, তাকর বদন ঘন,
ছল ছল লোচনে চায়॥
খেণে বদন, পাণিতলে ধারই,
ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নরনারী,
বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥

২৯।

পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌর চরিত।
অকুর অকুর বলি, পুন পুন ধাবই,
ভাবহি পূরব পিরীত॥ ধ্রু॥
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, লেই যাওই,
ডারই শোককি কূপে।
কো পুন বচন, বলবহি ঐছন,
সবজন রহল নিয়ূপে॥
রোই ভকত সনে, বোলই পুন পুন,
তুহুঁ সব না কহসি ভাষ।
ঐছন হেরি, ভকত রোয়ত,
না বুঝল গোবিন্দ দাস॥

৩০।

ধানশ্রী।

যামিনী জাগি জাগি, জগজীবন,
জপতঁহি যদুপতি নাম।
যাম যাম যুগ, তৈছন জানত,
জরজর জীবন মান॥
ঝুরত গৌর কিশোর।
ঝাকত ঝিকয়ে, ঝর ঝর লোচন,
বুঝি পূরব রসে ভোর॥ ধ্রু॥
চম্পক গৌর চাঁদ, হেরি চমকই,
চতুর ভকতগণ চাহ।

চলইতে চরণে, চলই নাহি পারই,
চকিতঁহি চেতন চোরাহ॥
ছল ছল নয়ন, ছাপি কর যুগল,
ছোড়ল রজনীক নিদঁ।
ছোড়ব নাহি, কবহুঁ জগজীবন,
ছন্দ না কহতঁহি দাস-গোবিন্দ॥

৩১।

মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা ঘন,
ঘন বোলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ,
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী॥
যাবক বরণ, কটীর বসন,
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন, যমুনা বলিয়া,
সুরধুনী তীরে ধায়॥
তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই,
ঝন ঝন করতাল।
নয়ান অম্বুজে, বহে সুরধুনী,
গলে দোলে বনমাল॥
আনন্দ কন্দ, গৌরচন্দ্র অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস, করত আশ, ওপদ-পঙ্কজ ছয়া॥

৩২।

কামদ।

সবহু নাচত, সবহু গাওত,
সবহু আনন্দে বাঁধিয়া।
ভাবে কম্পিত, ভূতলে লুঠত,
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া॥
বধুর মঙ্গল, মৃদঙ্গ বাওত,
চলত কত কত ভাঁতিয়া।
বচন গদ গদ, মধুর হাসত,
খসত মোতিম পাঁতিয়া।
পতিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি,
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া।
অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহি,
এ তিন ভুবন ভাসিয়া।
ও সুখ সায়রে, লুবধ জগজন,
মুগধ ইহ দিন রাতিয়া॥
দাস গোবিন্দ, রোয়াত অনুখণ,
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥

৩৩।

সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজগুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥
খেণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেণে মালসাট মারে খেণে বোলে হরি
রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস॥

৩৪।

ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক।
আনন্দ কন্দ নয়নভরি দেখ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে।
গাওত উনমত ভকতঁহি সঙ্গে॥
হেরইত নিরুপম কাঞ্চন দেহা।
বরিখয়ে সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা॥
পুন পুন নিরখিতে গোরা মুখ ইন্দু।
উছলল প্রেম সুধারস সিন্ধু॥
জগ ভরি পূরল প্রেম তরঙ্গে।
বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে॥

৩৫।

ধানশী।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ঢারত,
পুন ভরি পুন ভরি ঢারি॥

কো জানে কাহে লাগি, আধ সিঞ্চই ;
লীলা বুঝই না পারি ॥
হেরই মঝুমনে লাগি রহু,
সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ ॥ ধ্রু ॥
নব নব তুতসী, মঞ্জুল মঞ্জরী,
তাহি দেই হাসি হাসি ।
কবহু গৌর সিত, শ্যামর লোহিত,
কো জানে কতহুঁ মূরতি পরকাশি ॥
ডাহিনে রহু, পুরুষোত্তম পণ্ডিত,
বামদেব রহু বাম।
অপরূপ চরিত, হেরি সব চকিত,
গোবিন্দদাস গুণ গান ॥

৩৬।

বরাড়ী দশাক।

বসিলা গৌরঙ্গ চাঁদ রত্ন সিংহাসনে।
শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে ॥
গদাধর দিল গলে মালতির মালা !
রূপের ছটায় দশদিক হৈল আলা ॥
বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন।
নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন ॥
তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে।
শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥
পঞ্চদীপ জালি তেঁহ আরতি করিলা।
নিরাজন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা ॥
ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ।
অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন ॥
দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে।
নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥
গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা।
গোবিন্দ মাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥

৩৭।

গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনাতন
গান করে স্বরূপ দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ মুকুন্দ মাধবানন্দ
বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে নাচে নরহরি দাসে
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।
নাচিতে নাচিতে প্রভু আলাঞা পড়য়ে কভু
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর ॥
নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে প্রভু হরি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন প্রাণ করে উচাটন
পরশ করয়ে রায়ের করে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস
প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ রস প্রেমধন পাওল জগজন
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥

৩৮।

ভূপালী।

শ্রীপদ কমল সুধারস পানে।
শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে ॥
শ্রীমুখ বচন সুধারস (১) সঙ্গী।
অনুভবি কত ভেল (২) ভারত রঙ্গী ॥
রে মন কাহে করসি অনুতাপে।
পহুক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপে ॥ ধ্রু ॥
যে কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি।
পহুক চরণ যুগ সারথি করবি ॥
রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ।
আশাপাশ জোরি নহ (৩) ভঙ্গ ॥
লীলা জলধি তীরে চলি যাই।
প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ (৪) অবগাই
রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস।
রতিমণি দেই (৫) পূরব অভিলাষ ॥
সোরস জলধি মাঝে মণি গেহ।

১। শ্রবণ সুখ। ২। ভেদ কত।
৩। পরি যোহ—প, ক, ত।
৪। রসু। ৫। দেই।

তঁহি রহুঁ গোবিন্দ (৬) সুশ্যামর দেহ ॥
সারথি মেলি (৭) মিলায়ব তায়।
গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায় ॥

৩৯।

ধানশী।

সরুয়া কাঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনু-সুখ বসন পরে ॥
কোঁচার শোভায় মদন ভোলে।
যুবতী-জীবন ঘুরিয়া বুলে ॥
শচীর দুলার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে ॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতী ব্রত নাশিল বাসি ॥
নবদুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বাঁধিল কুন্তল মূলে ॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা।
বসিয়া যুবতী কুলের কাঁটা ॥
নিতম্ব মণ্ডলে কাম রহি।
ঐছিয়া নিছিয়া পরাণ দি ॥
গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন ছার যৌবন লাগে ॥

৪০।

ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণীয়ে।
মদন মোহন, গৌরাঙ্গ বদন,
দেখিয়া জীয়ে কিয়ে ॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ওভাঙ ধনুয়া, মদন বাণে,
তার কি পরাণে রয় ॥
যে জানে পিরীতি ব্যথা।
সেহ কি ধৈরজ, ধরিতে পারে,
শুনিয়া ধৈরজ কথা ॥

বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানু লম্বিত বাহু হেরি কাঁদে,
পরিসর গোরাবুক ॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন,
পরশ পাবার তরে ॥
গোবিন্দ দাসের চিতে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের, চরণ নখর,
তাহার মাধুরী পীতে ॥

৪১।

বিহাগড়া।

নাথবাণ কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া,
মিলিয়া বিনোদিনী সমূহে।
বিহি অতি বিদগধ, অমিঞার সাঁচে ভরি
নিরমিল গৌর সুদেহে ॥
সজনি হই অপরূপ রাজে।
রসময় জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল,
সাজল লাবণি সাজে ॥ ধ্রু ॥
কোটি কোটি কিয়ে, শরদ সুধাকর
নিরমঞ্ছন মুখ চাঁদে।
জগমন মথন, সঘন রতি নায়ক,
নাগর হেরি হেরি কাঁদে ॥
ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দরপণ,
দীপ দীপতি করু শোভা।
অতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দদাস মনে
লাগল লোচন লোভা ॥

৪২।

ধানশী।

গৌর রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুঞা বুকে, সে রস ধাধস সুখে
অনিমিষে দেখহ নয়ানে ॥
পরিয়া পাটের জোড় বাঁধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখি জীউ করিনু নিছনি ॥

৬। গৌরী। ৭। লেই—গী,চ,উ।

মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম,
সাজিয়া কি দিল ভালে কোঁটা।
আছুক আনের কাজ, মদন মুগধ না পালটে
রহল যুবতী কুলের খোঁটা।
প্রাণ সরবস দেহ, অবশ সকল ভেল
মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গ রূপ, কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া,
কাম সায়রে মরি।
গোবিন্দদাসে, কহয়ে তবে সে,
দুখের সাগরে তরি॥

৪৩।

ধানশী।

দেখ দেখ নাগর, গৌর সুধাকর,
জগত-আহ্লাদন-কারী।
নদিয়া-পুরবর, রমণী-মণ্ডল-মণ্ডণ,
গুণমণি ধারী॥
সহজই রসময়, সহচর উড়ুগণ,
মাঝে বিরাজিত নাগররাজ।
মদন পরাভব, বদন হাস দেখি,
বিলসই রঙ্গিণীগণ ভয়লাজ॥
ভকতবৃন্দ চিত, কৈরব ফুল্লিত,
নিশিদিশি উদিত হিয়ায় বিলাসে।
রসিয়া রমণী চিত, রোহিণী নায়ক,
অনুখন পূরল না রহ হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ, বিনোদিনী বিলসই,
উলসই ভাবিনী ভাব।
পদ পঙ্কজ পর, গোবিন্দদাস চিত,
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরী লাভ॥

৪৪।

ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়ানে বহয়ে প্রেমলোর॥
জানু-লম্বিত-ভুজ তাহে বনমাল।
তঁহি অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥
লোল বিলোকনে নয়ানহি লোর।
রসবতী হৃদয়ে বাঁধল প্রেম ডোর॥
পুলক পটল বলয়িত শ্রীঅঙ্গ
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌর চরণ নখ কিরণ ঘটায়॥

৪৫।

কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ সঙ্গে সুন্দর,
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ॥
হেরইতে যুবতী, পিরীতি রসে মাতল,
ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ॥
সজনি! কিয়ে আজু পেখনু গোরা।
মনমথ-মথন অরুণ, নয়নাঞ্চল চাহনি,
ভৈ গেনু ভোরা॥ ধ্রু॥
মৃদু মৃদু মধুর, মধুর স্মিত শোভিত,
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী,
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ॥
কেশরী শাবক জিনি, ভঙ্গুরা মাজা খানি,
তাহে বিলাসে মনোমোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ, নিধুবন গভবন,
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ॥
কুটিল সুকেশ, কুসুম লোটন,
জোটন রসবতী রস পরিণাম॥
গোবিন্দদাস কহে, ঐছে বর রসিয়া,
নাগর হেরি কহয়ে গুণ গান॥

৪৬।

ধানশী।

যদি খণে গোরারূপ আরনু হেরি।
মাজন-মুকুর আনল তখি বেরি॥
সখি হে সব সই আনন অনুপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরল নিজ মুখ॥

তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরা মুখচন্দ॥
মঝু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ।
ফিয়ে ফিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ॥
উপজল কম্প নয়ানে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরশি করে খসল হামারি॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মুরছিল ভেলি॥

৪৭।

ধানশী।

বিহির কি রীতি, পিরীতি আরতি,
গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী,
আনে সে বুঝিয়া মৈল॥
সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা, বদন দেখিয়া,
ঘুচাব মনের ব্যথা॥ধ্রু॥
সে গোরা গায়, ঘাম কিরণে,
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঙ্গণ, কলিকা মালা,
নারী-মন বাঁধা ফাঁদে॥
বাহুর বলনী, অঙ্গের হেলনি,
মন্থর চলনি ছাঁদে।
আছুক আনের কাজ, মদন বিনিয়া
বিমিয়া কাঁদে॥
শ্রবণে সোণার, মকর-কুণ্ডল,
রঙ্গিনী পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস, কহই নাগর,
হারাই হারাই তিলে॥

৪৮।

সুহই।

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি, কহিলে খাঁকারি,
এ বড় মরমে ব্যথা॥
সুরধুনীতীরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর,
সিনান করয়ে নিতি।
কুলবধূগণ, নিমগন মন,
ডুবিল সতীর মতি॥
ঢল ঢল কাঁচা, সোণার বরণ,
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি, আউদড় কেশে,
রহই পরশ আশে॥
আধ কুন্তল, লোটন পীঠে,
সোণার কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর, বুক পরিসর,
কে না কৈল নিরমাণে॥
সজল বসন, নিতম্ব লম্বন,
আই কি হেরিনু যে।
কামের পাট, রতির বিলাস,
কহি মুরছিল সে॥
সিংহের শাবক, জিনিয়া মাঝা,
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস, কহই বিষম,
কামের কামান ভুরু॥

৪৯।

কেদার।

প্রেম ঢল ঢল, নয়ন (১) কলেবর
নটনরসে ভেল ভোর॥
এদিন যামিনী, আবেশে অবশ,
প্রিয় গদাধর কোর॥
গোরা পহুঁ করুণাময় অবতার।
যো গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত সবে (২)
পাইল নিস্তার॥ ধ্রু॥
হরি হরি বলি, ভুজ যুগ তুলি,
পুলকে পূরল (৩) তনু।
অরুণ দিঠি জনে, অবনী ভাসল,
সুরধুনী ধারা বহে জনু॥

(১) কনয়া। (২) অধম দুরগত সয়াই।
(৩) দ্বিগুণ—হ, লি, পু।

গুপত প্রেমধন, জগভরি বিলাওল,
পূরল সবহুঁক আশ।
সো প্রেম সিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল
পামরি গোবিন্দ দাস॥

৫০।

ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেমধন সবারে যাঁচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার॥
আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন রসে, ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ কল্পতরু ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞা অভাগিয়া বিষ বিষয়ে মাতিয়া
রহিনু হেন যুগে নিস্তার নহিল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া।
এমত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এহেন গৌরাঙ্গ গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করি রে হুতাশ।
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবনমৃত গোবিন্দ দাস॥

৫১।

পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া পহুঁ কেন বা অবনী।
কালরূপ কেন হৈল গোরা বরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহু (১) কাঁদে।
নাজানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম ফাঁদে॥
ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁপে ঘন ঘন।
ক্ষণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥

(১) গোরা কেন।

মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
ক্ষণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধুলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ (২)
গদাধর কাঁদে প্রাণ নাথ লয়ে কোলে।
রায় রামানন্দ কাঁদে প্রবোধ (৩) বিকলে (৪)॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে সোঙরি (৫) বিলাস।
না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দ দাস॥

৫২।

পঠমঞ্জরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥
কেহ কেহ জানকী-বল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল নবঘন শ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপী প্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তবু না পাইল রামা প্রেমের উদ্দেশে॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥

৫৩।

সুহই।

কলহ করিয়া ছলা আগে পহুঁ চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল রায়।
বিচ্ছেদে ভকতগণ হইয়া বিষণ্ণ মন
পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥
নিতাইর বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ॥

২। হেরইতে ঐছন লাগয়ে দহন॥
৩। প্রণয়।
৪। ছার পরাণ কুলবতীর না যায়।
কহিতে আকুল পহু ধূলায় লোটায়॥
৫। বলিয়া। হু, লি, পু।

আঠার নালাতে কাঁদি কাঁদি যায় পথে
নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ ॥ ধ্রু ॥
সিংহদ্বারে গিয়া মরম বেদনা পাঞা
দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
সবে অতি অনুরাগী উদ্দেশ পাবার লাগি
নীলাচল বাসিয়া সুধায় ॥
জাম্বুনদ স্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি
অরুণ চরণ পীতবাস।
অনুক্ষণ লোচনে প্রেমবারি ঝর ঝর
ধরণী বহত দোপাশ ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ সঘনেই বোলত
নূতন কিশোর বয়েস।
গোবিন্দদাস কহে হামু সে দেখনু
সার্ব্ব-ভৌমের মন্দিরে প্রবেশ ॥

৫৪।

বসন্ত।

নীলাচলে কনকাচল গোরা।
গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা ॥
দেব কুমারী নারীগণ সঙ্গে।
পুলকে কদম্ব করম্বিত অঙ্গে ॥
ফাগুয়া খেলেত গৌরতনু।
প্রেম সুধাসিন্ধু মূরতি জনু ॥
ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর।
অরুণ নয়ানে ঝরে (১) অরুণহি নীর ॥
কণ্ঠেহি লোলিত অরুণিত মাল।
অরুণ ভকতগণ গায় (২) রসাল ॥
কত কৃত ভাবে বিথারল অঙ্গ।
নয়নে ঢুলাঢুলি (৩) প্রেমতরঙ্গ ॥
হেরি গদাধর লহু লহু হাস।
সো নাহি সমুঝল গোবিন্দ দাস ॥

১। ঝহে। ২। সব।
৩। ঢলায়ত—প, ক, ত।

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

১।

বেলোয়ার।

জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ নাম ॥ ধ্রু ॥
ডগমগ লোচন-কমল ঢুলায়ত (১),
সহজে অথির গতি জিতি (২) মাতোয়ার।
ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘন ঘন ডাকত (৩),
গৌর প্রেমভরে চলই না পার ॥
গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস বিকাশিত গণ্ড।
পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভুজ মণ্ডন,
কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড ॥
কলিযুগ কাল,-ভুজঙ্গমদংশল,
দগধল স্থাবর (৪) জঙ্গম দেখি (৫)।
প্রেম সুধারস, জগভরি বরিখল,
দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি ॥

২।

ধানশী।

নিতাইর নিছনি লইয়া মরি।
ছাড়ি বৃন্দাবন, নিকুঞ্জ ভবন,
অতি দুরাচার তারি ॥ ধ্রু ॥
বসুধা জাহ্নবী, সঙ্গেত লইয়া,
শীতল চরণ রাজে।
হেলায় তারিলা, এ গতি গোবিন্দ,
এতিন লোকের মাঝে ॥

৩।

ধানশী।

নাচে নিত্যানন্দ, ভুবনআনন্দ,
বৃন্দাবন গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি বোলে হরি হরি,
চলন মন্থর ভাঁতিয়া রে ॥

১। ফিরায়ত। ২। দিঠি। ৩। গরজই।
৪। থাবর। ৫। পেখি—প, ক, ল।

কিবা সে মাধুরী বচন চাতুরী,
গদাধর সুখ হেরিয়া রে।
মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ,
গাওত ও রস ভাবিয়া রে॥
নাচে নিত্যানন্দ চাঁদ রে।
কহে গদ গদ, চলে পদ আধ,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে।
ও চাঁদ বদনে, হাঁস সঘনে,
অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে।
কুসুমহার, হিয়ার উপর,
সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে॥
রাতুল চরণে, রতন নূপুর,
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস সুত,
গতি গোবিন্দ চিত ভোর রে॥

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ডারই,
পুন পুন অবিচারি।
কো জানে কাহে লাগি, কাহে অকি সিঞ্চই,
লীলা কোই বুঝই না পারি॥
সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ।
হেরইতে মঝু মন লাগি রহুঁ॥ ধ্রু॥
নব নব তুলসিক, মঞ্জরী তহি পুন,
দেই দেই হাসি।
কবহুঁ গৌর সিত, শ্যামর লোহিত,
কো জানে কতহুঁ মুরতি পরকাশি॥
ডাহিনে রহুঁ পুরুষোত্তম,
বামদেব রহুঁ বাম।
অপরূপ চরিত, হেরি সব চমকিত,
গোবিন্দদাস কি কহব গুণধাম?।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু।

৫।

সুহই।

জয় জয় শ্রী শ্রীনিবাস গুণধাম।
দীন হীন তারল, প্রেম রসায়ল,
ঐছন মধুরিম নাম॥ ধ্রু॥
কাঞ্চন বরণ, হরণ তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি, (১), কহত ভাগবতে,
ঐছে (২) ধরণ তনু সাজে॥
নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি,
প্রকটহি চরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনে(৩), নাম বিরাজিত,
রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দে॥
যুগল ভজন গুণ, লীলা আস্বাদন,
আম্র কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনে অধমে, শরণ কো দেয়ব,
গোবিন্দদাস অনাথে॥
ইতি পারিষদ সহ শ্রীগৌরচন্দ্র মাহাত্ম্য বর্ণনং

বন্দনা।

শ্রীরামচন্দ্র।

১।

ধানশী।

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন,
জনকসুতা-রতিকান্ত।
সুর নর বানর, খচর নিশাকর,
বহু গুণ গায় অনন্ত॥
দূর্ব্বাদল নব, শ্যামল সুন্দর,
কঞ্জ নয়ন রণধীর।

১। করি। ২। সোই। ৩। বদনহি,—গী, চ, ম।

বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত শর,
জলধি কোটী গম্ভীর ॥
শ্রীপদ পাদুক, ধরু ভরতাম্বুজ,
চামর ছত্র নিছোড়ি।
শিব চতুরানন, সনক সনাতন
শতমুখ রহু ঁ কর যোড়ি ॥
ভকত আনন্দ, মারুতনন্দন,
চরণ কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধান,
হরিনারায়ণ দেবা ॥

শ্রীশ্যামসুন্দর।

২।

শ্রীরাগ।

ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজ কলিতং।
ব্রজ বনিতা কুচ কুঙ্কুম ললিতং ॥
বন্দে গিরিবর-ধর পদ-কমলং।
কমলাকর কমলাঞ্চিত (১) মমলং ॥
মঞ্জুল মণি (২) নূপুর রমণীয়ং।
অচপল কুল রমণী কমনীয়ং ॥
অলি লোহিত মতি-রোহিত ভাষং।
মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ দাসং ॥

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগের পদবন্দন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর।

১।

ভাটিয়ারি।

জয় জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাকর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ ॥

নৃপ আসন, খেতুড় যাহা বৈঠত,
সঙ্গহি ভকত সমাজ ॥
সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজল রস,
পরমানন্দ সুখ সার ॥
শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয় রসে উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ দানব্রত, আদি ভয়ে ভাজত,
রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ।
অভকত চৌর, দূরহি ভাগি রহু ঁ,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর।

২।

মঙ্গল।

বিদ্যাপতি পদ, যুগল সরোরুহ,
নিঃস্যন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর,
পীবইতে করু অনুবন্ধে ॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি, নাগর নাগরী,
লীলা স্ফুরব কি মোয় ॥ধ্রু॥
জনু বাওন করে, ধরব সুধাকরে,
পঙ্গু চঢ়ব গিরি শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে, দশদিক খোঁজব,
মিলব কলপতরু নিকরে ॥
শুনত অন্ধ, করত অনুবন্ধহুঁ,
ভকত নখর মণি ইন্দু।

১। কমলাঙ্কিত। ২। মাল—প, ক, ত।

কিরণ ঘটায়, উদিত ভেল দশদিশ,
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সেই বিন্দু হাম, যোখনে পাওব,
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস, অতএ অবধারণ,
ভকত কৃপাবলবান॥

৩।

মায়ুর।

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে।
যাক গীতে, জগত চিত চোরায়ল,
গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার, সার পদ সঞ্চয়ি,
বাঁধল গীত কতহুঁ পরমাণি,
যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার, হার সব রসি কহি,
কাঠহি কণ্ঠে পরায়ল বনিয়া॥
আনন্দে নারদ না ধরয়ে মেহা।
সো আনন্দ রস, জগভরি বরিখল,
বিদ্যাপতি রস থেহা॥
যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে।
কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে॥
সো রস শুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্পূ বিথারি॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দে।
এত সুখ সম্পদ, রহইতে আলবল.
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥

চণ্ডীদাস ঠাকুর।

৪।

ভাটিয়ারি।

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণি গণ,
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে,
করুণা করি পুরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুট মণি, প্রেম-ধনেহি ধনী,
কৃপা নিরখিল যব পাব॥ধ্রু॥
হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব,
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত,
মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ,
কহ দীন গোবিন্দদাস॥

শ্রীজয়দেব।

৫।

টৌড়ী।

শ্রীজয়দেব, কবীশ্বর সুরতরু,
যছু পদ পল্লব ছাহে।
তাপ তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল,
জুড়ইতে করু অবগাহে॥
জয় জয় পদ্মাবতী রতি-সেব।
রাধারমণ, চরিত রস বর্ণনে,
কবিকুল গুরু দ্বিজ দেব॥
যদ্যপি সুনীচ, কদাচার বাসিত চিতে,
অনুক্ষণ যব কোই।
দুর্ঘট ঘটিত, সুহীন অধিকৃত,
মহত করু বলে হোই॥

তৃণখির দশনে, চরণপর নিবেদিয়ে,
মঝু মানস কর পূর।
গোবিন্দদাস, কোই অধমাধম,
রাই কানু জনু ফুর॥

বাল্য-লীলা।

প্রাতঃলীলা।

১।

টৌড়ী।

অরুণ উদয় বেলা, সব শিশু হঞা মেলা,
সবে গেলা নন্দের দুয়ার।
শিঙ্গা বেণু বাঁশীরব, করয়ে রাখাল সব,
গোঠে আইস নন্দের কুমার॥
গোপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলি যাই,
ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে॥ ধ্রু॥
তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি,
পাঠাইল তোমা আনিবারে।
যাবে কিনা যাবে তথা, দড় করি কবে কথা
বলরামের দোহাই তোমারে॥
যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেত ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুণ জান জান, সদাই অন্তরে টান,
এক তিল না দেখিলে মরি॥
শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি,
মুদিত নয়ান পরকাশে।
গোবিন্দদাসের পহু, হাসিয়া হাসিয়া রহুঁ,
চলিলেন বিহারের রসে॥

২।

কামদ।

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া।
আভীর বালকগণ, গায় রামকৃষ্ণ গুণ,
গোপী রৈল চাঁদ মুখ চাঞা॥ ধ্রু॥
আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যাদুমণি,
নানা আভরণ পীতবাস।
রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি,
পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস॥
সে পদ পল্লব, বিরিঞ্চির দুর্লভ,
যোগীর ধ্যানে অতি দূর।
ভাগ্যবতী নন্দরাণী, পাইয়া পরশমণি,
পায়ঁ ধরি পরায় নূপুর॥
গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি,
পীঠে দিল পাটকি ডোর।
ধড়ার আচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী,
কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥
আহীর বালক সঙ্গী, কত জন কত রঙ্গী,
তার মাঝে শ্যাম নটরায়।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন,
গোবিন্দদাস তাঁহা চায়॥

৩।

মায়ূর।

আজু বিপিনে আওল কান,
মুরতি মূরত কুসুম বাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গী নটবর সোহিনী।
ঈষৎ হসিত বদন চন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন কন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি,
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥
কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ,
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরীগুঞ্জ,
পুচ্ছ নিচয় রচিত মুকুট,
মকর-কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর,
সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম শোহন রতন রাজ,
মোতিমহার দোলনী॥
কটি পীত পট কিঙ্কিনী বাজ,

মদগতি অতি কুঞ্জররাজ,
জানু লম্বিত কদম্ব মাল,
মত্ত-মধুকর-ভোরণী।
অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ,
তরুণ অরুণ কিরণ গঞ্জ,
দাস গোবিন্দ হৃদয় রঞ্জ,
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥

৪।

সুহই।

গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর।
জননী বিরচিত বেশ উজোর॥
আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া॥
সমবয় বেশ সবহুঁ করে ছাঁদ।
রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ॥
ময়ুর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া॥
শির পর ছাঁদ অধর পর মুরলী।
চলইতে পন্থে করই কত খুরলি॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া।
মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥
মণি মঞ্জীর বাজত রুণু ঝুনিয়া।
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥

৫।

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল।
গাওত গমকে, গীতকীরি গুর্জ্জরী,
গৌরী গোল গান্ধার॥
গোপী গোপ, গরিম গুণ গোপক,
গোকুল গাম বিহারী॥
গুঞ্জা গৈরিক, গোরস গরভিত,
গোরোচনা-রুচির-ধারী॥
গহন গুহাগত, গোচারণ রত,
গোদোহন রতিকারী।
গোগিরিধারী, গূঢ় গরবান্বিত,
গুরু গৌরব পরচারি॥
গজগতি-গামী, গান গুণ গুম্ফিত,
গগনে চলয়ে সুরবৃন্দ।
গোরস গাহি, গিরীশ্বর নন্দন,
গাওত দাস গোবিন্দ॥

কৈশোর লীলা।

প্রাতঃলীলা।

৬।

বেলোয়ার।

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি।
হেরি সখাগণ দেই করতালি॥
চলইতে চরণ পড়ই তিন বঙ্ক।
ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দী পঙ্ক॥
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ।
নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥
ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ।
অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব॥
মধু গুড় লোভিত বাউল চিত।
বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি।
করইতে প্রীত দেই দশ গালি॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ গান।
দ্বিজ পায়ে করনু লাখ পরণাম॥

৭।

শ্রীরাগ।

কানুক গোঠ-গমন-বিরহাতুরা,
ধৈরজ ধরই না পারি।
ব্রজগত যত জন, সজহি ধায়ল,
আর যত কুলবতী নারী॥
সজনি দেখ দেখ ব্রজ জন লেহা।

নয়নে নয়নে জল, অঙ্গ পুলকাকুল,
ভাবে অবশ ভেল দেহা ॥ ধ্রু ॥
তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই,
চিত পুতলি সম হেরি।
ব্রজকুল নন্দন, কহত যতনে পুন,
ঘরহি পাঠাওল ফেরি ॥
কাতর অন্তরে, নিজ নিজ মন্দিরে,
সব জন করল পয়ান।
সহচরী রাই, লেই চলু মন্দিরে,
গোবিন্দদাস পিছে যান ॥

৮।

গান্ধার।

যতনহি রাই, লই চলু মন্দিরে,
সখীগণ ধৈরজ নাই।
রস পর থাব, কহই করি চাতুরী,
কাহুক হৃদয় জানাই ॥
সুন্দরী তিরোহিতে রহি শুন বাত।
অদ্ভুত উনহিক, প্রেমবর মাধুরী,
কতিহুঁ কহই না যাত ॥ ধ্রু ॥
রাইক বিরহ, অধিক করি মানই,
উনহিক সুখ নিজ মান।
কেবল দেহ ভেদ, পুন বুঝিয়ে নহে,
পুন এক পরাণ ॥
আনন্দ বাত, উঠায়ত পুন পুন,
পুছত রজনী বিলাস।
গহন মদন দুখ, সবহুঁ মিটায়ল,
অনুকহ গোবিন্দদাস ॥

মধ্যাহ্ন-লীলা।

জল-বিহার।

৯।

ধানশী।

নাহি উঠল দুঁহে কুণ্ডক তীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর ॥
অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ।
কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ।
বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার।
ভোজন করত তহি কতহুঁ পরকার ॥
রাইক যতনে সোই শ্যামর রায়।
বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ হিয়ায় ॥
যো কছু শেষ রহল পুন থারি।
সখী সঞে ভোজন করল বর-নারী ॥
তাম্বুল খাই শয়ন দুহুঁ কেল।
আলসে আকুল দোঁহে নিদ গেল!
সখীগণ তঁহি শয়ন করু কুঞ্জে।
কুসুম শেজ রচিত রসপুঞ্জে।
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
ব্যজন করতহি গোবিন্দদাস ॥

বন-বিহার।

সারঙ্গ।

১০।

বনমাহা কুসুম, তোড়ি সব সখিগণ,
সরস সমর করু তাহি।
মারত বদন নেহারি, কুসুম শর,
শোহত সমরক মাহি ॥
কো কহুঁ সমরক কেলি।
নওল কিশোর, নবীন নব নাগরী,
ললিতা বিশাখা সখী মেলি ॥ ধ্রু ॥
মণিময় ভূষণ, তনু তনু শোহন,
রুণু ঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহ, রমণী শিরোমণি,
জিতল বিদগধ রাজে ॥

নৌকা-বিহার।

১১।

শ্রীরাগ।

দুব লহু লহু হাসি, মরমে রহল পশি,
নায়ে চঢ়াউল ওই।

তৈখনে মঝু মন, ভেলই আনছান,
বেকত ধয়ল কুল সোই ॥
এ সখি হরি সঞে মানহ কুঞ্জ বিনোদ।
ইহ নাবিক অতি, চঞ্চল চপল মতি,
উপজেই তেই পরবোধ ॥ ধ্রু ॥
গগনহি সঘন, বিজুরী ঘুন ঝলকহি,
দিনহি ভেল আঁধিয়ার।
খরতর পবনে, তরণী ঘন ঘূরত,
পৈঠত জল অনিবার ॥
দুরুজন জানি, পড়ল জীউ সঙ্কটে,
ইথে জনি করহুঁ বিচার।
তুয়া ইঙ্গিতে অব, সব সখী জীবউ,
গোবিন্দদাস কহ সার ॥

১২।

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ।
কৈছন তোহারি হৃদয় অনুবন্ধ (১) ॥
তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার (২) ॥
হারনু কাঁচলি ডারনু হার (৩) ॥
কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর।
এতক্ষণ অবহু (৪) না পাওল(৫) তীর ॥
হাম নীরস তুহুঁ হাসি উতরোল।
কেহ জীউ তেজহি কেহ হরিবোল ॥
এত দিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ।
চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ ॥
উতরিলে পারে (৬) যো তুহুঁ মাগ।
কাহুঁ (৭)সঞে মাগি(৮)ধরব তুয়া আগ ॥
গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ।
নাবিক বেতন (৯) নায়ক মাঝ ॥

১। নিরবন্ধ। ২। ডার। ৩। তোড়নু। ৪। তবহু। ৫। পাইনু—প, ক, ল। ৬। উঠত কুলে পার—হ, লি, পু। ৭। সখী ৮। খুজি। ৯। রতন—প, ক, ল।

দান-লীলা।

১৩।

টোরী।

গোঠে গেল বিনোদিয়া, সকালে গোধন লইয়া,
দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান।
গুরুজন আঙ্গিনাতে, না পারিনু বাহির হৈতে,
না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান ॥
কোন পথে গেল শ্যাম রায়।
যে মোর করিছে মন, প্রাণ করে উচাটন,
চাঁদ মুখ দেখিলে জুড়ায় ॥ ধ্রু ॥
যশোমতি নন্দ ঘোষ, কাহারে কি দিব দোষ,
গোকুলে গোধন হৈল কাল।
আমা সবার প্রাণ ধন, গোকুলের জীবন,
গোঠে গেল মদন গোপাল ॥
চল যাই সেই পথে, পাসরা লইয়া মাথে,
যেখানে আছয়ে শ্যাম রায়।
আহা মরি ননী জিনি, সুকুমোল তনুখানি,
গোবিন্দদাস বলিহারি যায় ॥

১৪।

ভাটিয়ারি।

চলিলা রাজপথে, রাই সুনাগরী
ন্যাস বেশ করি অঙ্গে।
ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা,
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে ॥
বেনন পাটের জাদে, বাঁধিয়া কবরী,
বেড়িয়া মালতি মালে।
সীঁথায় সিন্দুর, লোচনে কাজর,
অলকা তিলকা চারু ভালে ॥
চরণ কমলে, রাতুল আলতা,
বাজন নূপুর বাজে।
গোবিন্দদাস ভণে, ওরূপ যৌবনে,
জিতল নিকুঞ্জ রাজে ॥

১৫ ।

সুহই ।

ত্রিভুবন বিজয়ী মদন রাজ ।
বৈঠল বৃন্দাবন নিকুঞ্জ মাঝ ॥
গোরস আনল রসবতী ঠাম ।
সৃজিল বিপিন পথে সরবস দান ॥
তুঁহু গজগামিনী, হরি জিনি মাঝ ।
নব যৌবন মদে নাহি দেহ রাজ ॥
মোহে গিরিধর বলি সোপল কাজ ।
আপনি আপন কথা কহিতেছ লাজ ॥
কেবল গোরস দানে কেনে দেহ ভঙ্গ ।
বিচারে চাহি যে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ ॥
এসব দানের কথা জানয়ে বড়াই ।
গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই ॥

১৬ ।

বরাড়ী ।

এইত বৃন্দাবন পথে ।
নিতি নিতি করি যাতায়াতে ॥
যদি হাতে করি লই যাই সোণা ।
"তুমি কে" না কহে এক (১) জনা ॥
তুমি দেখি পুছই বড়াই ।
কিসের দান চাহেন কানাই ॥
সঙ্গে সবে দধির (২) পসরা ।
তাহে কেন এতেক ঝকড়া (৩) ॥
তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি ।
ইহাতেই পাবে কোন নিধি ॥
তুমিত বরজ যুবরাজ ।
তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥
দূর কর হাস পরিহাস ।
কহতঁহি (৪) গোবিন্দদাস ॥

১৭ ।

ভাটিয়ারি ।

ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই,
আমরা পরের নারী ।
পর পুরুষের, পবন পরশে,
সচেলে সিনান করি ॥
গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ,
পান কর কনক ধূমে ।
কাম সাগরে, কামনা করহ,
বেণী বদরিকাশ্রমে ॥
সূরয উপরাগে, সহস্র সুন্দরী,
ব্রাহ্মণে করহ সাথ ।
তবু হয় নহে, তোমার শকতি,
রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥
গোবিন্দদাসের, বচন মানহ,
না কর এমন ঢঙ্গ ।
যোই নাগরী, ওরসে আগোরি,
করহ তাকর সঙ্গ ॥

১৮ ।

ধানশী ।

তোহারি হৃদয়ে, বেণী বদরিকাশ্রম,
উন্নত কুচগিরি কোর ।
সুন্দর বদন ছবি কনক ধূম পীবি,
ততহি তপত জীউ মোর ॥
সুন্দরি! তোহারি চরণ যুগ ছোড়ি ।
গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব,
তুহুঁ সে তীরথময় গোরী ॥ ধ্রু ॥
সিন্দুর সুন্দর, মৃগমদে পরশল,
এই সূরয গ্রহ জানি ।
তুয়া পদ নখ, দ্বিজরাজঁহি সোপিনু,
সুন্দরি! সহস্র পরাণি ॥
কাম সাগরে হাম, সহজেই নিমগন,
কাম পূরবি তুহুঁ রাই ।

---

১ । হেন । ২ । ঘৃতের—হ, লি, পু । ৩ । জঞ্জাল । ৪ । দেখতহি—প, ক, ল ।

শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলব,
গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥

১৯।

সুহই।

কি করব গোরস দান।
আপনি দিল সমাধান ॥
অধরে অমিঞ রস তোরি।
যৌবনে বুধি আগোর ॥
তোহে কি কহি সুন্দরি রাধে।
হরি সঞে না করু বাদে ॥
কুচ কনকাচল পারে।
শোভে তথি মোতিম হারে ॥
কুণ্ডল চক্র বিকাশ।
বেণী ভুজঙ্গিনী পাশ ॥
ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ।
খর শর নয়ন তরঙ্গ ॥
অতএ বুঝিয়ে রণ আশ।
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

২০।

শ্রীরাগ।

শুন শুন সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস মানি যে,
বেশর দান নাহি শুনি ॥
সীঁথির সিন্দুর, নয়নে কাজর,
রঙ্গণ আলতা পায়।
একি বিকির ধন, নারীর বেশন,
তাহে কাহার কিবা দায় ॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী,
জাদ কেবা নাহি পরে।
যদি দানের এমন গতি,
তুমি সে গোকুলপতি,
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
আমরা চলিতে, না জানি কহিতে,
না জানি তোমার রাজে।
গোবিন্দদাস কহে, কেমনে জানিবা,
পরের মনের কাজে ॥

২১।

বরাড়ী।

এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান।
বল ছলে বাঁচবি গিরিধর দান ॥
চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥
চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার।
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার ॥
কনক কলস দ্বৌ রস ভরি তাই।
হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
গতি অতি মন্থর চলন সুচার।
কোন ছোড়বি তুমে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান।
রাই করহ অব কুঞ্জে পয়ান ॥
যাঁহা বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥

২২।

ভুপালী বা গৌরী।

রাধা মাধব নীপমূলে।
কেলি-কলারস দান ছলে ॥
দূরে গেও সখীগণ সহিত বড়াই।
নিভৃত নীপমূলে লুটই রাই ॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ যেন হৈল মিলন ॥
দোঁহার অধর মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান ॥
মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥

দান-লীলা সমাপ্ত।

রাস-লীলা।

২৩।

বেলোয়ার।

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল,
রমণী মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ, মহামরকত সম,
শ্যামর নটরাজ॥
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার।
থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর,
রস বরিখয়ে অনিবার॥ ধ্রু॥
কত কত চাঁদ, তিমির পর বিলসই,
তিমিরহি কত কত চাঁদ।
কনক লতায়, তমালহুঁ কত কত,
দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ॥
কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ।
মধুকর মেলি কত, পদুমিনী গাওত,
মুগধল গোবিন্দদাস॥

২৪।

বেলোয়ার।

বাজত ডমরু রবাব পাখোয়াজ,
তাল তরল এক মেলি।
চলত চিত্রগতি, সকল কলাবতী,
কার কার নয়ানে নয়ানে করু কেলি॥
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী।
জলদ পুঞ্জ জনু, তড়িত লতাবলী,
অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥ ধ্রু॥
নটন হিলোলে লোল মণি কুণ্ডল,
শ্রমজল ঢল ঢল বদনহু চন্দ।
রসভরে গলিত, ললিত কুচ কঞ্চুক,
নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ॥
দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ-রস-লালসে,
আলসে রহত সুনাই।
গোবিন্দদাস পহুঁ, মূরতি মনোভব,
কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই॥

২৫।

কেদার।

কালিন্দী তীর, সুধীর সমীরণ,
কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নাচত মৌর, ভোর মত্ত মধুকর,
শারী শুক পিক পঞ্চম ভাষ॥
মধুরনিধুবনে মুগধ মুরারি।
মুগধ গোপবধূ, অধিক লাখ সঞে,
রঙ্গে বিহরয়ে বৃকভানু কুমারী॥ ধ্রু॥
নাচত নটিনী, গায় নট-শেখর,
গাওত নটিনী, নাচ নটরাজ।
শ্যামর গৌর, গৌরী সঞে শ্যামর,
নবজলধরে জনু বিজুরী বিরাজ॥
হেরি হেরি অপরূপ, রাস কলারস,
মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্ধ।
উয়ল গগনে, সগণে রজনীকর,
চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ॥
তারাগণ সঞে তারাপতি হেরি,
লাজে লুকালে দিনমণি কাঁতি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, জগমন মোহন,
বিহরই, ভৈল কলপ সম রাতি॥

২৬।

কেদার।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও বর মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশবান॥
রাধা মাধব মেলি।
মূরতি মদন রস কেলি॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম যূথী রসাল॥
ও নব পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥
ও মুখ চাঁদ উজোর।

ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ॥

২৭।

বিহাগড়া।

নন্দ নন্দন, সঙ্গে মোহন,
নওল গোকুল কামিনী।
তপন নন্দিনী, তীরে ভালবনি,
ভুবনমোহন লাবণী॥
তা থৈয়া তা থৈয়া, বাজে পাখোয়াজ,
মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী।
বিলাসে গোবিন্দ, প্রেম আনন্দ,
সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥
চারু বিচিত্র তুহুঁক অম্বর
পবনে অঞ্চল দোলনি।
তুহুঁ কলেবর, ভরল শ্রমজল,
মতি মরকত হেম মণি॥
উরু বিলোলী, বাজত কিঙ্কিণী,
নূপুর ধ্বনি সঙ্গিয়া।
শীষ দোলনি, নয়ন নাচনি,
সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া॥
রাসে মাধব, বিবিধ বিলসই,
সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া।
নীল দরপণ, শ্যাম মূরতি,
হেরত গোবিন্দ দাসিয়া॥

২৮।

নাটিকা।

শ্যামের রঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
ললিত ত্রিভঙ্গিম ধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম, রঙ্গিম চাহনি,
রঙ্গিম নয়ন নেহারি॥
রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস, কলারসে,
কত মনমথ মুরছায়॥
কুসুমিত কেলি, কদম্ব কদম্বক,
সুরভিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী বন্ধুর, মধুর অধরে ধরি,
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী কোটি, নয়ন নীল উতপল,
পরিপূরিত মুখ চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ, ও পুনরূপ নহ,
জগমানস শশ-ফন্দ॥

২৯।

কল্যাণী।

নীরদ নীল নয়ন, নীরজ নিন্দিত,
বঙ্ক নেহারনি ছন্দ (১)।
নিরখিতে নিয়ড়ে, নিতম্বিনী নিচোল,
নিকশত নীবি নীবিবন্ধ॥
নাচত নন্দ নন্দন নটরাজ।
নাগরী নারী, নগরী নবনাগরী,
নিরুপম নাটিনী সমাজ॥ ধ্রু॥
নাগরী-নাহ- নন্দিনী-নদী নিকট,
নীপ নিকুঞ্জ নিবাসী।
নিতি নব যৌবনী, নিধুবনালঙ্কৃত,
নিভৃত নিনাদন বাঁশী॥
নামহি নারী নিকেতনে নারহুঁ
নৌতুন নেহ বিলাস।
নিন্দহি নিজ জন নাহ না হেরয়ে,
নিরমিত গোবিন্দদাস॥

৩০।

কেদার।

বহন বাদির, বরণ বন্ধুর,
বিজুরী বিলসিত বাস।
বিকচ বান্ধুলী, বলিত বারিজ,
বদন বিম্ব বিকাশ॥
বিহরিত বৃন্দাবনে বনমালী।

১। নিন্দি নিরঞ্জন কেনে হারলি চন্দ্র। প, ক, জা।

বেঢ়ল ব্রজবধূ- বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলিহারি ॥ ধ্রু॥
বকুল রঞ্জন বল্লী বলয়িত,
বিলোল বর্হাবতংস।
বিমল ভূষণ বেশ বাসিত
বেকত, বাওত বংশ॥
বিষদ বারণ, বাহু বৈভব,
বলয় বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধি, বচন বিরচন
বিবশ দাস গোবিন্দ॥

৩১।

সারঙ্গ।

কুসুমিত কুঞ্জ, কলপতরু কানন,
মণিময় মন্দির মাঝ।
রাস বিলাস কলা উৎকণ্ঠিত,
মনমোহন নটরাজ॥
গিরিবর কন্দরে সুন্দর শ্যাম।
মোতিম হার বিরাজিত কণ্ঠপর,
কুঞ্জরগতি অনুপাম॥ ধ্রু॥
বহুবিধ বৈদগধি, বিনোদ বিশারদ,
বেণু বোলায়ত মন্দ।
কুঞ্জর গমনী, রমণীগণ ধাওত,
বিগলিত নীবি নীবিবন্ধ॥
কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত,
রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায় বসন্ত মধুপ অনিসন্ধিত,
নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥

অক্ষক্রীড়া।

৩২।

বরাড়ী।

বৃকভানু নন্দিনী, নন্দ নন্দন,
রতন মন্দির মাঝ রে।
কেলি কুঞ্জ তীরে, শোভিত কানন,
কল্পদ্রুম-ছাহ রে॥
নীপ তরুবরে, পল্লব ফুলভরে,
পরশবহাবনীচ রে।
ফুল্ল মালতী, কমল মাধবীক,
বহই মন্দ সমীর রে॥
মাতল অলিকুল, শারী শুক পিক,
নাচিত অনুক্ষণ মোর রে।
রাই কানু দুহুঁ, দ্যুত খেলত,
হারি রাখত হার রে॥
চৌদিকে বেঢ়ল, ললিতা সখীগণ,
বসন ভূষণ সাজ রে।
যৈছন জলধরে, উদিত সুধাকরে,
শোভিত উড়ুগণ মাঝ রে॥
রাই যব ধরি, জিতই লাগল,
দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে।
কতহুঁ রতিপতি, উদিত ভৈ গেল,
হেরি আকুল কান রে॥
শ্যাম চঞ্চল, করই চুম্বন,
কর্ হি কারত গোরী রে।
রোখ লোচন, কমল মানুষন,
ভঙ্গীক জলচরী রে॥
রাই জিতল, হঠল মাধব,
ধরল রামাকি হার রে।
রোখে রাই পুন, হার ধরি রহুঁ,
ছিঁড়ে টুটক মাল রে॥
মদন কলহে দুহুঁ, কত ভঙ্গী করতহি,
হেরি সখীগণ হাস রে।
পুনহি খেলত, হার ধরি রহুঁ,
বদত গোবিন্দ দাস রে॥

বাসন্তী-লীলা।

৩৩।

বসন্ত।

শিশিরক অন্তরে আওরে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥
শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ।
ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥
তঁহি সব রঙ্গিণী মিলি এক সঙ্গে।
ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে॥
বিহরই কাননে যুগল কিশোর।
নাচত গাওত রঙ্গিণী জোর॥
বাজত গাওত কত কত তান।
গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥

৩৪।

বসন্ত।

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম।
রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥
চুয়া চন্দন পরিমল কুস্কুম,
ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি।
মদন মোহন হেরি মাতল মনসিজ,
যুবতী যূথ শত গাওত ঝুমরি॥
কেহু অম্বর ধর, কেহু ধরু হার,
কেহু তনু পরশিয়া রহিলহি ভোরি।
কেহু লেই মুরলী, কেহু লেই মৃদলি,
দূরেহি দূরে গেও গাওত হোরি॥
ডমক রবাব, উপাঙ্গ পাখোয়াজ,
করতল তাল সুমেলি করি।
গোবিন্দদাস পহুঁ, নটবর শেখর,
নাচত গাওত তাল ধরি॥

৩৫।

বসন্ত।

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ।
ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাঁদ॥
সুন্দরীগণ কর-মণ্ডলী মাঝ।
রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ॥
আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে॥
চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥
তরল-নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সঞে কাড়ি মুরলী লই ধাই॥
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হরি তুমুল উতরোল॥
অরুণ তরুণ তরু, অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর সব ভেল এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ॥

৩৬।

বসন্ত।

নটবর ভঙ্গী, ফাগু রঙ্গী,
নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ।
ঋতু ঋতুপতি গীতি, চিত উমতায়ল,
হেরি বৃন্দাবন বৃন্দাবন রঙ্গ॥
ফাগুয়া খেলত নওল কিশোর।
রাধারমণ রমণী মনোচোর॥ধ্রু॥
সুন্দরী বৃন্দ, করে কর মণ্ডিত,
মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ।
নাচত নারীগণ, ঘন পরিরম্ভণ,
চুম্বল লুবধল নটবর রাজ॥
কানু পরশ রসে, অবশ রমণীগণ,
অঙ্গে অঙ্গ মিলি কাঁপি রহুঁ।
পূরল সবহু মনোরথ মনোভব,
মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ॥

৩৭।

বসন্ত।

ফাগু খেলত নব নাগর রায়।
রাধারঙ্গিণী বহুবিধ গায়॥

হাসি হাসি সুন্দরী মন্মথ রঙ্গে।
কাণ্ড দেই ডারিয়ে নাগর অঙ্গে॥
রসে খস খস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি॥
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলিহুঁ গোরী॥
কাণ্ড দেওল হরি লোচনে জোর।
মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর॥
অধরহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥

৩৮।

বসন্ত।

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি।
কুসুম ভরে কত অবনত শাখী॥
তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥
বিকশিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব॥
কাঁহা কাঁহা সারস হংসী নিশান।
কাঁহা কাঁহা দাহুরি উনমত গান॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে চকোর॥
গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাঁতি।
চৌদিকে বেঢ়ল কুসুমক পাঁতি॥

শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ।

৩৯।

জয় জয়ন্তী।

মুদির মরকত, মধুর মুরতি,
মুগধ মোহন ছাঁদে।
মল্লিকা মালতী, গুঞ্জে মালে মধুকর,
মত্ত মনমথ কাঁদে (১)॥
শ্যামসুন্দর, সুঘড় শেখর,
শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সবরস, সুবেশ সমবয়, (২)
সতত সুখময় ভাব॥
চিকণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত,
চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপলা চমকিত, চকিত চাহনী
চিতি চোরক ভাঁতি॥
গৌর (৩) গৈরিক, গোরজ গোরোচন,
গোরস গরবিত বাস (৪)।
গোপ গোপন (৫), গরিম গুণগণ,
গাওত গোবিন্দদাস॥

৪০

সুহই।

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥
উজ্জল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
মূরতি মদন ধনু ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥
চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ুর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥
সুধই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস॥
অবনী বিলম্বিত বনে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

১। মালে মধুমত্ত, মধুপ মন্মথ কাঁদ। ২। সঙ্গে সমবয়, সুবেশ সমরস। ৩। গিরিক। ৪। গন্ধ গরভিত ভাস। ৫। গোগণ—গী, চ, র।

৪১।

শ্রীরাগ।

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডল (১) চূড়ে।
মালতী ঝুরই বলাকিনী উড়ে ॥
ভালকি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড।
করিবর কর কিয়ে ওভুজ দণ্ড ॥
ও কি শ্যাম নটরাজ।
জলদ কলপতরু তরুণী সমাজ ॥ ধ্রু ॥
কর কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ।
মুরলী খুরলী কিয়ে চাতক ভাষ ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক (২) দ্যোতিক ছন্দ ॥
পদতলে থলকি কমল ঘন রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥

৪২।

শ্রীরাগ।

অভিনব নীল জলদ তনু ঢর ঢর
পুচ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতন ময় আভরণ
নূপুর রুণু ঝুনু বাজনি রে ॥
জয় জয় জগজন লোচন ফাঁদ।
রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ ॥ ধ্রু ॥
ইন্দীবর যুগ, লোচন সুভগ,
চঞ্চল অঞ্চল (৩) কুসুম শরে।
অবিচলকুল, রমণীগণ (৪) মানস,
জর জর অন্তর (৫) প্রেমভরে ॥
বনি বনমালা, আজানু লম্বিত,
পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ।
বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী,
গায়ত গোবিন্দদাস পহুঁ ॥

৪৩।

বেলোয়ার।

অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জীর,
আধপদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন (৬) বসন মনোরঞ্জন (৭)
বলিত (৮) ললিত বনমাল ॥
ধনি ধনি (৯) মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম,
রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া ॥(১০)॥ধ্রু॥
মাঝহি ক্ষীণ পীনউর, অম্বর প্রাতর (১১)
অরুণ কিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ, করহি কর বন্ধন,
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ ॥
অধর সুরঙ্গিণী, (১২) মুরলী তরঙ্গিণী,
বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয় দুকূল।
মাতল নয়ন, ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি,
উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল মূল ॥
গোরোচন তিলক চূড়ে, বালচন্দ্র বেঢ়ল,
রমণীমন মধুকর মাল।
গোবিন্দ দাসের, চিতে নিতি বিহর,
নাগরবর তরুণ তমাল ॥

৪৪

বেলোয়ার।

কুবলয় নীলরতন, দলিতাঞ্জন,
মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ।
কুঞ্চিত কেশ, খচিত শিখী চন্দ্রক,
অলকা তিলকা (১৩) ললিতানন চাঁদ ॥

১। শিখণ্ডক। ২। তারক—গী, চ, র। ৩। তনু অঞ্জন—প, ক, ত। ৪। মন। ৫। মদন—হ, ল, পু।

৬। রঞ্জন—প, ক, ত। ৭। মনোরম—গী, চ, র।
৮। অলিকুল মিলিত—গী, চ, র।
৯। ভালেবনি—গী, চ, র। ১০। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ শর ভঙ্গিম ছুনয়নিয়া—প,ক,ত।
১১। পীত—প, ক, ত। ১২। সুধা রুরু—গী, চ, র।
১৩। বলিত—গী, চ, র।

আয়ত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী ভাব, বিভাবিত অন্তর,
দিন রজনী নাহি জানত আন ॥ধ্রু॥
মধুরাধরপর, হাসি অতি মনোহর,
তঁহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজে।
ভাঙ বিভঙ্গিম, কুটিল নেহারই,
কুলবতী উমতি দূরে রহুঁ লাজে॥
গজপতি ভাতি, গমন অতি মন্থর,
মণি মঞ্জীর রাজত রুণু ঝনিয়া।
হেরইতে কতহি, মনোমথ মূরছই,
গোবিন্দদাস কহে ধনি ধনিয়া॥

৪৫।

বেলোয়ার।

অঞ্জন গঞ্জন, জগজন রঞ্জন,
জলদপুঞ্জ জিনি বরণ।
তরুণারুণ, থল কমল দলারুণ,
মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ॥
দেখ সখি নাগর রাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস হাস বিকশিত,
হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥ধ্রু॥
ইন্দীবরক গরব- বিমোচন,
লোচন মনমথ কাঁদে।
ভাঙ ভুজগ পাশে, বাঁধল কুলবতী,
কুলদেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, আজানুলম্বিত (১),
কেলি কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস চিতে, নিতি নিতি বিহরত,
ঐছন মূরতি রসাল॥

৪৬।

সারঙ্গ।

মরকত মঞ্জু মুকুর, মুখ মণ্ডল,
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী, শাখি(২) কুল পুলকিত,
কালিন্দী বহয়ে উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি, মুরতিময় মনসিজ,
জগজন নয়ন আনন্দ॥ধ্রু॥
তনু অনুলেপন, ঘন সার চন্দন,
মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল চুম্বিত, অবনী বিলম্বিত,
বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি কোমল (৩), চরণতল (৪) শীতল
জীতল শরদরবিন্দ॥
কত কত ভকত (৫), মধুপ আনন্দিত,
বঞ্চিত (৬) দাসগোবিন্দ॥

৪৭।

মায়ুর।

কুবলয় কন্দর (৭), কুসুম কলেবর,
কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি, কদম্ব করম্বিত,
কুণ্ডল কান্তি কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালীয় কেশী, কংস করী কর্ষণ,
কেশর কুঞ্চিত কেশ॥ধ্রু॥
কুল বনিতা, কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়,
কৌতুক কন্দন কন্দ॥
কমলা কেলি, কলপতরু কামদ,
কমনীয় কটি করীন্দ্র।
কৃপণ কৃপাকর, কলিকলুষাঙ্কুশ,
কহ কবি দাস গোবিন্দ॥

১। জানু বিলম্বিত—বী, চ, র।
২। শিখী। ৩। সুকুমার।
৪। যুগ—হ, লি, পু। ৫। রায়বসন্ত।
৬। নিন্দিত—প, ক, ল।
৭। কন্দন—হ, লি, পু।

৪৮।

মল্লার।

কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি,
কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী,
কুন্দ কোরক (১) হাস রে॥
কালিন্দী কুল, কদম্ব কাননে,
কুঞ্জে কুঞ্জ (২) রাজ রে।
কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঙ্কিত,
কাম কোটি বিরাজ রে।
কনক কিঙ্কিণী, কঙ্কণাঙ্গদ,
কুণ্ডলাকৃতি (৩) অংস রে।
কেকী (৪) * কোকিল, কণ্ঠ কণ্ঠক (৫)
কাকলি কৃত বংশ রে॥
কেশরী কটি, কম্বু কণ্ঠক (৬)
কুন্দ কেশর দান রে।
কলিকাল কালীয়, কবল কম্পিত,
দাস গোবিন্দ নাম রে (৭)॥

৪৯।

সুহই।

অভিনব জলধর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
চূড়ায় উপরে শোভে (৮) ময়ূর শিখণ্ড।
ঝল মল (৯) কুণ্ডল ঢল ঢল গণ্ড॥
কামের কামান জিনি (১০) ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥
তরুণ (১১) অরুণ জিনি চরণারবিন্দ।
নখমণি (১২) নিছনি দাস গোবিন্দ॥

৫০।

মায়ূর।

কুন্দন কুসুম সুকোমল কাঁতি।
মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুল কি মাল।
চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদন মোহন মূরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতী পরাণ॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর।
নাসা উন্নত মোতিম জোর॥
বঙ্কিম গীম অমিয় মিঠ বোল।
কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
মণিময় অভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তাহি পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণি মঞ্জীর বাওয়ে।
গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে।

৫১।

নট নারায়ণ।

নব নীরদ তনু, তড়িত লতা জনু,
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী বকুল, বলিত অতি আকুল
মৌলি মিলিত বনমাল॥
পেখনু কালিন্দী কুল বিলাসী।
হেলি কলপতরু, তরুণী মোহন,
বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥ধ্রু॥
মণিময় আভরণ, নূপুর রণঝন,
মদন মন্থর গতি ভাঁতি।
গীম বিভঙ্গিম, নয়ন তরঙ্গিম,
কত কুলবতী মতি মাতি॥
কমল নীত, চরণ কমল মধু,
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ (১৩), রূপ নারায়ণ,
গোবিন্দদাস অনুমান॥

১। কৈরব। ২। কুঞ্জর।
৩। কুণ্ডলাঙ্কিত। ৪। কেলি—হ, লি, পু।
* কেকী—ময়ূর। ৫। কণ্ঠক। ৬। তন্দর।
৭। গানরে—প, ক, ত। ৮। মণ্ডল।
৯। চঞ্চল। ১০। মদন মূরছি তনু—প, ক, ত। ১১। কোটি।
১২। ওপদ—হ, লি, পু।

১৩। বৈদ্যনাথ—হ, লি, পু।

৫২।

কামদ।

নন্দ-নন্দন, চন্দ চন্দন-
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।
জলদ সুন্দর, কম্বু কন্দর,
নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥
প্রেম আকুল, গোপ গোকুল,
কুল কামিনী কন্ত (১)।
কুসুম রঞ্জন, মঞ্জুল গঞ্জন (২),
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
গণ্ড মণ্ডল, বলিত কুণ্ডল,
উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত,
বহু দণ্ডিত দণ্ড॥
কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন,
শ্রবণ রোচন ভাষ।
অমল কোমল, চরণ কিশলয়,
নিলয় গোবিন্দদাস॥

৫৩।

শ্রীরাগ।

তনু ঘন মঞ্জন, জনু দলিতাঞ্জন,
কুঞ্জ নয়নী নয়ন দলিতাঞ্জন।
নন্দ সুনন্দন, ভুবন আনন্দন,
নাগরী নারী হৃদয় ঘন চন্দন॥ ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন, জগজন রঞ্জন,
কুলবতী যুবতী বরত ভয় ভঞ্জন।
গোবিন্দদাস ভণ, রসিক রসায়ন,
রসময় ভূপতি রূপনারায়ণ॥

৫৪।

সিন্ধুড়া।

চাঁচর চিকুরে, চূড়ে মণি চন্দ্রক,
গুঞ্জ মঞ্জুল মাল।
পরিমলে মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল,
সুন্দর বকুল গুলাল॥
নিকে বন্নি আওয়ে হো নন্দ দুলাল।
মন্মথ মনন, ভাঙ যুগ ভঙ্গিম,
কুবলয় নয়ন বিশাল॥ ধ্রু॥
বিম্বাধর'পরি, মোহন মুরলী,
পঞ্চম রসহুঁ রসাল।
গোবিন্দদাস পঁহু, নটবর শেখর,
শ্যাম তরুণ তমাল॥

৫৫।

মায়ূর।

মুখরিত মুরলী, মিলিত মুখ মোদনে,
মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান, মথন মুচুকায়লি,
মুনি মানস মুরছান॥
মায়ি! মোহন মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে, মনোরথ মাধুরী,
মনমথ মনমথ মারি॥ ধ্রু॥
মুকুলিত মল্লী, মধুর মধু মাধুরী,
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দ মরন্দ, মুদিত মত্ত মধুকর,
মণ্ডিত মৌকলি মন্দার॥
মাথহি মৌড়, মুকুট মদ মন্থর,
মণিমণ্ডল মন মান।
মঞ্জু মঞ্জীর, মহিমা মহিমাময়,
দাস গোবিন্দ গুণ গান॥

৫৬।

সারঙ্গ।

কুন্দন কনক, কলিত কর কঙ্কণ,
কালিন্দীকুল বিহারী।

১। কন্ত—কামদেব। ২। মঞ্জুল গঞ্জন—মনঃশিলার বর্ণকে যাঁহার বর্ণ গঞ্জনা দেয়। তাহার পর,—কুঞ্জ মন্দির সন্ত—কি?

কুঞ্চিত কেশ, কবচ (১) কুসুমাকুল
কুলকামিনী করধারী॥
জয় জয় জগজীবন যতুবীর!
জলধর জ্যোতিঃ, জিতি যছু যৌবন (২)
যুবতী যূথ অথির॥ ধ্রু॥
পদ্মিনী পাণি, পরশে পুলকাম্বিত,
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত, পতনি পতিতাঞ্চল,
পদপঙ্কজ পরচারি॥
রমণী রমণ, রতন রুচিরানন,
রতি রঞ্জিত রস (৩) বাস।
রসনা রোচন, রসিক রসায়ন,
রচয়তি গোবিন্দদাস॥

৫৭।

তুড়ি।

শ্যাম সুধাকর ভুবন মনোহর।
রঙ্গিণী শোহন ভঙ্গী নটবর॥
সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জীতল কত কোটি কুসুম ধনু॥
থল-কমলদল অরুণ চরণ তল।
নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর কল॥
প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলী ধ্বনি মন্মথ মন্থর॥
অভিনব নাগর গুণমণি সাগর।
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর॥

৫৮।

তুড়ি।

রাধারমণ, রমণী মোহন,
বৃন্দাবন বনদেব।
অভিনব রাস, রসিত বর নাগর,
নাগরীগণ সেব॥
ব্রজপতি দম্পতি, হৃদয় আনন্দন,
নন্দন নব ঘন শ্যাম।
নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর,
রামানুজ গুণ ধাম॥
গোবর্দ্ধন ধর, ধরণী সুধাকর,
মুখরিত মোহন বংশ।
দাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর,
চন্দন চারু অবতংস॥
কালীয় দমন, গমন জিতি কুঞ্জর,
কুঞ্জর জিতি রতি রঙ্গ।
গোবিন্দদাসের, হৃদয় মণি মন্দির,
অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ॥

৫৯।

কামদ।

মুখ মণ্ডল জিতি, শরদ সুধাকর,
তনু রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
মালতী মধুকর মাল॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান
রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবন মনোমোহন,
মধুর মুরলী করু গান॥ ধ্রু॥
টল মল অলক, তিলক ঝল ঝলকৈ,
ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন,
বিষম কুসুম শর বাণ॥
বান্ধুলি বন্ধু, অধরে মধু মাখল,
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ, মদন মদ মন্থর,
ভণতহি গোবিন্দদাস॥

শ্রীমতী কিশোরীর রূপ।

৬০।

গৌরী।

সুন্দরী রাধা আও রে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জর গামিনী, মোতিম দামিনী,

---

(১) কর কেশর। ২। যোহিত।
৩। রঞ্জিত রতি রস বাস—প, ক, ত।

শ্যাম বিহারিণী চমকানি রে।
আভরণ তারিণী, নব অনুরাগিণী,
রস আবেশিনী তরঙ্গিণী রে॥
অঙ্গ তরঙ্গিণী, অধর সুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে।
কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে॥
নব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী,
পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে॥
রাস বিহারিণী, হাস বিকাশিনী,
গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে॥

৬১।

কামদ।

ইন্দু অমিঞা, বয়ান আগোরল,
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর,
ধাবই নয়ান চকোর॥
নাসা শিখর, উপরে পুন উদিত,
সিন্দুর ভাঙ উজোর।
অহর্নিশ বদন কমল, তেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ কিরণ পুনঃ, অধর হেরি হেরি,
হারত রঙ্গিণী কুলে।
কুচ যুগ কোক, শোক নাহি জানত,
গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

৬২।

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

মুরতি শিঙ্গারিণী, রাস বিহারিণী,
মণিময় ভূষণ ভূষিতা অঙ্গী।
মধুরিম হাসনি, রসময় ভাষণী,
দশন কিরণমণি মোতিম রঙ্গী॥
জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরি।
গোরোচন রুচি চোরণ গোরী (১)॥ধ্রু॥

চকিত খঞ্জন- গতি জিনি লোচন,
মনমথ মনোমত তাঁতি।
নাচত রঙ্গিণী (২) ভাঙ ভুজঙ্গিনী,
কালীয় দমন মদন মদে মাতি॥
শ্যাম মনোহর, মনমথ (৩) কুঞ্জর,
কুচ কনকাচল বিহরত (৪) দেখি।
নীল নিচোলে, ঝাঁপি তাহা বাঁধল (৫)
গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি॥

৬৩।

সিন্ধুড়া।

শরদ সুধাকর, মণ্ডল মণ্ডন,
খণ্ডন বদন বিকাশ॥
অধরে মিলায়ত, শ্যাম মনোহর,
চিত চোরায়লি হাস॥
আজু বনি (৬) শ্যাম বিনোদিনী রাই।
তনু তনু অতনু, যুত শত সেবিত,
লাবণী বরণী না যাই॥ ধ্রু॥
কবরী বকুল ফুল, আকুল অলিকুল,
মধু পীবি পীবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃত, কনক ঝঙ্কৃত (৭)
কিঙ্কিণী রণরণি বোল॥
পদ পঙ্কজ'পরি, মণিময় নূপুর,
রণঝন খঞ্জন ভাব।
মদন মুকুর জনু, নখমণি দরপণ,
নিছনি গোবিন্দদাস॥

৬৪।

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন, রুচির কলেবর,
লাবণী অবনী বরণী না হোই।

১। ধারী।

২। ভঙ্গিনী।
৩। মনমদ—প, ক, ত।
৪। কাঁচলে বিরচিত।
৫। নীল নিচোল আথে ঝাঁকি বান্ধল প, ক, ত। ৬। নব। ৭। সকল অলকৃতি, কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি—প, ক, ত।

নিরমল বদন, হাস রস পরিমল,
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥
আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ॥ধ্রু॥
লোল অলকা তিলকাবলী রঞ্জিত
সীঁথ কাঞ্চন কমল উজোর।
লোচন মধুকরী চল তঁহি ফিরি ফিরি
শ্রুতি কুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর ॥
শ্যামর চিত-চোর কুচ কোরক,
নীল নিচোল কোরে করু বাস।
যাবক রঞ্জিত অরুণ চরণ তলে,
জিউ-নিরমঞ্ছল গোবিন্দদাস ॥

৬৫।

মালশী।

জয়তি জয়, বৃষভানু নন্দিনী,
শ্যাম মোহিনী রাধিকে।
কনয়া শতবাণ, কান্তি কলেবর,
কিরণে জিত কমলাধিকে ॥
সহজই ভঙ্গী, বিজুরি কত জিনি,
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী, বনি বেণী লম্বিত,
কবরী মালতী সহিতে ॥
অঞ্জন গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন,
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি, কুন্দ পরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকিতে ॥
রতন মন্দির মাঝে সুন্দরী,
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ, প্রেম সাগরে,
সোই চরণ সমাধিয়া ॥

৬৬।

তুড়ি।

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী।
মন মালতী মাল তাহি উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
ক্ষণ উঠত বৈঠে আহে ভ্রমরী ॥
ধনী সিন্দুর বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তঁহি নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ পাতা।
ভ্রুভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।
তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা ॥
তিল পুষ্প সম নাসা ললিতা।
কনকাঁতি ভাঁতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনী সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।
মধুরাধর পল্লব বিম্ব নখী ॥
গলে মতিমহার সুরঙ্গ মালা।
কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উপর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী, জানু হেম কদলী ॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥
নখচন্দ্রচ্ছটা ঝলকে অনুপম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥

৬৭।

৺বেলোয়ার।

ধনি ধনি রাধা, আওয়ে বনি,
ব্রজ রঙ্গিণী গণ মুকুট মণি।
অধর সুরঙ্গিণী, রসিক তরঙ্গিণী,
রমণী মুকুট মণি বর তরুণী ॥
ফুল ধনু সারিণী, পীণকুচ ভারিণী,
কাঁচলী-পর নীলমণি হারিণী।
কনক সুদীপ মণি, বরণ বিজুরী জিনি,
অতিশয় মাজা ক্ষীণী বসনা কিঙ্কিনী মণি
মধুর ধ্বনি ॥
গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত বরবেণী,
উরু যুগ সুবলি, ছবি আবলী।

ময়াল গমনী ধনী, বৃষভানু নৃপতনী,
গোবিন্দদাস-পহুঁ-মনোমোহিনী॥

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

৬৮।

বরাড়ী।

নিশসি নহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি! মোহে না করু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামর চন্দ॥
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই।
মরমক বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল॥
আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরু জন গৌরব লাজ।
গোবিন্দ দাস কহে পড়ল অকাজ॥

৬৯।

বিভাস।

চৌদিকে চকিত নয়ানে ঘন হেরসি,
ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাঁতি, বুঝই নাহি পারিয়ে,
কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি! কি কেল পরিজনে বাঁচি (১)।
শ্যাম সুনাগর, গুপত প্রেমধন,
জানহু হিয়া মাহা সাচি॥ধ্রু॥
এ তুয়া হাস, মরমক পরকাশই,
প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখি।
গা ঠিক হেম, বদনু মাহা ঝলকই,
এতদিনে পেখণু আঁখি॥

গহন মনোরথে, পন্থ নেহারসি,
জিতলি মনমথ রাজ।
গোবিন্দ দাস কহই ধনি বিরমহ
মৌনহি বুঝনু কাজ॥

৭০।

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন লোচন অমিয়া স্বরূপ॥
রূপ চাহি গুণ নহ উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥
সুন্দরি! মোহে না কর আন ছন্দ!
হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ॥
তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই শুতব যব কানুক কোর॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহি পূরব মনোরথ তোহারি॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥
গোবিন্দ দাস ভালে জান।
কানুক জলত পরাণ॥

৭১।

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল, জলদ তনু শোহন,
মোহত অভয় চরণ (২) সাজ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি,
দগধল কুলবতী লাজ॥
সজনি যাইতে পেখণু (৩) কান।
তবধরি জগভরি, ভরল কুসুম শর,
নয়ানে না হেরিয়ে আন॥ধ্রু॥
মঝু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়ই,
বিগলিত মোহন বংশ।

১। বাঁচি—বঞ্চনা করিয়া।

২। আভরণ।
৩। ভেটিনু। ২।

না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল,
কিশলয় দলে করু দংশ ॥
অতএ সে মঝু মন, জলতঁহি অনুখণ,
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস, মিছই আশোয়াসনু,
অবহু (১) না মিলল কান।

৭২।

ধানশী।

চূড়ক চূড়, ময়ূর শিখণ্ডক,
মণ্ডিত মালতী মালে।
সৌরভে উনমত, ভ্রমরা ভ্রমরী কত,
চৌদিশে করত ঝঙ্কারে ॥
সজনি! কো কহে কাম অনঙ্গ।
কেলি কদম্ব তলে, সো রতি নায়ক,
পেখণু নটবর ভঙ্গ ॥
কতহুঁ বিষম শর, নয়ন তূণভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী, মরম মাহা হানই,
লখই না পারই আনে ॥
শ্রুতি মূলে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল,
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস, অতএ অনুমানল,
মদন মোহন অবতার ॥

৭৩।

ধানশী।

সজনি! মরণ মানিয়ে বহুভাগি।
কুলবতী পরপুরুখে, ভেল আরতি
জীবনে কিয়ে সুখলাগি ॥
পহিলে শুনলু হামি, শ্যাম দুই আখর,
তৈখনে মন চুরি কৈল।
না জানিয়ে কো ঐছে, মুরলী আলাপই
চমকই শ্রুতি হরি নৈল ॥

১। নিয়ড়ে—প, ক, ল।

না জানিয়ে কো অছু, পটে দরশাওলি
নব জলধর জিনি কাঁতি।
চকিত হইয়া হাম, যাঁহা যাঁহা ধাইয়ে
তাঁহা তাঁহা বোধয়ে মাতি ॥
গোবিন্দ দাস, কহয়ে শুন সুন্দরি,
অতএ করহ বিশোয়াস।
যাকর নাম মুরলী রব তাকর,
পটে ভেল সো পরকাশ ॥

৭৪।

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী,
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির, তরঙ্গহিলোলে,
মদন মুরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর, কি খণে দেখিনু,
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল,
কেন বা সদাই ঝুরে ॥
হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষে, বিষম বিশিখে,
পরাণ বিঁধিতে ধায় ॥
মালতী ফুলের, মালাটি গলে,
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতল ভ্রমরা,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা,
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাধল,
না কহি লোকের লাজে ॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ,
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি আছে, [illegible] পরিণাম,
দাস গোবিন্দ কয় ॥

৭৫।

গান্ধার।

মরকত দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর ॥
না বুঝল কি কহল অরুণ নয়ান।
অতএ হানল কুসুম শর বাণ ॥
এসখি কহে ভেটনু নন্দ নন্দা।
মন্দির গহন দহন ভেল চন্দা ॥ ধ্রু ॥
তবধরি (১) দক্ষিণ পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিমকর নাম ॥
সহজেই শেজি (২) কমল দলপাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ সাথি ॥
তাঁহি রহল লোচন মন লাগি।
ধৈরজ লাজ তুহুঁ গেল ভাগি ॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দ দাস কহে মিলব কান ॥

৭৬।

ধানশী।

সজল জলধর, অঙ্গ মনোহর
ছটায় চাহিল নহে।
ঈষত হাসিয়া, মনের আকুতে,
অরুণ নয়নে চাহে ॥
কি আজ পেখণু, বর বিনোদ নাগর,
কেলি কদম্বের তলে।
রূপ নিরখিতে, আঁখির লাজ,
ভাসল আনন্দ জলে ॥
বকুল মালা দিয়া, কুন্তল টানিয়া,
ময়ূর পুচ্ছের ছাঁদে।
রঙ্গিণী লোচন, খঞ্জন বাঁধিতে,
পাতিল বিষম ফাঁদে ॥
মকর কুণ্ডল সঙ্গে অনঙ্গ দোলে,
গণ্ডে দরপণ ভানে।
ভালে সে মদন, দেখি তাহে প্রতিবিম্বিত,
গোবিন্দদাস আনুমানে ॥

(১) তৈখনে। (২) সাজহ শেজ—হ,লি, পু।

৭৭।

শ্রীরাগ।

নীলরতন কিয়ে নবঘন ঘটা।
লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা ॥
কদম্বের তলে সোই শ্যাম চিকণিয়া।
রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া ॥
চূড়ার উপরে মত্ত ময়ূরের পাখা।
মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা ॥
বদন কমল কিয়ে পূর্ণমিক চাঁদ।
অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ ॥
তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে।
ভুলল আঁখির লাজ সামাইল কাণে ॥
নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলি রাজ।
অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া মাঝ ॥
গোবিন্দদাস কহে সেন দিঠি বিষে।
না পীলে অধর সুধা কেবা জীয়ে আশে ॥

নায়ক—পূর্ব্বরাগ।

৭৮।

গান্ধার বা ধানশী।

নিরমল বদন, কমলবর মাধুরী,
হেরইতে ভৈ গেনু ভোর।
অলখিতে রঙ্গিণী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী,
মরমহি দংশল মোর ॥
সজনি বর-ধনি পেখনু রাই।
মদন-মহোদধি, নিমগন মঝু মন,
আকুল না পাই ॥ধ্রু॥
বঙ্কিম হাসি, বিলোকন (৩) অঞ্চলে,
মঝু পর যো দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী,
বুঝইতে সংশয় ভেল (৪) ॥

৩। বিলোচন। ৪। গেল।

মরমক বেদন, মরমহি জানত,
সদয় (১) হৃদয় তহি যাই (২)।
গোবিন্দদাস কহ (৩) নিতি নিতি (৪) নৌতুন
নাগর (৫) রসবতী রাই ॥

৭৯।

গান্ধার বা ধানশী।

কালীয় দমন দিন মাহ।
কালিন্দী কূল কদম্বক ছাহ ॥
কত শত ব্রজ নব (৬) বালা।
পেখণু জনু থির বিজুরী মালা ॥
তোঁহে কহু সুবল সাঙ্গাতি।
তবধরি হাম না জানু দিবা (৭) রাতি ॥
তহি ধনী মণি দুই চারি।
তঁহি (৮) মনোমোহিনী এক নারী ॥
সো রহ মঝু মনে পৈঠি।
মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি ॥
অনুখণ তঁহিক (৯) সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ বেয়াধি।
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব লেহা ॥

৮০।

সুহই।

রতন মন্দির মাহা, বৈঠল সুন্দরী,
সখীসহ রস পরচার।
হসইতে খসয়ে, কত যে মণি মোতিম,
দশন কিরণ অবছায় ॥
শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ।
সোবর নারী, হামারি মন-বারণ,
বাঁধল কুচগিরি মাঝ ॥ধ্রু॥

মঝু মুখ হেরি, ভরম ভরে সুন্দরী,
ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ, বিশিখে তনু জর জর,
জীবনে না বাঁধই থেহা ॥
করে কর জোরি মোড়ি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণ, তেঁঞি নন্দ-নন্দন,
দোলত মদন হিলোর ॥

৮১।

বালাধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুর সখী সঞে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই ॥
পেখণু ব্রজ নব নারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি ॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতে।
সো কিয়ে আন নহত পরতীতে ॥
ঐছন হেরইতে গোরী।
হঠ সঞে পৈঠল মনমাহা মোরি ॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চাঁদক লাগি সুরয উপরাগ ॥

৮২।

বালাধানশী।

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমল দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই ॥

১। অনয়। ২। ঠাঁই। ৩। পঁহ
৪। নিতি নব। ৫। নাগর। ৬। বর।
৭। দিন। ৮। তাহে।
৯। তিনিক—প, ক, স।

যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥

৮৩।

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবণী সায়র,
অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ।
দশন কিরণ কত, দামিনী ঝলকত,
হসইতে অমিঞা তরঙ্গ॥
সজনি যাইতে পেখনু রাই।
মোহে হেরি সুন্দরী, ভরমহি চঞ্চল,
চকিত চমকি চলিযাই॥ধ্রু॥
পদ দুই চারি, চলই বর-নায়রী,
রহিল নিমিখ শর (১) জোরি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শর বরিখণে
সরবস লেয়ল মোরি॥
মঝু মন যশো গুণ সুধী মতি ধাধস,
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দ দাস, কহই অব মাধব,
জপতঁহি তুয়া গুণ মালা॥

৮৪।

বরাড়ী।

সহচরী মেলি, চলল বর রঙ্গিণী,
কালিন্দী করই সিনান।
কাঞ্চন শিরীষ-কুসুম জিনি তনুরুচি,
দিনকর কিরণে মৈলান॥
সজনি সো ধনী চিত চকোর।
চোরিক পন্থ, ভোরি দরশায়ল,
চঞ্চল নয়নক ওর॥ধ্রু॥
কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর,
উতপত বালুক বেল।

হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে,
দুহুঁ পাদুক করি নেল (২)॥
চিত নয়ন মঝু, এ দুহুঁ চোরায়লি,
শূন হৃদয়ে অবধান।
মনমথ পাপ, দহনে তনু জারত,
গোবিন্দদাস ভালে জান॥

৮৫।

কামদ।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল,
ঐছন বদন সঞ্চারি।
সরবস লেই, পালটি পুন বিন্ধলি,
রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ, আধ না পূরল,
পালটি না হেরিনু রাধা॥ধ্রু॥
ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল,
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি, কনয়া কুম্ভ ভরি,
মহুরি রাখত কত বেরি॥
যব মন বাঁধল ইন্দ্রিয় ফাঁপর
তঁহি মিলল আন আন।
কাঠক মূরতি, ঐছে মূর ছায়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

৮৬।

মায়ূর।

আজু মুঞি পেখনু রাই।
দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল,
বিরস না ভেল মুখচাই॥ধ্রু॥

১। [illegible]

২। উত্তপ্ত বালুময় বেলা ভূমিতে কোমল চরণ পাতে অতি মন্থর গতি চলিতেছে; আমি দেখিলাম, অমনি আমার সজল নয়ন দুটিকে সে যেন দুখানি পাদুকা করিয়া লইল। আমি যেন আগে নয়ন পাতিতে লাগিলাম, সে তাহার পর চরণ পাতিতে লাগিল—এই ভাব।

গৌরবরণ তনু, নীল পট উড়ন,
কুচযুগ কনয় কটোর।
উরপর কুচক, হার বিরাজিত,
যুবজন চিত্ত চকোর॥
বিপুল নিতম্ব, জঘন অতি সুন্দর,
কেশরী জিনি কটিদেশ।
কমল চরণ যুগ, যাবক রঞ্জিত,
জগজনমোহন বেশ॥
পিঠশ্রী পরে বেণী, বিরাজিত জনু ফণী,
চলতহি মণিধরিপাশে।
বিদগধ নাগরী, মঝু মন আকুল,
মুরছল গোবিন্দদাসে॥

৮৭।

ধানশী।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই।
দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াস্তি না পাই॥
কিবা ক্ষণে আ লো সখি দেখিনু তাহারে।
সেরূপ লাবণী নয়ান উপরে॥ ধ্রু॥
মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে।
চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে॥
তাহে মুখ মনোহর ঝল মল করে।
কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥
তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু।
মুকুতা ভূষিত জনু পূর্ণমিক ইন্দু॥
ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে।
হেম গিরি, মাঝে জনু নব জলধরে॥
উর আধপর দোলে মুকুতার হার।
সুমেরু শিখরে জনু সুরধুনী ধার॥
মঝু মন রহত কি করত সিনান।
গোবিন্দ দাস কহত পরমাণ॥

রূপোল্লাস।

(শ্রীরাধা উক্তি)

৮৮।

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা, গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে,
তেরছ নয়ানে চায়॥
কালিন্দীর কুলে, কি পেখনু সই,
ছলিয়া নাগর কান।
ঘরমু চাইতে, নারিনু সই,
আকুল করিল প্রাণ॥
চাঁদ ঝলমলি, ময়ূরের পাখা,
চূড়ায় উড়য়ে বায়।
ঈষৎ হাসিয়া, মোহন বাঁশী,
মধুর মধুর বায়॥
রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে,
কেলি কদম্বের হেলা।
কুলবতী সতী, যুবতী জনার,
পরাণ লইয়া খেলা॥
শ্রী চরণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল,
পীঁধন পীয়ল বাস।
রাঙা উতপল, চরণ যুগল,
নিছনি গোবিন্দ দাস॥

৮৯।

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চাঁদ কামিনী মোহন ফাঁদ
আঁধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপরে কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥
সোই কিবা সে নয়ান চাহনি।
হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥ ধ্রু॥

কিবা সে চূড়ার ঠাট দশনখ চাঁদ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ মনে হয় যত সুখ
জীতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥
কুল শীল যত ছিল মনে লেগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেইরূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে ঐছন লাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ॥

৯০।

পটমঞ্জরী।

কালিন্দীর কিনারে নাগর রায়।
আমা পানে চাহিয়া ঘনাঞা বংশী বায়॥
ক্ষণে ক্ষণে ছিদামের কাঁধে অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা।
সুর মুনি দেবতা গণের মনোলোভা॥
ছিদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে।
চাঁদের উদয় যেন তারাগণ মাজে॥
সেরূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান।
গোবিন্দ দাস কহে সব পরমাণ॥

(রূপোল্লাস। সখ্যুক্তি।)

৯১।

সিন্ধুড়া।

জলদহি জলদ, বিজুরী দিঠি তাপক,
মরকত কনয় কটোর।
এতহুঁ তনুমন, নয়ন রসায়ন,
নিরুপম নওল কিশোর॥
রাধা মাধব ভাতি।
কো বিহি নিরমিল, কোন ঘটাওল
শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥
যব দুহু দুহুঁ হেরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি
আন আন পীবইতে চাহ।
তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত,
টৈছে ছোয়ত নিরবাহ॥
আরতি অধর, সুধারস পীবি,
পীবি দুহুঁক পিরীতি উনমাদ।
গোবিন্দ দাস কহে, অধিক রস আবেশে,
কিয়ে নায়ক পরমাদ॥

৯২।

কাম কন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে।
মদন সুধারসে, যো নিরমাওল,
তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥
ভাল আধ ইন্দু, অমিঞা আগোরল
ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পরি
ধাবই নয়ন চকোর॥
নাশা শিখর, সমুখে উদিত পুন,
সিন্দুর ভানু উজোর।
অহ নিশি বদন, কমল তেঞি বিকশিত,
শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোর॥
অরুণ কিরণ পুন, অধরে হেরি হেরি,
হার তরঙ্গিণী তীরে।
কুচ যুগ কোক, শোক নাহি জানত,
গোবিন্দ দাস কহ ফুরে॥

৯৩।

শ্রীরাগ।

এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান।
এতহুঁ নেহারি, মুগধ মধুসূদন,
দিন রজনী নাহি জান॥
সিন্দূর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত
ভালে সুধাকর কাঁতি।
সো ঘন চিকুর, তিমির ঘন চুম্বিত,
ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥
লোচন যুগল, কোমল কিয়ে কুবলয়,
খঞ্জন চারু চকোর।

কাজর জালে, পড়ত কিয়ে সংশয়,
তঁতহি ভ্রময়ে অলি জোর॥
তবহি যো হাসি, অধর দরশায়সি,
অরুণিম কৌমুদী কাঁতি।
মোহিত জন, কি ফল পুন মোহন,
গোবিন্দ দাস নাহি ভাঁতি॥

৯৪।

বিহাগড়া।

এধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও।
লুবধল মধুপ, চকোর বিধুন্তুদ,
অনত অনত চলি যাও॥
মুখ মণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরুহ (১),
ভালহি (২)অটমিক (৩) চন্দ।
মধু রিপু মরম ভরম (৪) যাহা ঐছন
তাহে কি গণিয়ে (৫) মতি মন্দ॥
জনি কহ গরবে, পাণি (৬) তলে বারব,
ও থল কমল উজোর।
তঁহি নথ চাঁদ, ভরম ভরে ঐছন (৭),
ততহি পড়ত জানি ভোর॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে (৮), সুতনু ধুনায়সি,
যছু শরে গিরিধর কাঁপ॥
সো কিয়ে অতনু, পতগ শিরে ডারসি,
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

শ্রীমতীর আপ্তদূতী।

৯৫।

বরাড়ী।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব।
ভুয়া মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব॥

১। সুধাকর। ২। নিরমল। ৩। অট-মিক—অষ্টমীর। ৪। ভরমে মরম। ৫। গণয়ে। ৬। পদতলে। ৭। আকুল। ৮। জনু। প, ক, ল।

নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাহ- তুহুঁ গৌরী আরাধলি কান।
জানহু (৯) রাই তোহে মন মান॥
স্বামীক শয়ন মন্দিরে(১০)নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জ মাহা (১১) লুঠই॥
পতি কর পরশে মানই জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলি নিশান শ্রবণ ভরি পীবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই (১২)॥
ঐছন মরম যতহুঁ অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ দাস॥

৯৬।

পঠমঞ্জরী।

লোচন শ্যামরু, বচনহি শ্যামরু,
শ্যামরু চারু নিচোল।
শ্যামর হার, হৃদয় মণি শ্যামর,
শ্যামর সখী করু কোল॥
ধবব ইথে জানি (১৩) বোলবি আন।
অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি,
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥ ধ্রু॥
মরমহি শ্যামর, পরিজন পামর (১৪),
ঝামর মুখ অরবিন্দ।
ঝর ঝর লোরহি, লোলিত (১৫) কাজর,
বিগলিত লোচন নিন্দ (১৬)॥
মনমথ সাগর রজনী উজাগর,
নাগর তুহুঁ কিয়ে (১৭) ভোর।
গোবিন্দদাস, কতহুঁ আশয়াসব, (১৮)
মিলবহু নন্দকিশোর॥

৯। পেখনু। ১০। স্বামী মন্দিরে সঘন। ১১। কুঞ্জে মহী। ১২। বধির সম নিবহি—প, ক, ল। ১৩। শুন শ্যাম। ১৪। শ্যামর। ১৫। ঝলমল লোরে লোলত। ১৬। বৃন্দ। ১৭। পুন—প, ক, ল। অথবা—যদি। ১৮। গোবিন্দদাস কহয়ে আশো-য়াস—হ, লি, পু।

৯৭।

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর সাঞে, (১)
লোচন মন দুহুঁ ধাব।
পরশক লাগি, আগি (২) জনু অন্তর,
জীবন রহ কিয়ে যাব॥
মাধব তোহে কি কহিব কবি ভঙ্গী (৩)।
প্রেম অগেয়ান, দহনে ধনী পৈঠলি,
জনু তনু দহত পতঙ্গী (৪)॥
কহত সমবাদ, কহই না পারই,
কৈছে মিশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী, শয়নে কত মেটব,
সুতনু অতনু শর জ্বালা॥
কালিন্দী কূল, কদম্ব কানন নাম,
নয়ানে ঝরু বারি।
গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব,
কৈছে জীয়ব বর নারী॥

৯৮।

বরাড়ী।

মাধব ধৈরজ না কর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী, অন্তর জর জর,
মানস মিলল শমনে॥ ধ্রু॥

ধূলি ধূসর ধনী, ধৈরজ না রহে
ধরণী শুতল তরমে।
মুকত কবরী ভার, হার তেয়াগল,
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর, সম্বর নহে ধনী,
সুরসুতা স্রবে নয়নে।
কমলয় কমলৈই, কমলজ ঝাঁপল,
সোই নয়নবর বয়নে॥
মা বোলই ধনী, ধরণী তলে মুরছই,
প্রাণ প্রবোধ না মানে।
কহই চতুরা ধনী, আর কিয়ে হোয় জনি,
গোবিন্দদাস পরমাণে॥

৯৯।

ধানশী, সুহই।

কাঞ্চন গোরি, ভোরি বৃন্দাবনে,
খেলই (৫) সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠি মিঠি(৬), গরলে তনু জারল,(৭)
তৈখনে শ্যামরী (৮) ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুল রামা;
মরমহি গোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা॥ধ্রু॥
গুরুজন অবুধ, মুগধ মতি পরিজন
অলখিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনি, মণিমন্ত্র মহৌষধি,
লোচনে লাগল (৯) সমাধি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ, তনু মোড়ই,
কহত ভরম ময় বাণী।
শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই,
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥

১০০।

সুহই।

আঁচরে মুখ শশী গোয়।

১। দরশে। ২। লাগি—প, ক, ত।
৩। শুন মাধব তোহে কি কব ভঙ্গী—হ, লি, পু। ৪। ইহার পরে উক্ত হস্ত লিখিত পুস্তকে এইরূপ আছে—
বর কানন নামে নয়ানে তনু বারি।
কালিন্দীক কূলে কদম্বক সারি সারি॥
কহত সম্বাদ, কহত নাহি জানিয়ে,
কাহে আশোয়াসব বালা।
অনুখণ ধরণী, কত মিটাব সুতান,
অতনু শর জ্বালা॥
গোবিন্দদাস, কহত অব মাধব,
কৈছে ত্যজবি নব নারী।
তোমা বিনু, আন নাহি জানত,
যাচত পরশ তোমারি।

৫। বিহরই। ৬। অমিঞা। ৭। ভরল।
৮। নগমবি। ৯। নগর—হ, লি, পু।

বার বার (১) লোচনে রোয় ॥
কারণ বিনু ক্ষণে হাসই।
উতপত দীঘ নিশসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুটই ॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই ॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
কা দেই করই সম্বাদ ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে ॥

১০১।

ধানশী।

রঙ্গিণী সঙ্গে, তুঙ্গ (২) মণি-মন্দিরে,
দশ দিশ হেরইতে রামা।
কো জানে কিক্ষণে তুয়া(৩)দিঠি লাগল
মুরছি পড়ল সোই ঠামা ॥
মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধান।
কুল গিরিরাজ, লাজ ঘন কণ্টক,
ভেদি মরম পর হান (৪) ॥
বিরহ বিষানলে, জ্বলত কলেবর,
ঘন লুঠই মহীপঙ্কা।
তুহুঁ পুরুখমণি, তোহে চড়ই জানি,
তিরীবধ বিপুল কলঙ্কা ॥
সব সখী মেলি, কতহুঁ আশোয়াসব,
বেদন কোই না জানে।
গোবিন্দ দাস ভণ তোহারি দরশ পণ
নহ কৈছে রহত পরাণে ॥

১। ঝর ঝর।
২। রঙ্গে। ৩। তোহে—প, ক, ন।
৪। মাধব কি তুয়া নয়ান সন্ধানী। কুচগিরিরাজ লাজ কুচ কঞ্চুক মরম সে হানি ॥—হ, লি, পু।

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

১০২।

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগর রাজ।
সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ ॥
মুগধ গোরী (৫) কবহুঁ নাহি সঙ্গ।
শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ ॥
বিপরীত বাণী কহলি তুহুঁ মোয়।
কৈছনে ঐছন সঙ্গতি (৬) হোয় ॥
ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়।
বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায় ॥
মাধবী কুঞ্জে কুসুম অনুপাম।
তাহা তুহুঁ যাই অব (৭) করহ বিশ্রাম ॥
হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম।
গোবিন্দদাস কহত পরিণাম ॥

১০৩।

ধানশী।

সুন্দরী তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ।
তুয়া লাগি মদন, শরানলে পীড়িত,
জীবইতে সংশয় কান ॥ ধ্রু ॥
বৈঠলি তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
রাই রাই করি সঘনে জপয়ে হরি
তুয়া ভাবে তরু দেই কোর ॥
শীতল নলিনী দল, তাহে মলয়ানিল,
আগোরে লেপই অঙ্গ।
চমকি চমকি হরি, উঠত কত বেরি,
হানত মদন তরঙ্গ ॥
চলহ বিপিনে ধনী রমণী শিরোমণি
ঝাট করি ভেটহ কান।

৫। মুগধি গোভারী। ৬। সংহতি।
৭। ধাই—প, ক, ত।

গোবিন্দ দাসের বাণী তুরিত চলহ ধনী
কানু ভেল বহুত নিদান ॥

১০৪।

সুহই।

গহনক বিরহক (১) লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি ॥
করতহি তোহারি ধেয়ান।
নিঝর ঝরে দুনয়ান ॥
এ ধনি জানি কহ আন।
তো বিনু আকুল কান ॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোল ॥
সো রস পরশ না পাই।
মুরছিত ধরণী লোটাই ॥
মন মাহা মদন তরঙ্গ।
ঘন ঘন লোড়ই অঙ্গ ॥
এ ধনি চল তাহি পাশ।
সো কানু রই তোরি আশ ॥
কহতহি গদ গদ ভাষ (২)।
না বুঝল গোবিন্দ দাস ॥

১০৫।

শ্রীগান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতিঃ (৩) কুসুমময় গোরী।
নিরমিত (৪) মুরতি যতন করি তোরি ॥
তুয়া অনুভবে (৫) আলিঙ্গই তাই।
সো তনু তাপে ভষম ভই যাই ॥
শুন শুন শুন বৃকভানু কুমারি।
তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি ॥
শ্যামর নীল উতপল দল অঙ্গ।
লোরে (৬) না হেরই নয়ন তরঙ্গ ॥
বিগলিত মুরলি খুরলি রহু (৭) দুর।
অনুখণ মদন দহন পরিপুর ॥
বিছুরিল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটি।
সহচর মেলি (৮) মরত জীউ ফাটি (৯)॥
জীউ রহত অব তুয়া রস আসে।
তোহারি চরণে কহুঁ গোবিন্দ দাসে ॥

১০৬।

বরাড়ী বা ধানশী।

কত যে কলাবতী, যুবতী সুমুরতি,
নিবসতি গোকুল মাহ।
হরি উপহাসে, রভস রসে, (১০)
কুটিল নয়ানে নাহি (১১) চাহ ॥
সুন্দরী অতএ করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে স্বামী, বরত তুহুঁ ছোড়লি,
নারী বরত নিল কান ॥ ধ্রু ॥
তুয়া নিজ নাম, গান ঘন গাবই (১২)
সো এক আখর রঙ্ক (১৩)।
শুনইতে রাতি- রতন রতি রাতুল,
চমকই তোহারি আতঙ্ক (১৪) ॥
তুয়া গুণ গান, নাম ঘন গাবই,
আর কত (১৫) মুরলি নিশান।
সহচরী কোরে ভোরি তোহে ডাকই
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

১০৭।

সুহই।

চম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।

১। বিরহ গহন।
২। আনন্দ হিলোল বিলাস—হ, লি, পু।
৩। যুথী। ৪। নিরমিল। ৫। অভিলাষে।

৬। তোরে। ৭। রহু। ৮। হেরি।
৯। কাটি—হ, লি, পু।
১০। হরি অবহু রসের ভাষে—প, ক, ত।
১১। জানি। ১২। রাই তোরে কি কহব।
১৩। বঙ্ক। ১৪। আশঙ্ক। ১৫। অবেকত
—হ, লি, পু।

তুয়া রূপ অন্তর জাগয়ে নিরন্তর
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥
বৃষভানু নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলায় আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী
স্বপনে না পাতয়ে কাণ ॥
যা কহি ধা পহুঁ, কহই না পারিয়ে,
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুখ মণি, লোটায় ধরণী,
পুনি কোহে আরতি ওর ॥
গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদল,
কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ, তছু দুখ খণ্ডয়ে,
কেবল তুয়া পরসাদ ॥

১০৮।

কেদার বা সুহই।

মঞ্জুল রঞ্জন, (১) নিকুঞ্জ মন্দিরে,
সোঙরি সো গুণগাম।
মরম অন্তরে, জপয়ে মন্তর,
একলি তোহারি (২) নাম ॥
রামা হে (৩) তেজহ কপট ছন্দ।
মদন হিলোলে, তো বিনু দোলত,
নন্দ নন্দন চন্দ ॥
হিম হিমকর, সলিল শীকর,
নিন্দই কালিন্দী-তীর ॥
সরস চন্দন, পরশে মুরছই,
সজল জলদ চীর ॥
কবহুঁ উঠত, কবহুঁ বৈঠত,
পন্থ হেরত তোর (৪)।
অমল কমল, নয়ন যুগল,
সঘনে গলয়ে লোর ॥

১। মঞ্জুল রঞ্জন—প, ক, ত।
২। তুয়া নিজ।
৩। সুন্দরি—হ, লি, পু।
৪। নেহারত জোর।

এতহুঁ (৫) যতনে, পুরুষ রতনে,
চিতে নাহি আশোয়াস (৬)।
গহন বিরহ, দহনে দাহই,
কহই গোবিন্দ দাস ॥

১০৯।

শ্রীরাগ।

চাঁদ নেহারি, চন্দনে তনু লেপল (৭)
তাপ সহই না পার।
ধবল (৮) নিচোল, বহই না পারই,
কৈছে করব অভিসার ॥
সুন্দরী তুয়া লাগি সম্বাদল কান (৯)।
বিরহে ক্ষীণ তনু অনুখণ জরজর (১০)
অবইথে (১১) বিহি ভেল বাম ॥
যতনহি মেঘ, মল্লার আলাপই,
তিমির পয়ান গতি (১২) আশে।
আওত জলদ, ততহি উড়ি যাওত,
উতপত দীঘ নিশ্বাসে ॥
তুয়া গুণ গান, নাম জপি জীবই,
বহু পুলকান্বিত দেহা।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ অপরূপ নহ
যাহা ইহ (১৩) নব নব লেহা ॥

১১০।

সুহই।

কিয়ে হিমকর-কর কিয়ে নিরঝর ঝর
কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক।
কিয়ে কিশলয়, কিয়ে মলয় সমীরণ,
জলতহি (১৪) চন্দন পঙ্ক ॥
সুন্দরী কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে।

৫। তবহুঁ। ৬। বিশোয়াস - হ, লি, পু।
৭। লেপই। ৮। ধরণী।
৯। তুয়া বিনু আকুল কান।
১০। আকুল। ১১। জীবইতে।
১২। গুপত গতি।
১৩। কিনা কহ—হ, লি, পু।
১৪। জলতট।

নায়রী কোরে, সোঙরি তোহে মুরছই
নয়ন হিলোর তরঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
জনু নব জলধর, ধরণী লোটায়ত,
আকুল চিকুর (১) বিথারি।
রাধা নামে নয়ন, ঘন বরিখয়ে,
আরতি কহই না পারি ॥
ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রমণী শিরোমণি
কানু সে তোহারি একান্ত।
তুয়া পদ পঙ্কজ ভালে (২) নাহি ছোড়ত
গোবিন্দদাস মতি মন্ত (৩) ॥

১১১।

ধানশী।

রসবতী সরস পরশ সুখ রঙ্গে।
কি করব ইন্দু চন্দন ঘন পঙ্কে ॥
সুতনু কর কিশলয় যাহা আখি।
কি ফল তাহা তরু কিশলয় ভাখি ॥
শুন শুন রমণী শিরোমণি রাধে।
তো বিনু কানুক সবই ভেল বাদে ॥ধ্রু॥
কমলিনী কোরে যো তাপ নাহি তেজ।
বিফল তাহি কমলদল শেজ ॥
বিধুমুখী চুম্বনে জাহি না শোহাই।
কি করব বিধু কিরণ বিগাই ॥
এতদিনে দুর গেল সব দূর ভাল।
জানলো অব অনু বরণ হুঁ কাল ॥
এত এসে নাগরী জানি কহ আন।
গোবিন্দ দাস তোহারি গুণ গান ॥

১১২।

সুহই।

রাধা নাম আধ, শুনি চমকই,
ধরই না পারই অঙ্গ।
লোচন লোর, লহরী ভরি আকুল,
কো কহ মরকত রঙ্গ ॥
সুন্দরি দূরে কর হৃদয়ের বাধা।
রাধা, মাধব তুয়া অবধারনু,
মাধবক তুহুঁ রাধা ॥ ধ্রু ॥
তোহারি সম্বাদ সুধারসে উনমত
হাসি হাসি ঘন তনু মোর।
দেখত পাঁতি দেখত নাহি কাজর
গদ গদ রোধল বোল ॥
পীবক ভঙ্গী, পন্থ দরশায়ল,
তুহুঁ দিঠি পঙ্কজ মুদি।
গোবিন্দ দাস, কহই ধনি ধনি,
তুহুঁ বুঝবি ইঙ্গিত সুধি ॥

নায়ক আপ্তদূতী।

১১৩।

কামদ।

করতল মধ্যমে, সো মুখ মাজল,
অলক তিলক লেখি ভোর।
সজল বিলোকনে, ঘন ঘন হেরইতে,
ভাখই গদ গদ বোল ॥
ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই।
লোচন ওত, করত নাহি মাধব,
নিশি দিশি রস অবগাই ॥ধ্রু॥
লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই,
নব কুবলয় শ্রুতিমূলে।
অতসী কুসুম স্মরি, (৪) ললিত হৃদয়ে ধরি,
কৃপণ হেম সমতুলে ॥
যাবক চিত্র, চরণোপরি লেখই,
মদন পরাজয় পাত।
গোবিন্দ দাস, কহই ভেল কানুক,
লেখইতে আর কত হাত ॥

১। চিত। ২। ভাবে।
৩। মণি মন্ত্র—হ, লি, পু।

৪। অতসী কুসুম শ্যামা স্মরিয়া কৌতুক।
—বিদ্যাসুন্দর।

শ্রীমতীর স্বয়ং দৌত্য।

১১৪।

ধানশী।

মূরলি মিলিত, অধর নব পল্লব,
গায়ত কত কত রাগ।
কুলবতী হোই, মন্দির ছোড়ি আয়নু,
সহই না পারি বিরাগ॥
মাধব তোহে কি শিখায়ব গান।
গোরী আলাপি, শ্যাম নট (১) সঞ্চরু,
তব তুহুঁ বিদগধ জান॥ ধ্রু॥
মূরলি ছোড়ি অছু (২) মধুর আলাপবি
তে সব জন নাহি আন (৩)।
কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি, অবহি সমুঝিয়ে (৪)
যতি খণে হোত সুঠান॥
নিরজন (৫) জানি, হৃদয়ে অবধারবি (৬)
ঐছন গুণবতী ভাষ (৭)।
শুণি জন লাজ, ঐছে নাহি হোয়ত,
কহতঁহি গোবিন্দ দাস॥

১১৫।

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি, কুলবতী নারী।
স্বামী বরত পুনঃ ছোড়ি না পারি॥
তে রূপ যৌবন এক নহে উন।
বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন॥
এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ।
পূজব পশুপতি গোরী একান্ত॥ ধ্রু॥
সহজে বধূজন গতি মতি হীন।
ঘর সঞে বাহির পন্থ না চিন॥
না মিলিল কোই বনহি বন আন।

১। নব। ২। অব। ৩। তে স্বর জন জনি জান। ৪। কণ্ঠসি একু নাহি সমঝই। ৫। নিরলজ। ৬। ধরবি। ৭। মভি ভাষ—প, ক, ল।

অনুসরি মূরলি আয়নু এই ঠাম।
আয়ল দূর পুর বণিজ সাথে।
একলি বলি করহ জনি বাদে॥
তুহুঁ যৈছে গোরী আরাধলি কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥

১১৬।

ইমন কল্যাণ।

মঝু মুখ কমল, বিমল রস পরিমলে,
জানহু তুহুঁ অতি ভোর।
স্বামীক নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব
না জানি কৈছে দিন তোর॥
দূরে রহ শ্যাম ভ্রমর বর রায়।
স্বামীক সেবন, করইতে ঐছন,
জানি কর অন্তরায়॥ ধ্রু॥
এতহুঁ তিয়াষে, হোত যব আকুল,
কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ।
তাহি চলহ যাঁহা, কুসুম বিথারল,
মঞ্জুর মাধবী কুঞ্জ॥
এতহুঁ সঙ্কেত, কয়লু যব কামিনী,
কানু চলল সোই ঠাম।
গোপ গোঙার, ভ্রমর বন খোজত,
গোবিন্দদাস রস গান॥

১১৭।

বরাড়ী।

পাপ চকোর, চাঁদ বলি ধায়ত,
মধুকর কমলিনী ভাগে।
আঁচরে ঝাঁপি, বদনে তৈঁই পুছত,
তাহে পরপুরুখ ঠানে॥
মাধব মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।
কি ফল জগমন, মনমত বেধয়ে,
কাঁহা পুন তা কর গেহ॥ ধ্রু॥
বেধল মঝু মন, কি করয়ে সো পুন,
কৈছে কুসুমশর জালা।

কৈছে জুড়ায়ত, একই না জানিয়ে,
জনি কহ মুগধিনী বালা॥
সহচরী মেলি, হাসি মুখ মোড়ই,
উত্তর না দেবই কোই।
গোবিন্দ দাস কহে, মোহে উপদেশল,
অতএ পুছল তোই॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

১১৮।

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ভরহি ডর কাতর,
মঝু মানস ঝস কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হার, তটিনী তট কুচ ঘট,
উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরী সম্বরু কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীন, বড়শী কি জড়সি,
এ অতি কঠিন বিপাক॥ ধ্রু॥
পুন দেই ঝাপ, পড়ল যব আকুল,
নাভি সরোবর মাহ।
তাহি রোমাবলী, ভুজগী সঙ্গ ভয়ে,
ত্রিবলী বেণী অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত, কতহুঁ মনোরথ,
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে, পড়ল ভেল সংশয়,
গোবিন্দ দাস রস গান॥

১১৯।

শ্রীরাগ।

মদন কিরাত, কুসুম শর দারুণ, (১)
বৃন্দাবন বন মাঝ।
তাহি (২) আকুল হরি
তোহারি শরণ (৩) করি
পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সুন্দরী তুয়া দিঠি অথির (৪) সন্ধানে।
মনমথ মারিতে (৫) জোড়ি নয়ন শর,
হানলি হামারি পরাণে॥
দুহুঁ (৬) শরে জরজর, জীবন অন্তর,
কিয়ে করব নাহি জান।
নিজ যশ চাই, রাই অব দেয়বি,
অধর সুধারস পান॥
মণিময় হার, তরঙ্গিণী তীরহি,
কুচ কনকাচল ছায়।
ঐছে তপত জনে, গুপতে রাখবি,
গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥

১২০।

শ্রীরাগ।

কনক লতা কিয়ে কিশলয় পদ্মিনী
কিয়ে মহী বিজুরি উজোর।
কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে, উয়ল হিমকর,
হেরইতে ভৈগেনু ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি, ভরল নয়ন শর,
হানলি অন্তর চিতে॥ধ্রু॥
তব্ আগেয়ান, কয়লি তুহুঁ ঐছন,
অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ পাথর, সরস পরশ দেই,
উদঘাটই দিঠি বাণ॥
আশা পাশ, হাস দরশায়লি,
অতিথণে ধরবি পরাণ।
বিঘটন সময়, পালটি নাহি আয়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

১২১।

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়সি (৭) কাহে গোরী।

১। শরে জরজর। ২। তেহি—হ, লি, পু। ৩। স্মরণ—প, ক, ল।

৪। অথিল। ৫। মাতল। ৬। তুয়া—প, ক, ত,।
৭। তোড়লি—প, ক, ত।

কুসুমহি সব (১) তনু নিরমিত তোরি॥
আনন হেম সরোরুহ ভাব (২)।
সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥
নয়ন যুগল নীল উতপল জোর।
সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর॥
অপরূপ তিল ফুল সুললিত নাস।
পরিমলে (৩) জিতল অমরতরু বাস॥
বাঁধুলি মিলিত অধর বাঁহা হাস (৪)
দশনহি (৫) কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
সব তনু ফুটত চম্পক সম গোরা।
পাণিক তল থল- কমল উজোরা॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পূজহ পশুপতি নিজ তনু দান (৬)॥

১২২।

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি তুমিনী পড়ল অকাজ।
জনি ভেধই হয়ি কুঞ্জক মাঝ॥
তুঁহুঁ গজগামিনী মতি অতি ভোর॥
উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর॥
যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ।
পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥
যব তোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ।
নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥
যো থর নখর পরশ যব হোতি।
এ কুচ কুম্ভে না রাখবি মোতি॥
গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত।
মুরছি পড়বি তঁহি ধরণী নিপাত॥
গোবিন্দ দাস যবহুঁ সোঙরাব।
অধর সুধা দেই তবহি জীয়াব॥

১। রস। ২। কমল পরকাশ। ৩। সৌরভে।
৪। বাঁধুলি অধরে মিলিত মেও হাস।
৫। অঙ্গুলিত। ৬। জান—প, ক, ল।

১২৩।

ভাটিয়ারি।

কীরক (৭) মুখে শুনি, জরতী আগমন,
চলু সবে রবিক মন্দিরে।
গন্ধ মাল্যবর, ষোড়শ উপচার,
আর কত কত উপহারে॥
দেখ বিপ্র বেশ ধর শ্যাম।
জরতীক আগে যাই কহই শুন,
বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম॥
সো শ্যাম বচন মূরতি হেরি তৈখণে
পরণাম করি কহে সোই।
ধৈরজ পদ্ধতি, দেখি চিতে লাগল,
অতএ বরণ কনু তোয়॥
নিতি নিতি আসি, পূজায়বি সুরদেব,
দেয়বি শুভবর যোই।
গোধন রতন, পূরণ মঝু সুতক,
বধূক সতীপণ হোই॥
শ্যাম কহত তব, ঐছন হোয়ব,
পূজবি পশুপতি সুর।
রজনী দিন মাহা, নিতি পূজায়ব,
তবঁহি মনোরথ পূর॥
পুনহি কহত উহ, ঐছন হোয়ব,
তেজিস্মান্ তুহুঁ ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন, তাহে পুন আনল,
মনহি হাসয়ে ব্রজনারী॥
নানাবিধ বরণ, পূজন করি কতক্ষণ,
আর কত কত বড় রঙ্গ।
কোই করত সোই, প্রেমক সঙ্গতি,
অতঁয়ে নহত তছু ভঙ্গ॥
বেলি অবসান, হেরি সবে আকুল,
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দ দাস কহ, আপন বশ নহ,
বিরহে অবশ সব দেহ॥

৭। কীরক—শুক পক্ষীর।

শ্রীমতীর অভিসার।

১২৪।

শ্রীরাগ।

কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী,
রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে।
অধর সুরঙ্গিণী, অঙ্গ তুরঙ্গিণী,
সঙ্গিনী নদ নব রঙ্গিণী রে॥
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি।
ব্রজ রমণীগণ মুকুট মণি॥ ধ্রু॥
কুঞ্জর গামিনী মোতিম দামিনী
দামিনী-চমক নেহারিণী রে।
আভরণ ধারিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে॥
রাস বিলাসিনী হাস বিকাশিনী
গোবিন্দ দাস চিত মোহিনী রে॥

১২৫।

কামদ।

সবহুঁ বঁধুজন, চলু বৃন্দাবন,
গোরী আরাধন লাগি।
ঐছন মুগধ, বচন রচন করি,
গুরুজন অনুমতি মাগি॥
হরি হরি কাহে শিখলি পরকার।
গুরুজনে বঞ্চি, মিছই বনামৃতে,
দিনহি করল অভিসার॥ ধ্রু॥
বেশ বনাওত, ননদী শুনায়ত,
চতুর সখী সঞে বাত।
গোরি আরাধি, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাত॥
বাসিত কুসুম, কপূরিত তাম্বুল,
ভরি লেই চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, পথ দরশায়,
যাহা নাহি কণ্টক আঁচোর (১)॥

১২৬।

সুহিনী।

হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী।
গুরুজন গৌরব দূরহি ডারি॥ ধ্রু॥
সখী সঞে পুছত প্রেমক বাত।
পুরুষক কর কভু না লাগয়ে গাত॥
সহচরী কহতহি শুন বর নারী।
হামু কহব তোহে সো সব বিচারি॥
নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি।
করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি॥
পঁহিল মিলনে রহুঁ অবনত মাথ।
গোবিন্দদাস কহে করি লহ সাথ॥

১২৭।

বরাড়ী।

দিনমণি কিরণে, মলিন মুখ মণ্ডল,
ঘামে তিলক বহি গেলা।
কোমল চরণ, তপত পথ বালুক,
আতপ দহন সম ভেলা॥
হেরইতে শ্যামর চন্দ।
কোরে আগোরি, গোরী মুখ মুছত,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ ধ্রু॥
কর্পূর তাম্বুল, অধরহি দেয়ল,
চন্দন লেপই অঙ্গে।
শ্যামর অঙ্গ, পরশে নব নাগরী,
বাঢ়ল প্রেম তরঙ্গে॥

হরি হরি কাঁহা শিখল পরকার।
জগজন বঞ্চি, মিঠ বচনামৃতে,
দিনহি চলল অভিসার॥ ধ্রু॥
বেশ বনায়তি, ননদী শুনায়তি,
চতুর সখী সঞে বাত।
আজু গোরী আরাধনে, মনোরথ পূরব,
পশুপতি নন্দন সাত॥
বাসিত কর্পূর, বারি সুযুমিত,
তাম্বুল ভরি লেহ চন্দন কটোর।
গোবিন্দদাস, সঙ্গে চলি যায়ত,
পন্থে বিথারি আঁচর॥

১। অথবা এইরূপ।

কুঞ্জ কুটীর ঘর, শেজি মনোহর,
মধুকর শ্রুতিধর ভাস।
গোরী শ্যাম দুহুঁ, করণ কুতূহল,
কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

১২৮।

ভাটিয়ারি।

মাথহি তপন, তপথ পথ বালুক,
আতপে বদন (১) বিথার।
ননীক পূতলি তনু, চরণ কমল জনু,
তবহি চলল অভিসার॥
হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার।
কানু পরশ রসে, অবশ রসময়ী,
বিছুরল সবহু (২) বিচার। ধ্রু॥
গুরুজন নয়ন, পাপগণ বারত,
মারত মণ্ডল ধূলি (৩)।
তাহিক মেলি, চলল ব্রজ(৪)রঙ্গিণী,
পতি গেহ নীতহি (৫) ভুলি॥
যত যত বিঘিনি, জিতল অনুরাগিণী,
সাধসি মনসিজ মন্ত্র (৬)।
গোবিন্দদাস, কহই অব সমুঝহ,
হরি সঞে রসময় তন্ত্র (৭)॥

১২৯।

ধানশী।

কি শুনি সুধা মুরলি রব।
না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥ধ্রু॥
করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ।
কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥
সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়।
পয়োপানে শিশু ছাড়ি সেও গোপী যায়।
এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল।
শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥
সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা
গোবিন্দদাস কহে কি দিব উপমা॥

১৩০।

ভূপালী।

পৌখলী (৮) রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্দ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন করু ঝাঁপ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে নাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই।
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ॥

১৩১।

কেদার।

হিম ঋতু যামিনী যামুন তীর।
তরল লতাকুল কুঞ্জ কুটির॥
তঁহি তনু থির নহে তুহিন সমীর।
ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ।
ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ॥
কুলবতী গৌরব কঠিন কবাট।
গুরুজন নয়ন, সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিন অবগাই।
ঐছন সময়ে মিলব ধনী রাই॥

১। আতপ দহন—হ, লি পু,। ২। কানু পরশ রস, রসবতী বিছুরল, বিছুর সবহি—প, ক, ত। ৩। নয়নগণ বারণ মারুত মণ্ডলী। ৪। বর। ৫। পন্থিক পন্থহি। ৬। সাজলি স্বীয় মন্ত্রে। ৭। গোবিন্দদাস কহে, শুন শুন সুন্দরী, হরি সঞে মিল আনন্দে—হ, লি, পু,।

৮। পৌখলী—পৌষ মাসের।

ইথে যো পূরল তুহুঁ মন কাম।
তা কর চরণে হামারি পরণাম॥
গোবিন্দদাস তবহুঁ কিয়ে জাগ।
তুহুঁ জনি তেজহ নব অনুরাগ॥

১৩২।

কানড়া।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছল মনহি মনোভব সিন্ধু॥
অব জানি সজনী করহ বিচার।
শুভক্ষণে ভেল বাদল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর।
তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার।
দূর কর সোতিনী মোতিম হার॥
তুহুঁ সখী দেখহ দেহলি লাগি।
চলইতে দিগ ভরম জনি হোয়
গোবিন্দ দাস সঙ্গে চলু গোয়॥

১৩৩।

ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল, পঙ্কিলা বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনি পার॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার॥
ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহে ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

১৩৪।

ধানশী।

কুলবতী কঠিন, কবাট উদঘাটলু,
তাহে কি কণ্টক বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঞে ডারনু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥
সজনি মঝু পরিখণ করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ ধ্রু॥
কোটি কুসুম শর বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি।
প্রেম দহন দহ যাক হৃদয়ে সহ
তাহে কি বজরক আগি॥
যছু পদতলে হাম জীবন সোপনু
তাহে কি তনু অনুরোধ।
গোবিন্দ দাস কহই, ধনি অভিসার,
সহচরী পাওল বোধ॥

১৩৫।

কামদ।

নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপন,
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয়াগণে, ভুজযুগ মণ্ডিত,
পহিরণ নীল নিচোল॥
সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি।
নব অনুরাগে, গোরী ভেল শ্যামরী,
কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥ ধ্রু॥
নীল অলকাকুল, অলিকহি লোলিত,
নীল তিমিরে চলু গোই।
নীল নলিনী জনু, শ্যাম সিন্ধু রসে,
লখই না পারই কোই॥
নীল ভ্রমরাগণ, পরিমলে ধাবই,
চৌদিকে করত ঝঙ্কার।
গোবিন্দদাস, অত এ অনুমানল,
রাই চললি অভিসার॥

১৩৬।

কেদার।

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ।
নীল নিচোলে ঝাঁপলি মুখ চন্দ।
কুহূঁ (১) যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত।
মদন দীপ দরশায়ল পন্থ॥
চললি নিতম্বিনী (২) হরি অভিসার।
গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥
রস ধাধসে (৩) চলু পদ দুই চারি।
লীলা কমল তেজল বর নারী॥
পরিহরি মৌলিক মালতি মাল।
তেজল (৪) মণিময় গীমক হার॥
নব অনুরাগ (৫) ভরমে ভেল(৬)ভোরি।
নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি॥
বেশ শেষ রহুঁ নীলিম বাস।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

১৩৭।

পঠমঞ্জরী।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ।
কত শত কোটি শবদ, জীউ কাঁপ॥
তঁহি দিঠি জারত বিজরীক জ্বালা।
ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা॥
ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী।
অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥
ভ্রমর ভুজঙ্গ মণিসি আঁধিয়ার।
তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥
পাঁতর মাভেল আঁতর বারি।
কৈছে পোঁয়ারব সা সুকুমারী॥
শুনি শুনি আকুল চলল মুরারি।
মিলল আধ পন্থে বরনারী॥
গোবিন্দদাস কহই পুন ধন্দ।
প্রেম পরিখত মনমথ মন্দ॥

১৩৮।

জয়জয়ন্তী।

মেঘ যামিনী, চলল কামিনী,
পরিহরি নীল নিচোল রে।
সঙ্গে নায়ক, কুসুমসায়ক,
ছোড়ি মঞ্জীর বোল রে॥
গুরুয়া কুচভরে, চল উলট পদ,
পীন জঘনক ভার রে।
হেরিয়া যামিনী, ফটিক তরু জানি,
চমকি ধ্বনীর ধার রে॥
দেখি ফণি মণি, দীপ জনু আনি,
বাস করে দেই ঝাঁপি রে॥
জানল যুবতী, এই ফণি-পতি,
সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥
প্রাণ বল্লভ, ভেটল দুর্ল্লভ
পূরল দুহুঁ মন আশ রে।
ঐছনে পাই গেহ, সফল করু দেহ,
বদতি গোবিন্দ দাস রে॥

১৩৯।

মঙ্গল।

গগনহি নিমগন দিন-মণি কাঁতি।
লখই না পারিয়ে দিন কি রাতি॥
ঐছন জলদে করল আঁধিয়ার।
নিয়ড়ে কোই লখই নাহি পার॥
চলু গজ-গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ ধ্রু॥
জগভরি শীকর নিকর হিলোল।
চৌদিকে অথির- পথ করু দোল॥
চলইতে চৌকি নগর পুর বাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট॥

১। দহু—প, ক, ত। ২। গজগামিনী। ৩। আবেশে। ৪। তোড়ল—হ, লি, পু। ৫। অভিসার। ৬। ভয়—হ, লি, পু।

যাকর পুণ-ফল গুণবতী সোই।
দুরজন যাকর শুভদিন হোই॥
যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরি পাশ।
দুরেহুঁ দূরে রহুঁ গোবিন্দ দাস॥

১৪০।

কেদার।

মণিময় মঞ্জীর, যতনে আনি ধনী,
গোপলি বনি দুই হাত।
কিঙ্কিণী গীম, হার বনি পহিরহি,
হার সাজায়লি মাথ॥
সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ।
হরি অভিসারে, ভরম ভেলি সুন্দরী,
বিছুরল সাজ বিসজা।
ঘন আঁধিয়ারে, রজনী জনি কাজর
গরজত বরখত মেহ।
বিষধরে ভরল, দুতর পথ তাঁতর,
একলি চলি তেজি গেহ॥
চঢ়ল মনোরথ, দোসর মনমথ,
পন্থ বিপথ নাহি মান।
গোবিন্দদাস, কহই ব্রজ সুন্দরী,
ঐছনে ভেটল কান॥

১৪১।

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে, ঝাঁপল সব তনু,
কাজরে উজোর নয়ান॥ ধ্রু॥
দশনক জ্যোতি, মোতি নহ সমতুল,
হসইতে খসে মণি মানি।
কাঞ্চন কিরণ, বরণ নহ সমতুল,
বচন কহয়ে পিক বাণী॥
কর পদ যুগ, কমল দলারুণ,
মঞ্জীর রুণুঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ, রমণী শিরোমণি,
জীতল মনোরথ রাজ॥

১৪২।

ভূপালী।

চলু গজ গামিনী হরি অভিসার।
গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥
পঙ্ক পিছল পথ, গুরুয়া নিতম্ব।
পড়ু কত বেরি নাহি অবলম্ব॥
বিজুরিজ্যোতি দরশায়লি দেহ।
উঠইতে চাহে জল ধারক এহ॥
ঐছনে মিলল নাগর পাশ।
গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ॥

১৪৩।

সুহই।

আজ কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ।
কো জানে কৈছন তোহারি সুনেহ॥
গুরুজন ভয়ে কিনা কাঁপ।
ঘন আঁধিয়ারে সবহুঁ দিঠি ঝাপ॥
তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি।
ঘরমহি উয়ল মনমথ বাতি
দুতর পন্থ সঞ্চার।
চঢ়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥
একলি আওলি এতদূর।
আগেহি আগে কুসুম শর পূর॥
আপে করই দুহুঁ কোর।
মিলল দুহুঁ দুহুঁ তনুতনু জোর॥
রাধামাধব ভাব।
না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥

১৪৪।

কেদার।

কণ্টক গাড়ি, কমল-সম পদতল,
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি, ঢারি করি পিছল,
চলতহি অঙ্গুলি ঝাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থ, গমনে ধনী সাধয়ে,
মন্দিরে যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥

কর যুগে নয়ন, মুদি চলু ভাবিনী,
তিমির পয়ানক আশে ।
কর কঙ্কণ পনকলি, মুখ বন্ধন শিখই,
ভুজগ গুরু পাশে ॥
গুরুজন বচন, বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন ।
পরিজন বচনে, মুগধি সম হাসই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

১৪৫ ।

কেদার ।

ভীতক চিত ভুজগ হেরি যো ধনী,
চমকি চমকি ঘন কাঁপ ।
অব আঁধিয়ারে, আপন তনু ঝাঁপই,
কর দেই ফণি মণি ঝাঁপ ।
মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ ।
তুয়া অভিসারে, অবশ নব নাগরী,
জীবই বহু পুণভাগ ॥ ধ্রু ॥
যো পদতল, থল কমল সুকোমল,
ধরণী পরশে উপচঙ্ক ।
অব কণ্টকময়, সঙ্কট বাটহি,
আওত যাত নিশঙ্ক ॥
মন্দির মাঝ, সাজ নাহি তেজত,
দেহলি মানয়ে দূর ।
অব কুহু যামিনী, চলয়ে একাকিনী,
গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥

১৪৬ ।

গান্ধার ।

যব ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির ।
ঝর ঝর বরখে জলদ অনিবার ॥
কর ঠেলন নহে ঘন আঁধিয়ার ।
দিশ দরশায়ল মদন দিশার ॥
কি কহব মাধব পুণ ফল তোরি ।
এতহুঁ দূর ত্বরিত মিলু গোরী ॥
ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক ।
চলইতে খলয়ে সঘন মেহি পঙ্ক ॥
উঠইতে ফণি মণি উজোর হেরি ।
কনক দণ্ড বলি ধর কত বেরি ॥
ঐছনে সোপয়ু তৈছে নিজ দেহ ।
অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ ॥
এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল ।
গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল ॥

১৪৭ ।

ধানশী ।

কুন্দ কুসুমে করু (১) কবরী ভার ।
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দনে চরচিত রুচির কর্পূর ।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরি পূর ॥
চাঁদনি রজনী উজোরলি গোরী ।
হরি অভিসারে রভস রসে ভোরি ॥
ধবল (২) আভরণ অম্বর ধরই (৩) ।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভুল ।
রঙ্গ পুতলি যেন (৪) রস মাহা বুর ॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার ।
গুরু কুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥
মূরতি শিঙ্গার পিরীতি(৫)ময়(৬) ভাষ ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

১৪৮ ।

কামদ ।

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি,
জানু উপরে পুন রাখি ।
নিজ করকমলে, চরণ যুগ মুছই,
হেরই চির থির আঁখি ॥

---

১ । ভরু ।
২ । ধরল । ৩ । বলই । ৪ । কিয়ে ।
৫ । কি রীতি । ৬ । সম—প,ক,ত ।

পিরীতি মূরতি অধি দেবা।
যা কর দরশন, সব দুখ মিটল,
সোই আপনে কর সেবা॥ ধ্রু॥
হিমকর শীতল, নীরহি তিতল,
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী দলে, মৃদু মৃদু বীজই,
পুছই পন্থকি দুখ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পুরি,
মধুর সম্ভাবই কান।
গোবিন্দ দাস ভণ, নিতি নব নূতন,
রাইক অমিঞা সিনান॥

১৪৯।

ধানশী।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক।
পথ আগমন কথা, কত না কহিব হে,
যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥ধ্রু॥
মন্দির তেজি যব, পদ চারি আয়নু,
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।
তিমির দুরন্ত পথ, হেরই না পারিয়ে,
পদ যুগে বেঢ়ল ভুজঙ্গ॥
একে কুল কামিনী, তাহে কুহু যামিনী,
ঘোর গহন অতি দূর।
আর তাহে জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর,
হাম যাওব কোন পুর॥
একে পদ পঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত,
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মূরলি, যব শ্রবণে প্রবেশল,
ছোড়ল গৃহ সুখ আশ।
পন্থহুঁ দুখ, তৃণ করি না গণনু,
কহতহি গোবিন্দদাস॥

১৫০।

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপ নারী
হেরি হাসত মূরলি-ধারী
নিরখি বয়ান পুছত বাত
প্রেমসিন্ধু গাহিনী।
পুছত সবক গমন কেম
কহত কিয়ে করব প্রেম
ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত
কাহেক কুটিল চাহনি॥
হেরত ঐছন রজনী ঘোর
তেজি তরুণী পতিক কোর
কাহে আওলি কানন ওর
থোর কহত কাহিনী।
গলিত ললিত কবরী বন্ধ
কাহে ধাওতি যুবতী বৃন্দ
মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব
বেঢ়ল বিশিখ চাহনি॥
কিয়ে শারদ চাঁদনি রাতি
নিকুঞ্জে ভরল কুমুদ পাঁতি
হেরত শ্যাম ভরম কাঁতি
বুঝি আয়ল সাহিনী।
এতহি কহত না কহ কোই
রাখত কাহে সনহি গোই
ইহই আন ন হোয়ে কোই
গোবিন্দদাস গায়নি॥

১৫১।

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ করণি।
অবনত আননে নখে লিখু ধরণী॥
আকুল অন্তর গদগদ কহই।
অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই॥
শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ।
কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥
ভাঙ্গলি কুল শীল মুরলিক গানে।
কিঙ্করীগণ জনু কেশ ধরি টানে॥
অব কহ কপটে ধরম যুত বোল।

বার্ষিক হরষে কুমারী নিচোল ॥
তোহে সুঁপিতে জীব তুয়া রঙ্গ পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব ॥
এতহুঁ কহত ব্রজ যৌবত থেক।
শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল ॥
করি পরসাদ তহি করহি বিলাস।
আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস ॥

১৫২।

মল্লার।

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর।
বিফল পহিরাই নীল নিচোল ॥
শরত চাঁদ মুখ এতুয়া হাস।
বিঘটন তিমির ভেল পরকাশ ॥
এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ।
যব অভিসারবি হরিক উদ্দেশ ॥ ধ্রু ॥
আঁচরে ঝাঁপবি আনন চন্দ।
দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ ॥
নূপুর মুখে ভরি তুলক পুঞ্জ।
মন্দর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ ॥
চলইতে চৌকি নগর পর মাঝ।
ঝম্পু মণি কঙ্কণ বঙ্ক বিরাজ ॥
তিমির পন্থ রব গোতিম সেহ।
গোবিন্দ দাস কহ করবি লেহ ॥

১৫৩।

কানড়া।

শরত চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতি যূথি,
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাঁতি,
শ্যাম মোহন শোহন কাঁতি,
মুরলি তান পঞ্চম গান,
কুলবতী চিত চোরণি ॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপা সোঁপি,
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত,
কম কনক লোলনি।
বিস্মরি গেহ, নিজহুঁ দেহ,
একু নয়নে কাজর রেহ,
যাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু,
একু কুণ্ডল দোলনি ॥
পবনে শিথিল সীঁথির বন্ধ
বেগে ধায়ত যুবতী বৃন্দ,
গ্রহত খসত বসন চোরি,
বিগলিত বেণী দোলনি।
ততনি বেলি, সখিনী মেলি,
কেহ কাহুক পথে না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুল চন্দ,
গোবিন্দদাসক গায়নি ॥

১৫৪।

মায়ুর।

নব যৌবনী ধনী জগ জিনি লাবণী,
মোহিনী বেশ বনায়লি তাই।
মনমথ চিত ভীত নাহি মানত
কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই ॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
যুবতী যূথ শত গাওত বাওত চলত
চিত্রপদ বিদগধ রমণী ॥ ধ্রু ॥
হেরইতে শ্যাম সুরতন রণ পণ্ডিত
হাসি মদন মদে মাতলি বালা।
রতি রণ বীর ধীর সহচরী বরিখয়ে
নয়ানে কুসুম শর জালা ॥
নয়ানে নয়ানে বাণ ভুজে ভুজে সন্ধান
তনু তনু পরশিতে নহে জয় ভঙ্গ।
গোবিন্দ কহ অব নাহি সমুঝিয়ে
বাজন কিঙ্কিণী কৌন তরঙ্গ ॥

১৫৫।

গুর্জ্জরী।

ঘন ঘন নীপ, সমীপহি শুনিয়ে,
সঙ্কেত মুরলি নিশান।
রহি রহি বাম, পয়োধর পন্দই,
তেই বুঝি মিলব কান॥
দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ।
হরি অভিসার, ঐ বিলম্বায়ত,
পাতি কিরণময় ফাঁদ॥
মনহি মনোরথ, চঢ়ল মনমথ,
ধৈরজ ধরণ না যাত।
মণিময় হার, ভার জনু লাগয়ে,
আভরণ দূর করু গাত॥
ধরণী শয়ন এক, মোহে শোহায়ত,
কুসুম শয়নে জীউ কাঁপ।
গোবিন্দদাস কহ, গহন প্রেম গাহ,
দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥

১৫৬।

ভূপালী।

গুরু দুরু বক্ষ, উজোরল চন্দ।
গুরুজন নয়ন পদহি পদ ফন্দ॥
তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার।
তবহি কলাবতী চলু অভিসার॥
কি কহব মাধব প্রেমক রীত।
তুহুঁ অনুরাগিণী ত্রিভুবনে জীত॥ ধ্রু॥
যাঁহা ধনী ধাধসে ভাণ্ড ধুনান।
সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ॥
সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ।
গোবিন্দদাস কহ পূরল সাধ॥

১৫৭।

কল্যাণী।

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী সাজলি
শ্যাম দরশ রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ শর মণ্ডল বীণ
উপাঙ্গ হাত পর শোভে॥
তালে বলি আওয়ে বৃষভানুতনী।
চরণ কমল তলে অরুণ বিরাজিত
মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধ্বনি॥ ধ্রু॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর,
নীল বসন মণি কিঙ্কিণী বোলে।
গজ-অরি মাঝারি, উপরে কনয়া গিরি
বীচহি সুরধুনী মুকুতা হিলোলে॥
করি মণ্ডল ছবি জিনি মণি মণ্ডল সুন্দর
সিন্দূর বিন্দু ভালহি ভালে।
গোবিন্দ দাস কহ ভুলল অলিকুল
বেঢ়ল কবরীক মালতি-মালে॥

১৫৮।

বেলোয়ার কন্দর্প।

কঞ্জচরণ যুগ, যাবক রঞ্জন
খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে।
নীল বসন মণি, কিঙ্কিণী রণরণি,
কুঞ্জর গমন দমন ক্ষীণ মাঝে॥
সাজলি শ্যাম বিনোদিনী রাধে।
সঙ্গহি রঙ্গ, তরঙ্গিণী রঙ্গিণী,
মদন মোহন মনোমোহন ছাঁদে॥ধ্রু॥
কনক কটোর জোর, কুচ কোরক জোরে
উজরল মোতিম দাম।
ভুজ যুগ থির, বিজুরি মণিময়,
কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥
মধুরিম হাস, সুধারস নিরসল,
দশন জ্যোতি জিতি মোতিম কাঁতি।
সুভগ কপোল, লোল মণি কুণ্ডল,
দশদিশ ভরল বয়ান শর পাঁতি॥
ঝাঁপলি কবরী, ভালে অলকাবলী,
তাও ধনুয়া জনু মনমথ সেবি।
গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারলি;
মূরতি শিঙ্গার, দেব আধ দেবী॥

১৫৯।

মঙ্গল।

ঋতুপতি রাতি, রজনী উজারল,
হিমকর মলয় সমীরণ মন্দ।
কানু আশোয়াসে, চপল মনোভব,
সো মোহে বিথারল দ্বন্দ্ব॥
সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান।
কালিন্দীকূলে, অবহি বিরহানলে,
তেজব দগধ পরাণ॥ ধ্রু॥
কিশলয় দহন, শেজ অব সাজহ,
আহুতি চন্দন পঙ্ক।
দ্বিজকুল নাদ, মন্ত্রে তনু জরজর,
দূরে যাউ প্রেম কলঙ্ক॥
চিত রতন মঝু, কানু পাশ রহুঁ,
অবহু না মিলল সোয়।
গোবিন্দদাস, কহই ধনি বিরমহ,
অব মিলায়ব তোয়॥

১৬০।

যতিশ্রী।

আওয়ে কুসুমে বনি রাই রমণী মণি।
ধনি ধনি বৃকভানু নবীন তনী॥
অরুণ বসন বনি বরণ কিরণ মণি।
অবনী উয়ল জনি সুথির সৌদামিনী॥
বদন চাঁদ ছনি বচন অমিঞা জনি।
হরিণী নয়নী রঙ্গে প্রাণ সহচরী গনি॥
অরুণ চরণে মণি নূপুর রণরণি।
মুগধ গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি॥

১৬১।

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি।
জাগরে জরজর মনসিজ আগি॥
দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত।
না মিলল সুন্দরী ভৈ গেল প্রভাত॥
আজি ভেল তালে কুঝটি আঁধিয়ার।
ঐছে সময় ধনী চলু অভিসার॥
বিঘটি মনোরথ অবইতে কান।
ধনী চলু আন ছলে ম্লাব সিনান॥
যব দুহুঁ মিলল আন আন পন্থ।
দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥
যব দুহুঁ হরথে তরথে করু কোর।
বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর॥
গোবিন্দদাস দুলহ রস গাব।
তাগণ গঠই মদন পরতাব॥

১৬২।

ভূপালী।

সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান।
সব তীরিথ ফল, স্বামী সুমঙ্গল,
ভানুক কুণ্ডে সিনান॥
ঐছন বচন, কহল যব সো সখি,
গুরুজনে অনুমতি মাগি।
বহু উপহার, সকর্পূর চন্দন,
নেওল ভানুক লাগি॥
সবহু সখী মেলি, দেই হুলাহুলি,
চলতহি পন্থকি মাঝ।
সো বর সুন্দরী, করি পথ চাতুরী,
মিলায়ল নাগর রাজ॥
রাইক বদন চাঁদ, হেরি মাধব,
পূরল সব অভিলাষ।
দুহুঁ দরশনে, দুহু আরতি,
নব নব কহতঁহি গোবিন্দদাস॥

১৬৩।

ধানশী।

আজু লো শিঙ্গারে ধনী রে চলু বালা।
যুবজন হৃদয়ে কুসুম শর জ্বালা॥
হাসি দেখাওয়ে মুখ দশন জ্যোতি।
পঙারক মাঝে গাঁথল গজ মোতি॥

চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই॥
চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট।
বিকচ কমলে জনু খঞ্জন নাট॥
যৌবন মদে গতি মন্থর ভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জর গতি মদে মাতি॥
মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস॥

১৬৪।

গান্ধার।

কালীয় দমন, জগতে তুয়া ঘোষই,
সহচরী শুনইতে কাণে।
তুয়া সনে বাদ, করিয়া ধনী আওত,
মনমথ চড়ই ঝাপানে॥
মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি।
ত্রিবলীক মাঝে, লোম ভুজঙ্গিনী,
হেরইতে তুহু জানি ভাগি॥ ধ্রু॥
নয়ন কমল পর, যুগল ভুজগবর,
কাজর গরল উগারি।
মদন ধন্বন্তরি, আপে যব আওব,
সো বিখত বহি না সারি।
বেণী ভুজগবর, পীঠ পর দোলত,
চিরদিন ভুখিল পিয়াসে।
শুনইতে নাগ-দমন তনু কম্পিত,
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

১৬৫।

বেলোয়ার।

রাইক আগমন বাত।
শুনইতে উলসিত গাত॥
তাহে কহই নব কান।
নাগ-দমন মঝু নাম॥
খগপতি রহু মঝু পাশ।
যবহুঁ সে করব গরাস॥
বিকট মকর পুন হোয়।
এক না রাখব সোয়॥
দৈব করয়ে যব আন।
দংশয়ে হামারি বয়ান॥
রসনা ধন্বন্তরি আগে।
তঁহি পুন অমিঞা না রাগে॥
নির্বিষ হোয়ব তায়।
জীবত এহি উপায়॥
এত শুনি সহচরী গেল।
গোবিন্দদাস মতি দেল॥

১৬৬।

সারঙ্গ।

আনছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি, কুসুম তহি তোড়ই,
যতন তঁহি হার বনাই॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি,
আকুল মন নহে থির॥ ধ্রু॥
নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল,
নব কিশলয় তহি রাখি।
কুসুম যোরি, চিত ভেল আকুল,
হেরইতে থির দুই আঁখি॥
তৈখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল,
জরজর শ্যামর চন্দ।
গোবিন্দদাস পহু, সুবল করে ধরি,
চর চর নয়ন তরঙ্গ॥

সখী-শিক্ষা।

১৬৭।

সুহই।

দূর সঞে নয়ানে, নয়নে যব হেরবি,
নিয়ড়ে রহবি শির নায়ি।

পরশিতে শিহরি, করহি কর বারবি,
যতনে রোধ নিরমায়ি ॥
সুন্দরি অতএ শিখায়ই তোয় ।
বিনহি মান ধন, কিয়ে বহু বল্লভ,
কবহুঁ আপন বশ হোয় ॥ ধ্রু ॥
পুছইতে গোরী, চমকি মুখ মোড়বি,
হসইতে জনি তুহুঁ হাসি ।
করইতে মিনতি, শুনই না শুনবি,
কহবি আনহি আন ভাষ ॥
পড়ইতে চরণে, বারি দিঠি পঙ্কজে,
পূজবি সো মুখ চন্দ ।
গোবিন্দদাস কহ, যাক ধৈরজ রহ,
তাহে সে এত পরবন্ধ ॥

১৬৮ ।

ধানশী ।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার ।
কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি,
বেকত করবি কুলাচার ॥
ধৈরজ লাজ, করণ তুয়া সমুচিত,
শুনবি গুরুজন ভাষ ।
আপনক মান, আপে পুন রাখিবি,
যৈছে নহত উপহাস ॥
তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন,
কুল শীল গুণবন্ত ।
ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর,
ধন জন গরব অন্ত ।
ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর,
আনতহি দেয়বি চিত ।
গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ,
অনুরাগ গতি বিপরীত ॥

মিলন—সম্ভোগ ।

১৬৯ ।

ধানশী ।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি ।
পরিচয় দুলহ দূরে রহুঁ কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী ।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান ।
রাই করল আধ পদ পয়ান ॥
বিদগধ মাধব অনুভবে জানি ।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারইতে উপজল প্রেম ।
দরিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী ।
দেই রতন পুন লেয়ল চুরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস ।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥

১৭০ ।

ভূপালী ।

সুরত পিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি ।
করে কর বারই তরল নয়ানী ॥
হঠ পরিরম্ভণে পরশিত গাত ।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিণী রাই ।
শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই ॥ ধ্রু ॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন ভার ।
পীবইতে অধর রচই শীৎকার ॥
নখর পরশে ধনী চমকই গোরী ।
দংশইতে চমকি উঠই তনু মোরি ॥
কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ ।
আন আন মনে মনসিজ উনমাদ ॥
তৈখনে রোখত বহি পরসাদ ।
গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ ॥

১৭১।

কেদার।

ধর সখী আঁচর ভই উপচন্ধ।
বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিযন্ধ॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ।
রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥
পরশিতে তরসি (১)করহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ান জল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি।
চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥
শুতলি ভীত পুতলি সম গোরী।
চিত নলিনী আধ রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম।
রূপক কূপে মগন ভেল কাম॥

১৭২।

ধানসী।

পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী (২)।
মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥ ধ্রু॥
তঁহি প্রিয় সঙ্গিনী (৩) পরম রসালা।
দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মালা॥
টুটহুঁ জানি (৪) দুহুঁ পড়লহি(৫) বন্ধ।
দৈব বাঢ়ায়ল হৃদয় (৬) আনন্দ॥
সখীর বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি (৭)।
দুহুঁ গল মাল দূতী গলে দেলি॥
রাখল মরম সোহাগিনী নাম।
পরসাদ পাই দূতী করল পরণাম॥

ঐছন চিরদিন রহুঁ অঙ্গে অঙ্গ।
রতি পতি জানি কভু না কর বিভঙ্গ॥
ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ।
গোবিন্দদাসে রহুঁ অই খেদ (৮)॥

১৭৩।

কেদার।

রাধা মাধব, কুঞ্জহি পৈঠল,
রতিরণ রঙ্গ রসালা।
রণ বাজন ঘন, কোকিল কলরব,
ঝঙ্করু মধুকর মালা॥
সজনী হেরি দুহু দিঠি ঝাঁপ।
মনমথ সমরে, কুসুম শর কো কহুঁ,
সোঙরি জীউ কাঁপ॥ধ্রু॥
পহিলহি রাই, নয়ান শরে হানল,
আকুল কুঞ্জক রাজ।
ভুজ যুগ বরুণ- পাশে ধনী বাঁধল
নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥
রোখলি রাই তঁহি পুন হরি উরে
কুচ কাঞ্চন গিরি হান।
সো গিরিধরবর, নখরে বিদারল,
বিচলিত মানিনী মান॥
শ্রম ভরে দুহুঁ দুহুঁ অধর মধু পীবই
দুহু গুণ দুহুঁ পরশংস।
দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মুকুরে নিজ ছাহ হেরি
ভরমহি দুহুঁ করু দংশ॥
সিন্দূর দহন, বাণ হেরি মাধব,
মৃগমদ জলদে নিবাউ।
পিঞ্জ মুকুট ভয়ে বেণী ভুজঙ্গিনী
বিলুঠই মহী গাড়ি যাউ॥

১। রসিক—হ, লি, পু।
২। নব অনুরাগিণী নব অনুরাগী।
৩। এক রঙ্গিণী। ৪। তয়ে।
৫। পড়ু এক। ৬। ঘটাওল প্রেম।
৭। সখী মুখ হেরইতে উলসিত ভেল।

৮। বাহু পসারিয়া দুহুঁ দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দূরে গেও ময়ুর শিখণ্ড পীতবাস।
দুহুঁ গুণ গাওত গোবিন্দদাস—হ,লি,পু॥

মাতল মদন রাজ, মত্ত কুঞ্জর,
অলক অঙ্কুশ নাহি মান।
তোড়ল নীবিবন্ধ, গীমক বন্ধন,
নিরুপর দহুঁ নাহি জ্ঞান॥
রতি রণ তুমুল, পুলক কুল সঙ্কুল,
ঘন ঘন মঞ্জীর বোল।
নিজ মদে মদন, পরাভব পাওল,
কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
অনুখণ কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ঝঙ্করু,
রতি জয় মঙ্গল তুর।
মনমথ কেতু, মকর গতি যাওত,
গোবিন্দদাস কহ ফূর॥

১৭৪।

কেদার।

সৌরভে আগোরি, রাই সুনাগরী,
কনক লতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি, কোরে আগোরল,
কুঞ্জে ভুজঙ্গম রাজ॥
অব কিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ কোরে, ছোড়ি মুগধ সখী,
গমন যুকতি না যুয়ায়॥
চন্দ্রক চারু, ফণাগুণ (১) মণ্ডিত,
বিষ বিষ মারুণ দিঠি।
রাইক অধর, লুবধ (২) অনুমানিয়ে,
দনশক দংশন মিঠি॥
এক সন্দেহ, শীতকে ভীতহি,
পুলকিনী কাঁপই রাই।
গোবিন্দ দাস, কহ মিলি সবহুঁ,
সখা বুঝহি রস অবগাই॥

১। নাগগণ—হ, লি, পু। ২। করল বধ—হ, লি, পু।

১৭৫।

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি (৩) পতি গেহ।
ঘর(৪)সঙ্গে করল কিয়ে নবীন সুলেহ (৫)॥
সংশয়ে (৬) নব রতি (৭) পতি ভয়ে লাজ।
দোতিক পৈঠয়ে এছেন অকাজ॥
কি কহব রে সখি কছই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান॥ ধ্রু॥
যব্ ধনী যতনে কান্ত সঙ্গে ভেট।
অবনত (৮) নয়ানে বয়ান করু হেট॥
যব দুহুঁ সোঁপল করে কর আপি।
সাধসে ধরল দুহুঁক তনু কাঁপি॥
যব দুহুঁ পায়ল মদন শয়ান (৯)।
না জানিয়ে কৈছে করল পাঁচ বাণ॥
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ সে সেয়ানি (১০)
হরি করে সোঁপিল হরিণ-নয়ানী॥

১৭৬।

কেদার।

কানু বদন হেরি, উছলিত অন্তর,
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে, ছল ছল লোচন,
কেলি সমাগমে কাঁপ॥
দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ।
কানুক দরশে, ঐছে রেয়াকুল,
দরশনে ইহচিত রঙ্গ॥ ধ্রু॥
রাই বদন হেরি, লুবধল মাধব,
কোরে বৈঠায়লি গোরী।

৩। বসতি। ৪। দূর। ৫। ঘরসে করসে নয়ন সিলেহ। ৬। নিরসয়ে।
৭। নিবসে নরপতি—গী, চি, ম।
৮। চমকিত—হ, লি, পু।
৯। সুয়ান। ১০। আজানি।

কুচে কর পরশনে, চমকি উঠয়ে ধনী,
চুম্বনে রহু মুখ মোরি ॥
ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভণ,
অধরে অধর রস নেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ, পূরল মনোরথ,
নব নব সঙ্গম ভেল ॥

১৭৭।

ভাটিয়ারি।

তনু তনু (১) মিলনে উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম (২) ॥
কনক লতায় জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল ॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম (৩) তরঙ্গ ॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দ দাস (৪) দুহুঁক গুণ গান ॥

১৭৮।

বিহাগড়া।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর ॥
দুহুঁ দোহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দ দাস ॥

১৭৯।

কেদার।

পহিল সমাগম রাধা কান।
রতিরসে মগন ভেল পাঁচবাণ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ মুখ বিলোকনে দুহুঁক দরশনে
আনন্দ নীর দিঁ ঝাঁপই রে।
আরতি পরশতি, কুচ কনকাচল,
গিরিধরবর, কর কাঁপই রে ॥
গদ গদ ভাবে আলাপই দুহুঁ দুহুঁ
চুম্বনে নয়ন লুটাই রে।
দুহুঁ পরিরম্ভণে, দুহুঁ পুলকায়িত,
অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে।
দুহুঁ রসে ভাসি, দুহুঁ অবলম্বই,
রঙ্গ তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ।
নব নাগরী সঞে, নাগর শেখর,
ভুলল গোবিন্দ দাস পহুঁ ॥

১৮০।

কেদার।

কুটিল কটাক্ষ বিশিখ ঘন বরিষণে
দূর করু (৫) বিবিধ তরঙ্গ।
নিজ তনু ঔষধ সরস পরশ দধি
লেপে স্থগিত (৬) করু অঙ্গ ॥
সুন্দরী ধনী পিতাম্বরী তুহুঁ ভেল।
এক হিল্লোলে, শ্যামরস সাগরে,
সবহুঁ সার হরি নেল ॥ ধ্রু ॥
দূর অবগাহ, মন্থর মহামন্থর (৭),
মদন কমঠ অবগাহ।
উচ কুচ মন্দর, হার ভুজঙ্গম (৮)
মেলি মথন নিরবাহ ॥
অধর সুধা পীয়, প্রেমলছিমী হিয়,
বাহিরে নখ পদ চন্দ।
প্রতি তনু ভাব(৯), রতন পরিপূরণ (১০),
গোবিন্দ দাস রহুঁ ধন্দ ॥

১। দুহুঁ দুহুঁ। ২। বরিন্দ্র ঘরে জনু বরিষল হেম। ৩। মদন। ৪। কহ পহুঁ শেখ কান—হ, লি, গু।

৫। দূরে করি। ৬। স্থথকিত। ৭। অন্তর মাহা মন্থর। ৮। ভুজগবর। ৯। প্রীতি অনুভাব। ১০। পূরল—প, ক, ত।

১৮১।

ভূপালী।

হিম ঋতু নিশি নিশি দিশি রাত।
হিমকর শীকর-নিকর নিপাত॥
মদন জলধি তলে তঁহি দেহ ঝাঁপ।
মিলল শ্যাম তনু থর হরি কাঁপ॥
সুন্দরী দূরে কর কপট শয়ন।
নীল নিচোলে নিচল ভেল কান॥
ঝল মল মন্দির মণিময় বাতি।
সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি॥
তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ।
ধনী ধনী মনসিজ রস নিরবাহ॥
শুনইতে ঐছন সহচরী বোল।
মধুরিম হাসি গোরীতনু মোর॥
হরি পরিপূরিত মানস কান।
গোবিন্দ দাস গাওয়ে গুণ গান॥

১৮২।

কেদার।

রতি রণ রঙ্গ,- ভূমি বৃন্দাবন,
রণ বাজন-পিকু রাব।
দুহুঁ চড়ল মনোরথে দোসর মনমথে(১)
পরিমলে অলিকুল ধাব॥
দেখ রাধা মাধব মেলি।
দুহুঁক চপল চরিত, নাহি সমুঝিয়ে,
কিয়ে কলহ, কিয়ে কেলি॥ধ্রু॥
জরজর চন্দন, কর কুচ কঞ্চুক,
বিপুল পুলক ফুল বাণ।
দুহুঁ (২) নূপুর ধ্বনি, দুহুঁ মণি কিঙ্কিণী
কঙ্কণ বলয়া নিশান॥
দুহুঁ ভুজ পাশ পরি, দুহুঁ জন বন্ধন (৩)
অধর সুধা করু পান।
আকুল বসন, চিকুর শিখী চন্দ্রক (৪),
গোবিন্দদাস রস গান (৫)॥

১৮৩।

কেদার।

পেখলু রে সখি যুগল কিশোর।
কালিন্দী তীর নিকুঞ্জক ওর॥
নব নব (৬) রূপ, নিরুপম লাবণী,
মরকত কাঞ্চন কাঁতি।
নারী পুরুখ দোঁহে, লখই না পারই,
অছু পরিরম্ভণে ভাঁতি॥
ঘন ঘন চুম্বনে, লুবধ বদন দুহুঁ,
বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি মরম, ভরম পরিপূরল,
কো বিধুমণি কোই ইন্দু॥
সিন্দুর অরুণ, বদনে বিধু মণ্ডল,
সঘনে উদিত আধ মেলি।
গোবিন্দ দাস, কহই অপরূপ,
নব রাধা মাধব কেলি॥

১৮৪।

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ।
অপরূপ কো বিহি রস নিরবাহ॥
ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার।
দামিনী দহই ঝলকে অনিবার॥
ঐছে সময়ে বর রাধা কান।
কুঞ্জক মাঝে বৈঠি এক ঠাম॥
দুহুঁ তনু মিলল মনমথে মাতি।
দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি॥
অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন কেলি।
গোবিন্দদাস হেরই সখী মেলি॥

১। মনমথ মদ কুঞ্জরে। ২। ঘন।
৩। ঘন বান্ধয়ে।

৪। মণিময় আভরণ।
৫। পরমাণ—হ, লি, পু। ৬। সমবয়।

১৮৫।

ভাটিয়ারি।

বৃন্দাবিপিনে বিহরই মাধব মাধবী সঙ্গিয়া।
দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন, গাওত সুললিত,
চলন নর্ত্তন গতি ভাঁতিয়া॥ ধ্রু॥
শ্রবণ যুগলে, কুণ্ডল শোহই,
নব কিশলয় তোড়িয়া।
দুহুঁ কাঁধে, দুহুঁ ভুজ শোহই চুম্বই,
মুখ শশী মোড়িয়া॥
মত্ত কোকিল, মুরলি তাহে বাওত,
নাচত শিখীগণ মাতিয়া।
তেজি মকরন্দ, ধাই বেড়ল,
মুখর মধুকর পাঁতিয়া॥
সকল সখীগণ, কুসুম বরিষণ,
আনন্দ ও রসে ভোরিয়া।
গোবিন্দ দাস, কবই হেরব,
ও রস সায়রে গাহিয়া॥

১৮৬।

কেদার।

দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল, (১)
ভুজযুগ (২) বন্ধন ঝাঁপি।
আভরণ হীন তনু, পরশই বিপুল,
পুলক ভরে কাঁপি॥
দেখ সখি রাধা মাধব সঙ্গ। (৩)
রতিরণ লাগি, জাগি দুহুঁ যামিনী,
না হেরিয়ে জয়াজয় ভঙ্গ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন চুম্বন, দুহুঁ অচেতন,
অধর সুধারসে মাতি।
প্রেম তরঙ্গে, তনু মন পূরল, (৪)
চুরল (৫) মনমথ হাতী॥
গদগদ আধ, আধ পদ কহই, (৬)
মদন মুরছন বাণী।
দুহুঁ দুহুঁ মরমে, মরম ভাল সমুঝই,
গোবিন্দদাস ভালে (৭) জানি॥

১৮৭।

শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী, বরত সমাপনি
গুরু গৌরব ভয় ছোড়ি।
গুরু (৮) জন দিঠি কণ্টক তরি (৯) আওলি
মনহি মনোরথ ভোরি॥ (১০)
শুন মাধব তোহে সোঁপনু ব্রজ বালা।
মরকত মদন, কোই জন পূজই, (১১)
দেই নব কাঞ্চন মালা॥ ধ্রু॥
তুহুঁ অতি চপল, চরিত জনু ষট্পদ,
কমলিনী বিপিন গোঙারি। (১২)
মৃদুল (১৩) শিরিষ, কুসুম জনু তোড়ই,
লহু লহু কবরী (১৪) সঞ্চারি॥
তরুণী সমাজে, শুনি জনু দুরজন,
হাসি না দেই করতালি।
দূতিক মিনতি, এতহুঁ তুয়া পদতলে,
গোবিন্দ দাস কহে ভালি॥ (১৫)

১৮৮।

সুহই।

ও নব জলধর অঙ্গ।
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥
ও নব মরকত ঠাম।
ইহ কাঞ্চন দশ বাণ॥

১। আনল। ২। ভুজে ভুজে—প, ক, ত। ৩। অঙ্গ—হ, লি, পু। ৪। নয়ন পরিপূরল—প, ক, ত। ৫। বাড়ল।

৬। বদনহি। ৭। কিয়ে—হ, লি, পু। ৮। দুর। ৯। তেজি। ১০। ভোরি। ১১। পূজল। ১২। গোঙারি। ১৩। মদন। ১৪। লহ সহ রসি—হ, লি, পু। ১৫। বলিহারি—গী, চি, ম।

দেখ রাধা মাধব মেলি।
সুরতি মদন রস কেলি ॥ ধ্রু ॥
ও মুখ চন্দ্র উজোর।
ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥
ও তনু তরুণ তমাল।
ইহ হেম জ্যোতি রসাল ॥
ও তনু পদুমিনী সাজ।
ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥
গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ।
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ ॥

১৮৯।

কামদ।

দেখ রাধামাধব রঙ্গ
দুহুঁ দুহুঁ মিলনে, আনন্দ বাঢ়ল,
দুহুঁ মনে উদিত অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
দুহুঁ কর পরশিতে, সপুলক দুহুঁ তনু,
দুহুঁ দুহুঁ আধআধ বোল।
কিঙ্কিণী নূপুর, বলয় মণি ভূষণ.
মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল ॥
রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন,
হেরইতে লোচন ভোর।
আবেশে অবশ তনু ভেল অতি আকুল
জলধরে বিজুরী উজোর ॥
ঘন ঘন চুম্বনে, দুহুঁ মুখ দরশনে.
মন্দ মধুর মৃদু হাস।
শ্যাম তমালে, কনক লতা বেঢ়ল,
নিছনি গোবিন্দদাস ॥

১৯০।

ধানশী।

বঁধু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ।
গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥
তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়।
মুগধল জন তব জীবন পায় ॥
পহিলহি ঝারবি দিঠে পসারি।
করে কর পঞ্জনে ভার সম্ভারি ॥
শ্রম জল অঙ্গহি করবি বিথার।
কুচযুগ কলসে করবি পানীসার।
খর নখ-রঞ্জনী তুয়া নখ মানি।
ঝাঁরবি নিরবিষ উরপর হানি ॥
যতনে অধর ধরি অধর রস দেবি।
অধরক দংশনে অধর রস নেবি ॥
রজনী উজাগরি রহবি আগোরি।
গোবিন্দদাস গুণ গায়বি তোরি ॥

রসালস।

১৯১

রজনী জনিত জাগরি, নাগর নাগরী,
শুতল কিশলয় শেজে।
রতি রস অলসে, অবশ কলেবর,
দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে ॥
সজনি শুতি রহুঁ নিলজ কান।
রাই জাগাই, লেচল মন্দির,
জানই হোত বিহান ॥ ধ্রু ॥
রাই কবরী, বাঁধই সম্বরি,
পিঞ্ছ মুকুট গাড়ি যাউ।
মণিময় মুদুরি, মোহন মুরলি,
এ দুহুঁ লেও চোরাও ॥
ঘুমল কান, যুকতি শুনিয়ে সব,
রাইক কোরে আগোরি।
গোবিন্দদাস, পহুঁ চতুর শিরোমণি,
নিবসল সহচরী কোরি ॥

১৯২।

কেদার।

দেখ গোরী শুতল শ্যামর কোর।
লাগল নীল রতনে, কিয়ে কাঞ্চন,
কুবলয় চম্পক জোর ॥ ধ্রু ॥

গোরী সুনাগরী, অধরে অধর ধরি,
ঘুমল বিদগধ চোর।
কনয় কমলে অলি মাতি রহল জনু
হিমকরে শ্যামর চকোর॥
তুঙ্গ মনোহর, পীন পয়োধর,
রাতুল করতল সাজ।
উলটল কমল, বিকচ করে কাঁপল,
কনয় ধরাধর রাজ॥
নাগর গুরু উরু, নাগরী বেঢ়ল,
নাগর ভুজ বেঢ়ি অঙ্গে।
জলদ বিজুরী জনু, বেঢ়ল দুহু তনু,
গোবিন্দদাস কহুঁ রঙ্গে॥

১৯৩।

বিভাস।

বৃন্দাদেবী সময় জানিয়া।
সখীগণে কহে সম্বোধিয়া॥
দেখ নিশি বহি গেল।
দশদিশ অরুনিম ভেল॥
নিজ নিজ সুমধুর স্বরে।
জাগাও মোর শ্যাম নটবরে॥
বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া।
রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া॥
অহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মোরা কিছু করি নিবেদন॥
সুবদনী কর অবধান।
নিশি গেল হৈয়াছে বিহান॥
জাগ জাগ যুগল কিশোর।
অরুণ কিরণ হেরি ঘোর॥
কুমুদিনী তেজি অলি ধায়।
আরত থাকিতে না যুয়ায়॥
সখী মুখে শুনি চমকিত।
গোবিন্দদাস চিত ভীত॥

১৯৪।

কেদার।

রতিরস ছরমে, শ্যাম হিয়ে শুতলি,
শরদ ইন্দুমুখী বালা॥
মরকত মদনে, কোই জনু পূজল,
দেই নব কাঞ্চন মালা॥
শ্যাম বয়ান পর, বয়ান বিরাজই,
উরপর কুচযুগ সাজে।
কনক কুম্ভ জনু, উলটি বৈসায়ল,
মদন মহোদধি মাঝে।
যোড়ল তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন,
অধরহি অধর মিশান।
বেঢ়ল মৃণালে, হেম নীলমণি জনু,
বাঁধিল যুগ এক ঠাম॥
ঘন সঞে দামিনী, দুকুলে দুকুল,
জনু দুহুঁ জন এক পটবাস।
চরণে বেঢ়িয়া, চারু অরুণ সরোরুহ,
মধুকর গোবিন্দ দাস॥

১৯৫।

কেদার।

রজনী উজাগরি নাগর নাগরী
আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে।
অতিহুঁ রভস ভরে শ্যাম নাগরীর কোরে
অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে॥
দেখ সখি অপরূপ ছাঁদে।
শ্যাম নাগরের কোরে শুতিয়া রহল ধনী
কানু নেহারি মুখ চাঁদে॥ ধ্রু॥
কুঞ্চিত কুন্তল ভালে লাগিয়াছে
সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে।
ফুয়ল কবরী আধ বিনন পাটের জাদ
বীত খসল কর বামে॥
নীল বসন ভিগি, অঙ্গে লাগিয়াছে,
শ্রী অঙ্গ দেখিতে উদাস।

যৈছে চাঁদ কলা, মেঘে গরাসল,
নিরখই গোবিন্দ দাস ॥

১৯৬।

রামকেলি।

হিমকর কিরণ মলিন নলিনীগণ
হাসই অরুণ কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোলে ভ্রমর কুল আকুল
তেজত কুমুদিনী কোর ॥
কৈছে ঘুমাওত যুগল কিশোর।
চৌঙকি কহত শুক সারীক জোর ॥ ধ্রু ॥
কিশলয় শয়নে, নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন গোরী।
কিয়ে কুসুম শর তুণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতিরসে ভোরি ॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জনু যাওত
জাগাহুঁ সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনইতে কাতর
কোন কয়ল রস বাদে ॥

১৯৭।

ললিত।

গগণহি মগন, সগণ রজনীকর,
চলু চরমাচল ওর।
পদ্মিনী বদন, মধুপ ঘন চুম্বই,
তেজই কুমুদিনী কোর ॥
জাগহুঁ রে বৃষভানু কুমারি।
শ্যামরু কোরে গোরী কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক সারী ॥ ধ্রু ॥
যামিনী তিমির থির নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ রুচি রঞ্জ।
নাগরী নীল, পটাঞ্চলে লাগল,
জনু বিরহানলে অঞ্চ ॥
চৌরি রভস রস, এতহুঁ সুধাধস,
দুরজন রহ পথ জোই।

গোবিন্দদাস কহ, জানি চলয়ে সখী,
পিকু বোলত অই অই ॥

১৯৮।

কেদার।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরি মুখ, অলস বিলোচন,
চেতন রতন চোরায়লি গোরী ॥ ধ্রু ॥
ঝামর বদন, শ্যামি ঘন চুম্বনে,
প্রাত ধূষর শশধর কাঁতি।
চম্পক মাল, লজিত করে বাম্বই,
পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি ॥
বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত,
নখপদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসনে, চমকিত তনু ঝাপই,
রস আবেশে চলু চলই না পারি ॥
লহু লহু হাসে সম্ভাষই সহচরী,
সচকিত লোচনে দশদিশা চাই।
গোবিন্দদাস কহ, জানব গুরুজন,
চলহ তুরিত ঘরে যাই ॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

১৯৯।

কেদার।

ধনি ধনি রমণী (১) শিরোমণি রাই।
নয়নক ওর করত নাহি মাধব
নিশি দিশি রস অবগাই ॥ ধ্রু ॥
করতলে কুঙ্কুমে, ওমুখ মাজই,
অলক তিলক লিখি ভোর ॥
সজল বিলোকনে, পুন পুন হেরই,
আকুল (২) গদ গদ বোল ॥

১। ধনীর মণি। ২। ভাবই।

লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই,
নব কুবলয় শ্রুতি মূল।
অতসী কুসুম, অরি ললিত হৃদয়ে,
ধরি কুপণ হেম সমতুল॥
যাবক চিত্র, (১), চরণ পর লেখই,
মদন পরাজয় (২) পাত।
গোবিন্দদাস, কহই ভাল হোয়ল,
কানুক আর কত হাত॥

২০০।

কেদার।

আনন্দ নীর, যতনে হরি বারত,
অলকা তিলকা নিরমাই।
কুঞ্চিত লোচনে, হরি মুখ হেরইতে,
থরহরি কাঁপই রাই॥
দেখ সখি রাধা মাধব লেহ।
নাগরী বেশ, বনাওত নাগর,
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥ ধ্রু॥
কোরহি মাতি, পুনহি হরি সাজত,
পীন পয়োধর জোর।
ঘামল কর পঙ্কজ, জলে ধোয়ায়ল,
মৃগমদ চিত উজোর॥
মরমক বোল, কহত দুহুঁ আকুল,
রোধল গদ গদ ভাষ।
অধর বিলোকনে, ইঙ্গিতে কি কহল,
না বুঝল গোবিন্দদাস॥

২০১।

ভূপালী।

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সীঁথি বনাই বাঁধল পুন কবরী॥
তঁহি সম রেহ সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ ইন্দু॥
এ হরি রতি (৩) রস অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাই পুন (৪) বার॥
কাজরে উজোরই লোচন ভ্রমরী।
শ্রুতি অবতংস কিশলয় চমরি॥
পীন পয়োধরে থির কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জই নখপদ ছাপি॥
বিগলিত কঙ্কু বলয়গণ মোর।
সীধে সীধায়ই (৫) নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দ দাস দেখউ পরতেক॥

২০২।

কামদ।

ধনী মুখ পঙ্কজ, কুঙ্কুমে মাজই,
বিদগধ বর-কান।
রচইতে সিন্দূর, গর গর অন্তর,
অঝরে ঝরে নয়ান॥
দেখ সখি রাধা মাধব কেলি।
দুহুঁ সুখ-সাগরে, আনন্দে ভাসল,
দুহুঁ রসে নিমগন ভেলি॥ ধ্রু॥
বয়ন কঠোর, জোর কুচ মণ্ডল,
যছু পদে বিদগধি সাজ।
মৃগমদচিত, অগুরু করু পল্লব,
মুগধল মনসিজরাজ।
আনন্দ নীর, নয়ন ভরি আয়ত,
কাঁচলি করি নিরমাণ।
নীল বসন মণি, তছু পরি কিঙ্কিণী,
হেরইতে হেরল গেয়ান॥
মঞ্জুল মঞ্জীর, চরণ পর রঞ্জই,
মুকুর ধর নিজ পাশ।
নিজ তনু হেরি, হাসি তোহে সোঁপল,
হেরল গোবিন্দ দাস॥

১। রচিত। ২। পরাভব—হ, লি, পু
মৃগমদ চিত, অগুরু করু পল্লব,
মুগধল মনসিজ রাজ॥

৩। অতি—গী, চি, ম।
৪। ঘটই কত—হ, লি, পু।
৫। পিধায়ই—গী, চি, ম।

২০৩।

রামকেলি।

এ ধনি এ ধনি (১) করু অবধান।
কহ পুন কি করব অনুগত কান॥
পহিলহি তোহার বচন পরমাণে।
কিশলয় সাজনু মদন শয়ানে॥
চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল।
যতি খনে শ্রমজল সব দূরে গেল॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি।
বকুল মাল সঞে বাঁধনু কবরী॥
অঞ্জনে রঞ্জনু এ দুহু নয়না।
তাম্বুলে পূরল পঙ্কজ বয়না॥
মৃগ মদে লিখইতে উচ কুচ জোর।
কাঁপে চপল কর পল্লব মোর॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোরী।
গোবিন্দ দাস গুণ গায়ব তোরি (২)॥

শ্রীমতীর রসোদ্গার।

২০৪।

ধানশী বা সুহই।

হৃদয় মন্দিরে, মোর কানু ঘুমাওল,
প্রেম প্রহরী রহু জাগি।
গুরুজন গৌরব, চৌর সদৃশ (৩) ভেল,
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ ভাগি॥
সজনি এতদিনে ভাঙ্গল ধন্দ।
কানু অনুরাগ— ভুজগে গরাসল, (৪)
কুল দাদুরী মতি মন্দ॥ ধ্রু॥

১। সুন্দরী অব তুহুঁ।
২। পুন গায়ব তোরি—গী, চি, ম।
৩। রসিক—গী, চি, ম। ৪। পরাশল।

আপনক চরিত আপনি নাহি সমুঝিয়ে
আন করত হোয় (৫) আন।
ভাবে ভরল তনু(৬)পরি(৭)জন বাঁচিতে (৮)
গ্রহপতি (৯) সপতিক ঠাম॥
নিদহি নিদ, নয়ানে না হেরিয়ে,
না জানিয়ে কি ভেল আঁখি।
অতএ (১০) পরমাদ, কহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস এক (১১) সাথী॥

২০৫।

সিন্ধুড়া বা গান্ধার।

কাজর তিমির, ভরম জনু রুচি,
নিবসই কুঞ্জ কুটীর।
বাঁশী নিশাসে, মধুর বিষ উগারই,
গতি অতি কুটিল সুধীর॥
সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ।
সো মঝু হৃদয়, চন্দন রুহে লাগল,
ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥ ধ্রু॥
লোচন কোণে পড়ত যব নাগরী,
রহই না পারিয়ে (১২) থির।
কুঞ্চিত অরুণ, অধর ভরি (১৩) পিবই,
কুলবতী বরত সমীর॥
এক অপরূপ, নয়ন বিষ তাকর,
মোটয় (১৪) দংশন দংশে।
বিষস্যোষধি, বিষ অবধারল,
গোবিন্দদাস পরশংসে॥

২০৬।

বরাড়ী বা কৌরাগিণী।

বেণুক ফুক বুক, মদনানলে, (১৫)
কুল ইন্ধনমে (১৬) জোরি। (১৭)

৫। কহিতে কহি। ৬। মন। ৭। গুরু।
৮। বাঞ্ছিত। ৯। গৃহপতি। ১০। যতত্র।
১১। ভালে।
১২। না পরই। ১৩। অধরে ধরি।
১৪। মোটয়ে।
১৫। মদনানল। ১৬। মাহা।
১৭। আগি।

দরশন পাঁনি, তুহুঁ পরশে গোহায়ল, (১)
প্রমজল জারল (২) বারি ॥
সজনি কানু সে শৈল (৩) সোণার।
মবু মন কাকম, আপন প্রেমধন, (৪)
জোরি পিঁধায়ল হার ॥ ধ্রু ॥
নব অনুরাগ, রঙ্গে পুন রঞ্জল, (৫)
মূল না জানয়ে কোই।
গুরুজন নয়ন, চোর পথ,
ছাপিয়ে, (৬) প্রাণনাথ সোগোই (৭)
যো রস আগরি, বিদগধ নাগরী,
হেরতহি তাকর সাধ।
গোবিন্দদাস কহ, আন আন বচন,
হোয়ে জনি (৮) পরমাদ ॥

২০৭।

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে।
রসিক মুকুট মণি, নায়ক হইয়া কেনে,
এতেক আদর মোরে করে ॥ (৯)
আউলাঞা কবরী ভার বেশ করে বার বার
বসন পরায় কুতূহলে।
রাখিয়া(১০)আপন উরে নূপুর পরায় মোরে
চরণ পরশে করতলে ॥
মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে লালসা পাইয়া রসে
প্রাণনাথ (১১) বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে গণিয়া রাখিবে মনে,
এতনু তোমারে দিনু দিনু ॥

বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি কালিয়া কস্তরী খানি
ও রাঙ্গা চরণ তলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহুক মোর,
নিগূঢ় মরম তার সাখী ॥
বিদগধ শ্যাম রায় বীজন করয়ে গায় (১২)
আপনে ভুঞায় (১৩) গুয়া পান।
গোবিন্দ বোলয়ে ধনি১৪ শুন ওগোঠাকুরাণী১৫
তুমি সে কানুর এক প্রাণ ॥ (১৬)

২০৮।

শ্রীগান্ধার।

দরশনে মোর নয়ন যুগ (১৭) ঝাঁপি।
করইতে কোর তুহুঁ ভুজ কাঁপি ॥
দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ।
নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ ॥
চেতন না রহুঁ চুম্বন বেরি।
কো জানে কৈছন রভস রস কেলি ॥
যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী।
তাকর চরণ কমল পর সেবি ॥
কানুক পরশে যতহুঁ অনুভাব।
অনুভাবি আপ পরক সমুঝাব ॥
তবহুঁ(১৮) জগতি ভরি ঘোষিত(১৯) এহ।
রাধা মাধব অবিচল (২০) লেহ ॥
এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ।
গোবিন্দ দাস চিতে না (২১)
ভাঙ্গে (২২) বিবাদ ॥

১। সোহাগল। ২। জোরল। ৩। ছৈল।
৪। মণি—প, ক, ত।
৫। বঞ্চল—গী, চি, ম। ৬। চোর পরে।
৭। সম গোই। ৮। কহই, আন হেরিলে জানি হোয়ত জনি—প, ক, ত।
৯। নাগর হইয়া জো এত না আদর কেনে করে। ১০। বসাঞা। ১১। বন্ধুয়া।

১২। বসনে করয়ে বায়। ১৩। যোগায়।
১৪। গোবিন্দ দাসের বাণী।
১৫। রাধা বিনোদিনী।
১৬। তেঞি তুহি শ্যামের পরাণ—প, ক, ত। ১৭। দুহুঁ দিঠি।
১৮। অবহুঁ। ১৯। অকিরীত।
২০। সুদৃঢ়। ২১। নাহি।
২২। ভাঙ্গব—হ, লি, পু।

২০৯।

সুহই।

আধক আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে,
যব ধরি পেখনু কান।
কত শত কোটি, কুসুম শরে জরজর,
রহতকি যাত পরাণ॥
সজনি জানলু বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই,
তছু পায় মঝু পরণাম॥
সুনয়নী কহত, কানু ঘন শ্যামর,
মোহে বিজুরী সম লাগি।
রসবতী তাক, পরশ রসে ভাসত,
হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥
প্রেমবতী প্রেম, লাগি জীউ তেজত,
চপল জীবনে মঝু সাদ।
গোবিন্দ দাস ভণে, শ্রীবল্লভ জানে,
রসবতী রস মরিযাদ॥

২১০।

বরাড়ী।

যাহা দরশনে তনু পুলকে না ভরই।
যাহা কর পরশনে টুটত বোলই॥
যাহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই।
যাহা ঘন চুম্বনে বদন না টুটই॥
এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি।
যব হোয়ব হেন মনোভব কেলি॥ ধ্রু॥
যাহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বলই।
যাহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥
যাহা মণি নূপুর তরলিত কলই।
যাহা ঘন চন্দন শ্রম জলে গলই॥
যাহা নাহি ঐছন রস নীর বহই।
তাহা পরিবাদ গোবিন্দ দাস কহই॥

২১১।

ধানশী।

যব হরি পাণি, পরসে ঘন কাঁপসি,
ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন, মণিময় আভরণ,
কেশ পরাবলি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না মঝু খসি কাজ।
যাহে বিন্দু জাগয়ে নিদহুঁ না জীবসি,
তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥ধ্রু॥
করইতে কোরে, জোরি তনু বল্লরী,
নহি নহি বোলসি থোর॥
চুম্বনে বেরি, মুখ মোড়সিলু,
জনু বিধু লুবধ চকোর॥
যব হোয়ে নাহ, রতন রত অবিরত,
বারত জানি অভিলাষ।
গোবিন্দ দাস কহ, নহ বহু বল্লভ,
কৈছে রহত নিজ পাশ॥

২১২।

গান্ধার।

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি,
তুমি সে বেদনী সই।
সে রস ধাধসে, ধস ধস হিয়া,
তেঞি সে তোমারে কই॥
ও নব নাগর, রসের সাগর,
আগোর সকল গুণে।
সে সব চরিত (১), আদর পিরীত (২),
ঝুরিয়া (৩) মরি যে মনে॥
পিরীতি বল, কত না ছল,
সে কি নাশে আকুতি সাধে।
মান নাশিয়া, মধুর ভাখিয়া,
হাসিয়া মরম বাঁধে॥
সে মোরে কোলেতে, করিয়া ভাবিয়া,
বদনে বদন দিয়া।
মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া,
পরাণ লইল পিয়া॥

১। সে রস পিরীতি। ২। আরতি।
৩। বুঝিয়া।

কাঁচুয়া কাড়িয়া, সে রস লুটিয়া,
তুলিয়া (১) মধুপ জনু।
কমল কোরক, ভরমে কি কৈল (২)
শুণেতে ঘুণিত তনু॥
ও দিঠি চাতুরি, মুখের মাধুরী,
লহরী কত বা (৩) আর।
এ সুখ শুনিতে (৪), ঝুরিয়া মরয়ে (৫),
দাস গোবিন্দ ছার॥

২১৩।

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে।
পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥
প্রতিপদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান।
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে।
নাশা পরশিয়া রহিনু দূরে॥
হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ।
তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দ দাস॥

২১৪।

সিনান দুপুর সময় জানি।
তপত পথে গিয়া ঢালয়ে পানী॥
কি কহব সখি পিয়ার কথা।
কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥ ধ্রু॥
তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে।
হেন বেলে পিয়া পাতয়ে হাতে॥
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই।
পদ চিহ্ন তলে লুটয়ে তাই॥
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে।
ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥

১। অলিয়া। ২। হৈল। ৩। বহয়ে।
৪। শুনিঞা। ৫। বুঝিয়া মরুক—
প, ক, ত।

গোবিন্দ দাসের জীবন হেন।
পিরীতি বিষম মানহ কেন॥

২১৫।

বিভাস।

নব ঘন কিরণ, বরণ নব নাগর,
মন্দিরে আওল মোর।
লোল নয়ান কোণে, মদন জাগাওল,
মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥
সজনি কি কহব রজনী আনন্দ।
স্বপন বিলোকনে, কিয়ে ভেল দরশন,
মবু মনে লাগল ধন্দ॥ ধ্রু॥
উরপর কমল, পাণি অবলম্বনে,
দূরে করল আনো আন।
নীবিহক বন্ধ, বিমোচল নাগর,
কি করল কিছুই না জান॥
তৈখনে মদন, কুসুম শর হানল,
জরজর জীবন মোর।
গোবিন্দ দাস কহ, গোরী আরাধন,
বিফল কি যাইবে তোর॥

২১৬।

ধানশী বা শ্রীগান্ধার।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন।
নিমগন কতহুঁ রমণী মন মীন॥
শ্রবণ মকর, গীম কম্বু বিরাজ।
হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ॥
এ সখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর।
কৈছে ধয়লি কুচ কনয় কটোর॥
যছু মুখচাঁদ সুধাময় হাস।
গরলহি ভরল নয়ন পরকাশ॥
অধর পওার দশন মণি মোতি।
রোচন তিলক মৈনাকক জ্যোতি॥
সুর তরু কুসুম সুগন্ধ নিবাস।
চূড়া জলদ, পিঞ্ছ ধনু ভাষ॥

গতি গজ রাজ চরণ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥

২১৭।

বিভাস।

যো গিরি গোচর, বিপিনহি সঞ্চরু,
কুশকটি কর অবগাহি।
চন্দ্রক চারু, ছটাপরি মণ্ডিত,
অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরী ভাগে তুহুঁ হরিণ নয়ানী।
সো চঞ্চল হরি, পিয়া পিঞ্জর ভরি,
কৈছনে ধরলি সয়ানি॥ধ্রু॥
কত বর দন্তীক, রহি কর বারত,
দশনহি গণ্ড বিদারি।
বলকয়ে খরতর, নখর শিখর সঞে,
মোতিম বনহি বিথারি॥
অধর সুধা দেই, পুনহি জীয়ায়ই,
পুন নিরমদ করি তেজ।
গোবিন্দ দাস ভণ, তাক শয়ন পুন,
অহনিশি কিশলয় শেজ॥

২১৮।

ধানশী।

পহিলহি কুল, তুল সম উয়ল,
যা কর বেণুক ফুকে।
ধরম করম মতি, ভরম সদৃশ ভেল,
নারী গিরি সম দুখে॥
সজনি কি হাম করব উপায়।
হেরইতে সো কানু আপনি আপন তনু,
কাহে করত অন্তরায়॥ ধ্রু॥
নয়নহুঁ নিদহুঁ, নয়নে না হেরই,
হানল ফুলশর বাণ।
যত পরমাদ, কহই না পারিয়ে,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

২১৯।

ধানশী।

শ্যামর তনু কিয়ে তিমির বিরাজ।
সিন্দূর চিহ্ন কিয়ে আর কত সাজ॥
তরল তার কিয়ে টুটল হার।
নখ পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥
ঐছে দোষাকর হেরইতে কান।
প্রাতরে পহিল রজনী ভেল ভান॥
পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর।
ঢীট কানাই কয়ল মোহে কোর॥
তবহুঁ যতন করি করইতে মান।
হাস কুমুদে তঁহি সব কর আন॥
মানিনী মান গরব গেল চুর।
নাগর আপন মনোরথ পূর॥
তবহুঁ না জানলু দিন কি রাতি।
গোবিন্দ দাস কহে সমুচিত শাতি॥

২২০।

সুহই।

সজনি কি কহব রাইক সোহাগি।
যা কর দেহলি, বদরি কোরে ধরি,
রজনী পোহায়ল জাগি॥ধ্রু॥
কোকিল সম হরি, সঙ্কেত করইতে,
দ্বার খসাইতে রাধা।
কঙ্কণ ঝনকিতে, গুরু জন জাগল,
পড়ি গেও দারুণ বাধা॥
ননদী বোলে ধনী, কো বাহিরায়ত,
ভীত পুতলি সম দেহা।
লোরে মিটাওল, পীন পয়োধর,
মৃগমদ কুঙ্কুম রেহা॥
বিঘটি মনোরথ, আন চলল হরি,
তাঁহে ছুহুঁ সঙ্কেত রাখি।
হার কুসুমিত, সরসিজ মুকুলিত,
গোবিন্দ দাস এক সাখী॥

প্রেম-বৈচিত্র।

২২১।

কেদার।

শ্যাম কোরে, যতনে ধনী শুতলি,
মদন মদালসে (১) ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন,
জনু কাঞ্চন মণি জোর॥
কোরহি শ্যাম, চমকি ধনী বোলত,
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ, তবহুঁ মঝু মেটব,
অমিঞা করব সিনান॥
সোমুখ মাধুরী, রঙ্গ (২) নেহারই,
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস, পরশ যব পাওব,
তবহুঁ মনোরথ পূর॥
এত কহি সুন্দরী, দীর্ঘ নিশ্বাসহি,
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই, শ্যাম পরবোধই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

২২২।

বিহাগড়া।

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥
জানমু রে সখি প্রেম অগেয়ান।
নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥
মুরছলি নাগর মুরছলি রাই।
বিরহে বিয়াকুল কূল না পাই॥
দারুণ বিরহে না হেরই তায়।
সহচরী চিত পুতলি সম চায়॥
শ্রীজন হেরইতে রাইক রীত।
গোবিন্দ রসিক চিত সচকিত॥

১। আলসে দুহুঁ। ২। বঙ্ক—প, ক, ত।

২২৩।

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে, রঙ্গে যব বিলসই,
কুঞ্জে শুতলি ভুজ পাশে।
কানু করি করি, রোয়ই সুন্দরী,
দারুণ বিরহ হুতাশে॥
এ সখি আরতি কহন না যাই।
হেম আঁচরে রহুঁ ভরমিত যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥ধ্রু॥
কাঁহা গেও সো মঝু রসিক সুনাগর
মোহে তেজল কতি লাগি।
কাতর হই, মহীতলে লোটই,
মদনে মদন রহুঁ জাগি॥
রাইক বিরহে, কানু ভেল চমকিত,
বয়ানে বাণী নাহি ফুরে।
প্রিয় সখী লেই, করে কর বাঁধই,
গোবিন্দদাস বহু দূর॥

২২৪।

বিহাগড়।

রসবতী বৈঠি রসিক বর পাশ।
রাই কহই ধনী বিরহ হুতাশ॥
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।
বিরহ জলধি কত পার হব হাম॥
নিকটই নাহ না হেরই রাই।
সহচরী কত পরবোধব তাই॥
কানু চমকি তব রাই করু কোর।
গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥

২২৫।

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল।
হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল॥
সহচরীগণ সব চমকিত ভেল।
সজল নয়ানে আলিঙ্গন কেল॥

আঁচরে মুছায়ত নয়নক লোর।
যতনহি দৃঢ় করি তুহুঁ করু কোর॥
কোই সখী দেওত চামর বায়।
গোবিন্দদাস তুহুঁ গুণ গায়॥

অনুরাগ। *

২২৬।

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে।
দীঘল নয়ানের বাণ হানল মরমে॥
সই এবে বলি তার কি সন্ধান।
তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ॥
সই এবে বলি না রহে পরাণ।
জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান॥
সই এবে বলি কি রূপ দেখিনু।
দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিনু॥
সই এবে বলি কিরূপ সাজনি।
যাচিঞা যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥
সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে।
গোবিন্দদাস কহে নব অনুরাগে॥

২২৭।

টোড়ি।

মুঞি যদি বলি, পাশর কানু,
মনে সে না লয় আন।
তিল আধ তার, মুখ নাহি দেখি,
নিঝর ঝরয়ে নয়ান॥
শুন শুন শুন, পরাণের সই,
কানুর পিরীতি কাজে।
তনু মন জীবন, ভেল পরাধীন,
কি আর করিবে লাজে॥ধ্রু॥

মানের মানসে, পরাণ উছলে,
ঐছন হয় অকাজে।
যদি শুনিতে না চাহ, কানুর বচন,
কাণে সে মুরলী বাজে॥
যদি চলিতে না চাহি, কানুর পাশে,
চরণ থির না বাঁধে।
গোবিন্দদাস কহ, কানুর লাগিয়া,
ভালে সে পরাণ কাঁদে॥

২২৮।

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না তেজই (১) অঙ্গ।
মোহন (২) মুরলী রবে শ্রুতি পরিপূরিত
না শুনে আন পরসঙ্গ॥
সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে মোর তনুমন মাতল (৩)
না শুনে (৪) ধরম ভব (৫) লেশ॥ধ্রু॥
নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত
বদনে (৬) না লয় আর নাম।
নব নব গুণ গণে বাঁধিল মঝু মনে
ধরম রহব কোন ঠাম॥
গৃহপতি তরজনে(৭) গুরুজন গরজনে(৮)
কো জানে উপজয় (৯) হাস।
তহি এক মনোরথ যদি(১০) হয় অনরথ(১১)
পুছত গোবিন্দদাস॥

২২৯।

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ, যছু নব গুণ গণ,
শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা।

১। লইতে সব। ২। মধুর—প,ক,ল। ৩। বাজল। ৪। না সহে। ৫। ভয়—প, ক, ত। ৬। শ্রবণে। ৭। গরজনে। ৮। গঞ্জনে। ৯। উপযব। ১০। জনি—প, ক, ল। ১১। অনুরত—প, ক, ত।

দরশনে তাকর, অহেন মোর ঝর,
নয়ন শ্রবণ সম ভেলা ॥
হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ।
না জানিয়ে কো বিহি বিধিনি বাঢ়াওল
কানু সমাগম মাঝ ॥ ধ্রু ॥
যা সঞ্চে কেলি, কলারস লালসে,
লাখ মনোরথ কেল।
তাকর পাণি, পরশে তনু পরবশ.
তবহি অচেতন ভেল ॥
হিয় ঘন সার, হার নাহি পহিরিনু,
যাক পরশ রস আশে (১)।
তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে,
কহতঁহি গোবিন্দদাসে ॥

২৩০।

কামদ।

নব নব গুণ গণ, শ্রবণ রসায়ন,
নয়ন রসায়ন অঙ্গ।
রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন,
পরশ রসায়ন সঙ্গ ॥
এ সখি রসময় অন্তর হার।
শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর,
কো ধনী বিছুরয়ে পার ॥ধ্রু॥
গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি গরজন,
কুলবতী কুবচন ভাষ।
কত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব,
মধুর মুরলী আশোয়াস ॥
কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল,
প্রেম পবনে যব ডোল।
গোবিন্দদাস, যতন করি রাখত,
লাজক জালে আগোল ॥

২৩১।

সুহই।

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি,
পর দুরমতি থর ধার।
পাপীয় পিরীতি, এতহুঁ না সমুঝিয়ে,
দোসর মদন গোঙার ॥
সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র।
গহন বিরহ গহ, কবহু না দূর নহ,
ইথে কি আছয়ে মণি মন্ত্র ॥ ধ্রু ॥
দরশনে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত,
পরশনে না রহে গেয়ান।
তাহা বিনু তনু মন, জীবন জর জর,
কহত কিয়ে সমাধান ॥
বিছুরত মরমে, মরম মাহা পৈঠয়,
স্বপনে না হেরই আন।
অমিলনে মিলন, দুহুঁ ভেল সমতুল,
গোবিন্দদাস ভালে জান ॥

১৩২।

ধানশী।

পিরীতির রীত, কোন অবগাহক,
সহজেই বঙ্কিম সোই।
যো রস ধাধসে, ধস ধস অন্তর,
পঞ্জর জর জর হোই।
সজনি তাহে কি কানুক লেহা।
যত যত নিতি নিতি, চিতে মঝু উঠয়ে,
ভাবিতে বিয়াকুল দেহা ॥ ধ্রু ॥
পরশ হোই, যো ধনী জীয়য়ে,
প্রেম বিলাসক আশে।
দরশন দুলহ, দূরে রহুঁ লালস,
নিচয়ে মরণ অভিলাষে ॥
মরমক বোল, কহত হিয়া তোলত,
কো কহ জনি পরবাদে।
গোবিন্দদাস, বচনে হাম ভোলয়ু,
তাহে ভেল এত পরমাদে ॥

১। "হারং না রোপিতং যস্য বিরহ ভীতিনা"—মহানাটক।

বাসকসজ্জা।

২৩৩।

কামদ।

সফুল কুসুমে, সেজ পুন সাজই,
জারই জারল বাতি।
বাসিত থপুর (১), কর্পূর পুন বাসই,
ভৈগেল মদন ভরাতি॥
আজু ধনী (২) সাজল বাসক শেজ।
মনমথ লাথ, মনোরথে বারল (৩),
অঙ্গে অঙ্গ (৪) নাহি তেজ॥ ধ্রু॥
ঘন ঘন অভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই,
ক্ষণে ক্ষণে তেজই তায়।
সচকিত নয়নে (৫), চমকি ক্ষণে উঠই,
হেরই নিজ তনু ছায়॥
কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী,
কাহে বিলম্বায়ত কান।
গোবিন্দদাস, কহই অব না শুনিয়ে,
সঙ্কেত মুরলী নিশান।

২৩৪।

ধানশী।

বাসিত বারি, কর্পূরিত তাম্বুল,
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ, সমীপে উপাহারই (৬),
বিরচই চারু বিতান॥
সখি হে কহই না যাই আনন্দ।
ঋতু পতি রাতি, অবহুঁ নব নাগর,
মিলব শ্যামর চন্দ॥ ধ্রু॥

কুসুমক মৌলি, রসালক পরিমলে,
ভ্রমর ভ্রমরী রহুঁ ভোর।
মদন মনোরথে, সগরিহুঁ (৭) যামিনী,
সুখে বঞ্চব হরি কোর॥
বিহি পায়ে লাগি, মাগি হিয়ে(৮)একবর,
চেতন রহুঁ মঝু দেহ।
গোবিন্দদাস, কহই হরি পরশহি,
সো পুন রহত সন্দেহ॥

২৩৫।

ধানশী।

উজোর রাতি, শেজ নব কিশলয়,
বাসিত তাম্বুল বারি।
এহি উপচারে, আজি পহুঁ (৯) ভেটব,
যৈছন মরম হামারি॥
শুন সজনি কি ফল বেশ বনানি।
কানু পরশ মণি, পরশ ধারণ,
আভরণ সৌতিনী মানি॥ ধ্রু॥
তুহুঁ মণি কুণ্ডল, তুহুঁ মণি কঙ্কণ,
তুহুঁ নূপুর ইহ রাখি॥ (১০)
মৃগমদ সিন্দুর, লোচন কাজর,
পদ যাবক রতি সাখি॥
সো তনু পরশে, পুলকে জনী(১১)বাধিত,(১২)
ইথে লাগি চমকে পরাণ।
গোবিন্দ দাস, কহই ধনি ধনি,
কান মরম তহি জান॥

১। কর্পুর। ২। রাই। ৩। ধারই। ৪। অনঙ্গ। ৫। চকিত বিলোকনে—হ, লি, পু। ৬। উজারই।

৭। ভুঞ্জিব সব
৮। নিব—প, ক, ত।
৯। হরি। ১০। তুহুঁ কুণ্ডল কঙ্কণ কিঙ্কিণী তুহুঁ তুহুঁ নূপুর রাখি। ১১। তনু।
১২। বধিত—হ, লি, পু।

দূতী-প্রেরণ।

২৩৬।

কেদার।

উজর শশধর, দীপক জারল,
অলিকুল ঘাঘর লোর।
হানইতে হরিণী, নয়ন দরশায়ল,
ওহি ওহি পিক বোল॥
মাধব মনমথ (১) ফিরত আহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনী, ফুলশরে জর জর,
পন্থ নেহারই তেরা॥ ধ্রু॥
তুহুঁ অতি মন্থর, গমন দুরন্তর (২)
মধুর যামিনী অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির, করত নিরন্তর,
নিমিখে মানই যুগ কোটি॥
আশাপাশ, গলে লেই বৈঠল,
প্রেম কলপতরু মূলে।
কিয়ে অমিয়া, কিয়ে ধরব গরল ফল,
দাস গোবিন্দ কহ ফুরে॥

২৩৭।

বিহাগড়া।

হরিণী নয়নী, তেজি নিজ মন্দির,
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।
তৈখনে চাঁদ, উদয় (৩) ভেল দারুণ,
পসারল কিরণ দামা॥
মাধব তোহে কি বলব আন।
বিষম কুসুমশরে, পাঁজর জরজর,
ধনী জনি তেজই পরাণ॥ ধ্রু॥
মোতিম হার, ভার হিয়ে জারই,
কর কঙ্কণ ভেল বঙ্ক। (৪)
সহচরী কোরে, ভোরে তনু মোরই,
লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥
কালিন্দীকূল, কদম্ব কানন,
নামে নয়নে ঝরু বারি।
তুয়া বিনু মাধব, একলি নিকুঞ্জে,
কৈছে রহব বরনারী॥
কিশলয় শয়ন, থির নাহি বান্ধই,
চন্দন পবনে মুরছাই।
গোবিন্দদাস, কহই হরি অভিসর,
যতিখন জীবই রাই॥

২৩৮।

গুর্জ্জরী।

ঋতুপতি রাতি, বিরহ জরে জাগরি,
দূরী উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরী বলি, মোরে পাঠাওলি,
অতএ আয়নু তুয়া ঠামা॥
শুন মাধব, কর জোড়ি,
কহলো (৫) মো তোয়।
মনমথ রঙ্গ, তরঙ্গিত লোচন,
তুহুঁ না হেরবি মোয়॥ ধ্রু॥
দূরে কর লালস, আনহি আলস,
চাতুরী বচন বিভঙ্গ।
বরু হাম জীবন, তোহে নিরমঞ্ছব (৬)
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥
যাহে শির সোঁপি, কোর পর শুতিয়ে,
সো যদি (৭) করু বিপরীতে।
পিরীতিক রীত (৮) ঐছে তব মিটব,
গোবিন্দদাস চিতে ভীতে॥

২৩৯।

ধানশী।

পন্থ নেহারি, বারি ঝরু লোচনে,
অধর নীরস ঘনশ্বাস।

১। মনোরথ। ২। চলবি নিরন্তর।
৩। বেয়াধ—প, ক, ন।
৪। বন্ধ—প, ক, স্ত।
৫। কহোঁছ।
৬। নিরমছব। ৭। অব।
৮। পন্থ—শ্রী, চি, ম।

করতলে বদন, সঘনে অবলম্বই,
গণি গণি জীবন নৈরাশ (১)
মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহ যামিনী, জাগি গোঙায়ল
কামিনী সঙ্কেত ঠামা ॥ধ্রু॥
হরি হরি বলি, ধরণী ধরি উঠই (২)
বোলত (৩) গদ গদ ভাখ।
নীল গগন হেরি, তোহারি ভরম ভরে (৪)
বিহি সঞে মাগই পাখ ॥
নাথ আশোয়াসে, লখই না পারিয়ে,
রহত কি নাহি নিশ্বাস।
তোহারি নাম শুনে, পুনতনু পুলকই,
কহই গোবিন্দদাস ॥ (৫)

২৪০।

ধানশী।

মাধব কি কহব সো বর-নারী।
গুরুজন নয়ন, নয়নে রহে সুন্দরী,
নব যৌবন মুদি ভারি ॥ধ্রু॥
দিবসক মাঝে, বাহির না হোয়ত,
দিনকর কিরণ তরাসে।
ননীক পুতলি তনু, আতপে মিলায়,
জনু মিলব দুকুল পীতবাসে ॥

১। হুতাশ।
২। রোয়ই। ৩। রোধল।
৪। করি—প, ক, ল।
৫। কি করব ঘন চন্দন লেপনে
কিশলয় ধরণী শয়ান।
আন ব্যাধি আন পর ঔষধ
গোবিন্দদাস নাহি মান ॥—হ,লি,পু,।
কি করব চন্দ্র চন্দন ঘন লেপনে
কিশলয় কুসুম শয়ান।
আন বেয়াধি আন পরে ঔখদ
গোবিন্দদাস নাহি মান—প,ক,ত।

এতহি বচন, শুনল যব মাধব,
চলল কুঞ্জ কুটীর।
গর গর অন্তর, বচন নাহি আয়ত,
ঝর ঝর নয়নক নীর ॥
সহচরী গোরী, করে ধরি মাধব,
মারত আনন চন্দ।
দারুণ মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল,
গোবিন্দদাস পরবন্ধ ॥

২৪১।

ললিত।

উত্তর না পাই, যাই সখী কুঞ্জহি,
রাই নিয়ড়ে উপনীত।
তোহারি সম্বাদ, কহিতে ভেল গদ গদ,
হেরি চমকিত ভেল চিত ॥
সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ।
নিশিপতি কাঁতি, মলিন অব হেরিয়ে,
টুটল সব পরসঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
এত শুনি রাই, পাই মনোদুখ,
চললিহ অব নিজ গেহ।
রজনী উজোর, নহে পন্থ পর,
মিলল ঝামর দেহ ॥
দূর সঞে নাগর, রাই বদন হেরি,
চমকি হেরি ভেল ভীত।
গোবিন্দদাস ভণ, অহে নন্দ নন্দন,
ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত ॥

২৪২।

সুহই।

তোহারি সংবাদে, জাগি সব যামিনী,
গোরী।
স্বামীক শয়ন, নীঁদ সনে আওল,
গুরু দুরজন দিঠি চোরি ॥
মাধব চলইতে জনি বিলম্বাহ।

কালিন্দী কূল, কুঞ্জে কুল-কামিনী,
ভামিনী তুয়া পথ চাহ॥
একলি সঙ্কেত, নিকেতনে বৈঠলি,
করতলে মুখশশী লই।
তোহে বিনু ক্ষণহি, জনু মানত যুগশত,
ঐছন সময় গোই॥
হিয়া অভিলাষ, হাস ক্ষণে রোয়ই,
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছান।
তুয়া রস পরশ, আশে অব জীয়ই,
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

বিপ্রলব্ধা।

২৪৩।

গান্ধার।

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ।
মলয় সমীরণ কুসুম গন্ধ॥
যামিনী আধ অধিক বহি গেল।
যতহুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥
এ সখি হরি সঞে কি কর দ্বন্দ্ব।
আপন মনেহি মনোভব মন্দ॥
সো মুখ হেরইতে না রহে মান।
তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ॥
যা কর বচনে নাহি বিশোয়াস।
তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দ দাস॥

২৪৪।

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ শত শত
কত কত (১) বিঘিনি বিথার।
কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি
কুঞ্জে করহু অভিসার॥
সজনি কি ফল (২) পাপ পরাণ।

১। আর কত। ২। ভেল—প, ক, ত।

যামিনী আধ অধিক বহি যাওত
অবহুঁ না মিলল কান॥ ধ্রু॥
যতএ (৩) মনোরথ সব (৪) ভেল অনরথ(৫
কানু পিরীতি অভিলাষে।
কোন কলাবতী বাঁধল প্রাণ পতি
বাহু (৬) ভুজঙ্গিনী পাশে॥
দারুণ কুলিশর কুঞ্জে বিথারম
মন্দিরে গুরুজন গারি (৭)।
গোবিন্দ দাস কহে এছহু (৮) সংশয়
নিরসল (৯) রসিক মুরারি॥

২৪৫।

কামদ।

কানুক সঙ্কেতে (১০) বেশ বনি আয়নু (১১)
সঙ্কেত (১২) কেলি নিকুঞ্জে।
মাধবী পরিমলে ভরি তনু জারই
কুহরই (১৩) মধুকর পুঞ্জে॥
অবহু না মিলল দারুণ কান (১৪)।
নিলজ চিত (১৫) পিরীতি অনুরোধ
ইথে নাহি যাত (১৬) পরাণ॥ধ্রু॥

৩। অতএ। ৪। তত—প, ক, ল।
৫। অনুরত—প, ক, ত। ৬। না জানিয়ে কোন কলাবতী বাঁধল ভাঙ—প, ক, ল।
৭। বৈরি—হ, লি, পু। ৮। কহয়ে দুহুঁ—প, ক, ত। ৯। নিরমল—প, ক, ত। নিরসয়ে—হ, লি, পু। ১০। সন্দেশে—প, ক, ত। ১১। বেশ বনায়নু।
১২। আয়নু।
১৩। ফুকারই—প, ক, ল।
১৪। শুন সজনি আজু না মিলল দারুণ কান—গী, চি, ম। সহচরী মোহে না মিলল কান—প, ক, ল।
১৫। রীতি।
১৬। কি ফল চলবহি গেহ—গী চি, ম।

কানুক বচন, অমিঞা রস সেচনে,
বেচনু তনু মন জাতি।
নিজ কুল দূষণ (১) ভূষণ করি মাননু
তেঞি ভেল ঐছন শাতি॥
হিমকর কিরণে গমন অবরোধল
মন্দিরে চলত সন্দেহ (২)॥
গোবিন্দদাস কহে যাই সতি জানহ
কানু কি তেজল লেহ (৩)॥

২৪৬।

কামদ।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি।
গুরুজন নয়ন পহরি করি (৪) বাঁচি॥
হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহু কান।
একলি নিকুঞ্জে কুসুম শর হান॥
এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি।
কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥
যাকর লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥
কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি থোই।
হাহা হরি করি কাননে রোই॥
পন্থ নেহারি নয়ন লয় নাগি।
টুটতে রজনী বাঢ়ত অনুরাগী॥
অবহুঁ না মিলল শ্যামর কাঁতি।
গোবিন্দদাস কহ দীঘল ভৈ রাতি (৫)॥

২৪৭।

গান্ধার।

দেখ সখি অষ্টমীক রাতি।
আধ রজনী বহি যাতি॥
দশদিশ অরুণিম ভেল।
আধ চাঁদনি উগি গেল॥
অব হরি না মিল রে।
বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
কাহে বনায়নু বেশ।
বিঘটন কানুক সন্দেশ॥
কাহুকে লহ (৬) ইহ গারি।
ধনী জনি হোয়ে কুল নারী॥
কৈছনে ধরব পরাণ।
কো এত সহে ফুলবাণ॥
গোবিন্দদাস যব জান।
অবহুঁ মিলায়ব (৭) কান॥

২৪৮।

সুহই।

কপটক কন্দ, সো যদু নন্দন,
হামারি গুপত রতি কান্ত।
অবইতে যামিনী, কো গজ গামিনী,
আগে আগোরল পন্থ॥
সজনি কাহে বনায়নু বেশ।
কুসুমক শেজি, সাজি নিশি জাগরি,
অরুণ উদয় অবশেষ॥ধ্রু॥
কত কত মরমে, বেয়াধি সমাধব,
ধরণী শয়নে করি সেবা।
চঢ়ল মনোরথ, ঐছে নাহি ছোড়ত,
নিকরুণ মনোরথ দেবা॥
ফুল শরে (৮) জীবন, রহব কি যায়ব,
পড়ি রহুঁ প্রেমকি পঙ্ক।
গোবিন্দদাস কহে কানুক পিরীতি নহে,
কেবল যুবতী-কলঙ্ক॥

১। অতএ সে বৃহৎ—গী, চি, ম।
২। শীল—প, ক, ল।
৩। শুন শুন সুন্দরি কনুক ঐছন লেহ। প, ক, ত। যাই সতি আনউ—হ. লি. পু। কানু কি তেজব নব লেহ।—গী, চি, ম। ৪। কত।
৫। দীঘবরাতি—হ, লি, পু।
৬। কলহ—গী, চি, ম।
৭। না মিলিল—প, ক, ত।
৮। কুল সঞে—প, ক, ত,।

খণ্ডিতা।

২৪৯।

গান্ধার।

কহ মাধব কোন কলাবতী সোই।
প্রেম হেম গহি আপন রঙ্গ দেই,
এহেন সাজাওলি তোয় ॥ ধ্রু ॥
নয়নক অঞ্জনে, অধর ভেল রঞ্জিত,
নয়নহি তাম্বুল দাগ।
সিন্দূর বিন্দু, চন্দন ইন্দু ঝাপল,
উর পর যাবক রাগ ॥
মদন সোণার, তোরি রূপ লালসে,
তাহে দেওল নখ-রেহ।
কোন গোঙারি, তোহে অবহুঁ পরশব,
হেরি তুয়া ঝামর দেহ ॥
অব রস-লালস, কিয়ে দরশায়সি,
নিলজ লোহ মৈলান।
গোবিন্দ দাস, কহ আপন পরশ দেহ,
হেম ধরব নিজ বাণ ॥

২৫০।

গান্ধার।

আদরে বাদর, করি কত বরিখসি,
বচন অমিঞা রস ধারা।
যো রস সাগরে, ডুবি মরত জনু (১),
পুণ ফলে পায়নু পারা ॥
মাধব বুঝলম তুয়া অবগাই।
নাগরী নাথ, ভরল তুয়া অন্তর,
কো পরবেশব তাই ॥ ধ্রু ॥
কি ফল ইঙ্গিত, নয়ন তরঙ্গিত,
সঙ্গীত মনোরথ (২) কাঁদে।
তুহুঁ নাগর গুরু, মোহে পরাওলি (৩),
কপট প্রেমময় বাঁধে ॥
দূর কর লালস, রসিক রসেশ্বর,
ব্রজ রমণীগণ দেবা।
গোবিন্দ দাস, কতহুঁ গুণ গায়ব,
তোহারি (৪) চরণে মরু (৫) সেবা ॥

২৫১।

বিভাস।

ডগমগ অরুণ, উজাগর লোচন,
উরে নখ পরতীত রেখা।
রতিরণ রমণী, পরাভব মানই,
দেওল রতি জয় লেখা ॥
মাধব অব কি কহব তুয়া আগে।
না জানিয়ে রতিরস, ও সুখ সম্পদ,
কি ফল তুয়া অনুরাগে ॥ ধ্রু ॥
রতি রসে অলস, অবশ দিঠি মন্থর,
নিরবধি নিদঁক সেবা।
কোন কলাবতী, করি অতি আরতি,
পূজল মনমথ দেবা ॥
বচন রচন করি, কিয়ে পরবোধসি,
নিরবধি অন্তরে সোই।
গোবিন্দ দাস কহ, পরশ তুল নহ,
পরশনে রস নাহি হোই ॥

২৫২।

বিভাস।

আকুল চিকুর, চূড়োপরি (৬) চন্দ্রক,
ভালহি সিন্দূর দহনা।
চন্দন চন্দ মাঝহি (৭), লাগল মৃগমদ,
তাহে বেকত তিন নয়না ॥

১। পুন। ২। মনমথ।

৩। চড়াওলি। ৪। তুয়া।
৫। রহ—গী, চি, ম। ৬। চূড়শিখী।
৭ মাহা।

মাধব অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর (১) পুণ ফলে, প্রাতরে ভেটনু,
দূরহি দূরে রহুঁ সেবা ॥ধ্রু॥
চন্দন রেণু, ধূসর ভেল সব তনু,
সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি দরশনে মঝু মনে মনসিজ (২)
মনোরথ সঞে জরি গেল ॥
তবহু (৩) বসন ধর (৪), কাঁহে দিগম্বর,
শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ পর অম্বর,
গণইতে লেখি না দেখি ॥

২৫৩।

কামদ বা সুহই।

সহজেই গোরী, রোখে তিন লোচন,
কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ।
হৃদয় পাষাণ, বচনে অনুমানিয়ে,
শৈলসুতা করি চিন ॥
সুন্দরি অব তুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ।
তে মুঞি শঙ্কর, তুয়া নিজ কিঙ্কর,
দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ ॥ধ্রু॥
কালীয় কুটিল যুগ, ভাঙ ভুজঙ্গম (৫)
সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে, রোখ নাহি সমুঝিয়ে (৬)
হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ ॥
দহন মনোভব, তুঁহুঁ জীয়ায়বি,
ঈষত হাস (৭) বর দানে।
তুয়া পয়সাদে, বাদ সব খণ্ডয়ে,
গোবিন্দদাস পরমানে ॥

১। যাবত। ২। মন-মথ। ৩। অবহু।
৪। পর—প, ক, ল। ৫। বিভঙ্গিম—
হ, লি, পু। ৬। মানত—প, ক, ল।
৭। নয়ন ইঙ্গিত—হ, লি, পু।

২৫৪।

ভূপালী।

রজনি গোঙায়লি রতি সুখ সাধে।
বিহানেক্তে অলি তাহে কোন অপরাধে ॥
সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব।
তনু আধ দেই তাহে যাই সেব ॥
কি কহব যো সব করলি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ ॥
ভাগলি সহচরী না বোলই কোই।
পালটি চল মুখে আঁচল গোই ॥
বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ ॥
গোবিন্দ দাস চললি আগুসারি।
আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি ॥

২৫৫।

সুহই।

যামিনী জাগি, অলস দিঠি পঙ্কজে,
কামিনী অধরক রাগ।
বান্ধুলি অরুণ, অধরে ভেল কাজর,
ভালোপরি অলতক দাগ ॥
মাধব দূরে কর কপট সুলেহ।
হাতক কঙ্কণ, কিয়ে দরপণ হেরি,
চল তুহুঁ তাকর গেহ ॥ ধ্রু।
সো স্মর সমরে, সুধীর কলাবতী,
রতিরণে বিমুখ না ভেল।
নখর কৃপাণে, হানি উর অন্তর,
প্রেম রতন হরি নেল ॥
প্রেমধন বিহীন পুরুখে অব কো ধনী
জানি করব বিশোয়াস।
গুণ বিনু হার, সখি এক তুয়া হিয়ে
দোসর গোবিন্দ দাস ॥

২৫৬।

বিভাস।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি।
অন্তর জ্বলত হামারি॥
অধরহি কাজর তোর।
বদন মলিন ভেল মোর॥
হাম উজাগরি সারা রাতি।
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥
কাহে মিনতি করু কান।
তুহুঁ হাম একলি পরাণ॥
হামারি রোদন অভিলাষ।
তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥
সবে নহে তনু তনু সঙ্গ।
হাম গৌরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥
অতএ চলহুঁ নিজ বাস।
কহতঁহি গোবিন্দ দাস॥

২৫৭।

বিভাস; কন্দর্প তাল।

কাহা নখ চিহ্ন, চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি,
এহ নব কুঙ্কুম রেহ।
কাজর ভরমে, মরমে কিয়ে গঞ্জসি,
ঘন মৃগমদরস এহ॥
ভাবিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ॥ ধ্রু॥
গৈরিক হেরি, বৈরি সম মানসি,
উরপর যাবক ভাণে।
কাগুক বিন্দু, ইন্দুমুখি নিন্দসি,
সিন্দূর করি অনুমানে॥
তোহারি সম্বাদে, জাগি সব যামিনী,
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি, মোহে পরিবাদসি,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

২৫৮।

বিভাস।

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ।
যাকর দেহলি, রজনি গোঙায়লি,
তাহি করহ অনুরাগ॥ ধ্রু॥
রতিরণ পণ্ডিত, বেশ অখণ্ডিত,
ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ।
অতএ অনুমানিয়ে, বেকত উজাগরি,
বিঘটন ভামিনী সঙ্গ॥
অতি অনুরূপ গতি, ইহ বচন সতি,
আজু দেখিনু পরতেক।
যো পরবঞ্চক, বিহি তারে বঞ্চউ,
দুরজন দেখি না দেখ॥
তুহুঁ রস সাগর, বিদগধ নাগর,
হাম মুগধী কুল নারী।
গোবিন্দদাস, কহই অব হরিসঞে,
অনুনয় বুঝই না পারি॥

দুর্জ্জয় মান।

২৫৯।

কামদ।

মাধব অপরূপ পেখনু রামা।
মানিনী মানে, অবনিপর লেখই,
নয়ানে না হেরই শ্যামা॥ধ্রু॥
শুনইতে বিদগধ, নাগর শেখর,
আকুল গদ গদ বোল।
কি করব দৈবে, রজনী হাম বঞ্চল,
তবহি হৃদয়ে মঝু দোল॥
হামারি শপতি তোহে শুন শুন সহচরী
ত্বরিত গমন করু তাই।
বহুত যতন করি তাহে মানায়বি
যৈছে সদয় হোয় রাই॥

শপতি বচনে সোই কছু নাহি বোলল
আওল মানিনী পাশ।
হেরইতে রাই বিমুখ ভৈ বৈঠল
কহতহি গোবিন্দদাস॥

২৬০।

সুহই।

চাঁদবদনী তুহু রামা।
কাহে ভেলি অতি বামা॥
হাম চকোর তুয়া আশে।
পিবইতে করু অভিলাষে॥
তহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে।
দূরে গেল বিহি বরণিতে॥
অনুগত কিঙ্কর দোখে।
তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥
যবহুঁ উপেখবি মোহে।
মঝু বধ লাগব তোহে॥
জগভরি অপযশ গাব।
গোবিন্দদাস মরি যাব॥

২৬১।

কামদ।

গুরুজন বচন, শ্রবণে তুহুঁ ধারলি,
কোপেহি রোখলি মোয়।
তুয়া বিনু শয়নে স্বপনে নাহি জানিয়ে
স্বরূপে কহল সব তোয়॥
মানিনি মোহে চাহি কর অবধান।
দারুণ শপথি, করিয়ে তুয়া গোচর
যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ ধ্রু॥
কুচযুগ কনক, মহেশ সম জানিয়ে,
তাপর ধরি হাম পাণি।
নহে জানি ধরম ঘটহুঁ করি পরিখই
উচিত কহিয়ে এই বাণী॥
মনমথ আনল অন্তর যাহা জলতহি
তুহুঁ জনু কাঞ্চন গোরী।
আনলে হেম, সাহসে উঠায়ব,
সাঁচি জানব তব মোরি॥
তোহারি লোমাবলী, কাল ভুজঙ্গিনী,
হার তরঙ্গিণী জানি।
গোবিন্দদাস ভণি, পরশ করহ ফণী,
নহে জনি ডুবহ পানী॥

২৬২।

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ডরহি ডর কাতর,
মঝু মানস ঝস কাঁপ।
তুয়া হিয়া হার, তটিনী তট কুচ ঘটে,
উছলি পড়িল দেই ঝাঁপ॥
সুন্দরি দূর কর কুটিল কটাক্ষ।
কলসীক মীনে, ভরসি অব ডারসি,
এ অতি কঠিন বিপাক॥ ধ্রু॥
পুন দেহ ঝাঁপ, পড়ল যব আকুল,
নাভি সরোবর মাহ।
নাভি রোমাবলি, ভুজগী সঙ্গ ভয়ে,
ত্রিবলী বেণী অবগাহ॥
তাহি ফিরত কত, কত কহি মনমথ,
দৈবক গতি নাহি জান।
কিঙ্কিণী জালে, পড়ল যব সংশয়,
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

২৬৩।

ধানশী।

রাইক হৃদয়, ভাব বুঝি মাধব,
পদতলে ধরণী লোটাই।
দুই করে দুই পদ, ধরি রহুঁ মাধব,
তবহি বিমুখ ভেল রাই॥
পুনহি মিনতি করু কান।
হাম তুয়া অনুগত, তুহুঁ ভাল জানত,
কাহে দগধ মঝু প্রাণ॥ ধ্রু॥

তুহুঁ যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি,
হাম যায়ব কোন ঠাম।
তুয়া বিনু জীবন, কোন কাজে রাখব,
তেজব পাপ (১) পরাণ॥
এতহুঁ মিনতি, কানু যব করলহি,
তব নাই হেরল বয়ান।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল
রোই রোই (২) চলুবর কান॥

২৬৪।

ভূপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি তোর।
তুয়া নাম লেই যবহুঁ ভেল ভোর॥
কতিহুঁ গেলি বলি মুরছল সেহ।
তুহুঁ পুন ভোরি না বাঁধিহুঁ থেহ॥
এধনি বিছুরলি সোদিন তোই।
কৈছে রহলি এত মানিনী হোই॥
তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক।
সো বিরহানলে পড়ল বিপাক॥
ফুলপর তুয়া সঞে শুতল যেই।
তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই॥
অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ।
বিঁধয়ে মদন বাণ তঁহি লাখ লাখ॥
কবহুঁ নাহ তুয়া দুখ না জান।
গোবিন্দদাস কহ তেজহ মান॥

২৬৫।

ভূপালী।

তুহুঁ বহুঁ সুন্দরি বাসক গেহ।
যো ভিগি আওল শাওন মেহ॥
তুহুঁ শুতল সুখময় পরিযঙ্ক।
যো তরি আওল পাথর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান।
পুণ ফলে মিলয়ে রসময় কান॥
ঝলমল দামিনী যামিনী ঘোর।
কামিনী কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ।
বরজত কোনে এহেন বর নাহ (৩)॥
এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম।
না জানিয়ে কোই আরাধল কান॥
গোবিন্দদাস তব দেখত সাঁচ।
কাকর অঙ্গণে কো পুন নাচ॥

২৬৬।

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ ঘোরি।
বুঝল সো থল জন বচন বিভোরি॥
বিকল মানিনী মান বাড়াহ।
তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥
বিচারিতে দোষ লেশ নাহি তাই।
গুণগণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই॥
অভিসরু ইথে যদি করু বড় আই।
গোবিন্দদাস বচন, হিয়ে নাই॥

২৬৭।

শ্রীরাগ।

পদুমিনী পুন পরবোধহুঁ তোয়।
পীতাম্বর পদ- পঙ্কজ পরিহরি,
কামিনী কাতরে রোয়॥ ধ্রু॥
পুছই পহিলে, পাণি উলটায়সি,
পরিজন পর করি মান।
প্রিয় পরিবাদ, পরশি পরিহারসি,
পূরে পাইনু পাঁচ বাণ॥

---

(১) আগন—প, ক, ত।
(২) রাই চলত—প, ক, ত।
(৩)। ব্রজের কোন স্থানে (এমন সময়) এরূপ পুরুষ পাওয়া যাইবে? এই পদটী এবং ইহার পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি পদ একরূপ স্বতন্ত্র পদ্ধতির ও কিছু অস্পষ্ট।

পিরীতিক পাঁতি, পাঠে পরিহাসসি,
পহুঁ পরিণতি নাহি মান।
পাহুঁন পুতলি, পরখি পয়ে পেখমু,
পর পীড়ন নাহি জান॥
পুরুষোত্তমক, প্রেম পরিরম্ভণ,
পুণবন্তী পাবই কোই।
প্রাণ পেয়ারী, গ্ররি পহল,
গোবিন্দদাস কহ তোই॥

২৬৮।

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ।
বাদে কি আওয়ে পুণমিক চাঁদ॥
অধর বান্ধুলি মধুর হাস।
নীরস না কর দীর্ঘ বিশ্বাস॥
রাই হে তেজহ মান।
চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান॥ধ্রু॥
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর।
ভাঙ ভুজঙ্গিম রহ আগোর।
জগতে বিদিত দাসকো দোষ।
কি ফল তাহে এতহুঁ রোষ॥
বচন অমিয় বিনে যে নাহি জীয়ে।
মান কুলিশ দরশায়লি কিয়ে॥
গোবিন্দদাস চিতে এই হাস।
এজন করয়ে মান অভিলাষ॥

২৬৯।

শ্রীরাগ।

মুঞি জান হরি, রাইক পরিহরি,
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধ বাদে, কোই পরিবাদব,
তেঞি কিয়ে তেজবি কান॥
সুন্দরি নাগরী (১) নাহি মুজান।
কুণ্ডল পিচ্ছে (২), চরণ নিরমঞ্ছল,
অব কিয়ে (৩) সাধসি মান॥ ধ্রু॥
যাকর মুরলী, আলাপনে কত কত,
কুল রমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভরে, বচন না নিকসই(৪)
অতএ কি মানসি থোর॥
প্রেমক দহন, প্রেম পয়ে শীতল,
আন হোয়ত নাহি আন।
কিশলয় মলয়জ, চন্দনে দগধই (৫),
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

২৭০।

বরাড়ী।

সখীগণ বচন, না শুনল মানিনী,
রোখে চলত নিজ বাস।
সো বর নাগর, কাতর অন্তর,
ছোড়ল তছু আশোয়াস॥
হরি হরি সবহুঁ আন মত ভেল।
মনমথ অমিঞা, সিনায়ব সহচরী,
কথায় দহন দহি গেল॥ ধ্রু॥
কাতরে কুঞ্জ, তেজি সব কলাবতী,
মন্দিরে করল পয়ান।
পন্থ বিপন্থ কছু, লখই না পারিয়ে,
মানিনী মলিন বয়ান॥
তাপিনী তপত, তৈল জনু জারিত,
বৈঠল মন্দিরে যাই।
জাগিয়া রজনী, পোহায়ল সহচরী,
গোবিন্দ দাস আশ অবসাই॥

১। দেখ সখি নাগর।

২। পিছে।

৩। অবহুঁ কি।

৪। কহতহি।

৫। চন্দন চন্দ্র চান্দনি তনু তাপই—গী, চি, ম।

২৭১।

তিরূতা ধানশী।

রাই অনাদর, হেরি রসিক বর,
অভিমানে করল পয়ান।
নয়নক লোরে, পথ লখই না পারই,
পীতবাসে মুছই বয়ান॥
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
সো হেন রসবতী কতি লাগি নিরশল
কাহে করল মোহে মান॥ ধ্রু॥
মোহে উপেখি, রাই কৈছে জীয়ব,
সো দুখ কুরি মান।
রসবতী হৃদয়, বিরহ জ্বরে জারব,
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥
রাই সম্বাদ, সুধারস সিঞ্চনে,
তনু তিরপিত করু মোর।
গোবিন্দ দাস যব, যতনে মিলায়ব
তব যশ গাওব তোর॥

২৭২।

দেশকার।

রাইক সংবাদ, কো আনি দেয়ব,
এমন ব্যথিত কেহ নাই।
মান ভরম ভরে, হাম চলি আয়নু,
প্রাণ রহল তছু ঠাঁই॥
রাই আপন বিপদ নাহি মানি।
হামারি অদর্শনে রাই কৈছে জীয়ব
ধনী জানি তেজয়ে পরাণী॥ ধ্রু॥
গুরুজন গঞ্জন, অঞ্জন লেওল,
নিজ পতি বিবিধ বিধানে।
হামারি কারণে ধনী, এত দুখ সহতহি,
তবে করল দু যাবে॥
রাইক গুণ গান, সোঙরি সোঙরি পুন,
তেজব পাপ পরাণ।
গোবিন্দ দাস কহে, ধৈরজ ধর চিতে,
রাই সনে মিলব কান॥

২৭৩।

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কাহু ভেল বহুত নিদান॥ ধ্রু॥
কি রসে ভুলায়লি, ও নব নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম, কহই যব পঙ্খিক,
শুনইতে আকুল কান॥
পুরুখ বধের হেতু, তুহুঁ অভিমানলি,
কোন শিখাওল রীত।
লেহ বিচ্ছেদ পুন, সহই না পারিয়ে,
গোবিন্দদাস কহ নীত॥

২৭৪।

শ্রীগান্ধার।

তেজল তুয়া, সঞে অঙ্গ সঙ্গহি,
শয়নে স্বপনেহি ভোর।
চমকি উঠি যব, কাঁপি মুরছল,
আধ নাম লেই তোর॥
মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ।
কতহুঁ সকরুণে, তোহে বোধলি,
অবহুঁ ঐছে বিরাগ॥ ধ্রু॥
সো তনু সুন্দর, ধুলি ধুসর,
সো মুখ নীরসল ভেল।
সো দুহুঁ লোচনে, নীর নিকশই,
এ দুখ কোনহি দেল॥
হরি হরি কি রীতি, নহি বিরহে জীবতি,
তেজি ওজন পান।
তুহুঁ সে সুন্দরী, তেজি ছুবরী,
এবড়ি সংশয় যান॥

নেহ তেজবি, তাহে পেখবি,
তেজবি ও নব নেহ।
অধত উনমত, অতএ না মানত,
দাস গোবিন্দ থেহ ॥

২৭৫।

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময়, শয়ন তেজল,
নিন্দই চন্দন চন্দ্র।
শুতল ভূতলে, ফুয়ল কুন্তল,
কাম চামর বন্ধ ॥
তেজহ দারুণ, মান মানিনি,
নাহ গাহক তোরি।
তুহুঁ সে মরকত, মূরতি মানই,
কাঁচা কাঞ্চন গোরী ॥
নীল উতপল দাম, শ্যামর ধাম,
ঝামর দেহ।
কুসুম শর জর, বরিখে ঝর ঝর,
নয়নে শাওন মেহ ॥
বিরহ মোচন, এ তুয়া লোচন,
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি, বচন মানহ,
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

২৭৬।

বিহাগড়া বা শ্রীগান্ধার।

প্রেম আগুনি, মনহি গণি গণি,
এ দিন যামিনী জাগি।
মদন পঞ্জরে (১), কুঞ্জে রোয়ই,
তোহারি রসক (২) লাগি ॥
কি কল মানিনী, মান মানসি,
কানু জানসি তোরি।

১। কুঞ্জর—প, ক, স্ত। ২। রসগণ।

তহুঁ সে জলধর, অঙ্গে শোভিত (৩)
যৈছন (৪) দামিনী গোরী ॥
নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ,
পঙ্ক পঙ্কজ পাত।
শপনে ছটকল, লুটই মহীতলে (৫)
তোবিনু দহই গাত ॥
জানত পুন পুন, সোপিয়া পরথন (৬)
সোই পূজে (৭) পাঁচবাণ।
রায় চম্পতি, ও রস গাহক,
দাস গোবিন্দ ভাণ (৮) ॥

২৭৭।

ধানশী

নবীন নলিনী দল, জিনি তনু কোমল,
আগর লেপই অঙ্গে।
চমকি চমকি হরি, উঠই কতবেরি,
হা হুত মদন তরঙ্গে ॥
সুন্দরি তুহুঁ বড় হৃদয় পাষাণ।
তুয়া গুণ অন্তরে, মনহি নিরন্তর,
জপইতে আকুল কান ॥ ধ্রু ॥
বৈঠল তরুতলে, পন্থ নেহারই,
নয়নে গলই ঘন লোর।
রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি,
চম্পকদলে দেই কোর ॥
দূতীক বচন শুনি, রমণী শিরোমণি
বচনামৃত করু পান।
গোবিন্দ দাস কহে তুরিত চল সুন্দরি
কানু ভেল বড়ই নিদান ॥

৩। শোহকি।
৪। ছুনহ।
৫। ভূতলে।
৬। পরিধনি।
৭। পূজই পহুঁ।
৮। গান—পী, চি, ম।

২৭৮।

।

কামিনি কানু কহল কত মোয়।
কোমল কেলি কুতূহল,কমলিনী(১)কোণে (২)
কঠিন করু (৩) তোয়॥ ধ্রু॥
কালিন্দী কূল, কদম্ব কানন,
কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে।
কাম কলহ করি, কপটে কলাবতী,
কানক করহ (৪) অথিরে॥
পরশিতে কান্ত, কবরী কুচ কঞ্চুক,
কর কিশলয় (৫) কর বারি।
কুটিল কটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী
কিয়ে কিয়ে নাকর (৬) হামারি॥
করইতে কোরে, কাঁপি করু কাকলি (৭)
কোকিল কূজিত ভাষে।
কলি কুঞ্জ (৮) বনে কৈতবে কি কহল
কহত না (৯) গোবিন্দদাসে॥

২৭৯।

কামদ।

কানু উপেখি রাই, মহীতলে লেখই,
মানিনী অবনত মাথ।
নিরুপম নারী, বেশ ধরি সোহরি,
আওল সহচরী সাথ॥
শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে।
টাট কানাই, কত ভঙ্গী জানত,
কো করু কত অবধানে॥ ধ্রু॥
শ্যামরী হেরি, সখীক রাই পুছত,
সো কহ ব্রজ নব রামা।
তুয়া সখী হোত যতনে চলি আওত,
কোরে করহ ইহ শ্যামা॥
করইতে কোরে, পরশে ধনী জানল,
কানুক কপট বিলাস।
নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত,
হেরত গোবিন্দদাস॥

২৮০।

কামদ।

গোরথ জাগাই, শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে,
জটিলা ভীখ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর, মাথ হিলায়ত,
বুঝল ভীখ নাহি নেল॥
জটিলা কহত তব, কাঁহা তহুঁ মাগত,
যোগী কহত বুঝাই।
তেরে বধূ হাত, ভীখ হাম লেয়ব,
তুঁরিতহি দেহ পাঠাই॥
পতিবরতা, ভীখ লেই যব,
যোগী বরত না হোয় নাশ।
তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত,
ধাই কহে বধূ পাশ॥
দ্বারে যোগীবর, পরম মনোহর,
জ্ঞানী বুঝনু অনুমানে।
বহুত যতন করি, রতন থারি ভরি,
ভীখ দেহ তছু ঠানে॥
শুনি ধনি রাই, আই করি উঠল,
যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব।
জটিলী কহত, যোগি নহ আনমত,
দরশনে হোয়ব লাভ॥
গোধুম চূর্ণ, পূর্ণ থারি পর,
কনক কটোরি ভরি ঘিউ।
কর যোড়ে রাই, সেহ করি ঢুকারই,
তাহে হেরি থর থরি জীউ॥
যোগী কহত হাম, ভীখ নাহি লেয়ব,
তুয়া মুখ বচন এক চাই।

---

(১) কামিনী। (২) কোরে। (৩) কহ। (৪) কো জানে করয়। (৫) করসি শয়ন। (৬) করণ। (৭) কুহরে কেলি। (৮) কুঞ্জ। (৯) কহতই—হ, লি, পু।

নন্দ নন্দন পর, যো অভিমানসি,
মাগ করহ ঘরে যাই।
শুনি ধনী রাই, চীরে মুখ ঝাপল,
ভেকধারী নট রাজ।
গোবিন্দ দাস কহ, নটবর শেখর,
সাধি চলত নিজ কাজ॥

অহেতু মান।

২৮১।

সুন্দরি জানলু তুয়া দুর ভাণ।
হরি নিজ মুকুরে, হেরি নিজ ছাহকি,
তাহে সৌতিনী করি মান॥ ধ্রু॥
কানন কুঞ্জ কুসুম শরে জর জর,
বয়ান হেরি পুন তোরি।
ভাগ্যে মিলল পুন, তোরে কমল মুখী,
রোখে চলল মুখ মোরি॥
কত কত মুগধ যেইছে ভেল বঞ্চিত,
হরি পুন তাহে না লাগি।
তুহুঁ পুণবতী তোহে মুঞি মানায়ত,
কি কহব তোহার সোহাগি॥
তো বিনে শুতল, শীতল ভূতলে,
দুরন্তর বিরহ হুতাশে।
তুয়া কর পরশ, সরস বিনি ঝোরত,
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

২৮২।

সুহই।

শুন ধনি কহ তুয়া কাণে।
জনি কর অরুণ নয়ানে॥
হরি হিয় অধিক উজোরে।
জনি মণিময় মুকুরে॥
কানু কোরে নহে নারী।
প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥
ইথে যদি তুহু কর আনে।
সবহু হুসব তুয়া মানে॥
ঐছন কতিহুঁ না দেখি।
অবিচারে নহে উপেখি॥
দোষ দেখি দূষহ তাই।
গোবিন্দদাস বলি যাই॥

২৮৩।

তিরোতা-ভুপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান।
কো জানে কাহে করল দুহু মান॥
দুহু অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ।
দুহু দুহু বৃন্দাবন মাহা পৈঠ॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহু ক বিলাস॥
লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ।
পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥
দুহুঁ দোঁহা পুছইতে দুহুঁ অতিবাম।
দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম॥
ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল।
সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ কর কোল॥
যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল।
গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল॥

২৮৪।

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ।
কাহে লাগি মান, দহনে তনু দহি দহি,
দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ ধ্রু॥
উহ সুপুরুখ বর, বিদগধ শেখর,
এ অবিচল কুল বালা।
বিহি যো না জানল, মদন ঘটায়ল,
জনু জলধরে বিধু মালা॥
চাঁদ উদয়ে কি, কুমুদিনী মুদিত,
চাঁদনি বিমুখ চকোর।

ঐছন যামিনী, এতহুঁ না পেখিয়ে,
কিয়ে বিধি মতি ভোর ॥
তুহুঁ তনু পরশ, ক্ষণে পরশ নহি,
জলধরে দামিনী মালা।
ঐছন কামিনী, সো পুরুখবর,
তুহুঁক তুলহ নব বালা ॥
সহচরী বচন, শুনিয়া তুহুঁ হরষিত,
তুহুঁ মুখ হেরি তুহুঁ হাস।
তুহুঁক অনুভব, পূরল মনোরথ,
গোবিন্দ দাস পরকাশ ॥

২৮৫।

সুহই।

কোরে রহিতে তুহুঁ মানহ দূর।
ভিন ভিন অব তুহুঁ তুহুঁ মনঝুর ॥
না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম তরঙ্গ।
করইতে আন আন ভেল রঙ্গ ॥
সুন্দরি ঐছন সো রুক্ষ মান।
পর বেদন হিয়ে যো নাহি জান ॥
তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান।
সো দুখে তুহুঁ ধনি ভেল অগেয়ান ॥
ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান।
কাহে বাঢ়ায়সি অকারণ মান ॥
শ্যাম কলেবর ধূলিক সাত।
মলিন বদন ভেল তুবরি গাত ॥
কমল নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই।
তোহারি কমল দিঠি নিঝরই ঝরই ॥
সো তনু ছটফট মদনহি বাণে।
তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে ॥
অরুণ নয়নে বৈঠল পিয়া পাশ।
চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস ॥

২৮৬।

জয়জয়ন্তী।

প্রাণপ্রিয় দুখ, শুনি শশীমুখী,
পুছই গদ গদ বোল।
অমল কুবলয়, নয়ন যুগলহি,
গলয়ে ঝর ঝর লোর ॥
বেশ বেশায়ল সবহুঁ বিছুরল,
চললি পরিহরি মান।
তেজল কুল ভয়, নাহি গৌরব,
মনহি জাগয়ে কান ॥
পীন পয়োধর, জঘন গুরুতর,
ভারে গতি অতি মন্দ।
আরতি অন্তর, পন্থ দূরতর,
বিহিক বিচরণ নিন্দ ॥
গড়ল মনোরথে, চড়ল সুন্দরী,
বিঘিনি বিপদ না মান।
মিলল ভামিনী, কুঞ্জ ধামিনী,
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥

কলহান্তরিতা।

২৮৭।

সুহই।

আকুল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু,
সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সহ,
অহনিশি জলত পরাণ ॥
সজনি তোহে কহ মরমক দাহ।
কানুক দোখে, যো ধনী রোখই,
সো তাপিনী জগ মাহ ॥ ধ্রু ॥
যো হাম মান, বহুত করি মাননু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনসিজ, শরে ভেল জরজর,
তাকর দরশন দেখি ॥
ধৈরব লাজ, মন সঞে ভাগল,
জীবন রহত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস, কহই সতী ভামিনী,
ঐছন কানুক লেহ ॥

২৮৮।

সুহই।

কুলবতী হোই, নয়ানে জানি হেরই,
হেরত পুন জানি কান।
কানু হেরি জনু, প্রেম বাঢ়ায়ই,
প্রেম করই জনি মান॥
সজনি অতএ মানিয়ে নিজ দোষ।
মান দগধ জীউ, অব নাহি নিকশয়ে
কানু সঞে কি করব রোষ॥ ধ্রু॥
যো মঝু চরণ (১) পরশ রস লালসে
লাখ মিনতি মোহে কেল।
তাকর দরশন, বিনি তনু জরজর,
পরশ পরেশ সম ভেল॥
সহচরী মোহে, লাখ সমুঝায়ল,
তাহে না রোপণু কান।
গোবিন্দদাস, সরস বচনামৃতে (২)
পুন বাহুড়ায়ব কান॥

২৮৯।

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু, মুরলীরব মাধুরী,
শ্রবণে নিবারিনু তোর (৩)।
হেরইতে রূপ, নয়ান যুগ ঝাঁপনু
তব মোহে রোখলি ভোর (৪)॥
সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তাসঞে, লেহ বাঢ়ায়লি,
জনম গোঙায়বি রোয়॥ ধ্রু॥
বিনি গুণ পরখি পরক রূপ লালসে
কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়বি ইহরূপ লাবনি
জীবইতে ভেল সন্দেহা (৫)॥

১। সরস। ২। জনমে ধনি থির রহ।
৩। তোরি। ৪। গোরী। ৫। হৃদয়ে
না বাঁধল লেহা—হ, লি, পু।

যো তুহুঁ হৃদয়ে, প্রেমতরু রোপলি,
শ্যামজলদ রস আশে।
সো অব (৬) নয়ন নীরে, অব (৭) সিঞ্চহ
কহতহি গোবিন্দদাসে॥

২৯০।

সুহই।

চরণে ধরি (৮) হরি, হার পিধায়ল,
যতনে গাঁথি নিজ হাত।
সো নাহি পহিরিনু, দূরেহি ডারনু,
মানিনী অবনত মাথ॥
সজনি কাহে মোরে ছুরমতি (৯) ভেল।
দগধ মান মঝু, বিদগধ মাধব,
রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু॥
গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল,
হাম নাহি পালটি নেহার।
হাতক লছিমী, চরণ পরে ডারনু,
আর কি করব পরকার॥
সো বহু বল্লভ, সহজেই দুর্লভ,
দরশন লাগি মন ঝুর।
গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব,
তবহি মনোরথ পূর॥

২৯১।

ধানশী।

কহল মো খল জনে দেখিনু কান (১০)।
তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥
রোখে বিমুখ যব চল বর নাহ।
অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥

৬। নিজ। ৭। পুন—হ, লি, পু।
৮। লাগি। ৯। অতিহি কিছি মোরে
বিপরীত—প, ক, বা।
১০। কমল রখল জল দেখিল কান।

সুন্দরি তুহুঁ মঝু প্রাণক কোই।
অব রহ নিরজনে বন (১) মাহা রোই॥
সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ।
হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ ঘোর ভুজঙ্গ॥
কোন কুমতি দরশায়ল এহ।
জানসু গরলে ভরল তুয়া দেহ॥
মদন কুমন্ত্রে অধর (২) ভেল সোই।
চললিহ দংশি নথই নাহি কোই॥
ইথে বিনু নাগ দমন রস পান।
গোবিন্দদাস মুনি মন্ত্র ন জান॥

২৯২।

ধানশী।

তিল এক শয়নে স্বপনে যো মঝু বিনে
চমকি চমকি করু কোর।
ঘন ঘন চুম্বনে গাঢ় আলিঙ্গনে
নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥
সজনি (৩) সো যদি করু নিঠুরাই।
না জানিয়ে কো বিধি নিধি দেই লেয়ল
সো মুখ করি বিছুরাই॥ ধ্রু॥
তুহুঁ কাহে বিরস বচনে মোহে মারসি
ডারসি শোক কি কূপে।
মুরছিত (৪) জনকে ঘাত (৫) নহে সমুচিত
জগ (৬) জনে কহব বিরূপে (৭)॥
ভাঙ্গল মান, আন (৮) জন গঞ্জনে,
পিরীতি পিরীতি করি বাধা।
রসিক সুনাহ, আপনে সুখ পায়ব,
এবড়ি মরমে মুঝু সাধা॥
সো মুখ চাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব,
কালিন্দী বিষময় নীরে।
পামরি গোবিন্দ দাস, মরি যায়ব,
সাজি আনত তছু তীরে॥

২৯৩।

গান্ধার।

কি কহিলি কঠিনি কালিদহে পৈঠবি
শুনইতে কাঁপই দেহা।
ঐছন বচন, কানু যব শুনব,
জীবনে না বান্ধব থেহা॥
তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী
অনুচিত মানে দেহ যাদ তেজবি
মরমহি বিরহ বিথারি॥ ধ্রু॥
কানুর চিত রীত, হাম জানত,
কবহুঁ নহত নিঠুরাই।
তুহুঁ যদি তাক, লাখ গারি দেয়সি,
তবহুঁ রহত মুখ চাই॥
ঐছন বোল, না বোলবি সুন্দরি,
কাহে পরমাদসি এহ।
গোবিন্দদাস কহ, শপতি তোহে শতশত,
যদি উদবেগ বাঢ়াহ॥

২৯৪।

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোর।
মরমক বেদন জানসি মোর॥
সো বহু বল্লভ সুজই ভোর।
কৈছনে বেদন জানব মোর॥
চলইতে চাহি তাঁহা আদর ভহ।
সহই না পারই বিরহ তরঙ্গ॥
সখি এ কাহে উপেখয় কান।
না জানিয়ে কগধি চতুর মোহে মান॥

১। বন।
২। অধির।
৩। সখিহে—হ, লি, গু,।
৪। মিরিতি।
৫। জনে ঘাতন—প, ক, লী।
৬। সব—হ, লি, পু।
৭। কিরূপে—প, ক, লা।
৮। কবহি—হ, লি, পু।

সখীগণ মাঝে চতুর তোহে জানি।
আদর রাখি মিলায়বি আনি॥
বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ।
ঐছে কহবি বৈছে না হয় লাজ॥
মঝু এত আরতি সো জনি জান।
ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপলু পরাণ॥
অব বিচারহ তুহুঁ সো পরবুদ্ধ।
কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥
জীবইতে মোহে মিলব যব কান।
গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান।

২৯৫।

কামদ।

রাইক বিনয়, বচন শুনি সো সখী,
চললিহ শ্যামক আগে।
দূর সঞে তাকর, বদন হেরি মাধব,
মানল আপন সোহাগে॥
অপরূপ প্রেমক রীত।
আদর বিনহি, সোই বহু বল্লভ,
দূতী নিয়ড়ে উপনীত॥ ধ্রু॥
চটপটি ধূলি ঝাড়ি, উঠি বৈঠল হরি,
দূতী আন পথে গেল।
দূতি দূতি করি, বহুত ফুকারল,
শুনি দূতী উত্তর না দেল॥
পুনহি ফুকারই, দূতি দূতি করি,
পুনহি বোলায়ত কান।
দূতী কহত হামে, কোন বোলায়ত,
নাগর কহতহি নাম॥
ইহ কাহে বৈঠলি, মোহে বোলাওলি,
তুরিতে কহ তুহুঁ মোয়।
শ্যামা সখী মোহে, তুরিত বোলাওত,
পুন আসি মিলব তোয়॥
কথে রহ বহু বাদি, পহুঁ আগোরল,
কাতরে রহুঁ মুখ চাহি।

আনুক বাত ভালে, তুহুঁ সখি জানসি,
কাহে উপেখল রাই।
দূতী কহত তুয়া, কৈছন পিরীতি রীত,
বুঝই নাহি পারি।
সো যদি মান করয়ে, তোহে রোখল,
কাহে তুহুঁ আয়লি ছাড়ি॥
আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা
কাহে বাঢ়ায়সি বাত।
গোবিন্দ দাস, তোহারি লাগি মাধব,
আগে চলহ মঝু সাত॥

২৯৬।

সুহই।

যা কর চরণ নখর রুচি হেরইতে
মুরছয়ে কত কোটি কাম।
সো মঝু পদতলে, ধরণী লোটায়ল,
পালটি না হেরিনু হাম॥
সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি।
ব্রজকুল নন্দন, চাঁদ উপেখনু,
দারুণ মানক লাগি॥
কাতর দিঠে, মিঠ বচনামৃতে,
কত রূপে সাধল নাহ।
সো হাম শ্রবণ, সীম নাহি আয়নু,
অব হিয়া তুষ দহ দাহ॥
সে হেন রসিক পিয়া কাহা রহুঁ কাঁহা করু
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
গোবিন্দ দাস কহে, শুন বর নাগরী,
সো পহুঁ তোঁহার অদূর॥

২৯৭।

সুহই।

একে তুহুঁ নাগরী, সব গুণে আগোরি,
বৈঠসি চতুর সমাজ।

আপনক কাজ আপ নাহি সমুঝসি
হঠে কি কৈলি অকাজ॥
যামিনি নাহক কি করসি রোখ।
নিকটে আনি বাত তুহুঁ পুছিয়ে
বুঝিয়ে, গুণ কিয়ে দোষ॥ ধ্রু॥
অপরাধ জানি গারি জল দেয়বি
পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙ্গিতে, যো উপদেশল
তা কর মুখে দেই আগি॥
যো তুয়া চরণ, পরশি মহী লুটল,
নিজ গৌরব করি দূর।
অব কাহে তাক, চরিত কহি ঝুরসি,
গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

২৯৮।

সুহই।

সো মুখ চাঁদ, নয়ানে নাহি হেরব
নয়ন দহন ভেল চন্দ।
সোই মধুর বোল, শ্রবণে না শুনলু,
মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥
সজনি কাহে বাঢ়ায়লু মান।
প্রেম ভঙ্গ ভয়ে অব জীউ কাতর
তুহুঁ পরবোধবি কান॥ ধ্রু॥
সো কর কিশলয়, পরশ উপেখলু,
অব কিশলয়ে তনু মোর।
নব নব লেহ, সুধারস নীরসল,
গরলে ভরল তনু মোর॥
সো কর বিরচিত, হার উপেখলু,
হার ভুজঙ্গ ভেল।
গোবিন্দদাস কহ, সো অতি দূরগহ,
যো ঐছন মতি দেল॥

২৯৯।

শ্রীরাগ।

পরবশ নেহ নেহ নাহি বাধে।
নিলজ জীউ নেহ লাগি কাঁদে॥
শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ মান।
মান রহক পুন যাচক নিদান॥
এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ।
শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ॥
পরজনে কিয়ে পিরীতি অনুরোধ।
দুরজনে কিয়ে সুজন পরবোধ॥
কুলবতী বল্লভ নাগর কান।
গোবিন্দদাস ইহ রস পরমাণ॥

৩০০।

শ্রীগান্ধার।

শুন বহু বল্লভ কান।
ভালে তুহুঁ রসিক সুজান॥
পামরি পিরীতি উপেখি।
আওলি কুলবতী দেখি॥
তোহারি রসিক পণ জানি।
কহইতে আওল বাণী॥
দেখি তুয়া এ সব কাজ।
হাসত যুবতী সমাজ॥
যো পদ পরশক আশে।
করসি কতহুঁ অভিলাষে॥
সো পদপঙ্কজ ছোড়ি।
কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥
কোন শিখায়লি নীতে।
ধিক ধিক তোহারি পিরীতে॥
ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে।
থাক হৃদয়ে যত সাধে॥
গোবিন্দদাস মতি মন্দ।
হেরইতে তৈ গেল ধন্দ॥

৩০১।

গান্ধার।

রোখে তোহে পিয়া বিনি অপরাধে।
না জানিয়ে এক কি পড়ল পরমাদে॥

রজনী প্রভাতে পূরব পরকাশ।
যামিনী জাগি আওল মধু পাশ॥
শীতল জলরুহ দেয়ল পায়।
মানে মুগধ মুঞি উপেখলু তায়॥
কত রূপে বচন কহল মৃদু মিঠ।
বদন ঝাঁপি হাম দেয়লু পিঠ॥
পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল।
গোবিন্দ দাস কহ মরমক শেল॥

৩০২।

হরি যব হরিখে, ধরথি রসবাদর,
সাদরে পুছয়ে বাত।
নিরখি বদন তোরি, আকুল সো হরি,
নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত॥
মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান।
ছলে বলে দিঠি জলে, তোহে কত সাধল
পালটি না হেরলি কান॥ ধ্রু॥
তছু গুণে গুনিগণ, ঝুরয়ে রাতি দিন,
তুয়া গুণে উনমত সোই।
বিনি অপরাধে, তাহে উপেখলি,
জনম গোঙায়বি রোই॥
কাতর বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি,
রোখি চলল বরনাহ।
অব কাতর মুখে, বধু মুখ হেরসি,
পাই মনোভব দাহ॥
বিহি তোহে বাম, মান ধনে বঞ্চল,
নাহ বিমুখ ভৈ গেল।
গোবিন্দ দাস কহই, চিতে মানই,
ইহ বড় দারুণ শেল॥

৩০৩।

সুহই।

আরল প্রেম, পহিলহি না হেরিনু,
সো বহু বল্লভ কান।
আদর সাধে, বাদ করি তা সঞে,
অহোনিশি জনত নিদান॥
সজনি তোহে কুহোঁ মরকম দাহ।
কানুক দোষে, যো ধনী রোখয়ে,
সো তাপিনী জগমাহ॥ ধ্রু॥
যো হাম মান, রহত করি মানলু,
কানুক মিনতি উপেখি।
সো অব মনমথ, শরে ভেল জরজর,
তা কর দরশন পেখি॥
ধৈরয লাজ, মান সঞে ভাগল,
জীবন রহেত সন্দেহ।
গোবিন্দদাস কহই, সতী ভামিনি,
ঐছন কানুক লেহ॥

৩০৪।

কামদ।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়।
পায়লি রতন, যতন বিনু তেজলি,
অব পুন সাধসি মোয়॥ ধ্রু॥
কত কত গোপ, সুনাগরী পরিহরি,
তব তুয়া মন্দিরে কান।
তব তুহুঁ মান, ধরম ধন পাওলি,
না হেরিলি কমল বয়ান॥
বিনি অপরাধে, উপেখলি মাধব,
না বুঝলি আপন কাজ।
না জানিয়ে কোন, কলাবতী মন্দিরে,
অবহুঁ নাগর রাজ॥
যাহে বিনু পল এক, রহই না পারই,
তাহে কি হেন ব্যবহার।
গোবিন্দ দাস কহ, অব ধনী সমুঝলি,
পুন হেন না করবি আর॥

ভাবী—বিরহ।

৩০৫।

বালা ধানশী।

না জানিয়ে কোন মথুরা সঞে(১)আয়ল
তাহে হেরি জীউ (২) মোর কাঁপ।
তবধরি দক্ষিণ, পয়োধর ফুরয়ে,
লোরে নয়ন তুহুঁ ঝাপ॥
সখিহে(৩)অব কুশল শত নাহি মানি।
বিপদহুঁ বাধ, তৃণ করি না গণিয়ে,(৪)
কান বিচ্ছেদ হয় জানি॥ ধ্রু॥
কিয়ে ঘর বাহির, মতি না রহে থির,
জাগরে নিদ না ভায়।
গঢ়ল মনোরথ, তৈখনে টুটল, (৫)
কিয়ে সখি করব উপায়॥
কুসুমিত কুঞ্জে, ভ্রমর নাহি গুঞ্জই,
সঘনে রোয়ত শুক সারী।
গোবিন্দদাস, আলি (৬) সখী পুছই,
কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥

৩০৬।

সুহই।

নামহি অক্রুর, ক্রুর নীচাশয় (৭)
সোই আয়ল ব্রজ মাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল,
কালিনী কালিম (৮) সাজ॥
সজনি রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায়, যৈছে নহে প্রাতর,
মন্দিরে রহুঁ বনমালি॥ ধ্রু॥
যোগিনী চরণ স্মরণ করি সাধহ,
বাঁধহ যামিনী নাথ।
নখতর চাঁদ, বেকত রহুঁ অম্বরে,
যৈছে নহে পরভাত॥
কালিন্দী দেবী, সেবি তাহে ভাখব,
রাখব নিজ অনুরাগে।
কিয়ে শমন আনি, তুরিতে মিলায়ব,
গোবিন্দদাস অনুরাগে॥

৩০৭।

বরাড়ী।

হরি নাকি যাবে মধুপুর।
ছাড়িব গোকুল বাস জীবনে কি আর আশ
বধ ভাগী হইল অক্রুর॥ ধ্রু॥
ছাড়িবে গোকুল চন্দ পরাণে মরিবে নন্দ
মরিবেক রোহিণী যশোদা।
গোপীর মরণ যৈবে অনুমান করি সবে
সবার আগে মরিবেক রাধা॥
আর না শুনিব বেণু আর না দেখিব কানু
আর না করিব নানা বেশ।
এমন ব্যথিত থাকে কানুরে বুঝায়া রাখে
বিধি বিনে নাহি উপদেশ॥
মথুরা নাগরী যত তাহা কৈলে পয়োব্রত
বরজ রমণী অনাথ।
গোবিন্দ দাস কহ হৃদয়ে এ দুখ সহ
অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ॥

৩০৮।

ধানশী।

হরি হরি (৯) নিরদয় (১০) রসময় দেহ।
কৈছনে তেজব নবীন সিনেহ (১১)॥
পাপ অক্রুর কিয়ে গুণ জান।
সব সুখ বারি সে চলু কান॥

১। মথুরাসে—প, ক, ভ।
২। কাহে। ৩। সজনি—প, ক, ভ।
৪। মানিয়ে—প, ক, ভ। ৫। ভাঙ্গত।
৬। আনি। ৭। ক্রুর নাহি যা সম।
৮। কানী কানী কালি—প, ক, ভ।

৯। রহু। ১০। নিরকরণ—প, ক, ন।
১১। সুনেহ।

যতিক্ষণে দ্বিজগণে (১) মঙ্গল না পঢ়ই
যতিক্ষণে পথ-পন্থ কোই না চঢ়ই ॥
এ সখি কাহুক জানি (২) মুখ চাহ।
আঁচরে গোই (৩) বাহু রাহু (৪) নাহ ॥
যতিক্ষণে গোকুলে তিমির লাগি (৫) রহই।
করইত যতন দৈবে যব (৬) ফিরই ॥
এতহুঁ বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত (৭)।
গোবিন্দদাস কহ লাজক অন্ত (৮) ॥

৩০৯।

ধানশী।

কাঁপল উতপল লোরে নয়ন।
কৈছে করত হিয়া কিছু না জান ॥
তুহুঁ পুন কি করবি গুপতহি রাখি।
তনু মন তুহুঁ যাঝে দেওত সাখি ॥
তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়।
বজরক বারণ করতলে হোয় ॥
জানলু রে সখি মৌনকি ওর।
পিয়া পরদেশিয়া চলব মোহে ছোড় ॥
গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়।
পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয় ॥
সময় সমাপন কি ফল আর।
প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার ॥
গোবিন্দদাস অতএ অনুমান।
পিয়া পরদেশি কাহে রহুঁ প্রাণ ॥

১। কুল—প, ক, ত।

২। কানুক যদি। ৩। গহি। ৪। বক্র বারণ—প, ক, ল। ৫। নাহি—প,ক,ত। ৬। বক। ৭। রহমুয়ে কান্ত—প, ক, ল।

৮। শেষ চরণ দুটীর স্থানে পদকল্পতরুতে নিম্নলিখিত চারিটী পদ আছেঃ—

"এতহু বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত।
বুলন নেহারইতে নাজক পহু ॥
অতএ যে বিকল দারুণ লাজ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ ॥"

৩১০।

শ্রীগান্ধার।

যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে, মন রঞ্জনু,
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী, বরত সমাপল,
লাজে তিলাঞ্জলি দেল ॥
সজনি জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজপুর পরিহরি, যাওব সো হরি,
শুনইতে নাহি বাহিরাণ ॥ ধ্রু ॥
যো মধু সরস, সমাগম লালস,
মণিময় মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক কুঞ্জে, জাগি নিশি বাসর,
পন্থ নেহারত মোরি ॥
যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী
মণি মঞ্জীর করি মানি।
গোবিন্দদাস ভণ, কৈছন সো দিন,
বিছুরব ইহ অনুমানি ॥

৩১১।

সুহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট।
নিরমল নয়ান বয়ান করু হেট ॥
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ।
জানলু কানু চলব পর-দেশ ॥ ধ্রু ॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল।
ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্দ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ ॥
চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি।
আনহি ভাতি রভস রস কেলি ॥
যে তহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই ॥

৩১২।

পাহিড়া রাগিণী।

কামিনী করি বিহি মোহে কি ভেল বাম।
ছোড়ি বৃন্দাবন, আনহু মথুরা,
যাওব সুন্দর শ্যাম॥
ও মুখ চন্দ, হাস মধুরাধর,
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি।
ও মৃদু বচন, সুধারসে পূরিত,
কৈছনে বিছুরব নারী॥
যাহ বিনু নিমিখ-, আধ কত যুগ সম,
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ মর, নাহি নিকশয়ে,
পুন কিয়ে দরশন পাব॥
কহইতে গোরী লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তঁহি ভোর।
হা হা প্রাণ রাই, ভেল অচেতন,
গোবিন্দ দাস করু কোর॥

৩১৩।

সুহই।

অস্তমিত যামিনি-কান্ত।
কি ফল ভেল মুনি মন্ত্র॥
উদয়াচল তরুণারুণ।
উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপী অক্রুর।
হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার।
চলু সব গোপ গোয়ার॥
কোই না কহ অছু বাত।
হরি [illegible] মাথুর [illegible]॥
ব্রজপতি দম্পতি [illegible]।
কোন্ করব বিপরীতে॥
[illegible] নিকরুণ [illegible]
গোবিন্দ দাস [illegible]॥

৩১৪।

গান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এরূহি সন্দেহ॥
সে হেন রসিক পিয়া
পিরীতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সুনেহ॥
চল চল সহচরি, অক্রুর চরণে ধরি,
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা ক্রন্দন, শুনইতে ঐছন,
জানি ফিরয়ে বরনাহ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাশ।
কানু বিনে জীবন জলতহি অনুখণ
কো সহ এ হেন সন্তাপ॥
ওমুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পীবইতে জীউ করি সাধ।
গোবিন্দ দাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস বাদ॥

৩১৫।

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতঁহি পেখনু নয়ান পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূন্যহি মন্দিরে আওল ফেরি॥
দেখি সখি বিলায় জীবন মোই।
পিরীতি আনাওত জর ঘন মোই। ধ্রু॥
সো কুসুমিত বন, কুঞ্জ কুটীর।
সো যমুনা জল [illegible] সমীর॥
[illegible]
কানু [illegible]॥
এত [illegible]।
[illegible]

তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমতি না আওয়ে গোবিন্দ দাস॥

ভূতবিরহ।

৩১৬।

গান্ধার।

হৃদয় বিদারক মনমথ বাণ।
কো জানে কাহে রহত দুই ঠাম॥
জনু বিরহানল মনমাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না যাওত কামুক বিচ্ছেদ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকুরব অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী পরিমল খেহ।
কো জানে জীউ রহত দুই দেহ॥
জানাইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥

৩১৭।

পটমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া (১) রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ(২)বিধি মোর পিয়া(৩)নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ (৪)॥
এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগর রাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সি(৫)আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে (৬) নিলাজ পরাণি॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥

৩১৮।

বরাড়ী।

এই ত মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়েগো(৭)
নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥
সখি হে বড় দুখ (৮) রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখল করমে॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই বন্ধু
রস পরিপাটির কারণে॥
আমারে লইয়া (৯) কোলে
শয়নে স্বপনে রেখে (১০)
জামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া কোন থানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥

১। হিয়ার ভিতর দিয়া প্রাণ।
২। কেমন দারুণ। ৩। প্রাণ।

৪। না হেরি চাঁদ মুখ। ৫। পিয়াসে।
৬। আছে।
৭। হেন পিয়া বিনে হিয়া ফাটিয়া না পড়ে গো।—প, ক, শ। ফাটিয়া না যায় কেন—হ, লি।
৮। শেল। ৯। করিয়া। ১০। হেরে।

এতেক(১)দিবস ভেল প্রাণনাথ(২)না আইল,
কার মুখে না পাই (৩) সম্বাদ।
গোবিন্দদাস কহু, শ্যাম মথুরাইতে (৪),
বাঢ়াল বিরহ বিষাদ॥

৩১৯।

সুহই।

উয়ল নব নব মেহ।
দূরে রহুঁ শ্যামের দেহ॥
তঁহি ঘোর বিজুরি উজোর!
হরি রহুঁ নাগরী কোর॥
চাতক পিয়ু পিয়ু বোল।
শুনইতে জীউ উতরোল॥
দাছুরি উনমত ভাব।
বিরহিণী জীবন নৈরাশ॥
ঐছন ভেল ছুরদিন।
অম্বরে রবি শশী হীন॥
কো কহে কানুক পাশ।
চলতঁহি গোবিন্দ দাস॥

৩২০।

গান্ধার।

যো মুখ দরশনে নিমিখ না সহই
তাহে পরবোধসি আওব কহই॥
শুন সখি কি বোলব তোয়।
নিলাজ প্রাণ সহজে রহুঁ মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়।
তিল এক হেরইতে লাজ বহু মোর॥
জনু বড়বানল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয়॥

১। অনেক। ২। পিয়া কেনে।
৩। শুনি। ৪। কহইতে ঐছন—হ, লি, পু।

৩২১।

শ্রীরাগ।

বিরহ আনলে যদি, দেহ (৫) উপেখবি
(৬) খোয়বি (৬) আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত (৭), কোই না জীয়ব,
সবহুঁ (৮) করবি সমাধান॥
সুন্দরি মাধব আওব যব গেহ।
তোহারি সম্বাদ (৯) সোই যব পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ॥ ধ্রু॥
আপনক ঘাতে, রমণীকুল ঘাতবি,
ঘাতবি শ্যামের চন্দ (১০)।
জগতরি বিপুল, কলঙ্ক তুয়া (১১) ঘোষব,
দুষব কলময় বন্ধ (১২)॥
সজল কমলে, কমলাপতি পূজহ,
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ, আশা তব্ না পূরব,
রাধামাধব সেব (১৩)॥

৩২২।

গান্ধার।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥

৫। তনু।
৬। সুন্দরী।
৬। নিজ অনুচরী সখী।
৭। সকলি।
৮। চরিতবর।
৯। দুবার শুনব।
১০। সহচরী বৃন্দ।
১১। দুকূল কলরব জগতরি।
১২। হেরইতে বাস বিকল—হ, লি, পু।
১৩। চতুর সহচরী ছল করি কহবি আনবি মো বরনাহ। গোবিন্দদাস শপতি দেই শত শত যদি উঠয়ে বাঢ়ায়॥ হ, লি, পু।

যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইও তহু মাহ॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তহু মাহ॥
যোই বীজনে পহু বীজই গাত্র।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥
যাহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥

৩২৩।

সুহই।

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঙ্গ মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেত ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

৩২৪।

সুহই কন্দর্পতাল।

১। গাবই সব মধুমাস।
জনি দহ বিরহ হুতাশ॥
হুতাশ সদৃশ, চাঁদ চন্দন,
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু, মত্ত মধুকর,
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নব মঞ্জু রঞ্জন, পুঞ্জ রঞ্জিত,
চূত কানন শোহই।
রসলোল কোকিলা কোকিলকুল,
কাকলী মন মোহই॥

২। মোহই মাধবী মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস, সুললিত কমলিনী,
রস জিতিতা।
মধুপান চঞ্চল, চঞ্চরীকুল পদ্মিনী,
মুখ চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত, বল্লী তরু অরু,
চারু চৌদিশে সজ্জিতা।
হামসে পাপিনী, বিরহে তাপিনী,
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥

৩। বঞ্চিত অহর্নিশি বাস।
তৈ গেল জেঠহি মাস॥
মাস ইহ রহুঁ, যা রুপয়ে পহুঁ,
সোই সুলখিনী কামিনী।
যো কান্ত সুখ, সম্ভোগে বঞ্চয়ে,
চাঁদ উজোর যামিনী॥
দুহই দাদুরি, দিনহি বঞ্চয়ে,
কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম পেসলী, পূরব প্রেয়সী,
পেখি তাপিত অন্তরে॥

৪। অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী বেদন বাঢ়॥
বাঢ় ফুল্লিত, বল্লী তরুবর,
চারু চৌদিশে সঞ্চারে।
উতাপে তাপিত, ধরণী মণ্ডল,
নিরখি নব নব জলধরে॥
পাপিহা পাখির, পিয়াসে পীড়িত,
সতত পিউপিউ রাবিয়া।
পিয়া নাদ শুনি, চিত চমকি উঠয়ে,
পিয়াসে পেখিনা পাপিয়া॥

৫। পাপিয়া শাঙন মাস।
বিরহী জীবনে নৈরাশ॥
নৈরাশ বাসর, রজনী দশদিশ,
গগনে বারিদঝম্পিয়া।

ঝলকে দামিনী, পলকে কামিনী,
হেরি মালুক কাঁপিয়া ॥
পাপী ডাহুকী, ডাহুকে ডাকই,
ময়ূর নাচত মাতিয়া ।
একলি মন্দিরে, অনিদ লোচনে,
জাগি সগরি রাতিয়া ॥

৬ । রাতিয়া দিবসে রহুঁ ধন্দ ।
ভাদরে বাদর মন্দ ॥
মন্দ মনসিজ, মনহি দহ দহ,
দহই মারুত বিন্দ ।
তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর,
হামারি লোচন ছন্দ ।
উঠল ভূধর, পূরল কন্দর,
ছুটল নদনদী সিন্ধুয়া ।
হামসে কুলবতী, পরক যুবতী,
গমন জগভরি নিন্দুয়া ॥

৭ । নিন্দু আপন পর ভায় ।
তৈ গেল আশ্বিন মাস ॥
মাস গণি গণি, আশ গেলহুঁ,
শ্বাস রহু অবশেষিয়া ।
কোন সমুঝব, হিয়াক বেদন,
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া ।
সময় শারদ, চাঁদ নিরমল,
দীঘ দীপতি রাতিয়া ।
ফুটল মালতী, কুন্দ কুমুদিনী,
পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া ॥

৮ । পাতিয় সমনক নাই ।
আওল কার্ত্তিক ধাই ॥
ধাই ষট্পদ, নাই পদুমিনী,
পাই কিয়ে রস মাধুরি ।
তুহি নিশকঙ্ক, বদনে চুম্বই,
কোন বুঝে আছু চাতুরি ॥
যবহুঁ পিয়াসলু, মেহ করলহি,
মেঘ চাতক রীতিয়া ।
পিয়া সে দূরহি, মোরে পাপিনী হোই,
রহলহিঁ বিরহিনিয়া ॥

৯ । কিরীতি করব অব হামে ।
আওল আঘণ নামে ॥
নাম শুনইতে, ঐছন অন্তরে,
সো রস সায়রে পৈসলি ।
কোন বিহি মরু, নাহ লে গেও,
হাম সে পড়ি রহুঁ একলি ॥
শিশির নব নব, তরুণ নব নব,
তরুণী নবি নবি হোইরি ।
লেহ নব নব, তেজি দারুণ দেহ,
থরু জনু কোইরি ॥

১০ । কোই করয়ে জানি রোখে ।
আওল দারুণ পৌখে ॥
পৌখ দিন মাহা, সুরয আতপ,
পরশে কম্পন হোতিয়া ।
রজনী হিমকর, দরশে দহ দহ,
হেরি সহচরি রোতিয়া ॥
কপট কানুক, পিরীতি আগুনি,
নরশ কথি জনি হোই রে ॥
অতএ কুলশীল, জীবন যৌবন,
সখীক সঙ্গহি খোই রে ॥

১১ । খোই কলাবতী মান ।
আওল মাঘ নিদান ॥
নিদানে জীবন, রহল সো পুন,
মাঘে সমুঝল যাবই ।
মদন ধানুকী, ফেরি কি আওল,
সবহুঁ মঙ্গল গাবই ॥
রসাল নব নব, পল্লব চাপহি,
মুকুল শর কত জোইরি ।
ভ্রমর কোকিল, কুহরি বোলত,
মার বিরহিণী অই রে ॥

১২ । চতুই দেখহ অনুরাগে ।
ফাগুয়া আওল ফাগুন ।

আগে মবু কছু, আশ আছিল,
নিচয় নাগর [illegible]।
বরিখ গেলহি, অবধি ভেলহি,
পুন কি পামরী পাওবে॥
সোই নিরমল, বদন মাধুরী,
দরশ কথি জনি হোয়।
অতএ নিরগুণ, জীবন তেজব,
মরণ ঔষধ মোয়॥
মোহে হেরি সখী কোই।
চৌঠ মাস সবহুঁ রোই॥
রোই ঝর ঝর, নিঝর লোচন,
বিষম অব দ্বোমাস।
কতিহ অন্তর, ততহি রহলিহ,
হামরি গোবিন্দদাস॥
আধ বরিখহি, তাহি পামরি,
দাস গোবিন্দ দাসিয়া।
অবহুঁ তব অব, কবহুঁ না পাওব,
রহল মরমক নাশিয়া॥

৩২৫।

শ্রীগান্ধার।

মাধবি মাসে, সাধ বিহি বাধল,
পিক কুল পঞ্চম গান।
মধুকর বোলে জীবন ক্ষীণ দোলত
কোন মিলায়ব কান॥(১)॥ ১॥
জ্যেঠহি মিঠ, কহত সব রঙ্গিনী,
চন্দন চাঁদনি রাতি।
শীতল পবন সবহু মোহে লাগল (২)
দারুণ মনমথ সাথি॥ ২॥
আয়ত (৩) আষাঢ় গাঢ় (৪) বিরহানল
হেরি নব নীরদ পাঁতি।
নীরদ মূরতী নয়নে জনু লাগল (৫)
নিঝয়ে ঝয়ে দিন রাতি॥ ৩॥
শাঙনে সঘন, গগনে ঘন গরজন,
উনমত দাহুরী বোল।
চমকিত দামিনী জাগয়ে কামিনী (৬)
জীবন কণ্ঠ বিলোল॥ ৪॥
ভাদর দর দর, (৭) দারুণ দুরদিন,
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ (৮)।
শীকর নিকর, থির নহে অম্বর (৯),
দহই মনোভব মন্দ॥ ৫॥
আশ্বিন মাসে, বিকশিত পদুমিনী,
সারস হংস নিশান।
নিরমল অম্বরে, হেরি সুধাকরে
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ (১০)॥৬॥
কার্ত্তিক মাসে, আশ নিরাশল (১১),
কোবিহি লীলাময় রাস।
নিকরুণ কান (১২) কোন সমুঝায়ব (১৩)
চলতহি গোবিন্দ দাস॥ ৭॥
আঘণ মাস, রাস রসায়ন (১৪),
নায়র (১৫) মাথুর গেল।
পুর নারী (১৬) গণ, পূরল মনোরথ,
বৃন্দাবন শূন ভেল॥ ৮॥
আওল পৌষ, তুষার (১৭) সার সমীরণ,
হিমকর হিম অনিবার।
নায়রী কোরে তোরি রহুঁ (১৮) নায়র
করব কোন পরকার॥ ৯॥

১। দারুণ দখিণ, পবন তাহি ভাবিত,
ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ।
২। মোহে [illegible]।
৪। বাঢ়।
৫। যব জাগয়ে—প, ক, ত।
৬। যামিনী। ৭। দিন দিন।
৮। ঝাঁপল দুরদিন বন্দ। ৯। অম্বর।
১০। মোহে কৈছে বিছুরল কান।
১১। নিরাশ করল বিধি। ১২। মাধব।
১৩। পাতিয়ায়ব। ১৪। রস সাগর।
১৫। নাগর। ১৬। রঙ্গিনী। ১৭। বহু।
১৮। পহুঁ।

মাঘে নিদায়, কোন পাতিয়ায়ব,
আতপ মন্দ বিকাশ।
দিনমণি তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু মদন (১) হুতাশ ॥ ১০ ॥
ফাগুণে গুণি, নাগর গুণমণি,
ফাগুয়া খেলত রঙ্গে (২)।
বিরহ পয়োধি, অবধি নাহি পায়ই,
দুরত মদন তরঙ্গে ॥ ১১ ॥
আয়ত চৈত, চিত কর বান্ধব (৩)
ঋতুপতি নব পরবেশ।
দারুণ মনমথ, ফুলশরে (৪) হানল
কানু রহল পরদেশ (৫) ॥১২॥

মাথুর।

৩২৬।

সুহই।

তৈখনে সাজল সখী দুই চারি।
ত্বরিত মিলল যাঁহা রসিক মুরারি ॥
তাহারে পুছল ব্রজ কুশলকি বাত।
কৈছন নন্দ যশোমতি মাত ॥
কৈছন কাননে চরত ধেনু।
কৈছন সখাগণ পূরত বেণু ॥
কৈছনে যমুনা উথলেহি নীর।
কৈছনে শারী শুক বোলত গীর ॥
কৈছনে আছয়ে ব্রজকুল নারী।
কৈছনে আছয়ে রাই হামারি ॥
ইহ সব পুছত গদগদ ভাষে।
মূরছি পড়ল মহী গোবিন্দদাস ॥

৩২৭।

কেদার।

শুন শুন নিরদয়, হৃদয় মাধব,
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহে জরজর, কনক মঞ্জরী,
রহল রূপক ছাই ॥
আওয়ে মধু ঋতু, মধুর যামিনী,
কামিনী চিত চকোর।
কুসুম সায়ক, জীবন গাহক,
তুহুঁ সে রতি রসে ভোর ॥
সে অঙ্গ ছটফটি, কৈছে মিটব,
তপত সহচরী অঙ্গ।
নয়ন লোরে, ঝরঝর লোচন,
লোরে মহী করু পঙ্ক ॥
এতহি বিরহে, আপহি মূরছই,
শুনহ নাগর কান।
প্রতাপ আদিত, এ রসে ভাসিত,
দাস গোবিন্দ গান ॥

৩২৮।

বরাড়ী।

জঙ্গম হেমলতা, সম সো ধনী,
তুহুঁ ঘনশ্যাম তমাল।
বিহিও ন জানল, প্রেম ঘটাওল,
তুহুঁক পরশ রসাল ॥
মাধব তোহে সম্বাদল বাল্য।
তুয়া রস বিহীনে, আর তনু জারল (৬),
শুককুল কণ্টক জালা ॥ ধ্রু ॥
মরমক বেদন, সহই না পারিয়ে,
শুনি রহুঁ বদনী শবাদে।
লোচন খঞ্জন, নীরে নিরঞ্জন,
দিন রজনী নাহি জানে ॥

১। মথহুঁ।
২। গুণি গুণি গুণমণি [illegible]।
৩। বান্ধব। ৪। আনল-কুসুমক-কুসুম শরে।
৫। দূরদেশ—প, ক, ত।

৬। তুয়া [illegible] তনু [illegible]—হ, লি, পু।

সখী পরবোধ নাহি শুনই,
অনুখণ ক্ষোহারি সমাধি।
গোবিন্দদাস কহ, কানু কি লাজ নহ,
দারুণ বিরহ বেয়াধি ॥

৩২৯।

বরাড়ী।

মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেলী।
মিছ অবধি দিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধূ জীবন শেল ॥ ধ্রু ॥
কেহ যমুনা জল, কেহ ধরণী তল,
কেহ কেহ লুঠই কুঞ্জ।
এতদিনে বিরহ মরণ পথ পেখলু,
তাহে তিরিবধ পুঞ্জ ॥
ঘোর সরোবরে, তপত জন আকুল,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ ধরু জীবন,
গোবিন্দ দাস ভাণে জান ॥

৩৩০।

বরাড়ী।

করতলে চাঁদ বয়ান (১) রহুঁ থির।
অহর্নিশি লোচনে ঝরতহি (২) নীর ॥
বিগলিত নিদ (৩) বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন হুতাশ (৪) ॥
এ হরি অবহুঁ অবধি বহি যাই।
দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই ॥ (৫)
কমলিনী কিশলয়ে শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই ॥
শতগুণ মদন দহন তাহে ভেল।
সো তনু পরশে ভসম ভৈ গেল ॥

চন্দন পরশে চমকি ঘন (৬) উঠই।
হিমকর কিরণে মুরছি (৭) মহী লুঠই ॥
গোবিন্দদাস কহে যুগধল (৮) কান।
এত পরমাদ তুহুঁ জানিয়া ন জান (৯) ॥

৩৩১।

কামদ।

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব,
কানু কানু করি ঝুর ॥ ধ্রু ॥
যশোমতি নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই,
সাহসে চলই না পার।
সখাগণ বেণু, ধেনু সব বিসরণ,
রোই ফিরে নগর বাজার ॥
কুসুম ত্যজি অলি, ভূমিতলে লুঠত,
তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ূরী না নাচত,
কোকিল না করহি গান ॥
বিরহিণী বিরহ, কি কহব মাধব,
দশ দিক বিরহ হুতাশ।
সোই যমুনা জল, অবহুঁ অধিক ভেল,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

৩৩২।

সুহই।

আঁচরে মুখ শশী গোয়।
ঝরঝর লোচনে রোয় ॥
কারণ বিনু কত কহই।
উতপত দীঘ নিশসই ॥
শুন শুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমক ইহ পরিণাম ॥

১। বদন। ২। ঝরতহি—প, ক, ত।
৩। কেশ—হ্রুলি, [illegible] বৈরাশ—প, ক, ত। ৫। বিঘটন [illegible] মূরতি জনি রাই—প, ক, ত।

৬। ধনী। ৭। অবশ।
৮। নিঠুর—প, ক, ত। ৯। ঝরিতহি গোকুলে করই পয়ান—প, ক, ত।

তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুঠই॥
কাহুক কছু নাহি কহই।
কো অছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতী বাদ।
ক- দেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দদাস আশোয়াসে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥

৩৩৩।

শ্রীগান্ধার।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ।
চিতহি তোহারি দরশ দুরাপ॥
বিরহক বেদনে সো বর নারী।
নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥
দারুণ দৈবত তঁহি নাহি গেল।
লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥
লিখইতে বেদন বেকত ভেল চন্দ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥
ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ।
অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥
পুন কিয়ে লিখব বতন কর তোর।
ভীতকি চিত পুতলি ভেল সোর॥
গোবিন্দদাস কহই করি সেবা।
শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥

৩৩৪।

শ্রীরাগ।

শুন শুন শ্যাম চন্দ।
প্রেমক বৈছন ছন্দ॥
সো কহ তুয়া গুণগাম।
তুহুঁ বিছুরলি তছু নাম॥
নাগরী স্তন হারি [illegible]॥
সো সখী মুখ হেরি [illegible]॥

তোহারি শয়ন পরিষঙ্কে।
সোই লুঠত মহীপঙ্কে॥
তুয়া হিয়ে মণিময় হার।
তছু নিজ জীবন ভার॥
তহুঁ ঘন কুঙ্কুম নাই।
সো মৃগমদ মুরছাই॥
গোবিন্দ দাস পুরবন্ধ।
অতি রসে কো নহ অন্ধ॥

৩৩৫।

ধানশী।

তোহারি বিচ্ছেদ, ভরমে হাম পামরী,
না হেরব নিজ নাহ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহুঁ নারী না উপেখসি
কুবুজা রতি অবগাহ॥
মাধব কি কহব তুয়া গুণগাম।
পরিহরি দেহ, লেহ তুয়া জানই
একলা রতিপতি কাম॥ ধ্রু॥
পুর নাগরী সঞে, রসিক শিরোমণি,
পূরহ মনমথ কেলি।
বনচারী নারী, তোহারি গুণ গাওত,
পুতলিকা সঞে মেলি॥
রাস বিলাসে, যতহুঁ মত চাপল,
সব কর সো অরত রাধা।
গোবিন্দ দাস, কহই তোহে মাধব,
এতহুঁ সম্বাদন রাধা॥

৩৩৬।

শ্রীগান্ধার।

মূরছিত যব রহ নারী।
সে দুখ কহই না পারি॥
সব [illegible] নিরখহি সোই।
[illegible] কোই॥
[illegible]।
হাম কহই কিয়ে লাজ॥

কণ্ঠহিতে বিদরে পরাণ।
গোবিন্দ দাস পরমাণ॥

৩৩৭।

সুহই।

মাথুর দূর করি গুরুজঁহি মানি।
কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণী॥
এত কহি আওল পড়ি যাঁহা রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদ্ভুত হেরনু প্রিয়সখি প্রেম।
নিজ সখী দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥
প্রিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত মত উপচার।
চেতন পাওয়ে যব করয়ে প্রলাপ।
আওল বঁধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দ দাস অতএ অনুমান।
তুরিতহি মিলব প্রেমরস কান॥

৩৩৮।

কামদ।

শিশিরক শীত, সমাপলি সুন্দরী,
সে হেন সুরত সন্দেশে।
স্মরশর সমশর, শশীকর শীকর,
সহই সোতনু শেষে॥
শুনহ শ্যাম সকল গুণবন্ত।
শুধুই সম্বাদে কি সুমুখি সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত॥ধ্রু॥
শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে,
সতত সন্তাপই গাত।
স্বপন সমাগম, সাধে সুধামুখী,
শুতই সরসিজ পাত॥
সখিনী সমাজ, সাঁজ সঞে সো ধনী,
সগরিহুঁ শরবরী জাগ।
সোঙরি সুলেহ, সোহাগিনী সংশয়,
গোবিন্দ দাস দিঠি আগ॥

৩৩৯।

ধানশী।

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত।
টৌয়ত অব ধনী সময় বসন্ত॥
টুটল তুয়া অবধিক পরতাব।
টলমল জীবন রহ কিয়ে যাব॥
ঠামহি ইহ যদুপতি রহ ভোরি।
ঠেরত কৈছে সময় ইহ গোরী॥
ডহ ডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় আভরণ ভার॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী সঙ্গ।
ডুবত জানি ধনী মদন তরঙ্গ॥
ঢর ঢর লোচন সরসিজ জোর।
ঢলকত অহর্নিশি উতপত লোর॥
ঢিট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
ঢিট কি বোলব গোবিন্দ দাস॥

৩৪০।

তিরোতা।

ফাগুনে গণইতে গুণ গণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন জোর॥
ফুলধনু লেই কুসুম শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥
ফেরি না হেরবি ইহ মুখ চন্দ।
ফুকরি কহলু হরি ইথে নাহি ছন্দ॥
ফোয়ত দুহুঁ কর মরকত বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল গলই॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বাঁধে।
ফণিপতি দমন বলি ঘন কাঁদে॥
ফুটল হৃদয় নিদারুণ লেহ।
ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরী বৃন্দ।
ফলব কি না বুঝল দাস গোবিন্দ॥

৩৪১।

সুহই।

মদন মোহন, মুরতি মাধব,
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধরী, মানি মানদ,
বিছই মারগ জোই॥
মিলল মধু ঋতু, মল্লি মুকুলিত,
মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী, মুখর মধুকর,
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা মৃদু মন্দ, মারুহ মনই,
মনসিজ সাতি।
মসৃণ মলয়জে, মুরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহা মণিময়, মহগ মণ্ডল,
মলিন মুখ অরবিন্দ।
মরমে মৃগয়তি, মুন্দির মনোহর,
মোহিত দাস গোবিন্দ॥

৩৪২।

ধানশী।

একে বিরহানল, দহই কলেবর,
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু, ননীক পুতলি জনু,
হেরি সখী করু পরলাপ॥
মাধব পেখলু সো বর রমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, হীন অভরণ,
গলি গলি মিলত ধরণী॥ ধ্রু॥
ঋতু বসন্ত, অন্ত করি আওল,
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন, অবহু নাহি যাওত,
হেরত এ দুরা পন্থ।
কত পরবোধি, রোওয়াব সহচরী,
তোঁহে মাস রহি গেল।
গোবিন্দদাস, কহ যে সম্বাদব,
অগতি গতিক মধু ভেল॥

৩৪৩।

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দীকূল কদম্ব তরু ছায়॥
কুঞ্জ কুটীর মাহা কাঁদই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী নারীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনী নিন্দিত নব নব বালা।
ন গেল বিরহ হুতাশন জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপ রমণী অছু ভেল।
গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল॥

৩৪৪।

ধানশী।

তুহুঁ বিছুরলি গোরী রহলি মথুরাপুরী
নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি
বিরহ সাগরে পড়ি গোরী॥
শুন কানাই। করুণার লব তোঁহে নাই॥ ধ্রু॥
ধরণী শয়নকরি, সঘন নয়ন ঝরি,
সহচরী রহত আগোরী।
দিনে দিনে দুবরি কৈছে জীবন ধরি
গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি॥

৩৪৫।

ধানশী।

পুরুখি পেখলু, পুরুখ পুরুষোত্তম,
তুহুঁ সে পায়ল জাতি।
প্যারী পায়লি পিরীতি পাবকে,
দৌড়ে পতঙ্গকি ভাঁতি॥

পৌর পুণবতী, পহিলে পরিচয়,
প্রাণ পহুঁ তুহুঁ তোরি।
প্রেম পরবশ, পুরুষ প্রেয়সী,
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল, পঙ্ক পঙ্কজ,
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয় সখী, পায়ে পুন পুন,
প্রখর পাঁচ শর ঘাত॥
পাপ পউখ, পবন পিয়াসিত,
পাপিহা পিউপিউ ভাষ।
পুন কি পাওব, পরম প্রিয়তম,
পুছত গোবিন্দদাস॥

৩৪৬।

গান্ধার।

ঝর ঝর জলধর ধার।
ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী মালা।
ঝামরি ভৈ গেল বালা॥
ঝুট কি কহব কানাই।
ঝুরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝন ঝন বজর নিশানে।
ঝাপি রহত দুই কাণে॥
ঝিঞ্ঝি ঝঙ্কর রাতি।
ঝঙ্ক সহনে নাহি ঘাতি॥
ঝুমরি দাদুরী বোল।
ঝুলত মদন হিল্লোল॥
ঝট কি চলত ধনী পাশ।
ঝগড়ত গোবিন্দদাস॥

৩৪৭।

শ্রীরাগ।

ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দুর।
অযতনে ধনীক মনোরথ পুর॥
কি ফল অম্বর হিমঋতুরাতি।
যাহা শুতলি কিশলয় দল পাঁতি॥
কি ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উয়ত গগনহি চন্দ॥
কাঁহা মিলায়ব উতপত বারি।
নয়নহি আপনি সলিলউ ভারি॥
ঐছন গণইতে তুয়া গুণ কোটি।
মানল পউখ যামিনী ছোটি।
সব নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরিত॥
গোবিন্দ দাস কহ এতহুঁ সম্বাদ॥
তনু জীবন দোঁহে ধনীক বিবাদ॥

৩৪৮।

সুহই।

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥
জাগব নিয়ড়ে হেরি তোহে কান।
সো রস পরশ স্বপন করি মান॥
এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ।
বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥
ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই জীউ উতরোল॥
পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোর।
দূরে রহুঁ পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি করত অনুতাপ।
পরশ বুঝায়ত ইহ বড় তাপ।
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যতয়ে পিরীতি ততহি পরমাদ॥

৩৪৯।

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম, মথুরা সমাগম,
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত, পুন পুন পুছত,
লোরে নয়ান ভরি গেল।
সুন্দরী সুপুরুখ বিদগধ মোর।

কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম বুঝনু
তিলেক না বিছুরল তোয় ॥ধ্রু॥
পীত নিচোলে, নয়ন যুগ মুছই,
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উরপর পাণি, হানি ক্ষিতি লুঠই,
পুন পুন মুরছিত হোয় ॥
তুয়া বিনে রাতি, দিবস নাহি জানত,
অতএ বুঝনু অনুমানে।
মোহে বিছুরল, বলি কতহুঁ না রোয়ত,
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥

৩৫০।

মল্লার।

কি কব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গণিগণি দশমী দশাশ্রমী
দুরবল ভেল নিজ দেহা ॥ধ্রু॥
মাধব তুহুঁ যব, আওলি মধুপুর,
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি, ফুকরই সুন্দরী,
দিন রজনী নাহি জান ॥
অঙ্গুলিক মুদরি, সোই ভেল কঙ্কণ,
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদ কলাসম, দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল,
হাস শ্বাস ভেল সার ॥
ঐছন বচন, শুনল যব মাধব,
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেম ভরে পন্থ, বিপথ না দরশই,
লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপি ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে, মিলল যব মাধব,
তুরিতহি রাইক পাশ।
কানুক হৃদয়, নিগড় ভুজ বন্ধন,
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

৩৫১।

সিন্ধুড়া।

কাঁচা কাঞ্চন, কান্তি কমল মুখী,
কুসুমিত কাননে রোই।
কুঞ্জ কুটীরে, কলাবতী কাতর,
কানু কানু করি রোই ॥
কি কহব কি ভব। কত যে কুলকামিনী
কঠিন কুসুম শর সহই।
করহি কপোলে, কণ্ঠ করি কুঞ্চিত,
কালিন্দী কূলমে রহই ॥
কর কেয়ূর, কটি কিঙ্কিণী, কঙ্কণ,
কাড়ল কণ্ঠকি মালা।
কো জানে কুচ তটে, কোন কামাওল
কাজরে কালিম হারা ॥
কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে,
কামকলঙ্কিণী গোরী।
কিঞ্চিৎ কাল, কলপ করি মানয়ে,
গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি ॥

৩৫২।

গান্ধার।

গুরুজন গঞ্জন বোল।
গৃহপতি গরজন ঘোর ॥
গণইতে গোপ কিশোরী।
গহন গেও গৃহ ছোড়ি ॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই।
গুণি গুণি যামিনী রোই ॥
গলত গলত দিঠি ধারা।
গিরত গীম মণি হারা ॥
গুপত গুপত রস আশে।
গরলহুঁ করল গরাসে ॥
গদ গদ স্বরে অবিরামা।
গাবয়ে গিরিধর নামা ॥
গোকুলে গোপ বিলাপ।
গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ ॥

৩৫৩।

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল, কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বনদাব।

চন্দ মন্দ ভেল, চন্দন কজ্জল,
মারুত মারুত ধাব ॥
কঙ্কণ ঝঙ্কল, কিঙ্কিণী সিঞ্জিনী,
কুন্তল কুণ্ডল ভাণ।
যাবক পাবক, কাজরে জাগর,
মৃগমদ মদ করি মান ॥
মনমথ মনোমথে চড়ল মনোরথে
বিষম কুসুম শর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতখণ
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী ॥

৩১৪।

বরাড়ী।

নন্দ নন্দন, নিচয়ে নিরিখনু,
নিঠুর নাগর জাতি।
নারী নিলাজ, লেহ নিরমিত,
নাহ নামে মিলাতি ॥
নরহ নিরুপম, নিলয় নিচলহি,
নিন্দহি নীরজ শেজ।
নিভৃত নীপ,— নিকুঞ্জে নিবসই,
না সহে হিমকর তেজ ॥
নয়ন নীরদে, নীর নিঝরই,
নিদ নাহি তঁহি থোর।
নিরসি নূপুর, নিয়রে নিকসই,
না ধরে নিরমল চোল ॥
নহত নিকরুণ, নিতি নৌতুন,
নগর নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই, নবীন নিজ জন,
দাস গোবিন্দ তেরি ॥

৩৫৫।

শ্রীরাগ।

নিঝলি রাজ মগর যাহা তোর।
রমণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোর ॥
রসময় রাজ রসিক ব্রজ নারী।
রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি ॥
রাধা রমণ রঞ্জন তুহুঁ দূরকা
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝুর ॥
রাকা রজনী রজনীকর জাল।
রোই রোই খোলত মরমক শাল ॥
ঋতুপতি রাতি দিনহি দিন হীন।
রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন ॥
রতিপতি রোখে রহিত রস বেশ।
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ ॥
রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রাই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥

৩৫৬।

বরাড়ী।

তাপনীতীর, তীর তরুতল,
তরল তরল তরু ছায়।
তরুণ তমাল তরু, কিও হেতু রাখিত,
তরুণী তোহারি পথ চায় ॥
ত্রিভুবন তিলক, তুহিন কর তোহে বিনু,
তপত তপন সম ভেল।
তোহারি বিনু তিলকে, তলপে তরাসই,
তোহারি অবধি কত গেল ॥
তিমিত তিমিত দিঠে রোই।
তিতল তাল-বীজনে, তনু তাপই,
তিরপিত তনিক না হোই ॥
তোড়ল তাড়, তাড়ঙ্ক তিয়াজল,
তোড়ি তড়িত রুচি হার।
তিলে তিলে তরুণী, তুয়া পথ হেরই,
গোবিন্দ দাস কহ সার ॥

৩৫৭।

পাহিড়া।

দারু দারুণ, দয়িত দূষণ,
দলত দোলত হিয়।
দুঃসহ দোসর, দগধ দরপক,
দহনে দহ দহ জীব ॥
দেবকীসুত, দেব দেখিনু,
দীন দুবরি রাই।

দেহ দীপতি, দেখত দেখিয়ে,
দিবস দীপক ছাই॥
মনুজ দারুণ, দূর দেশহি,
দোখে দুখিত গোরী।
দৈব দুরগহ, দোষ দূষিত,
দুলহ দরশন তোরি॥
দেহ দীঘল, দিঠে দেহলি,
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ, দিব দেই দেই,
দীঘ দিনমণি লেখি॥

৩৫৮।

গান্ধার।

এতদিন গগনে, অথিল রহুঁ হিমকর
জলদে বিজুরী রহুঁ স্থির।
চামরি চামর, নগরে পরবেশউ,
মদন ধনুয়া ধরু ফির॥
মাধব বুঝনু তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে, বহুত সিধ সাধসি (১)
অতএ উপেখলি রাই॥ ধ্রু॥
কুমুদিনী বৃন্দ, দিনহি সব (২) হাসউ,
বাঁধুলি ধরু নবরঙ্গ।
মোতিম পাঁতি, কাঁতি ধরু উজোর,
কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ॥
তুয়া অনুরূপ, রসিক বর নাগরী,
কো ধনী মিললি জানি।
গোবিন্দদাস কহ, এতহুঁ না জানহ (৩),
কুবুজা অব নব রাণী॥

৩৫৯।

বরাড়ী।

ছোড়ল সুখময় কুসুম শয়ান।
ছোয়ত হিমকর কর মুরছান॥

১। অনেক সিধি সাধলি।
২। দিবসে অব।
৩। তুহুঁ কিনা জানসি—ক, সি, পু।

ছিরকত মলয়জে জলতঁহি আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙাই জাগি॥
ছৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটত কৈছে বিরহ জরে গোরী॥
ছলয়ব কোই নাম লেই তেরি।
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি॥
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছিন কনক জনু দহনে উজোর॥
ছাড়ল সলিল চলত জীউ আব।
ছিক লেই কোই রহই জনু যাব॥
ছদন কহই নাহি দাস গোবিন্দ॥
ছায়া এক তুয়া পদ অরবিন্দ॥

৩৬০।

বরাড়ী।

যোয়ত পন্থ নয়নে ঝরু নীর।
তৈছন ভীত পুতলি রহুঁ থির॥
যামিনী যাম যাম যুগ মানই।
জাগরে জাগি ভরমে ময় ভাণই॥
জানলু যদুপতি জলধর শ্যাম।
জীবইতে যুবতী জপয়ে তুয়া নাম॥
আর কেহ লেপয়ে মলয়জ পঙ্ক।
জলতঁহি শত গুণ মদন আতঙ্ক॥
যতনে শুতায়লু জলরুহ পাত।
জরি জরি ততহি ভষম সম যাত॥
যাহাহি মকর ভেল দিনকর রীত।
জানলু জগমাহা সব বিপরীত॥
জনি জগজীবনক ইথে কহ ছন্দ।
যো কিছু কহ সতি দাস গোবিন্দ॥

৩৬১।

গান্ধার।

ঘন শ্যামতরু তুহুঁ কিয়ে ভোরি।
ঘোর বিরহে জরে মুরছিত গোরী॥
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই।
ঘেরল সকল সখীগণ রোই॥

ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি।
ঘূরত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী॥
ঘন ঘন রস চন্দন হিয়ে লাই।
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাই॥
ঘাতক মদন তঁতহি ভেল বাম।
ঘর ঘর সবকে লেই তুয়া নাম॥
ঘাম কিরণ সম মানই চন্দ।
ঘুমে বিঁধল হিয়া পঞ্জর বন্ধ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘন সার।
ঘুম বিহনে দিঠি ঝরত অপার॥
ঘোষ যুবতীগণ বিরহ হুতাশ।
ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দ দাস॥

৩৬২।

বালা ধানশী।

বাসিত বিশদ, বাস গেহে বৈঠলি,
বহ্নি ভবন বলি উঠই।
বরহা বিরচিত, বীজন বীজইতে,
বিষধর বিষ সম বলই॥
বলানুজ! বুঝল মো বহুবিধ বোধি।
বর বিধু বয়নি বিনোদিনী বল্লরী
তুড়ত বিরহ পয়োধি॥ ধ্রু॥
বিগলিত বলয় বাহু বিষ বল্লরী
বিলপই বিপিন বিতান॥
বিছুরল বেশ, বিলাশ বিলাসিনী,
বহু বৈদগধি বিধান॥
ব্রজবনিতা বসুধাতলে, বিলুটই বিঘটিত,
বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন, বিছারই বাউরি,
গোবিন্দদাস রস গান॥

৩৬৩।

বালা ধানশী।

নীরস সরসিজ বাসর বদনা।
তুয়া গুণ গুণইতে সচকিত নয়না॥
খণে মুখ গোই রোই খণে হসই।
হিয়া অভিলাষে চলত মহী খসই।
এ হরি প্রণথমু সো গজগামনী।
জীবইতে সংশয় কুলবর রমণী॥ ধ্রু॥
অনুখণ মন মাহা মনসিজ হানই।
হিমকর কিরণে থির নাহি মানই॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে শুতি রহুঁ ধরণী।
বিষ শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥
কত যে বিছায়ব কমল দল শেজ।
ছট ফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামর চন্দ।
তুরিতে মিলব ধনী টুটই দ্বন্দ॥

৩৬৪।

ধানশী বা তিরোতা।

ভ্রমই ভবন বনে জনু অগেয়ান।
ভাঙ্গল ভয়, গুরু গৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
ভীত পুতলি সম তুয়া পথ যোই॥
ভাবিনী ভূষণ ভালে বনমালি।
ভোরে কি বিছুরলি ব্রজবর নারী॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শুতলি কুন্তল ফোই॥
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভিগল দিঠি জলে নীল নিচোল॥
ভুবি বিরহ জরে ভবি মুরছান।
তুরুভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ॥
ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস আশে।
ভণব তোহারি যশ গোবিন্দদাসে॥

৩৬৫।

তিরোতা।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরিমণি হের সঘন জল বরই॥
হিমকর কিরণহি সো তনু দহই।
হাহা শশীমুখী কত দুখ সহই॥

হলধর সোদর কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী ॥
হরিণ নয়নী অবধি দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে যুগ মানই ॥
হিয় মাহা লেহ মরম কাঁহা কহই।
হরি হরি বলি মুরছি কাহা রহই ॥
হসি হসি হাথি হাথি ক্ষণে উঠই।
হেমক পুতলি মহীতলে লুটই ॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দ দাসে ॥

৩৬৬।

কামদ।

তুয়া পথ যোই, রোই দিন যামিনী,
অতি দুবার ভেল বালা।
কি রসে বুঝায়ব, কৈছে নিঝায়ব,
বিষম কুসুম শর জ্বালা ॥
মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ, কলাসম ক্ষীয়ত,
তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক ॥ধ্রু॥
চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল,
নীর নিশেষিত চীরে।
কুবলয় কুমুদ, কমলদল কিশলয়,
শয়নে না বান্ধই থিরে ॥
ননীক পুতলি, মহীতলে শুতলি,
দারুণ বিরহ হুতাশে।
জীবন আশে, শ্বাস রহ না রহ,
পরুখত গোবিন্দ দাসে ॥

৩৬৭।

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগলি, মধুপুর নাগরী,
বেশ পসারলি অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুখবর, সময় গোঙায়লি,
নব নব রঙ্গ তরঙ্গে ॥

মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছুই অবধি দিন, গণি কত রাখব,
ব্রজবধু জীবন শেল ॥ ধ্রু ॥
কোই ধরণীতল কোই যমুনা জল
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ।
এত দিনে বিরহ মরণ পথে পেখলু
তোহে তিরিবধ পুন পুঞ্জ ॥
তপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু,
আকুল সফরী পরাণ।
জীবন মরণ, মরণ বর জীবন,
গোবিন্দদাস দুখ জান।

৩৬৮।

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহুঁ নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব নাগরী রস অবগাহ ॥
যো খণ মানইতে বিনু যুগ লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহ বিপাক ॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই ॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুলি বলয় গলিত দুহুঁ পাণি ॥
নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহরণ ভিগি গেও সাড়ী ॥
ছট ফট শয়ন না রহ সখী অঙ্ক।
নয়ন পুতলি লুটায় মহী পঙ্ক ॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস ॥

৩৬৯।

বরাড়ী।

অঙ্গে অনঙ্গ জর, মরমে বিষম শর,
কণ্ঠহি জীবন জারা।
করতলে বয়ন, নয়ন বরু নিঝরু,
কুচযুগ [illegible] ধারা ॥
মাধব তুহুঁ রহু [illegible] ॥

ও অবলা চির, বিরহ বেয়াধিনী,
দশমী দশা পরবেশ॥ ধ্রু॥
বিগলিত তনু, ধবলয়া কর কিশলয়,
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা।
কে জানে কাতি, তরহি নাহি ছুটত,
তনু অবধিক শশী রেহা॥
তনু মন জোরি, গোরী তোঁহে সোপনু,
কনয়া জড়িত মণি রাজ।
গোবিন্দ দাস ভণি, কনয়া বিহনে মণি,
কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ॥

৩৭০।

করুণ কামদ।

কুঞ্জ ভবনে ধনী, তুয়া গুণ গুনিগুনি,
অতিশয় ঝুরি ভেল।
দশমিক পহিল, দশা হেরি সহচরী,
ঘরে সঞে বাহির কেল॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
গোকুল তরুণী, নিচয়ে মরণ জানি,
রাই রাই করি রোয়॥ ধ্রু॥
তঁহি এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি,
পুন পুন কহে তুয়া নাম।
বহু ক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি,
গদগদ কহে শ্যাম নাম॥
নামক অছু গুণ, শুনিয়া ত্রিভুবন,
মৃতজন কহে পুন বাত।
গোবিন্দ দাস কহ, ইহ সব আন নহ,
যাই দেখহ মঝু সাত॥

৩৭১।

পঠমঞ্জরী।

অব তুহুঁ রায়ল নব নব নেহ।
কেহ না শুনল পরবশ দেহ॥
অব বিহি ভাঙ্গল মো সব মেলি।
দুরগুন তুলহ দুরে রহু কেলি॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সুজনি।
যৈছন জীবয়ে রয় এক রজনী॥ ধ্রু॥
গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ।
যেটি গুনায়রি রয় একু রেখ॥
কত যে সম্বাদক পরম সুখ বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয় না জানি॥
এতহুঁ নিবেদহু তুয়া পায় কান।
গোবিন্দ দাস রহুঁ তাহে পরমাণ॥

৩৭২।

ধানশী।

ধৈরজ না রহ সুখ পরিযঙ্ক।
ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখী অঙ্ক॥
ধূমল ধূমনি ধরণী মাহা লুটই।
ধাধসে চলল খলত মহী টুটই॥
ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারী।
ধিক ধিক অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী॥ ধ্রু॥
ধরল অভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধনী নয়ন ঘন নীর॥
ধনী নহ ঢীট চপল তুহুঁ কান।
ধুতক চরিত সরল কিয়ে জান॥
ধুবর ধেয়ানে কবহুঁ করু ভোরি।
ধসহি ধরণীতলে মুরছিত গোরী॥
ধরমে ধরমে ধনীর বহত নিশ্বাস।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দ দাস॥

৩৭৩।

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ, সিন্দূর বরণ
নীল গগনে হেরি।
তোহারি ভরমে, তা সঞে রোখত,
মানিনী বদন ফেরি।
কানু হে রাইক ঐছন কাজ।
আট প্রহরে, তোহারি লাগই,
আটহুঁ নায়িকা সাজ॥ ধ্রু॥
প্রাণ সহচরী, চরণে সাধই,
কানু মানায়বি তোহে।

আঁখি মুদি রহত, অবহুঁ মাধব,
কাহে না মিলল মোহে॥
খঞ্জন ধ্বনি শুনি, উয়তি ধাবই,
তোহার নূপুর মানি।
হাসি অভরণ, অঙ্গে চঢ়ায়ই,
শেজ বিছায়ই আনি॥
নীল নিচোল, সঘনে মাগয়ে,
নিবীড় তিমির হেরি।
ঘুমল তো সঞে, কহই ঐছন,
বেশ বনায়বি ফেরি॥
কোকিলের রবে, চমকি উঠয়ে,
নিয়ড়ে না হেরি তোরি।
সোঙরি তোহারি, গমন মধুপুরী,
মুরছি পড়ল গোরী॥
নিঝরে নয়নে, সব সখীগণে,
খোজত বহে নিশ্বাস।
তোহারি চরণে, এতহুঁ কহিতে,
ধাওল গোবিন্দ দাস॥

৩৭৪।

ধানশী।

নাগরী শেষ দশা, শুনি নাগর,
ছল ছল লোচন পানী।
অবনত মাথ, করহি অবলম্বন,
বদনে না বিকশয়ে বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি, দোতী বয়ান হেরি,
গদগদ কহে আধ বাত।
দুয় এক দিবস, মাঝে হাম যায়ব,
তুহুঁ পরবোধবি তাত॥
ঐছে আদেশ পাই, দোতী আওল কুঞ্জে,
বিরহিণী পাশ।
তোহারি বচন, শুনিতে ভেল গদগদ,
আওব দুয় এক দিবসে॥
আওব কানু, পুনহি ফিরে ব্রজ মাঝা,
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দ দাস কহ ধনি, তুহুঁ বিরমহ
কানু না কর প্রেম বাধে॥

৩৭৫।

সুহই।

দূরে কর বিরহিণী দুখ।
নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ॥
অনুকূল করি উতযোগে।
হামে পাঠাওল আগে॥
সো চির উলসিত কান।
তুয়া আশে আওব জান॥
মিছ নহ ইহ আশোয়াস।
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

ভাবোল্লাস।

৩৭৬।

উলসিত মঝু হিয়া,আজু আওব (১) পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী।
শুভ সূচক যত প্রতি অঙ্গে (২) বেকত
অতএব নিচয় করি মানি॥
শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল (৩)।
সুখ সম্পদ বিহি, আনি মিলায়ব,
ঐছন মতি গতি দেল॥ ধ্রু॥
মঙ্গল কলস পর, দেই (৪) নব পল্লব,
রোপহ ঠামহি ঠাম॥
গ্রহগণক আনি, করহ বিভূষিত,
তুরিতে মিলয়ে জনি শ্যাম॥
হরিদ (৫) দাড়িম, অঞ্জন (৬) দর পণ,
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।

১। পাওব। ২। অঙ্গে অঙ্গে।
৩। সখি হে বহু বিপদে দূরে গেল।
৪। ভরি—প, ক, দ। ৫। হারিদ।
৬। কাজর—প, ক, ভ।

সুবরণ ভাজন, লাজহি ভরি ভরি,
রাখহ নয়ন সমীপে ॥
নব নব রঙ্গিণী, দেও হুলাহুলি,
বসন ভূষণ কঙ্ক শোভা।
প্রাণ প্রাণ হরি, নিজ ঘরে আওব,
গোবিন্দ দাস মনোলোভা।

ভাব-সম্মিলন।

৩৭৭।

শ্রীরাগ।

অধর সুধারসে, লুবধক মানস,
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ অবলোকনে, অনিমিখ লোচন
কৈছে হোয়ত নিরবাহ ॥
দেখ সখি রাধামাধব প্রেম।
দুরলহ রতন জনু, দরশন মানই,
পরশন গাঁঠক হেম ॥ ধ্রু ॥
মধুরিম হাস, সুধারস বরিখণে,
গদগদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিন মিলন, লাখ গুণ নিধুবন,
কহতহি গোবিন্দদাস ॥

৩৭৮

সুহই।

মাধব এক নিবেদন তোয়।
মরম না জানিয়ে, মানে তোহে দগধিনু
মাপ কর সব মোয় ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ যদি নাথ গোপীসনে বিলসহ
তাহে মুঞি পাই আনন্দ।
সো মবু অন্তরে, কোটী সুখ হোয়ত,
যৈছে নাহিক কিছু মন্দ।
অকপট এক, বাত মুখে বলবি,
না করবি চিত কি ভীত।
চন্দ্রাবলী তোহে, কতহি সমাদরে
কৈছন প্রেম কি রীত ॥
সো যদি নিগূঢ়, প্রেম দেই পদযুগে
কৈছে করব যতন এব।
গোবিন্দ দাস কহে তোহে মানাওব
দাসী হইয়া পদ সেব ॥

৩৭৯।

সুহই।

শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥
গুঞ্জন গঞ্জন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥
শৈলসম কুলমান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপ নারী।
তুঁহি জগরঞ্জন মোহন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুঁহি রস পণ্ডিত রসিক চূড়ামণি ॥
গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যাম রায়।
তুয়া বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

ভক্তের উক্তি।

ভৈরবী।

৩৮০।

পতিত পাবনি, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী,
বারেক কৃপা করিতে যুয়ায়।
দূরে না ফেলিহ মোরে রাখিহ সখির মেলে
মিছা কাজে এজনম যায় ॥

কি কহিব মহিমা ত্রিভুবনে নাহি সীমা
ব্রজেন্দ্র-নন্দন-মনোমোহিনী।
এতেক মহিমা শুনি শরণ লইনু পুনি
ব্রজকুল উদ্ধারকারিণি॥
মোরে কি এমন হব শ্রীরাধার চরণ পাব
সখী সঙ্গে কুঞ্জে করোঁ বাস।
অন্ধকূপ গৃহ মাঝে ডুবি রৈনু মিছা কাজে
নিবেদয়ে গোবিন্দদাস।

৩৮১।

মল্লার।

ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলভ মানুষ জনম, সৎসঙ্গে তরহ,
এ ভব সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত, বরিখ,-এদিন,
যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ সব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল দল জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরি পদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্ম নিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥

৩৮২।

শ্রীরাগ।

পতিত পাবন, প্রভুর চরণ,
শরণ লইল যে।
ইহলোকে পরলোকে, সুখে লীলা,
দেখিতে পাইল সে॥

শুন শুন শুন, সুজন ভাই,
ভাঙ্গল সকল ধন্দ।
মনের আঁধার, সব দূরে গেল,
ভাবিতে সে মুখ চন্দ॥
সে রূপ লাবণি, সে দিঠি চাহনি,
সে মন্দ মধুর হাসি।
সে ভুরু ভঙ্গিম, অধর রঙ্গিম,
উগরে পীযুষ রাশি॥
সে পদ সুন্দর, নখর চাঁদে,
বিলাসে উজুর মণে।
বিবিধ বিলাসে, বিনোদ বিলাসি,
গোবিন্দদাস সে জানে॥

গোবিন্দদাস।

(পরিশিষ্ট)

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব মুখে
দেখিয়া কি পরতক্ষে
না ভজিনু হেন অবতার॥
ও রসে না কৈলাম রতি
অভিমানে থাকাম মতি
মরিলাম দারুণ বিষাদে।
আপনি ঈশ্বর হৈয়া
দৈন্যভাব প্রকাশিয়া।
রোদন করয়ে আর্ত্তনাদে॥
গৌরাঙ্গ মুখের কথা শুনিতে মরমে ব্যথা
কি শেল রহিল হৃদি মাঝে।
করভ কর জনু মৃণাল কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
অধর সুরঙ্গিণী মুরলী তরঙ্গিণী
বিগলিত রঙ্গিণী ধৈরয দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়িপড়ত শ্রুতিপিঞ্ছিতপদ্ম ফুল॥

রচন তিলক চূড়ে বালচন্দ্র বেড়য়ে
রমণী মন মধুকর মাল।
গোবিন্দদাসের চিতে নিতি নিতি বিহরই
না গরবর তরুণ তমাল॥

পঠমঞ্জরী।

কালিন্দীর সিনানে নাগর যায়।
আমা পানে চাহিয়া ঘনায়া বংশী বায়॥
ক্ষণে ক্ষণে ছিদামের কান্ধে অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বংশী হইয়া ত্রিভঙ্গ॥
ক্ষণে ক্ষণে মন্থর গমন অতি শোভা।
সুরমুনি দেবতাগণের মনোলোভা॥
শ্রীদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে।
চাঁদের উদয় তারাগণ মাঝে॥
অভিনব জলধর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড।
ঝল মল কুণ্ডল ঢর ঢর গণ্ড॥
কামের কামান জিনি ভুরুর বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শরে নয়ন ত্রিভঙ্গ॥
কোটি অরুণ জিনি ভুরুর বিভঙ্গ।
ও পদ নিছনি মাগে দাস গোবিন্দ॥

বিদ্যাপতি

কৃত

পদাবলি।

বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন, রায় বসন্ত, চম্পতি পতি, ভূপতি, সিংহ ভূপতি,
ভূপতি নাথ প্রভৃতি বিবিধ ভণিতাযুক্ত পদ ইহাতে আছে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বয়ঃ সন্ধি।

১।

(তিরোতা)

শৈশব যৌবন দুহুঁ (১) মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল (২) ॥
বচনক চাতুরি লহু লহু (৩) হাস।
ধরণীয়ে (৪) চাঁদ করত পরকাশ ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার (৫)
সখিরে পুছই(৬)কৈছে(৭)সুরত বিহার॥
নিরজনে উরজ হেরই(৮)কত বেরি(৯)।
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদরি সম পুন নব রঙ্গ (১০)।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে (১১)অঙ্গ ॥
মাধব পেখনু (১২) অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি (১৩)।
দুহুঁ একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী(১৪) ॥

২।

(তিরোতা—ধানশী।)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি (১৫) দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥

১। দুহুঁ—উভয়ে।

২। শ্রবণক ইত্যাদি—দৃষ্টি শ্রবণের পথ অবলম্বন করিল; অপাঙ্গ দৃষ্টি আরম্ভ হইল। শ্রবণক—শ্রবণের। নেল—লইল।

৩। লহুলহু—লঘু লঘু। (প্রাকৃত)।

৪। ধরণীয়ে—ধরণীতে।

৫। মুকুর ইত্যাদি—এখন মুকুর লইয়া বেশ ভূষা করিতেছে। অব (হিন্দী)—এক্ষণে; শিঙ্গার (হিন্দী)—বেশভূষা।

৬। পুছই (পৃচ্ছতি)—জিজ্ঞাসা করে।

৭। কৈছে (হিন্দী—কয়সা)—কেমন।

৮। হেরই—দেখে। ৯। বেরি—বার।

১০। পহিল ইত্যাদি—প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী)—বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গা লেবু অভিধানে থাকিলে, এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে।

১১। উঘারয়ে—প্রকাশিত করে। "অগোরয়ে অঙ্গ" এইরূপ পাঠে অনঙ্গ অঙ্গসকল অধিকার করিতে লাগিল, এই অর্থ। "উগারয়ে" পাঠও কোথাও দেখা যায়।

১২। পেখনু—দেখিলাম। ১৩। আগেয়ানি—অজ্ঞান।

১৪। চতুর লোকে ইহাকে উভয় বয়সের একযোগ কহে। সেয়ানী—চতুর। ইহকো ইহাকে।

১৫। ধনি! শ্রীকৃষ্ণ কোন সখীকে বলিতেছেন।

কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি (১)।
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি (২)॥
থির নয়ন অথির কছু (৩) ভেল।
উরজ উদয় থল লালিম (৪) দেল॥
চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ (৫)।
জাগল মনসিজ মুদিত-নয়ান (৬)॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন (৭)॥

৩।

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ (৮)॥
শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখনু রাই॥
মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি (৯) কমলক সঙ্গ॥
লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।
মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার (১০)॥
ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।
কাজরে সাজল মদন ধনু (১১)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক (১২) বচনে।
বিকশল (১৩) অঙ্গ না যাওত ধরণে॥

৪।

(ধানশী—ধ্রুব তাল)

না রহে গুরুজন মাঝে।
বেকত (১৪) অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥
বালাজন সঞে (১৫) যব রহই (১৬)।
তরুণী পাই পরিহাস তহি (১৭) করই॥
মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী॥
কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥
কেলি রভস (১৮) যব শুনে।
আনত হেরি ততো হি দেই কাণে (১৯)॥
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি (২০)।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি (২১)॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥

১। কবহুঁ ইত্যাদি—কখন কেশ বন্ধন করে কখন এলাইয়া দেয়। কবহুঁ—কখন। বিথারি—বিস্তার করে।

২। উঘারি-উদ্ঘাটন করে, অনাবৃত করে। ৩। কছু—কিছু।

৪। লালিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ।

৫। চরণ ইত্যাদি—চঞ্চল চরণ চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল।

৬। জাগল ইত্যাদি—মুদিত-নয়ন (অর্থাৎ এতকাল নিদ্রিত) মনসিজ জাগিলেন। ৭। আন—আনিয়া।

৮। খেলত ইত্যাদি—মাঝ—খেলার সময় হউক বা না হউক লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে।

৯। বান্ধুলি—(বন্ধুক) রক্তবর্ণ পুষ্প।

১০। মধুমাতল ইত্যাদি—যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।

১১। ভাঙক ইত্যাদি—ধনু—ভ্রূর ঈষৎ ভঙ্গিমা দেখিলে বোধ হয় যেন কাজল দ্বারা মদন ধনুকে সাজাইয়াছে।

১২। দোতিক—দূতীর।

১৩। বিকশল—বিস্ফারিত হইল।

১৪। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।

১৫। সঞে—সনে, সহিত।

১৬। রহই—রহে, থাকে।

১৭। তহি—তাহার সহিত।

১৮। রভস—রহস্য।

১৯। আনত ইত্যাদি—অন্য দিকে দেখে কিন্তু সেই দিকে কাণ দেয়।

২০। পরচারি—প্রচার করে।

২১। কাঁদন মাখি ইত্যাদি—ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্যের সহিত গালি দেয়। গারি—গালি। (হিন্দী)।

৫।

ধানশী—ধ্রুব তাল।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই (১)।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই (২)॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস (৩)॥
চৌঙকি (৪) চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর (৫)।
বালা শৈশব তারুণ ভেট (৬)
লখই না পারই জ্যেঠ কনেঠ (৭)॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

১। ক্ষণে ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্তভাগে গমন করে অর্থাৎ বক্র দৃষ্টি করে (অনুসরই—অনুসরতি)।

২। ক্ষণে ইত্যাদি—মধ্যে মধ্যে বস্ত্রের ধূলায় শরীর পরিপূর্ণ করে।

৩। ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি—বাস—কখন দন্তবিকাশ করিয়া উচ্চ হাস্য করে, কখন হাস্য অধরেই মিলাইয়া যায়।

৪। চৌঙকি—চমকিয়া।

৫। হৃদয়জ ইত্যাদি—ভোর—স্তনযুগলের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া একবার তদুপরি অঞ্চল দেয়, আবার দিতে ভুলিয়া যায়।

৬। ভেট—সাক্ষাৎ করিল।

৭। লখই ইত্যাদি—জ্যেঠ কি কনিষ্ঠ বুঝিতে পারা যায় না। লখই (লক্ষয়িতুং)।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

৬।

ধানশী।

গেলি কামিনী গজবর গামিনী
বিহসি (৮) পালটি (৯) নেহারি।
ইন্দ্র জালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী (১০)॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ (১১)॥
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল
আধ পয়োধর হেরু।

৮। ক্রিয়ার লিঙ্গবিশেষক চিহ্ন প্রয়োগের রীতি সংস্কৃতাদি আর্য্যভাষায় লক্ষিত হয় না। আরবীয় প্রভৃতি ভাষায় ও উর্দ্দু ভাষায় ঐ রীতি আছে। বিদ্যাপতি অনেক স্থলে স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ায় ইকার প্রয়োগ করিয়াছেন যথা—
ভেলি—হইল। গেলি—গমন করিল।
বিহসি—হাসিয়া [সং বিহস্য]।

৯। পালটি—ফিরে চেয়ে দেখে।

১০। ইন্দ্র-জালক ইত্যাদি—সুন্দরী (বরনারী) ইন্দ্রজালক অর্থাৎ মায়াবিদ্যাব্যবসায়ী কামদেবমত কুহকী হইলেন।

১১। জোরি ভুজযুগ ইত্যাদি—শারদ চন্দ—সুন্দরী দুই হস্তে স্বীয় সুন্দর মুখমণ্ডল আবরণ করাতে বোধ হইল যেন কামদেব চম্পকদাম দিয়া চন্দ্রকে পূজা করিলেন। জোরি—জোড় করিয়া। মোরি—মুড়িয়া। দামচম্পকে—চম্পকদাম দিয়া। যৈছে (হিন্দী য্যায়সা)—যেরূপ।

পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু
বেকত করল সুমেরু (১)॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব (২)
টুটব (৩) বিরহকওর (৪)।
চরণে যাবক হৃদয়-পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর (৫)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি (৬), শুনহ যুবতি (৭)
চিত থির নাহি হোয়॥
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয় (৮)॥

১। উরহি অঞ্চল ইত্যাদি—সুমেরু—চঞ্চল ভাবে অঞ্চল দ্বারা বক্ষঃস্থল (উরঃ) আচ্ছাদন করাতে (ঝাঁপি) পয়োধর অর্দ্ধেক দেখা যাইতেছে (হেরু); বোধ হইতেছে, যেন শরতের মেঘ বায়ুর প্রভাবে তিরোহিত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গের শোভা ব্যক্ত (বেকত) করিল। হেরু, জনু প্রভৃতি বিস্তর শব্দে লালিত্যের অনুরোধে উকার যোগ করা হইয়াছে।

জনু—যেন। কয়ল—করিল।

২। জুড়ায়ব—জুড়াইব।

৩। টুটব (ত্রুট্) ভাঙ্গিব।

৪। কওর—কঠোর। প্রাকৃতপ্রকাশ, ২ পরিচ্ছেদ, ২ সূত্র।

৫। চরণে যাবক ইত্যাদি—মোর—চরণের অলক্তক হৃদয়ের অগ্নির ন্যায় আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। দহই (সং দহতি)—দগ্ধ করিতেছে; প্রাং দহই।

৬। "ভণয়ে বিদ্যাপতি"—এই ভণিতা শ্লোকের অপর চরণের সহিত সংলগ্ন নহে।

৭। যুবতি—এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের আর্ত্ত সখীর প্রতি সম্বোধন।

৮। মোয়—আমাকে।

৭।

ধানশী।

অপরূপ পেখনু (৯) রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল (১০)
হরিণীহীন হিমধামা (১১)॥
নয়ন নলিনী দউ (১২) অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙবিং (১৩) ভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজরপাশ (১৪)॥
গিরিবর গুরুয়া, পয়োধর পরশিত,
গীম (১৫) গজমতি হারা।
কাম কম্বু-ভরি, কনয়া শম্ভুপরি,
ঢারত সুরধুনী ধারা (১৬)॥

৯। পেখনু (প্রাং পেক্‌খ)—দেখিলাম।

১০। উয়ল—উদিল, উদয় হইল।

১১। হরিণী-হীন হিমধামা—কলঙ্কহীন চন্দ্র। "লতামূলে লীনো হরিণ পরিহীনঃ শশধরঃ।"

১২। দউ—দ্বয়।

১৩। ভাঙবি—প্রকাশ করিতেছে। ভাঙ শব্দ ভাব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ভাঙব শব্দের এই বিকার পশ্চাৎ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। এখানে ভাঙবি শব্দ সং বিভাবয়তি শব্দের রূপ। "ভাঙ বিভঙ্গি-বিলাস" এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয় না; ইহার অর্থ, ভাবের অথবা ভ্রূর বিভঙ্গি-বিলাস।

১৪। চকিত চকোর ইত্যাদি—কাজরপাশ—যেন বিধি বলপূর্ব্বক কজ্জল (কাজর) রেখারূপ পাশ দ্বারা চঞ্চল চকোরকে বাঁধিয়াছে।

১৫। গীম—গ্রীবা।

১৬। গিরিবর হইতে—সুরধুনী ধারা—গ্রীবাদেশ হইতে লম্বিত গজমুক্তার হার গিরিবর সদৃশ গুরু (গুরুয়া) পয়োধর স্পর্শ করিয়া আছে; তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন কামদেব কনকনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ শিরে শঙ্খ (কম্বু) পূর্ণ করিয়া ধবল গঙ্গাজলধারা ঢালিতেছেন। (ঢারত)।

পয়সি পয়াগে, যাগ-শত জাগই,
পায়য়ে বহু ভাগি (১)।
বিদ্যাপতি কহ, গোকুল নায়ক,
গোপীজন-অনুরাগী ॥

৮।

ধানশী।

কিয়ে (২) মম দিঠি (৩) পড়ল শশিবয়না
নিমিখ (৪) নেহারি রহল (৫) দ্বয়নয়না ॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর (৬)।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর (৭) ॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি ॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব (৮)।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব (৯) ॥
আশা-পাশ ন তেজই অঙ্গ (১০)।
বিদ্যাপতি কহে প্রেম তরঙ্গ ॥

৯।

ধানশী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
জনু রয়ান বিরাজে চান্দ উজোরি (১১) ॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল (১২) ॥
কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও (১৩) হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি (১৪) ॥
তেঞ (১৫) ভেল (১৬) বেকত পয়োধর শোভা।
কনয়া কমল কলি জনু মনোলোভা (১৭) ॥

১। পয়সি পয়াগে হইতে—বহুভাগি প্রয়াগ তীর্থে শত যাগ জাগরণ করিয়া অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ ইহাকে প্রাপ্ত হন।

"কে যুগ শত জাপই সো পাওয়ে" পাঠান্তর।

২। কিয়ে—কিবা। ৩। দিঠি—দৃষ্টিতে।

৪। নিমিখ—নিমেষ। ব্রজভাষার রীতি অনুসারে মূর্দ্ধণ্য ষ স্থানে খ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই রীতি প্রাকৃত ভাষায় লক্ষিত হয় না। কিন্তু স স্থানে হ ও হ স্থানে খ ভাষাবিজ্ঞানবিরুদ্ধ নয়।

৫। দ্বয়নয়না—নয়নদ্বয়। দামচম্পক, ৭ পৃঃ দেখ।

৬। থোর—(হিন্দী থোড়)—ঈষৎ।

৭। কাল হোই ইত্যাদি—কিবা আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল (উপজল)।

৮। শ্রবণ রহল ইত্যাদি—কর্ণ ঐ রূপ (ঐছে—হিন্দী আয়ছা) রব (রাব) শুনিবার জন্য ব্যগ্র থাকিল।

৯। যাব—যায়।

১০। আশাপাশ ইত্যাদি—আশারূপ রজ্জু আমার অঙ্গকে অর্থাৎ আমাকে ত্যাগ করে না। তেজই (সং) ত্যজতি। প্রাকৃতে এরূপ স্থলে ত লোপ হয়। প্রাং প্রং ৭ পরি, ১ সূত্র।

১১। অলখিতে হইতে—উজোরি—অলক্ষিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করাতে বদন উজ্জ্বল (উজোরি) চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইল। মোহে—আমাকে।

"জনু রজনী ভেল চান্দ"—পাঠান্তর।

১২। কুটিল কটাক্ষ হইতে—ভেল—কুটিল কটাক্ষের শোভায় চারিদিক এরূপ শোভিত হইল যেন মধুকর ডামরে (মৌমাছির ঝাকে) আকাশ (অম্বর) আচ্ছন্ন হইল।

মধুকর ডম্বর—মধুকরগণের ডম্বর (সমূহ) যত্র। বহুব্রীহি সমাস। ডমর, ডামর ও ডম্বর—কোলব্রুকের অমরকোষ পৃঃ ২৮০।

১৩। গেও—গেল।

১৪। লীলাকমলে হইতে—নেহারি—লীলাকমলে স্থিত ভ্রমর বা বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া চলিল। ১৫। তেঞ—তাই।

১৬। ভেল—হইল। ১৭। "কনক কমল হেরি কাহে নাহি লোভা।" পাঠান্তর।

আধ লুকায়ল আধ উদাস (১)।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ (২)॥
বিদ্যাপতি কহ কব অনুরাগ।
গোপত (৩) মদনশর কাহে না লাগ॥

১০।

তিরোতা ধানশী।

নমুঙা-বদনী(৪)ধনী বচন কহসি(৫)হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুণিমা শশী(৬)॥
অপরূপ-রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু(৭) গজরাজগমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী(৮)
তনু অতি কোমলিনী॥
কুচ ছিরি-ফল (৯) ভরে ভাঙ্গিয়া
পড়য়ে জনি (১০)।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর (১১)।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

১১।

কামদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল (১২)।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল (১৩)॥
আধ আঁচর (১৪) খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ(১৫)হেরি আধ আঁচর ভরি (১৬)
তব ধরি (১৭) দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
পাস পসারল কাম (১৮)॥
দশন মুকুতা পাতি অধর মিলায়তি (১৯)
মৃদু মৃদু কহতহি (২০) ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ (২১)
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

১। উদাস—অনাবৃত। ২। কুচ-কুম্ভ ইত্যাদি—কুচ কুম্ভ আপনার আশা (ইচ্ছা)। কহিয়া গেল। ৩। গোপত—গুপ্ত।

৪। নমুঙা বদনী—কোমল বদনী। (হিন্দী নমুঙা—নবনী)।

৫। কহসি—কহে (সি সংস্কৃত বিভক্তি)

৬। অমিয়া বরিখে—যেন শরৎ পূর্ণিমার শশী অমৃত বর্ষিতেছে।

৭। পেখনু—দেখিলাম।

৮। "সিংহ জিনি মাজা ক্ষীণী" ইতি পাঠান্তর। ৯। কুচছিরি—রূপক সমাস। ছিরি—(প্রাং সিরি) শ্রী।

১০। জনি—যেন (জনু)।

১১। কাজরে হইতে—কমল পর—কজ্জলে রঞ্জিত ধবল নয়ন দেখিলে বোধ হয় যেন বিমল কমলের উপর ভ্রমর ভুলিয়া আছে।

১২। ভাল করি পেখন না ভেল—ভাল করিয়া দেখা হইল না।

১৩। মেঘমালা হইতে—দেই গেল—যেন মেঘমালা হইতে (সঞে) তড়িল্লতা বিদ্যুৎ ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ে শেল দিয়া গেল। সঞে—হিন্দী বিভক্তি 'সেঁ'।

১৪। আঁচর—অঞ্চল। ১৫। উরজ—স্তন।

১৬। "আধ আঁচরে ভরি"—অর্দ্ধেক অঞ্চলে আবৃত।

১৭। তবধরি—তদবধি।

১৮। পসারল—বিস্তার করিল। পদ-কল্পতরুসংগ্রহকার এই চরণের যথার্থ পাঠ না পাইয়া "হরি হরি বল মন" এইরূপ পাঠ দিয়াছেন।

১৯। মিলায়তি—মিলিত হইয়া।

২০। কহতহি—কহে।

২১। অতয়ে ইত্যাদি—অতএব এই দুঃখ রহিল।

১২।

স্নান সময়ে দর্শন।

গান্ধার।

যাইতে পেখলু নাহই গোরী (১)।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরি (২)॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা॥
অলকহি তিতল (৩) তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুলে কমলে বেড়ল মধুলোভা (৪)॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা (৫)।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর (৬) পয়োধর-সীমা (৭)।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও (৮)হিমা (৯)॥
তূণকি করইতে চাহে কে দেহা।
অবহি ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥
ঐছে কেরি রস না পায়ব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার। (১০)
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥

১৩।

গান্ধার।

কামিনী করয়ে সিনান (১১)।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ॥
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা (১২)।
তিতল-(১৩)-বসন তনু লাগি (১৪)।
মুনি এক-মানস মনমথ জাগি (১৫)॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥

১। নাহই—স্নান করিতে। গোরী—গৌরী, সুন্দরী।

২। কতি সঞে ইত্যাদি—ধনী কত দ্রব্য হইতে রূপ চুরি করিয়া আনিয়াছে।

সঞে—হইতে (হিন্দী 'সেঁ')।

৩। তিতল—ভিজা।

৪। অলিকুল ইত্যাদি—ললাট ও কপোলের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র কেশ সকল মুখ পদ্মকে মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় বেষ্টন করিয়াছে।

"ভ্রমর চয়ং চরত্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিত কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্মজন-কমলকং মুখে॥"
গীত গোবিন্দ।

৫। রাতা—রক্তবর্ণ, ৬। চীর—বস্ত্র।

৭। পয়োধর-সীমা—পয়োধরের চারিদিকে সংলগ্ন।

৮। গেও—গেল।

৯। হিমা—হিম, শিশির।

১০। "সজল বস্ত্র পরিধান করিয়া দেহকে কে নীলবর্ণ করিতে চাহে? এখনি আমার (সজল বস্ত্রের) প্রতি অনাদর করিবে ও আমাকে ত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিবে। তা হলে রাধাদেহস্পর্শসুখ আর পাব না" এই ভাবিয়া সজল বস্ত্র রোদন করিতেছে, জলধারা ঝরিতেছে।

তূণকি—তূঁতের বর্ণ নীল। অবহি (হিন্দী)—এখনি। লেহা—স্নেহ। স্নেহ স্নেহ স্থানে নেহ (প্রাঃ প্রঃ ৩ পরিঃ ৬৪সূ)। ণর সংস্কৃত উচ্চারণ ও লকার ভাষাবিজ্ঞানে পরিবর্ত্তনীয়।

ফেরি—ফের, পুনরায়। রোই—রোদিতি, কাঁদিতেছে।

১১। সিনান—স্নান।

১২। মুখশশি হইতে—আন্ধিয়ারা—কিবা মুখশশি ভয়ে (কেশ রূপ) অন্ধকার রোদন করিতেছে (রোয়ে)।

১৩। তিতল—ভিজা।

১৪। লাগি—লাগই, লাগিয়া।

১৫। মুনি ইত্যাদি—মুনিগণের এক-চিত্তেও মন্মথকে জাগ্রত করে। জাগি—জাগই, জাগায়।

তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে (১) ॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে ॥

১৪।

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু (২) শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক (৩) বেলা ॥
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মেহ (৪) বরিখে (৫) জনু মোতিম হারা ॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধোয়ল জনু কনয়া মুকুর (৬) ॥
তেঞি (৭) দরশলু কুচজোরা।
পালটি (৮) বৈঠায়ল কনককটোরা (৯) ॥
নীবিবন্ধ করল উদেস (১০)।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ ॥

১৫।

ত্রিস্রোতা।

নাহি উঠল তীরে যে রমনী রাই ॥
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত (১১) চাই ॥
একলি চললি ধনি হয়ে আগুয়ান।
উমতি(১২)কহই(১৩)সখি করহ পয়ান ॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল (১৪) মোরি ॥
কিয়ে ধনি রাগী বিরাগিনী হোয় (১৫)।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয় ॥
কৈছে মিলব হামে (১৬)সো ধনি অবলা।
চিত নয়ন মঝু দুহু তাহে রহলা ॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারী ॥

(অপরাহ্নে দর্শন।)

১৬।

ভাটিয়ার বা বেলয়ার।

যব গোধূলি সময় বেলি (১৭)।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরি-রেহা দ্বন্দ্ব
পসারিয়া গেলি (১৮) ॥
ধনি অলপ বয়সী বালা।

১। কুচ ইত্যাদি—তরাসে—কুচ যুগরূপ চারুচক্রবাক মিথুনকে দেবগণ এককুলে আনিয়া মিলাইল; তাহারা পাছে উড়িয়া যায় এজন্য শঙ্কা ভুজপাশ দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ধরিয়াছে। স্নানকালে স্ত্রীলোকেরা বাহু দ্বারা বক্ষের বসন আটকাইয়া রাখে। তেঞি—তাই।

২। মঝু—আমার (হিন্দী)।

৩। সিনান—(প্রাং সিনান) স্নান।

৪। মেহ—(প্রাং মেহো) মেঘ। "ঘঘথধভাংহ" প্রাকৃত প্রকাশ ২ পরি—২৭ সূত্র। ৫। বরিখে—বরিষে।

৬। বদন মোছল হইতে—কনয়া মুকুর—বদন প্রচুর রূপে, পরিপাটী করিয়া মুছিল—যেন কনক দর্পণ মার্জ্জিত করিয়া ধৌত করিল।

৭। তেঞি—তাই।

৮। পালটি—উপুড় করিয়া।

৯। কটোরা—পানপাত্র।

১০। উদেশ—উদাস, খোলা।

১১। অবনত—অবনতভাবে।

১২। উমতি—(উৎ-মন্) চঞ্চলচিত্তে।

১৩। কহই—কহিয়া।

১৪। চোরায়ল—চুরি করিল। (চুরাদিগণীয় ধাতু)।

১৫। ধনী (রাগী) অনুরাগযুক্তা কিম্বা বিরাগিনী। ১৬। হামে—আমাকে।

১৭। বেলি—বেলা। ভেলি—হইল।

১৮। নব জলধরে ইত্যাদি—গেলি—বিদ্যুৎ রেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল। অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।

জনু গাঁথনি পুহপ (১) মালা।
খোরি দরশনে আশা না পূরল
বাড়ল মদন জ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা (২)।
জনু আচরে (৩) উজোর (৪) সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী দুলহ
লোচন কোণা (৫)
ঈষৎ হাসনি সনে।
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর (৬)
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

১৭।

বরাড়ী।

নাহি (৭) উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান (৮)।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ-চাতুরী গোরী।

সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি (৯)॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল (৯)।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল (৯)॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।
দুহুঁ দুহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভাণে জান॥

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

১৮।

সুহি।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়ায়ব (১০) স্বপন স্বরূপ॥
অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
শ্যামর ঝামর (১১) কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সন্দেশ॥

১। পুহপ—পুষ্প।

২। নূনা—ন্যূনা, খর্ব্বা।

৩। আচরে—আচরণ করে, অনুকরণ করে।

"কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম।"
জ্ঞানদাস,, পঃ কঃ তঃ ৯৯ পৃষ্ঠা।

৪। উজোর—উজ্জ্বল।

৫। দুলহ ইত্যাদি—দুর্ল্লভ কটাক্ষ।

৬। পঞ্চ গৌড়েশ্বর—সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে গৌড় পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা বরেন্দ্র, বঙ্গ, গিরি, রাঢ় ও মিথিলা।

৭। নাহি—স্নান করিয়া।

৮। বর কান—সুন্দর কানাই।

৯। সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া সখীগণকে ডাকিতে লাগিল (ফুকরই) ও তাঁহার প্রতি (তঁহি) অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি বদন ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে মুক্তাহার ছিঁড়িয়া সখীগণকে বলিল "আমার হার ছিঁড়িয়া গেল।" ইহা শুনিয়া তাহারা এক একটী করিয়া মুক্তা কুড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল; সেই অবকাশে রাধার শ্যাম দর্শন হইল। চুনি [(হিন্দী) চুননা—বাছিয়া লওয়া।]—বাছিয়া বাছিয়া। সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতে লাগিল। কেল—করিল। ১০। কে প্রত্যয় করিবে?

১১। শ্যামর ঝামর—শ্যামল মেঘ।

মাতকী কেতকী কুসুম নিবাস।
তা দেখি মনমথ উপজল হাস।
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার॥

১৯।

বালা ধানশী।

কানু হেরব (১) ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি (২) অবোধী (৩) মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই ন পারি॥
শ্যাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান (৪)।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা (৫)॥
না জানিয়ে(৬) কি করু(৭) মোহন চোর।
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে (৮) তত বিছর না যাই॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ কর চিতে মিলব মুরারি॥

২০।

বালা ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি (৯) স্বপন স্বরূপ॥
কমল-যুগল পর চাঁদকি মাল (১০)।
তাপর উপজল তরুণ তমাল (১১)॥
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা (১২)॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি (১৩)।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।
তাপর কির (১৪) থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়।
তাপর সাপিণী ঝাঁপল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিশান (১৫)।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভালে জান॥

২১।

পঠমঞ্জুরী।

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর (১৬)।
বাঁশী নিশাস (১৭) গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে (১৮) পৈঠয়ে (১৯) শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মনোলাজ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ॥

১। হেরব—দেখিব। ২। তবধরি—তদবধি। ৩। আবোধী—অজ্ঞান।

৪। শ্যাঙল ইত্যাদি—দুই চক্ষু শ্যামল মেঘের ন্যায় বর্ষিতেছে (ঝরু) অর্থাৎ অবিরত অশ্রুপাত হইতেছে।

৫। রভসে ইত্যাদি—হঠাৎ (বিবেচনা না করিয়া) আপনার জীবন পরের হাতে সমর্পণ করিলাম।

৬। জানিয়ে—জানি।

৭। করু—করিল।

৮। বিছরিয়ে—বিস্মরণ করি।

৯। মানবি—মানিবে, স্বীকার করিবে।

১০। চাঁদকি মাল—চাঁদের মালা।

১১। তাপর ইত্যাদি—তাহার উপর তরুণ তমালের সৃষ্টি হইয়াছে।

১২। কালিন্দী তীর ইত্যাদি—কালিন্দী তীরে ধীরে ধীরে চলি যাইতেছে।

১৩। পাঁতি—পংক্তি।

১৪। কির—জ্যোতিঃ।

১৫। নিশান—কারণ, চিহ্ন, সঙ্কেত।

১৬। ওর—সীমা, অন্ত।

১৭। নিশাস—(নিশ্বাস) শব্দ।

১৮। হঠ সঞে (সেঁ)—বলপূর্ব্বক।

১৯। পৈঠয়ে—প্রবিষ্ট হয়।

গুরুজন সমুখই ভাব তরঙ্গ।
যতন হিঁ বসনে ঝাঁপ সব অঙ্গ ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ।
দৈব সে বিহি (১) আজু রাখ লাজ ॥
তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥

২২।

(রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি।)

তিরোতা ধানশী।

ধনি, ধরণীর মণি জনম ধনি(২)তোর।
সব জন কানু করি (৩) ঝরয়ে (৪)
সো তুয়া (৫) ভাবে ভোর ॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা (৬) ॥
কেশ পসারি যবহু তুহুঁ আছিলি,
উর-পর অম্বর আধা (৭)।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥

হসইতে কব তুহু দশন দেখায়লি,
করে কর জোর (৮) হি মোর (৯)
অলখিতে দিঠি কব(১০) হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর (১১) ॥
এতহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরী,
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহু সো পুন (১২)কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

২৩।

(সখীর উক্তি।)

তুড়ি।

এ ধনি কর অবধান।
তো (১৩) বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু (১৪) ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক্ ধিক্ বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ (১৫) ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী (১৬)।
রূপনারায়ণ সাখী (১৭) ॥

১। বিহি—বিধি (প্রাকৃত)।
২। ধনি—ধন্য। ৩। করি—জন্য।
৪। ঝরয়ে—অশ্রুবর্ষণ করে।
৫। তুয়া—তোমার।
৬। মেঘ চাতক দেখিয়া [চাহি] তৃষ্ণাতুর হয় (তিয়াসল;) ও চন্দ্র চকোরের দিকে চাহিয়া থাকে; তরু লতাকে অবলম্বন করে; এই সকল বিপরীত কার্য্য দেখিয়া আমার মন চমৎকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে তোমার জন্য অধীর হইয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্য।
৭। যথন তুমি বস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল অর্দ্ধ আবৃত করিয়া কেশ প্রসারিত করিয়া [এলাইয়া] ছিলে।

৮। জোর—মিলিত করিয়া।
৯। করে কর ইত্যাদি—আমার (সখীর) করে তোমার কর দিয়া, (বিলাস বিশেষ)।
১০। কব—একদা।
১১। "তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলা সখীর গলে।" চণ্ডীদাস।
১২। পুন ইত্যাদি—"শূন কলেবর" এরূপ পাঠ আছে ও তাহাও সঙ্গত।
১৩। তো—তোমা।
১৪। বিনু—বিনা।
১৫। ধরই ইত্যাদি—কেহ ধরিতে পারে না।
১৬। ধরই ইত্যাদি—কেহ ধরিতে পারে না।
১৭। ভাখী—ভাষী, পণ্ডিত।

২৪।

(সখীর উক্তি।)

সুহই।

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধ বিবাদে (১) ॥
চাঁদ দিনহি দিনহি দীনহীনা।
সো পুনঃ পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা (২) ॥
অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি (৩)।
ভাঙ্গি গড়াব বুঝি কত বেরি (৪) ॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুনঃ শিরে কর হানি ॥

১। রূপনারায়ণ ইত্যাদি—এই ভণিতার প্রকৃত অর্থ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। অনেকগুলি পদে এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। যথা—

[ক] "রায় শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা পরমাণ।"

[খ] "রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা।"

[গ] "রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।"

[ঘ] "রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে।" ইত্যাদি। এই সকল ভণিতা দেখিয়া বোধ হয় "রূপনারায়ণ" রাজা শিবসিংহের উপাধি ছিল। (কবির জীবন চরিত দেখ)।

মাধব ইত্যাদি—মাধববধরূপ বিষাদে [দুঃখের বিষয়ে] কি সাধ? (অভিলাষ)। "কি সাধবি সাধে" এইরূপ পাঠ করিলে "মাধববধে তুমি কি সাধ পরিপূর্ণ করিবে" এই অর্থ হয়।

২। চাঁদ হইতে—ক্ষীণা—চাঁদ দিনে দিনে (দিনান্তে) ক্ষীণ (দীনহীন) হয়, কিন্তু মাধব প্রতি নিমিষে [পালটি] ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছেন। চন্দ্রের ক্ষীণতা দিবসান্তে দৃষ্ট হয় কিন্তু মাধবের ক্ষীণতা প্রতি মুহূর্তেই দৃষ্ট হইতেছে।

৩। ফেরি—ফিরে, ঘুরিয়া বেড়ায়।

৪। বেরি—বার।

২৫।

(সখীর উক্তি।)

ভূপালী।

জীবন চাহি (৫) যৌবন বড় রঙ্গ।
তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ (৬) ॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি।
দিনে দিনে চাঁদ কলাসম বাড়ি (৭)।
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত ॥
তুহু যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ (৮)।
চৌরি (৯) পিরীতি হবে লাখগুণ রঙ্গ ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ ॥
বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকাক (১০) ইহ বড় কাজ ॥

২৬।

(সখী শিক্ষা।)

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি ॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল (১১) ॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সুত (১২) ॥

৫। চাহি—অপেক্ষা।

৬। সুপুরুখ সঙ্গ—সুপুরুষের সহিত মিলন। ৭। ছাড়ি, বাড়ি—ছাড়, বাড়া

৮। অনুসঙ্গ—স্নেহ। ৯। চৌরি—গুপ্ত

১০। গুণবতিকাক—গুণবতিকার।

১১। সুজনক হইতে—মূল—স্বর্ণকে দগ্ধ করিলে মূল্য দ্বিগুণ হয়, সেইরূপ প্রেম বিরহানলে বর্দ্ধিত হয়।

১২। টুটইতে ইত্যাদি—যেমন মৃণালসূত্রকে ছিঁড়িতে গেলে তাহা না ছিঁড়িয়া বাড়িতে থাকে তেমনি টুটইতে ইত্যাদি।

সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি (১)।
সকল কণ্ঠ নহে কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

২৭।

(শ্রীরাধার উক্তি।)

শ্রীরাগ।

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করবি পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে (২) রভস কহু নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব রাখব কোই (৩)॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহে তাক বিলাস॥

২৮।

ভাটিয়ারি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া (৪)ঠাম (৫)॥
বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরী মেলি বনায়ত (৬) বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কি বলিব তোয়।
আজুক মিলন সমুচিত হোয়॥

২৯।

(সখীশিক্ষা বচন।)

ভূপালী।

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব (৭) তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম (৮)। *
হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম (৯)॥
পরশিতে দুহু করে ঠেলবি পাণি।
মৌনি করবি পহু (১০) করইতে বাণী॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি (১১)॥
সাধসে(১২)ধরবি উলটি মোহে(১৩)কাঁপি॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম-গুরু হোই শিখায়ব পাঠ॥

১। সবহু ইত্যাদি—সকল (সবহু) হস্তীর (মতঙ্গজে) শিরে মুক্তা থাকে না।
২। তা সঞে—তাহার সহিত।
৩। জীউ ইত্যাদি—জীবন (জীউ) যখন বাহির হইবে (নিকসব) কে (কোই) রক্ষা করিবে।
৪। পিয়া—প্রিয়। ৫। ঠাম—স্থানে।
৬। বনায়ত—বিন্যাস করে।
৭। দেয়ব—দিব।
৮। বৈঠবি শয়নক সীম—শয়নের এক পার্শ্বে উপবেশন করিবে।
"ভজস্ব্যাস্তল্লান্তম্" জয়দেব ১২শ সর্গ॥
* "আধ নেহারবি বঙ্কিম-গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণী।
মৌনি করবি কছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়া ধরি বলে নেয় নিজ পাশ॥
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ।
পিয় পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥ পাঠান্তর।
৯। মোড়বি গীম-গ্রীবাদেশ ফিরাইবে। ১০। পহু—পুনঃ।
১১। আপি—অর্পি, অর্পণ করিয়া।
১২। সাধসে—সভয়, সসাধ্বসং।
১৩। মোহে—আমাকে।

৩০।

(সখীশিক্ষা।)

কানড়া।

শুন শুন মুগধনি (১) মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত বিভঙ্গ (২)॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে (৩) না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি॥
ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ (৪)।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক (৫) বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব (৬)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যে গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

শ্রীরাধার রূপ।

৩১।

✓ মায়ুর।

কবরী ভয়ে চামর গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরী কাহে মোহে(৭)সম্ভাষি না যাসি(৮)
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি (৯)॥
কুচ ভয়ে কমল কোরক জলে মুদি রহু(১০)
ঘট পরবেশে হুতাশে (১১)।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ-ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহুঁ,
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন প্রতাপে॥

৩২।

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দূর বিন্দু
শাঙর (১২) চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গ (১৩) হি উরল
পিছে করি আন্ধিয়ার॥
রামা হে অধিক চন্দ্রিম (১৪) ভেল।
কতনা (১৫) যতনে কত অদভুত
বিহি বহি তোরে দেল॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে কতনা গোপসি,
হিমে গিরি না লুকায়॥

১। মুগধনি—মুগ্ধে।
২। বাত-বিভঙ্গ—বাতেপঙ্গু, জড়সড়।
৩। নিয়ড়ে—নিকটে।
৪। কন্ধ—স্কন্ধ।
৫। নীবিহক—কটিদেশের।
৬। আব—আইসে।

৭। মোহে—আমাকে।
৮। যাসি—যাইতেছ। (যাধাতু—লটের সি।)
৯। ডরাসি—ভয় করিতেছ। (লটের সি)।
১০। রহু—থাকে।
১১। ঘট পরবেশে হুতাশে—হতাশ্বাস হইয়া ঘট জলে প্রবেশ করে।
১২। শাঙর—শ্যামল (?)
১৩। সঙ্গ—একত্র। ১৪। চন্দ্রিম—শোভা।
১৫। কতনা—(হিন্দী—কেত্না) কত।

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণী
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে পেমিল (১)
অলিভরে উলটায়॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এ সব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

৩৩।

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা (২)॥
সুন্দর বদন চারু অরু (৩) লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতা-বলি
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা—খগপতি- চঞ্চু-ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥
তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দুউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তাহার নয়ানে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ রস কোপ যো জান।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ॥

১। পেমিল (ক)—প্রমীলিত (?); (খ) প্রেমযুক্ত অর্থাৎ পবন ভরে আন্দোলিত। "পবনে হেলিত"—পাঠান্তর।

২। ত্রিভুবন ইত্যাদি—ত্রিভুবন বিজয়ী মালার স্বরূপ। ৩। অরু—অরুণ।

অভিসার।

শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা।

৩৪।

ভূপালী।

রজনী (৪) ছোটি অতিভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী॥
ভীমভুজঙ্গম সরণা (৫)।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা॥
বিহি (৬) পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার॥
গগন সঘন মহী পঙ্কা (৭)।
বিঘিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা (৮)॥
দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই লখই নাহি পারা (৯)॥
সব যোনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি ভানত লোলি (১০)॥

৪। "বয়নি" এই পাঠ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় কিন্তু ইহা স্পষ্টতই ভুল। রজনী—ভুলক্রমে রয়নী,-বয়নী-বয়নি-হইয়াছে।

৫। ভীম ইত্যাদি—পথ (সরণ) ভয়ানক সর্পময় (ভীমভুজঙ্গম, বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন পদ)। ৬। বিহি—বিধি।

৭। গগন সঘন ইত্যাদি—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী পঙ্কময়।

৮। বিঘিন ইত্যাদি—বিঘ্ন (চতুর্দ্দিকে) বিস্তারিত, ভয় উপস্থিত হইতেছে।

৯। চলইতে ইত্যাদি— চলিতে [চরণ?] স্খলিত হইতেছে [খলই-স্খলিত] ও দেখিতে [লখই—লক্ষয়িতুং] পাওয়া যাইতেছে না।

১০। "সব যোনি—লোলি"—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অনুপস্থিতিতেও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "লোলে [লোলি] তুমি যদি [নিরাপদে] উপস্থিত হও [আওত] তাহা হইলে আমি মনে মনে করিব [মানবি] যে সকল জীবকে [যোনি] দৃষ্টিপাত দ্বারা [পালটি] তোমার

বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই (১)॥

৩৫।

কেদার।

নব অনুরাগিনী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ (২)।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।
উচ কুচ মানয়ে ভার॥
কর সঞে কঙ্কণ মুদরি (৩)।
পন্থ হি তেজল সগরি॥
মণিময় মঞ্জীর পায়।
দূরহি তেজি চলি যায়॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার।
মনমথ হিয়ে উজিয়ার (৪)॥
বিঘিনি বিথারিত বাট (৫)।
প্রেমক আয়ুধে কাট॥
বিদ্যাপতি মতি জান।
ঐছন নাহি হেরি আন॥

প্রভায় নত করিয়া [ভানত] ভুলাইয়াছ [ভুললি]। এইরূপ অর্থ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা অন্য কোন সুলভ অর্থ বা পাঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

১। প্রেমহি ইত্যাদি—প্রেমে কুলবতী অবমাননা সহ্য করে।

২। একলি ইত্যাদি—একলা প্রয়াণ করিল।

৩। মুদরি—খুলিয়া।

৪। মনমথ ইত্যাদি—মন্মথ হৃদয়ে উজ্জ্বল রহিয়াছে "মনমথে হেরি উজিয়ার" এরূপ পাঠে—মন্মথ প্রভাবে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। ৫। বাট—পথ।

বিদ্যাপতি ক্রঃ ৩৬।

ধানশী।

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা (৬)।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে (৭)।
ভাঙ লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী জিনি
আধ বিধুবর ভালে (৮)॥
নলিনী, চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল গরুড় চঞ্চু, জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি (৯)॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল, জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ, করগবীজ জিনি
কম্বুকণ্ঠ আকারে (১০)॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরিকটক(১১)
জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা॥

৬। সঙ্কেত গেহা—সঙ্কেত গৃহ।

৭। অলকা ইত্যাদি—ভৃঙ্গ ও শৈবাল জিনি অলকা।

৮। আধবিধু ইত্যাদি—কপালে অর্দ্ধ-চন্দ্র অর্থাৎ কপাল অষ্টমীর শশীর ন্যায় অপ্রশস্ত ও সুন্দর।

৯। শ্রবণ (কর্ণ) গৃধিনীর অপেক্ষা উত্তম। বিশেখি—বিশেষি, বিশেষ হইয়া।

১০। করগবীজ—করঙ্গবীজ—নারিকেলের খোল; অথবা—কমণ্ডলু। আকারে কম্বুকণ্ঠ করঙ্গবীজ (কমণ্ডলুকণ্ঠ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১। গিরীশিখর। "গিরি জিনিয়া কঠোর কুচ সাজা।" ইতি পাঠান্তর।

লোমলতারলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিনীরঙ্গা (১)।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা॥
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণী।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দুরতন (২) জিনি,
পিক জিনি অমিয়া বাণী॥ (৩)
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,
রাধারূপ অপারা।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
একাদশ অবতারা॥

৩৭।

তিরোতা।

আঁচরে (৪) বদন ঝাঁপহ (৫) গোরি।
রাহু করয়ে জনু চান্দকি চোরি (৬)॥
ঘরে ঘরে পহরী(৭)ছোড়ি গেলি যোয়(৮)।
অবহি দেখব ধনি নাগরী তোয় (৯)॥
হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি (১০)।
বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি (১১)
অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।
সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি॥
শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয় জনি (১২) বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥

মিলন।

৩৮।

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই।
তোঁহে সোঁপলু ধনি রাই॥
কমলিনী—কোমল কলেবর।
তুঁহু সে ভোখিল (১৩) মধুকর॥
সহজে করবি মধুপান।
ভুলহ জনু পাঁচবাণ॥
পরোবধি পয়োধর পরশিহ।
কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিমহারা।
ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ।
ক্ষণে অনুমতি, ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু।
থোরে সহাবি ফুলধনু॥

১। তরঙ্গিণীর রঙ্গ অর্থাৎ ঢেউ।
২। ইন্দুরত্ন—মুক্তা।
৩। "উরুবর কদলী করিবরকর জিনি
পিক বীণা অমিয়া জিনি বাণী।
কর পদ কিসলয় নবীন পল্লব
চম্পক কোরক জিনি।" ইতি পাঠান্তর।
৪। আঁচরে—অঞ্চলে। ৫। ঝাঁপহ—আবৃত কর।
৬। রাহু ইত্যাদি—যেরূপ (জনু) রাহু গ্রহণ সময়ে চন্দ্রকে চোর স্বরূপ করে।
৭। পহরী—প্রহরী।
৮। যোয়—যাহাদিগকে।
৯। অবহি ইত্যাদি—এখনি ধনি তোমাকে দেখিতে পাইবে।
১০। বিজোরি—বিদ্যুৎ।

১১। বাণীক ইত্যাদি—কথা আস্তে আস্তে কহিবে।
১২। জনি—যদি।
১৩। ভোখিল—ভোজনপ্রিয়। ক্ষুধার্ত্ত।

বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
দোতিক মিনতি তুয়া পায়ে॥

৩৯।

কামদ।

একে ধনি পদুমিনী (১) সহজেই ছোটি।
করে ধরইতে করে করুণা কোটি॥
হঠ পরিরম্ভনে "নহি নহি" বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল (২)॥
বালি—বিলাসিনী, আকুল—কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান (৩)।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহিঁ সঙ্গ॥

৪০।

বালা ধানশী।

ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি (৪)।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি (৫)॥
"নহি নহি" কহয়ে, নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর (৬)॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনিথোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥

১। পদুমিনী—পদ্মিনী।

২। হরিডরে ইত্যাদি- হরির ভয়ে (হরিণী) হরিপ্রিয়া রাধা হরি হৃদয়ে কম্পিত হইলেন, সিংহের ভয়ে হরিণীর ন্যায়। ডোল—সংস্কৃত দোল শব্দের প্রাকৃত। প্রাকৃত প্রকাশ ২য় পরিচ্ছেদ ৩৫ সূত্র।

৩। নয়নক ইত্যাদি—নয়নের প্রান্তভাগ চঞ্চলতা প্রকাশ করিল।

৪। ভেলি, গেলি—৫ পৃষ্ঠা (১) টীকা দেখ।

৬। শয়নক ওর—শয্যার সীমা অর্থাৎ এক পার্শ্বে।

আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

বসন্তলীলা।

৪১।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড (৭)।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড (৮)॥
নৃপ আসন নব পীঠলপাত (৯)।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধর মাথ (১০)॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায় (১১)।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল (১২) পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥

৭। দিনকর ইত্যাদি- শীতান্তে সূর্য্যের দীপ্তিপ্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পৌগণ্ড—বাল্যকাল।

৮। কেশরকুসুম ইত্যাদি—মদনমহীপতি কনকদণ্ডরুচি কেশরকুসুম বিকাশে। ধয়ল—ধরিল।

৯। নৃপ-আসন ইত্যাদি—নূতন পীঠল বৃক্ষের পত্র বসন্তের রাজসিংহাসন (নৃপাসন) হইল।

১০। মাথ—মস্তকে।

১১। মৌলি—শিরোভূষণ। তায়—তাহাতে।

১২। আন দ্বিজকুল—অন্য পক্ষী সকল।

কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান (১)।
পাটনতুল অশোক দলবান (২)॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল।
শিশিরক সবহু (৩) কয়ল নিরমূল॥
উধারল (৪) সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নববৃন্দাবন রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

৪২।

মায়ুর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল (৫) কিশোর।
কালিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন,
নব-নব-প্রেম-বিভোর (৬)॥
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া (৭)
নবকোকিলকুল গায়।
নবযুবতীগণ চিত উনমাতই (৮)
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নবন ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি (৯)॥

৪৩।

বিহাগড়া।

মধুঋতু মধুকর পাঁতি (১০)।
মধুর-কুসুম মধু মাতি (১১)॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি-ভঙ্গ (১২)।
মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ (১৩)॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

৪৪।

কল্যাণ অথবা বসন্ত।

ঋতুপতি রাতি রসিক বর রাজ।
রসময় রাস-রভস-রস মাঝ॥

১। কুন্দবল্লী ইত্যাদি—তরু কুন্দবল্লী রূপ নিশান ধরিল। বহু শাখাপল্লববিশিষ্ট লতাজাল বৃক্ষ হইতে দোদুল্যমান হইয়া রাজপতাকার শোভা করিল।

২। পাটন ইত্যাদি—দলবান্ অশোক সহর (পাটন) তুল্য হইল।

৩। সবহু—সম্পূর্ণরূপে (?)।

৪। উধারল—উদ্ধার হইল। জল হইতে বাহির হইল।

৫। নওল—নব।

৬। বিভোর—বিহ্বল, মত্ত। সমস্ত পদটী কিশোর শব্দের বিশেষণ।

৭। মাতিয়া—মত্ত।

৮। উনমাতই—উন্মত্ত করে।

৯। মাতি (মাতই) মত্ত করিয়া।

১০। পাঁতি—পংক্তি।

১১। মধুর-কুসুম-মধু কর্ত্তৃক (পানে) মত্ত।

১২। মধুর নটন-গতি-ভঙ্গ—নাচিতে নাচিতে চলিবার ভঙ্গী।

১৩। নটিনী ও নটের রঙ্গ।

রসবতী রমণী-রতন ধনী রাই।
রাস-রসিকসহ রস অবগাই (১)॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহি নটই (২)।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই (৩)॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত (৪)।
রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব (৫) মহতি কপিনাশ (৬)।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যা-পতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান (৭)॥

৪৫।

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া (৮)॥
ডগ মগ ডম্ফ ডিমিকি ডিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল।
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল-
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ধেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব (৯)॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত,
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতিমতি ক্ষোভিত হোতি (১০)।

৪৬।

কেদার।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডল লাগি (১১)॥
রহিতে সোয়াথ(১২)নাহি, নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥
কামিনী কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুখক বেশে কয়ল অভিসার॥
ধামিনী লোল ঝুট (১৩) করি বন্ধ।
পহিরল বসন (১৪) আন করি ছন্দ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥
বিদ্যাপতি কহ তব কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনোরথ কেলি॥

১। রসে নিমগ্ন। অবগাই—অবগাহন করিতেছে।

২। নটই—(সং নটতি) নাচিতেছে।

৩। রটই—(সং রটতি) বাজিতেছে।

৪। রহি রহি ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে মধুর রাগ সকল রচনা করিতেছেন। রঙ্গিণীগণ মধ্যে মধ্যে আদ্যরসের উদ্দীপনকারিণী রাগিণীগণের আশ্রয়ভূত বসন্তরাগ গান করিতেছেন। বসন্ত রাগের রাগিণী ললিত, রামকিরী, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি।

৫। রবাব—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৬। কপিনাশ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৭। জান—জানেন।

৮। ধ্বনিয়া—ধ্বনি।

৯। রাব—শব্দ।

১০। হোতি—হইতেছেন।

১১। লাগি—(লাগই) লাগিতে।

১২। সোয়াথ—(সোয়াস্তি) সুখ।

১৩। ঝুট—কবরী। ঝুঁটি।

১৪। পহিরল ইত্যাদি—পরিধান বস্ত্র অন্যরূপে বিন্যাস করিয়া।

৪৭।

ভূপালী।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সুঘনে॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহু তৈছে বিহার॥

৪৮।

ভূপালী।

দোঁহার ছুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল॥
করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দুঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর॥

৪৯।

ভূপালী।

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুঁহু শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥
(রসোদ্গার)

৫০।

পঠমঞ্জরী।

পুছয়ো এ সখী পুছয়ো তোয়।
কেলিকলা সব কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলকামেটি গেলহি দূর॥
কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
অলসহি পূরল সকলহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা (১)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥

৫১।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনী কি বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি॥

৫২।

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে(২)।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥

১। বা—বাতাস।
২। মোহে—আমাকে।

অলপ বয়েস হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ সে লাজ ভয় অতি সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি করয়হি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুঃখ দেলি॥
হঠ ভেল রস ত্রাসে হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কো জান॥
দেল হি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজিল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী নারি।
তুহুঁ সচেতনী লুবধ মুরারি॥

৫৩।

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই (১)।
সো রস সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোয়ল করল যে শাতি (২)।
মদন লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি করল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পুরবক ভাগি (৩)।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল,সম্ভেদ (৪)॥

৫৪।

বালা ধানশী।

কহ সখি সাঙরি (৫) ঝামরি দেহা (৬)।
কোন পুরুখ সঞে নেয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার (৭)।
কোন লুঠল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥
রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গৌর।
মাজি ধয়ল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি তুহুঁ পুরবক পুণে (৮)॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা প্রমাণে॥

৫৫।

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ॥
পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি॥
হঠ করি নাহ (৯) করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ॥
জনসি তব কাহে করসি পুছারি (১০)।
সে ধনি যো থির তাহে নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে না কর তরাস।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস॥

১। গোই—গোপন করিয়া।
২। শাতি—শাস্তি। রস—আনন্দ।
৩। ভাগি—ভাগ্য।
৪। সম্ভেদ—মিলন। "সম্ভেদঃ সিন্ধুসঙ্গমঃ" অমর কোষ।

৫। সাঙরি—স্মরণ করিয়া।
৬। ঝামরি দেহা—মলিন (কৃষ্ণবর্ণ) শরীরা।
৭। পঙার—প্রবাল।
৮। পুণে—পুণ্যে।
৯। নাহ—নাথ।
১০। পুছারি—জিজ্ঞাসা।

৫৬।

সুহই।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম।
কহয়ে রজনী-বিলাস কাম॥
সে যে সুন্দরী সুবদনী রাই।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লেই॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥
ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥

৫৭।

কেদার।

বালা-রমণী- রমণে নাহি সুখ।
অন্তরে মদন দেই দ্বিগুণ দুখ॥
সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ।
মন্ত্র না শুনয়ে যেন বাল-ভুজঙ্গ॥
বেরি এক করে ধনি মুদিত নয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহুঁ মোরসি মুখ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর, মুগধিনী—নারী॥

৫৮।

ধানশী।

করে কর ধরি, যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে শপথি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী। গুণ গনি গনি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন ললিত ভূষণ
ফুয়ল (১) কবরী ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার (২)॥
নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাঁধা।
ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি (৩)
বিপদ পড়িল রাধা॥

৫৯।

ভূপালি।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
চাঁদে বেড়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি কঙ্কণ কন কন
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥
তলে একু জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি কবি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ॥

১। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

২। বিছুরি পার—তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি?

৩। উমতি—চঞ্চলচিত্ত।

৬০।

বিভাষ।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে
আজ কি হইল ধন্দ!
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর
নীল উৎপলে চন্দ॥
ফণী মণিবর উগরে নিরখি
শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী
কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিনী কঙ্কণ করু কলরব
নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতি কহুঁ
ঐছন সকল শোহে॥
নায়ক গোপনে, জপে নিরজনে
ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি
কো ন জান ইহ গান॥

৬১।

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়র অভিলাষ॥
মানইতে নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতিঃ।
কনক কমলে বৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জানি পঁহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥

৬২।

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
আপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতলে সুরধুনি-ধারা।
তরল তিমির শশী-শূর গরাসল,
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগ মগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ রু রু রোলে॥
প্রণয় পয়োধি জলে জনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

৬৩।

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর।
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর রাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়ল সেই ঠাম॥
পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহসু হিয়ে আন লাগই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি॥
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥

মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস অনুমান।

৬৪।

ধানশী।

বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু॥
প্রিয়মুখ সুমুখী চুম্বয়ে ওষ্ঠ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
রতিবিপরীত বিলম্বিত হার।
কনকলতাপরি দুধক ধার॥
কিঙ্কিণীশবদ নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ী রণ বাজন বাজ॥
বিগলিত কুসুম—মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন জলে দুধতরঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠাম॥

৬৫।

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগচারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জানি পহুঁ দিল পানি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাব।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে করল সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥

প্রেমবৈচিত্র।

৬৬।

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা (১)।
সুজনক পিরীতি পাষাণে জনু রেহা (২)॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর (৩) মোড়ি (৪)॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি (৫)॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর (৬) পিরীতি সো জন অন্ধা॥

৬৭।

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই (৭) সব্‌কোই (৮)।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥
অব সব বিষসম লাগয়ে মোই (৯)।
হরি হরি(১০) পিরীতি না কর জনি কোই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি?

১। লেহা—প্রীতি, স্নেহ।
২। রেহা—রেখা, উল্লেখ।
৩। আঁকুর—অঙ্কুর।
৪। মোড়ি—মর্দ্দন করিয়া, দলিয়া।
৫। নিজ করি জানি—আপনার মনে করিয়া। ৬। যাকর—যাঁহার।
৭। কহই—বলে।
৮। সবকোই—(হিন্দী) সকলেই।
৯। মোই—আমাকে।
১০। হরি হরি—আক্ষেপোক্তি বিশেষ।

৬৮।

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম-পরিণামা (১)।
বলকে (২) জীবন করল পরাধীন
নাহি উপকার একঠামা (৩)॥
ঝাপন (৪) কূপ লখই (৫) না পারনু
যাইতে পড়লহুঁ ধাই (৬)।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে (৭) চাই॥
মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহুঁ (৮) জানলু (৯) ন ভেলা।
আপন চতুরপণ (১০) পর হাতে সোঁপনু,
হৃদয়গরব দূর গেলা॥
এত দিন আন, ভাণে হাম আছিনু (১১)
অব বুঝনু অবগাহি (১২)।
আপন শূল হাম, আপহি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব কাহি (১৩)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন শুন যুবতি,
চিতে নাহি গণবি আনে (১৪)।
প্রেমকারণ, জীউ উপেখয়ে (১৫)
জগজন কো নাহি জানে॥

৬৯।

সুহই।

পাসরিতে (১৬) শরীর হোয় অবসান (১৭)
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান (১৮)॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥
কোন বিহি নিরমিল এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার॥
সহই না পারিয়ে চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে পিঞ্জরমাহা সারী (১৯)॥
এতহুঁ বিপদে কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম এ লেহ (২০)॥

৭০।

সিন্ধুড়া।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজনবোল।
মনে কিছু না গণনু ও রসে ভোল (২১)॥

১। প্রেম-পরিণামা—প্রেমের পরিণাম।
২। বলকে—(হিন্দী) বলকে, অব্যয় বিশেষ। ৩। একঠামা—একবিন্দু।
৪। ঝাপন—লুক্কায়িত।
৫। লখই—লক্ষ্য করিতে, দেখিতে।
৬। যাইতে ইত্যাদি—ধাইয়া যাইতে পড়িলাম। ৭। পাছু—পশ্চাৎ। তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে।
৮। পহিলহুঁ—প্রথম।
৯। জানলু—জ্ঞাত।
১০। চতুরপণ—চতুরপণা, চতুরতা।
১১। এতদিন ইত্যাদি—এত দিন আমি অন্য ভাণে (ভাবে) ছিলাম, অর্থাৎ সংস্কার অন্যরূপ ছিল।
১২। অবগাহি—অবগাহন করিয়া।
১৩। দোখ ইত্যাদি—এক্ষণে কাহার (কাহি) দোষ (দোখ) দিব?
১৪। গণবি আনে—অন্য গণনা করিবে না অর্থাৎ মনে করিবে না।
১৫। উপেখয়ে—উপেক্ষা করে।
১৬। পাসরিতে—ভুলিতে।
১৭। অবসান—অবসন্ন।
১৮। কহিতে ইত্যাদি—স্পষ্ট বলাও এক্ষণে বুদ্ধি ও বিবেচনা সঙ্গত হয় না।
১৯। পিঞ্জরমধ্যস্থিতা সারিকার ন্যায়।
২০। লেহ—স্নেহ। প্রাকৃত প্রকাশ। নেঠা?
২১। ভোল—ভোর।

কুলজা-রীতি ছোড়নু যছু (১) লাগি।
সো অব বিছুরল (২) হামারি অভাগি॥
সোঙরি (৩) সোঙরি আধি কহবি মুরারি
সুপুরুখ পরিহরে দোখি বিচারি (৪)॥
যো পুন সহচরি হোয় অভিমান্।
করয়ে পিশুন- বচন অবধান (৫)॥
নারী অবলা হাম কি বলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ- গুণক-নিধান (৬)॥
মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ রোখ অবগাই (৭)॥
তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥

৭১।

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥
তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল (৮)
ঐছন তুয়া অনুরাগে।

১। যছু—যাহার।

২। বিছুরল—বিস্মৃত হইল, ত্যাগ করিল।

৩। সোঙরি—মনে করিয়া।

৪। সুপুরুখ ইত্যাদি—সুপুরুষ নাগরীর দোষ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করে।

৫। করয়ে ইত্যাদি—কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন।

৬। রসনানন্দগুণকনিধান—বাক্‌পটু।

৭। এহি ইত্যাদি—এরূপ বলিবে যে, যেন দোষ ও রোষ সমস্ত কিছুই না থাকে। "অবগাই" স্থানে অবসাই হইবে। অবসাই—অবসান হয়।

৮ তৈলবিন্দু ইত্যাদি—জলে বিস্তারিত হয় ও ক্রমে বিকাইয়া যায়।

সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোঁহারি সোহাগে (৯)॥
কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই (১০)।
আপন করে হাম মুড় মুড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই (১১)॥
চোররমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই (১২)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥

৭২।

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর- বিদগধ জান (১৩)॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ (১৪)

৯। সিকতা ইত্যাদি—যেমন বালুকার উপর জল শুকাইয়া যায়, তেমনি তোমার প্রীতি অল্পদিনেই গিয়াছে।

১০। তাকর ইত্যাদি—তাহার বচনে লুব্ধ হইয়া।

১১। আপন ইত্যাদি—কানুর উপর প্রেম বাড়াইয়া আপন হস্তে আপনার মস্তক (মুড়) মুণ্ডন করিলাম।

১২। সো ফল ইত্যাদি—তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

১৩। নাহ ইত্যাদি—নাথ রসিককুলের শ্রেষ্ঠ জানিবে।

১৪। আপ—স্বয়ং।

উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া-মাহা জাগ (১)॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝহ থেহ (২)।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥

৭৩।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে (৩)।
কানুসে (৪) অবহি (৫) করবি প্রেমভোগে॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলসু, তুহু থির কর হিয়া॥
এত কহি কানু পাশে মিলল সো সখি।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুনতহি কানু মিলিল ধনি-পাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥

৭৪।

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজন পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায় (৬)॥

৭৫।

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ (৭)॥
কাহে কহসি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি (৮) সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ॥
আন রমণী সঙ্গে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীর সিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

মান।

৭৬।

শ্রীরাগ।

কি লাগি বয়ন ঝাঁপসি (৯) সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড় সাহস তোর॥
মানিনি! আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥

১। উদভট—উদ্ভট। তোমার প্রেমানুরাগ নিয়মাতিরিক্ত হওয়াতে সদা (নিতি নিতি) হৃদয় মধ্যে এরূপ ভাবনা (জাগ) হইতেছে। মাহা—মধ্যে।

২। থেহ—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য।

৩। অনুযোগে—আক্ষেপ বাক্যে।

৪। কানুসে (হিন্দী)—কানু হইতে।

৫। অবহি (হিন্দী)—এখনি।

৬। জুয়ায়—উপযুক্ত হয়, উচিত হয়।

৭। সুনেহ—স্নেহ।

৮। আনহি—অন্যের।

৯। ঝাঁপসি—আচ্ছাদনকরিতেছে।

কিয়ে গিরি-বর কনয়া-কটোর (১)
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালক-চন্দ॥
এ কর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী
কানুর করহ হিত॥

৭৭।

ধানশী।

পীন, কনয়া-কুচ কঠিন, কঠোর।
বঙ্কিম-নয়নে চিত হরি নিল মোর॥
পরিহর সুন্দরি! দারুণ মান।
আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ এ মহত (২) রাখ মোর॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদন-বেদন হাম সহই না পার॥
ভণহ বিদ্যাপতি তুহু সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ-সমান॥

৭৮।

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত (৩)।
তুয়া কুচ হেম-ঘট, হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত (৪)॥
তোঁহে ছাড়ি তাম যদি পরশ করি কোয়(৫)।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি (৬) যে হয় উচিত॥
ভুজপাশে বান্ধি, জঘন পর তাড়ি।
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উরু-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

৭৯।

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ (৭)।
ও ধনী কামিনী পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে, (৮) চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি (৯) বদন নেহারয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥

৮০।

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥

১। কনয়াকটোর—সোণার কটোরা—স্তনযুগল। ২। মহত—মর্য্যাদা।
৩। সঞ্জাত (বোধ হয়)—সংযত, সংযম অর্থাৎ ক্রোধোপশম, দয়া।
৪। তুয়া কুচ—ধরিহাত—তোমার কুচ হেমঘট, হার ভুজঙ্গিনী স্বরূপ, তাহার উপরে হাত ধরি।
৫। কোয়—কাহাকেও।
৬। শাতি—শাস্তি।
৭। নাহ—নাথ।
৮। নিকসয়ে—নির্গত হয়।
৯। ঠাড়ি—দণ্ডায়মান হইয়া।

সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিক বর-কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রস-বস্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ কাল বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম-সঙ্গাতি (১)।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত (২)॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় উচিত॥

৮১।

গান্ধার।

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর (৩)
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন
ক্ষণে নাম করু তোর॥
রামা হে তু বড় কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত-দুলহ লেহ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগই
শুনই দেখই তোর।
এ ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয় (৪)॥
কত পরবোধি, না মানে রহসি (৫)
না করে ভোজন-পান।
কাঠ মূরতি ঐছন আছয়ে
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

৮২।

কামোদ।

দিবস তিন আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব (৬)।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই (৭)
কাল বিরহ তুয়া লাগি (৮)॥
বিরহ-সিন্ধু-মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচ-কুম্ভ নথ দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী উধার(৯)গোকুলপতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই (১০)॥
লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভ দিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

৮৩।

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর (১১) কোন অপরাধে॥

১। সঙ্গাতি—মিলন।
২। একান্ত—নির্জ্জনে।
৩। বাউর—বাতুল।
৪। রোয়—রোদন করে।
৫। রহসি—রহস্য। সখিগণের সহিত কৌতুকালাপ।

৬। দিবস তিন আধ—সব যাব—অল্প দিন যৌবন থাকিবে, দিন বহিয়া যাইবে।
৭। আন নাহি ভাবই—আর কিছুই ভাবে না।
৮। কাল—লাগি—তোমার নিমিত্ত বিরহ তাহার কালস্বরূপ হইয়াছে।
৯। উধার—উদ্ধার কর।
১০। লেই—লও;
১১। পরিহর—ত্যাগ কর।

গগনে উদয়ে (১) কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা (২) ॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমী-চর লখি না লখি (৩) ॥
শুনি ধনি মনো-হৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর (৪) ॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি দূরে গেল ॥

৮৪।

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।
ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান ॥
কাঠ কঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড় (৫)।
কনয়া কলস বিখে (৬) পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর ॥
কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।
হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই (৭) ॥
যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।
কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ (৮)

৮৫।

গান্ধার।

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম, পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ (৯) ॥
তাকর মূলে দিনু দুধক ধার (১০)।
ফলে কছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার (১১)

১। উদয়ে—উদয় হয়।

২। "চাঁদ আনহি অবতারা"—কিন্তু চন্দ্র অন্য প্রকার অবতার। চাঁদ আনহি আঁধিয়ারা—এই পাঠে চাঁদ সকলকে অন্ধকার করে এইরূপ অর্থ হইবে।

৩। আন কি ইত্যাদি—লখি—আর কি বিশেষ করিয়া (বিশেখি) বলিব? লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীকেও অবহেলা করি। "লখিমী চরণে না করহুঁ উপেখি"—পাঠান্তর।

৪। শুনি ধনি—পূর—এই সকল কথা শুনিয়া ধনী মনে হৃদয়ে ঝুরিতে (ক্রন্দন করিতে) লাগিল। এবং তখন (তবহি) মনেতেই মনঃ পূর্ণ হইল। অথবা "পুড়" এই পাঠে মনে মনে পুড়িতে লাগিল।

৫। কাঠ—গুড়—কঠিন কাঠে গুড় মাখাইয়া তাহাতে মোয়া [মোদক] করিল।

৬। বিখে—বিষে।

৭। কুটিকে গুটিক পাই—কোটিতে একটি মাত্র পাওয়া যায়।

৮। বিভিন্ন পাঠ আছে:—

দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে
সহজে চপল কান।
স্ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে
সে ফুলে ধরয়ে বাণ ॥
যাহার হৃদয় যেমন স্বরূপ
তাহা ছাপি নাহি রয়।
এ সব চাতুরি বুঝিতে না পারি
কবি বিদ্যাপতি কয় ॥

৯। কাঞ্চন—আশ—পুষ্প কাঞ্চনের জ্যোতি প্রকাশ করিল। সুতরাং আশা হইয়াছিল বৃক্ষে রত্ন ফলিবে।

১০। ধার—ধারা।

১১। ফলে কছু—ইত্যাদি—কিন্তু ফলে কিছু দেখা গেল না, কেবল ঝনঝনা মাত্র। পশ্চাৎ ঝঞ্ঝনায়ন্তে।

জাতি গোয়ালিনী হাম মতি-হীন।
কুজনক পীরিতি মরণ অধীন (১)॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মুল (২) ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥

৮৬।

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ (৩) না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী(৪)ভয়া(৫)মাধব লাগে॥
যাকর ঘরমে বৈঠয়ে বর-নারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥
হাম যদি জানিতু (৬) কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাদ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥
ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারী।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥

১। কুজনক ইত্যাদি—কুজনের সহিত প্রীতি করিয়া এক্ষণে মরণের (মৃত্যুর) বশতাপন্ন হইলাম। অথবা কুজনের প্রেম মরণাপেক্ষাও মন্দ।

২। মুল—আসল।

৩। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

৪। নায়রী—নাগরী।

৫। ভয়া—হুই।

৬। জানিতু—জানিতাম।

৮৭।

তিরোত্তা।

শুন মাধব! রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতন হি কত পরকার বুঝায়নু
তবু সে সমতি (৭) নাহি দেল॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী,
শ্রবণে মুদয়ে (৮) দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী (৯)॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ-সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান (১০)।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান (১১)॥

৮৮।

সিন্ধুড়া।

অবনত-বয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাকে নাহি পেখি (১২)॥

৭। সমতি—সম্মতি।

৮। মুদয়ে—আবরণ করে।

৯। তোহারি ইত্যাদি—যে তোমার পিরীতিকে প্রতিদিন নব নব মনে করিত, সেই এক্ষণে তোমার কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করে না।

১০। হেন বুঝি ইত্যাদি—বোধ হয় তাহার অন্তর বজ্রময় সুতরাং কিরূপে মান ভঙ্গ করিবে।

১১। আপে ইত্যাদি—এক্ষণে (আপে) অথবা আপনি কানাই স্থির (সিধা—হিন্দী) থাকিও।

১২। পেখি—দেখে।

অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ ॥
নীরস-অরুণ কমল-বর-বয়নী।
নয়ন-লোরে বহি যাওত ধরণী ॥
ঐছন সময়ে আওল বনদেবী
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি ॥
অবনত-বয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল ॥

৮৯।

ধানশী।

চরণ-নখর-মণি রঞ্জন ছাঁদ।
ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ (১) ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহু না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান (২) ॥
নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি (৩)।
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে? কহ ভাল সমুঝাই (৪) ॥

১। চরণ ইত্যাদি—নখরঞ্জনী (নরুন্) যেমন পায়ের এক দিক হইতে শেষ পর্য্যন্ত লুটাইয়া যায়, গোকুলচন্দ্র সেইরূপ ছাঁদে আমার চরণে লুণ্ঠিত হইলেন।

২। রোখ তিমি—ভান—রোষতিমির যে এত শত্রু তাহা আমি জানিতাম না। তজ্জন্য রত্নও গেরিমাটী [গৈরিক] বলিয়া বোধ হইল।

৩। ভাগি—ভাগ্য।

৪। রোয়সি ইত্যাদি—রোদন করিতেছ কেন, ভাল বিবেচনা করিয়া কহ।

৯০।

গান্ধার।

কি কহসি মোহে নিদান।
কহইতে দহই পরাণ ॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল ॥
হাম অবলা-মতি বামা।
না গণনু ইহ পরিণামা ॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক দোখ (৫) ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
তুরিতে (৬) মিলায়ব কান ॥

৯১।

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই ॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই (৭)।
আজু বুঝব সখি তুয়া চতুরাই ॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানাওবি মঝু পরণাম ॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি (৮) শুনহ সেয়ানি ॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানওবি সোয় (৯) ॥
যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানয়বি হৃদয়ে জনু লাগ ॥

৫। আপন ইত্যাদি—আমরই কর্ম্মের দোষ। ৬। তুরিত—ত্বরিত।

৭। চাই—চাহিয়া, দেখিয়া।

৮। বচন না বান্ধবি—কথা কহিবে না।

৯। সোয়—তাঁহাকে।

সখীগণ গণইতে (১) তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

৯২।

ধানশী।

শুনইত (২) ঐছন রাইক বাণী।
নাগর নিকটে সখী কয়ল পয়াণি (৩)॥
দূর সঞে (৪) সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি (৫)॥
হেরইতে নাগর আওল তহি।
"কি করহ এ সখি, আওল কাহি (৬)॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম"॥
শুনি কহে সো সখী নাগরপাশ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ॥

৯৩।

ভূপালি।

এ ধনি মানিনি কঠিন-পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী॥
এছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে (৭) মিলন হোয় সমুচিত॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কাঁসঞে (৮) সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব্ না কহব বাত॥

মানান্তে।

৯৪।

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
নাগরে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেম-ভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল (৯) নাহ।
করু সঙ্কীরণ (১০) রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে (১১) উরে কর দেল।
মনহি (১২) মনোভব তব্ নাহি গেল॥
তোড়ল যব নীবি-বন্ধ।
হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥

১। সখীগণ গণইতে—সখীগণের গণনা করিতে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে।
২। শুনইতে—শুনিয়া।
৩। পয়াণী—প্রয়ান।
৪। সঞে—হইতে।
৫। তোড়ই ইত্যাদি—ফুল তুলিতে লাগিল ও ফিরিয়া দেখিল। যেন নাগরের নিকট যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে।
৬। কাহি—কেন।
৭। অবকে—এখন।
৮। কাঁসঞে—কাহার কাছে।
৯। আগোরল—বেষ্টন করিল।
১০। সঙ্কীরণ—সঙ্কীর্ণ।
১১। সাহসে—হঠাৎ।
১২। মন হি হইতে।

৯৫।

ভূপালি।

অপরূপ রাধা-মাধব-রঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখ-শশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগণ ভেল।
দুহু জন মনোমাহা (১) মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহু করে কোর।
দুহু দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

৯৬।

বরাড়ি।

দুহু রসময় তনু, গুণে নাহি ওর (২)।
লাগল দুহুঁক, না ভাগই জোর (৩)॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার (৪)॥
যোখল (৫) সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিনু লেহ (৬)॥

যব কোই বেরি আনল মুখ আনি।
ক্ষীর দণ্ড দেই নিরসিত পানি॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে।
বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে (৭)॥
যব কোই পানি আনি তাহে দেল (৮)।
বিরহ-বিয়োগ তবহু দূর গেল (৯)॥
ভণহু বিদ্যাপতি এ তিন সুরেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ॥

৯৭।

বিভাস।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥
ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি।
পাশে লাগল পিয়া কিছু নাহি দেখি॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই।
এ বড় মনের দুখ রহ চিরথাই (১০)॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি।
পিয়া হিয় করি কাহে না ফেরি বয়ানি॥

১। মাহা—মধ্যে। ২। ওর—সীমা।

৩। লাগল ইত্যাদি—উভয়ে মিলিত হইল। মিলন (জোর—জোড়) কিছুতেই যায় না। পরস্পর ভিন্ন হয় না। "ভাগই" (হিন্দী) পলায়ন করা।

৪। কে নাহি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর প্রতি অনুরাগ ও রাধার মান ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি পরস্পর প্রেমসম্বন্ধে কি না অপরাধ করিয়াছে, কিন্তু এ সকল বিঘ্নেও উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

৫। বোধ হয় "পেখনু" হইবেক। পেখনু—দেখিলাম।

৬। ক্ষীর নীর ইত্যাদি—দুগ্ধ ও জলের যেমন পরস্পর প্রীতি (লেহ) তেমন আর দেখা যায় না।

৭। যদি কেহ একবার (জলযুক্ত দুগ্ধকে) অগ্নিমুখে আনেও জলকে বিযুক্ত করিয়া দুগ্ধকে দণ্ড দেয়, তখনি দুগ্ধ তাপে অর্থাৎ শোকে আচ্ছন্ন হয় (উমড়ি—পড়ু) ও বিরহানলে ঝাঁপ দেয়। দুগ্ধ উথলিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়ে।

৮। যদি কেহ পুনরায় দুগ্ধে জল দেয়, তাহা হইলে যেমন দুগ্ধ জলকে পাইয়া শান্ত হয়, তেমনি রাধাসহ পুনর্ম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখের অবসান হইয়াছে।

৯। চিরথাই চিরস্থায়ী।

৯৮।

ভূপালি।

বড়ই চতুর মোর কান।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥
যোগী-বেশ ধরি আওল আজ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥
শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল।
মঝু মুখে হেরইতে গদ গদ ভেল॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোয়।
সমুঝনু তব হাম সুকপট সোয়॥
যে কিছু কহল তব্ কহইতে লাজ।
কোই না জানল নাগর রাজ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই॥

৯৯।

ধানশী।

জটিলা শাশ (১) ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি (২) বেরি (৩) কাহে থাড়ি (৪)।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাঢ়ি (৫)॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল,
ঘর সঞে (৬) বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি (৭) বহুরিক পাণি ধরি
'কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব (৮)॥
পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।"
জটিলা কহে আন দেব (৯) কাহা পাওব
তুহুঁ বীজ (১০) ইহ কর দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম!
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহু জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম॥
পুন দুহুঁ জন মন্দিরে সঞে নিকসল (১১)
জটিলা সনে কহে ভাখী (১২)।
'যব্ ইহ গৌরি- আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি॥"
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগী-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহে নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম॥

১০০।

কামদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়ন সুখে।

১। শাশ—শাশুড়ী। ফুকরি—উচ্চৈঃস্বরে। ২ বহুরি—(বৌড়ি) বধূ।
৩। বেরি—বাহিরে।
৪। থাড়ি—দাঁড়াইয়া।
৫। সতী (রাধা) পতির অমঙ্গলের ভয়ে নিমগ্না হইয়াছেন। অন্যপক্ষে গূঢ়-ভাব;—পতির কোপের ভয় হেতু এইরূপ কৌশল করা হইয়াছে।
৬। সঞে—(হিন্দী—বিভক্তি সেঁ) হইতে।
৭। ফেরি—(হিন্দী—ফের) পুনঃ, উত্তর করিলেন।
৮। যোগেশ্বর-রূপ-ধারী শ্রীকৃষ্ণ রাধার করকোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "বন-দেব কুশল করিবেন" কিন্তু "এই একটি বাঁকা দাগে (অঙ্ক) ভয় হইতেছে" (বিশ-ঙ্কউ—সং, বিশঙ্কতে)। ইহ—অর্থাৎ রাধার করতলে।
৯। দেব—মন্ত্রদাতা গুরু।
১০। বীজ—মন্ত্র।
১১। নিকসল—বহির্গত হইল।
১২। ভাখী—বাগ্মী, বাকপটু। চতুর।

রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলতহিঁ রোখে॥
নাগর-অঞ্চল করে ধরি নাগরী
মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচ-শরে হানল
উরজি দরশি মনোবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছু বুঝই না পারিয়ে
তব কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন বাহু পসারল
তাহি মারত পাঁচ-বাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভান॥

১০১।

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরী রজনী-বিলাস।
কৈছনে নাহ (১) পূরল তুয়া আশ॥
কতহুঁ (২) যতনে বিহি করি অনুমান।
নাগর-নাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহি (৩) তুহুঁ বর-নারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥
"পিয়াক পীরিতি হাম কহই না পার।
লাখ বয়ান বিহি না দিল হামার॥
আপন মালতী মাল হিয়াসে (৪) উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ল কোর।
সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥
ফুয়ল (৫) কবরী বান্ধল অনুপাম।
তাহে বেঢ়ি দেয়ল চম্পকদাম॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই বয়ান।
আনন্দনীরে ভরল নয়ান॥"
ভণয়ে বিদ্যাপতি সখীগণ সঙ্গ।
উথলল মদন-পয়োধি-তরঙ্গ॥

১০২।

রামকেলী।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কটারি কামে নাহি আয়লু
উপরহি ঝকমকি সার॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসলু
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলহি কাঁটে॥
পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়লু
সো কি জানয়ে রতি-রঙ্গ।
মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপ-গোঙারক সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির, নহে গোঙারে।
তুহুঁ গোঙারিণী সহজে আহিরিণী
সো হরি না করু পুছারে॥

মিলন।

১০৩।

ভূপালি।

নব কুচে দেখি নখ জীউ মোর কাঁপে।
জনু নব-কমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরজ পজার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥

১। নাহ—নাথ।
২। কতহুঁ—কত।
৩। মাহি—মধ্যে।
৪। হিয়াসে—হৃদয় হইতে।
৫। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥

১০৪।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ—কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা—রতন করই সমতুল॥
যো কিছু করু নাহি কলা-রস জান।
নীর—ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাঁহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানর-মুখে কি শোভয়ে পাণ॥

১০৫।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতল কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওল ধাই।
শুতি রহল মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়লু উঁহি নিদ গেল॥
হেরিহি হেরিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥

১০৬।

ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ।
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বদলিয়া মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহুঁ ভৈনু ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধনু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী সব রস জান॥

১০৭।

বিভাষ।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজ্ অতি নিয়ড়ে (১) করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥
শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পরধনে লাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি, দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম, না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি, নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম (২)।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি (৩) ওর (৪)।
বুঝই না বুঝই হরষ রোল॥

১। নিয়ড়ে—নিকটে।
২। অনুপাম—অনুপান।
৩। আরতি—আরক্তি, অনুরক্তি। আরতির ওর—অর্থাৎ নিবৃত্তি, শেষ সীমা। (এরূপ অর্থও হইতে পারে।)
৪। ওর—শেষ, সীমা, অবধি।

১০৮।

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দোতিক সঙ্গ॥
বেণী বনাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতন নূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥
হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥

১০৯।

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেল।
পরসঙ্গে (১) রজনী অধিক ভৈ গেল
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহল হাম করি একচিত।
দৈব-বিপাকে ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি পুন স্বপন-সম্বাদ।
সই ইথে কেহ জানি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাজ॥
এক পুরুখ পুন অওল আগে।
কোপে অরুণ আখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চির আনহি গেল (২)।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতয়ে করব কেহু অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব (৩)॥

১১০।

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ। হাম চলনু গেহ॥
অধরু আচর ওর। ফুয়ল কবরী মোর॥
টীট(৪)নাগর চোর। পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধয়ল তায়। তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ। পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ। পূরল দুহুক কাম॥

১১১।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান।
অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥
এ দিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাপন ন যায়।
মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ॥

১। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে, কথায় কথায়।

২। সে ভয়ে ইত্যাদি—সেই ভয়ে চিকুর (বিদ্যুৎ) চির (দীর্ঘকালের জন্য) অন্যত্র গমন করিল।
"সে ভয়ে চিকুর চিকিয়া নাহি গেল।"
ইতি পাঠান্তর।

৩। পতিয়াব—বিশ্বাস করিবে।

৪। টীট—নষ্ট, (ঠেঁটা)

ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥

১১২।

পঠমঞ্জরী।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই।
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দি-তীর।
অঙ্গ হি লাগল পাতল চীর॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তাহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥
বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥
হাসি মুখ মোড়য়ে টীট মাধাই।
তনু তনু ঝাপিতে ঝাপন ন যাই॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥

১১৩।

ধানশী।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর।
তহিঁ রতি টীট পীঠ রহুঁ চোর॥
কিয়ে হাম আথরে কহলু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কি যাই॥
না করহ আরতি এ অবুঝ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত সুখ মোড়ি অধর রস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশয়াস।
হাস কিরণে ভেল দশন বিকাশ॥
জাগল শাশ, চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥

১১৪।

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি (১) খসল কুচ-চীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহুবল্লব আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজ-লাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব (২) দুরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

তিরোতা।

১১৫।

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই (৩) রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি (৪) মাগিতে বর-বিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত, পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ (৫)॥
ইহ বর (৬) শবদ পশলু (৭) যব শ্রবণে।
তব (৮) বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়ে কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥

১। ঘগরি—(হিন্দী) ঘাগরা। ২। বুতায়ব—(হিন্দী) নির্ব্বাণ করিব। ৩। ফুকরই—উচ্চস্বরে। ৪। অনুমতি মাগিতে—বিদায় চাওয়ায়। ৫। পয়াণ—প্রয়াণ। ৬। বর—মধুর। ৭। পশলু—প্রবেশ করিল। ৮। তব (হিন্দী)—তখন।

যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস (১)।
বৈঠলি তুহুঁ তব্ ছোড়ি নিশোয়াস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

১১৬।

বালা ধানশী।

মাধব! বিধু বদনা (২)।
কবহুঁ (৩) না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ (৪) যাবে শুনি ভই (৫) ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু, দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি(৬) আয়াসে(৭)।
কোকিল কয়লবে উঠই তরাসে॥
লোরহি (৮) কুচ-কুঙ্কুম দুর গেল।
কৃশ ভুজ-ভূখণ (৯) ক্ষিতিতলে মেল (১০)।
আনত বয়ানে রাই, হেরত গীম (১১)।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন (১২)॥
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত (১৩)॥

১১৭।

শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরা পুরে গেল।
আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদিতি (১৪) পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধাবই (১৫) মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে (১৬)॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত।
অব রোদন নহে সমুচিত॥

১১৮।

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন (১৭) ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ, শূন ভেল সগরী॥
কৈছনে যায়ব যামুন তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥
সহচরী সঞে যাঁহা(১৮) কয়ল ফুল-খেরি(১৯)।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥

১। আশোয়স—আশ্বাস।
২। বিধুবদনা—রাধা। ৩। কবহুঁ—কখনও। ৪। পরদেশ (হিন্দী) দেশান্তর।
৫। ভই (হিন্দী) হইয়াছে।
৬। শুতলি—শয়ন করিল।
৭। আয়াসে—কষ্টে।
৮। লোরহি—অশ্রুতে। ৯। ভূখণ—ভূষণ। ১০। মেল—পড়িল (মিলিল)।
১১। গীম—গ্রীবা। ১২। ছীন—ক্ষীণ অথবা ছিন্ন (ইতর বাঙ্গালা ছিনে)।
১৩। বিরহিণীর সকল দুঃখ গণনা করিতে মোহ উপস্থিত হইল। ভেলি—ভেল, হইল। (স্ত্রীলিঙ্গে ইকার প্রয়োগ)

১৪। রোদতি—(সং) রোদন করিতেছে।
১৫। ধাবই—(সং ধাবতি) ধাইতেছে।
১৬। বুলে—বিচরণ করে। বীরভূমাদি প্রদেশে কথাটি এখনও প্রচলিত আছে।
১৭। শূন—শূন্য।
১৮। যাঁহ (হিন্দী)—যেখানে।
১৯। খেরি—খেলি। ল স্থানে র।

বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহ কান (১)॥

১১৯।

তিরোতা ধানশী।

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি (২) শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী॥
নয়নক আনন্দ গেও, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ (৩)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

১২০।

গান্ধার

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি।
বিধি বড় নিদারুণ, তাহে পুন ঐছন,
দূরহি কয়ল মুরারি॥
সজনি! কিয়ে করব পরকার (৪)।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে,
নিতি নিতি (৫) মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশে উড়ি যাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥

আনি দেই মোর পিউ(৬), রাখয়ে আমার জীউ
কো ইহ করুণাধান (৭)।
বিদ্যাপতি কহ, ধৈরজ ধর চিত,
তুরিতহি মিলব কান॥

১২১।

তিরোতা ধানশী।

পহিলি বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ হজে (৮) মদন সহায়॥
কোকিল কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ পুন হবে মেল॥

১২২।

সুহই।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ (৯)।
সোঙরি সোঙরি(১০)নেহ, ক্ষীণ ভেল দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু (১১),
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।

১। কৌতুকে ছাপিত—কানাই তথা কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত (ছাপিত) আছেন।

২। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ।

৩। দুঃখ হাম পাশ—দুঃখ আমার নিকটে রহিল।

৪। পরকার—প্রকার, উপায়।

৫। নিতি নিতি—নিত্য নিত্য।

৬। পিউ—প্রিয়।

৭। কো ইহ করুণাধান—এখানে কে এরূপ দয়ালু আছে যে, আমার প্রিয়কে ইত্যাদি।

৮। হজ—পঙ্ক ও গঁজা।

৯। কাহে কহব এ সম্বাদ—কাহাকে এ সম্বাদ (বিবরণ) বলিব?

১০। সোঙরি—স্মরণ করিয়া।

১১। পূরব—আছনু—পূর্ব্বে আমি প্রিয়তমা নারী ছিলাম। পিয়ারী (হিন্দি)—প্রিয়তমা।

ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি,
না তেজই কমলিনী লেহ॥
আশ নিগড় করি (১), জীউ কত রাখব,
অবহি যে করত পয়াণ।
বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ,
আওব সো বরকান॥

১২৩।

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালিতে ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণী গণ রাখল বারি (২)॥

১২৪।

তিরোতা ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙলে বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন (৩) কয়ল হিয়ে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥

বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরম সমাপন প্রেম ভিখারী॥

১২৫।

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখহ মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ গণইতে নৈয় (৪) মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
দিনে এক বেরি পিয়া নৈয়ে মোর নাম।
অরুণ দুর্ল্লভ করে দেয়ে জল দান (৫)॥
এই সব অভরণ দিয় পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি॥

১২৬।

শ্রীগান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম শিখরসি ধাবল (৬)
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥
চাঁদ-চন্দন তনু অধিক উতাপই (৭)
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥

১। আশ নিগড় করি—আশাদ্বারা গড়বন্দী করিয়া।

২। পুররমণী ইত্যাদি—পুরের (নগরের—মথুরায়) রমণীগণ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাখিয়াছে।

৩। আন ইত্যাদি—ভাবিলাম এক, হইল (বিধি করিল) আর।

৪। নৈয়—লইও, করিও।

৫। দিনে এক বেরি—ইত্যাদি—আমিত মরিলাম, এখন যেন দিনান্তে একবার আমার নাম করিয়া প্রিয়তম স্বীয় (অরুণ দুর্ল্লভ) রাগরঞ্জিত পদ্মহস্তে এক গণ্ডূষ জল দেন।

৬। ধাবল—ধাবমান হইল।

৭। উতাপই—উত্তাপয়তি (সং) উত্তাপিত করে।

অনিমিখ নয়নে নাহ (১) মুখ নিরখিতে
তিরপিত (২) না হোয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহজে এত সঙ্কট
অবলাক কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত। (৩)
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত॥ (৪)

১২৭।

তুড়ি।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত। (৫)
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল-কুল কলরব হি বিথার। (৬)
পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥
আব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥ (৭)
ইহ সুখ সময়ে সোই মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব? কো কহ তাহ (৮)?

তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

১২৮।

কড়খা তিরোতা।

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু (৯)
ভৈ গেল কাল বসন্ত।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু, মদন দুরন্ত (১০)॥
জানমু রে সখি কিয়ে মোর কুদিবস ভেল
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল॥
এত দিন তনু মোর সাধে সাধাওনু
বুঝনু অবহু নিদান (১১)।
অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী (১২)
কত সহ পাপ-পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥

১২৯।

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।

১। নাহ—নাথ।

২। তিরপিত—তৃপ্ত।

৩। না জানি কি ইহ পরিযন্ত—ইহার কি শেষ (পর্য্যন্ত) জানি না।

৪। নিকরুণ অন্ত—নিষ্ঠুরের শেষ, অথবা নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ।

৫। বন-অন্ত—বনান্তে।

৬। কলরবহি বিথার—কলরব বিস্তার করিতেছে।

৭। অব যদি হইতে—মন মান—এক্ষণে যদি যাইয়া কৃষ্ণকে সম্বাদ দেও তাহা হইলে তিনি আসিবেন, এইরূপ আমার মনে লইতেছে।

৮। ইহসুখ হইতে—তাহ—এই সুখ সময়ে আমার সেই নাথ (নাগর) কাহার সহিত বিলাস করিবেন; কে তাহাকে একথা বলিবে?

৯। হিম হইতে—তাপায়লু সুশীতল চন্দ্রের রশ্মিও তাপে উত্তপ্ত করিল।

১০। কান্ত হইতে—দুরন্ত—কান্ত কাক-মুখেও সম্বাদ পাঠাইলেন না, আমি এই দুরন্ত মদনে কি করিব?

১১। এতদিন ইত্যাদি—এতদিন আশায় আমার শরীরকে আশ্বাসিত করিয়াছিলাম।

১২। অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী—বিরহ অবসানের আশা উপন্যাস মাত্র হইল।

বরিষা পরবেশ(১) পিয়া গেল দূরদেশে,
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥
সজনি আজু শমন দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়(২) ॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি-দহন(৩) জনু
জাননু জীবন অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর
মিলব পঁহু গুণবন্ত।

১৩০।

জয়জয়ন্তী।

এ সখি হামারি দুঃখে নাহি ওর(৪)
এ ভরা বাদর (৫) মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি (৬)
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন (৭) কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত, মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি (৮), ডাকে ডাহুকি (৯)
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
স্থির বিজুরি পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

১৩১।

✓ তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর, হুঁ (১০) বরনারী ॥
নহি জটা ইহ বেণী বিহঙ্গ।
মালতি মালশিরে, নহ গঙ্গ ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু (১১)।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দুর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগ মদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার ॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল (১২)॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম(১৩)নহ, মলয়জ(১৪)পঙ্ক ॥

১৩২।

তিরোতা ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা ॥

১। পরবেশ—প্রবেশ, আরম্ভ।

২। সজনি আজু হইতে—নিকসয়ে মোয়—সজনি আজিকার দিন আমার শমন স্বরূপ (কাল স্বরূপ) হইয়াছে; কারণ নব নব জলধর চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়াছে; দেখিয়া কৃষ্ণস্মরণে আমার প্রাণ নির্গত হইতেছে।

৩। আগিদহন—অগ্নির দহন।

৪। ওর—সীমা। ৫।—বাদর, বর্ষা।

৬। সন্ততি—অনবরত।

৭। পাহুন—প্রবাসী।

৮। দাদুরি—ভেক।

৯। ডাহুকি—ডাকপাখী।

১০। হু—হই।

১১। মস্তকে মুক্তার আভরণ, চন্দ্রকলা নহে।

১২। আমার হস্তে খেলিবার পদ্ম, নৃকপাল নহে। মহাদেবের ভিক্ষুক বেশে হস্তে নরকপাল বর্ণিত হয়।

১৩। ভসম—ভস্ম।

১৪। মলয়জ পঙ্ক—চন্দন প্রলেপ।

আওব (১) করি মোর পিয়া চলি গেল।
পূরবক (২) যত গুণ বিসরিত (৩) ভেল॥
মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥

১৩৩।

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বসায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ (৪)সকল দুখ, মিলব মুরারি॥

১৩৪।

ধানশী।

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে এ তনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশ রে (৫)॥
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥
শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর,
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজে শিঙ্গারে (৬)
যামুন সলিলে সব ডার রে (৭)॥
সীঁথার সিন্দুর, মুছিয়া কর দূর,
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতী,
দুখ ভেল অবশেষ রে॥

১৩৫।

তিরোতা ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই (৮)॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
খোয়নু এ তনুক আশা (৯)॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়নু,
খোয়নু জীবনক আশে।
হিম-কর-কিরণ, নলিনী যদি জারব,
কি করিব মাধবী-মাসে॥
অঙ্কুরে তপন-তাপে, যদপি জারব,
কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব,
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি,
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয় আনন্দন,
ঝটিতি মিলব পাশ॥

১। আওব—আসিব।
২। পূরবক—পূর্ব্বের
৩। বিসরিত—বিস্মৃত
৪। ভাগউ—পলায়ন করিবে।
৫। কুশল ইত্যাদি কুশল সন্দেশ
৬। শিঙ্গারে—বেশ।
৭। ডারয়ে—ফেলিয়া দাও।
৮। পতিয়াই—প্রত্যয় লয়।
৯। খোয়নু ইত্যাদি—এ দেহের আশা ত্যাগ করিলাম।

১৩৬।

পাহিড়া।

যাক বিরহ ভয়ে উর হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর (১) ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখব মঝু নাহি ছিল করমে॥
আন অপুরাগে পিয়া আনসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

১৩৭।

ধানশী।

যো দিন মাধব, পয়ান করল,
উথল সো সব বোল (২)।
শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল,
নয়ানে গলতহি লোর॥
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিযড়ে (৩) আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়লু,
সো সব ভৈগেল আন॥
পথ নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরই,
গুঞ্জরে ভ্রমর মতা (৪)॥

কোন সে নগরে, হরল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতি,
তোহারি নাগর চোর॥

১৩৮।

ধানশী।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ বিপতি না দেই শমতি (৫)
রহল বদন চাই॥
মরকত স্থলী (৬) শুতলি (৭) আছলি
বিহরে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে (৮) যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা।
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে (৯)।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে (১০)॥
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥

১৩৯।

মল্লার।

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে॥

১। আঁতর—অন্তর।
২। উথল ইত্যাদি—সেই সব কথা উঠিল।
৩। নিযড়ে—নিকটে।
৪। মতা—মত্ত।
৫। শমতি—শমতা।
৬। স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি; মরকত স্থলী—সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত ভূমি।
৭। শুতলি—শয়ন করিয়া।
৮। নিকষ পাষাণ—কষ্টী পাতর।
৯। শোহে—শোভে।
১০। মোহে—আমাকে।

শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল সোয়(১)॥
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস (২)॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল গোরী॥
উরে (৩) শ্যাম বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝায়য়ে (৪)॥

১৪০।

বরাড়ি।

লোচন লোর তটিনী নিরমাণ।
ততহি(৫) কমলমুখী করত সিনান॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যদি তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই (৬)॥
ফুয়ল(৭) কবরী উলটি উর পরই।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই॥
তুয়া গুণ গণইতে নিঁদ না(৮)হোই।
অবনত আননে ধনী কত রোই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ॥

১৪১।

বালা ধানশী।

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু ঝর কর
যেন ঘন-সাঙণ মালা (৯)॥
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল কান্তি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি মুরছি পড় ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
পাণি কপোল অবলম্ব॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিসক সার॥

১৪২।

কানড়া কামোদ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
সো নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ অনুধাই (১০)॥

১। তোমার গুণে লুব্ধা হইয়া সে (সোয়) মোহপ্রাপ্ত (মুগধি) হইল।

২। হেরই নিশ্বাস—পরীক্ষা করে।

৩। উরে—বক্ষঃস্থলে।

৪। সমুঝায়ে বুঝাইয়া দিল।

৫। ততহি—তাহাতে।

৬। বেরি এক—পিবই—যদি তোমার রূপ নয়ন ভরি একবার (বেরি এক) পান করে (পিবই) তাহা হইলে রাই জীবিত হয় (জীবই)।

৭। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

৮। নিঁদ—নিদ্রা।

৯। ঘন-সাঙণ-মালা—শ্রাবণ মাসের মেঘমালা।

১০। অনুধাই—চিন্তা করিয়া। অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিয়া রাধা স্বয়ং মাধব হইলেন। মাধব আবেশে তিনি আপনার গুণ চিন্তা করিয়া নিজের অবস্থা ও স্বভাব বিস্মৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনার গুণ মনে করিয়া আপনি মুগ্ধা হইয়াছেন।

মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোর(১) হি সহচরী কাতর দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখণ রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী॥
রাধা সঞে যব স্মরতহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা (২)।
দারুণ প্রেম তব হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা (২)॥
দুহু দিশে দারু দহনে (২) যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ (২)।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ (২)॥

১৪৩।

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চোপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা (৩)॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ (৪)॥
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জরজারি (৫)॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
ভেজল অব জগজন অনুলেহ (৬)॥

১৪৪।

গুর্জ্জরী।

মাধব যদি না পেখহ বালা।
আজি কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীত সলিল, কমল দল শেজহি,
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ অনল-সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি ধনী বোলত শিব শিব জগত,
ভরল তছু আগি॥
কাহে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে॥

১। ভোরহি—বিহ্বলা।

২। রাধা আবেশে মাধবকে প্রাপ্ত হইলেও প্রেমের প্রতাপ খর্ব্ব হয় না, বিরহ বাধা বাড়িতে থাকে। কারণ তখন আবার রাধা রাধা করিয়া ব্যাকুল হন। যেমন দুই দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইলে মধ্যস্থিত জীব জন্তু ব্যাকুল হয়, যে দিকে যাইতে চাহে অগ্নির ভয়; রাধা কি বিরহাবস্থাতে, কি মাধবাবেশে, তাদৃশ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন।

সঞে—সনে, সহিত।

স্মরতহি—স্মরণ করিতে থাকেন।

৩। দেখিলে কেহ দেহ ধারণ করিতে পারে না।

৪। মাথায় বেণী সম্বরণ করে না অর্থাৎ বাঁধে না। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

৫। জরজারি—জর্জরিত।

৬। কোন নির্দ্দয় দেহ (নিষ্ঠুর) জগজনের প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছে। ভেজল—পাঠাইল। অনুলেহ—স্নেহ।

১৪৫।

ধানশী।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ (১) করব সমাধা (২)॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহিঁ বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজই বিরহিণী জগ মাঝা তাপিনী
বৈরি মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ন-লোরে (৩) তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহিঁ শেষা॥
কি কহব খেদ ভেদ (৪) জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ (৫)॥

১৪৬।

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিলক কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপয়ে কাণ॥
মাধব শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি (৬)
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥

১। জীউ—জীবন, প্রাণ।
২। সমাধা—শেষ।
৩। লোরে—অশ্রুজলে।
৪। ভেদ জনু অন্তর—যেন অন্তর ভেদ করিয়া।
৫। জীবন ইত্যাদি—আশাই জীবন বন্ধন অর্থাৎ আশা দ্বারাই জীবন রক্ষা করিতেছে।
৬। দুবরি (হিন্দী) দুর্ব্বল।

ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা॥
তোহারি বিরহে দীন খণে খণে ক্ষীণ
চৌদশী (৭) চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিব সিংহ নরপতি
লছমীদেবী পরমাণ॥

১৪৭।

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥
আগে সোই আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বামকরে কপোল, লোহিত কেশ-ভার।
কর নখে লিখু মহী, আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণে শুন বর কান।
রাজ শিব সিংহ ইথে পরমাণ॥

১৪৮।

বালা ধানশী।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী॥

৭। চৌদশী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী।

১৪৯।

মায়ুর।

মাধব অবলা পেখনু মতি-হীনা।
সারঙ্গ(১) শবদে মদন সকোপিত (২)
তেঞি দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সে হেন সুনাগরী রূপে গুণে আগরি,(৩)
জারল (৪) বিরহ-বিখ জ্বালা॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই (৫)
সোই লুঠত মহী কামে।
পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু,
ঝামর (৬) চম্পক দামে॥
সোই অবধি দিন বহু আশ আশল
তেঞি ধনি রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ান॥

১৫০।

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত করু আনন
রহত করুণা(৭) পথ হেরী।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টেরি (৮)॥
মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি (৯)।
তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী,
অবহু পালটি গৃহে যাসি॥
দখি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ (১০)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি (১১)।
পরভৃতক ডর, পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি (১২)॥

১৫১।

পাহিড়া।

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ(১৩) যায়।
করে ধরি মাথুর- অনুমতি (১৪) মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায়॥
কছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে (১৫)
সো কছু কহল বররামা।

১। সারঙ্গ শবদে—হরিণের শব্দ শুনিলে। মহাজন পদাবলী।]

২। সকোপিত—উদ্দীপ্ত।

৩। আগরি—আগার, ভাণ্ডার।

৪। জারল—জর্জরিত করিল।

৫। যিনি বক্ষঃস্থল ভিন্ন অন্য শয্যা স্পর্শ করিতে পারেন না।

৬। ঝামর—পরিশুষ্ক, মলিন।

৭। করুণা—দীনা, দুঃখিত হইয়া।

৮। নয়ন কাজর ইত্যাদি—নয়ন-কজ্জলে (বিধুন্তুদ) রাহুর প্রতিমূর্ত্তি (লিখই) চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত কুপিত ভাবে (হিন্দী—টেরি) কথা কয়।

চন্দ্র দর্শনে বিরহ দুঃখ প্রবল হইল বলিয়া বিরহিণী রাহুর ভয় দেখাইয়া চন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছেন।

৯। মাধব—ইত্যাদি—প্রবাসীর হৃদয় অতি কঠিন।

১০। গেলহুঁ পরাণ ইত্যাদি—ভুজঙ্গ। ইহার সমক্ অর্থগ্রহ হয় না। বিরহ ভুজঙ্গ প্রাণ বায়ু ভক্ষণে উদ্যত হইলে তাহাকে আশা-বায়ু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে—এই অর্থ হৃদয়গ্রাহী হয় না।

১১। উপচারি—(উপচার)—অঙ্গ।

১২। পরভৃতক ডর ইত্যাদি—বিরহিণী কোকিলের ভয়ে কাকের নিকট গমন করে ও পায়স দিয়া তাহাকে তুষ্ট করে এবং অনুরোধ করে যে সে যেন আর কোকিলকে প্রতিপালন না করে।

১৩। বিছুরণ—বিস্মরণ।

২। মাথুর অনুমতি—মথুরা যাইবার অনুমতি।

১৫। আখরে—অক্ষরে।

কঠিন শরীর মোর   তেঞি চলু আওহু
চিত রহল সোই ঠাঙা ॥
তা বিনে রাতি   দিবস নাহি ভাবই (১)
তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঞে   রাজ-সম্পদময়ে (২)
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী ॥
দুই এক দিবসে   নিচয়ে (৩) হাম যায়ব
তুহু পরবোধবি রাই।
বিদ্যাপতি কহ   চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥

ভাব সম্মিলন।

১৫২।

ধানশী।

যব্ হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে বাজাব জয়তূর ॥
আলিপন (৪) দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥
সহকার-পল্লব চুচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেক ॥
আলিঙ্গন আহুতি গিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আগে ॥

১৫৩।

ধানশী।

পিয়া যব্ আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনায়-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে (৫)।
ঝাড়ু করব তাহে বিহানে (৬) ॥
কদলী রোপব হাম, গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প ॥
দিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট ॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুর এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥

১৫৪।

বালা ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।
পালটি চলব হাম হসিয়া ॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন উঁহু করবে ॥
রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোল তবহি ॥
কাঁচুলা ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বাধব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর-মধু পীয়ব হামরা ॥
তৈখনে হরব মোর চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে ॥

১৫৫।

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চান্দ বয়ান ॥
নহি নহি বোলব যব্ হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব্ করব মুরারি ॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে সাধ পূরায়ব মোর ॥

১। ভাবই—ভাবি।
২। সম্পদময়ে—(হিন্দী সম্পদ মেঁ)—সম্পদে।
৩। নিচয়ে—নিশ্চয়।
৪। আলিপন—(আপেন) আলপনা।
৫। অঙ্গমে—(হিন্দী—অঙ্গমেঁ) অঙ্গে।
৬। বিহানে—বিস্তারে।

করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ওরসে পূরব হাম, মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পিরীতিক যাঙ বলিহারি॥

১৫৬।

ধানশী।

কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপন হি হেরিনু নাগর-রাজ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়লু হাম।
প্রাণ প্রিয়াকে করনু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥

১৫৭।

গান্ধার শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা (১)॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহু পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তব হি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা (২)॥

১। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন।

২। ধনি ধনি ইত্যাদি—ধনি ধন্য তোমার নূতন প্রণয়।

১৫৮।

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে (৩) মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী(৪) পিয়া, গিরিষীর বা (৫)।
বরিষায় ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥

১৫৯।

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দুখ গেল॥
যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ (৬)॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নাহি আধি (৭)।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

১৬০।

সখি রে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

৩। চিরদিনে—বহুদিন পরে।

৪। ওঢ়নী—চাদর, আবরণ।

৫। বা—বায়ু।

৬। পরসাদ—প্রসাদে।

৭। আধি—ভাবনা।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুননু
শ্রুতি-পথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক-জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে (১)।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে॥

১৬১।

(মাথুরের রাধা বিরহ বর্ণন মধ্যে।)

তুড়ি।

মাধব ও নব-নাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি, বিপথে ফেললি,
ভেলি নিমালিক মালা (২)॥
সে যে সোহাগিনী দেখে দিনা গণি
পন্থ নেহারই তোরা।
নিচল(৩) লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ে লোরা॥
তোহারি মূরলী সো দিগে ছোড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা (৪)।
জনু সে সোণারে কোষিক পাথরে
তেজল কনক রেহা॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে সম্বরি
ধনী যে অবশ এতা।

রুখলি (৫) ভুখলি দুখলি
সখিনী-সঙ্গ-সমেতা॥
তুসসি তুসসি (৬) পড়ু খসি খসি
আলী (৭) আলিঙ্গন চাহে।
ব্যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তা কর জীবন কাহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হৈল যথা॥

প্রার্থনা।

১৬২।

ধানশী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু (৮)
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায় (৯)।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায়॥
যাবৎ জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি (১০)।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহু বিদ্যাপতি, লেহ মনে গুণি,
কহিলে, কি বাঢ়ব কাজে।

১। রসের অনুভব হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (দেখা পাওয়া যায় না।)
২। ভেলি নিমালিক মালা—নির্ম্মাল্যের মালার ন্যায় শোভাহীনা হইল।
৩। নিশ্চল—নিশ্চল, স্থির।
৪। ঝামরু ঝামরু ইত্যাদি—সর্ব্বদেহ হইল না।
৫। রুখলি – রুক্ষা।
৬। তুসসি তুসসি—বোধ হয় খস্‌খসে।
৭। আলী—সখী।
৮। বাঁটায়নু—বণ্টন করিলাম।
৯। তোমার নৌকারূপ পদে বন্ধ।
১০। ধন যৌবনে মত্তা হইয়া।

সাজব বেরি (১) সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পায় লাজে ॥

১৬৩।

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী-তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়া করি না ছাড়িবি মোয় ॥
গণইতে দোষ, গুণ-লেশ না পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার ॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী, যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু ॥

১৬৪।

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজ (২)।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে ॥
মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা (৩) ॥
আধ জনম হাম, নিঁদে (৪) গোঙায়নু,
জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রস-রঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা (৫)।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, (৬)
সাগর-লহরী সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি, (৭)
ভব-তারণ ভার তোহারা ॥

বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট।

১৬৫।

প্রথম মিলন।

বিহাগড়া।

সকল সখী পরবোধি,
কামিনী আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিনে
সো মৃগ তেজই তীখন শ্বাস ॥
বৈঠাল শয়ন সমীপে;
সুবদনী যতনে সমুখ নাহি হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশ দিশ
দেহ মনোরথ কোয় ॥

১। সাজব বেরি—সাজিবার কালে। ‘সাঁঝব বেরি’ ইতি পাঠান্তরে,—সন্ধ্যার সময়।

২। তাতল ইত্যাদি—উত্তপ্ত সৈকত ভূমিতে (বারিবিন্দুসম) পরিদৃশ্যমানা মরীচিকার মত এই পুত্র-মিত্র-কলত্র-জড়িত সংসারে।

৩। বিশোয়াসা—বিশ্বাস।

৪। নিঁদে—নিদ্রায়।

৫। ন তুয়া ইত্যাদি—তোমার আদি বা অন্ত নাই।

৬। তোহে ইত্যাদি—তোমাতেই জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাতেই লীন হয়।

৭। কৃপায়সি—কৃপাকর।

নিবিড় নীবি-বন্ধ, কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম, কঠোর কামিনী,
মানে নাহি পরবোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি,
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে, পরাণ পরিহর,
পূরব কি রতি আশ?
কান্ত কাতরে কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়।
কি জানি পরকার
অব দুহু কছু নাহি অবধায় (১)॥
দিবস চারি গোঙাও মাধব,
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজস বড়ই ধীরত
সিংহ ভূপতি ভাণ॥

১৬৬।

গোপনে মিলন।

বিভাস।

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লেই লুবধ মাধব
আওল হামার পাশ॥
সখি হে! কানু সে ঐছন ঢীট (২)।
হরষে পরশে অধিক লালসে,
বিষম তাকর দিঠ॥
জাগাইবে ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।
কনক গাগরী (৩) বেকত নেহারি
নিজ মনোরথ পূর॥
দীপের ছটায় ঝটিতে জাগনু
তয়খে কহনু চোর।
ডরে চোর পাশে আন্ধারে পশিনু
সে মোরে কয়ল কোর॥
হাসির রভসে বান্ধি ভুজপাশে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পাতিপতি বেকত কহয়ে
চোরের নিলাজ মুখ॥

১৬৭।

শ্রীরাধার বিরহ।

পঠমঞ্জরী।

ধায়ল বিরহিণী কালিন্দী-রোধ।
সহচরী বচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করিণী যৈছে গতি ধাওয়ে।
ঐছে চললি, কোই লাগি না পাওয়ে॥
অতি দুরবল পুন পড়ি সোই ঠাম।
মূরছিত হই তঁহি হরল গেয়ান॥
শ্রবণে বদন দেই কহে শ্যাম-নাম।
চেতন পাই কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥
সখিগণ লেই করু কুঞ্জে পরবেশ।
চম্পতি-পতি হেরি তনু ভেল শেষ॥

১৬৮।

লঘুমান।

কামদ।

সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ এক দোষ নাশই
একগুণে বহু দোষ নাশা॥
কি করব জপতপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নহি দীনে।
সুন্দর কুল, শীল, ধন, জন, যৌবন
কি করব লোচন-হীনে॥
গরল সহোদর, গুরু-পত্নী-হর,
রাহু-বমন তনু কায়া।

১। অবধায়—অবধার্য্য, নিশ্চয়।
২। কানুসে ইত্যাদি—কানু সে এমনই নষ্ট।
৩। কনক গাগরি—কনক কলস, কুচকুম্ভ।

বিরহ হুতাশন, বারিজ-নাশন,
শীলগুণে শশী উজিয়ারা ॥
পরসুতে অহিত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট-রস-পানী।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী ॥
কানুক পিরীতি কি কহব রে সখি
সবগুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহু প্রতীত নাহি বোলে ॥
বর পরিরম্ভন চুম্বন, আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে (১)।
আন রমণী সঙ্গে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করব নৈরাশে ॥
সুন্দর সিন্দূর, নয়নক অঞ্জন,
সঞ্চরু দশনক রেখা।
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা ॥
দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল
রতি-চিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়ক পুর যব মিলব
তব্ মিলব হরি সঙ্গে ॥

১৬৯।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ।

ধানশী।

মদন-কুঞ্জ পর, বৈঠল নাগর
বৃন্দা-সখী মুখ চাই।
জোড়ি যুগল কর, মিনতি করত কত
"তুরিতে মিলায়বি রাই ॥
হাম পর রোখি, বিমুখ ভৈ সুন্দরী,
যবহুঁ চললি নিজ গেহা।
মদন হুতাশনে, মঝু মন জারল,
জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
তহু অতি চতুরি শিরোমণি, নাগরী
তোহে কি শিখায়ব বাণী ?
তুহু বিনে হামারি মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি ॥
পবন, চাঁদ চন্দন, ভেল রিপু সম,
বৃন্দাবন বন ভেল।
ময়ূর কোকিল কত, ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনমথ শেল।"
ছল ছল নয়ন বয়ান ভার রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
"হা হা সো ধনি কামে না হেরব"
সিংহ ভূপতি রস গায় ॥

১৭০।

বৃন্দোক্তি।

ধানশী।

মদনকুঞ্জ তেজি চলল চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উত্তর নাহি দেল ॥
চতুর দোতী তব্ মনোহি বিচারল
কহত ললিতা সঙ্গে বাত।
কাহে বিমুখ ভৈ বৈঠলি তুয়ার
কি ভেল আজুক বাত ॥
হেরি ললিতা সখী মৃদুমৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঙ্গে কেলি ॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই বৈঠল দোতী
কহতহি মধুরিম বাণী।
ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সেয়ানী ?
উঠ উঠ সুন্দরি মান দূর করি
বাহু পসারি করু কোর।

১। বিশোয়াসে—বিশ্বাসে।

ফটকি (১) হাত বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর ॥
রাইক বচন শুনি সহচরী
কোপে ভরল সব গাত ॥
ভূপতি নাথ রোখে তব বোলত
যবহু ফটকল (১) হাত ॥

১৭১।

জয়জয়ন্তী।

বিরহে ব্যাকুল বকুল তরুমূলে
পেখনু নন্দ-কুমার।
নীল-নীরজ নয়ন নাহক (২)
ঝরই নীর অপার ॥
লেপি মলয়জ, পঙ্ক মৃগমদ
তামরস ঘনসার।
নিজ পাণি পল্লবে মুদল লোচন
ধরণী পড়ু অসম্ভার ॥
বহই মন্দ সুগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর।
জনু প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই দ্বিগুণ শরীর ॥
অধিক বেপথু; টুটি পড়ু ক্ষিতি
মসৃণ মুকুতা-মাল।
অনিল ভরে জনু তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস জাল (৩) ॥
মান-মতি তেজি চলহ সুন্দরি যাঁহা
রসিক-রায়-রসাল।

১। ঝট্‌কা দেওয়া।

২। নাহক—নাথেরে।

৩। অধিক বেপথু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ থর থর কাঁপিতে লাগিলেন; তাহাতে তদীয় উজ্জ্বল কণ্ঠহার শতধা ছিন্ন হইয়া গেল, মুক্তাবলি ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল, যেন তমালতরু সমীর সঞ্চালনে অজস্র পুষ্পরাশি (সুমনস) মোচন করিল (মুঞ্চ)।

সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
কবি ভূপতি কণ্ঠ-হার ॥

১৭২।

সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তো বিনু আকুল কানাই ॥
কিশলয় শয়ন উপেখি।
ভূমি উপরে নখে লিখি ॥
তেজ ধনি অসময় মান।
কানুক তুহুঁ সে নিদান ॥
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই।
বিলপয়ে, অবধি না পাই ॥
সো জগ-জীবন জন।
তাকর জলত পরাণ ॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥

১৭৩।

অখিল-লোচন তম-তাপ-বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে জানি,
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে ॥
সুন্দরি বুঝনু তুয়া পদ প্রতিভাতি (৪)।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তে আহিরিণী জাতি ॥
সকল জীব-জন জীব সমীরণ,
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মরুতে ॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজ-পত্র পরশে যব নাশয়ে,
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে ॥

৪। প্রতিভাতি—প্রতিভা, বুদ্ধি,

ক্ষণে ক্ষণে সকল কুসুম মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে ॥
পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতি-পতি অতি আকুল তো বিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে ॥

১৭৪।

কামদ।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মিলল কানুর পাশ।
পন্থক-শ্রম-ভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশ্বাস ॥
"মাধব-দুর্জ্জয় মানিনী মানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুকরয়ে এহ আধ বাণী ॥
'কা' বোল বোলাইতে শুনইতে না পারই
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুনঃ পুনঃ ফুকরই
বজর-শবদ সম মানি (১) ॥
তুয়া গুণ-নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে,
কৈছে মিলায়ব আনি ॥

নীল বসন-বর নীল চুড়ি কর
মৌতিক মাল উতারি।
করি-রদ চুড়ি কর, মোতি মাল বর,
পহিরল অরুণিম সারী ॥
অসিত চিত্রকর উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।
মৃগমদ তিলক, ধোই দৃগঞ্চল,(২)
কুচমুখ চন্দনে ছাপাই ॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল,
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জল
সবহু ছাপায়াল বামা ॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপ ঝাঁপল
শ্যামরী সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখী পিকু দূরে নিবাস ॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহি উঠি রোষাই।
পঞ্জর পটকিতে ঝটকি ফটকি কর, (৩)
ধাই ধরল হাম যাই ॥
মধুকর ডরে ধনী চম্পক তরুতলে,
লোচনে জল ভরি পূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল(৪)
টুটি ভৈগেল শত চূর ॥
মেরু-সম মান, কোপে সুমেরু সম
দেখি কেহু রেণু সমান।"
চম্পতি পতি অব রাই মানাইতে
আপসি ধাবহু কান ॥

১। 'কা' বোল ইত্যাদি—মানিনীর এমনই মান-মোহ হইয়াছে, যে, কানু পদের আদ্যক্ষর 'কা' শব্দ উচ্চারণ করিতে না করিতে, রাধা শুনিতে না পারিয়া, দুই হস্তে কর্ণবিবর আচ্ছাদন করেন, এবং বজ্রধ্বনি মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ 'জৈমিনি' 'জৈমিনি' বলিতে থাকেন।

২। দৃগঞ্চল—নয়নকোণ।

৩। পঞ্জর ইত্যাদি—রাধা পিঞ্জর ভাঙ্গিতে (পটকিতে) গেলেন, পাখী ঝট্ ফট্ করিতে লাগিল।

৪। পটকল—ভাঙ্গিল।

১৭৫।

গান্ধার।

শুন শুন নিঠুর কানাই।
যাইয়া পেখহ রাই॥
কিশলয় রচিত কুটীরে।
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
সো অবলা কুলবালা।
কত সহে বিরহ জ্বালা॥
ঘামে ঘরমাইত দেহ।
গলি গলি যায়ত সেহ॥
ননীক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায়॥
হেরি সখী হরল গেয়ান।
কণ্ঠহি আয়ত পরাণ॥
দীঘল দিবস না যায়।
কান্দিয়া রজনী পোহায়॥
কবহু ঐছে মূরুছান।
যামিনী দিবস না জান॥
ভূপতি কি কহব তোয়।
পুন নাহি হেরবি সোয়॥

১৭৬।

গান্ধার।

মাধব! নিপট (১) কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়নু
বাত না রাখলি মোর॥
সো বর-নাগরী সহজই সুন্দরী,
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়নু
কাহে উপেখলি (২) রামা॥
তুহু অতি লম্পট কয়লহি বিপরীত,
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছিমী চরণ পরে ডারসি (৩)
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আগি সম উপজল (৪)
রজনী গোঙায়াল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গতি ভাগি॥
মোহন মানসু বুঝি দূতী আয়ল
মিলল রাইক পাশ।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥

১। নিপট—(হিন্দী) সম্পূর্ণরূপে।
২। উপেখলি—উপেক্ষা করিল।

বিদেশিনী

১৭৭।

শ্রীরাগ।

বর নাগর সাজই নাগরী-বেশা।
মুকুট উতারি সীঁতি সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক কর-কঞ্জে (৫)।
চরণ-কমল পাশে যাবক-রঞ্জন
তাপর মঞ্জীর গঞ্জে॥
কাঁচলি মাঝ কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভন-কুচ (৬) আভা।

৩। ডারসি—ঠেলিয়া ফেলিতেছে।
৪। আগিসম উপজল—অগ্নিসমা হইল।
৫। করকঞ্জে—করপদ্মে।
৬। আরম্ভন-কুচ—কুচকোরক।

"অরুণাম্বর বর সারী পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা॥
ধরি পরিবাদিনী (১) শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়াগতি লচ্ছণ (২) ভানে॥
ঐছন চরিতে মিলল যাঁহা সুন্দরী
দূরহি একলি ঠারি।
করে করি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারল (৩)
কো ইহ নথই না পারি॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা (৪)।
"এ নব যৌবনী নবীন বিদেশিনী
"আও" ফুকারই রাধা॥
শুনইতে শ্যাম হরখী চিতে আয়ল
উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পাকড়ি, নিজ আসনে বসায়ল
কত কত হরখিত ভেল॥
তহি বাজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণিমাল (৫)।
"ঐছে বাজায়ত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন-যন্ত্র-রসাল॥

১। বীণা। ২। লচ্ছন—লক্ষণ।

৩। তন্ত্র সোঙারল—তন্ত্রগুলি সারিয়া লইল ঠিক করিয়া লইল। "তন্ত্রীমার্দ্রা নয়ন সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিৎ।"—ইতি মেঘদূত। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় 'সীঁতি সোঙারোল' আছে; অর্থ—সীতি সারিয়া সুরিয়া পরিল।

৪। শুনইতে ইত্যাদি—রাধার শুনিতে ইচ্ছা হইল।

৫। রিঝি—ইত্যাদি (রিঝি) রাধা বিদেশিনীর হৃদয়ে—(রিঝি) মণিহার প্রদান করিলেন।

সুর অপছরী কিয়ে, নাব-কুমারী তুহু,
স্বরূপে কহবি তুহু মোয়।
আজুক দিবস সফল মানলু
দুর্ল্লভ দরশন তোয়॥
নাম গাম কহ কুল অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা।"
"সুখময়ী নাম, মথুরাপুর, যদুকুল,
গুণীজনে পীড়ই রাজা॥"
ধনী কহে "তুয়া গুণে রিঝি (৬) প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস মোয়।"
মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরি
মান-রতন দেহ মোয়॥"
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥

প্রেমোন্মাদ।

১৭৮।

শ্রীগান্ধার।

ভ্রমর দূত করি কি তোহে সম্বাদব
মধুরসে সো মাতোয়ারা।
মলয় পবন দেই, কি তোহে সম্বাদব
সো অতি মন্দ আচারা॥
মাধব! কা দেই সম্বাদব তোয়
যব তুহুঁ আয়ব, সবহু নিবেদিব,
মদন রাখয়ে যদি মোয়॥
আছু না ঐছন, চতুর সখীগণ,
যা দেই, সম্বাদ পাঠাই।
গুরুয়া লাজ বড়, যে দেশ দেশান্তর,
তে হাম একলে না যাই॥

৬। রিঝি—(রিধি?) হৃদয়।

তো বিহু দুঃখ যত তা যা কহিব কত,
দারুণ বিরহ বিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি, কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেম-উনমাদ॥

১৭৯।

বর্ষা।

সুরট মল্লার।

মোর বল, মোর বল, সোর শুনত
বাঢ়ত মনোরথ পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আয়ল
অবহু গগণ গভীর॥
দিবস বয়ানা আরে সখি কৈছে
মোহন বিনু জাওয়ে॥
আওয়ে শাঙণ বরিখে ভাঙন
ঘন সোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটতরে, কৈছে
জায়ে বিরহিণী নারী॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাকো কহি ইহ দুখ।
নিয়ড়ে ডর ডর ডাকে ডাহুকী
ছুটত মদন বন্দুক (১)॥
অছুহ আশীন গগণ তা খীণ (২)
ঘনন ঘন ঘঘ রোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুর মাসকি রোল (৩)॥

১। বন্দুক—ধনুপ, হাউই।
২। গগণ তা খীণ—রৌদ্রের তেজ কমিয়া গেল।
৩। ঐছন ইত্যাদি—এ চারি মাসের রোল এই রূপই বটে।

সম্ভোগ।

১৮০।

(বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত)

বালা ধানশী।

এসখি এসখি লই জনি যাহ (৪)।
মুঞি আতি বালী সো আরত(৫)নাহ॥
পাশ যাইতে জিউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে॥
দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
মো ইছে (৬) কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তথনক ভাণ (৭)।
কোন ন দেখত সখি হোত বিহান?

১৮১।

ধানশী।

থরহরি কাঁপয়ে লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজু পেখনু ধনী বড় বিপরীত।
ক্ষণে অণুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পায়ল মদন মহোদধি সাথি॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্ক।
মিল-লহু চাঁদ সরোরুহ অঙ্ক॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভাণ্ডারক (৮) চোরি॥
কুয়ল বসন হি তুলে ভুজ সাটি।
বাহিরে রতন আচরে দেই গাঁঠি॥

৪। যদি লইয়া যাও (সঙ্গে করিয়া)।
৫। আরতি বিশিষ্ট।
৬। মো ইছে কি—আমি ইচ্ছায় কি?
৭। ভাব। ৮। ভাণ্ডারের।

বিদ্যাপতি কি বুঝব রল, হরি।
তেজি তলপ (১) পরিরম্ভন বেরি॥

১৮২।

ধানশী।

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল॥
অব সবখণ রহু আচরে হাত।
লাজে সখী গণে না পুছয়ে বাত॥
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥
তায়ব কাম হৃদয়ে অনুমান।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তনু ছোড়ি নাহি পারি॥

১৮৩।

ধানশী।

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহার মনোরথ পূর॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি।
বড় তুহু ঢীট বুঝল বনমালি॥
হামারি শপথ যদি হেরত মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥
বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সবব হি হামার পরাণ॥
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ-পরিজন পাশ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

১৮৪।

প্রবাস।

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছাড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম, আশে তনু গাঁথিল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি! হাম জিয়ব কথি লাগি।
যা বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে,
সো ভেল পর অনুরাগী॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার॥

কবিরঞ্জন।

১৮৫।

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিথায়ল গুরু পাঁচবাণ॥
আগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বাল, নাহি লেওত জীবন হামার॥
আরতি না কর কানু, না ধর চীর।
হাম্ অবলা অতি রতি রণ ভীর (২)॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপ ধনে দারদ পিয়াস॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল।
তাহি নাহি ভুখিল ভ্রমর অনুকূল॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম॥

১। তলপ—শয্যা।

২। ভীর—ভীরু।

কহ কবিরঞ্জন নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান॥

১৮৬।

তিরোতা ধানশী।

কি কহব রে সখি কানুক লেহ।
এক জীউ বিহি সে গঢ়ল ভিন দেহ॥
কহিলে যে কাহিনী পুছয়ে কত বেরি।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি॥
মঝু বিনা দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে (১) পানি নাহি পীব॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভরে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষে না রহয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি॥

১৮৭।

বরাড়ী।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণ দিন।
নয়নে নেহারিতে না বাসব (২) ভিন(৩)॥
এ সখি এ সখি নিবেদন তোয়।
সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।
সমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচ-যুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি (৪) বয়ান পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস।
রসাবেশ মঝু হিয়ে করব আলস॥
রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর।
সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥

১। পিয়াসে—তৃষ্ণায়।
২। না বাসব—ভাবিব না।
৩। ভিন—ভিন্ন।
৪। বারি—নিবারণ করিয়া, ঠেলিয়া।

ঐছন কাতর নাগর-ভাষ।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ॥

১৮৮।

সিন্ধুড়া।

পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর।
তিল আধ সুখ নাহি, দুখ নাহি-ওর॥
বড় অভিলাষে ভজিনু বর নাহ।
দৈব বিমুখ ভেল কি কহব কাহ (৫)॥
দরশন দুলহ দুলহ নবলেহা।
বিরহ বিকল মন জীবন সন্দেহা॥
অপরূপ রূপ মধুর রস লীলা।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা (৬)।
অনুচিত কাজ সহজ মঝু ভেলা।
সোঙরি সে তনু, নব যৌবন গেলা॥
মরমক দুখ কহিতে হোয় লাজ।
দারুণ দৈব করল কোন কাজ॥
রসিক শিরোমণি নাগর কান।
রস ইঙ্গিত কবিরঞ্জন ভাণ॥

রায় বসন্ত।

১৮৯।

মঙ্গল।

চলই সুধামুখী ভেটইতে (৭) কান।
আরতি অতিশয় পহুঁকে ধেয়ান॥
কি কহব আজুক রস অভিসার।
মনমথ নীত চিত অনিবার॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
ভেটব নাগর-গুরু মনে অনুমানি॥

৫। কাহাকে কি বলিব?
৬। কষণক শিলা—কোষ্টি প্রস্তর।
৭। সাক্ষাৎ করিতে।

তুহুঁ অবলোকন তুহুঁ মুখচন্দ্রে।
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ দ্বিজ-রাজেন্দ্রে (১)॥
মধুর যামিনী, মধুমাস বসন্ত।
মধুর গাওত রায় বসন্ত॥

১৯০।

ধানশী।

তোহারি সম্বাদে, আসিতে মাধব,
কাননে যামুন তীর।
চন্দ্রা কলাবতী, পথেতে ভেটল,
ধরল মাধব চীর॥
করে কর ধরি, ভুজে ভুজে বেঢ়ি,
লৈ গেল আপন গেহ।
সহজে ভ্রমরা, মধুপানে মাতল,
পাই কমলিনী লেহ॥
তোহারি বচনে, রহল এ ধনি,
পুন কি পায়ব কান?
পন্থ হেরি হেরি, নীদ নাহি আয়ত,
নিশি ভই গেও (২) অবসান॥
রায় বসন্ত কো, বচন শুনি ধনী,
মনে পড়ি গেও ধন্দ।
অধর বান্ধুলি মলিন ভই গেও
যৈছন দিবসক চন্দ॥

১৯১।

শ্রীরাগ।

সুখে থাকিতে বিহি লাগল রে,
ভুলনু কানু আশোয়াসে।
আপনক কুমতি পরিতাপহু রে,
দারুণ মদন হুতাশে॥
মুঞি পাপিনী যদি জানতহু রে,
পিরীতি পরিণামে।
স্বপনেহু সাধ না করুতুহু রে,
শুনইতে পুরুখ নামে॥
না বোল না বোল সখি! সম্বাদহু রে,
নাহি মোর লেহ অভিলাষে।
রায় বসন্ত চিত দুখিত ভেলহু রে,
রাইক নিকরুণ ভাষে॥

১৯২।

ধানশী।

কিশলয় শেযি, শুতল নবনাগর,
জরজর মনমথ বাণে।
উঠই পড়ই, পন্থ নেহারই,
ক্ষণে ক্ষণে তোহারি ধেয়ানে॥
সুন্দরি! কি কহব তোহারি সোহাগ।
ঐছন এ তিন ভুবনে, নাহি দেখনু,
যৈছন তুয়া অনুরাগ॥
সই পুরুখ অতি, তুয়া গুণে আরতি,
অতিশয় সহজ স্বভাব।
অঙ্গ পরশ রস, মিলন দূরে রহুঁ,
দেখবি দরশন লাভ॥
সো পঁহু মিনতি অতি, শুন বর-যুবতি,
ধর ধর শ্যাম অঙ্গের মালা।
অধর সুধারস, যৌবন সরবস,
পূরহ নাগরি বালা॥
রসময় নাগর, তুহুঁ রস নাগরী,
এ মধুনিশি পরকাশে।
রায় বসন্ত ভণে, তেজহ কঠিন পণে,
পুরাহ কানু মন আশে॥

১৯৩।

সুহই।

কহইতে গোরী, লোরে ভরু লোচন,
মুরছি পড়ল তছু ভোরি।
কাহিনী বোলত, শ্যাম নাহি আয়ত,
নিমিখ তেজলি গোরী॥

১। চন্দ্র অতি দূরে ছিলেন।
২। হইয়া গেল।

রাইক বিপতি দেখি, সহচরী আকুল,
করতহি বিবিধ উপায়।
কোই কোরে আগোরি, বসনে মুখ মুছই,
শ্রবণে কানুর গুণ গায়॥
রায় বসন্ত ভণ, সমুচিত ঔখধ,
সো নাম-লুবধ ধনী গোরী।
শ্যাম নাম শ্রবণে, যব পৈঠল,
অমনি উঠল তনু মোড়ি॥

১৯৪।

গান্ধার

বুঝনু মরমক ভাব।
ইহ নব-প্রেম ভূরি, সুখ সম্পদ ছোড়ি,
বরজ-পুর কাহে যাব?
সম্প্রতি পুরপতি, ভূপতি মহামতি,
কাঁহা সোই পশুপতি ভাণ?
তাঁহা গোদল, শিঙ্গা, বংশী মুরলীরব,
ইহাঁ কত রাজ নিশান॥
কালিন্দী তট বট, নিকট ছায়ে বাস,
নিজ তনু হেরিতে সে নারে।
হিয়া(১) অট্টালিকোপরি, রতন পরিযঙ্ক
মুকুর জড়িত কত পুরে॥
তাঁহা নব পল্লব, বীজই দুর্লভ,
গলে বনফুল মাল।
ইহাঁ কত চামর, দাসে ঢলায়ত,
ভূষিত মতি প্রবাল॥
আভীর নাগরী নিরগুণ পরাধিনী,
যতনে কাননে মেল।
ইহাঁ কত পুরনারী, স্বতন্তরী পথোপরি,
কুবুজা ভূরি সুখ নেল।
ভালে ভালে তুহুঁ দশদিন গোঁয়ায়লি,
গোকুল গতি ইতি কহনা॥
বসন্ত রায় গেহে, আগ মেই আয়লি,
আপই নিরবধি দহনা॥

১৯৫।

ধানশী।

রাইক শেষ দশা শুনি মাধব
লোচন ঝর ঝর পানী।
অবনত মাথে কর অবলম্বন,
বদনে না সরয়ে বাণী॥
ধৈরজ ধরি হরি, দূতী বদন হেরি,
পুছই গদ গদ রায়।
দুই এক দিবসে হাম যাওব দূতি,
তুহুঁ প্রবোধবি তায়।
নাগর বচনে, হরষিত চিতে দূতী,
বরজ করল পয়াণ।
রায় বসন্ত কহ, ইহ আশোয়াসে,
রাই ধনী রাখব পরাণ॥

১৯৬।

বেহাগ।

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপ কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ন মণি জীবন-জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেবল তনু ভীন।
পরাণে মরয়ে জনু জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী (২)।
মূলে বিকালাও (৩) আর কি দিব নিছনি?
কি করিবে গুরুভয় গৃহের করম।
ত্যজিনু সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজে মজিনু মুঞি তোমার চরিতে।
রায় বসন্ত কহে এ হয় উচিতে॥

১৯৭।

ধানশী।

অহে নাথ মোর আর না দেখি উপায়।
যাউক জঞ্জাল,মরি তোমার বালাই লয়া,
আর সাধ মনে নাহি তায়॥

১। হিয়া (হিন্দী)—এখানে।

২। বিক্রীত। ৩। বিকাইলাম।

যে তুহুঁ পরাণ ধন, মিলল নয়ন মন,
এ বড়ই বিষম বিষাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কারে ঘটে হেন পরমাদ?
গৃহে গুরু গঞ্জন, আর নিন্দে বন্ধুগণ,
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কি আপন কিবা ভীন, দোষে মোরে অনুদিন
এ দুখ দহনে দহে মোয় ॥
তুয়া সুখে সুখী হই, এ সকল দুখ সই,
কি করিবে অপযশ কাজ।
রায় বসন্ত ভণ, চাঁদের কলঙ্ক যেন,
অপযশ গোকুল সমাজ ॥

১৯৮।

সুহই।

সখীগণ কহে বঁধু কর অবধান।
অনুমতি দেহ ধনীর ঘরেতে পয়ান ॥
দারুণ নগরের লোক, কি না জান তুমি?
ক্ষণেক ধৈরজ ধর, এ লালস ক্ষমি ॥
কত গুরু গঞ্জন সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা ॥
তোহার পিরীতে ধনী সদা উমতিনী।
রায় বসন্ত কহে সত্য এ কাহিনী ॥

১৯৯।

শ্রীরাগ।

সুন্দরি, স্বরূপহি করবি পয়ান।
যে মোর বচন হিত, তাহে নহ পরতীত,
হেন বুঝি আন অবধান ॥
তোহারি পিরীতি আশে ত্যজি সুখ গৃহবাসে,
সাধ মোর ভেল বনবাস।
সহজই তোমা বিনে, উতপত মোর প্রাণে
ধিক্ মোহে রহুঁ পরবাস ॥
বিশেষ বদন, সখি! বিরস অধিক দেখি,
হেন নাহি দেখিয়া জুড়াই।
রায় বসন্ত কয়, হিয়ায় কি হেন সয়,
সজল নয়ান ভেল রাই ॥

২০০।

বিভাস।

প্রাণ নাথ না বোল এমন।
তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আপন ॥
তোমার লাগিয়া মোর জীবন যৌবন।
বুঝিয়া করিনু পণ ত্যজি গুরুগণ ॥
নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ ॥
নয়ান পুতলি মোর, তুমি সে ভূষণ।
রায় বসন্ত কহে দুঁহে এক মন ॥

২০১।

বিভাস।

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী ॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি জীবনের সখি ॥
অঙ্গ আভরণ তুমি, শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন ॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসী।
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি ॥

২০২।

বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি,
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্র নীল মণি, কেতকে (১) জড়িত,
হিয়ার উপরে সাজে ॥
কুসুম শয়ানে, মিলিত নয়ানে,
উলসিত অরবিন্দ।

১। বৃক্ষবিশেষ; নিমলী বৃক্ষ। কিরূপ উপমা হইল বুঝিতে পারিলাম না।

শ্যাম সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি,
চাঁদের উপরে চন্দ ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত,
তাহে পিকুকুল গান ।
মরমে মদন বাণ, দুহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ ॥
মন্দ মলয়জ, পবন বহে মৃদু,
ও সুখ কো করু অন্ত ।
সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন,
কহয়ে রায় বসন্ত ॥

২০৩ ।

বেলোয়ার ।

কি হেরিনু নাগর নবীন কিশোর,
শরদ শশধর, বয়ন মনোহর,
রঙ্গিনী-নয়নহি লুবধ চকোর ॥
নীল ইন্দিবর, সুন্দর লোচন,
অঞ্জন অরুণ, তরুণ চিত চোর ।
মাণিক অধরে, মনোহর বংশী,
রসের তরঙ্গিম মতি মোর ॥
অমিয়া বচন, শ্রবণ অনুরঞ্জন,
গঞ্জন নীরদাভাস ।
এক অনুপম, জগমন মোহন,
হাসি জনু বিজুরী প্রকাশ ॥
নাসা তিলফুল রঙ্গিম, মুকুতা ঝরকত,
কুণ্ডল গণ্ড হিল্লোল ।
চাঁচর কেশ পাশ, নব মালতী তঁহি পর,
শিখী পাখা চাঁদ উজোল ॥
কুঙ্কুম বিরচিত, তিলক বিরাজিত,
রাজিত জনু দ্বিজরাজকি রাজ ।
ও তনু আভরণ, তড়িদিব নবঘন,
উরপর বনি বনমাল বিরাজ ॥
নীল লাবণি, অবনী ভরল রূপ,
নখমণি দরপণি তিমির বিনাশে ।
রায় বসন্ত মন, সেবই অনুক্ষণ,
ঐছন চরণ কমল মধু আশে ॥

২০৪ ।

মঙ্গল ।

সজনি ! কি হেরিনু নাগর কান ।
কানড় কুসুম তুল, নীলমণি ঢল ঢল,
বরণ চিকণ অনুপাম ॥
নবীন নীরধর, কিয়ে মরকত বর,
কি মোহন দরপণ ভান ।
লাখ লাখ যুবতী দিবস নিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ ॥
চরণ কমল ছবি লজ্জিত শশী রবি,
নিরুপম ও মুখ চাঁদ ।
কনক জড়িত মণি কুণ্ডল শ্রুতি বনি,
তিলক তরুণী মন ফাঁদ ।
কুসুম রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ,
বনাইল কতেক বন্ধান ।
রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতিময়,
নিছারনি মরম সন্ধান ॥

২০৫ ।

বেলোয়ার ।

কি হেরিনু সুন্দর নাগর রাজে ।
রূপ গুণ লাবণি অসীম অনুপম,
মনমথ বয়ন মলিন করু লাজে ॥
কাঞ্চন আভরণ মেঘে তড়িত যেন,
পীত বসন, মণি কিঙ্কিণী সাজে ।
রতন হার হিয়ে শোভন কি কহব,
চন্দন তিলক ভালে অধিক বিরাজে ॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মালা সাজে,
আঁধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা ॥
আর এক অপরূপ তাহে শিখীচন্দ্রক,
মধুকরী মধুকর সঙ্গে করে খেলা ॥
ও মুখ কমল ছবি ছাঁদে চাঁদে কাঁদে,
মণি কুণ্ডল রবি মণ্ডল স্বন্দে ।
চরণারবিন্দ নখচন্দ্রমা সুন্দর,
রায় বসন্ত চিত হেরই আনন্দে ॥

২০৬।

ভাটিয়ারি।

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীতবসন, তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাঙ্গিত অঙ্গ।
কণক হার হিয়ে, বিজুরী তরঙ্গ॥
মকর কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণী মন পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী গভীর ধ্বনি, মদন তরঙ্গ।
রমণী রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ কমলে মণি নূপুর বিরাজে।
রায় বসন্ত মন নখমণি মাঝে॥

২০৭

সুহই।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি,
দলিতাঞ্জন হেন ভান।
জিনিয়া যমুনার জল নিরমল চল চল,
দরপণ নবীন রসাল॥
কিয়ে নবনীল, নলিনী, কিয়ে উতপল,
জলধর, নহত সমান।
কমনীয়া কিশোর, কুসুম অতি সুকোমল,
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর,
সুন্দর অধর পরকাশ।
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিনী বিলাস॥

২০৮

ধানশী।

সই লো মনোহর নবীন ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরি প্রাণ, কিজানি কেমন করে,
মুরছই কতই অনঙ্গ॥
অগুরু কর্পূর ভার মৃগমদ কেশর,
সৌরভে শোভিত অঙ্গ।
উরে বনমাল মলয় ঘন চন্দন,
আবৃত, অলিকুল সংঘ॥
রঙ্গিণী যূথ নিশি বাসর আগোরল,
আরোপিল নয়ন চকোর।
রায় বসন্ত পহু রসিক শিরোমণি,
বিচহি (১) করত উজোর॥

২০৯

ধানশী।

সজনি কি হেরিনু ও মুখ শোভা।
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণ নয়ন অলি আভা॥
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর,
মুকুর কান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত(২) চিত,
কিয়ে নিরমল শশী শোহা (৩)॥
বরিহা (৪) বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল,
প্রিয় অবতংস বনান॥
হাসি খানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিনু তায়॥
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে
দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অহুখন মদন তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ॥

১। (হিন্দী) মধ্যে।
২। স্থগিত, স্থির। ৩। শোভা।
৪। বর্হী, ময়ূর পুচ্ছ।

চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি,
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ সাগরে রস হিলোলে নয়ন,
মন আটকল রায় বসন্ত॥

২১০।

ললিত।

প্রাতহি জাগল, রাধা মাধব,
মন্দির গমন বিধানে।
করহ বিদায়, শেষ রজনী ভেল,
অব পরণাম তুয়া চরণে॥
দুলহ বচন শ্রবণে, কানু কাতর,
জল পূরল দুহুঁ নয়নে।
হিয় গদগদি, কছু কহই না পারই,
হেরি রহুঁ রাইক বয়নে॥
না তেজই কাছ, পাছু অনুসরই,
আগোরই গহি বাহু বসনে।
পুন ধরি যতনে, রাই সমুঝাই,
কুলশীল গেল অভিমানে॥
লাজ ডুবল হঠ, না করহ ঐছন,
যৈছনে লোক নাজান।
রায় বসন্ত কহ, হঠ ছাড়ি গমন কর,
না দেখহ ভৈ গেল বিহান?

২১১।

কানড়া।

তরু মূলে হরি কালা কানু।
বাওত সুমধুর বেণু॥
শবদে যে গলয় পাষাণ।
যমুনা বহয়ে উজান॥
গোপীগণ শুনিয়া শ্রবণে।
বিগলিত দুকূল পরাণে॥
সব সখী আকুল হইয়া।
রাইক নিকটে যাইয়া॥
কাতরে কহে সবে বাত।
জর জর ভৈ গেল গাত॥
ছোড়য়ে দীঘ নিশাস।
সুবদনী কহে মৃদু ভাষ॥
শুনিয়া মুরলী আলাপন।
রায় বসন্ত আন মন॥

২১২।

ধানশী।

সখিহে শুন শুন বাঁশী কি বা বোলে।
আনন্দ আধার, কিয়ে সে নাগর,
আইলা কদম্ব তলে॥
বাঁশীর নিশান, শুনিতে পরাণ,
নিকাশ হইতে চায়।
শিথিল সকল, ভেল কলেবর,
মন মুরছই তায়॥
নাম বেচাজাল, খেয়াতি জগতে,
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু উপদেশে, কেবল কঠিন,
কামিনী মোহন ফাঁসি॥
কি দোষ কি গুণ, একই না গণে,
না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের, পহু বিনোদিয়া,
তাহে কি লোকের লাজ?

২১৩।

কানাড়া।

সখী কর ধরি ধনী কাতর বাণী।
কহে ও মুখ কবে দেখব শয়ানি॥
নাসা পুট যুত মতি রসাল।
চন্দ্রাঙ্কুর কিয়ে ধরল তমাল॥
সিন্দূর অরুণ কিয়ে অধর প্রকাশ।
মণিবর প্রতিম সুরবি বিকাশ॥
আকর্ণারুণ নয়ন চকোর।
চাহনি রঙ্গ বহু রমণী চিত চোর॥
ভাঙ বিভঙ্গী হিয়ে জাগয়ে মোর।
রাহু কলানিধি হরলি আগোর।
চমকিয়া চাঁদ তিলকে পড়ু ভোর।
রায় বসন্ত কহ আরতি ওর॥

রাসলীলা।

রায়-বসন্ত।

২১৪।

ধানশী।

পিয়াপরসঙ্গ রঙ্গ রূপ হইতে,
অতি আকুল ধনী ভেলা।
জনু-কুহু-পক্ষ পরশে কলানিধি
মলিন ক্ষীণ ভই গেলা॥
শিথিল বলয়া করত বলি কঙ্কণ
বসন না সম্বরে অঙ্গে।
ভাব হাব উর কম্পিত কলেবর,
লোচনে লোর তরঙ্গ॥
কুবলয় নীল- বরণ তনু সাঙরি,
ঝামরি পিউ পিউ ভাষ।
জনু দিন মাঝ তপনে নব পল্লব
জীবয়ে ইন্দুক পাশ॥
হিয় ধক্ ধক্ ধনী ধরণী লোটাই
তেজই দীঘ নিশ্বাস।
রায় বসন্ত হেরি, রাইকে থির করি,
কহয়ে বচন আশোয়াস॥

২১৫।

ধানশী।

সুন্দরি! থির কর আপনক চিত।
কানু অনুরাগে অথির যব হোয়বি
কৈছে বুঝবি তছু রীত?
সমুচিত বেশ বনায়ব অব তুয়া
মিলাওব নাগর পাশ।
তাসঞে নিরুপম নটন বিলাসবি
পূরবি সব অভিলাষ॥
কালিন্দী তীর সমীর বহই মৃদু,
নিভৃত নিকুঞ্জকি মাহ।
কত কত কেলি বিলাসবি কানু সঞে,
করবি অমিয়া অবগাহ॥
এত কহি বেশ বনাওত সহচরী
সুন্দরী চিত থির ভেল।
অভিসার লাগিয়া সমুচিত উপহার,
রায় বসন্ত কহ কেল (১)॥

২১৬।

কল্যাণী।

সখীক বচনে ধনী, হিয়া আনন্দিত
পিয়া মিলন অভিলাষে।
নয়ন বয়ন পুন, পরশ বিলোকন,
সহচরী পরম উল্লাসে॥
কেহ কঙ্কতি করে, কেশ বেশ করু,
কবরী মালতী মালে।
করি করে দরপণ বদন বিলোকই,
বিমল করত সীঁথি ভালে॥
সুন্দর সিন্দূর, তাহে বনায়ই,
অঞ্জন রঞ্জই নয়নে।
মৃগমদ চন্দন, তিলক নব কুঙ্কুম,
পত্রাবলী নিরমাণে॥
কেহ তঁহি সোঁপল, রতন সীঁথিফল,
সো ছবি উপমা কি আনে।
জনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল,
হেন অনুমানে॥
নাসায়ে বেশর, মোতিম মধুর ছবি,
মণি কুণ্ডল বনি শ্রবণে।
মুদরিক কঙ্কণ, বিবিধ বিভূষণ,
নীল বসন পরিধানে॥
উপরপর মোতিম, হার মনোহর,
কিঙ্কিণী সুমধুর রুণনে।
মণিময় মঞ্জরী, ঘুঙ্গুর বাজত,
রুণয়তি রাতুল চরণে॥

১। রায় বসন্ত (কেলি) রাস বর্ণন করিতেছেন।

করীবর ভাঁতি (১), গমন অতি মন্থর,
কত লাবণি অভিসারে।
পদপল্লব ভূষণ, অবনী ভেল ভূষিত,
রায় বসন্ত বলিহারে॥

২১৭।

কল্যাণী।

রসময়ী রাসে করই অভিসার।
সহচরী রঙ্গিণী, সঙ্গিনী আবৃত,
রূপযৌবন উপহার।
কোই রঙ্গিণী কর, কর পঙ্কজ ধর,
স্মিত অবলোকন নয়নে।
যৈছে কমলোপরি, মধুমাতল অলি,
শোহনি মৃগমদ চিবুক সদনে॥
গন্ধ চতুঃ সম, তনু অনুলেপন,
শ্যাম মিলব সুখ হিয়রে।
সহচরী কেলি কলারস সঙ্গীত
রঙ্গ রজি রঙ্গ বিহরে॥
কেহু রঙ্গিণী, কর চালনী শোহনি,
অতি বিচিত্র গতি চরণে।
রসভরে রস- পরসঙ্গ কহই কেহু,
রসবতী আরতি কারণে॥
রসিক রমণীবর, পরাগ পুঞ্জ ঝর,
কোমল রঙ্গিম বরণে।
তঁহি পর সুভগ,(২) অতুল অতি রাতুল,
চরণাম্বুজ মৃদুগমনে॥
রূপমোহিনী বনি,(৩) রমণী শিরোমণি,
আপহি মোহন বীজ।
রায় বসন্ত কহ, কুসুমে রসময়ী,
মিলিত রসময় রীঝ (৪)॥

১। গমনে করীবর ভ্রান্তি হয়।
২। অশোক ফুল।
৩। মোহন বীজ—বশীকরণের বীজমন্ত্র।
৪। রসময় হৃদিতে।

২১৮।

কল্যাণী।

বৃন্দাবন মনোমোহন ধামে।
শশী কিরণাঞ্চিত, বিবিধ কুসুম যুত,
অলিকুল ঝঙ্করু কোকিল গানে॥
নৃত্যতি ময়ূর, কপোত শুক বোলত,
ফিরি গাওত পিকু শারী বিলাসে।
পারাবত বনি. করত মধুর ধ্বনি,
চাতকী পীয়ত পিয় ভাষে॥
যমুনা সমীপে, নীপপর বৈভব,
সৌরভ কুন্দ কুমুদ, মৃদুপবনে।
সব ঋষি আবৃত, অপছর নাচত,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কলনে॥
শিব নারদ অজ, গাওত অবিরত,
সতত উদয় দ্বিজরাজে।
রাধামন্ত্র জপন, অনুশীলন, আনন্দ-
কন্দ নন্দসুত রাজে॥
কনক ভূবিপর, কলপ তরুবর,
মণিময় মন্দির সুন্দর সাজে।
কনকাঞ্চিত, রতনাসন শোহন,
কুসুম পুঞ্জ সুখ-শেজ বিরাজে॥
তঁহি মিলল ধনী, প্রেম পরশ মণি,
মোহন পিয়া মনোমোহনে।
রায় বসন্ত ভণ, রাই কানু মিলন,
অবলোকই তঁহি উলসিত নয়নে॥

২১৯।

ভূপালী।

রসবতী রসিক শিরোমণি পাশে।
মনোরথ সিধি, বিধি পূরল আশে॥
চন্দ্রবদনী ধনী কানু চকোর।
নব বারিদে জনু চাতক ভোর॥
নাগর চিত-রতি নয়নি বিলাস।
অনুমতি অন্তর, ধনী মৃদু হাস॥

লীলা লাবণি আনন্দ দান।
রসিক শিরোমণি আনন্দ সিনান॥
দুহুঁ বিদগধ সুখ কো করু ওর।
প্রেম অবশ দুহুঁ আপহি ভোর॥
দুহুঁ রসে ভুলল দুহুঁ করু কোর।
রায় বসন্ত তঁহি জয় জয় বোল॥

২২০।

শ্রীরাগ।

কানু কলাবতী মরম সন্ধান।
রাস রভস রস দুহুঁ ভালে জান॥
করতল চুম্বন চিবুকহি হাত।
ধনী বিহসি ভুজ রাখল মাথ॥
নাহ বাহুগতি, সুবিনয় বোল।
স্মিত-মুখী সব সনে হাসই থোর॥
ইঙ্গিতে নাগর তেজল বিচার।
করই আলিঙ্গন বাহু পসার॥
হিয় মিলনে প্রিয় অতি উতরোল।
ধক ধক অন্তর, গদগদ বোল॥
বিলসই নাগর নওল কিশোর।
রায় বসন্ত কহ রসের হিলোর॥

২২১।

বেলোয়ার।

নাগরী বিলসয়ে গোপী সমাজে।
নবঘন-মালে, তড়িত কিয়ে মরকত,
হেম মণি মাঝে বিরাজে॥
কাহুক অংস, বাহু অবলম্বন,
আরতি রভস আরম্ভে।
কাহু চিবুক গহি, চুম্বই পুনঃ পুন,
প্রেম রভস প্রিয়রম্ভে॥
কাহুক কঞ্চুক, বসন উতারই,
শিথিল কর নীবিবন্ধে।
কাহু অঙ্গ গহি, রসভরে নাচত,
গাওত পরম আনন্দে॥
কাহুক শিরপর, কর-পঙ্কজ ধরু,
বিহরই আনন্দ কন্দে।
রায় বসন্ত পহু, (১) লুবধ চকোর,
রঙ্গিণীগণ সুখ চন্দে॥

২২২

কেদার।

রাস মণ্ডল মাঝে বিলসই
সঙ্গে শত শত রঙ্গিণী।
রসিক নাগর, সঙ্গে নাচত,
রণিত নূপুর কিঙ্কিণী॥
চিত্রপদগতি, চারু চাহনী,
অঙ্গভঙ্গী কর-চালনী।
কণিত কঙ্কণ, তরল বলয়া,
গণ্ডে কুণ্ডল দোলনী॥
উরজ মণ্ডল, হার চঞ্চল,
বয়নে শ্রমজল শোহনী।
মুরলী বীণাযন্ত্র সুমধুর মুরজ,
থই থই থই বোলনী॥
অলসে দুহু মেলি, অঙ্গ হেলাহেলি,
বিহসি হেরই আননে।
সঘনে চুম্বন, প্রেম আলিঙ্গন,
রায় বসন্ত পহু (১) কাননে॥

২২৩।

কানড়া।

নাগর নাচত নাগরী সঙ্গ।
বিবিধ যন্ত্র কত শবদ তরঙ্গ॥
মৃদি মৃদি মৃদি মৃদি বাজে মৃদঙ্গ।
ডম্ফ রবাব বীণ মুরলী উপাঙ্গ॥
বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিণী বলনে।
ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু বাজত চরণে॥

১। পহু শব্দে—প্রভু, এবং পঁহু শব্দে—পুনঃ; কীর্ত্তন গায়কেরা এই প্রভেদ বুঝে না, সুতরাং অনেক সময় পাঠেরও ঠিক হয় না।

আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ অবলম্ব।
রস ভরে থিরত মিলিত পরিরম্ভ ॥
কয়রে মোতি কিয়ে—মুখে শ্রমবারি।
রসিক কলাগুরু কহে বলিহারি ॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁ চিত চোরি।
রায় বসন্ত পহু রহু হিয়ে জোরি ॥

২২৪।

কেদার।

সহজে সুনাগর রসময় অঙ্গ।
তিলেক না তেজই রসবতী সঙ্গ ॥
রসভরে রসবতী করু রসরঙ্গ।
রঙ্গী রসিকবর রহ তিরিভঙ্গ ॥
মুরলী মিলিত মুখ, দুহুঁ এক সঙ্গ।
পরশনে তনু তনু, উদয় অনঙ্গ ॥
পীবই অধর রস, ঘন ঘন চুম্ব।
করহুঁ কলাবতী প্রেম পরিরম্ভ ॥
যুবতী যূথ মাঝে যুগল কিশোর।
বিজুরী বলাহক (১) রহল আগোর ॥
করি কুম্ভ কুচ কিয়ে চারু চকোর।
রায় বসন্ত পহু তঁহি রহু ভোর ॥

২২৫।

কল্যাণী।

রাধা মাধব বিহরই বিপিনে।
যুবতী কলাবতী, সঙ্গহি শত শত,
কেলি কলারস নিপুণে ॥
কোই কোই ধনী বনি, নাচত প্রিয় সঙ্গে,
কেহু কেহু গাওত রঙ্গে।
কেহু অঙ্গ ভঙ্গ গতি, চারু কর-চালনী,
শোহনি গুরুয়া নিতম্বে ॥
কেহু আনন্দ মতি, চিত্র চরণ গতি,
কহে থৈ থৈ পরসঙ্গে।
কেহু কহে তালে, কাহু লাভাল জলে,
রাধা নয়নতরঙ্গে ॥

১। মেঘ।

বিহসি রসিকবর, বয়ন কমল পর,
মধুকর জনু মধু পানে।
অধর অমিয় ফল, রস পিবি ভুলল,
রায় বসন্ত গুণগানে ॥

২২৬।

বিহাগড়া।

রাধামাধব করয়ে বিলাস।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁক উল্লাস ॥
দুহুঁক বয়নে ঝরয়ে শ্রমবারি।
হেম নীল কমলে মোতিম নেহারি ॥
দুহুঁ হরষিত মন বয়ন নেহারি।
শোভা অবধি দুহুঁ কহে বলিহারি ॥
অলস অবশ দুহুঁ হেলন অঙ্গ।
উদয় জনু ঘন দামিনী সঙ্গ ॥
দুহুঁ ভুজ দুহুঁক অংস অবলম্ব।
দুহুঁ বিলসই পুনঃ পুন পরিরম্ভ ॥
তিরপিত নহ দুহুঁ নিমিখে চিতভীত।
রায় বসন্ত কহে ঐছে পিরীত ॥

২২৭।

বিহাগড়া।

রজনী বিহরি দুহুঁ আলসে বিভোর।
আওল নিকুঞ্জহি কিশোরী কিশোর ॥
বৈঠল রতন সিংহাসন মাঝ।
সেবন পরায়ণ সহচরী সাজ ॥
কেহু করু বীজন, কেহু দেই পানী।
চরণ পাখালই ঝরঝরি আনি ॥
কর চরণ গ্রীবা মৃদু মৃদু চাপি।
বিগত করল শ্রম সেবন আপি (২) ॥
কত কত উপহার ভোজন পান।
করিয়া শীতল ভেল নাগর কান ॥
সখী সঙ্গে শ্ববদনী অবশেষ পাই (৩)।

২। জলপান করিয়া শ্রম দূর করিল। অথবা (সখীরা) সেবা করিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর করিল।

৩। প্রসাদ পাইয়া।

বৈঠল শেজপর তাম্বুল খাই॥
সখীগণ শুতল নিজ নিজ শেজে।
শুতলি নাগরী নাগর রাজে॥
কো কহু দুহুঁ জন ও সুখ অন্ত।
দূরহি দূরে রহু রায় বসন্ত॥

২২৮।

বিহাগড়া।

ভুজে ভুজে বন্ধনে, নিবিড় আলিঙ্গনে,
ঘুমল রাধা কান।
কুসুম শেজপরে, নিচল কলেবর,
নীলমণি হেম বনান (১)॥
দেখ সখি দুহুঁ জন লেহ।
বদনহি বদন- চাঁদ মধু পীবত,
ঘুমে থকিত করি দেহ॥
অরুণহি অরুণ, তিমির লাগি ভাগত,
এমতি অপরূপ রঙ্গ।
ভুজগিনী মোর, ভোর করু সঙ্গম,
গিরিপর জলধি তরঙ্গ (২)॥
চাঁদকি নিয়ড়ে, কমল ভেল বিকশিত,
সুরপাশে (৩) কুমুদ বিকাশ।
কিয়ে ঘন দামিনী থিরে বিরাজই,
রায় বসন্ত রসে ভাষ॥

২২৯।

ললিত।

নিশি অবশান ভেল সহচরী দেখি।
জাগল সবজন উঁহি পরতেকি॥
সবে মেলি আওল দুহুঁ জন পাশ।
ঘুমে বিভোর দুহুঁ হেরি সখী হাস॥
হৃদয়ে বেয়াকুল কছু নাহি বোলে।
জাগল দুহুঁ জন আভরণ রোলে॥
উঠি বৈঠল নিজ শয়নক মাঝে।
অম্বর সম্বরু পাইয়া লাজে॥
সখীগণ দুহুঁ জনে কয়ল নিদেশ।
ইঙ্গিতে বুঝাওল নিশি অবশেষ॥
কাতর অন্তর দুহুঁ মুখ হেরি।
বদনহি বচন না নিকশয়ে ফেরি॥
রায় বসন্তে কহে দুহুঁ জন প্রেম।
কৈছনে তেজবি নাথবাণ হেম॥

২৩০।

বিভাস।

অহে নাথ করি পরিহার।
সখীগণ ইঙ্গিত, গমন বিচার॥
বিশেষ অবোধ নিশি বোধ না মানে।
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ॥
বিধি কুলবতী করি কৈল ম্রিয়মাণ।
ধিক ধিক পরবশ রমণী পরাণ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরস বদন নহ কহিনু তোমারে॥
অহে সুপুরুখবর চতুর সুজান।
রায় বসন্ত কহ রাখ কুলমান॥

২৩১।

বিভাস।

সুন্দরি না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা আনে কি জানয়ে ব্যথা,
জানে হয় ভেল আধ অঙ্গ॥
তুহুঁ হায় তনু ভীন শ্রবণে জীবনে ক্ষীণ,
কেমনে ধরিব আমি বুক?
হাসিতে মোহিত বন, কি মোহিনী তুমি জান,
বিরমহ দেখি চাঁদ মুখ॥

১। কনক জড়িত নীলমণি।

২। (শ্যাম) ময়ূর (রাধা) ভুজঙ্গিনী স্বচ্ছন্দে (ভোর) সহবাস করিতেছে। আমাদের বোধ হয় এই রূপ পাঠ হইলে ভাল হয়।—"ভুজ গীম মোর" অর্থাৎ বাহুযুগল গ্রীবা বেষ্টন করিয়া (মোর)=মুড়িয়া) একত্র হইয়া রহিয়াছে। ৩। সূর্য্য পার্শ্বে।

না দেখিলে কিবা হয় পলক অলপ নয়,
ইথে আঁখি অধিক তিয়াষ।
পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ॥
পরশে লাগিয়া জোর হিয়া কাঁপে থর থর,
নিমেষের ডরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভণি অবনত মুখ ধনী,
জড় মতি ভেল প্রেম ভরে॥

২৩২।

ললিত।

রাইক পিরীত- বচনে কানু উলসিত,
লোচনে আনন্দ বারি।
শ্রবণে মনোরম, পুলকে পূরল তনু,
পুন পুন কহে বলিহারি॥
ঝিঝি ঝিঝি, হিয়ে হিয়ায়মিলায়ই,
কত যে সাধ অছু মরমে।
রস ভরে মুখে মুখ, নিবেশিয়া নাগর,
রহে রসনা রস মিলনে॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, এক হৈয়া,
প্রেম ভরে কছু নাহি জানে।
এমন পিরীতি আর,কতিহুঁ না দেখিয়ে,
দুহুঁ এক শকতি বিধানে॥
হর গিরিজা জনু, মিলন আরাধনে,
কতয়ে বাঢ়য়ে রতি রঙ্গে।
অনঙ্গ রঙ্গ ভেল, দুহুঁ তনু মিলল,
রায় বসন্ত সখী সঙ্গে॥

২৩৩।

ললিত।

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান।
আরতি সমাপহ নিশি অবসান॥
অরুণ পূরব দিশে ঈষৎ প্রকাশ।
তরুলতা বক দেখি শশধর পাশ (১)॥
দিনমণি আগমে মলিন দ্বিজরাজ।
কুহু শবদ সবহুঁ বন মাঝ॥
করকুঞ্জে কামিনী বারিবিলাস।
ইথে কি উচিত কুলবতী পতি পাশ?
শিরে কর ধরি কহ না ভাবিহ আন।
তোমা অনুগত চিত্ত, তুমি সে পরাণ॥
এবে রাইক গেহ গমন উচিত।
রায় বসন্ত পহু ভেল চমকিত॥

২৩৪।

ললিত।

সখি হে তুয়া হিয় কঠিন সমান।
রাই বিনে কৈছনে ধরব পরাণ?
না যাইহ সহচরী শুন মোর বোল।
অবসান নহ নিশি নহ উতরোল॥
ক্ষণেকে রহিয়া সখি শুন নিবেদন।
সুবদনী-গত মোর ভেল তনুমন॥
রায় বসন্ত কহে ধৈরজ ধরিবে।
ক্ষণেক কারণে কিয়ে সব ঘুচাইবে?

২৩৫।

ললিত।

প্রাণনাথ! তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুলশীল লাজে তিলাঞ্জলি দিনু॥
না জানি মিলন আজি কি ক্ষণে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল, হইল এমনি॥
সব দুঃখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখি॥

২৩৬।

ললিত।

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা?
তুমি আমি একই পরাণ দুইজনা॥
তোমার আমার গতি মুরতি এক ভাব।
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব॥

১। (পূর্ণিমার) চন্দ্রের নিকটে তরুলতা বক দেখিতেছি, অর্থাৎ চন্দ্র দিক্ চক্রবাল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দিকে বক উড়িতেছে। রজনী প্রভাতা।

তুমি মোর ত্রিজগত বিভব বিহার।
পরাণ পুত্তলি মোর হিয়ে মণিহার॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
রায় বসন্ত পহু পিরীতির সার॥

২৩৭।

বিভাস।

শুন মাধব কি কহব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান?
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদমুখ।
পরাণের সনে পুড়ি, বড় পাই দুখ॥
আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা।
বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষমা॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে।
রায় বসন্ত পহু পরশিল ভালে॥

২৩৮।

বিভাস।

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন, করে উচাটন,
কে জানে কেমন তুমি।
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মূরছিত হেন,
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত,
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমেষের আধ, পাসরিতে নারি,
ঘুমালে দেখি স্বপনে॥
জাগিলে চেতন, হারাই যে আমি,
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাই বাঁধি॥

২৩৯।

রামকেলি।

সুন্দরি হাম বলিহারি তোহারি।
পরিমিত নহে গুণ, অতুল ভুবনে তিন,
রূপ-মনোমোহনকারী॥
বচনে নিছনি প্রাণ, অলপে মুরছে যেন,
সাধ করি রাখিতে নয়ানে।
হিয়ার মাঝারে যেন, অনুক্ষণ রাখি দেই,
সদা দেখিয়ে তুয়া বয়ানে॥
এ তুয়া দরশন, জনম ভাগ্যে পুন,
বসন পবনে অঘহারি (১)।
সো অঙ্গ সঙ্গে সফল মঝু জীবন,
করেঁ। হিয়ে বাহু পসারি॥
পুরুষ রমণী কত অন্তরে অনুভব,
সো পুন কহি নাহি পারি।
রায় বসন্ত ভণ, পুরুখ মধুপ সম,
চাতক রীত কুল নারী॥

২৪০।

বিভাস।

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব?
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জরাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥

২৪১।

বিভাস।

বঁধু! তুহুঁ দয়ার সাগর।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর!
আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার॥
তোহারি গরবে ব্রজে হাম গরবিণী।
গহিন (২) পিরীতি তোর
আমি কিবা জানি?

১। বসনের বাতাসে শরীরের পাপ নষ্ট হয়। ২। গভীর।

আমি লোহা, তুহুঁ বঁধু নিকষ পাষাণ।
পরশে করিলা মোরে হেম নাথবাণ॥
সাধ করে সীঁথায় তোমা সিন্দুর করি ধরি
হার বনাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পরি॥
যত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।
রায় বসন্ত কহে নিগূঢ় পিরীত॥

২৪২।

বিভাস।

উদিত গগনে, নিকরুণারুণ,
সখীগণ কুঞ্জে যাই।
চরণ ধরিয়া, চেতন করিয়া,
বলে গেহে চল রাই॥
কহে সুবদনী, বঁধুরে রাখিয়া,
কৈছনে যাওব গেহে।
সাধের বন্ধুয়া, ছাড়িতে নারিব,
পরাণ থাকিতে দেহে॥
কি কাজ আমার, কুলের গৌরবে,
কি কাজ আমার ঘরে?
বন্ধুয়া লইয়া, যেথায় থাকিব,
রহিব স্বরগপুরে॥
তোমরা সকলে, যাও ছার গেহে,
আমি হইনু বনচারী।
এ রায় বসন্তে, কহে ধনি ধনী,
বালাই লইয়া মরি॥

২৪৩।

বিভাস।

অহে রাই যে কহিলে হয়।
তোর লাগি মোর প্রাণ স্থির নাহি রয়॥
ধৈরজ ধরণ নহে বুঝি দিন রাইতে।
হিয়ার পুতলি কাঁদে তোমার পিরীতে॥
কহিতে নিরস্ত মোর গদ গদ ভাষ।
রহি রহি নয়নেতে নীর পরকাশ॥
মুরলীর গান মোর তুয়া অনুরাগে।
রায় বসন্ত কহে উচিত সোহাগে॥

২৪৪।

বিভাস।

আর না কহিও বঁধু বিদগধ রাজ।
এবে সে সকল দূরে গেল লোক লাজ॥
শুনিতে পরাণ সনে হিয়া মোর কাঁপ।
মরিব তোমার লাগি জলে দিব ঝাপ॥
পীরিতি আরতি নিতি অশেষ দুলাল।
সে মোর হইল এবে জীবনের কাল॥
কেমন করিব বঁধু কর উপদেশ।
তোমার মিলন বিনা মৃত্যুই সন্দেশ॥
এঘর করণ মোর বাসিয়ে জঞ্জাল।
শকট করণে যেন সঞ্চারিল শাল॥
মরমের মনোরথ যত সাধ মোর।
রায় বসন্ত কহে মুখ হেরি তোর॥

২৪৫।

বিভাস।

অহে নাথ কি বলিব আর।
তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার॥
গুরুজন ভয়ে দিনু তিলাঞ্জলি দান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনা এই মোর দেহ লাগে ভার॥
তুমি সে জীবন গতি স্বরূপ বিচার।
রায় বসন্ত কহে এই কথা সার॥

২৪৬।

বেলাকলী।

শ্যাম বঁধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউক ছারে খার॥
না যাইব ঘরে বঁধু, রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদী বচনে?
তুয়া পায় সুঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন॥
অন্তরে বাহিরে বঁধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলায় হার॥

রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলা তুমি হইল তাহাই॥

সম্ভোগ।

(বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত)

২৪৭।

বালা ধানশী।

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
মেরুল মিলায়ে দিলহি ধন কোটী(১)॥
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি (২)॥
শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই?
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥
লগ(৩)নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল।
অঙ্গ বেরি বেরি করহি কর জোর॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে (৪)।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে (৫)॥
দরশন পরশন হয় অনিবারে।
মুহিরে (৬) মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়াবব পাঠ॥
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি(৭)করহি কর ঠেলি॥

১। এই শ্লোকের অর্থ গ্রহ হইল না।
২। প্রবোধ দিয়া।
লগ—নিকট।
সঞ্চিত করে।
কুচ-কঞ্চুলিকা বৃথা রক্ষা করিতে যায়।
৬। মুহির—কাম।
৭। ত্রাসযুক্তা হইয়া।

২৪৮।

ধানশী।

পরিহর, মনে কছু না কর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়॥
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ?
তিল এক মুদি রহ দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥

২৪৯।

ধানশী।

সখী পরবোধি শয়ন তলে আনি।
পিয় হিয়ে হরখি ধরল নিজ পাণি॥
ছুঁইতে বালী (৮) মলিন ভৈগেলি।
বিধু কোরে কমলিনী মলিন ভেলি॥
'নহি নহি' কহয়ে, নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল যাই শয়নক ওর॥
আলিঙ্গয়ে নীবিবন্ধন বিনু খোরি। (৯)
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচল লেই বদন উর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

২৫০।

তিরোতা ধানশী।

এ হরি বালে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ (১০) পাতক লাগয়ে তোয়॥
তুহুঁ রস আগর নাগর ঢীট। (১১)
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ॥

৮। বালিকা। ৯। না খুলিয়া।
১০। স্ত্রীবধের। ১১। তুমি রসাধার ধৃষ্ট নায়ক।

রস পরসঙ্গে উঠয়ে বহু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু করলহিঁ ঝাঁপ ॥ (১)
অসময় আম না পূরই কাম।
ভাল জন না করে বিরস পরিণাম ॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহ সাঁচ। (২)
কলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাচ ॥ (৩)

২৫১।

তিরোতা ধানশী।

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বর নারী ॥
তুঁহুত নাগর গুরু হাম অগেয়ান।
কেলি কলা সব তুহুঁ ভালে জান ॥
খুয়ল কবরী মোর, টূটল হার।
হাম অবুধ নারী তুহুঁ ত গোঙার ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান ॥

২৫২।

ধানশী।

রতি সুবিশারদ তুহুঁ, রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান ॥
এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চাঁদ কলা সম রীতি ॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নথ রেহ হরি রস জানি ॥ (৪)

ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত ॥

২৫৩।

ধানশী।

চানুর-মরদন তুহুঁ বনমালী।
শিরীষ কুসুম হাম কমলিনী নারী ॥
দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ।
করী-করে সোঁপল মালতী মাল ॥ (৫)
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল। (৬)
মৃগমদ চন্দন ঘামে তিতি গেল ॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলায়ে বলি দিয়া না পূজহ কাম ॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ,
রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ ॥

২৫৪।

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ ॥ (৭)
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেওত জীবন হামার ॥
আরতি না কর কানু না কর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ-ভীর ॥
প্রথম বয়স, লোভ না পূরব আশ।
না পূরে অলপ ধনে যাচক ভিখার ॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল। (৮)
তাহে নাহি তোখিল ভ্রমর অনুকূল ॥

১। বাণাহতা হরিণী যেমন ঝম্পপ্রদান করে, ভয়ে,—উল্লাসে নহে; সেইরূপ রসপ্রসঙ্গে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

২। সত্য (হিন্দী)।

৩। কাঁচা—অপক্ক। অপক্ক প্রায় মিষ্ট হয় না।

৪। রস আশা করিয়া নখর দাহন করিও না।

৫। স্তুতঃ মাল; কিন্তু এরূপ বর্ণ বিবর্জন প্রায় দেখা যায় না।

৬। অশ্রু বাহিতে।

৭। পঞ্চবাণ গুরু সম্প্রতি শিখাইছে।

৮। বসন্তকালে মালতীফুল মুকুলিত থাকে।

অনুচিত কাহ্নে ভাল নহে পরিণাম।
সাহস না করয়ে ভুখল ঠাম ॥ (১)
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী বাহি অঙ্কুশ মান ॥

১৮৩। (২)

ত্রিস্রোতা ধানশী।

দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ ॥
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ ॥
সো পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর ॥
মাধব পেখহু রমণী সুঠাম।
ঝাটহি ভেটলু করত সিনান ॥
তনু শুক বসন তনু-হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি ॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী ॥

১। ঠাম—ভাব।

২ এই গান বা পদটি ১৮২ সংখ্যার পর বসিবে। ১৫৬ পৃষ্ঠায় ১৮৩ সংখ্যা নাই; এইখানে দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ১৮২ সংখ্যার পদদ্বয় বিদ্যাপতির হইলে প্রথমেই যাওয়া উচিত। আর উপরের পদ কয়েকটি ১৫৫ পৃষ্ঠায় ১৮১ সংখ্যার পদের পরে পড়িতে হইবে। যেমন সংগৃহীত হইতেছে, অমনই প্রকাশ করা যাইতেছে। বিষয় বিচ্ছেদের জন্য বিলম্ব করিতে পারি নাই।

প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(কবিকঙ্কণ চণ্ডী।)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

ও

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা;

৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম প্রেসে
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত এবং
ঐ ঠিকানায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

সূচীপত্র।

——०:०——

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

গণেশ বন্দনা।

নমো চণ্ডিকায়ৈ।

বেদান্ত দরশনে ব্রহ্ম যাঁরে বাখানে
আনে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি হেতু অন্তরায়-পতি
তাঁরে মোর লক্ষ পরণাম॥
বন্দে গণপতি দেবের প্রধান।
ব্যাস আদি যত কবি যাঁহার চরণ সেবি
প্রকাশিল আগম, পুরাণ॥
ধরণী লোটায়ে কায় প্রণাম তোমার পায়
কর মোরে কৃপাবলোকন।
করিয়া তোমায় ভক্তি মুণিগণ পা'লা মুক্তি
চারি বেদ শাস্ত্রের বিধান॥
অঙ্গের বন্দুক ছটা আজানু-লম্বিত জটা
শশিকলা মুকুট মণ্ডন।
চরণ-পঙ্কজ-রাজে কনক নূপুর সাজে
অঙ্গদ-বলয়া বিভূষণ॥
কুঙ্কুম-চর্চ্চিত অঙ্গ শুণ্ডে শোভে মাতুলুঙ্গ(১)
শূনদন্ত (২) ইষু পাশ করে।
শিব-সুত লম্বোদর আজানু-লম্বিত কর
রণে জয়ী তোমারে সোঙরে॥
পরিধান দ্বীপীচর্ম্ম নিরন্তর জপ কর্ম্ম
দুই করে কুশ সুশোভন।
হৃদে যোগপাট শোভে অলিকুল মধু লোভে
চৌদিকে করয়ে কল গান॥
নিরন্তর জপ স্তুতি বিঘ্ন নাশ গণপতি
হৈমবতী-হৃদয়-নন্দন।
গাইয়া তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মহাদেব বন্দনা।

সম্পুট করিয়া কর বন্দে প্রভু মহেশ্বর
বৃষভ বাহনে শূলপাণি।
দেখি কোটি ইন্দু কিবা জিনিয়া অঙ্গের আভা
চরণে মঞ্জির করে ধ্বনি॥
অজিন রচিত মাঝে(৩) রতন কিঙ্কিণী সাজে
ভুজঙ্গ বলয়া যোগপাটা।
সুরঙ্গ অরুণ বন্ধু (৪) অধর, আনন ইন্দু
নীলকণ্ঠ, শিরোপরি জটা॥
জটাতে আছয়ে গঙ্গ অর্দ্ধ তার সতী অঙ্গ
বিভূতি ভূষণ কলেবরে।

১। মাতুলুঙ্গ—বৃক্ষ বিশেষ। মুদ্রিত পুস্তক সকলে 'মাতু অঙ্গ' আছে। আমাদিগের পুঁথিতে 'মাতুলঙ্গ' আছে। কোনটীই সুসঙ্গত বোধ হয় না। ২। শূন—বর্দ্ধিত।

৩। মাঝে—মধ্য দেশে, কটিদেশে।

৪। বন্ধু—বান্ধুলি পুষ্প।

গলে শোভে হাড়মাল অর্দ্ধ চন্দ্র রেখা ভাল
অঙ্গদ বলয়া ভূষা করে ॥
রাগ তান গ্রাম ভেদ সঙ্গে করি চারি বেদ
বদনে নাচয়ে যার বাণী।
শৃঙ্গে রাম ধ্বনি করি ডম্বুর বোলয়ে হরি
যার গানে হৈলা মন্দাকিনী ॥
বন্দে প্রভু ভূতনাথ ভবেশ ভবানী সাথ
ভবভীম ভজে পরায়ণ।
ভব ভয়ে করি কৃপা ভীতিভঞ্জ (১) মহাতপা
ভবনাথ ভবানী-ভরণ ॥
নিরঞ্জন নিরাকার নিগম পুরাণ সার
নিগূঢ় বিষয় নারায়ণ।
রোগ শোক দুঃখ হরা দৈন্য দুঃখ পাপ হরা
মোক্ষদাতা পতিত-পাবন ॥
বন্দে দিগম্বরে খটক ডমরু করে
বৃষে আরোহণ পঞ্চানন।
প্রমথ গণের নাথ গুহ গণের সাথ
সুরাসুর নরের জীবন ॥
তুমি হরি যোগরাজে এ তিন ভুবন পূজে
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।
করিয়া তোমারে সেবা মুনিগণ মহাতপা
সিদ্ধ সাধ্য তোমার আশ্রয় ॥
তুমি হরি পুণ্যরাশি শূল অগ্রে বারাণসী
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার।
তাতে যেই মরে জীব সে জন সাক্ষাৎ শিব
কি কহিব মহিমা তাহার ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সরস্বতী-বন্দনা।

নমহ নমহ বাণী কৃপা কর নারায়ণী
বিষ্ণু-প্রিয়া শুক্ল পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে উর দেবি আসরে
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে ॥
হিমদিগ্ধ চন্দন শরদিন্দু-গঞ্জন
তনু-রুচি অকথ্য কথন।
সুগন্ধি চন্দন গায়ে যোজন সৌরভ ধায়ে
কণ্ঠে রত্ন-হার বিভূষণ ॥
বিধি মুখে বেদ ধ্বনি বন্দে দেবি বীণাপাণি
ইন্দু-কুন্দ-তুষার-সঙ্কাশা।
ত্রৈলোক্য-তারিণী ত্রয়ী বিষ্ণু মায়া বর্ণময়ী
কবি মুখে অষ্টাদশ ভাষা ॥
শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শ্বেতধুতি পরিধান
কণ্ঠে ভূষা মণিময় হার।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজলী খেলে
তনু-রুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥
শিরে শোভে ইন্দু-কলা করে জপ মণিমালা
শুক-শিশু শোভে বাম করে।
নিরন্তর আছে সঙ্গী মসী-পাত্র পুথি খুঙ্গি
স্মরণে জড়িমা যায় দূরে ॥
দিবানিশি করি ভাগ সেবে তুয়া ছয় রাগ
অনুকূলা ছত্রিশ রাগিণী।
রবাব খমক (২) বেণী সপ্তস্বরা পিণাকিনী
বেণু-বীণা-মৃদঙ্গ-বাদিনী ॥
সঙ্গে বিদ্যা চতুর্দ্দশ কবিত্ব সঙ্গীত রস
আসরে (৩) করহ অধিষ্ঠান।
কহি গো অঞ্জলি-পুটে উর মা গায়ন-ঘটে
দূর কর দুর্গতি বিধান ॥

১। ভীতি নাশ কর।

২। অন্যত্র "পাখোয়াজ" পাঠ আছে।
পাখাজ্—পাখোয়াজ।

৩। "আসনে" এরূপ পাঠও আছে।

দেবতা অসুর নর যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর
সেবে তুয়া চরণ সরোজে।(১)
তুমি যারে কর কৃপা সেই জন মহাতপা
সেই বৈসে পণ্ডিত সমাজে॥
দিবা নিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর গো কবির কামে কৃপা কর শিব রামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা।

অবনীতে অবতরি চৈতন্য নাম ধরি
বঙ্গ-সন্ন্যাসী-চূড়ামণি।
সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ কন্দ
মুকতির দেখাইল সরণি॥(২)
সুধন্য নদীয়া গ্রাম যাহাতে চৈতন্য নাম
জম্বুদ্বীপ-সার নবদ্বীপ।
কলি ঘোর অন্ধকারে চৈতন্য যে নাম ধরে
প্রকাশিত হরি-জন্ম-দ্বীপ॥
নদীয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচী ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংস হইয়া মিহির অংশ
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥
সার্ব্বভৌম সন্দীপনি ভট্টাচার্য্য শিরোমণি
ষড়্‌ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।

১। ইহার পর এইরূপ একটী শ্লোক আছে, সম্পূর্ণ অর্থগ্রহ হইল না বলিয়া, ইহা মূলের সহিত দেওয়া গেল না।
হাতে লয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
যেবা বোল, বাণী যেবা লেখায়।
আর কিছু কৌতুকে অম্বিকার সম্মুখে
নিজ সঙ্গীত বুঝ গায়॥

২। মুক্তির পথ দেখাইলেন। পথকে, 'সরণ' এবং 'সড়ক' [illegible] বলিয়া থাকে।

প্রেম-ভরে কল্পতরু অখিল ভক্তের গুরু
গুরু কৈলা কেশব ভারতি॥
কপটে সন্ন্যাস-বেশ ভ্রমিলা অনেক দেশ
সঙ্গে পারিষদ পুণ্যশালী।
রামকৃষ্ণ গদাধর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারি বনমালী॥
সুভগ্ন কাঞ্চন গৌর ভুবন লোচন চৌর (৩)
ডোর কৌপীন দণ্ডধারী।
কপটে লোচন-চোর গলে দোলে নাম ডোর
সতত বোলায় হরি হরি॥
কৃপাময় অবতার কলিযুগে কেবা আর
পাষণ্ড-দলন বীরপণা।
জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি
হরি ভজে দৃঢ় করি মনা॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।—ইত্যাদি।

শ্রীরাম-বন্দনা।

প্রথমে বন্দিব রাম মুক্তি-প্রদ যার নাম
প্রভু রাম কমল-লোচন।
অযোধ্যার পতি রাম বন্দে দূর্ব্বা-দল-শ্যাম
প্রণমহ কৌশল্যা-নন্দন॥
প্রণমহ শ্রীরাম মন্ত্রী যার জাম্বুবান
মিত্র যার গুহক চণ্ডাল।
রিপু যার দশানন সদা সত্য-পরায়ণ
যার কীর্ত্তি সমুদ্রে জাঙ্গাল।
ক্ষিতিতলে উপনীতা শ্রীরামের বনিতা সীতা
সীতাদেবীর সমীপে লক্ষ্মণ।
আসি দেব পুরন্দরে রত্ন ছত্রের শিরে
স্তুতি করেন পবন-নন্দন।
(রামের) চাঁচর চিকুর-কেশ কামিনী জিনিয়া-বেশ
মধ্যে কত [illegible]।

৩। সকলের বুদ্ধি আকর্ষণ করেন।

প্রজার পালনে পিতা কর্ণের সমান দাতা
রাম বড় গুণের সাগর ॥
ধনুর্ব্বাণ করে করি ডরেতে পলায় অরি
অনুব্রত জনে রঘুরায় ।
ধন্য রাজা রঘুনাথ কুলে শীলে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥

লক্ষ্মী-বন্দনা।

অজিত-বল্লভা দেবি ব্রহ্মার জননি।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পানি ॥
যখন প্রলয়ে হরি অনন্ত শয়নে।
তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে ॥
জন্ম জরা মৃত্যু লক্ষ্মি নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা তুমি হরি-পদ-তলে ॥
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত কত জন্তু আছে সমুদ্র ভিতর ॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তুমি লক্ষ্মী হইতে রত্নাকর বলি তারে ॥
ধন কুল যৌবন কাঁর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজি রথ সিংহাসন ॥
তার অহঙ্কার তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী যাবৎ থাকেন ঘরে ॥
সে জনার প্রশংসা সে অয়তি রাম।
সেই জন কুলীন সেজন গুণধাম ॥
তুমি গো বরতা কৃপা নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কাজ ভার্য্যা মন্দ বলে তারে ॥
লক্ষ্মী চঞ্চলা মাতা বলে যেবা জনে।
লক্ষ্মীর মহিমা সেই কিছু নাহি জানে ॥
ছাড়য়ে যেজনে মাতা তার দোষ দেখি।
অযোর পুরুষে কর চিরকাল সুখী ॥
লক্ষ্মী থাকিলে রাম [illegible] সংসারেতে
লক্ষ্মী [illegible] হইলে [illegible] না আদরে ॥
সেই জন পণ্ডিত মাতা সেই জন বীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির ॥

লক্ষ্মীর মহিমা সেই কিছু কবিকঙ্কণে গায়।
ভক্ত নায়কেরে মাতা হও গো সদয় ॥

চণ্ডী-বন্দনা।

বন্দে বিনাশিনী ভৈরবী ভাবিনী
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বেণু সপ্তস্বরা মুরজ মন্দিরা
বাজায় দুন্দুভি ডিণ্ডি ॥
স্থলউতপল চরণ যুগল
তথি শোভে নখচন্দ্র ॥
চরণে চণ্ডীর বাজয়ে মঞ্জির
গতি গজপতি মন্দ ॥
করি-অরি জিনি মধ্য মাজা ক্ষীণী
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে।
জিনি করি-কর জঘন সুন্দর
নিতম্বে রসনা সাজে ॥
নাভি সরোবর তথির উপর
তনুরুহ অঙ্কুর ধাম।
উচ্চ কুচগিরি জিনি কুম্ভ করী
করী করে জলপান ॥
জিনি শতদল বদন কমল
অধরে বন্ধুক ভোর।
পরিহরি ব্রীড়া কত করে ক্রীড়া
নয়ন খঞ্জন যোর ॥
নয়নের কোণে আছে কত তূণে
অসুর নাশিনী ইষু।
কুটিল কুন্তলে মালতীর মালে
ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু ॥
কপালে সিন্দুর তমো করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনের বিন্দু বিবা তাহে ইন্দু
হইয়া অকলঙ্ক তনু ॥
হাস মুনি মন [illegible] স্তুতা
নিবেদি তুয়া চরণে ॥

চণ্ডীর চরিত রচিয়া সুগীত
দেবকী নন্দন ভনে ॥

শুকদেব-বন্দনা।

বন্দে শুকদেব দেব চরণ।
যেই মুনি সর্ব্বজন হৃদয়ে পদ্ম যেন ;
প্রবেশ করিল কোপে বক্ষ ॥
যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান-দীপের সম
লিখন নিগমের সার।
প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত
সভাকার করিল উদ্ধার ॥ (১)
শিশুকালে বনবাস তেজি সব অভিলাষ
উপনয়ন আদি ছাড়িয়া।
পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তর না দিল তাকে
তপোবনে প্রবেশ করিয়া ॥
বিবসন কলেবরে শুকদেব কতো দূরে
তারে দেখি বিদ্যাধরী গণে।
অঙ্গে নাহি দেয় বাস তার পাছে চলে ব্যাস
অবিলম্বে চির পরিধানে ॥
দেখি এত অদভুত কহে পরাশর-সুত
লাজ কেন কর বধূজনে।
মোর পুত্র গুণধাম নবীন জলদ শ্যাম
দেখি কেন না পর বসনে ॥
তবে বিদ্যাধরী ব্যাসে হাসিয়া মধুর ভাষে
ভেদ বুদ্ধি না আছে তোমার।
স্ত্রীপুরুষে ভেদবান্ কভু নহে দিব্যজ্ঞান
বুঝিয়াছি চরিত্র তাহার ॥
এ মত তাহার গুণ শুনিয়াত তপোধন
ত্যজিলেন সুতের বিরহে।

১। যে মুনি নিগমের সারলিখন (মোহান্ধকার সাগরে) জ্ঞানদীপসম ভাগবত আবিষ্কৃত করিয়া সংসারের জীব সকলের উদ্ধার করিয়াছেন।

গোবিন্দ পদারবিন্দ বিগলিত মকরন্দ
অলি কবিকঙ্কণে গাহে ॥

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ।

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে ॥
সহর সিলিমাবাজ যাহাতে সজ্জন রাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামিন্যাতে চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত ॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদে যে বা ভৃঙ্গ
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-মহীপ
রাজা মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডীহীদার মামুদ সরিপ ॥
উজির হইলা রায়জাদা বেপারিরে দেয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
কোণে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হইলা কাল খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥
ডিহিদার অবোধ খোজ কড়ি দিলে নাহি রোজ
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
জামিদার প্রতীত আছে, প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা ॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।

দামিন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ॥
ভেঠনায় উপনীত রূপরায় নিল বিত্ত
যদুকুণ্ড তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিয়া ঘড়াই নদী সদাই স্মরয়ে বিধি
নেউটিয়া হইল উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল পাণ্ডুর পুরি
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত ॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈনু স্নান করিনু উদক পান
শিশু কাঁদে ওদনের তরে ॥
আশ্রম পুখরি আড়া নৈবেদ্য শালুক পোড়া
পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধায় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লইয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
নানা ছন্দে লিখেন কবিত্ব।
পড়েছি অনেক তন্ত্র নাহি জানি কোন মন্ত্র
আজ্ঞা দিল জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলা পার হৈয়া যাই
আড়রায় হইনু উপনীত ॥
আড়রা ব্রাহ্মণ ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি
পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান ॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু বলি করিল পূজিত ॥
সঙ্গে শ্রীমান নন্দী সে জানে স্বপন সন্ধি
অনুদিন করিল যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥
বীরমাধবের সুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়াভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।

প্রার্থনা।

তেজিয়া কৈলাসগিরি উরহ মরত-পুরী
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত, দেখ নাট,
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥
লিখি পড়ি নানা গ্রন্থ নাহি সঙ্গীতের পন্থ
কৃপা করি দিলে গুরুভার।
অনভিজ্ঞ তাল মানে কেমতে শিখাবে আনে
দোষ গুণ সকলি তোমার ॥
যে বোল বলাও তুমি সে বল বলিব আমি
তুমি কর মোরে উপদেশ।
প্রচরে যে মতে কাব্য শুনয়ে যেমনে ভব্য
করি চিন্তা, হর মোর ক্লেশ ॥
বলি হোম ধূপ দীপে, পূজে তোমা সপ্তদ্বীপে
তোমার সেবক জগজন।
নায়কের থাকে দোষ দূর কর অভিরোষ
কর মোরে কৃপাবলোকন ॥
তুমি বামা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়ণী
গিরিকন্যা ঈশান-গৃহিণী।
আগম নিগম তন্ত্র বীজরূপা মহামন্ত্র
বেদ-মাতা বিশ্বের জননী ॥
তুমি কলা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়ণী
দেব-বিদ্যা অনাদি কারণা।
মহাযোগ কালরাত্রি শারদা ভুবনধাত্রি
কৃপাশক্তি সংসারবাসনা ॥

সলিলে ডুবিল মহী আশ্রয় করিয়া অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে প্রভুর শ্রবণমূলে
জন্মিল দানব দুই জন॥
মধু আর কৈটভ নাম, দুই দৈত্য অনুপম,
ব্রহ্মারে করিল বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি, তোমারে করিল স্তুতি
তাহে তুমি হইলা শরণ॥
গোকুলে গোমতী নামা তমোলুকে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে বিজয়া নন্দের ঘরে
হরি সন্নিধানে মহামায়া॥
ভোজরাজ মহাতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা জল মায়া করি কৈলা স্থল
শিবা-রূপে নদী হৈলা পার॥
হরিতে অবনী-ভার কৃপাময় অবতার
যদুকুলে হইলা নারায়ণ।
হইলা নন্দের সুতা না কহে সে সব কথা
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সৃষ্টি।

আদি দেব নিরঞ্জন যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ সনাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলেন মহামতি
আপনারে অসহ্য সমান॥
নাহি কেহ সহচর দেবতা অসুর নর
সিদ্ধগণ চারণ কিন্নর।
নাহি তথা দিবা নিশি না উদয়ে রবি শশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু পরকাশ পরিধান পীত বাস
অন্ধকারে ভাবে ভগবান।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী হার দূর করে অন্ধকার
পুরট মুকুট মণিদাম॥
কণ্ঠে কৌস্তভ আভা নানা অলঙ্কার শোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন জলদ কাঁতি ইন্দু জিনি নখপাঁতি
আজানু-লম্বিত ভুজদণ্ড॥
অচিন্ত্য অনন্তশক্তি হৃদয়ে ভাবেন যুক্তি
জল স্থল নাহি অধিষ্ঠান।
কথার সাঙ্গাতি নাই চিন্তিলেন গোঁসাই
আপনারে অসহ্য সমান॥
চিন্তিতে এমন কাজ এক চিত্তে দেবরাজ
তনু হইতে হইল প্রকৃতি।
চণ্ডীর চরণ সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
প্রকাশে ব্রাহ্মণ নরপতি॥

আদি দেবী।

আদি দেবের শক্তি ভুবন-মোহন মূর্ত্তি
উরিলেন সৃষ্টির কারিণী।
করিয়া সম্পুট পাণি মৃদু-মন্দ-ভাষিণী
সম্মুখে রহিলা নারায়ণী॥
রাজহংসবরজিনি চরণে নূপুর ধ্বনি
দশ নখে দশ চান্দ ভাসে।
কোকনদ-দর্প-হর বেষ্টিত-যাবক কর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
রাম রম্ভা জিনি উরু নিবিড় নিতম্ব গুরু
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।
মধুর কিঙ্কিণী বাজে পরিধান পট্টসাজে
বচন গোচর নহে বেশ॥
রাজহংস মন্দ গতি-হেম জিনি দেহ-জ্যোতি
গজকুম্ভ চারু পয়োধরে।
তাহে শোভে অনুপাম মণি মুকুতার দাম
যেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে॥
হেম-হিল্লিবর হলে কিবা সে তাহার গলে
স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরুপম পরকাশ মন্দ মধুর হাস
ভঙ্গী-নব শিখিবার আশে॥

বন্ধুক কুসুম ছটা ললাটে সিন্দূর ফোঁটা
প্রভাত কালের যেন রবি।
অধর প্রবাল জ্যোতি দশন মাণিকপাঁতি
হুঁহেতে বদল করে ছবি ॥
কপালে সিন্দূর বিন্দু নব অরবিন্দ-বন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তল ছলা
বন্দী করিল রবি ইন্দু ॥
তিল ফুল জিনি নাসা বনপ্রিয় জিনি ভাষা
ভুরুযুগ চাপ সহোদর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশীমুখী
শিরোরুহ অসিত চামর ॥
অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ ভুবনমোহন রঙ্গ
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলী খেলে কপালে কুন্তল দোলে
হেম মুকুলিকা সুশোভন ॥
প্রভুর ইঙ্গিত পায়া আদিদেবী মহামায়া
সৃষ্টি সৃজিতে কৈলা মন।
উমা-পদে হিত চিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

এক দেব নানা মূর্ত্তি হইলা মহাশয়।
হেম হইতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয় ॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিল আধান।
রূপবান হইলা তাতে তনয় 'মহান্' ॥
মহতের পুত্র হইলা নাম অহঙ্কার।
যাহা হইতে হইল সৃষ্টি সকল সংসার ॥
মহতের পুত্র হইতে এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥
এই পঞ্চ জনেরে বলে পঞ্চভূত।
ইহা হইতে প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত ॥
গুণভেদে এক দেব হইলা তিন জন।
রজোগুণে হইলা বিধি মরাল-বাহন ॥
সত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমোগুণে মহাদেব বিনাশ কারণ ॥

ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈলা চারি জন।
সনৎকুমার আর সনক, সনাতন ॥
সনন্দ হইলা তথা চারির পূরণ।
বৈষ্ণবের আদি গুরু, বিরিঞ্চিনন্দন ॥
চারি জনে বুঝিলেন হরি-ভক্তি-সুখ।
পিতৃবাক্য না শুনিয়া সংসারে বিমুখ ॥
চারি পুত্র তাঁর যদি ত্যজে অনুরোধ।
বিধাতা হৃদয়ে রচিল বড় ক্রোধ ॥
সেই ক্রোধ হৃদয়ে রহিল বিধাতার।
তথি জন্ম হৈলা তার নীল-লোহিত কুমার ॥
বাল্যভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন ॥
বিচারিয়া রুদ্র নাম থুইল প্রজাপতি।
উন্মত্ত মহেশ আর শিব পশুপতি ॥
হৃদয় বায়ু বহ্নি আপ্ তারে দিল স্থল।
ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর আকাশ মণ্ডল ॥
ধৃতি বুদ্ধি ঈশী বশী শিবা আর অনিমা।
একভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা ॥
সৃষ্টি করহ পুত্র বাড়ুক পরমাই।
আজ্ঞা লঙ্ঘিল তোমার জ্যেষ্ঠ চারি ভাই ॥
পিতৃবাক্যে দিল শিব প্রজা সৃষ্টি মন।
প্রথমে জন্মাইল প্রেত ভূত দানাগণ ॥
জটা-ভস্ম-হাড়মালা-বিভূতি-ভূষণ।
দেখিয়া বিধাতা তারে কৈলা নিবারণ ॥
ভয়ঙ্কর প্রজা পুত্র না কর গঠন।
তপস্যা করিয়া পুত্র ভজ নারায়ণ ॥
এত শুনি দিল শিব তপস্যায় মন।
তবে জন্মাইল বিধি ঋষি দশজন ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগু দক্ষ ক্রতু।
পুলহ পুলস্ত্য হইলা সংসারের হেতু ॥
বশিষ্ঠ হইলা তথা মুনি মহাতপা।
নারদ হইলা যারে হরি কৈলা কৃপা ॥
আপনার তনু ধাতা কৈল দুই খান।
বামভাগে নারী হইল দক্ষিণে পুমান্ ॥

শতরূপা নারী হইলা রুচি-বর তনু।
পুরুষ হইলা স্বায়ম্ভুব নামে মনু॥
মনুকে কহিল ব্রহ্মা সৃষ্টির বারতা।
প্রজা সৃষ্টি কর পুত্র দূর কর ব্যথা॥
মনুরে কহিল ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণে।
প্রণাম করিয়া মনু পড়িলা চরণে॥
সৃষ্টি সৃজিতে আমি বলিলে গোসাঞি।
কোথা প্রজা বসিবেক এমন স্থল নাই॥
যুগে যুগে প্রজাস্থিতি আছিল অবনী।
অসুরে হরিয়া নিল পাতাল সরণি॥
এ বোল শুনিয়া ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত।
নাসা-পুটে বরাহ হইলা আচম্বিত॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

অচিন্ত্য-অন্তরায় ধরিয়া বরাহ কায়
অঙ্গে শোভে অভ্রপত্র জাল।
ধীরে ধীরে মহারম্ভ প্রবল জলধি অম্ভ
প্রবেশিয়া পাইল পাতাল॥
মহাকায় মহাদন্ত যাঁহার নাহিক অন্ত
সেবক বৎসল ভগবান।
দশনে ধরণী ধরি হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি
তল হইতে করিল উত্থান॥
দশনে কুন্দের আভা, তথি দেবী পান শোভা
তমাল-শ্যামল-বসুমতী।
যেন করি-কর মাঝে সপত্র পদ্মিনী সাজে
ঋষি, সিদ্ধ বেদে কৈল স্তুতি।
জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভুবনপতি
শরীর ঝাড়েন মনে মন।
ছুটে বিন্দু ধূলী যত ভুবন করয়ে পূত
শিরোরুহ তপঃ-সত্য জন॥
জল ত্যজি প্রবল বায় ঝাড়িল সকল গায়
জল ছুটিতে হয় রোম গণে।
পাইয়া বরাহ-গর্ত্ত তাহে জন্মে হয় দর্ভ
মখ-বিঘ্ন নাহি সেই কুশে॥

অখিল পর্ব্বত গুরু মধ্যে আরোপিয়া মেরু
মন্দার-প্রমুখ গিরিচয়।
গন্ধমাদন মাল্যবান্ নীল শ্বেত শৃঙ্গবান
হিম-হেম-মুকুট-হিমালয়॥
প্রথমে উদয় গিরি পাছু অস্ত শিখরী
চৌদিকে বেড়িয়া লোকালোক।
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি তথি যোগের সুখতি
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক॥
সুমেরু উপর ভাগে রবি-রথ-চক্র লাগে
বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর।
গতাগতি করি লক্ষ্য দিবা-নিশি মাস পক্ষ
হৈলা ঋতু অয়ন বৎসর॥
কৃপাময় অবতার হইলা প্রভু শিশুমার
ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হেট যার মাথা।
তথি রাশি চক্র ভর ফিরে প্রভু নিরন্তর
গ্রহ তারাগণ হইল তথা॥
ঊর্দ্ধ লোক হইতে গঙ্গা প্রবল-চপল-ভঙ্গা
মেরু শৃঙ্গে হইলা চারিধারা।
সিতা ভদ্রা বংক্ষু নাম অশেষ গুণের ধাম
অলকা-ধুনী তীর্থ বরা॥
বৃহস্পতি রাজধানী তথি মনু নৃপমণি
শতরূপা সঙ্গে কৈল বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণে গায় শুনিলে কৈবল্য পায়
পঞ্চালিকা করিল প্রকাশ॥

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কুতূহলে।
গুণযুক্ত দুই পুত্র হইল কতক কালে॥
জ্যেষ্ঠ তনয় প্রিয়ব্রত হৈল গুণাকর।
রথচক্রে হইল যাঁর এ সাত সাগর॥
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বিখ্যাত ভুবনে।
ধ্রুব নামে পুত্র তার খ্যাতি ত্রিকালে॥
আকূতি প্রভৃতি হৈলা আর দেবহূতি।
তিন কন্যা হৈল তার রূপ-গুণ-বতী॥
আকূতীকে বিভা দিল রুচি মুনিবরে।
দিলেন যৌতুক তার ভুজঙ্গ ভূধরে॥

কর্দ্দম মুনিকে বিভা দিল দেবহুতি ।
নানা ধন যৌতুক দিলেন প্রজাপতি ॥
প্রসূতিরে পাণিগ্রহণ কৈল দক্ষমুনি ।
জন্মিলা যাহার ঘরে ভবানী আপুনি ॥
ষোড়শ কন্যার মধ্যে মুখ্যা কন্যা সতী ।
যজ্ঞ-কর্ম্ম হেতু দেবী আপনি প্রকৃতি ॥
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি ।
মহেশেরে বিভা দিল মুখ্যা কন্যা সতী ॥
নানা ধন যৌতুক পুরিয়া অভিলাস ॥
বর-কন্যা দক্ষ-মুনি পাঠাইল কৈলাস ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চি-নন্দন ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভন ॥
দেবগণে নিমন্ত্রণ কৈল ভৃগুমুনি ।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা নিল নারদ আপুনি ॥
আইল দেব চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়ে ।
বৃষভে চাপিয়া আইলা দেব চন্দ্র-চুড়ে ॥
মহিষে চাপিয়া আইলা চতুর্দ্দশ যম ।
হরিণের পৃষ্ঠে আইলা উনপঞ্চাশ পবন ॥
রাশিচক্রে চাপিয়া আইলা গ্রহগণ ।
রথে দশদিক্‌পাল করিল গমন ॥
চারি বেদের পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা ।
সভাসদ হৈলা যাতে আপনি বিধাতা ॥
মরীচি কশ্যপ আদি যত দেবঋষি ।
যজ্ঞ-দরশনে আইলা মনে অভিলাষী ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে ।
দেবঋষি আদি আইলা ভৃগুমুনি ধামে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবনারীগণ ।
বিমানে চাপিয়া আইলা [illegible] সদন ।
পাদ্য [illegible] মুনি বসিতে আসন ।
মধুপর্ক আদি দিল নানা আয়োজন ॥
সিদ্ধান্ত করয়ে কেহ (কেহ) করয়ে পূর্ব্বপক্ষ ।
এমন সময়ে তথা আইলা মুনি দক্ষ ॥

দক্ষকে দেখিয়া সবে করিল উত্থান ।
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা করিল প্রণাম ॥
এমন দেখিয়া সবে দক্ষ কোপে রোষে ।
সভাজনে নিবেদয়ে গদ্‌ গদ ভাষে ॥
দেখহ সভার লোক এ বড় দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা ।
আমি আইনু মখ-স্থান না করিল মোরে মান
মোরে নম্র না করিল মাথা ॥
নারদে বলিব কি তার বাক্যে দিনু ঝি
হেন তাপক্রমতি পাপে ।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা অনলে ফেলিনু কন্যা
তনু শোকাইল পরিতাপে ॥
শিবের,—
নাহি জানি আদি মূল কিবা জাতি কিবা কুল
না জানি যে কে বা মাতা পিতা ।
ভূষণ হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদ খেলা
হেন শিব আমার জামাতা ॥
অঙ্গরাগ চিতা-ধূলি কাঁধে ডাকের ঝুলি
বিষধর উত্তরী বসন ।
শ্মশানে যাহার স্থান তারে কেবা করে মান
দেব বুদ্ধি করে কোন্‌ জন ॥
চাহিতে চাহিতে ভাল দুকুল করিলাম কাল
বাম হইল আমারে বিধাতা ।
আমি ছার মন্দধী অনলে ফেলিনু ঝি
সভামাঝে লাজে হেট মাথা ॥
সতী কন্যা গুণনিধি তারে বিড়ম্বিল বিধি
পতি দরিদ্র দিগম্বর ।
মনে নাহি পরিতোষ লোকে গায় ধর্ম্মদোষ
অপযশ গেল দিগন্তর ॥
শ্বশুর যে মত তাত তারে না যুড়িল হাত
সভামাঝে কৈল অপমান ।
নহে লোকে অনুরাগ ঘুচুক যজ্ঞের ভাগ
দেবগণে নহে অবধান ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন ।

তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

—

এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পমান তনু লোহিত লোচন ॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী জল নৈল হাতে।
না হইবে দক্ষ তোর গতি মুক্তিপথে ॥
মহাদেবে দক্ষ যেন বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল বদন ॥
পরস্পর দুই জনে হৈল প্রতিকূল।
জামাতা শ্বশুরে যেন ভুজঙ্গ নকুল ॥
জামতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব হৈল বহুকাল।
দক্ষের হৃদয়ে তাপ বাড়িল বিশাল ॥
শঙ্কর বিমনা হয়া চলিলা কৈলাস।
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপনার বাস ॥
কতকালে কৈল ব্রহ্মা দক্ষের সম্মান।
সকল পুত্রের মধ্যে করিল প্রধান ॥
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।
প্রসাদ করিল তারে কনকের পৈতা ॥
ব্রাহ্মণ পালিতে আজ্ঞা তারে দিল বিধি।
এই হেতু কুল-শ্রেষ্ঠ হইলা পালধি ॥
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষের হৈল বড় দম্ভ।
বৃহস্পতি আনি যজ্ঞ করিল আরম্ভ ॥
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ সুর-নাগ-নরে।
কহিল নারদ মুনি সভাকার ঘরে ॥
বিধি বিষ্ণু শিব বিনা আইলা দেবগণ।
দেব-নাগ-নর আইলা দক্ষের সদন ॥
আকাশে শুনিয়া বিমানের কোলাহল।
দক্ষের দুহিতা চণ্ডী হইলা চঞ্চল ॥
লোক মুখে শুনিয়া দক্ষের কহুত্তর।
নিবেদয়ে শঙ্করে যুড়িয়া দুই কর ॥
দক্ষ প্রজাপতি গোসাঞি তোমার শ্বশুর।
তাঁর যজ্ঞে ত্রিলোক চলিল প্রচুর ॥
তুমি আজ্ঞা দিলে নাথ যাই পিতৃ-বাসে।
বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষে ॥

শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহেন শঙ্কর।
হেন বাক্য অনুচিত কি দিব উত্তর ॥
বিনা আমন্ত্রণে যাবে একি মাথা কথা।
আমার গঞ্জনে সতি পাবে বড় ব্যথা ॥
ভবানী বলেন যাব বাপের সদন।
ইথে দোষ কিবা মোর লোকের গঞ্জন ॥

—

অনুমতি দেহ হর, যাইতে বাপের ঘর,
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে, চলিল বাপের বাসে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে ॥
চরণে ধরিয়া সাধি, কৃপা কর কৃপানিধি,
যাব পঞ্চ দিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ, যাইতে বাপের পাশ,
নিবেদন নাহি করি ডরে ॥
এক তিল যথা যাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
বিধাতা করিল জন্মদুখী।
পর্ব্বত কাননে বসি, নাহি পাশ পড়সী,
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী ॥
সুমঙ্গল সূত্র করে, আইলাম তোমার ঘরে,
পূর্ণ হৈল বৎসর সাত।
দূর কর বিবাদ, পুরাহ মনের সাধ,
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত ॥
পিতা বড় পুণ্যবান, করিবেন অনেক দান,
কন্যাগণে দিবে ব্যবহার।
বসন ভূষণ আদি, পাব বহু নানা বিধি,
ভেদ-বুদ্ধি নাহিক বাপার ॥
সতীর বচন শুনি, কহিছেন শূলপাণি,
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
বাপ ঘরে যদি চল, তবে নাহি হবে ভাল,
ভবিষ্য কহিনু বিমোচন ॥
চলিবারে অনুমতি, নাহি দিল পশুপতি,
দাক্ষায়ণী হৈলা কোপবতী।
সভারে করিয়া রোষ, চলিলা অভয়া-উমা,
একাকিনী বাপের বসতি ॥

হইয়া উন্মত্ত-বেশা আন চণ্ডী মুক্ত-কেশা,
না শুনিয়া শিবের বচন।
শিবের ইঙ্গিত পায়্যা, পাছে নন্দী যায় ধায়্যা,
বৃষবর করিয়া সাজন॥
সারিকা কুণ্ডল পেড়ী, পাছে লয়্যে যায় চেড়ী,
কেহ লয় রিয়নি দর্পণ।
পূরিয়া সুগন্ধি বারি, কেহ লয় জল-ঝারি,
শ্বেত ছত্র ধরে কোন জন॥
ধাইল অনেক সেনা প্রেত-ভূত-যক্ষ-দানা,
নেকা জোকা দুই সেনাপতি।
আগে পাছে দানা ধায় রাঙ্গাধূলি মাথে গায়
দেখি হরষিত হৈল সতী॥
বৃষভ যোগান নন্দী চাপিয়া চলিলা চণ্ডী
শিরে ছত্র নন্দীরে ধরান।
না জানি চলেন কত তিন দিবসের পথ
প্রহরেকে করিল পয়ান॥
পাইল বাপের গ্রাম শুনিয়া সতীর নাম
প্রসূতি ধাইল বেগবতী।
কোলেতে করিয়া সতী প্রসূতি পুলকবতী;
কৈল চণ্ডী মায়ের প্রণতি॥
আনিয়া আপন ঘরে প্রসূতি দিলেন তারে
পাদ্য-অর্ঘ্য-আচমন-জল।
যতেক ভগিনীগণ সভে আনন্দিত মন
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসিল॥
জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে
যান দেবী যজ্ঞের সদন।
মজাইয়া নিজ চিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দক্ষের চরণে চণ্ডী করিল প্রণতি।
হেট মুখে আশীষ করিল প্রজাপতি॥
আজোকে থাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি।
চিরজীবী হউক স্বামী হউক সুমতি॥
মা দেখিয়া যজ্ঞে মাতা শিবের পূজন।
কোপে কম্পবান্ ভয় বাপে জিজ্ঞাসেন॥
শুন বাপা তোমারে করি যে অভিমান।
এবে কেন সতী ঝিয়ে টুটিল সম্মান॥
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধু জন।
সবাকে আসিতে বাপ দিলে নিমন্ত্রণ॥
শিবে আমন্ত্রণ বাপ নাহি কর কি কারণে।
সম্পদে মাতিয়া বাপ না দেখ নয়নে॥
ব্রহ্মা যাঁর বাঞ্ছিত করয়ে পদধূলি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ করে পুটাঞ্জলি॥
অন্য জামাতারে দেও বস্ত্র অলঙ্কার।
শিব পক্ষে ভাল নহে তব ব্যবহার॥
দারুণ দৈবের দোষে আমি তোমার ঝি।
না করিলে ভাল কর্ম্ম নিবেদিব কি॥
এমত শুনিয়া দক্ষ সতীর বচন।
নিন্দিয়া বলেন বাণী শুনে সর্ব্বজন॥
অভয়া চরণে প্রণাম লক্ষ লক্ষ।
অনুক্ষণ রহুমন কায় মনো-বাক্য॥

ঝিয়েন,—

কহিতে উচিত কথা, মনে পাছে পাও ব্যথা,
যেবা ছিল কপালে লিখন।
তোমার কর্ম্মের গতি, স্বামী হৈল বাম-পথি,
তারে যজ্ঞে আনি কি কারণ॥
আরোহণ বৃষোবরে, শিঙ্গা ডম্বুর করে,
ভক্ষণ ধুতুরার ফল।
ভাঙ্গে বড় অভিলাষ, ভুজঙ্গ উত্তরী বাস
ফণী হার ফণীর কুণ্ডল॥
পরিধান বাঘ ছাল, গলাতে হাড়ের মাল,
বিভূতি-ভূষণ দেয় অঙ্গে।
শ্মশানে যাহার স্থান, তারে কেবা করে মান,
প্রেত ভূত চলে যার সঙ্গে॥
আরাধিলে পশুপতি, পাইবে পুত্রের গতি,
অহি সঙ্গে একত্রে শয়ন।
হর শিরে শশিকলা, অহি সঙ্গে যায় খেলা,
দুই জন বঞ্চিত পুজন॥

শুন ঋষি সত্যবাণী, ইথে যজ্ঞে নাহি আনি,
অবশ্য হইবে যজ্ঞ নাশ।
দেখিয়া শিবের গুণ, আর যত দেবগণ,
এক স্থানে না করেন বাস ॥
এতেক পিতার কথা, শুনিয়া ভুবন মাতা,
ক্রোধ মুখে দিলেন উত্তর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

(মল্লার)

শিব নিন্দা শ্রবণে করিব প্রতিকার।
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর ॥
সমুদ্র মথনে ঘোর উঠিল গরল।
তিন লোক দহে যেন প্রলয় অনল ॥
হেন বিষ খায়্যা শিব রাখিল জগৎ।
সম্পদে মাতিয়া মূঢ় না জান মহৎ ॥
পিনাক ধনুক যার অনন্ত শিঞ্জিনী।
আপনি হইলা শর যাতে চক্রপানি ॥
লোক রিপু ত্রিপুর দাহন কৈল হর।
হেন জনে কি কারণে বল কটুত্তর ॥
চরণের নিছনী কুল চরণের রজ।
দুর্লভ মানিয়া যাঁর আশা করে অজ ॥
সহস্র কমলে হরে পূজা করে হরি।
একটি কমল তার শিব কৈল চুরি ॥
মন্ত্র আছে পুষ্প নাহি ভাবে গদাধর।
ডানি চক্ষু দিল নিয়া শিবের উপর ॥
কপালে ধরিয়া চক্ষু হৈলা ত্রিলোচন।
কমল নয়ন হৈলা দেব নারায়ণ ॥
দেব নাগ নরে শিবে করয়ে পূজন।
তোমা বিনা দোষ ভাগে না দেয় কোন জন ॥
গুরুজন নিন্দা শুনি আছাদি শ্রবণ।
যে নিন্দা করে তার করিব শাসন ॥
সেই স্থান ছাড়ি কিবা যাই অন্য স্থান।
পাপ প্রতিকার হেতু তেজিব পরাণ ॥
হৃদয় সরোজে রাখি শিবের চরণ।
দৃঢ় করি ভগবতী পরিল বসন ॥
যোগেতে ত্যজিল তনু জগতের মাতা।
মুকুন্দ রচিল গৌরী মঙ্গল গাথা ॥

সতী যজ্ঞশালে যদি ত্যজিল জীবন।
যজ্ঞ নাশ করিতে চলিল দানাগণ ॥
আগে নন্দী ধাইল দুই দিগে লেখা জোকা।
শত শত দানা ধায় নাহি লেখা জোখা ॥
দেব নাগ নরে সব করে হাহাকার।
সবে বলে দক্ষযজ্ঞে হইল মহামার ॥
বিপক্ষ মারিতে ভৃগু দিলেন আহুতি।
যজ্ঞ হইতে উঠিল অনেক সেনাপতি ॥
রথ তুরঙ্গম আদি উঠিল বহুতর।
খরশরে দানাগণে করিল জর্জ্জর ॥
ভঙ্গ দিয়া দানাগণে পলায় সত্বরে।
বৃষ লইয়া নন্দী উঠিল অম্বরে ॥
শিবের কিঙ্করগণ পাইল হুতাশ।
কান্দিতে কান্দিতে সবে চলিলা কৈলাস ॥
অশ্রুমুখে বার্ত্তা নন্দী দিল মহেশেরে।
কান্দিয়া পড়িলা শিব মহীর উপরে ॥
সতি সতি করিয়া আকুল শূলপাণি।
ত্রিজগত-নাথ হইয়া লোটায় ধরণী ॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল শিব মহীতলে জটা।
বীরভদ্র হইল তথি সঙ্গে বীর ঘটা ॥
তিন সূর্য্য প্রায় তার তিনটা লোচন।
মাথার মুকুট গিয়া ঠেকিছে গগন ॥
শূল হাতে রহে বীর শিবের সম্মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে ॥
প্রণাম করিয়া বীর করে নিবেদন।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর পঞ্চানন ॥
আজ্ঞা দিল শিব তারে যজ্ঞ বিনাশিতে।
বিশেষ কহিল তারে দক্ষকে মারিতে ॥
আজ্ঞা পায়্যা বীরভদ্র চলে শীঘ্রগতি।
নন্দী আদি করিয়া যতেক সেনাপতি ॥
সঙ্গে ষোল কোটি যায় প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় বাজে বিয়াল্লিশ বাজনা ॥

বীরভদ্রের তেজ যেন সূর্য্যের প্রকাশ।
অন্ধকার করি দানা চলিল আকাশ॥
পদভরে টলমল করয়ে ধরণী।
ধুলায়ে আচ্ছাদিত হইলা দিনমণি॥
দক্ষ-যজ্ঞ-শালে বীর দিল দরশন।
যজ্ঞশালা ভাঙ্গয়ে যতেক দানাগণ॥
প্রাণভয়ে দ্বিজগণ দেখাইছে পৈতা।
পরাণে না মারে দানা মারে নাথা গুতা॥

প্রবেশিল বীরভদ্র যজ্ঞ নাশিবারে।
দক্ষের নিজপুর ভাঙ্গিয়া করে চুর
কেহ নিবারিতে নারে॥
ব্রাহ্মণে মারিয়া পুথি নিল কাড়িয়া
ডোর দিয়া দুই ভুজ বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার
পইতা দেখায়ে কান্দে॥
বেগে হোতা ধায় দানা ধরি তার
ক্রোধে উপাড়য়ে দাড়ি।
ছিঁড়িলে বদন ভাঙ্গিলে দশন
মারিয়া শ্রুবের বাড়ি॥
হইয়া রেচতা ধাইল প্রচেতা
বীর তাহে ধরি বান্ধে।
ব্রাহ্মণে না মার ব্রাহ্মণে না মার
পইতা দেখাইয়া কান্দে॥
দক্ষের সেনাবর ছাড়য়ে খরশর
যেন হয়ে পানীর পনালা।
ঠেকি বীরের গায় শর পাছু যায়
যেন হয়ে পুষ্পের মালা॥
ধরি দানাগণে তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলি দিল নাড়া।
অঙ্গ ছিঁড়িল তুরঙ্গ পাড়িল
হাকে রহিল কড়া॥
দক্ষের গজবল ধাইল আগুদল
লোহার মুদগর শুণ্ডে।
ধাইয়া দানাবর করিল জরজর
মুটকি মারিয়া তুণ্ডে॥
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকী মারি দিল টান।
ছিঁড়িল শুণ্ড ভাঙ্গিল মুণ্ড
কঁাকড়ি যেন খান খান॥
ভবের লোচন করিল মোচন
পূষার ভাঙ্গিল দন্ত।
সূর্য্যের ঘোড়া ছিঁড়িলে দড়া
দিগের না পায় অন্ত॥
সঙ্গে দানা ঘটা ধাইল নেঙ্গটা
মূতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে।
কপাট ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার লুটিয়া
ঘৃত মধু ঢালে তুণ্ডে॥
বীরবর লম্ফে, বসুধরা কম্পে
অষ্টকুলাচল ফিরে।
ফণীগণ ছাড়িল মুনিগণ পড়িল
ফণীপতি মাথা ঘুরে॥
উভ করি পাণি নাচে বীরমণি
করিবর গাঁথিয়া শূলে।
রুধিরের পানা আলগছে দানা
পিয়া রণে কুতূহলে॥
দক্ষের কাটি শির ফেলিল মহাবীর
ফেলিল যজ্ঞের কুণ্ডে।
মুকুন্দ নিবেদন শুন হে সভাজন
মহেশ নিন্দার দণ্ডে॥

এমতে দক্ষের যজ্ঞ করিয়া বিনাশ।
শিব সোঙরিয়া বীর চলিলা কৈলাস॥
পলায় সকল দেব বীরের তরাসে।
কেশ নাহি বান্ধে কেহ ছাড়য়ে নিশ্বাসে।
পলায় ত্রিদশ-পতি গজেন্দ্র-গমনে।
কাতর হইয়া বলে বীরের চরণে॥

নাকে মুখে রক্ত পড়ে মূর্চ্ছা ধায় রথে।
পলাইতে ঠেকি গেল বীরভদ্র হাতে ॥
দন্ত ভাঙ্গি গেল বীর তোমার প্রহারে।
শিবের কিঙ্কর আমি না মারিহ মোরে ॥
ধর্ম্মরাজ পলাইতে মহিষ উপরে।
ঠেকিয়া বীরের হাতে পড়িল ফাঁপরে ॥
পরাণে কাতর যম পড়িলা ভুমিতে।
শিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাঁতে ॥
কাতর হইয়া দেব পাইল জীবন।
শিব সোঙরিয়া সবে করিল গমন ॥
বীরভদ্র আসি শিবে করিল বন্দন।
প্রসাদ করিল তারে দিয়া নানা ধন ॥
বীরভদ্র মুখে শুনি যজ্ঞ-বিনাশন।
তপস্যাতে মন দিল দেব পঞ্চানন ।।
সতীর বিচ্ছেদে হর ছাড়িয়া কৈলাস।
হিমগিরি পর্ব্বতে বৈসে হইয়া উদাস ।।
তথা উপস্থিত হইল কমল-আসন।
করযোড়ে ব্রহ্মা কহে বিনয় বচন ।।

ব্রহ্মার স্তবনে শিব পেয়ে মহাসুখ।
কহিতে লাগিলা শিব যত মনোদুখ ।।
তুমি কি না জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত।
যত অহঙ্কার তার তোমাতে বিদিত ।।
বারে বারে সহিনু তোমার মুখ-লাজে।
নাহি দেয় যজ্ঞ-ভাগ দেবতার মাঝে ।।
বাপ ঘর বলিয়া আপনে গেলা সতী।
পাদ্য অর্ঘ্য নাহি দিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি ।।
যজ্ঞ-ভাগ নাহি দিল বসিতে আসন।
সেই অভিমানে সতী ছাড়িল জীবন ।।
বড় মনস্তাপ পাইনু সতীর মরণে।
ক্ষমিব সকল দোষ তোমার কারণে ।।
এতেক বলিল যদি দেব পঞ্চানন।
চলিলা ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের ভবন ।। (১)

পুরীখান দেখিল অঙ্গার ভস্মময়।
অন্তরে হইলা হর পরম সদয় ।।
হাতে জাপ্যমালা প্রভু বসিলা ধিয়ানে।
জীব-সঞ্চারিণী বিদ্যা মনে মনে গণে ।।
যার যেবা হস্ত পদ লাগে সঙ্গে সঙ্গ।
গায়ে উপজিল মাংস পড়িল লোমাঞ্চ ।।
দক্ষে জিয়াইতে হর করে অনুবন্ধ।
মুণ্ড বিনা কেবল নড়িয়া ফিরে কন্ধ ।।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে ধায় রড়ে।
আশে পাশে ঠেকিয়া সে ঘুরে ঘুরে পড়ে ।।
দক্ষের দুর্গতি দেখি সর্ব্ব দেব হাসে।
করপুটে বলে ব্রহ্মা শঙ্করের পাশে ॥
তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরুজন।
দোষ ক্ষমা কর, কেন কর বিড়ম্বন ।।
নাহিক শ্রবণ প্রভু নাহি হস্ত মুখ।
বিনা মুণ্ডে জীবন শরীরে কিবা সুখ ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে চন্দ্রচূড়।
দক্ষের কন্ধেতে যোড় ছাগলের মুড় ॥
পূর্ব্বে শাপ দিল নন্দী দেবের সভায়।
দক্ষ পশু-মুখ হবে খণ্ডনে না যায় ॥

জীয়াবারে দক্ষেরে চলিলা দিগম্বর।
নন্দী আদি যোগায় বাহন বৃষবর ।।
চারি পায়ে বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল।
পালান ভিড়িয়া বান্ধে কেঁদো বাঘ-ছাল ।।
বাঘ ছাল পৃষ্ঠে শিব বৃষবরে সাজে।
মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে ।।
বৃষবর চাপিয়া চলিলা ত্রিপুরারি।
হিমালয় শিখরেতে যেমন কেশরী ।।
বাসুকি সহস্র ফণা শিরে ছত্র ধরে।
সঙ্গীকে দেবগণ মঙ্গল উচ্চারে ।।
ডাহিনে চলিল নন্দী বামে মহাকাল।
আগে পাছে দানা ধায় প্রথমে বেতাল ।।
দক্ষের সদনে গিয়া দিল দরশন।
প্রসন্ন বদন শিব মুক্তির কারণ ।।

১। নিম্নলিখিত পয়ারগুলি আমাদের হস্তলিখিত পুস্তকে নাই।

নন্দীর বচন কভু নহিবেক আন।
আর কিছু না বলিহ কর সমাধান ॥
ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞের ঘরে।
লাগিল দক্ষের কন্ধে শঙ্করের বরে ॥
আইলা গর্গ পরাশর যত মুনিগণ।
গন্ধপুষ্প দিয়া কৈল শিবের অর্চ্চন ৷ (১)
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে হইয়া একচিত।
বলিতে লাগিল সবে সংসারের হিত ॥
এই যজ্ঞে সতী যদি ত্যজিল জীবন।
তাঁহা বিনে সর্ব্বদেব অস্থির মন ॥
শুনিয়া হাসিলা প্রভু দেব-ত্রিলোচন।
আকাশে প্রকাশে যেন চন্দ্রের কিরণ ॥
ততক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষ-বাণী।
হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিলা ভবানী ॥
এমতে দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করিয়া।
শিব হেতু যজ্ঞে প্রাণ ছাড়িল অভয়া ॥
ভক্ত বৎসলা সতা দেবী মহামায়া।
পুণ্যযুত দেখি হিমালয়ে কৈল দয়া ॥
তুষার-শিখর-ভাগ্য নিবেদিব কি।
ভুবন জননী হয়ে হৈলা যার ঝি ॥
মৈনাক যাহার ভাই পরম সুন্দর।
কাটিতে নারিল যার পাখা পুরন্দর ॥

১। এগুলিও আমাদের পুস্তকে নাই।
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।

রত্নময় পুরী তার হইল তখন ॥
যতেক অদিতি দিতি আদি দেবীগণ।
সভারে দিলেন বর অক্ষয় যৌবন ॥
বর দিলা দক্ষে শিব পাও যজ্ঞফল।
থাপিলা যজ্ঞের ভাগ যজ্ঞেশ সকলি।
যার ভাগ না দিয়া যে জন যজ্ঞ করে।
পিশাচ বেতাল আদি তার যজ্ঞ হরে ॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধর।
স্তুতি করে শঙ্করে করিয়া যোড়কর ॥

লোক-সুখ-হেতু তাঁর হইল জন্মদিন।
হিমালয়ের যশে সন্ধ্যা হইল মলিন ॥
পর্ব্বত রাজার ছিল যত কুলাচার।
ওদন-প্রাশন আদি করিল তাহার ॥
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ গৌরীর দিবসে দিবসে ॥
নিবিষ্ট করিয়া মন চণ্ডীর চরণে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

গৌরীর রূপ।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডিকা।
আন বেশ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখী হইল মেনকা ॥
অধর বন্ধুক-বন্ধু বদন শারদ-ইন্দু
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোটা
তনু-রুচি ভুবনমোহন ॥
নাসাতে দোলয়ে মোতি হীরায় জড়িত তথি
বদন কমলে ভাল সাজে।
তুলনা যে দিতে নারি তাহে অতি মনোহারী
তারা যেন সুধাকর মাঝে ॥
গৌরীর বদন শোভা লখিতে না পারি কিবা
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
মলিন চাঁদ সেই শোকে না বিচারি সর্ব্বলোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা ॥
গৌরীর দশন রুচি দেখিয়া দাড়িম্ব বীচি
মলিন হইল লজ্জাভারে।
অনুমান করি মনে ওই শোকের কারণে
পক্ককালে দাড়িম্ব বিদরে ॥
শ্রবণ উপর দেশে যেন মুকুলিকা ভাসে
কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ-পাশে।
আবাড়িয়া মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী সাজে
পরিহরি চপলতা দোষে ॥

স্থূলতা উরুরে ছিল   যলে তা লুটিয়া নিল
উরুস্থল অধম দ্বিরদে।
চরণ চঞ্চল-ভার   লোচন করিল লাভ
নব রূপ আসিতে যৌবনে ॥
দেখিয়া গৌরীর রূপ   চিন্তিত পর্ব্বত-ভূপ
কারে দিব এই কন্যা দান।
উমা-পদে স্থিত চিত   রচিল নৌতুন গীত
শ্রীকবিকঙ্কণ-রস-গান ॥

নারদাগমন।

হিমালয় অনুদিন চিন্তিত অন্তর।
কুলশীল রূপবান্   নিজ বংশ সমান
কোথা পাব কন্যার যোগ্য বর ॥
অকুলীনে দিলে সুতা   সভা-মাঝে হেঠ মাথা
বংশে বংশে থাকিবে গঞ্জন।
মনে নাহি পরিতোষ   লোকে ঘোষে ধর্ম্ম-দোষ
বড় পুণ্যে পাই কুল জন ॥
বিদ্যা-নিবেশিত-মন   যদি পাই কুল-জন
সদাচারী বিনয়-ভূষিত।
সকল দেবের মাঝে   সেই অতিশয় সাজে
করিদন্ত সুবর্ণে জড়িত ॥
মিলি যত বন্ধু-জন   দশ দিকে দেহ মন
কোথা পাব অমলিন কুল।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা   কারে সমর্পিব কন্যা
কবে আমি হব নিরাকুল ॥
বন্ধুজন সভা করি   বিচার করেন গিরি
সভার ভিতরে দিনে দিনে।
ভ্রমেন এমনকালে   নারদ কুতূহলে,
তথা আসি দিল দরশনে ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য আচমন   দিল হেম-সিংহাসন
নিবেদয়ে করিয়া অঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ   পাঁচালী করিল বন্ধ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী ॥

কৃতাঞ্জলি জিজ্ঞাসা করেন হিমগিরি।
কোন বরে বিভা দিব মোর কন্যা গৌরী ॥
হেমন্তের কথা শুনি বলেন নারদ।
গৌরী হইতে বাড়িবেক অনেক সম্পদ ॥
অচিরাৎ হবে গৌরী হরের ঘরণী।
অর্দ্ধ-অঙ্গ দিবে হর গৌরীকে আপনি ॥
এই উপদেশ বলি গেলা হরিদাস।
ত্যজিল হেমন্ত অন্য বর অভিলাষ ॥
এমত সময়ে হর তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে ॥
হর দেখি আনন্দিত হইল হিমালয়।
অঞ্জলি করিয়া নিবেদয়ে সবিনয় ॥
আমার আশ্রম আজি হইল পুণ্যশালী।
সংযোগ হইল যায় তব পদধূলি ॥
আমার জনম আজি হইল সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিবে কুশ-পুষ্প-জল ॥
হেমন্তের স্তুতি কথা শুনি পশুপতি।
গৌরীকে করিতে সেবা দিল অনুমতি ॥
নানা উপহারে গৌরী পূজেন শঙ্করে।
হেনকালে দৈত্য-ভয় অমর-নগরে ॥
তারকের রণে ইন্দ্র হইলা পরাজয়।
দেবগণ মিলি গেলা ব্রহ্মার-নিলয় ॥
তারকের রণ ইন্দ্র করিল গোচর।
ধ্যানেতে জানিয়া ব্রহ্মা দিলেন উত্তর ॥

শুনিয়া ইন্দ্রের কথা   হৃদয়ে পরম ব্যথা
বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সম্মুখে।
আমার যুকতি ধর   উপায় বিশেষ কর
পরিহরি হৃদয়ের দুঃখে ॥
শুন শুন পুরন্দর   আমি তারে দিনু বর
হৈল সেই ভুবনে দুর্জ্জয়।
গাছ আরোপিয়া মাঠে   সে আপনি নাহি কাটে
যদি সেই বিষবৃক্ষ হয় ॥

সংগ্রামে তাহাকে জিনে কেবা আছে ত্রিভুবনে
সংসারে অধিক বল ধরে।
তার সিদ্ধ কলেবর সুখ ভুঞ্জে নিরন্তর
তার বলে ত্রিভুবন হারে॥
বরুণ পবন যম কেহ নহে তার সম
বিষ্ণুচক্রে ক্ষয় নাহি যায়।
মহেশের পুত্র হবে ষড়ানন নাম থুইবে
তবে তার মরণ নিশ্চয়॥
সেই দেব পশুপতি তপস্বী পরম-যতি
আঁখি মিলি নাহি চাহে নারী।
শঙ্করের তেজ সয় হেন নারী কেবা হয়
বিনা দেবী হিমন্ত-কুমারী॥
চল দেব ইন্দ্ররাজ সাধহ আমার কাজ
দেবী আছে শম্ভু সন্নিধানে।
করাইবে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যেন এক অঙ্গ
আরতি দেই কাম বাণে॥
আর যেই কথা কই তারে তুমি হবে জয়ী
যুক্তি করি যাহ নিজ বাস।
অভয়া চরণে চিত রচিয়া নৌতুন গীত
পঞ্চালিকা করিল প্রকাশ॥

মহেশের পুত্র হবে নাম ষড়ানন।
পার্ব্বতীর গর্ভে তার হইবে জনম॥
তার রণে তারকের হইবে নিধন।
সবে মিলি শিবের বিবাহে দেহ মন॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র কৈল হেট মাথা।
অভিপ্রায় বুঝি তারে বলিল বিধাতা॥
অযোধ্যা নগরে আছে ভূপতি মান্ধাতা।
সূর্য্যসম তেজ, কল্প-তরু সম দাতা॥
তাহার তনয় বীর নাম মুচুকুন্দ।
রণ পাইলে হয় তার বড়ই আনন্দ॥
যতদিন নাহি হয় কার্ত্তিক অবতার।
ততদিন মুচুকুন্দে দেহ রাজ্য ভার॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র পরম আনন্দে।
আনিল মিনতি করি রাজা মুচুকুন্দে॥
মুচুকুন্দে তারকে রজনী দিবা রণ।
কামদেবে পান দিতে ইন্দ্র আদেশন॥
দেবগণ মিলি যুক্তি কৈল সুরপতি।
কন্দর্পেরে পান দিয়া দিলেন আরতি॥
চল চল মদন চলহ হিমগিরি।
তপস্যা করেন যথা দেব ত্রিপুরারি॥
আছেন পার্ব্বতী তাঁর হয়ে অনুচরী।
তোমা হইতে মহাদের হৈবে কামচারী॥
ইন্দ্রের বচনে কাম হয়ে ত্বরাযুত।
সঙ্গে নিল সহচর বসন্ত-মারুত॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চবাণ।
মধুর কোকিলসব করে কল গান॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্রে চলিলা মদন।
দণ্ডমাত্রে গেলা যথা দেব পঞ্চানন॥
ধিয়ানে আছেন হর অজিন আসনে।
ঝারী হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে॥
সম্মোহন অস্ত্র বীর পুরিল সত্বরে।
ঈষৎ চঞ্চল হর হইয়া অন্তরে॥
ধ্যান ভঙ্গ হইল হর চারি দিগে চান।
সম্মুখে দেখিল চাপ-ধারী পঞ্চবাণ॥
কোপ দৃষ্টে মহাদেবের বরিষে দাহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা মদন॥
তপ ভঙ্গ হইল শিব গেলা অন্যস্থান।
পর্ব্বতনন্দিনী গেলা পিতৃ সন্নিধান॥

কামকান্তা কান্দে রতি কোলে লয়ে মৃতপতি
ধূলায়ে ধূসর কলেবর।
লোটায়া কুন্তল ভার ত্যজে নানা অলঙ্কার
সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণ তলে রতি সকরুণ বোলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
এবে নিদারুণ হয়া পাশরিলে নিজ জায়া
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥
চিইয়া উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লেহ
পাশরিলে পূরব পিরীতি।

তুমি যাহ যথা তথা আগে আমি যাই তথা
এবে কেনে কৈলে বিপরীতি ॥
মোর পরমায়ু লয়া চিরকাল থাক জীয়া
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইলে তুমি সে গতি ইচ্ছিব আমি
রহিব তোমার পদতলে ॥
শঙ্করে মারিতে বাণ লইলে ইন্দ্রের পান
রতিরে করিলে অনাথিনী।
দিয়া নিদারুণ শোক গেলা প্রভু পরলোক
মোর তরে পোহাইল রজনী ॥
এই হর কোপানল তোমারে করিল বল
না হরিল রতির জীবন।
তোমা বিনে প্রাণপতি তিলেক না জীয়ে রতি
এই বড় রহিল গঞ্জন ॥
কুল শীল রূপ গুণ জীবন যৌবন ধন
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত স্বামীর সখা মোরে আসি দেও দেখা
কুণ্ড করি সাজাহ আনল ॥
কুন্তলে চিরণী দোলে সীমন্তে সিন্দূর জ্বলে
সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
সঘনে হুলহু পড়ে রতি চতুর্দোলে চড়ে
ইন্দ্রের হৃদয়ে বাজে শাল ॥
অনুমৃতা হয় রতি হেনকালে সরস্বতী
আকাশে বলিল হিতবাণী।
উমাপদে হিত চিত রচিল মুকুন্দ গীত।
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী ॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

হিত উপদেশ বলি শুন দেবি রতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি ॥
আনলে পোড়ায়া নষ্ট না করহ তনু।
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামী ফুলধনু ॥
কতদিন থাক গিয়া সম্বরের ঘরে।
তথাই তোমার স্বামী মিলিবে তোমারে ॥
আপনার নাম তুমি না বলিহ রতি।
আজি হইতে নাম তুমি ধর মায়াবতী ॥
রন্ধনশালাতে তুমি হবে অধিকারী।
তনয়া বলিবে তোরে সম্বরের নারী ॥
বল করিবার বুদ্ধি করে যেবা জন।
সেইক্ষণে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
যদুকুলে শ্রীহরি করিবে অবতার।
হরিতে অসুর আদি অবনীর ভার ॥
কংস আদি অসুরেরে করিবে বিনাশ।
অবনীর ভার প্রভু করিবেক হ্রাস ॥
রুক্মিণীরে বিভা প্রভু করিবে প্রথম।
তার গর্ভে কামদেব লভিবে জনম ॥
সম্বর পাইবে নারদের উপদেশ।
কৃষ্ণের সূতিকা-গৃহে করিবে প্রবেশ ॥
চুরি করি লয়া যাবে কৃষ্ণের নন্দনে।
সমুদ্রে ফেলিয়া যাবে আপন ভবনে ॥
বিশাল বোদালি তারে করিবেক গ্রাস।
কৃষ্ণের নন্দন তথি না হইবে নাশ ॥
পড়িবে বোদালি বন্দী ধীবরের জালে।
তোমারে আসিবে ভেট রন্ধনের শালে ॥
বোদালি কুটিতে তুমি পাবে নিজ স্বামী।
সকল বৃত্তান্ত কথা কহি দিনু আমি ॥
কোলে কাঁখে করি তার করিহ পালন।
অতি অল্পকালে সেই পাইবে যৌবন ॥
যদি মাতা বলি তোরে করে সম্ভাষণ।
সেইকালে আচ্ছাদন করিহ শ্রবণ ॥
তার বিদ্যা তারে দিয়া দিও পরিচয়।
সম্বর মারিয়া যেন যায় নিজালয় ॥
সরস্বতী চরণে করিয়া পরণাম।
সত্বরে চলিলা রতি সম্বরের ধাম ॥

গৌরীর তপস্যা।

তপস্যা করেন গৌরী হর পঞ্চ আগে।
আকার টুটাব দেবী দিবসে দিবসে।

একপদে কৃতাঞ্জলি দিবসে থাকেন।
মাঘমাসে নিশাকালে উদকে শয়ন ॥
দিন এক উপবাস দিনেক ভোজন।
ত্যজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন ॥
পঞ্চতপ করেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
উর্দ্ধমুখে দিষা কৈল অরুণ মণ্ডলে ॥
দুই উপবাস করি করিল পারণা।
মহেশ পূজেন গৌরী ধ্যান-ধারণা।
চিন্তিল শিবের পদ মুদিত লোচন।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে কৈল ব্রতের নিয়ম ॥
কৈল ব্রত গিরিসুতা তিন উপবাস।
পারণা করিল শেষে সবে তিন গ্রাস ॥
অন্ন ত্যজি খান মাতা কপিত্থ বদর।
কতকাল পান কৈল কেবল পুষ্কর ॥
বৃক্ষের গলিত পত্র করিল ভোজন।
শিবপদ ধ্যান গৌরী করে অনুক্ষণ ॥
ত্যজিল বৃক্ষের পত্র ত্যজি অন্নপান।
এই হেতু অপর্ণা হইল অভিধান ॥
ছলিতে আইলা প্রভু হইয়া দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসিল শিব, গৌরী দিলেন উত্তর ॥
তপস্বিনী হইয়া কর শিবপদে আশ।
মুকুন্দ রচিল গীত অম্বিকার দাস ॥

শঙ্করের ছলনা।

কহ গো রূপসা কাহার বোলে বামা
ইচ্ছিলে তুমি জটাভার।
হইয়া সুনারী ভজই ভিখারী
বরিলবর দিগম্বর ॥
তুমি গো রূপবতী যেহ হেম দ্যুতী
মাণিক রুচির দশনা।
তৈল নাহি ঘরে ইচ্ছিলে হেন বরে
হইবে বিভূতি-ভূষণা ॥
বসন বাঘ ছাল গলে হাড়-মাল
উত্তরী যার বিষধর।
প্রেত ভূত সঙ্গে চিতাধূলী অঙ্গে
ইচ্ছিলে কেনে হেম বর ॥
কার পুত্র হর না জানি কোথা ঘর
না দেখি ভাই বন্ধুজন।
বরিয়া শূলপাণি হইবে দুঃখিনী
দারুণ দৈব কারণ ॥
শুন গো চন্দ্রমুখি তোমারে আমি দেখি
রূপে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর ভুবনে মনোহর
ইচ্ছিলে বুড়াবর কেনি ॥
দরিদ্র পতি যার বিফল জনম তার
দারিদ্রে গুণরাশি নাশে।
শুন গো গুণময়ি তোমারে আমি কই
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে ॥
থাকিয়া হর-শিরে ভিক্ষুক দেখি তারে
মিলি গঙ্গা রত্নাকরে।
শুন গো গুণময়ি তোমারে আমি কই
দরিদ্রে কেহ না আদরে ॥
ভিক্ষার অনুসারে ফিরেন ঘরে ঘরে
করিয়া ডুম্বুর বাজনা।
গৃহিণী হবে সুখে জনম যাবে দুখে
তোমারে দৈব বিড়ম্বনা ॥
দ্বিজের শুনি কথা বলেন গিরি-সুতা
তপস্বী কর অবধান।
যে যার মনে ভায় সে জন ভজে তায়
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

অণিমা লঘিমা আদি যাঁর অষ্টসিদ্ধি।
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিল বিধি ॥
ত্রিভুবনে দেখি যার পরম সম্পদ।
কে বা সেবা নাহি করে মহেশের পদ ॥
ত্রিভুবন রাখিল করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনে বর কে বা আছে আন ॥

এমত গৌরীর কথা শুনি তপোধন।
পুনরপি কিছু কহিবারে কৈল মন॥
তপস্বীর দেখি কিছু চঞ্চল অধর।
সেই স্থান ছাড়ি গৌরী চলে অন্যান্তর॥
এমত সময়ে হর নিজ রূপ ধরি।
পার্ব্বতীর সম্মুখে রহিলা ত্রিপুরারি॥
মদন-দহন-হর দেখি বিদ্যমান।
সম্ভ্রমে পাসরে গৌরী পূজার বিধান॥
সন্নিধানে দেখে গৌরী ত্রিজগতের নাথ।
অবনী লোটায়া গৌরী করে প্রণিপাত॥
অভিপ্রায় জানি হর বুলেন তাহারে।
প্রসন্ন তোমারে গৌরী, মাল্য দেহ মোরে॥
তপস্যায় বস আমি হইলাম তোমারে।
অঞ্জলি করিয়া গৌরী বলেন শঙ্করে॥
কৃপা করি যদি মোরে দিবে বর দান।
আমার পিতারে যে প্রভু করহ প্রণাম॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর বিনয়।
নারদেরে পাঠাইয়া দিল হিমালয়॥
আসিয়া নারদ মুনি কহিল সকল।
শুনি হিমালয় হৈলা আনন্দে তরল।

হরগৌরীর বিবাহ।

হিমন্ত হরিষে করিল নিজ দেশে,
আনন্দে দুন্দুভি বাজনা।
"অমর নাগ নর আসিবে মোর ঘর
যে মোর আছে বন্ধুজনা॥"
সকল দোষ হীন আজি শুভদিন
গৌরীর বিবাহ মঙ্গল।
শঙ্খ, ভেরী, বীণা, মৃদঙ্গ, বেণু নানা
বাজনে হইল কোলাহল॥
করিয়া শুভক্ষণ আসিল দ্বিজগণ
করিল স্বস্তিক বাচন।
আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
গণপে করিল আবাহন॥
পার্ব্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক বিপ্রমুনি করে বেদ-ধ্বনি
গৌরীর গন্ধাধিবাসনে॥
মহী গন্ধশিলা দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথা বিধি॥
বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপাত্র
মস্তকে করিল বন্দনা।
স্বর্ণ সীথি শিরে অঙ্গুরী দিয়া করে
করিল আশীষ যোজনা॥
রজত-দর্পণ তাম্র গোরোচন
সিন্দূর চামর-পবন।
মোদক দিয়া লাজ পূজিল চেদীরাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা করি বসিলা হিমগিরি
তবে নান্দী-মুখের বিধান॥
অধিবাস আদি শিবের যথাবিধি
করিলেন বেদের বিধান॥
কণ্ঠে হাড়মাল পরিল বাঘছাল
বৃষভে করিল আরোহন॥
প্রমথ পাছু ধায় চলিলা দেব রায়
দিয়ড়ি ধরে দানাগণ।
শিঙ্গার বাজনা করয়ে ভূত দানা
চলিলা যেন রবিসন॥
আইলা ত্রিপুরারি হিমন্ত হাতে ধরি
বসাইল কনক আসনে।
বসন অঙ্গুরী মাল্য দিল গিরি
করিল শিবের বরণে॥
কাঁধে কুম্ভ করি মেনকা সুন্দরী
জল সহে ঘরে ঘরে।

আইয়ো সহ মিলি করে হুলাহুলি
তণ্ডুল মঙ্গল করে॥
রঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণ ভূমে পুরন্দর।
তাঁর সভাসদ রচি চারুপদ
গান মুকুন্দ কবিবর॥

মেনকার খেদ।

মেনকা ঢালিল দধি বরের চরণে।
অঙ্গের ভূষণ দেখে বিষধর গণে॥
অস্থি-ভস্ম-বিভূষণ দেখি কলেবর।
হইলা বিমুখী বামা চিন্তিত অন্তর॥
"চরণে নুপুর সর্প, সাপকটিবন্ধ।
বাগছাল পরিধান দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ বলয়া হার সাপের পইতা।
চক্ষু খায়া হেন বরে দিলাম দুহিতা॥"
কান্দয়ে মেনকা গৌরীর মায়া মোহে।
ঝলকে ঝলকে ঝরে লোচনের লোহে॥
বর দেখি আইয়ো সয় করে কাণাকাণী।
"চক্ষুখাউক কন্যারপিতা, চক্ষেপড়ুক ছানি॥
হেন বরে বিবাহ দিল কি দেখি সম্পদ।
বাপ হইয়া মূঢ়মতি কন্যা কৈল বধ॥"
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি।
আছিল ইসরমূল তথি এককালি॥
ইসর মূলের গন্ধে পলায়ে ভুজঙ্গ।
প্রাঙ্গণের মাঝে হর হইলা উলঙ্গ॥
লাজে পলায় মেনকা করি গুড়িগুড়ি।
সময় বুঝিয়া নন্দী নিভায় দিয়াড়ি॥
ঔষধ সাধিয়া ঘৃত দিলেন কপালে।
ঘৃত যোগে ললাটে নয়ানে অগ্নি জ্বলে॥
অঙ্গুরী বেষ্টিত ছিল গরুড়ের মণি।
তাহার কারণে কারেও না খাইল ফণী॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
ললাটে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো॥
শিবের চরিত্র কিছু বুঝিতে নারিয়া।
ঘরে গেলা মেনকা বিষাদ ভাবিয়া॥
শ্বেত মাছিরূপে চণ্ডী কহিল শ্রবণে।
মনোহর বেশ হর ধরেন ততক্ষণে॥
দেখিয়া বরের রূপ দেখি লাগে ধান্দা।
কি দেখি সাপের মাঝে উদয় কৈল চান্দা।
যোগবলে কৈল শিব মনোহর বেশ।
জটাভার হইল কুন্তল চারুকেশ॥
আছিল বাঘের ছাল হইল বসন।
অঙ্গের ভূষণ হইল ভুজঙ্গমগণ॥
হাড়মালা হইল কনক রত্নমাল।
হরিতাল তিলকে শোভিত কৈল ভাল॥
মুকুটের উপরে তিলক শশিকলা।
ধরিল মদন রিপু মদনের লীলা॥
দেখিয়া বরের রূপ যতেক যুবতী।
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি॥
নিবিষ্ট করিয়া মন মেনকা চরণে।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে॥

নারীগণের পতিনিন্দা।

সবে বলে গৌরীর বর মিলিয়াছে ভাল।
মদন মোহন রূপ ঘর কৈল আল॥
পোয়ের পো হইল, নাতিনের হইল ঝি।
পাক তৈলে চুল পাকিল বয়েস বটে কি॥
রূপে গুণে যৌবনে নাতিনী ঘরে আছে।
হেন বরে বিভা দিয়া রাখি আপন কাছে॥
কেহ কেহ বলে আমার পতি গোদা।
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কোথা॥
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড়ই দুরবার।
গোদে তৈল দিয়া কত তুলিব নাকার॥
কেহ বলে অভাগিনীর কপালে নির্বন্ধ।
আমারে মিলিল পতি দুই চক্ষু অন্ধ॥

কোন দোষ নাহি মোর ঢেঁকি যে পারা।(১)
কোলে কাছে থাকিতে সদাই বলে হারা।।
আর যুবতী বলে সই মোর পতি রোঢ়া।(২)
গুবাক ছেচিতে কত খুজিব যে নোঢ়া।।
দন্ত নাহি ভাল কথা না হয়ে বদনে।
সুধাইতে পুনর্ব্বার করে অপমানে।।
কেহ বলে মোরে দুখ দিলেন ঈশ্বর।
আমার কপালে ছিল কাণা খোঁড়া বর।।
পীড়ায় বসিয়া খোঁড়া থাকে রাত্রি দিনে।
কটু বলে অবিরত, দুঃখ ভারি মনে।।
আর যুবতী বলে সই শুন মোর কথা।
পেট-রোগা দেখি বর বিভা দিল পিতা।।
খাইলে অন্ন জীর্ণ নহে শুইতে নারি কাছে।
পায়ে তৈল দিতে নারি বাতাপীর বাসে।।
আর এক সখী বলে করি একা ঘর।
আমার কপালে ছিল উচ্চশ্রবা বর।।
কহিলে না শুনে সেই করি ঠারাঠারি।
এক কহিলে আর কথা, বুঝাইতে নারি।।
কেহ কেহ বলে আমার পতি ভাল।
কোন গুণ নাহিক কথায় প্রাণ গেল।।
এক যুবতী বলে পতির দন্ত নাই।
ভোজন করিতে গলা করে সাঁই সাঁই।।
দৃঢ়ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারয়ে পিঁড়ার বাড়ী কোণে বসি কান্দি।।
বাদল বরিষা বড় হয় যেই দিনে।
তখনি জানি যে আমি মরণের চিহ্নে।।
নাহি হয় বাহির আন্ধারে বসি ঘরে।
ঘরে বসি * * সেই আখার ভিতরে।।
দেখিয়া শিবের রূপ যত নারীগণে।
নিজপতি নিন্দা করে আপনার মনে।।

বৃষে আরোহণ কৈলা দেব পঞ্চানন।
মধ্যে কাণ্ডার বস্ত্র ধরে কোন জন।।
শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈল সাত বার।
নিছিয়া ফেলিল পান, কৈল নমস্কার।।
মহেশের গলে গৌরী দিল রত্ন মাল।
দেখি দেবগণের সুখ বাড়িল বিশাল।।
আনন্দে পুলক তনু দুজনে ছায়ানী।
হুলাহুলি দেয় যত অমর রমণী।।
ব্রহ্মা পুরোহিত হৈলা বাক্যের বিধান।
হিমালয় আনন্দে করেন কন্যা দান।।
ধেনু, শয্যা, থাল, ঝারী দিল নানা দান।
উত্তম বসন শিবে দিলেন হিমবান্।।
জয়া বিজয়া দাসী দিল পদ্মাবতী।
সমর্পিলা গিরিরাজ মহেশে পার্ব্বতী।।
ক্ষীরখণ্ড দুই জনে করিল ভোজন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোভন।।
নিবাসে রহিলা শম্ভু কুসুম শয়নে।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে।।

গণেশের জন্ম।

গণেশের শুনহ জনম।
যেই হেতু গজমুখ, শুনিলে বাড়য়ে সুখ,
পাতক কলুষ বিনাশন।।
জয়া বিজয়া মিলি, গৌরীর তুলিল মলি,
অঙ্গে দিয়া কুঙ্কুম চন্দন।
একত্র করিয়া মলি, মনোহর পুত্তলি,
গৌরী সৃজিলেন মনোরম।।
বরণ প্রভাত ভানু, খর্ব্ব পীবর তনু,
চারি ভুজ আজানুলম্বিত।
নখ পাঁতি যেন কুন্দ, জিনিয়া শারদ ইন্দু,
যোগপাটা হৃদয়ে ভূষিত।।
পরিধান বাঘ ছাল, গলায় রত্নের মাল,
চারি ভুজে নানা আভরণ।
বিকশিত কোকনদ, জিনিয়া যাহার পদ,
তাহে রুচি মঞ্জীর সাজন।।

১। আমার মত।
২। দন্তহীন।

সুবলিত চারি কর, শ্রীনিবাস (১) মনোহর
নির্ম্মাণ করিয়া দিল হাতে।
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার, নির্ম্মাণ করিল তার,
স্নাহি মলি শির নিরমিতে॥
হেন কালে মহেশ্বর, ভিক্ষা মাগি আইলা ঘর,
লাজে ঘরে প্রবেশে পার্ব্বতী।
জিজ্ঞাসিলা শূলপাণি, কহ জয়া সত্য বাণী,
শালভঞ্জী (২) কাহার নির্ম্মিতি॥
জয়া দিল উত্তর, শুন প্রভু মহেশ্বর,
গৌরী কৈল পুত্তলি নির্ম্মাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

জয়ার শুনিয়া কথা বলেন শঙ্কর।
অভিপ্রায় করি তারে দিলেন উত্তর॥
পুত্র আশা বুঝিলেন পুত্তলি খেলনে।
খেলাবার তরে শিশু নাহিক ভবনে॥
মনেতে ভাবিয়া হর দিল আঁখি ঠার।
নন্দী লইয়া চলিল কাটারী ক্ষুরধার॥
কত দূর গিয়া নন্দী দেখেন কুঞ্জরে।
শুয়ে নিদ্রা যায় গজ উত্তর শিয়রে॥
এক চোটে গজ স্কন্ধ করিল ছেদন।
মাথা লয়ে আইলেন যথা দেব পঞ্চানন॥
পুত্তলির স্কন্ধে আনি যোড়াইল শিব।
শিবের পরশে তার সঞ্চরিল জীব॥
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠি বসিল পুত্তলি।
দেখিয়া মদন-রিপু হৈল কুতুহলী॥
শিবের বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পার্ব্বতীকে গজানন দিল কুতূহলে॥
দেখিয়া বিবর্ণ শিশু কুঞ্জর বদন।
কপালে আঘাত হানি জুড়িল ক্রন্দন॥
এইত বিবর্ণ পুত্রে নাহি মোর কার্য্য।
কেমতে বসিবে শিশু দেবের সমাজ॥

৩। পদ্ম।
৪। কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকা।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তনু দেবের নন্দন।
তার মাঝে কেমতে বসিবে গজানন॥
গৌরীর বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পুনর্ব্বার গেল যথা মহেশের স্থলে॥
গৌরীর বচন শিবে কৈল নিবেদন।
হাসিয়া জয়াকে শিব কহিল বচন॥
এই পুত্র হবে তার ত্রিভুবনের রাজা।
সকল দেবের মাঝে আগে পাবে পূজা॥
ইহারে পূজিবে যত ইন্দ্র আদি রাজ।
কহিল, বসিবে সব দেবতা সমাজ॥
শিবের বচনে জয়া পুত্র লয়ে কোলে।
পুনরপি গেল জয়া ভবানীর স্থলে॥
গৌরীকে বলিল জয়া না ভাবিহ দুখ।
বড় পুণ্যে পাইলে গৌরী পুত্র গজমুখ॥
শিবের বচন জয়া কৈল নিবেদন।
তবে কোলে কৈল গৌরী পুত্র গজানন॥
এতেক শিবের কথা শুনি ভগবতী।
স্তুত বুদ্ধি গণাধিপে করিল পার্ব্বতী॥
চণ্ডিকা চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

কার্ত্তিকেয়ের জন্ম।

কুসুম রচিত ঘরে, পার্ব্বতী শঙ্করে,
কুসুম শয়নে নিয়োজিত।
দুঃসহ মদন শর, দুই অঙ্গ জর জর,
দুই অঙ্গে পুলকে পূরিত॥
কার্ত্তিকের শুনহ জনম।
শুন সবে সেই কথা, যেই হেতু ছয় মাতা,
শুনিলে কলুষ বিনাশন॥
রতি রঙ্গ কুতূহলে, মহেশের বিন্দু টলে,
গৌরী নারিল ধরিবারে।
অনলে ফেলিল গৌরী, অনল সহিতে নারি,
ফেলাইল গঙ্গার নীরে॥

প্রবল চপল ভঙ্গ।, সহিতে নারিল গঙ্গা,
শরমূলে কৈল নিয়োজিত।
কৃত্তিকা আদি করি, চন্দ্রের ছয় নারী,
কুমার দেখিল আচম্বিত ।।
কৃত্তিকা ধরিয়া তোলে,রোহিণী করিয়া কোলে
মৃগশিরা করিল চুম্বন।
আর্দ্রা পুনর্ব্বসু, মানিল পরম অসু,
পুষ্যা কৈল অনেক পালন ।।
স্মরিয়া পূর্ব্ব কথা, হৈল ছয় উপমাতা,
ছয় মুখে দিল স্তনপান।
পুষিয়া পালিয়া সুত, সকল লক্ষণ যুত,
গৌরী কোলে করিল আধান ।।
দুই পুত্র তিন দাসী, দেখি হর অভিলাষী,
গৌরী সঙ্গে আছেন নিবাসে।
গৌরী দৈব নিয়োজনে কলহ হৈল মার সনে
শ্রীকবিকঙ্কণে ভাষে ।।

হরগৌরীর পাশক্রীড়া।

ত্রিপুরা রঙ্গে হরের সঙ্গে
দুহে বসি কুতূহলে।
এমন সময় জয়া পাশা দেয়
হর বলে গৌরী খেলে ।।
পদ্মা বলে বাণী শুন শূলপাণি
যদিবা খেলিবা রঙ্গে।
যদিবা খেলিবে হারিলে কি দিবে
বলি তবে খেল সঙ্গে ।।
বলে ত্রিনয়নী যদি হারি আমি
গায়ের ভূষণ দিব।
যদ্যপি খেলিবে কহ সদাশিবে
তোমার কি ধন পাব ।।
বলে ত্রিপুরারি, শুন তুমি গৌরি,
খেলহ আগেত পাশা।
হারি পরাজয়, দৈবে যদি হয়,
(তবে) করিহ লইতে আশা ।।

শুন মোর বাণা, প্রভু শূলপাণি,
ইহাত না বুঝি আমি।
খেলিয়া হারিবে, কিবা ধন দিবে,
তাহা রাখ আগে তুমি ।।
কথায় না যায় গৌরী ধন চায়
হাসিয়া বলেন শূলী।
শুন মোর পণ আছে যেবা ধন
নিবেত সিদ্ধির ঝুলি ।।
মহেশ শঙ্করী খেলে পাশা সারি
রচিয়া হীরার ঢাল।
বসিয়া খেলিতে লাগিল কহিতে
সাক্ষী হইও মহাকাল ।।
দশ দশ দশে ডাকে ভুবকেশে
চরের গতি খেলে।
দেখি অভিমুখে পাষ্টি ঘষি বুকে
পার্ব্বতী চৌরঙ্গ ফেলে ।।
হাতে করি বলে পদ্মা কুতূহলে
এক দানে দুই কাট।
সাতা সাতা বলি ডাকে ত্রিপুরারি
দোয়া চারি হইল বাট ।
সাতা দুই চারি ডাকে ত্রিপুরারি
ত্রিপুরা ফেলিল দুরী।
পড়িল দুতিয়া সুখ হইল হিয়া
হারিল মদন-অরি ।।
বুদ্ধি পাইলে লোপ শিবের বাড়ে কোপ
বলে পাত আর চাল।
ভিক্ষার কারণে যাইবা বিহানে
জিনি লেহ বাঘ ছাল ।।
পাশা কর দুর শুনহ ঠাকুর
সভার আছয়ে কাজ।
তুমি ভূতনাথ খেল মোর সাথ
হারিলে পাইবে লাজ ।।
পুন খেলে গৌরী দশ দুই চারি
খেলিল করিয়া শলী।

হারিল খেলিয়া ছু ড়িয়া ফেলিয়া
হারিল লাঙ্গমৌলি ।।
কহে সদাশিব আছে মোর দৈব
সম্মুখে নিবসে কাল।
হারিল শঙ্কর দেব দিগম্বর
ছাড়ি দিল বাঘ ছাল ।।
পাশা ছাড়ি যান করিল ভোজন
দুহে কভু ভিন্ন নহে।
শ্রীকবি মুকুন্দ রচি পরিবন্ধ
দেবের চরণে কহে ।।

"জামাতারে পিতা মোর দিল তুমি দান।
তাহে হয় মাস মসুরী তিল কর্ণ ধান ।।
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেহ খোটা।
আজি হইতে তোমার ঘরে পুতিলাম কাঁটা।
মৈনাক তনয় লইয়া সুখে থাক ঘরে।
কভু না সহিব খোটা যাব অন্যান্তরে"।
এত বলি যান মাতা ছাড়ি মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে বহে লোচনের লোহ ।।
শঙ্করে কহিল গিয়া সব বিবরণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ।

গৌরীর সঙ্গে মেনকার কলহ।

পুনরপি খেলাতে বসিলা ভগবতী।
আপনে লইলা কালা রাঙ্গা পদ্মাবতী ।।
হাতে পাটি করিয়া বলেন দশ দশ।
মেনকা আসিয়া দেখি করিল বিরস ।।
"তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল গিরিয়াল,
ঘরে জামাই রাখি পুষিব কত কাল ।।
প্রভাতে খাবার মাঙ্গে কার্ত্তিক গণাই।
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই ।।
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ ছাল।
সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল ।।
প্রেত পিশাচ ভূত নিরবধি সঙ্গ।
শাশুড়ী হয়ে কত কিনে দিব ভাঙ্গ ।।
অভাগ্যেতে ঘটিছে সদাই উৎপাত।
রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকালে হৈল বাত ।।
যদি দুগ্ধ উত্তলয়ে নাহি দেও পানী।
পাশা খেল সবে মিলি দিবস রজনী ।।
মিথ্যা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাস বাস।
ভাত কাপড় কত যোগাব বার মাস।।
দুই পুত্র তিন দাসী স্বামী শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের নাম নাহি জানি ।।
লোক লাজে স্বামী মোর কিছু নাহি কয়।
জামাতার পাকে ঘরে হৈল সর্প ভয়" ।।

শঙ্করের ভিক্ষা।

গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি চলিলা কৈলাস গিরি
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বল নাই চিন্তিলেন গোঁসাই
ভিক্ষাঅন্ন সারে কৈল মতি ॥
ত্রিদশে ঈশ্বর ভিক্ষা মাঙ্গে ঘরে ঘর
আরোহণ করি বৃষবরে।
প্রেত ভূতগণ সঙ্গে নাচেন পরম রঙ্গে
শিঙ্গা ডুম্বুর লইয়া করে ॥
ভ্রমেণ উজান ভাটী হাতে রাঙ্গন লাঠি
কোচ বধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থাল হইতে চালগুলি ভরিয়া রাখিল ঝুলি
কন্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে ॥
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
কুপী ভরি তৈল দেয় তেলী।
ময়রা মোদক দেই সূত্রধার দিল খই
বেণে দিল ভাঙ্গের পুটলী ॥
লবণিয়া দেয় লুণ ঘৃত দধি গোপগণ
তাম্বুলিয়া দেয় গুয়াপান।
বেলা দ্বিতীয় প্রহর শঙ্কর আইলা ঘর
কার্ত্তিক আগে আগুয়ান ॥
শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি চাল পড়ে কতগুলি
নানা দ্রব্য থুইল ঠাঁই ঠাঁই।

দেখিয়া মোদক খই দুইভাই ধাওয়া ধাই
কন্দল বাজিল দুই ভাই ॥
দুঁহারে প্রবোধ করি বাঁটিয়া দিলেন গৌরী
রন্ধন করিল ভবানী।
ভোজন করিল হর গৌরীসুত লম্বোদর
সুখে গেল সেই ত রজনী ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কলহারম্ভ।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী।
শয্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা শূলপাণি ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপন।
বসিলেন মহাদেব অজিন আসন ॥
বামদিগে কার্ত্তিক ডাহিনে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক ছাড়েন শঙ্কর ॥
সম্ভ্রমে আইলা গৌরী করিয়া অঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর হইয়া কুতূহলী ॥
কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইনু ধামে ধামে।
আজি সকাল ভোজন করি রহিব বিশ্রামে ॥
আজি গণেশের মাতা রান্ধিবে মনোমত।
নিমে শিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত ॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমুড়া বার্ত্তাকী কচু দিবেক প্রচুর ॥
রান্ধিবে ছোলার শাক তাতে দিবে খণ্ড (১)।
আলস্য ঘুচাইয়া জ্বাল দিবে দুই দণ্ড ॥
বেশম মাখিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিবে দৃঢ় পাক ॥
ঘৃতে ভাজি শর্করায় ফেলিবে ফুলবড়ি।
চৌয়া চৈয়া করি ভাজ পলতা কাকড়ি ॥
রান্ধিবে মসুরীর সুপ দিয়া টাবা (২) জল
খণ্ড মিশাইয়া তাহা রান্ধিবে কেবল ॥

নটিয়া কাঁটাল বীচি সারি গোটা দশ।
ঘৃতে সম্বরিয়া তায় দিবে আদার রস ॥
খণ্ডে মুগের সুপ উতায় ভাবরে।
আচ্ছাদন থালাথালী তাহার উপরে ॥
কুরুণীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।
পিঠালি মিশাইয়া তাতে দিবে কিছু জল ॥
ঘনকাটি খরজালে রান্ধিবে ভাল ঘণ্ট।
তবে সে পূরিবে মোর উদর আকণ্ঠ ॥
কুল কাসুন্দিতে দিবে জম্বীরের রস।
এ বেলার মত এই রান্ধ ব্যঞ্জন দশ ॥
আপনি উদ্‌যোগ করি রান্ধ যদি গৌরী।
ভোজনের অবশেষে হয় যেন ক্ষীরী ॥
রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নাই ॥
কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার সুধিনু।
অবশেষে ছিল তাহা রন্ধন করিনু ॥
তবে আছিল নাথ পালি দশ ধান।
গণেশের মুষাকে তাহা কৈল জলপান ॥
আজিকার মত নাথ বান্ধা দেও শূল।
তবে সে আনিতে নাথ পারি যে তণ্ডুল ॥
সক্রোধ হইলা হর গৌরীর বচনে।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভনে ॥

আমি ছাড়িব ঘর যাব অন্যান্তর
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর সুখে কর ঘর
লয়ে গুহ গজাননে ॥
ঘরে যত আনি লেখা নাহি জানি
তেঞি অন্ন নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর করে দুর্ দুর্
গণার মুষার পাকে ॥
দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন ঘর হইল বন
বাস করি তরুমূলে ॥

১। গুড় ২। নেবু।

গুহার ময়ূর ধাইতে বড় শূর
সর্প খেদাড়িয়া খায়।
হেন লয় মোরে এই পাপ ঘরে
রহিতে মোরে না জুয়ায়।।
করুণা করিয়া বাঘা বুলে ধায়া
দেখিয়া তাহার চাহনী।
বলদ দুর্ব্বল করে টলমল
নাহি খায় ঘাস পানী।।
আন বাঘ ছাল শিঙ্গা হাড়মাল
ডুম্বুর বিভুতি ঝুলি।
চল অরে নন্দী যাইবে সঙ্গী
ঘরে না থাকিবে শূলী।।
এত বলি হর দেব দিগম্বর
চলিলা বৃষ বাহনে।
"করি আত্মঘাতী" বলেন পার্ব্বতী
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

গৌরীর খেদ।

কি জানি তপের ফলে হর মিলিয়াছে বর।
সই সাঙ্গাতি নাহি আইসে দেখি দিগম্বর।।
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা জটা ধুলী মাথে গায়।
দাঁড়াইতে মাথার জটা ভুমিতে লোটায়।।
একত্রে শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তাহে ধিক্ প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে।।
বাপের সাপ পোয়ের ময়ুর সদাই করে কেলি।
গণার মুষা ঝুলি কাটে আমি খাই গালি।।
বাঘ বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত।
অভাগিনী গৌরীর কপালে সহে এত।।
প্রভুর উরে ফণী দোলে, ললাটে দহন।
জটায় জাহ্নবী, শিরে চন্দ্র লাঞ্ছন॥
কি কহিব আরে সখি মনের দুঃখ কথা।
মিছাই করিয়া মোরে সৃজিল বিধাতা॥
জয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদরে।
সঙ্গে লইয়া যাব মাতা-বাপের মন্দিরে॥
বিনয়ে করিয়া ধার শুধিতে কন্দল।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল॥
কিবা দৈব দোষে আমি সদাই দুঃখিনী।
ভিক্ষার তণ্ডুলে বিধি করিল গৃহিণী॥
পদ্মা বলে অকারণে করহ ক্রন্দন।
কহি আমি তোমার পূজার বিবরণ॥
এমত কহিয়া পদ্মা চণ্ডিকা বুঝান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

পদ্মার উপদেশ।

শুন গো শিখরিসুতা কহি ভবিষ্যের কথা
তোমার পূজার ইতিহাস।
সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চ্চনা আগে
আপনি করহ পরকাশ॥
দ্বাপর যুগের শেষে কলিঙ্গ রাজার দেশে
বিশ্বকর্ম্ম রচিত দেহারা।
মঙ্গল চণ্ডিকা রূপে স্বপন কহিয়া ভুপে,
পূজা লৈবে দৈন্য-দুঃখ-হরা॥
পশুর লইয়া পূজা সিংহকে করিবে রাজা
নিজঘণ্টা দিবে নিদর্শন।
সম্পদ বিপদ তুমি দারিদ্র্য বারিণী তুমি,
কাননে স্থাপিবে পশুগণ॥
প্রথম কলির অংশে জন্মায়া ব্যাধের বংশে
মহেন্দ্র কুমার নীলাম্বরে।
ছলিয়া অবনী আনি নিবে তার ফুল পানী,
অবশেষে নিবে নিজ পুরে॥
তাল ভঙ্গ করি ছলা দেব কন্যা রত্নমালা,
ছলিয়া আনিবে বসুমতী।
গন্ধবণিক জাতি খুল্লনা হইবে খ্যাতি,
বিবাহ করিবে ধনপতি॥
পতি যাবে দেশান্তর ঘরে সতা স্বতন্তর,
বহু বিধা দিবে তারে দুখ।
কাননে পূজিবে তোমা হবে পতি প্রাণ সমা,
বিসঙ্কটে হবে ভত সুখ॥

গৃহে আসিবেক পতি তার সঙ্গে হবে রতি,
গর্ব্ভে সুত হবে মালাধর।
জ্ঞাতি সব করি ছল নাহি খাবে অন্ন জল,
তাহে মাতা হবে শুভকর॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি সঙ্গে লয়ে সাত তরি,
ধনপতি চলিবে সিংহলে।
লজ্জিয়া তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হবে লাট,
বন্দী হবে রাজ বন্দীশালে॥
শ্রীপতি হইবে সুত সঙ্গে সাত তরি যুত,
চলিবেন পিতার উদ্দেশে।
আপনি করিবেন দয়া রাজ কন্যা বিভা দিয়া,
পুনরপি আনাইবে দেশে॥
বিক্রম কেশরী নাম নিজ কন্যা দিবে দান,
কেবল তোমার পূজা ফলে।
হেমঝারি জল গর্ত্তা অষ্টম তণ্ডুল দূর্ব্বা,
পূজা নিবে মঙ্গল বাসরে॥
শুনিয়া পদ্মার বাণী আনন্দিতা নারায়ণী,
বিশ্বকর্ম্মে করিল ধেয়ান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্দ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

পুরী নির্ম্মাণ।

মনে লাগে চণ্ডীর পদ্মার উপদেশ।
যুক্তি করি সখীসঙ্গে উপায় বিশেষ,
বিশ্বকর্ম্মে ভগবতী কৈল স্মরণ।
স্মৃতি মাত্রে বিশ্বকর্ম্মা দিল দরশন॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বিশাই হইল নতিমান।
আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন তারে পাণ॥
তোরে ভার দিনু বাপু নিজ পূজা মূল।
কলিঙ্গ নগরে বাপু রাচবে দেউল॥
এমন বচন যদি বলিল ভগবতী।
বিনয়ে বিশাই পুন করিল প্রণতি॥
তবে মা করিতে পারি দেউল নির্ম্মাণ।
যদি সঙ্গে দেহ মাতা বীর হনুমান॥
প্রসঙ্গ করিতে তথা আইলা মারুতি।
হাতে পাণ দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি॥
উপনীত দুইজনে কংসনদীর কূলে।
শুভক্ষণে আরম্ভ তমাল তরুমূলে॥
সাতান্ন বন্দে বিশাই ধরিলেন সুতা।
ইন্দ্রনীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা॥
মুণ্ডে আরোপিয়া গিরি আনে হনুমান।
নিশির ভিতরে দেউল করিল নির্ম্মাণ॥
হীরা নীল মরকতে করিলেন চূড়া।
রসান দর্পণ লাগে চারিদিক বেড়া॥
ধবল চামর শিরে ত্রিশাখ পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা॥
থরে থরে প্রবাল মুকুতা পাঁতি পাঁতি।
পূর্ণিমা সমান হৈল অমাবস্যা রাতি॥
নানা চিত্র করিল যে করিয়া যুকতি।
হেমময় তথি আরোপিল ভগবতী॥
কাঞ্চনের দুই ঝারি, বৃষভে মহেশ।
ময়ূরে কার্ত্তিক লেখে, মূষাতে গণেশ॥
হনুমান অভয়ার লয়ে অনুমতি।
পাষাণে রচিত কৈল পূজার পদ্ধতি॥
নখে কোঁড়ে হনুমান দীঘী সরোবর।
চারিখান পাহাড় কৈল যেন মহীধর॥
পাষাণে রচিত কৈল চারিখান ঘাট।
নানা বর্ণ পাষাণে রচিত নাছ, বাট॥
শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতী জল॥
সরোবর বেড়ি বিশাই করিল উদ্যান।
রসাল, পনস, রম্ভা, রোপে হনুমান॥
তাল, নারিকেল, রোপে দাড়িম্ব, খর্জ্জুর।
করঞ্জা, কমলা, টাবা, নারঙ্গ, বীজপূর॥
মেহালি, বাকুলি, চাঁপা, টগর, তুলসী।
রঙ্গণ, মালতী, জাতি, শিউলী, আতসী॥
সপ্তদল মল্লিকা, যূথী, কুন্দ, কুরুবক।
রক্তরঙ্গ করবীর আর কুরুণ্টক॥

রজনী সময় গেলা পবন নন্দন।
আনিয়া মলয় হৈতে রোপিল চন্দন॥
নির্ম্মাণ করিতে হৈল নিশি অবসান।
বিদায় করিল চণ্ডী করিয়া সম্মান॥
স্বপ্ন কহিতে যান নৃপতির দেশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী বিশেষ॥

স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষে রাজার শিয়র দেশে,
স্বপ্ন কহেন ভগবতী।
সজল উভয় নেত্র লোমাঞ্চ সকল গাত্র,
শ্রবণ করেন নরপতি॥
শুন হে কলিঙ্গ মহীপাল।
ছাড়ি দক্ষযজ্ঞে অঙ্গ করি তার মুখ ভঙ্গ,
ক্ষিতি নাহি আসি বহুকাল॥
করি বহু পরামর্শ আইলাম তোমার বর্ষ,
লইব তোমার পূজা আগে।
করিব ত্রিপুর ধ্বংস বাড়াব তোমার বংশ,
নৃপতি করিব নর-ভাগে॥
হয়ে তোরে কৃপাময়ী সমরে করাব জয়ী,
এক ছত্রা পালিবে ধরণী।
বাড়াব তোমার যশ ভুবন করাব বশ,
করিব নৃপতি চূড়ামণি॥
কংসনদীর তীরে রচিয়া কুসুম নীরে,
নিরমিনু দেহরা আপনি।
প্রজা পুত্র পুরোহিত সঙ্গে লৈয়া সাবহিত,
আজি পূজিবে নৃপমণি॥
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী,
লিঙ্গধরা নৈমিষ কাননে।
প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুষোত্তমে,
কামবতী গন্ধমাদনে॥
গোকুলে গোমতী-নামা তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্ব-কায়া।
জয়ন্তী হস্তিনা-পুরে বিজয়া নন্দের ঘরে,
হরি সন্নিধানে মহামায়া॥
তুষিতে অমর সর্ব্বে, দেবকী অষ্টম গর্ভে,
হইলাম ক্ষিতি ভার নাশে।
হরিতে কংসের ভীতি যোগনিদ্রা ভগবতী,
থুইল রোহিণী গর্ভ-বাসে॥
ভোজরাজ অবতঙ্কে শ্রীহরি করিয়া অঙ্কে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা জল মায়াপাতি কিছু স্থল,
শিবা রূপে নদী কৈনু পার॥
পরিচয় পায়া রায়, ধরিল চণ্ডীর পায়,
কোকিলে পঞ্চম নাদ পূরে।
হইল প্রভাত কাল উঠিলেন মহীপাল,
আনন্দিত কলিঙ্গ নগরে॥

চণ্ডীপূজা।

শুভ স্বপ্ন দেখি নৃপতি হইলা সুখী,
দিলেন দুন্দুভি ঘোষণা।
"কলিঙ্গ নগরে বিভব অনুসারে,
পূজিবে দেবী ত্রিলোচনা॥"
প্রভাতে করি স্নান দ্বিজে করিল দান,
রায়বারে (১) দিল গজ ঘোড়া।
পাইয়া শুভ কাল রুদ্রাক্ষ কণ্ঠমাল
পূজেন হেম ঝারি যোড়া॥
পূজেন নরপতি আনন্দে হৈমবতী
ব্রাহ্মণে করে বেদ গান।
শঙ্খ জগঝম্প দমক ঘণ্টা ডম্ফ
বাজয়ে ত্বরিত বিধান॥
দেউল আচম্বিত কাঞ্চন কলসিত
দেখিয়া সবিস্ময় মতি।
পুরীর শিশু যুবা বিহঙ্গ পশু কিবা
দেখিতে ধায় লঘুগতি॥
কংসনদী তট উভ তট নিকট
পুরট রচিত দেহরা।
হৈল বেদধ্বনি শুনিয়া কুল-ধনী
দেখিতে ধায় ত্বরতরা॥

১। ভাট; যে ঘোষণা দিয়াছিল।

অমাত্য পুরোহিত কুটুম্ব জ্ঞাতি যুত
বন্দেন সর্ব্বে বারেবার।
প্রশস্ত নানা বিধি খণ্ড মধু, দধি,
নৈবেদ্য দিল স্তারেস্তার॥
মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পড়া, দোখণ্ডী বাজে যোড়া,
মাতঙ্গ পৃষ্ঠে বাজে দামা।
পুরের নিতম্বিনী, বদনে জয় ধ্বনি,
দেখিতে আইল গজগামা॥
অষ্টমী ভৌম বারে, ষোড়শ উপচারে,
নৃপতি পূজে পুণ্যবান্।
মহিষ, ছাগ, মেষ, রোহিত, রাজহংস,
লক্ষেক দিল বলি দান॥
তণ্ডুল অষ্ট দূর্ব্বা, জাহ্নবী জল গর্ত্তা,
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি।
অঞ্জলি সরসিজে, নৃপতি দেবী পূজে,
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী॥
পূজিয়া বারেবার, করিল পরিহার,
ব্রাহ্মণ ভূমে পুরন্দর।
তার সভাসদ, রচি চারু পদ,
মুকুন্দ গান কবিবর॥

কলিঙ্গ ভূপতিকৃত ভগবতীর স্তব।

দুর্গা দুর্গহরা তুমি দুর্গতি নাশিনী।
গোকুল রাখিলা জয়া যশোদা নন্দিনী॥
নিদ্রা রূপা হয়ে তুমি ভাণ্ডিলা প্রহরী।
যখন দেবকী গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি॥
নানা অবতারে মাতা বিষ্ণু সহায়িনী।
দুরিত নাশিনী মাতা দুর্গতি নাশিনী॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তাহে পার কৈলা মাতা হইয়া শৃগালী॥
ভূতলে খণ্ডন হৈলা আপনি প্রাকার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলা কালিন্দীর পার॥
কৌতুকে শুইয়া ছিলা দেবকীর কোলে।
কর পদ ধরি কংস বধিবারে তোলে॥
বিপদ নাশিনী তোমা গায় হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলা কার্য্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥
নন্দগোপসুতা শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ভুবনবিদিতা বিন্ধ্য-শিখর-বাসিনী॥
নানায়ুধ-বিভূষিত-অষ্ট-মহা-ভুজা।
বলি দিয়া দশ লোকপাল কৈলা পূজা॥
রাবণের বধ হেতু মিলিল দেবতা।
তোমার বোধন কৈলা অকালে বিধাতা॥
নানা উপচারে পূজা কৈলা রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল সমরে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরিল কর্ণ মলে।
ব্রহ্মাকে বধিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভি-পদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই অসুরের হৈল নারায়ণে মতি॥
যেই জন করে মাতা তোমার স্মরণ।
সেই জন হয় মাতা সুখের ভাজন॥
কাত্যায়নী পূজা করি পাইল বরদান।
নন্দ গোপসুতা দেবী তাহার প্রমাণ॥
এত স্তুতি কৈল যদি কলিঙ্গ ভূপতি।
বর দিয়া কৈলাস চলিলা ভগবতী॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

পূজার দক্ষিণা দিল হেম দশ তোলা।
শিরোপর লইল বিপ্রের পদ ধূলা॥
দ্বিজে নিয়োজিল নিত্য পূজায় নৃপতি।
শতেক ব্রাহ্মণ নিত্য পড়ে সপ্তশতী॥
শঙ্কর সদনে গৌরী গেলা সেই বেশে।
অংশ রূপে পূজা নিল কলিঙ্গের দেশে।
বিন্ধ্যের নিকটে বৈসে যত পশুগণ।
পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন॥
কেশরী শার্দ্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।
শরভ করভ গজ লইল স্মরণ॥
একে একে পশুগণের কত নিব নাম।
চণ্ডীর চরণে সবে করিল প্রণাম॥

ঊর্দ্ধমুখে পশুগণে করয়ে গোহারি।
কৃপা করি মোর পূজা লহ মহেশ্বরি ।।
অপরাধ বিনা পশু সদাই সশঙ্ক।
বর দিয়া ভগবতি কর নিরাতঙ্ক ।।
পশুগণে সদয় হইলা ভগবতী।
দয়া করি পূজিবারে দিল অনুমতি ।।
আজ্ঞা পাইয়া পশুগণ হরিষে আকুল।
বনে বনে ফিরিয়া আনিল বনফুল ।।
আম, জাম, শেয়াকুল, কালচিতার ফুল।
নৈবেদ্য দিলেন পাদ্য কংস-নদীর জল ।।
প্রদক্ষিণ নমস্কার কৈল বারেবার।
আশীর্ব্বাদ ভদ্রকালী করিল অপার ।।
বাঘে না খাইবে মৃগ, কেশরী বারণে।
তুরঙ্গ মহিষ যে থাকহ এই বনে ।।
অবিরোধে দুহে থাক শশারু খটাশ।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
পশুর স্থাপনে বলে ছয়পদী গীত।

পশুরাজ সভা।

লইয়া পশুর পূজা সিংহকে করিয়া রাজা
নিজ ঘণ্টা দিল মহামায়া।
যে যার উচিত হয় তারে দিল সে বিষয়
কৈল চণ্ডী পশুগণে দয়া ॥
সিংহ তুমি মহাতেজা পশু মাঝে তুমি রাজা
টীকা দিল ভবানী ললাটে।
তুরঙ্গম শুন কথা ধরিবে ধবল ছাতা
থাক তুমি রাজার নিকটে ॥
শরভ কুলীন তুমি সকল পশুর স্বামী
ব্রাহ্মণ যেমন নর মাঝে।
হ'য়ে তুমি পুরোহিত মঙ্গল চিন্তিবে নিত্য
এই কার্য্য আনে নাহি সাজে ॥
দূর কর নিজ শোক শার্দ্দুল ভল্লুক কোক
বনবরা গণ্ডা মহাবীর।
গুরু সনে যেন ছাত্র লইয়া পঞ্চ মহাপাত্র
প্রতিদিন দিবে ফুল নীর ॥
সত্য করি মৃগরাজে অভয় করিল গজে
করাইল সিংহের বাহন।
আনি তথি যোড়া যোড়া বাহন করিতে ঘোড়
বাজন করিল কপিগণ ।।
নিয়োজি চামরী আমি শুন হে চমরি তুমি
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে।
আমি দিনু তোরে ভার ফেরু হও রায়বার
তোর পৃষ্ঠে চড়ি আমি রঙ্গে ।।
বৈদ্য নকুল তুমি খাইবে ইনাম ভূমি
চিকিৎসা করিবে রাজপুরে।
পথ্যের নিয়ম শিক্ষা করিবে পশুর রক্ষা
ভুজঙ্গ না জিনিবে তোমারে ।।
পশুর হাজরা মহিষ খাইবে প্রজার শস্য
তুমি হবে রাজার দুয়ারী।
নিশায় জাগিয়া থাক প্রহরে প্রহরে ডাক
শিয়াল হও কোটাল প্রহরী ।।
নীলসিংহ বারতান বারসিংহা ঢোলকাণ,
পাজা মুর্দ্ধা কারফরমা।
আমার পূজার ফলে থাক সবে কুতূহলে,
বাঘে আর না খাইবে তোমা ।।
উট গাধা ক্ষেতি খাবে রাজার নফর হবে,
সম্পদ বিপদের ভার।
আর যত পশুগণ সবে হবে প্রজাগণ,
মণ্ডল হইবে কালসার ।।

শিবপূজা প্রচার।

যে কালে ভবানী গেলা কলিঙ্গের দেশ।
সে কালে মরতে পূজা নিলেন মহেশ ।।
সপ্ত পাতালে পূজা করে নাগ লোক।
বর দিয়া হর তার দূর কৈল শোক ।।
প্রথমে শিবের পূজা করে দেবগণ।
শুম্ভ নিশুম্ভ আগে করয়ে পূজন ।।

মহিষ চিকুর পূজে বাতাপী হিল্লল।
শঙ্কর পূজিয়া তারা হৈল মহাবল ॥
অবনী মণ্ডলে পূজে ধর্ম্মশীল নর।
জীবন অবধি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর ॥
পুরী মধ্যে দেয় কেহ শিবের মন্দির।
বর পায়ে নর লোক হয় মহাবীর ॥
চৈত্র মাসে পূজে শিব নানা উপচারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে ॥
জিহ্বা কাটে, জিহ্বা ফোড়ে, করয়ে চড়ক
অভিমত স্বর্গে যায়, না যায় নরক ॥
ত্রেতা যুগে সন্ন্যাস করিল দশানন।
তেন মত মরতে পূজেন সর্ব্বজন ॥
পিশাচ দানব শিবে পূজে প্রতিদিন।
যে জন শঙ্কর পূজে নহে ধন হীন ॥
অমরাবতীতে পূজা করে পুরন্দর।
তার সুত কুসুম যোগায় নীলাম্বর ॥
পূজা লয়ে শূলপাণি আইলা কৈলাস।
হেনকালে চণ্ডী গেলা শঙ্করের পাশ ॥
কর যোড় করি চণ্ডী করিল প্রণতি।
আশ্বাসিয়া তাঁরে জিজ্ঞাসিল পশুপতি ॥
কহিল ভবানী তাঁরে পূজার বারতা।
চরণে ধরিয়া কহে শিখর-দুহিতা ॥
তিন দিবসের কথা লয়ে নীলাম্বরে।
পূজার প্রচার তবে হয় মর্ত্ত্যপুরে ॥
নীলাম্বরে শাপ দিবা, যদি লয় মতি।
তবে সে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি ॥
তিল মাত্র নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ।
কেমন প্রকারে আমি দিব তারে শাপ ॥
যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিব, কি দোষ তোমার ॥
অঙ্গীকার কৈল হর চণ্ডী নিল পাণ।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

শক্তিপূজা প্রচারের সূচনা।

সুধর্ম্ম সভায় বসিলা ইন্দ্ররায়,
বিচিত্র সিংহাসনে।
লইয়া পাঁজী পুথি বসিলা বৃহস্পতি,
বসিলা রাজ সন্নিধানে ॥
জয়ন্ত প্রবর দুই ভাই ঈশ্বর,
চৌদিকে শতেক কুমার।
সেবক প্রধান যোগায় গুয়া পাণ,
মিনতি করিয়া অপার ॥
বাজায় শ্রীখণ্ড মুকুন্দা হেমদণ্ড,
চামর ঢুলায় মাতলি।
মাগধ বন্দী ভাট করয়ে স্তুতি পাঠ,
মাথায় করিয়া অঞ্জলি ॥
পাবক আদি করি দিগের অধিকারী
পবন নৈঋর্ত বরুণ।
কুবের প্রভঞ্জন আদি করি দেবগণ
আইলা ইন্দ্রের সদন ॥
আইলা দুর্ব্বাসা ঋষি জৈমিনি অগ্নিরাশি
আইলা ইন্দ্রের ভুবন।
এমন সময় আইলা মহাশয়
নারদ বিরিঞ্চি নন্দন ॥
উঠিয়া প্রণিপাত করয়ে সুরনাথ
বসাইল কনক আসনে।
করিয়া পূজন বার্ত্তা জিজ্ঞাসন
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে ॥

কহ না নারদ মুনি দেশের বারতা।
কহিবে সকল কথা, আসিয়াছিলে কোথা ॥
এ তিন ভুবনে নাহি তোমার সমান।
ভুত ভবিষ্য তুমি জান বর্ত্তমান ॥
নিজ সৃষ্টি রাখিতে সৃজিল দশকেতু।
তোমাকে করিল বিধি পালনের হেতু ॥
ভাগ্যে তব পদরেণু আমার ভবনে।
আজি পবিত্র আমি তোমা দরশনে ॥

আমার সমান কেহ নাহি ভাগ্যবান্।
আমার আশ্রমে মুনি তুমি অধিষ্ঠান ॥
দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লয় মনে।
চিরদিন রবে লক্ষ্মী আমার ভবনে ॥
সেই জনেরি পূজই সকল ভুবনে।
যেই জন তোমার বীণারব শুনে ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলেন নারদ।
মুকুন্দ রচিল গীত মনোহর পদ ॥

ইন্দ্র। কি আর কহিব কথা কহিতে লাগয়ে ব্যথা
নিবেদিতে বড় ভয় করি।
নিবাত কবচ জম্ভ নিশুম্ভ সোদর শুম্ভ
বাড়িল তোমার বড় অরি ॥
সর্ব্ব উপভোগ হীন শত ফুলে প্রতিদিন
দশ দণ্ডে মহাদেব পূজে।
অবধান কর রায় অসুর প্রবল তায়
নিরাহারে শত সম যুঝে ॥
সেই মহাসুরজম্ভ মহাদেব তার দম্ভ
ভুজবলে পর্ব্বত উপাড়ে।
ত্রিভুবনে নাহি বীর তার রণে হয় স্থির
ধিক্ বলি তুলিয়া পাছাড়ে ॥
নানা ফুল রস গন্ধে কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গে
নৈবেদ্য কি বলিব তার।
পূজা-নিকেতনে তার দেয় ষোড়শোপচার
দক্ষিণা কাঞ্চন শত ভার ॥
শিবের করিতে প্রীতি প্রতিদিন নট গীতি
সন্ধ্যাকালে ব্যাল্লিশ বাজন।
যদি পায় চতুর্দ্দশী থাকে বীর উপবাসী
নিশাতে করয়ে জাগরণ ॥
কিবা শর্ব্ব ধ্যান করি পূজে বীর ত্রিপুরারি
এ বড়ি সন্দেহ মোর মনে।
বুঝিনু দৈত্যের কার্য্য লইবে কাহার রাজ্য
তাহা আমি করি অনুমানে ॥
ভোগ কর নানা রঙ্গে থাকহ কামিনী সঙ্গে,
রাজভোগে সব পাসরিলে।
শিবের পাইয়া বর দৈত্য হৈল ধনুর্দ্ধর,
কোন দিন পড় গণ্ডগোলে ॥
ছাড়িয়া সকল কাজ এক চিত্তে দেবরাজ,
মহাদেবের করহ পূজন।
করিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ ॥

সুরলোক সহিতে উঠিয়া সুরপতি।
চরণে ধরিয়া তাঁর করিল প্রণতি ॥
উপদেশ বলিয়া চলিয়া গেল মুনি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে মুনি গেলেন অবনী ॥
পুনর্ব্বার সভাতে বসিলা সুররায়।
নিবিষ্ট করিয়া মন শিবের পূজায় ॥
বৃহস্পতি বসিলা লইয়া পাঁজী পুথি।
বিচার করেন গুরু, বার শুভ তিথি ॥
বিচার করিল গুরু, কালি শুভ দিন।
গুণ বহুতর আছে দোষ বিহীন ॥
মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হৈলা ভক্তিমান।
জয়ন্তরে ডাকিয়া দিলেন গুয়া পাণ ॥
প্রভাতে উঠিয়া পুত্র তুমি কর স্নান।
উপহার পূজার করহ সাবধান ॥
শচীরে দিলেন পাণ চন্দনের তরে।
পুষ্প তুলিবারে পাণ দিল নীলাম্বরে ॥
পাণ নিতে নীলাম্বর যোড় কৈল কর।
ডাকিল শকুনি তার মাথার উপর ॥
জ্যেঠীরব নীলাম্বর শুনিল শ্রবণে।
দৈব-দোষে তাহা না শুনিল কোন জনে ॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নীলাম্বর।
বাধা পড়িল গোঁসাই মাথার উপর ॥
পুষ্প তোলা বিনে অন্য করিব আরতি।
রোষ যুত হৈয়া তারে বলে সুরপতি ॥

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

নীলাম্বর! পুষ্প তুলিবারে লহ পাণ।
দ্বিধা খুচাইয়া মনে প্রবেশ নন্দন বনে
মোর বাক্যে কর অবধান ॥

না পাঠাব তোরে রণে দুরন্ত অসুর সনে,
না পাঠাব তোরে দূর দেশ।
সবে দণ্ড চারি যাবে কুসুম আনিয়া দিবে,
উহাতে ভাবহ কেন ক্লেশ ॥
যযাতির পুত্র পুরু মহান্ চরিত্র চারু,
জরা নিল পিতার বচনে।
শান্তি রসে দিয়া মন দিল নিজ যৌবন,
যশ তার ঘোষে ত্রিভুবনে ॥
আজ্ঞা দিলেন তাত, বনে গেলা রঘুনাথ,
ছাড়িয়া কনক সিংহাসন।
জানকী লক্ষ্মণ সাথে প্রবেশে কানন পথে,
যশে পূর্ণ হৈল ত্রিভুবন ॥
বাপের আজ্ঞাতে সুত কর্ম্ম করে অদ্ভুত,
নিদর্শন তাতে ভৃগু সুতে।
শুনিয়া বাপের কথা কাটিল মায়ের মাথা,
যেই যশ ঘোষে অবনীতে ॥
বিষম আরতি নয় সবে যাবে দণ্ড ছয়,
নন্দন কানন ভিতরে।
নিকটে কুসুম আছে, চড়িতে না হবে গাছে,
আরাধন করিব শঙ্করে ॥
রোষ যুত পুরন্দর দেখি বাল নীলাম্বর,
অঞ্জলি করিয়া নিল পাণ।
সাজি আকুড়ি হাতে চলিলা কানন পথে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন।

গঙ্গাজলে করি স্নান শুক্ল ধুতী পরিধান,
প্রভাতে চলিলা নীলাম্বর।
সাজি আকুড়ি হাতে চলিলা কানন পথে,
স্মরণ করিয়া মহেশ্বর ॥
নীলাম্বর গণিয়া তোলেন শত ফুল।
প্রবেশি নন্দন-বনে কুমার হরিষ মনে,
ছয় ঋতু দেখিল সঙ্কুল ॥

তোলে, কহ্লার কেবল কালা,
পানীশিয়লী পানীকালা,
কমল কহ্লার ইন্দীবর।
অশোক কিংশুক ঝাটী যাতি যূথী মুকুভাটী,
রঙ্গণ তুলসী নাগেশ্বর ॥
তোলে, কুরুবক কুরুন্টক পানীফল কুরুবক,
কদম্ব কনক-করবীর।
লবঙ্গ অতসী দোনা গলঘষী বাঘা-সোণা,
প্রত্যঙ্গিরা তোলে মহাবীর ॥
কুমার হরিষ মন তুলিল কদম্ব বন,
আচু চাঁপা কুন্দ কেশর।
শ্বেত রক্ত নীল ওড়, তুলিল কুসুম যোড়,
শ্বেত রক্ত তুলিল টগর ॥
শিয়লী বান্ধুলী দূর্ব্বা বন করবীর গর্ব্বা
অসতী শিয়লী পারিজাত।
অপামার্গ বাঘ-সোণা সাঁই তোলে নাকদোনা
রক্তোৎপল আর অবদাত ॥
বিশলাঙ্গ দীর্ঘজটা বৃহতী ঘুচায়া কাঁটা
ভুমিচম্পা তিলক সপ্তলা।
আমলা কুড়চি কেয়া মদন বাসক জয়া
কামরূপী তুলিল পাটলা ॥
সান তোলে ঘাটুফুল কনাকাতা তোলে মুল
বাসন্তিক আখণ্ড শ্রীফল।
নোয়াইয়া ধরি ডাল তমাল পিয়াল শাল
দুই হাতে তুলিল হিজল ॥
আকন্দ পলাশ কাঁটা কর্ণিকার শ্বেতজটা
সূর্য্যমণি তুলিল গুলাল।
বিবসনা ভারদ্বাজী তুলিয়া পুরিল সাজি
কোকিলাক্ষী চিত্রাক্ষী দুলাল ॥
সেউতি কর্কটি যূথী ইন্দু-ফুল তোলে ইতি
বান্ধুলী তুলিল সদাবরী।
করত জগল সোণা দাড়িম্ব মুদ্গিত ফণা
রামতুলসী তুলিল বিদারী ॥
হইল পূজার বেলা গাঁথিল শতেক মালা
নীলাম্বর আইল ধাওয়াধাই।

আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে থুইল পূজার স্থলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গাই ॥

ইন্দ্রের শিবপূজা।

মঙ্গল, চৌদিগে জয় জয় পূজেন মৃত্যুঞ্জয়
অনন্যভাবে ভূতনাথ।
দোখণ্ড বাজে যোড়া মৃদঙ্গ শঙ্খ পড়া
শতেক পুত্র লয়্যা সাথ ॥
দিবস পুরজন রাগিণী সাম গান
রুদ্রের অশেষ মহিমা।
নারদ বীণাপাণি গায়েন বেদধ্বনি
শঙ্কর গুণের গরিমা ॥
শঙ্কর প্রেম দীঠে বসাইল হেম পীঠে
পাখালেন শিবের চরণ।
বসনে পদ্ম মুছি নিছিয়া ফেলিল শচী
বসন অমূল্য রতন ॥
শিবের মহাস্নান করিল যত্নবান্
শতেক ভার গঙ্গাজলে।
মৃগাঙ্ক জিনি ভাস পরাইল দিব্যবাস
কস্তুরী টীকা দিল ভালে ॥
কুঙ্কুম চন্দন কস্তুরী লেপন
বাস দিল হর অঙ্গে।
ষোড়শ উপচারে পূজেন শঙ্করে
সকল পুরজন সঙ্গে ॥
ডমরু ডিমডিমি বাজান দেবস্বামী
সুসজ্জ ঘন ঘন শিঙ্গা।
প্রমথপতি কাছে ত্রিদশপতি নাচে
ডমরু বাজে ধিঙ্গধিঙ্গা ॥
স্মরণ গদ্যপদ্যে সঘন মুখ বাদ্যে
অষ্টাঙ্গ দণ্ড-প্রণতি।
বাসব পূজে নিত্য একান্ত ভাব চিত্ত
তুষিল দেব উমাপতি ॥
নৈবেদ্য নানাবিধ খণ্ড মধু দুধ
শর্করা পুরি হেমথালা।
সুগন্ধি ধূপদান আমোদ কৈল ধাম
জ্বালিল রত্ন দীপমালা ॥
এতেক বিধানে পূজেন দিনে দিনে
নিয়ম দ্বাদশ বৎসর।
ভ্রমিয়া বনে বনে করিয়া যতনে
পুষ্প তোলেন নীলাম্বর ॥
আপন ব্রতের কথা সাধিতে শিখরী-সুতা
কাননে উরিলা ভবানী।
ভবানী চরণে চিত রচিল নৌতুন গীত
বদনে নাচে যার বাণী ॥

ভগবতীর মৃগীরূপধারণ।

পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দন কাননে আসি পাতিলেন মায়া ॥
ফুলহীন কৈল দেবী সকল কানন।
ফল ফুল বিহীন হইল সকল উপবন ॥
বাম করে সাজি, আকুড়ি ডানি করে।
প্রবেশিল নীলাম্বর মালঞ্চ ভিতরে ॥
ফুলহীন বন দেখি ভাবে নীলাম্বর।
কোথা পাব শত ফুল প্রহর ভিতর ॥
ফুলের অভাব চিন্তা নীলাম্বরে পায়।
রথে চড়ি নীলাম্বর বসুমতী যায় ॥
যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠভার লয়্যা যায় পথে ॥
উপনীত নীলাম্বর হইলা বিজুবনে।
তথা ধর্ম্মকেতু তাড়া দিয়াছে হরিণে ॥
রূপসী হরিণ লইয়া আপনি অভয়া।
ব্যাধের সম্মুখে আসি পাতিলেন মায়া ॥
রৈয়া রৈয়া যান মাতা দীঘল তরঙ্গে।
তার কাছে ব্যাধ যেন উড়য়ে পতঙ্গে ॥
আকর্ণ পুরিয়া মহাবীর এড়ে শর।
শর ছাড়ি দিতে দেবী হইলা অন্তর ॥
অনিমিখ নয়নে দেখিল নীলাম্বর।
ফুল চিন্তা দূরে গেল ভাবেন কোঙর ॥

নীলাম্বরের খেদ।

বসিয়া তরুর তলে ভাসিয়া লোচন জলে
বিষাদ ভাবয়ে নীলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল ব্যাধের জনম ভাল
কেনে হৈলাম ইন্দ্রের কোঙর ॥
এই ব্যাধ ভাল জীয়ে তৃষাকালে পানী পিয়ে
যথাকালে করয়ে ভোজন।
পুরমথনের পূজা যাবৎ না করে রাজা
ততক্ষণ উদর দাহন ॥
এই ব্যাধ গুণধাম বনবাসী যেন রাম
মৃগ দেখে মারীচ সমান।
সিংহ জিনি মাঝাদেশ লতায় জড়িত কেশ
অভিনব যেন পঞ্চবাণ ॥
না করিনু কোন কর্ম্ম বিফল দেবতা জন্ম
বিদ্যার না করি অন্বেষণ।
না করিনু ধনু শিক্ষা কেমতে পাইব রক্ষা
যদি হয় দেবাসুরে রণ ॥
সাজি দণ্ড হাতে করি প্রভাতে কাননে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকার।
চরণে কণ্টক ভুঁকে আঁচড় শতেক বুকে
নিদারুণ দৈব আমার ॥
হইয়া বড় আকুল সম্ভ্রমে তুলিল ফুল
শ্রীফল কণ্টক ছিল তথি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী কলিল বন্ধ
বেগে রথ চালায় সারথি ॥

মহাদেবের কোপ।

দেখিল অনেক বেলা শচীর কোঙর।
দুই করে তোলে ফুল কানন ভিতর ॥
ঘন বেলা পানে চা'য় তৃষায় আকুল।
যত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল ।।
কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া ॥
ব্যোমযানে নীলাম্বর আইলা লঘুগতি।
সুতের বিলম্বে বড় ইন্দ্র ভাবিত ।।
খেলায় উন্মত্ত পুত্র কৈল কিবা পাপ।
আজি অবশ্য হর তাকে দিবে শাপ ।।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করিয়া সবিলম্ব।
নীলাম্বর আইলে পূজা করিল আরম্ভ ।।
কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হর শিরে।
কণ্টক ভুঁকিল দুঃখ পাইল অন্তরে ।।
দারুণ পিপীলিকা তায় প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে ।।
অনল সমান পোড়ে পিপীলিকার বিষ।
অভিমানে কৈল হর মনে বিমরিষ ।।
শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদশ অধিকারী।
কিসের কারণে পুত্র জনম ভিখারী ।।
করহ আমারে ইন্দ্র কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি করি কর বিড়ম্বনা।
পাট-নেত বাস পর, গলে রত্নমালা।
আমার পরিধান বাঘছাল গলে হাড়মালা ॥
অচল কমলা তোর সম্পদ বিশাল।
পরিহাস কর মোরে দেখিয়া কাঙ্গাল ॥
পুরহর ভ্রূকুটী নিষ্ঠুর ভীম মুখে।
নয়নে নিকলে অগ্নি ঝলকে ঝলকে ॥
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে পুরন্দর।
মোর দোষ নাহি ফুল তোলে নীলাম্বর ॥
নীলাম্বরে জিজ্ঞাসেন প্রভু শূলপাণি।
ভয় ত্যজি নীলাম্বর কহ সত্য বাণী ॥
কহিল কুমার সত্য যে দেখিল বনে।
চণ্ডিকার সত্য কথা হর কৈল মনে ॥
মোর সেবা ছাড়ি ইচ্ছা কর হৈতে ব্যাধ।
ত্বরিতে চলহ মহী দিনু অভিশাপ ॥
হেন বাক্য হৈল যদি শঙ্করের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে নীলাম্বরের মুণ্ডে ॥

শিবের প্রতি নীলাম্বরের স্তব।

চরণে ধরিয়া হরে কুমার মিনতি করে,
অপরাধ ক্ষম মহাশয়।

অতি লঘু মোর পাপ দিলে গুরু অভিশাপ,
ব্যাধ কুলে জনম নিশ্চয় ॥
অবহেলে পাণিপুটে পান কৈলে কালকূটে,
ত্রিভুবন কৈলা পরিত্রাণ।
তুমি অতি গুণধাম, সেবকে হইলা বাম,
মোরে দৈব হইল নিদান ॥
সুর নর নাগ যেবা করয়ে তোমার সেবা,
কেহ নাহি অধোগতি হয়।
না দেখি এমন সৃষ্টি চন্দ্র হৈতে বিষ বৃষ্টি,
চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয় ॥
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাম কাম অরি,
ফুল যোগে হবে অনুকূল।
নির্ব্বন্ধ দৈবের পাশে ভরা দিলাম লভ্য আশে
হরি হরি নাশ গেল মূল ॥
বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়,
যেই ইচ্ছা করহ তেমন।
কৃপা কর দেববর্য্য না চাহি নরক স্বর্গ,
তোমার চরণে রহু মন ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া দুখ লাজে কৈল হেট মুখ,
আজ্ঞা কৈল দেব পঞ্চানন।
হইয়া চণ্ডিকা ভক্ত চারি মাসে হবে মুক্ত,
আসিবে আপন নিকেতন ॥
এমত বলিতে হর আইল মহেশ্বর জ্বর,
নীলাম্বরে কৈল আলিঙ্গন।
চৌদিগে বান্ধব মেলা গলাতে তুলসী মালা,
গঙ্গা নীরে করিল শয়ন ॥
নিশি দিশি তুয়া সেবি রচিল কুমুন্দ কবি,
নৌতুক মঙ্গল অভিলাষে।
কি কব তোমার আগে গোবিন্দ ভকতি মাগে
শ্রীকবি কঙ্কণ রস ভাষে।

শিবের প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

মন্দাকিনী জলে যদি পড়ে নীলাম্বর।
হর প্রদক্ষিণ ইন্দ্র কৈল বারেবার ॥
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর।
কৃপা কর মহাদেব ক্ষম এক বার ॥
পাত্র মিত্র পরিবার শোকেতে নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়।
যে জন শঙ্কর পূজে তার কিবা ভয় ॥
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি।
ত্রিভুবন জিনে, তার কি করে মুকতি ॥
জন্ম জরা মৃত্যু শোক ব্যাধি দৈন্য দোষ।
তাবৎ, যাবৎ নহে তোমাণর সন্তোষ ॥
মোর নিবেদনে প্রভু কর অবধান।
পুষ্প তুলিবারে দেহ পুত্র পুনঃ প্রাণ ॥
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিল হর।
অঞ্জলি করিয়া প্রাণ নিল পুত্রবর ॥
হরপদ কমলে মজুক নিজ চিত।
ছায়ার প্রসঙ্গ না ছাড়ি গাব গীত ॥

ছায়ার সহমরণ।

হৈল জলশায়ী পতি ইন্দ্রবধূ ছায়াবতী,
লোকমুখে শুনিয়া বারতা।
চৌদিগে বেষ্টিত সখী সন্তাপে মলিন আঁখি
হরি হরি নোড়রে বিধাতা ॥
ইন্দ্র বধূ কান্দে ছায়া ত্যজিয়া সকল মায়া,
স্বামী মৈল প্রথম যৌবনে।
নীলাম্বর করি কোলে বসিলা গঙ্গার জলে,
হৃদয়ে যুগল মুষ্টি হানে ॥
পড়িয়া চরণ তলে ছায়া সকরুণ বলে,
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক দারুণ হৈয়া পাসরিলে নিজ জায়া,
দূর কৈলে সোহাগ সম্মান ॥
চিন্ময়া উত্তর দেহ ছায়ারে সংহতি লেহ,
পাসরিলে পূরব পিরীতি।
তুমি যখন যাও যথা আগে আমি যাই তথা,
এবে কেন কৈলে বিপরীত ॥

মোর পরমায়ু লয়া চির কাল থাক জীয়া,
আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি সে গতি পাইব আমি,
রহিব তোমার পদতলে ॥
যতেক করিনু আশ সকলি হইল নাশ,
অবশেষে ত্যজিলে জীবন ॥
বিধাতা হইলা বামা আর না দেখিব তোমা,
বিধি কৈল অকালে মরণ।
তোমারে তুলিতে ফুল বিধি হৈল প্রতিকূল,
জীবন ত্যজিলা হর শাপে।
খণ্ড-কপালী ছায়া শঙ্কর ত্যজিল মায়া,
ডুবিলাম পরম পরিতাপে ॥
দেহযোগ নহে সত্য কেবল মরণ নিত্য,
সর্ব্বলোকে এই কথা জানে।
যৌবনে মরণ কাল হৃদয়ে রহিল শাল,
প্রবোধ পরাণে নাহি মানে ॥
আলাইল কুন্তল-ভার ত্যজে নানা অলঙ্কার,
সঘনে নাড়য়ে আম ডাল।
সুরপুরে কোলাহল সবার লোচনে জল,
শচীর হৃদয়ে বাজে শাল ॥
ঢালি বহু ঘৃত ভাণ্ড জ্বালিল অগ্নির কুণ্ড,
সুরনদী তটে সুরপতি।
দুই কুলে দিয়া বাতি জীবন ত্যজিল সতী,
পতির চরণে দৃঢ় মতি ॥
বিদায় হইয়া শিবে লয়া দুজনার জীবে,
গেলা চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিনু বন্ধ,
রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে ॥

নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ দান।

প্রভাতে দ্বাদশী অভয়া উপবাসী,
হইলা জরতী ব্রাহ্মণী।
আইলা ভিক্ষার আশে ধর্ম্মকেতুর বাসে,
নিদয়া দিলেন পাঁজা পানী ॥
কল্যাণ করেন ভগবতী।
পারণার হেতু ভিক্ষা দেহ গো প্রাণের রক্ষা,
অচিরে হইবে পুত্রবতী ॥
ঠাকুরাণি! সফল করহ মোর আশ।
পাইয়া তোমার বর যে হইবে বংশধর,
তোমার করিয়া দিব দাস ॥
কহি যে সত্য বাণী ঔষধ আমি জানি,
কুমার জনম কারণ।
দিলে গো নাসাপুটে, সোহাগ নাহি টুটে,
হইবেক পুত্রের জনন ॥
নিদয়া! বচন মিথ্যা নহে মোর।
স্নান করহ তুমি ঔষধ খুঁজি আমি,
হইবেক বংশধর তোর ॥
ত্বরায় পুত্রের আশে স্নান করিয়া আইসে,
নিদয়া বসিল ঊর্দ্ধ মুখে।
মক্ষিকা রূপ-ধর প্রবেশিল নীলাম্বর,
ঔষধ দেবী দিল নাকে ॥
নিদয়া পায়ে পড়ি দিল চাল দাল বড়ী,
দিলেন কড়ি চারি পণ।
চণ্ডীর আদেশে হীরার গর্ভবাসে,
ছায়াবতী লভিল জনম ॥

নিদয়ার গর্ভ।

সেই দিন মহাবীর রতি-রঙ্গ রমণে।
দৈব-যোগে গর্ভ তার বাড়ে দিনে দিনে ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসে ত লোকে করে কাণাকাণি ॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন।
ছয় মাসে হৈল তার অলস চরণ ॥
সাত মাসে নব বাস দিল ধর্ম্মকেতু।
গণকে জিজ্ঞাসে পুত্র জনমের হেতু ॥
অষ্ট মাসে নিদয়ার বাড়িয়া যায় পেট।
চলিবারে না পারয়ে, চাহিতে নারে হেঁট ॥

নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেয় ব্যাধ।
নিদয়া স্বামীকে কহে ভাবিয়া বিষাদ॥

সাধ ভক্ষণ।

প্রাণনাথ! কাল গর্ব্ভ হৈল কোন ফলে।
অরুচি হৈল সকল ওদন ব্যঞ্জন—জল,
পেটে ক্ষুধা, মুখে নাহি চলে॥
গর্ব্ভের দেখিয়া ভর মনে মোর লাগে ডর,
ক্ষুধা তৃষা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই তবে গ্রাস দুই খাই,
পোড়া মাছে জামীরের রস॥
নিধানি করিয়া খই তাহাতে মাহিষ দই,
কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল,
প্রাণ পাই পাইলে আমসী॥
আমার সাধের সীমা হেলঞ্চা কলমী গিমা,
বোয়ালি আনিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খর জ্বালে সাঁতলিবে কটু তৈলে,
দিবে তাতে পলতার শাক॥
পুই ডগা, মুখী কচু ফুল-বড়ী তাহে কিছু,
তাতে দিবে মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জী উদর পুরিয়া ভুঞ্জি,
প্রাণ পাই পাইলে পাকাল॥
লুণ কিছু দিয়া বাঢা নকুল গোধিকা পোড়া,
হংস ডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাইখড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া
শজারু করহ শীক-পোড়া॥
সদাই ঢাকার উঠে দিনে দিনে বল টটে,
বদনে সদাই উঠে জল।
মুলা বর্ত্তাকী শীম তাহে দিয়া রান্ধ নীম,
আর দিও উড়ুম্বর ফল॥
নিদয়া সাধের হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু,
চাহিয়া আনিল আয়োজন।
আপনি রান্ধিয়া ব্যাধ নিদয়ারে দিল সাধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কালকেতুর জন্ম।

পূর্ণ হৈল দশ মাস, ইন্দ্র সুত গর্ব্ভ বাস
ভুঞ্জেন আপন কর্ম্ম ফলে।
প্রসূতি আকুল নড়ে ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা বাড়ে,
লোটায় নিদয়া ভূমিতলে॥
সখী-স্কন্ধে দিয়া কর আসি যাই করে ঘর,
কেহ দেয় অঙ্গে তৈল পানী।
আসি কেহ প্রিয় সই মুখে তুলি দেয় দই,
নিদয়া প্রভুরে বলে বাণী॥
নিকটে নাহিক মাতা কারে কব দুঃখ কথা,
পিসী মাসী বুহিন মাতুলী।
ভাই বন্ধু নাহি আর যে সহে দুঃখের ভার,
বিধাতা আমারে প্রতিকুলী॥
প্রাণনাথ! হেঁট করি ধর মোর কেশ।
কেশ মুলে পড়ে টান আইসে যামিনী কাল,
করিব কেমন উপদেশ॥
হইল উদর ভারী, বসিলে উঠিতে নারি,
ফিরাইতে নাহি পারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁট সুচে যেন বিন্ধে পেট,
দুর হইল জীবনের আশ॥
সংশয় জীবন আশা হইল মরণ দশা,
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।
শত শঙ্কা আজি যায়, যদি তব দয়া হয়,
জায়া তব হইল নিদান॥
আমার বচন শুন পাশ পড়সীকে আন,
যেই জানে প্রসব সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে জানি করহ ঔষধ পানী,
নিদয়ার রাখহ পরাণ॥
নিদয়ার শুনি কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা,
যান ব্যাধ কলিঙ্গ নগরে।
সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী কৃপা দৃষ্টি করি চণ্ডী,
উরিলেন ব্যাধের মন্দিরে॥
কি কব পুণ্যের লেখা ব্যাধ সঙ্গে পথে দেখা,
ধর্ম্মকেতু পড়িলা চরণে।

কৃপা কর ঠাকুরাণি জানহ ঔষধ পানী,
নিদয়ার রাখহ পরাণে ॥
জ্ঞানী জিজ্ঞাসেন কথা শুনিয়া প্রসব ব্যথা,
কপটে মন্ত্রিত কৈল জলে।
কেবল পুণ্যের ফল নিদয়া খাইল জল,
কুমার পড়িল ভূমিতলে ॥
"উমা উমা" ডাকে সুত দুজনে পুলক চিত,
জয়াপতি সফল মানস।
সুতের কল্যাণ হেতু স্নান করি ধর্ম্মকেতু,
দ্বিজে দিল মৃগ গোটা দশ ॥
নিশি দিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নৌতুন মঙ্গল অভিলাষে।
উরহ কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥

পুত্র হইল ধর্ম্মকেতু আনন্দিত মন।
ব্যোমযানে নারায়ণী উঠিলা গগন ॥
ডাল কাটি জ্বালে শিখী (১) সুতিকা ভবনে।
সঘনে হুলই পড়ে নাড়িকাছেদনে ॥
গোমুণ্ড পাতিল ষষ্ঠি দ্বার দক্ষিণ ভাগে।
পূজা করি ধর্ম্মকেতু তবে বর মাগে ॥
তিন দিনে দিল তারে সুপথ্য পাচন।
ছয় দিনে ষাটিয়ারা, কৈল জাগরণ ॥
অষ্টদিনে অষ্ট কলাই কৈল ধর্ম্মকেতু।
নয় দিনে নখপাত (২) করেন শুভ হেতু ॥
আন রূপ ব্যাধসুত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠীপূজা একুইশা কৈল একমাসে ॥
পূজা করি সোমাই ওঝা, দিল বলিদান।
দক্ষিণে গোড়ারু দিল, বামে ঢোলকাণ ॥
দীর্ঘ নিদ্রা যায় শিশু, করয়ে দেহালা।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে খেলে ব্যাধবালা ॥
নিরাতঙ্কে যায় তার দুই তিন মাস।
কিরাত নন্দন দেয় উলটিয়া পাশ ॥

১। অগ্নি। ২। কোথাও 'নত্তা' বলে; পুঁথিতে 'নবাত' আছে।

চারি পাঁচ মাস গেল, ছয়ে পরবেশ।
ভোজন করাইল বলি দিয়া ছাগ মেষ ॥
গণক আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।
গণকেরে দিল দান পরমায়ু হেতু ॥
সাত আট মাস গেল হৈল নয় মাস।
মুকুতা জিনিয়া দুই দশন প্রকাশ ॥
দশ মাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
ধরিতে ধরিতে যায় বাকুড়ি বাকুড়ি ॥ (১)
একাদশ মাস গেল, হইল বৎসর।
বাড়িতে ফিরিতে তার মনে নাহি ডর ॥
দুই তিন বৎসর গেলে শিশুগণ মিলে।
শরভ ভল্লুক ধরি কালকেতু খেলে ॥
পঞ্চম বরষে কৈল শ্রবণ বেধন।
বিক্রম বর্ণিয়া গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
বুধবারের পালা সমাপ্ত।

কালকেতুর বিক্রম।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বুলে মাতঙ্গ গতি যেন নব রতি-পতি,
সবার লোচন সুখ হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।
গুণ শীল রূপ বাঢ়া বাড়ে যেন হাতি কড়া, (২)
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র গলায় তথি দোলায়ে শাঁখের কাঁঠী,
কর-যুগে লোহার শিকলী।
উর শোভে বাঘ নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
তনু মাঝে শোভিছে ত্রিবলী ॥
কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মতি পাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা খুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,

১। বাকুড়ি বাকুড়ি—এক ঘর হইতে অন্য ঘরে। ২। অর্থ কি?

কাণে শোভে ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ী মাথায় জালের দড়ী
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আকড়ি করে, ছাড়িলে ধরণী ধরে,
ভয়ে কেহ নিয়ড় না হয়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু মারে,
কালসারে তাড়াতাড়ি করে।
বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
কন্ধে ভার আইসে বীর ঘরে॥
পণ্ডিত আনিয়া ঘরে শুভদিন শুভবারে
ধনু দিল ব্যাধ স্থত করে।
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেঝা, ছাড়িতে শিখয়ে নেজা
চামর চৌতুলী শোভে শিরে॥
ইহা লৈয়া প্রতিদিনে বন যায় বাপ সনে
আগু ধায় জিনিয়া পবনে।
তাড়িয়া হরিণ ধরে, কি কাজ ধনুক শরে,
বিভা হেতু ব্যাধ চিন্তে মনে॥
দৈবযোগে একবার পিতা পুত্রে লৈয়া ভার
হাট গেলা নিদয়ার সনে।
হীরা নিদয়ার কাছে মাসের পসার বেচে,
ফুল্লরা বসেছে সেই খানে॥
হীরা নিদয়ারে বলে কি হইয়াছে পুত্র কোলে?
তার পাছে বলয়ে নিদয়া।
অই জিয়া থাকুক সই হোক বহু পরমাই
বর দেও ঝাট হোক বিয়া॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ বড় দুই জনে একত্র জড়,
মনে মনে করে হীরাবতী।
ফুল্লরা সেবিছে হর যদি মিলে এই বর
কাম সম মোহন মুরতি॥
কুল-ওঝা কুসুম তুলি হাতে কুশ, কান্ধে ঝুলি'
আইলা ধর্ম্মকেতু সন্নিধান।
শরট কমঠ ভেট দিয়া কৈল মাথা হেট
সোমাই ওঝা করিল কল্যাণ॥
হাতে লয়া পত্র মসী আপনি কলমে বসি
যে বোলান যেই বা লিখান।
না জানি কি কৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দ মুখে
নিজ সংকীর্ত্তনে রসগান॥

কালুকেতুর বিবাহের উদ্যোগ।

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিলা বিরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে॥
শত শত পুরুষের তুমি পুরোহিত।
দেবের সমান বুঝি তোমার চরিত॥
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।
কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস॥
এত যদি কহে ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুল্লরা সঞ্জয়-স্থতা পড়ে তার মনে॥
ইঙ্গিত করিয়া ওঝা চলি গেলা ত্বরা।
সবে গেলা নিজ ঘর তুলিয়া পসরা॥
সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিলা দ্বিজ।
বন্দিয়া সঞ্জয়কেতু কথা কহে নিজ॥
এমত সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
পুরোহিতে কৈল নতি পাণি যোড় করি॥
এই কন্যা রূপে গুণে নামেত ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
যত বন্ধু আইসে তারা কন্যাকে বাখানে॥
কহেন্ত সঞ্জয়কেতু দিয়ে এক ভার।
ফুল্লরার বিভা হেতু উদ্যোগ তোমার॥
ইহা শুনি পুরোহিত দিলেক উত্তর।
ইহার সদৃশ আছে কালকেতু বর॥
হৃদয়ে সন্তোষ পাবে দেখি সেই বরে।
নিত্য মৃগ বধ করে, ভাত আছে ঘরে।
চন্দ্রকেতু পিতামহ, বাপ ধর্ম্মকেতু।
কালকেতু পুত্র তার কুল যশ হেতু॥
দৌড়িয়া ধরয়ে বাঘ, রণে মাতাহাতী।
অর্জ্জুন সমান তার ধনুক পিয়াতি॥

সেই বর যোগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা।
খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা॥
একে চায় আরে পায় বলে হীরাবতী।
সঞ্জয়কেতুর সঙ্গে নিরালে যুকতি॥
পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন।
ঘটকালী তাতে ওঝা পাবে বার পোণ॥
পাঁচ গণ্ডা গুয়া দিব গুড় তিন সের।
ইহা দিলে আর কিছু না করিবে ফের॥
ত্বরা করি গেলা দ্বিজ যথা ধর্ম্মকেতু।
কহিল সকল কথা হৈল বিভা হেতু॥
ভক্ষদ্রব্য করি হৈল বান্ধবের মেলা।
সঞ্জয় আসিয়া বরে দিল বরমালা॥
তিনটা পাতনকাণ্ড দিল জামাতারে।
দুই বেহাই কোলাকুলি দুহে গেলা ঘরে॥
গোলাহাটে শোধ দিল দ্বাদশ কাহন।
কন্যা নিরক্ষণী দিয়া করিল গমন॥
ত্রয়োদশী রবিবার নক্ষত্র রেবতী।
বিবাহে সঞ্জয়কেতু দিল অনুমতি॥

কালকেতুর বিবাহ।

নানা বস্তু কিনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
  নিমন্ত্রিয়া আনে বন্ধু জনে।
লয়া অধিবাস ডালা কিরাত নগর গেলা
  বন্ধু মিলি সোমাই ব্রাহ্মণে॥
আসনে বসিয়া দ্বিজ শুভ মুখ সরসিজ
  শুভক্ষণে বান্ধিল ছান্দলা।
গোময়ে লেপিয়া মাটী আলিপন পরিপাটী
  চৌদিকে বান্ধবগণ মেলা॥
  শুন ফুল্লরার গন্ধ অধিবাস।
ছায়ামণ্ডপ মাঝে ঢেমচা দগড় বাজে
  হীরবতীর হৃদয়ে উল্লাস॥
পরিয়া হরিদ্রা বাসে কটাক্ষ করিয়া আইসে
  যত ছিল পরিহাসী জনে।
সুবেশা ফুল্লরা নারী সঙ্গে সখী চারি করি
  বসিলা পিতার সন্নিধানে॥
ব্রাহ্মণ বসিয়া পীঠে বেদ মন্ত্র পড়ি ঘটে
  গণেশ করিল আবাহন।
পূজে পঞ্চ উপচারে ভাবি সর্ব্ব দেবতারে
  শুভক্ষণে গন্ধাদিবাসন॥
মহী গন্ধ ধান্য শিলা শত দূর্ব্বা পুষ্পমালা
  দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর।
শঙ্খ কজ্জ্বল সোণা তাম্র রোপ্য গোরোচনা
  চামর দর্পণ কর্ণপুর॥
দ্বিজে সূতা বান্ধে হাতে বান্ধিল মুকুলা মাথে
  আইয় দেয় জয় চারি ভীত।
ষোড়শ মাতৃকাপূজা, ঘৃত ঢালি চেদিরাজা,
  একে একে কৈল পুরোহিত॥
কর্ম্মকাণ্ড ছিল যত কৈল সব পুরোহিত
  ধর্ম্মকেতু শুনিয়া কৌতুকে।
শত আইয়গণ মিলি গীত বাদ্য কুতূহলী
  বীরের বিবাহ যৌতুকে॥
এমত মঙ্গল কর্ম্ম যেবা ছিল কুল ধর্ম্ম
  ধর্ম্মকেতু কৈল সমাপন।
মুকুট মণ্ডিত শির কালকেতু মহাবীর
  প্রণমিল গুরুর চরণ॥
গমনের শুভ বেলা বাউরী যোগায় দোলা
  তথি বীর কৈল আরোহণ।
বর-যাত্রে পড়ে সাড়া ঢেমচা দগড় কাড়া
  বর বেড়ি বাজায় বাজন॥
  শুন কালকেতুর বিবাহ মঙ্গল।
চৌদিগে হুলল ধ্বনি দেয় ব্যাধ নিতম্বিনী
  নিদয়ার মানস সফল॥
চৌদিগে দিয়ড়ি (১) জ্বলে হাস্য কথা কুতূহলে
  যায় সবে এড়ি নানা বন।
জামাতা গৌরব হেতু আসিয়া সঞ্জয়কেতু
  বিস্ময় করিয়া কিছু কন॥
ছায়ামণ্ডপতলে বসাইল কুঞ্জর ছালে
  বন্ধুজন মিলি কুতূহলে।

১। প্রদীপ, আলোক।

স্বস্তি বাচ্য দ্বিজবরে বরণ করিল বীরে
বীর ধড়ি ফটিক কুণ্ডলে ॥
বিরল করিয়া স্থান জামাতার কৈল মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
শিরে দিয়া দুর্ব্বা ধান নিছিয়া ফেলিল পাণ
গলে গাঁথি দিল পুষ্পমালা ॥
চারি দিগে গীত নাটে ফুল্লরা চড়িল পাটে
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে।
চৌদিগে ব্যাধের নারী উচ্চস্বরে বলে হরি
ছায়ানী হইল কন্যাবরে ॥
বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জয়কেতু
হাতে কুশে করে কন্যা দান।
যৌতুক ধনুকখান দিল খর তিন বাণ
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥
ভেমচা বাজয়ে পটা দ্বিজে বান্ধে গাঁঠিছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোহে কৈল অনলে প্রণতি ॥
দোহে প্রবেশিয়া ঘরে মীন মাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়।
চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মকেতু কুটুম্ব ভোজন হেতু
বেহাইরে মাঙ্গিল বিদায় ॥
বেহাইর চরণে পড়ি ব্যবহার কৈল বড়ি
সাতনলা আঠাজাল ফান্দে।
পাথরে আমানী ভরি দিল সঞ্জয়ের নারী
ফুল্লরা করিয়া কোলে কান্দে ॥
ইষ্ট কুটুম্ব যত সঞ্জয়ের হিত মত
অভিলাষে পুরিল যৌতুকে।
চণ্ডীপদ ভাবি চিত রচিল মুকুন্দ গীত
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥

কালকেতুর স্বদেশ গমন।

শ্বশুরে বিদায় করি আইলা বীর নিজপুরী
ফুল্লরা সহিত সবিনয়।
শিরে দিয়া দুর্ব্বা ধান নিছিয়া ফেলিল পাণ
নিদয়া দিলেন জয় জয় ॥
ছায়া মণ্ডপ মাঝে ভেমচা দগড় বাজে
বন্ধুজন সমীপে কৌতুক।
পঞ্চ দিন ঘরে রাখি অন্নপানে করি সুখী
বিদায়ে দিলেন যৌতুক ॥
সম্বল অর্জ্জনে বীর কালকেতু হৈলা ধীর
দেখি সুখী হইলা ধর্ম্মকেতু।
নিদয়ার সুখ বড় গৃহকর্ম্মে বধূ দঢ়
কুল ধর্ম্ম রক্ষণের হেতু ॥
যে দিনে যতেক পায় তাহা সেই দিনে খায়
ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।
তিন বাণ খরশাণ বিনে আর নাহি ধন
বান্ধা দিতে, পারে না উধারে ॥
প্রভাতে সঘন ত্বরা বধে মৃগ, খর, বরা
প্রতিদিন করয়ে মৃগয়া।
পুত্র হেতু ধর্ম্মকেতু নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া ॥
নিদয়া বইসে খাটে মাংস বেচে গোলাহাটে
অনুদিন চলয়ে ফুল্লরা।
শ্বাশুড়ী যেমত ভণে তেন মত বিচে কিনে
শিরে কাঁখে মাসের পসারা ॥
মাংস বেচি লয় কড়ি চাল লয় ডালি বড়ী
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।
শাক শীম কিনে মূলা আঁটিয়া থোড় কাচকলা
নানা সাজে ভরিলেন পাতি (১) ॥
ফুল্লরা আইল ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসে তারে
কহে রামা হাট বিবরণ।
আজ্ঞা নিদয়ার ধ'রে ফুল্লরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন ॥
তনয়ে বাগুরা জালে সমর্পিয়া বহুকালে
সুখ ভুঞ্জে কিরাত নন্দন।

১। কবণ্ড, পেক্সে, চুপড়ি।

খাওয়ায় ফুল্লরা বধূ স্থপ খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার সফল জীবন ॥
ব্যাধের উত্তম দৈব যেমন আছিল শৈব
পাইল কুলের শশধর।
চিরদিন সাধু সঙ্গ বিপদ করিল ভঙ্গ
ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর ॥
মুক্তিপথে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ
শুনে কালঞ্জরের(১)উপাখ্যান।
জায়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু চিন্তিত ধর্ম্মহেতু
বারাণসী করিল পয়াণ ।।
দম্পতী লোটায়া কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠায় সম্বল।
উমাপদে হৃদি চিত রচিল নৌতুন গীত
অভয়ার সুচারু মঙ্গল ॥

অনুদিন পশুবধে বীর মহাবল।
কুরুরাজসেনা যেন বধে বৃহন্নল ॥
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে ॥
চুপড়ি মূলায়ে হাটে বেচেন ফুল্লরা।
কৃষাণে যেমন বেচে মূলার পসারা।
সাজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চমরী।
লেজ কাটি গছায়ে ফুল্লরা বরাবরি ॥
ফুল্লরা পসরা করে নগর-চাতরে।
হাড়িয়া চামর বেচে চারিপণ দরে ॥
ভল্লুক সান্ধায় গর্ত্তে ভয়ে কম্পবান।
তাড়িয়া মহিষ ধরে, উপাড়ে বিষাণ ॥
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।
পণ মূলে শিঙ্গা যোড়া বেচে শিঙ্গাদারে ॥
যন্ত্রপাতি বাঘ মারে ছাড়ি লয় ছালে।
তার নখ ক্ষুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়ালে ॥
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
যতনে কিনয়ে তাহা কাপালী সন্ন্যাসী ॥

সরভে সরভে মারে ঢুসাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডক বাঁধিয়া কাণ্ডে, খড়্গা বলে ছিণ্ডে ॥
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গা দরে এক পণ।
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিনে করিতে তর্পণ ॥
বন বেড়ি জাল আড়ি ঝোপে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ছোট পশু পায়া তাড়াতাড়ি ॥
শশারু হরিণ মারি লতা পাশে বান্ধে।
ঘরে আইলা মহাবীর ভার লয়ে স্কন্ধে ॥
ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন।
পাঁচালী করিল গীত শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দূরে হৈতে ফুল্লরা বীরের পাইল সাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া ॥
মোকা নারিকেলে ভরিয়া দিল জল।
ঝাঁটি জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল ॥
পাখালিল মহাবীর পদ, পাণি, মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুকে ॥
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা ॥
মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে ।।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় ক্ষুদ জাউ।
দালি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ ।।
ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু ওল পোড়া।
বন পুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া ।।
রন্ধন ফুল্লরা করে জ্বালি গোটা বাঁশ।
ঝোল রান্ধি দিল দুই হরিণের মাস।
দশগণ্ডা মহাবীর খায় নকুল পোড়া।
সারি-কনু কাঠ শীম মিশালে আমড়া ।।
অন্ন খাইয়া মহাবীর জায়ারে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন করেছ ভাল আর কিছু আছে ।।
এনেছি হরিণ দিয়া দধি এক জাড়ি।
তাহা দিয়া খাও ভাত আর তিন হাঁড়ি ।।
শয়ন কুৎসিত বীরের, ভোজন বিকার।
ছোটগ্রাস তোলে যেন তের্আটিয়া তাল।

১। মৃত্যুঞ্জয়, মহাদেব।

ভোজন করিতে গলা ডাকে হড় হড়।
কাপড় উস্‌সাস্‌ করে যেন মরায়ের বড় ॥
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
নিশাকাল হৈল বীর করিল শয়ন ॥

পশুগণের দুঃখ।

ওথা বার দিয়াছেন শিখরে কেশরী
ছোট বড় পশু গেলা করিতে গোহারি (১)॥
কান্দে গজ গণ্ড বায় (২) নিবেদয়ে দুখ।
তোমা সেবি দশন বর্জিত হৈল মুখ ॥
মহিষ আইল, মুণ্ডে গলয়ে রুধির।
কহেন যতেক দুঃখ দিল মহাবীর ॥
আদ্দাস করয়ে আসি চমরীর ঘটা।
দেখহ পশুর রাজা সবার লেজ কাটা ॥
গণ্ডক বলেন আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়্গের জ্বালাতে মোর মৈল সাত ভাই ॥
কপি বলে রায় মুই হইনু সশঙ্ক।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ ॥
যারশিঙ্গা তুলারু গোড়াক ঢোলকাণ।
ধরণী লোটায়ে কান্দে করি অভিমান ॥
করিল নিধন কালকেতু পরিবার।
বিফল জনম হৈল, মৈল সুত দার ॥
রাণ্ডী হইয়া হরিণী কান্দয়ে উচ্চরায়।
পতি সুত হীন হৈল প্রাণ নাহি যায় ॥
পশুর গোহারি শুনি রাজা পঞ্চানন।
ভ্রুকুটি করিয়া কোটালে জিজ্ঞাসন ॥

শুন শুন রায় মাজি যে বিদায়,
ছাড়িব তোমার বন।
শুনহ গোহারি, পাত্র অধিকারী
বিপাকে ত্যজিল জীবন ॥
রাণীগণ সঙ্গে থাক নানা রঙ্গে,
না কর দেশের বিচার।
একা কালকেতু পশু বধ হেতু,
নিত্য পাড়ে মহামার ॥
একা মহাবীর লয়ে তিন তীর,
কুলিক (৩) কাষ্ঠের ধনু।
পশুগণে কাল নিত্য এড়ে জাল
ধায়ে যেন বাতজনু (৪)॥
ভুবনে বিখ্যাত মোর প্রাণনাথ
কালকেতু আইল বনে।
দেখি সুত মুখ ত্যজি পতি দুখ
না গেনু প্রভুর স্থানে ॥
রূপ গুণযুত মোর দুই সুত
কালকেতু কৈল বধ।
হাট নির্ম্মাইনু· বেসাতি না পাইনু
বিধি নিলই সব সম্পদ ॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক রাজ সুজন।
তার সভাসদ, রচি চারু পদ,
অম্বিকা মঙ্গল গান ॥

সিংহের সমর সজ্জা।

বাঘিনীর বচন শুনিয়া মৃগরাজ।
পশুর সভায় সিংহ বড় পাইল লাজ ॥
আজ্ঞা কৈল মৃগরাজ লোহিত লোচনে।
কোক শার্দ্দুল আদি কাঁপে পশুগণে ॥
আজি মোরে কোটাল দেখাবে কালকেতু।
এই ব্যাধ হইল মোর প্রজা-নাশ-হেতু ॥
পশু মাঝে তোমারে বলিয়ে বড় লোক।
রায়বার তোমারে করিনু আমি কোক ॥
নর সনে রণে রায় বড় পাই লাজ।
মাছীকে হানিতে কেন ফেলহ বাজ ॥
এমত শুনিয়া সিংহ গণ্ডার যুকতি।
বন্দনতরুর তলে করিল বসতি ॥

১। সাক্ষাৎ নিবেদন।
২। গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে।
৩। বৃক্ষ বিশেষ; তাঁবার, কাল্যাকড়া।
৪। পবন নন্দন, হনুমান।

পশু মারে এক নর, মনে পাই ব্যথা।
ভাল মন্দ নাহি দেও দেশের বারতা।।
আজি কালি মধ্যে তুমি না দেখাও বীর।
তোর বুক নখরে করিব দুই চির।।
বাঘ বলে এক দিন তুমি হও স্থির।
কালি প্রভাতে আমি দেখাব মহাবীর।।
সেই নিশা গেল যদি রজনী প্রভাত।
পশু পাত্র সনে যুক্তি কৈল পশুনাথ।।
গণ্ডক শুনিয়া কথা হৈল সেনাপতি।
দক্ষিণে ধাইল তারা অতি লঘুগতি।।
চারিদিকে চর পাঠাইল সাবধানে।
শুভক্ষণে মৃগরাজ করিল পয়াণে।।
এমত সময়ে গণ্ডা দিলেন উত্তর।
তোমার উচিত নয় নরের সমর।।
নর সনে রণে রায় বড় পাই লাজ।
মাছীকে হানিতে কেন ফেলহ বাজ।।
এমত শুনিয়া সিংহ গণ্ডার যুকতি।
চন্দনতরুর তলে করিল বসতি।।
চন্দনের গাছে সিংহ ঢালিলেন গা।
বামে ত চামরী দেন চামরের বা।। *

* কোন কোন গ্রন্থে পশুগণের সহিত কালকেতুর দুই বার যুদ্ধ বর্ণন আছে। আমাদের সর্ব্বপুরাতন পুঁথিতে নাই এবং প্রথম যুদ্ধটী পরে বসান বোধ হয়, তাহাতেই ক্ষুদ্রাক্ষরে নীচে দিলাম।

প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে রাঙ্গা ধড়া।
যৌতুকের বাঁশে দিল মুরুগার চড়া (১)।।
জাল দড়ি বান্ধিয়া সঞ্চিত কৈল কেশ।
রাঙ্গাধূলি মাখিয়া রঞ্জিত কৈল বেশ।।
প্রণাম করিয়া বীর চণ্ডীর চরণ।
গহন কাননে গিয়া দিল দরশন।।
কাননে থাকিয়া বাঘ দেখে মহাবীর।
সাড়া পেয়ে তখন আইসে ধীরে ধীর।।
চির দিন রোষে বাঘা শোকাকুল তনু।
লম্ফ দিয়া বাঘা ধরে তার মহাধনু।।
বজ্র মুকটি বীর মারে বাঘ মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত উঠে তুণ্ডে।।
বজ্র মুকটি শিরে মারে মহাবীর।
এক ঘায় বাঘা তথা ত্যজিল শরীর।।
সমরে পড়িল ব্যাঘ্র হৈল বড় শোক।
রাজ স্থানে বার্ত্তাদিতে চলিলেন কোক।।
শুনিয়া লোকের মুখে বাঘের মরণ।
কোপে সিংহ ধায়ে যায় করিবারে রণ।।
লাঙ্গুল তুলিয়া সিংহ মাথার উপর।
কলার বাগুলা যেন কম্পিত কেশর।।
পশুরাজ সঙ্গে বীর যুঝে কালকেতু।
দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু।।
চতুর্দ্দিগে বীর বেড়ি সিংহ ডাকি বলে।
আমার সকল পশু তুমি ত মারিলে।।
পড়িলি আমার হাতে নিকটে মরণ।
নখে দন্তে লেজে তোর করিব নিধন।।
মহাবীর বলে মোর বড় লাভ হৈল।
মরিবার তরে পশু নিকটে আইল।।
যেই পশু চাহিয়া বেড়াই বনস্থলে।
হেন পশু বিধি আনি মিলাইল কোলে।।
ধনুকে টঙ্কার দিল ব্যাধের নন্দন।
আকাশেতে বজ্রাঘাত হইল যেমন।।
ধাইল কুঞ্জর বল বড়ই দুরন্ত।
বীরের শরীরে আসি ঠেকাইল দন্ত।।
খর টাঙ্গি দিয়া বীর কাটে করী শুণ্ড।
বালক যেমন কাটে ইক্ষুকের দণ্ড।।
পড়িল সকল সেনা দেখে পশুপতি।
ধাইল সমরে সিংহ সমীরণ গতি।।
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর।
শোণিত বীরের অঙ্গে বহে ঝর ঝর।।

১। যৌতক প্রাপ্ত ধনুতে মুগুরার দণ্ডীর ছিলে দিল।

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
ক্ষুরধর কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে জালদড়ি কাণে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিল পয়াণ॥
দূরে থাকি দেখি চর কহে সিংহ বরাবর
কালকেতু ঐ আইসে বন।
দুই পাশে বীর সঙ্গ পথে আগুলিল সিংহ
দুই জনে করে মহারণ॥
সিংহে আর বীরে রণ চমকিত পশুগণ
অবিরত হুঁহার গর্জ্জন।
রণে নাহি সিংহ টুটে অস্ত্র নাহি গায় ফুটে
ঝড় বহে নিশ্বাস পবন॥
সিংহ, মুখ মেলে যেন দরী নখর যেমত ছুরী
গোঁফ দুটা লাগিছে শ্রবণে।
দশনের কড়মড়ি ঢাকে যেন পড়ে বাড়ি
কেতু তাবা লোহিত লোচনে॥
কাঁপয়ে উন্মত্ত জটা ব্যোম ছাড়ি মেঘঘটা
যেন ফিরে, বিজুরী সঞ্চারে।
ধায় অতি শীঘ্রগতি নখে আঁচড়য়ে ক্ষিতি
ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে॥
বীর, ঘনপাকদেয়গোঁফেফেলিয়াপট্টাশলোফে
আগুলয়ে সিংহের সরণি।
ধায় বীর বীরদাপে ভরে বসুমতী কাঁপে
ধূলে লুকাইল দিনমণি॥
মার মার বীর ডাকে বাণ ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে
বীর গরজায় গজঠাটে।
সরভ ভল্লুক বাঘ বারণ আসি লয় লাগ
কালকেতু রণে নাহি টুটে॥

মার মার পড়ে ডাক বাণ পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক
সঘনে বাজয়ে জয় শঙ্খ।
সঘনে পড়েয় গুলী শ্রবণে লাগয়ে তালী
ত্রিভুবনে লাগিল আতঙ্ক॥
গগনে উঠিয়া দাপে বীরকে কেশরী ঝাঁপে
হানিতে চাপড় চাহে বুকে।
বীর উড়ায় মহিষা ঢালে সিংহেরে হানিল ভালে
দারুণ মুটকী মারি মুখে॥
সিংহ বড় রণে দড় বীরকে মারিল চড়
লাফ দিয়া উঠিলা গগনে।
পড়িতে বীরের গায় ঢালে লুকাইল কায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে॥
পরাক্রমে নাহি টুটে কেশরী ঠেলিয়া উঠে
যেন ক্ষিতি উদয় তপন।
ধাইয়া কানন মাঝে সিংহের ধরিল লেজে
বিষধরে গরুড় যেমন॥
লেজে ধরি দিল পাক ফিরে কুম্ভারের চাক
তথাপি সিংহের বড় বল।
তুলিয়া আছাড়ে ভূমে শোণিত নিকলে মুহে
দুই অঙ্গে বহে ঘামজল॥
পৃষ্ঠে মারে ধনু বাড়ি লয়ে যায় তাড়াতাড়ি
ভল্লুক প্রবেশ করে গাড়ে।
সরভ পলায়া যায় বীর ধরে তার পায়
পাক দিয়া তুলিয়া আছাড়ে॥
মাথায় লেঙ্গুড় তুলি বাঘ আইসে মুখ মেলি
বাঘাসোণাফুলসম দাড়া।
ফেলিয়া মারিল টাঙ্গী বাঘার দশন ভাঙ্গি
লেজে ধরি দিল পাকনাড়া॥

দুই জনে যুদ্ধ করে দুই মহাবল।
দোঁহাকার পদ ভরে ক্ষিতি টলমল॥
রণ ছাড়ি সিংহ পলাইল দড়বড়ি।
পাছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি॥
ধনুকের বাড়ি খায়ে সিংহ নাহি ফিরে।
লাঙ্গুল লোটায় তার অবনী উপরে॥
দেবীর বাহন বলে নাহি মারে বীর।
প্রাণ পায়ে সিংহ তখন পান করে নীর॥
সেই দিন মহাবীর যায় নিকেতন।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ভঙ্গ দিল সেনাগণ সিংহ পুন করে রণ
ভয়ে ভাবে, লাজে ব্যাকুলা।
কবাট বিশাল পাটা গগনে লাগয়ে জটা
মূলার শিকড় দন্তগুলা।।
সিংহ যায় কোপ দৃষ্টে আঁচোড়ে বীরের পৃষ্ঠে
করজে করিল ছারখার।
বিষ-নখ যমধরে দুই বীরে যুদ্ধ করে
অঙ্গে বহে শোণিতের ধার।।
দুঁহে বাহু কসাকসী যেন যুঝে রাহু শশী
প্রখর নখর যমধার (১)।
ঠেকিয়া বীরের অঙ্গে সিংহের নখর ভাঙ্গে
অঙ্গে যেন খাঁতয়ে কিঙ্কর॥
বীর,—
মাকাড়ি করিয়া তোলে পাঁজর ভাঙ্গিল কিলে
কৃপা করি ছাড়ি দিল বীর
সিংহ পলাইয়া যায় পাছু পানে ঘন চায়
ত্রাসে সিংহ পান করে নীর॥
কালকেতু রণ জিতা হইয়া আনন্দ চিতা
আইলা আপন নিকেতন।
রণে হারি পশুগণে চলিলা সিংহের সনে
রচিলেন শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেবীর বাহন বলি নাহি বধে বীর।
তৃষায় আকুল হইয়া পান করে নীর॥
তরাসে পলায় গণ্ডা শার্দ্দূল কুরঙ্গ।
সরভ ভল্লুক কোক মহিষ দিল ভঙ্গ॥
গবয় পলায় পাছে নাহি পড়ে পা।
বড় বড় হ্রদে হাতী লুকাইল গা॥
বাতে ভর করি ধায়ে তুলারু ঘোড়ারু।
উভকাণ করি যায় আহত শশারু॥
ভূমে লেজ লুটায়ে যায় বনগরু।
কীচক(২) কণ্টক বনে লুকাল শজারু॥

নকুল লুকায় গাছে, লুকায় জম্বুকী।
আহড়ে বিহড়ে কপি মারয়ে ভাবুকী॥
উপনীত হৈল পশু মালয় তরুতলে (৩)।
প্রদক্ষিণ নমস্কার বেঢ়িয়া দেউলে॥
দেউলের চারিদিগে করয়ে রোদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পশুগণের ক্রন্দন।

মল্লার।

কান্দে সিংহ পশুগণ স্মরিয়া অভয়া।
অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া॥
ভালে টীকা দিয়া মাতা কৈলে মৃগরাজ॥
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ॥
সুখে রাজ্য করিতে আখেটী হৈল কাল।
কেন হেন দিলে মাতা বিষম জঞ্জাল॥
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক॥
হাতে গলে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক (৪)।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক॥
দয়াময়ি! পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা বিপদ প্রতিকার॥
উই চার খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি, না করি তালুক।।
সাত পুত্র বীর মারে বান্ধি জাল পাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে॥
কান্দয়ে ভল্লুকী শিরে করি আত্মঘাতী।
জরাকালে মৈল পো পঞ্চম দুর্গতি॥
বরচিয়া ছিছিড়া মুথা আমার ভক্ষণ।
কারো হিংসা নাহি করি, নাহি প্রয়োজন॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে মহা আর্ত্ত বরা।
অরুণ লোচন যুগে বহে জলধারা॥
শ্বশুর শাশুড়ী মৈল দেবর ভাশুর।
পতি মৈল পতিসুখ বিধি কৈল দূর॥

১। পার্শ্বদ্বয়ে ধারযুক্ত অস্ত্র বিশেষ; কিরীচ।
২। বাঁশ।
৩। মালয়তরু, চন্দনতরু।
৪। অপত্য, পুত্রকন্যা।

ছিল অভাগীর পেটে রণ্ডা এক পো।
পাসরিতে নারি মাতা তার মায়া মো॥
ধূলায় ধূসর হৈয়া কান্দে যে হস্তিনী।
স্মরয়ে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী॥
শ্যামল সুন্দর প্রভু কমল লোচন।
ভ্রূ কামধনু তার মদন গঞ্জন॥
কানন করয়ে আলো কপালের ছান্দে।
স্মরিয়া প্রাণ মোর পুনঃ পুনঃ কান্দে॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥
ছল করি কোথা যাব কোথা গেলে তরি।
আপনার দন্ত দুটা আপনার বৈরী॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে।
নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম সেনাপতি।
সাগর লঙ্ঘিয়া হৈল গগনে পদাতি॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাত পুত্র বীর মোর বান্ধে ফাঁদ জালে॥
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকাণ।
ধরণী লোটায়া কান্দে করি অভিমান॥
কেনে হেন জন্ম বিধি কৈল হেন বংশে।
হরিণ জগত বৈরী আপনার মাংসে॥
হেকচি করিয়া কান্দে শজারু শশারু।
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু॥
গাড়ের ভিতর থাকি লুকি ভাল জানি।
কি করি উপায় বীর গাড়ে ঢালে পানী॥
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি।
মাও মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি॥
কান্দয়ে নকুল সুত দারার হুতাশে।
সবংশে মজিলাম মাতা তোমার আশ্বাসে॥
পশুগণে স্মরয়ে চণ্ডীর চরণ।
ধিয়ানে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ॥
পদ্মাকে জিজ্ঞাসি তার নিল অনুমতি।
পশুগণ রক্ষিতে মা উরিলা ভগবতী॥
বলে পদ্মাবতী মাতা চলহ ত্বরিত।
বিজু বনে যাইয়া কর পশুগণে হিত॥
উপনীতা হৈলা মাতা পশুর সমাজে।
লজ্জায় মলিন হয়ে বলে মৃগরাজে।
আনের সেবক হয়ে সর্ব্বত্র তরি।
তোমার সেবক হয়ে বিপাকেতে মরি॥

চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।

একা বীর কালকেতু সভার বধের হেতু
শুনিতে কৌতুক বড় মনে॥
বলে বীর মৃগরাজ কহিতে বাসি যে লাজ
কালকেতু ভাঙ্গিল দশন।
কৃপা কর কৃপাময়ি তোমার সেবক হই
জীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন॥
বাঘিনীর শুন কথা কালকেতু দিল ব্যথা
স্বামীরে বধিল এক বাণে।
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
কালকেতু বধিল পরাণে॥
কান্দিয়া মহিষ কয় নিবেদিতে করি ভয়
কালকেতু লাগিল বিবাদে।
হই গো তোমার দাস বনে খাই পানী ঘাস
বধ করে বিনা অপরাধে॥
ভূমে নোয়াইয়া মাথা কহে গজ দুঃখ কথা
দন্ত দুটা হৈল নাশ হেতু।
এক বাণে করে অন্ত টাঙ্গী দিয়া কাটে দন্ত
হাটে হাটে বেচে কালকেতু॥
নিবেদন করে গণ্ডা নাহি করি বিতণ্ডা
বন মাঝে করি যে নিবাস।
কার হিংসা নাহি করি কালকেতু হৈল অরি
প্রতিদিন পাই গো তরাস॥
কপি বলে শুন মা আমার সকল ছা
সবারে বেচিল মহাবীর।

হেন মোর লয় মন ত্যজি নিজ বাসবন
প্রাণ দি যে প্রবেশিয়া নীর ॥
মৃগ আদি পশুগণ সবে কৈল নিবেদন
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ-ভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়-চণ্ডী তারে কর দয়া ॥

পশুর শুনিয়া কথা মনে ত ভাবিয়া ব্যথা
চণ্ডী জিজ্ঞাসেন পশুগণে।
লাজে করি হেট মুখ নিবেদন করে দুখ
একে একে চণ্ডীর চরণে ॥
সিংহ তুমি মহাতেজা পশু মাঝে তুমি রাজা
তোর নখে পাষাণ বিদরে।
শুনিয়া তোমার রা কাঁপয়ে সবার গা
কি কারণে ভয় কর বীরে ?
মাগো,—
বীর ক্ষত্রি অদ্ভুত দোসর যমের দুত
সমরে হানয়ে রবি রথ।
দেখিয়া বীরের ঠাম ভয়ে কম্পমান প্রাণ
পলাইতে নাহি দেখি পথ ॥
আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ কেবা তোর পায় লাগ
পবন জিনিতে পার জবে।
নখ তোর হীরার ধার দশন বজ্রের সার
কেন ভয় করহ মানবে ?
যদি বা নিকটে পাই ঘাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই
কি করিতে পারি আমি দুরে।
ব্যর্থ নহে তার বাণ এক বাণে লয় প্রাণ
দেখি বীর প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
পশু মাঝে তুমি গণ্ডা তোমার উত্তম খণ্ডা
বিবাদ না কর কার সনে।
তুমি যদি মন কর পর্ব্বত চিরিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণে ?
কালকেতু মহাবীর দুরে থাকি মারে তীর
খড়্গো করিবে মোর কি ?
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
তোমার পুণ্যের হেতু জী ॥

তুমি হস্তী মহাশয় তোমার কিসের ভয়
বজ্র সম তোমার দশন।
তোর কোপে যেই পড়ে যম ঘরে সেই নড়ে
কেবা ইছে তোমার দশন ?
পিঠে মারে ধনু বাড়ি লয়ে যায় তাড়াতাড়ি
উলটীতে শুণ্ডে মোর খোঁচে।
দুই চারি যোজন ধায় তবে মোর লাগ পায়
ছাগল মূলান লয়ে বেচে ॥
শুন মহিষ মোর বাণী মানুষ তোমার পাণি
তুমি হও যমের বাহন।
তুমি যদি মন কর পর্ব্বত ভেদিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণ ?
কালকেতু বড় বাড় নিত্য কোঁড়ে ডোবগাড়
পড়িলে উঠিতে নাহি পারি।
অনেক সন্ধান জানে গাছে চড়ি মারে বাণে
নর মধ্যে তারে আমি হারি ॥
খসয়ে যেমত তারা তেন তুমি ধাও বরা
তোর দন্তে ক্ষিতি জরজর।
কালকেতু এক নর সবে ধরে তিন শর
কি কারণে তারে কর ডর ?
নিবেদন করি মাতা শুনহ বীরের কথা
পশু মারে বিবিধ প্রকারে।
জানয়ে অনেক তন্ত্র আড়য়ে বড়শী যন্ত্র
বিনা অপরাধে পশু মারে ॥
তুমি ধাও দিবানিশা পবন জিনিয়া শশা (১)
কালকেতু কি করিতে পারে ?
বীর কালকেতু কাল বন বেড়ি এড়ে জাল
জীয়ন্ত বেচয়ে ঘরে ঘরে ॥
সবে জানে তুমি শিবা ভক্ষণ তাহার কিবা
কালকেতু হৈতে কিবা ভয় ?

১। শশা—শশক, খড়্গোশ।

শিবা-ঘৃতের তরে নিত্য কালকেতু ধরে
বৈদ্য জনে করয়ে বিক্রয়।
তুলারু ঘোড়ারু মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
কালসার বীর মহাশয় ॥
তোমরা যদি মন কর পবন জিনিতে পার
কি কারণে নরে কর ভয়?
যাহাকে কেশরী হারে তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে
আমরা তাহার আগে মশা।
কৃপা কর কৃপাময়ি তোমার সেবক হই
চিরদিন তোমার ভরসা ॥

পশুগণকে ভগবতীর অভয় দান ও গোধিকা রূপ ধারণ।

পশুর গোহারি শুনি সর্ব্বমঙ্গলা।
আশ্বাসি করিয়া সিংহে দিল কণ্ঠমালা ॥
না কর সন্তাপ সিংহ চলহ সত্বরে।
কালকেতু আজি হইতে না মারিবে তোরে ॥
আজি হৈতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
না ধরিবে মহাবীর বলিনু নিশ্চয় ॥
অভয় পাইয়া সিংহ চলে নিজ স্থানে।
নতি কৈল পশুগণ চণ্ডিকা চরণে ॥
সবাকারে অভয় দিলেন ভগবতী।
আজি হৈতে দুর হৈল সকল দুর্গতি ॥
পশুগণ অঙ্গে চণ্ডী বুলাইল হাত।
সবার দুরিত মাতা করিল নিপাত ॥
পশুগণে বর দিল বড় করি দয়া।
লুকীকায় (১) হবে পশু বলেন অভয়া ॥
বর পায়্যা পশুগণ হরষিত মনে।
ছোট বড় পশু সব গেলা নিজ স্থানে ॥
পশুগণে বর দিয়া শঙ্কর গৃহিণী।
নিজ মনে অনুমান করেন ভবানী ॥
পশুগণে বর দিয়া উপায় চিন্তিলা।
ততক্ষণে স্বুবর্ণ গোধিকা রূপ হৈলা ॥
গোধিকা হইয়া মাতা রহিলা অম্বরে।
প্রভাতে চলিলা কালু কানন ভিতরে ॥

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খরক্ষুর কাছে তিন বাণ।
শিরে কান্ধে জাল দড়ি কাণে ফটিকের কড়ি
মহাবনে করিল পয়াণ ॥
দেখে কালকেতু সুমঙ্গল।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বিকশিত সরসিজ
বামে শিবা পর্ণ ঘট জল ॥
চৌদিগে হুলই ধ্বনি কেহ করে জয় ধ্বনি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী।
দেখিল রুচির তনু বৎস সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয় ধ্বনি ॥
দুর্ব্বা ধান্য পুষ্পমালা হীরানীলা (২) মতি পল
বাম ভাগে বার-নিতম্বিনী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায়(৩) কেহ নাচে কেহ গায়
শুনে বীর জয় জয় ধ্বনি ॥
বীর দেখি সুললিত আনন্দে সরস চিত
প্রবেশ করিল বন আগে।
দেখিল রুচির তনু রূপ জিনি চন্দ্র-ভানু
স্বুবর্ণ গোধিকা সব্য ভাগে ॥
স্বুবর্ণ গোধিকা দেখি চিন্তে বীর হয়ে দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশনে।
দেখিনু মঙ্গল যত সকল হইল হত,
দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে ॥
গোধিকা যাত্রিক নয় সকল পুরাণে কয়
কূর্ম্ম গণ্ডা শশক শল্লক।
কৃপা কর গুণধাম কমল লোচন রাম
তব নাম দুঃখ নিবারক ॥

১। লুকীকায়—অদৃশ্য শরীর।

২। নীল—মণি-বিশেষ।

৩। বাজে।

যদি বা শোষিয়ে(১) বাণ গোধিকার লই প্রাণ
নাহি ছাড়ি দিব মুখজালে (২)।
যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেবতা তুমি
নহে তোমা পোড়াব অনলে।।

কালকেতুর বনপ্রবেশ।

কাননে প্রবেশে বীর বুকে শাণা তিন তীর
ঘন ঘন গোঁফে দেয় তার।
পাতিয়া বাগুড়া দড়া আগুলি বনের সুড়া(৩)
কাননে করিল মহামার॥
হাতে গাণ্ডীব ফিরে কালকেতু।
জাল ফান্দ বনে এড়ি ঝোপে ঝাপে মারে বাড়ি
মৃগ বধ জীবিকার হেতু॥
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে নিহালয়ে ঝোপ ঝাড়ে
দরী গিরি শিখর কানন।
ধায়ে মৃগ অনুপদি(৪) ঘামে অঙ্গে বহে নদী
বেগ বাতে কাঁপে তরুগণ॥
বীর, নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া যায় লুকী হয়ে নিজ কায়
ঝোপ ঝাপ উকটে(৫) গহন।
চৌদিগে নিহালে শাখী বাসা আছে নাহি পাখী
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন॥
দেখে মৃগ খুর নখে না চলে লোচন-পথে
আছে মৃগী দেখিতে না পায়।
দৈন্য দুঃখ শোক খণ্ডী কৃপাদৃষ্টি দিল চণ্ডী,
মৃগ পাখী হৈল লুকীকায়।।
শুকান কানন দেখে কাঠে কাঠে উঠে শিখে(৬)
পোড়ে উলু কাশীয়ার বন।
দৈন্য দুঃখ শোক খণ্ডী পুন দেখা দিল চণ্ডী
মায়া মৃগ রূপে ততক্ষণ।।

১। শুষিয়া—টানিয়া—বাণ মারিয়া।
২। মুখের জাল খুলিয়া দিব না।
৩। সুঁড়ি পথ।
৪। মৃগের পদানুসরণ করিয়া।
৫। অন্বেষণ করে।
৬। অগ্নিশিখা।

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

এই পাপ মায়া মৃগ পবন জিনিয়া বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈল বিধি।
যেন রাম বিড়ম্বিতে আইলা কানন পথে
মারীচ যেমন মায়ানিধি।।
গায়ে রত্ন প্রচুর রজতের চারি খুর
হেমময় উভয় বিষাণ।
ইহার বেগের কথা উপমা যে দিব কোথা
লাগ নিতে নারে হনুমান।।
অতসী কুসুম বর্ণ (৭) প্রবাল রুচির কর্ণ
নীলকণ্ঠ জিনি পদ্ম আঁখি।
আমি বৎসর সাত মৃগ মারি খাই ভাত
হেন মৃগ কভু নাহি দেখি।
বদরী ফলের তুল্য নাসা অগ্রে অমূল্য
গজমতি আছে লম্বমান।
কণ্ঠে কনকহার হীরার গাঁথুনি তার,
কা সঙ্গে দিব যে উপাম॥
হেন লয় মোর মনে পুষিয়াছে কোন জনে
এই ত হরিণ অভিলাষে।
লইয়া তাহার ধন বিপাকে আইল বন
আমার দুঃখের অবশেষে॥
এই মৃগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি
ফুল্লরা পরিবে মৃগ ছাল।
মণি মাণিক যত হেমময় মরকত
পাইলে ঘুচিবে দুঃখ জাল॥
হেমময় মৃগ দেখি হেন আমি মনেলখি
ধন মোরে মিলিল প্রচুর।
আমি যদি মন করি পবন ধরিতে পারি
হরিণ পলাবে কতদূর?
বীর, পুলকে পূরিত তনু ফেলিয়া লোফয়ে ধনু
ঘন ঘন গোঁফে দেয় তোলাণ

৭। মশিনা বা তিসি ফুলের মত বর্ণ।

দিয়া ধনু টঙ্কার ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার
শরীরে মাখয়ে রাঙ্গাধূলা ॥
মৃগ ক্ষণেক উড়ে ক্ষণে ক্ষণে ভূমে পড়ে
মৃগ দেখি, নাহি দেখি ছায়া।
ক্ষণেক তাণ্ডব করে ক্ষণে চক্র যেন ফিরে
মৃগ নহে দেবতার মায়া ॥
মৃগের দেখিয়া মুখ কালকেতু ভাবে দুখ
না করিতে পারিল সন্ধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥

কাননে কালকেতুর খেদ।

অদভুত মায়া মৃগী দেখি মহাবীর।
গুণ হীন কৈল ধনু সম্বরিল তীর ॥
কংস নদীর জলে বীর কৈল স্নান।
তৃষায় আকুল হয়ে জল কৈল পান ॥
পথে যাইতে মহাবীর খাইল বন ফল।
মলিন বদনে চিন্তে ঘরের সম্বল ॥
দুখিনী ফুল্লরা আছে বড় প্রতি-আশে (১)।
কি ক'হব যায়া আমি তাহার সকাশে ॥
তৈল লবণের কড়ি ধারি ছয়বুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ধান ধারি দুই আড়ি ॥
কিরাত পাড়াতে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধু জন নাহি কেহ সহে ভার ॥
বিষম সম্বল চিন্তা মহাবীরে লাগে।
এক চক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে জাগে ॥
এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।
কিবা সুখ পাইতে আমি আইনু মরতে ॥
সুকৃতি পুরুষ জীয়ে সুখভোগ হেতু।
দুঃখ ভোগ করিবারে জীয়ে কালকেতু ॥
ধড়ার আঁচলে মোছে নয়নের নীর।
কাঞ্চন গোধিকা পুন দেখে মহাবীর ॥

গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জ্জন।
তোমারে পোড়ায়ে আজি করিব ভক্ষণ ॥
যাত্রার সময়ে দেখিয়াছি তোর মুখ।
বনে বনে ভ্রমিয়া পাইনু বড় দুখ ॥
যত দুখ পাইনু আমি অরণ্য ভ্রমিয়া।
নকুল বদলে তোমা খাব পোড়াইয়া ॥
এমত যুকতি বীর হৃদয়ে ভাবিয়া।
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল দড়ি দিয়া ॥
চারি পায়ে বান্ধি তারে ফেলিল ধনুকে।
অভয়া লম্বিত ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হেট মুখে ॥
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।
ঘরে চলে মহাবীর বিষাদ ভাবিয়া ॥

ধনুকে চিন্তেন মাতা হয়ে লম্বমান।
ব্যাধকে আইলাম ভাল দিতে বর দান ॥
যেই দিন জন্মিলাম যশোদা-জঠরে।
কৃষ্ণ হেতু পড়িলাম পাপ কংস করে ॥
উদ্‌যোগ করিল কংস করিতে নিধন।
কুন্তলে করিল দৃঢ় দারুণ বন্ধন ॥
সারিনু অনেক যত্নে শিলায় নিপাত।
এড়াইতে নারিলাম আখেটীর হাত ॥
সেই হেতু ভয়ে কৈনু গগনে নিবাস।
জালের বন্ধনে বড় পাইনু তরাস ॥
দেবগণে পূজা নিতে করিবে সন্ধান।
বীরের বন্ধনে বড় পাইনু অপমান ॥
কিন্তু এক হৃদয়ে লাগিছে বড় দর।
অপমান কথা পাছে শুনেন শঙ্কর ॥
সুরপতি নিতি যারে পূজে বিধি মতে।
হেন জন বন্দী হৈল আখেটীর হাতে ॥
গোধিকা হইয়া আমি কৈনু কোন কাজ।
দুখের উপরে দুখ বড় পাইনু লাজ ॥
বীর গোধিকা লইয়া গেলা আপনার বাসা।
চণ্ডিকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা ॥
গোধিকা চুপড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

১। প্রত্যাশায়।

ফুল্লরার খেদ।

ফুল্লরা নাহিক বাসে আখেটী অন্নের আশে
পড়সীকে জিজ্ঞাসে বারতা।
পড়সী বীরেরে বলে, গোলাহাট বীর চলে,
দূরে হইতে দেখেন বনিতা॥
বীরে দেখি শূন্যপাণি কপালে আঘাত হানি
করে রামা দৈব স্মরণ।
বিধাতা আমারে দণ্ডী জীয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী
কৈল দেব দুখের ভাজন॥
কপালে আরোপি পাণি কান্দে ব্যাধ নিতম্বিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখচান্দে।
দারুণ দৈবের গতি কপালে দরিদ্র পতি
পড়িনু সম্বল-চিন্তা ফান্দে॥
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিল হেন বরে
কর্ণবেধ জাতি ব্যবহারে।
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া চন্দন কস্তুরী গুয়া
পায়াছিলাম বিবাহ বাসরে॥
ফুল্লরা করুণ ভাষে বীর আইলা সঙ্কাশে
প্রিয়ভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরা বলেন বাসি মাংস না বিকায়।
আজি মহাবীর বল সম্বল উপায়॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
লইয়া [illegible]ভাতি ভেট যাও তুমি তথা॥
ক্ষুদ কিছু ধার করিহ সয়ের ভবনে।
কাঁচড়া ক্ষুদের জাউ রান্ধিহ যতনে॥
রান্ধিবে পলতার শাক হাঁড়ী দুই তিন।
লবণের তরে চারি কড়া করিহ ঋণ॥
আজি সইয়েরে দেও কিছু তণ্ডুলের ভার।
তোমার বদলে আমি করিব পসার॥
গোধিকা রাখিয়াছি বান্ধিয়া জালদড়া।
ছাল দূর করি তাহা করিহ শীক পোড়া॥

সম্ভ্রমে চলিলা রামা সইয়ের দুয়ার।
ফল মূল ভেট দিয়া কৈল নমস্কার॥
আইস আইস বলি ডাকে তারে সই।
কি ভাগ্য হইল দেখা কত দিন বই॥
সই! বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দূর তারে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া তারে দিল খই মুড়ি।
বসিতে আসন দিল চৌখণ্ডিয়া পীঁড়ি॥
ফুল্লরা দুই কাঠা চাল মাঙ্গিল উধার।
কালি শোধ দিব বলি কৈল অঙ্গীকার॥
আইস পরাণের সই বইস ভগিনি।
মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী॥
দুহেঁ বসি কথায় মজিয়া গেল চিত।
ভগবতী লয়া কিছু শুনহ সঙ্গীত॥

ভগবতীর নিজমূর্ত্তি ধারণ।

হুহুঙ্কারে ছিঁড়ি দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
ষোল বৎসরের হৈলা রামা।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী
কেবা দিতে পারে রূপ সীমা॥
সুচারু নিতম্ব সাজে চরণ পঙ্কজ রাজে
মণিময় কাঞ্চন নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর॥
ত্রিবলি বলিত মাঝে সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে
উরুযুগ রম্ভার সমান।
জিনিয়া কুঞ্জর কুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ
নেতের বসন পরিধান॥
চঞ্চল নয়ন কোণে মদন এড়িল গুণে
কাজল গরলযুত শর।
বিউনী কেশের অস্ত্র শোভয়ে মদন কুন্ত (১)

১। কুন্ত—অস্ত্র বিশেষ, কোঁচ।

কবরীতে শোভিছে কেশর।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন পঙ্ক অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ
বাহু বিভূষণ সুশোভন।
সকল অঙ্গুলি ভরি মাণিকের অঙ্গুরী
দন্তরুচি ভুবনমোহন॥
মুখচন্দ্র অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
সিন্দুর তিলক তিমিরারি।
অধর বিদ্রুমদ্যুতি (১) তাম্বুলের রাগ তথি
নাসায় মাণিক মনোহারী॥
পরি নানা আভরণে অবশেষে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাঁচুলী আচ্ছাদন।
মনে করি ভগবতী কাঁচুলী নির্ম্মাণে মতি
স্বর্গের বিশাই সোঙরণ॥

বিশ্বকর্ম্মার দশাবতার লিখন।

বিশাই কাঁচুলী লেখে ভারত পুরাণ দেখে
লেখে নানা নিগমের সার।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান তুলি ধরে সাবধান
আগে লেখে দশ অবতার॥
প্রলয় সাগর লীন প্রথমে লিখিল মীন
বেদ উদ্ধারল অবতার।
ধরিয়া রোহিত লীলা জলচর মাঝে খেলা
কৈল সত্যব্রতের উদ্ধার॥
লেখে কূর্ম্ম অবতার পীঠে ফিরে গিরি যার
পীঠে নিল লক্ষ যোজনে।
নিজ বলে পৃষ্ঠে করি ধরিল মন্দর গিরি
সুধা হেতু জলধি মন্থনে॥
লিখিল বরাহ মূর্ত্তি উদ্ধার করিল ক্ষিতি
প্রবেশিয়া পাতাল ভিতরে।
অবনী উদ্ধার করি আদি দানবেরে মারি
আরোপিল জলের উপরে॥
লেখে নরসিংহ তনু অভিনব চন্দ্র ভানু
ফটিকের স্তম্ভ অবতার।

হিরণ্য কশিপু বুকে বিদারণ কৈল নখে
তেজে দূর কৈল অন্ধকার॥
লিখিল বামন মূর্ত্তি ভুবন মোহন কীর্ত্তি
অসুর কুলের হৈলা কাল।
হয়া ভুবনের স্বামী ত্রিপাদ মাঙ্গিল ভূমি
দৈত্যরাজে লইল পাতাল॥
লিখিল পরশুরামে ক্ষত্রিয় কুলেতে জন্মে
ভুজবলে করিল দহনে।
বার একবিংশতি নিক্ষত্রিয়া কৈল পৃথ্বী
দান কৈল মরীচি নন্দনে॥
লেখে দূর্ব্বাদল শ্যাম জানকী সহিত রাম
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ।
জায়া হরণের হেতু বান্ধিয়া সমুদ্রে সেতু
ভুজবলে বধিল রাবণ॥
লেখে শ্বেত অবতার হলধর লেখে আর
প্রলম্ব ধেনুক বিনাশন।
মুষ্টিক মারিয়া বীর হলাগ্রে যমুনা নীর
প্রবেশ করিল বৃন্দাবন॥
হরিতে অবনীভার যদুকুলে অবতার
মধ্যে লেখে যশোদা নন্দন।
শৈশবে শয়ন রঙ্গ করিল শকট ভঙ্গ
তৃণাবর্ত্ত করিল নিধন॥
হয়া গিরিসম ভারী যদুকুলে অবতরি
বিশ্বরূপ দেখালে বদনে।
যশোদা পরম রঙ্গী যমলার্জ্জুন ভাঙ্গি
লেখে অঘাসুর বিনাশনে।
লেখে বৎসরূপধারী বৎসক অসুরে মারি
লিখিলেন প্রলম্ব-মারণ।
বৎস শিশুগণ লয়া ব্রহ্মা করিল মায়া
হৈলা প্রভু বৎস শিশুগণ॥
লিখিল যমুনা হ্রদে কালী মাথে দিয়া পদে
তাণ্ডব করেন বনমালী।
গোপগণে করে বল বনমধ্যে দাবানল
পান কৈল করিয়া অঞ্জলি॥

১। বিদ্রুমদ্যুতি—প্রবাল দীপ্তি।

ইন্দ্রমখ ভঙ্গকারী লেখে গোবর্দ্ধনধারী
গোকুলের করিল রক্ষণ।
ইন্দ্রের পরম গর্ব্ব আপনি করিল খর্ব্ব
নিবারিল ঝড় বরিষণ ॥
লিখিল পরম ধন্যা রাধা আদি গোপ কন্যা
লেখে বৃন্দা-বিপিন-বিহারী।
যতেক গোপের নারী সভাকার মনোহারী
নানা স্থানে লিখিল মুরারি ॥
আসিয়া মথুরাপুরী কুবলয় গজে মারি
রঙ্গে চানুর বিনাশন।
মঞ্চে হৈতে পাড়ি কংসে ভোজরাজ অবতংসে
কৃষ্ণ তার করিল নিধন ॥
জননী জনক লোক সবার হরিল শোক
মথুরার করিল পালন।
ধরিয়া পাষণ্ড মত নিন্দা করি বেদ পথ,
বৌদ্ধ রূপী লেখে নারায়ণ ॥
লিখিল কলির শেষ হৈলা প্রভু কল্কী বেশ,
তাহা লিখে হয়ে সাবধান ॥
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ;
শ্রীকবিকঙ্কণে রস-গান ॥

ডানিভাগে বিশ্বকর্ম্মা লেখে মুনিগণ।
কপালে তিলক ফোঁটা লোহিত লোচন
দেব ঋষি জ্যেষ্ঠ লেখে সনৎ কুমার।
নীললোহিত লেখে অনুজ তাহার ॥
দীঘল ধবল দাড়ী তপ জপ শীল।
পিতা পুত্র দুই জন কর্দ্দম কপিল ॥
জৈমিনি দুর্ব্বাসা গর্গ ভৃগু পরাশর।
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা অত্রি ব্যাস মুনিবর ॥
পুলস্ত্য কশ্যপ কর্ণ পুলহ অসিত।
নারদ পর্ব্বত ধৌম্য শংখ লিখিত ॥
বামদেব জমদগ্নি লেখে বিশ্বামিত্র।
দণ্ড কমণ্ডলু কুশ জটা সুবিচিত্র ॥
লিখিল গৌতম জহ্নু মার্কণ্ড নন্দন।
শুকদেব মুকুলী লিখিল দুইজন ॥

বামদিকে লিখিল গরুড় মহাবীর।
জটায়ু সুপার্শ লেখে সম্পাতি মহাধীর ॥
উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মাছরাঙ্গা।
ভুজঙ্গ গিলিয়া নেয় ধোকড়িয়া কঙ্কা (১) ॥
উড়িয়া পড়িয়া বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন।
চাতকা চাতকী জল মাঙ্গে ঘনে ঘন ॥
চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক।
স্বর্গের সারি শুক আদি লেখে পক্ষী বক ॥
জলে তাম্রচূড়(২) লেখে চকোর চকোরী।
ফেনক(৩) ধরিয়া নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
বায়স সারস হংস লেখে চক্রবাক।
দেবরূপী বিহঙ্গম লেখে শ্বেত কাক ॥
পারাবত রূপ লিখিল গাঙ্গ-চিল।
কুলিঙ্গা(৪) সারিকা ভেটা টিটারী কোকিল ॥
বন পশু লেখে বিশাই হৈয়া সাবধান।
তুলারু ঘোড়ারু কৃষ্ণসার ঢোলকাণ ॥
চামরী গবয় মহিষ দীঘল বিশাল(৫)।
শশক শল্লকী গোধা নকুল শৃগাল ॥
কেশরী শার্দ্দূল গণ্ডা তুরঙ্গ বারণ।
ভল্লুক লিখিল মন্ত্রী আর কপিগণ ॥
অঙ্গদ সুগ্রীব নল নীল হনুমান।
পনস কুমুদ বালী আর জাম্বুবান ॥
তরক্ষু লিখিল কোক সজারু শোষিক।
লিখিল বরাহ কূর্ম্ম আর মূষিক ॥
জল পক্ষ মকর লিখিল সাবধান।
চারিদিকে নানা চিত্র করিল নির্ম্মাণ ॥
কুম্ভীর লিখিল ঘড়িয়াল শুশুর।
রোহিতাদি মৎস্য বিশাই লিখিল প্রচুর ॥
কাঁচুলীর মধ্যভাগে লেখে বৃন্দাবন।
মধ্য খানে দোল পিঁড়ি কদম্ব কানন ॥

১। কঙ্ক—কাঁক। ২। জলে তাম্রচূড় কেন?
৩। ফেকম।
৪। কুলিঙ্গ - ফিঙ্গা।
৫। তুলারু, ঘোড়ারু, কৃষ্ণসার, ঢোল-কাণ, বিশাল—মৃগ ভেদ।

লিখিল আবর্ত্ত কালী যমুনা নিকট।
তালের কানন লেখে ভাণ্ডীরক বট॥
অশোক কিংশুক শাল পিয়াল রসাল।
শিংশপা আসন ধব খর্জ্জুর তমাল॥
অশ্বত্থ নাকড়ি জাম পিপলি পনস।
টগর তুলসী দোনা লবঙ্গ বেতস॥
রাঙ্গণ চম্পক পারিজাত তরুবক।
নিহালী বান্ধুলী করবীর কুরুণ্টক॥
লিখিল কালীয় হ্রদে ভুজঙ্গমগণ।
গরল-শেখর কালী লেখে ততক্ষণ॥
নয় বোড়া লিখিল বিশাই আর বোল চিতি।
পাতালের বাসুকি লেখে শেষ সেনাপতি।
বিচিত্র কাঁচুলী বিশাই দিল চণ্ডিকারে।
আশীর্ব্বাদ পাইয়া বিশাই গেলা নিজাগারে॥
কাঁচুলী পরিয়া মাতা বসিলা দুয়ারে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ফুল্লরা আইসে ঘরে॥

চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ।

সখি গৃহে খুদ সের করিয়া উধার।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইলা কুঁড়িয়ার দুয়ার॥
বাম বাহু স্ফুরঙ্গে নাচয়ে বাম আঁখি।
কুঁড়িয়ার দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্রমুখী॥
প্রণাম করিয়া রামা করয়ে জিজ্ঞাসা।
কোন জাতি কার জায়া কহ সত্য ভাষা॥
হাস্যমুখী অভয়া হৃদয়ে উল্লাস।
ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস॥
ইলাবৃত্তে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী।
শিশু কাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥
বন্দ্যবংশেস্থিতি মোর বাপেরা ঘোষাল।
সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেও অনুমতি।
এই স্থানে কতক দিন করি যে বসতি॥
এতেক বাক্য হৈল যদি অভয়ার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুল্লরার মুণ্ডে॥

হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূর হৈল ক্ষুধা তৃষা রন্ধনের ত্বরা॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবি মুকুন্দ॥

ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন।

এরূপ যৌবনে ছাড়িয়া ভবনে
ফেনে আইলা পর বাস।
কহ গো সুন্দরি কেনে একেশ্বরী
ভ্রমিতে নাহি তরাস।
জিনি নীল গিরি তোমার কবরী
মণ্ডিত মল্লিকা মালে।
বিধি কুতুহলী সুস্থির বিজলী
কিবা কৈল কেশ জালে।
কপোল মণ্ডল চঞ্চলকুণ্ডল
বদন বিধুমণ্ডলে।
তব রূপ সীমা কি দিব উপমা
নাহি তিন লোক তলে॥
কপালে সিন্দুর তম করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনের বিন্দু কিবা তাহে ইন্দু
হৈতে অকলঙ্ক তনু॥
বরণে উজ্জ্বলী কনক ধৌতুলী
শোভয়ে তব কুন্তলে।
বিধু দন্ত শোভা সৌদামিনী কিবা
ছাড়ি আইলা কেশ জালে॥
জিনি গজমতি তব দন্তপাতি
হাসিতে বিজলী খেলে।
পক্ক বিম্ববর জিনিয়া অধর
নাসায় মাণিক দোলে॥
হেমলতা তনু তোমার ভ্রূ ধনু
অপাঙ্গ মদন তূণে।
কজ্জল গরল বিশিখ প্রবল
ধব শীকার কারণে॥
শোভে অনুপম কণ্ঠে মণিদাম
কত মরকত তায়।

বক্ষের কাঁচুলী করে ঝলি মলি
শোভিছে অঙ্গ ছটায় ॥
করে শঙ্খ দেখি হেন মনে লখি
উর্ব্বশী আইলা আপনি।
কিবা আইলা রমা রম্ভা তিলোত্তমা
কমলা কিবা ইন্দ্রানী ॥
জিনি মৃগরাজ ক্ষীণ তব মাঝ
হেলয়ে বসন্ত বায়।
ওরূপ মাধুরী তোর কুচগিরি
তাঁর ভয়ে পীড়ে তায় ॥
নাহি লখি তোমা কার বোলে বামা
কি হেতু ছাড়িলে পতি।
বিশেষ কহ মোরে কেবা আনিল তোরে
ঔষধ করিয়া ছাতি ॥
কি বা পতি দোষ দেখি কৈলা রোষ
স্বরূপ কহ না বাণী।
বিরহের জ্বরে যদি পতি মরে
কোন্ ঘাটে খাবে পানী ॥
তব শ্বাশুড়ী ননন্দ কিবা বুইন মন্দ
স্বরূপ কহ আমারে।
তোর সঙ্গে যাব অনেক নিন্দিব
বুঝাব নানা প্রকারে ॥

কি আর,জিজ্ঞাসা কর আইলাম তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন তুষিব বীরের মন
আজি হৈতে সম্পদের সুখ ॥
কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।
ধরক্ষ গরল খায় আমা পানে নাহি চায়
তবম ত্যজিনু সেই শোকে ॥
গঙ্গা বড় সোহাগলী সদাই পাড়য়ে গালী
স্বামীর সোহাগ দরপে।
দেখিয়া পতির তোষ উঠিল পরম রোষ
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে ॥

সতিনের সম্মান, সেই মোর অপমান,
অভিমানে নাহি মেলি আঁখি।
দেখিয়া দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হৈলাম বিমুখী ॥
বিষ কণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
পঞ্চমুখে দেয় গালাগালি।
বিধি কৈল অবলা তাহে সতিনের জ্বালা
পরিতাপে হৈয়া গেনু কালী ॥
উগ্র আমার পতি হৈলাম অবলা জাতি
পাঁচ মুখে গালি পাড়ে কোপে।
একে সতিনের জ্বালা কত সহে অবলা
লাজে জলাঞ্জলি দিনু তাপে ॥
দারুণ দৈবের গতি দরিদ্র আমার পতি
পঞ্চমুখে গালি পাড়ে কোপে।
বিষকণ্ঠ মোর স্বামী সহিতে না পারি আমি
তনু শুকাইল সেই তাপে ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে যেখানে কম আছে, আমাদের বেশী আছে, সেখানে আমরা আমাদের পুঁথির পাঠই প্রকাশ করিতেছি। আর যেখানে পুঁথি হইতে পুস্তকে বেশী আছে,সেখানে সেই অংশ টুকু নীচে প্রকাশ করিতেছি।—

প্রভুর সম্পদ বড়, সাত সতীনেতে জড়,
অনুক্ষণ কঞ্জাল কোন্দল।
কি মোর কপালে ফল, খাইয়া ধুতুর ফল,
আচম্বিতে হইল পাগল ॥
বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়,
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।
ভুজঙ্গ বেষ্টিত অঙ্গ, বাজায় ডুম্বুর শৃঙ্গ,
গলায় শোভিছে হাড়মাল ॥
কি হবে বিষয় সুখ, তাহে পতি পরাঙ্মুখ,
তারে বলে সবে কাম অরি।
সাত সতিনীরা মারে, বুঝিয়া না শাস্তি করে,
সাত সতা পরাণের বৈরী ॥

খাও পর যত তুমি সকল যোগাব আমি
আমাকে ত না বাসিহ ভীন্।
সম কালে সম ভাগে থাকিব বীরের আগে
আজি হৈতে সম্পদের চীন্॥
শতেক রাজার ধন অঙ্গে মোর আভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে।
সম্পদ বিস্তর দিব কেবল ভকতি নিব
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

তোরে আমি বলি ভাল স্বামীর বসতি চল
পরিণামে পাবে বড় দুখ।
শুন হের মূঢ়মতি যদি ছাড় নিজ পতি
কেমতে তরিবে লোক মুখ॥
স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা।
স্বামীই পরম ধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা॥
স্বামী সন্তোষে বসায় খাটে, অপরাধে নাক কাটে
দণ্ডরাজা বনিতার পতি।
শুন গো শুন গো সই হিত উপদেশ কই
ইতিহাসে কর অবগতি॥
রাবণে বধিয়া রাম সীতারে আনিল ধাম
করাইয়া পরীক্ষা দহনে।
লোক বাদ খণ্ডাবারে বনবাস দিল তারে
আদেশিয়া সুমিত্রা নন্দনে॥
পঞ্চমাস গর্ভ কালে সাধ খাওয়াবার ছলে
লয়া গেলা গহন কাননে।
শুন গো দারুণ কথা কাননে এড়িয়া সীতা
আইলা বীর আপন ভবনে॥
ভৃগু নামে মহামুনি সকল পুরাণে শুনি
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার সুত ভুবনের সার
ক্ষত্রকুল বিনাশ কারণ॥
রেণুকার দেখি দোষ উঠিল পরম রোষ
সুতে আজ্ঞা দিল মহামুনি।
শুনিয়া পিতার কথা মায়ের কাটিল মাতা
ত্রিভুবনে কৈল জয়ধ্বনি॥
তোরে দেখি যে উত্তম জাতি দেবতা সমান কাঁতি
কোপ কর নীচের সমান।
ছাড়িয়া পতির পাশ আইলা পরের বাস
আপনার কি সাধিতে মান॥
যদি সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।
কোপে করি বিষ পান আপনি ত্যজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হবে হানি॥
কৌশল্যা রামের মাতা কৈকেয়ী তাহার সতা
দুহাঁর কোন্দলে সর্ব্বনাশ।
না গণিয়া হিতাহিত কৈল সেই অনুচিত
রামচন্দ্র গেলা বনবাস॥
অধম অবলা জাতি যদি থাকে এক রাতি
পরের ভবনে কদাচিত।
ছল ধরে বন্ধুজন লোকে করে গঞ্জন;
অবিচারে কৈলে অনুচিত॥
ফুল্লরার কথা শুনি ভগবতী মনে গণি
উত্তর না দেন মহামায়া।
পুন ব্যাধ নিতম্বিনী নিবেদয়ে যোড় পাণি
কর চণ্ডী রঘুনাথে দয়া॥

যে ঘরে সতিনী রয়, কামানলে প্রাণ দয়,
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম, না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একালা॥
এবে বিধি হৈল সখা, বীর সঙ্গে পথে দেখা,
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে॥
ফুল্লরা দেবীরে কয়, এমন যাবার নয়,
বুঝাইয়া পাঠাইব ঘরে।
বুঝি ফুল্লরার মতি, কহিছেন ভগবতী,
আমি না ছাড়িব মহাবীরে॥

করিয়া উভয় পাণি বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী
শুন রামা দ্বিজের বনিতা।
স্বরূপে কহি যে তোকে ঠেকিলা বিষম পাকে
কি কারণে আইলে তুমি এথা॥
তোর অতি পীন পয়োধর গুরুয়া নিতম্বভর
তুয়া রূপে উজ্জ্বল কুটীর।
নৌতুন যৌবন রাশি কিবা পিয়া পরবাসী
তেজি ঘরে নাহি রহ থির॥
মাণ্ডব্য নামেতে মুনি সকল পুরাণে শুনি
তার শুন দৈব কারণ।
মুনি হয়া কুতুহলী পতঙ্গেরে দেয় শূলী
ব্যোম পথে করাইল গমন॥
মুনির দৈবের পাকে অধিপতি সেই লোকে
হেন কালে হারাইল হয়।
ঘোড়া চোর পায়া ত্রাস অশ্ব রাখি মুনি পাশ
পালাইয়া গেল প্রাণ ভয়॥
ঘোড়া খুঁজিবারে ধাই পাইল মুনির ঠাঁই
বান্ধিয়া আনিল হাতে গলে।
নৃপাজ্ঞায় নিশাপতি মুনিরে ধরিয়া তথি
আরোহণ করাল ত্রিশূলে॥
ভারত বিধান ক্রমে শুনেছি পণ্ডিত ধামে
অবনীতে দারি স্মরপতি।
জানি বা জানিতে পার জানি বা জানিতে নার
যে রূপে পাইল স্বামী সতী॥ (১)
বেদবতী নামে দারা স্বামী যার শতশিরা
অবিরাম শরীর গলিত।
পতিব্রতা হয় যেবা তেন মতি করে সেবা
স্বামীর পালন করে নিত॥
পতির আদেশ ধরি নিজ পতি কান্ধে করি
গঙ্গা স্নান করিবারে যায়।
গঙ্গার ওকূল ধারে অঙ্গ মার্জ্জন করে
বারবধূ দেখিবারে পায়॥

মুনি বলে শুন সতি ইহার ভুঞ্জিব রতি
বারবধূ লক্ষহীরা সনে।
সতী নিতি দ্বারাগারে অঙ্গণ মার্জ্জন করে
বেশ্যা বিস্ময় ভাবে মনে॥
দৈব যোগে বেশ্যা সনে দেখা দেখি দুই জনে
হাস্যরসে দুজনে কথনে।
বেদবতী বলে বাণী বেশ্যা বিস্ময় গণি
ভাগ্য করি সে মানিল মনে॥
মানিল মানস পূর্ণ নিজাগারে আসি তূর্ণ
কান্ধে করি স্বামী লয়া যায়।
ত্রিশূলে আছিলা মুনি তমো ঘোরে নাহি জানি
মাথা বাজে সে মুনির পায়॥
যোগ বলে হরি সঙ্গ যে মোর করিল ভঙ্গ
দেবতা অসুর কিবা নর।
যদি হয় দেব ঋষি সে মরিবে গেলে নিশি
বাগ্ বজ্র দিল মুনিবর॥
শুনি বলে বেদবতী যদি আমি হই সতী
এ যামিনী না পোহাবে আর।
মুনি সতী বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ
অলঙ্ঘ্য বচন দুঁহাকার॥
পূরিতে পতির আশ বারবনিতার পাশ
পতিব্রতা লইয়া যায় স্বামী।
দেখিয়া ত ব্যাধি-কায় বেশ্যা না পরশে তায়
আইলা মুনি না পোহায় যামী॥
অনিবার বিভাবরী যথা বেদবতী নারী
সেবে দেব যুড়ি দুই কর।
সতীর আদেশ ধরি উঠিল তিমির অরি,
মরে মুনি, জিয়াল অমর॥

পুন শুন ঠাকুরাণি কহি আমি হিত বাণী
ইতিহাসে কর অবধান।
ভারত বিধান ক্রমে শুনেছি পণ্ডিত ধামে
সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান॥
মদ্র-দেশ নরপতি নামতার অশ্বপতি
অপুত্রক সেই নৃপবর।

১। এই শ্লোকটির অর্থবোধ হইল না।

পুত্র জনমের হেতু দ্বিজ আনি করে ক্রতু
অগ্নি তারে দিল কন্যাবর ।।
কন্যা হৈল রূপবতী দেখি বলে নরপতি
মনে ভাবি করহ বরণে।
পিতা দিল অনুমতি অবিলম্বে রূপবতী
মনে বরি আইলা সত্যবানে ॥
কন্যা আসি কহে বাণী হরষিত নৃপমণি
সেই কালে আইলা নারদ।
নারদ শুনিয়া কথা বলে রাজা পাবে ব্যথা
সত্যবানের নিকট আপদ ॥
সাবিত্রী শুনিল কথা বলেন শুনহ পিতা
যে হৌক সে হৌক মোর পতি।
আর না ভাবিহ আন তার পাছে মোর প্রাণ
ইথে তুমি কর অনুমতি ।।
শুনি নরপতি কয় যে জন আমার হয়
কর সবে যেই আয়োজন।
রাজার বচন মাথে সব লোক চলে সাথে
চলে রাণী কুতুহল মন ।।
মাতা পিতার কাছে যথা সত্যবান আছে
তথা রাজা দিল দরশন।
সত্যবানে আদেশিল সাবিত্রীকে সমর্পিল
পুন রাজা দেশেতে গমন ।।
ভাবিয়া সাবিত্রী মনে দেব পূজে দিনে দিনে
স্বামীর পালন করে নিত।
শাশুড়ী শ্বশুর অন্ধ দেখে বধূর প্রেমতরঙ্গ,
তুহে বুঝি, হন হরষিত ।।
সত্যবান চলে বনে সাবিত্রী ভাবিল মনে
যেবা কথা নারদ কহিল।
শ্বশুরে বিদায় হয় পতিব্রতা সঙ্গে ধায়
গহন কাননে রামা গেল ॥
কুতুহলে দুই জনে ভ্রমিয়া গহন বনে
তরুমূলে বৈসে সত্যবান।
ত্যজিল কুমার বোল কাল আনি দিল কোল
তারে বিধি করিল নিদান ॥
ধর্মে না করিয়া ভয় প্রণতি করিয়া কয়
তুমি দান দেহ মোর পতি।
আর যেবা চাহ বর দিব আমি, যাও ঘর,
পতি কথা না কহিও সতি ॥
শুনিয়া ধর্মের বাণী করিয়া যুগল পাণি
যদি বর দিবে মহাশয়।
শ্বশুর পাইবে দৃষ্টি লভিবে আপন সৃষ্টি,
পিতৃকুলে শতেক তনয় ॥
বর দিয়া ধর্ম্মরায় আপন ভুবন যায়
অনুপতি যায় রূপবতী।
পুনরপি দেখি তারে কৃপা করি দিল বরে
যাও তুমি হবে পুত্রবতী ।।
যোড় হাতে কহে সতী তুমি লয়া যাও পতি
কেমতে হইবে পুত্র মোর।
বুঝি বলে ধর্ম্মরায় ক্ষমিনু সকল দায়
পতির জীবন দিনু তোর ।।
সাধিল আপন কার্য্য পতি লয়া আইল রাজ্য
এই কথা শুনেছি পুরাণে।
তুমি অতি মূঢ়মতি ত্যজিয়া আপন পতি
একা ফির গহন কাননে ।।
শুনিয়া এমত বাণী কহে মাতা নারায়ণী
না ছাড়িব তোমার ভবন।
অভয়া চরণে চিত রচিয়া নৌতুন গীত
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

শুন গো তোমারে বলি ফুল্লরা সুন্দরী।
আইলাম বীরের দুখ দেখিতে না পারি।
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজগুণে ।।
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়া বীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে ॥
আইলাম তোমার ঘর হিত করিবারে।
কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বারে বারে ।।
তুমি যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব ।।
মোর এত জিজ্ঞাসায় তোমার কিবা ভোধ।
থাকিব দুজনে যদি নাহি কর রোষ ।।

এতেক বচন যদি বলিল ভবানী।
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের রমণী॥
বার মাসের দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ফুল্লরার বার মাসের দুঃখ।

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তালপাতার ছাউনী॥
ভেরেণ্ডার খামা মোর আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম আষাঢ়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝাড়ে॥
কহিতে দুঃখের কথা চক্ষে পড়ে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥ ১।
শ্রাবণের বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি, অঙ্গে পড়ে মাংস জল।
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
শুন গো শুন গো রামা দুঃখের কাহিনী।
কত শত খায় জোক, নাহি খায় ফণী॥ ২।
ভাদ্র মাসেতে বড় দুরন্ত বাদল।
সকলে দরিদ্র, বীর সমূলে বিফল॥ (১)
কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার।
হেন বন্ধু জন নাহি যে বা সহে ভার॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বান॥ ৩।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥ ৪।
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিয়োজন কৈল বিধি সবার কাপড়।
অভাগীর ফুল্লরা পড়ে হরিণের ছড়॥ ৫।
মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ আপনি ভগবান্।
হাটে মাঠে গোঠে গৃহে সবাকার ধান॥
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥ ৬।
পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
নড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা॥
ব্যর্থ মোর বনিতা জনম ব্যর্থ মোর
বনিতা জনম।
ধুলায় নিদ্রা নাহি হয়, শয়নে মরণ॥ ৭।
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্‌ঝটী।
আন্ধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী॥
ফুল্লরার আছয়ে কত কর্ম্মের বিপাক।
মাঘ মাসে তুলিতে নাহি অরণ্যের
শাক॥ ৮।
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাস।
পীড়িত রমণীগণ, বসন্ত বাতাস॥
রামা শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে ইছিলে হইতে ব্যাধিনী॥ ৯।
মধুমাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥
বনিতা পুরুষে সদা পীড়িত মদনে।
ফুল্লরার পোড়ে অঙ্গ উদর দহনে॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥ ১০।
অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা।
চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥

১। ভাদ্র মাসের বাদলে কেহই উপার্জ্জন করিতে পারে না; কেহ মাংস ক্রয় করে না; সুতরাং কালকেতু সমূলে বিফল।

কারে নিবেদিব দুখ কারে নিবেদিব দুখ।
রৌদ্রে পোড়য়ে অঙ্গ বিধাতা বিমুখ॥ ১১।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে, খরতর রবির কিরণ॥
পসার-এড়িয়া জল খাইতে না পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥১২
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আশ্বাস করিয়া তারে বলে ভগবতী॥
আজি হৈতে আমার ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ॥ (১)

কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।
গোলাহাটে বীর পাশে দিল দরশন॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা সুন্দরী।
সতৃষ্ণ হইয়া বীর বলে আগুসারি॥
শ্বাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা।
কার সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলি রাতা॥
সতাসতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা।
এবে ফুল্লরারে হইল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলে প্রভু আজিকার স্বপনে।
দোষ নাহি দেখে কেন কর অপমানে।
কি লাগিয়া প্রভু তুমি পাপে দিলা মন।
আজি হৈতে হৈলা প্রভু লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
ব্যক্ত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা।
মিথ্যা হইলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥
সত্য মিথ্যা বচনের ধর্ম্ম জার সাখী।
তিন দিবসের চাঁদ দুয়ারে বসি দেখি॥
পাসরা চুপড়ি পাটী লইলেক ফুল্লরা।
চলিলা ঘরতে দুহে লইয়া পসরা॥

আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারীজন।
পশ্চাতে চলিলা কালু ব্যাধের নন্দন॥
দূরে হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন তরাসে॥
আপনার ঘরে যায়া দিল দরশন।
দেখিল দুই জনে যায়া অভয়া চরণ॥
ভাঙ্গা কুঁড়িয়া খান করে ঝল মল।
পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন আকাশ মণ্ডল॥
শরগাণ্ডীব লয়া বীর হৈলা নতিমান।
অভয়া মঙ্গল কবি কঙ্কণে গান॥

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ।

আমি ব্যাধ নীচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু।
ত্রিভুবনে যেন ধন্যা কিবা দেব দ্বিজ কন্যা
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥
ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
শ্মশান সমান এই ভূমি।
কহি আমি সত্য বাণী ঘরে চল ঠাকুরাণি
দেবের সমান মূর্ত্তি তুমি॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস চল বন্ধুজন পাশ
যাবত থাকয়ে তপনে।
যদি হবে কাল নিশা লোকে ঘোষিবে দুর্ভাষা
রজনী বঞ্চিলে কার সনে॥
আইস পথের ভ্রমে কিবা পথ পরিশ্রমে
আয়াস ছাড়িতে এই ঘর।
চল বন্ধুজন পাশ ফুল্লরা চলুক সাথ
আমি যাই লয়া ধনুঃ শর॥
সীতা যে পরম সতী তার শুন দুর্গতি
দৈবে ছিল রাবণ ভবনে।
ভাল মতে মনে গণি লোকবাদে রঘুমণি
পুনর্ব্বার পাঠাল কাননে॥
যেমত তিলক পানী তেমত অসত্য বাণী
সত্যবাণী তিলক চন্দন।

১। ফুল্লরার "বারমাস্যা" বাঙ্গালার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হইত, এইরূপ ভূয়োপ্রচারে বারমাস্যার স্থানে স্থানে নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সকল পাঠ দিতে গেলে অনর্থক "পুঁথি বেড়ে যায়।"

অভয়া চরণে চিত রচিল মুকুন্দ গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মল্লার।

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবানী।
ঈষৎ কুপিত বীর যোড় করি পাণি ॥
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে হৌক সে হৌক, মোর আগে নমস্কার ॥
ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥
একাকিনী যুবতী ছাড়িলে নিজ ঘর।
উচিত বলিতে কেনে না দেও উত্তর ॥
বড়র বৌয়ারী তুমি বড় লোকের ঝি।
রহিয়া ব্যাধের আগে তোর ভাল কি ॥
শতেক রাজার ধন আছে তোর সঙ্গে ॥
ভয় নাহি কর, ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥
চোর ডাকাত কার নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া সাধি ছাড়-গো নিলয় ॥
আমার বচনে যদি না কর প্রতিকার।
শিয়রে কলিঙ্গ রায় বড় দুরবার ॥
এতেক বচনে মাতা না দিলেন উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥
শর ছাড়িতে নাহি পারে মহাবীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শর রহে বীর চিত্রের সমান ॥
কহিতে বীরের মুখে না নিকশে বচন।
বল বুদ্ধি হত হৈল আখেটী নন্দন ॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনু শর।
ছাড়াইতে নারে শর হইলা ফাঁফর ॥

সসম্বিত ধনুঃ শর দেখি মহাবীরে।
করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে ॥
আইলাম পার্ব্বতী তোমারে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু ত্যজ ধনুঃ শর ॥
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন।
ভাঙ্গায়া বসাহ পুত্র গুজরাট বন ॥
বসা সবে দিয়া কড়ি গোরু আর ধান।
পালিহ সকল প্রজা পুত্রের সমান ॥
পূজিহ মঙ্গলবারে দিয়া দ্রব্যজাত।
গুজরাট নগরে কালু তুমি হবে নাথ ॥
এতেক শুনিয়া কালু চণ্ডীর বচন।
যোড় হাত করি কিছু করে নিবেদন ॥
আদ্যাশক্তি বট যদি শিখর বাসিনী।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি ॥
আদ্যাশক্তি বট তুমি না যাই পাতিয়ারা।
শর-স্তম্ভ বিদ্যা আপনে জান পারা ॥
যদি নিজ রূপ ধর প্রবোধ যাই মনে।
যেরূপে তোমারে লোক পূজয়ে আশ্বিনে ॥
এমত শুনিয়া চণ্ডী কালুর বচন।
নিজ রূপ ধরিতে চণ্ডিকার হৈল মন ॥

মহিষমৰ্দ্দিনী রূপ ধারণ।

মালশী।

মহিষমর্দ্দিনী রূপ ধরেন চণ্ডিকা।
অষ্ট দিকে শোভা করে অষ্ট নায়িকা ॥
সিংহ পৃষ্ঠে আরোপণ দক্ষিণ চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বাম-পদ আরোপণ ॥
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
ডানি করে তার বুকে আঘাতিল শূল ॥
বামদিকে লম্বমান শোভে জটাজট।
গগন মণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥
অঙ্গদ বলয়া হার, হৈল দশভুজা।
যেন মতে ত্রিভুবনে লইলেক পূজা ॥
পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা খেটক শরাসন।
বামকরে শোভা করে পঞ্চ প্রহরণ ॥
অসি চক্র শূল শক্তি কত মত শর।
পাঁচ অস্ত্র শোভিত দক্ষিণ পাঁচ কর ॥
তপ্ত কলধৌত জিনি হৈল তনু আভা।
ইন্দীবর জিনি দুই লোচনের শোভা ॥

শশিকলা শোভে তাঁর মস্তক ভূষণ।
সম্পূর্ণ শারদ ইন্দু জিনিয়া বদন ॥
বামে শিখী বাহন দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃষে আরোহণ শিব মস্তক উপর ॥
দক্ষিণে জলধি সুতা বামে সরস্বতী।
আনন্দে পুলকে দেব গণে করে স্তুতি ॥
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
পড়িল সম্ভ্রমে বীর, হরিল চেতন ॥
কালু কালু করিয়া ডাকেন মহামায়া।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোরে কর দয়া ॥

মূর্চ্ছিত দেখিয়া তবে বলেন ভবানী।
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠ পুত্র ত্যজিয়া মেদিনী ॥
উঠহ কুমরা বুলি বলেন অভয়া।
বিনাশ করিব দুঃখ তোরে করি দয়া ॥
চণ্ডীর বচনে উঠে ব্যাধের কুমার।
চণ্ডীর সম্মুখে রহে যোড়ি দুই কর ॥
কৃতাঞ্জলি করিয়া বলেন বীর বাণী।
ত্যজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি নগের নন্দিনী ॥
এমত বচন যদি বলে মহাবীর।
দেখিতে দেখিতে হৈলা পূর্ব্বের শরীর ॥
পুনর্ব্বার কহে বীর করিয়া প্রণাম।
কহ মাতা শুনিব তোমার শত নাম ॥
তোমার চরণ মাতা দেখিনু বিদ্যমান।
কর্ণের সন্দেহ ঘুচে শুনিলে অভিধান ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত মধু-রস-বাণী।
আপনার নাম মাতা কহিছেন আপনি ॥

চণ্ডীর শত নাম।

ব্যাধের নন্দন শুন হে বচন
এই মোর শত নাম।
এ তিন ভুবনে কেবা নাহি জানে
সব ঠাঞি মোর ধাম ॥
চণ্ডিকা চর্চ্চিকা চক্রিণী চণ্ডিকা
চামুণ্ডা চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী শুভ আমি করি
তোমারে করিনু দয়া ॥
ইন্দ্রাণী ব্রাহ্মণী নরসিংহ বাহিনী
কুমারী শক্তি রূপিণী।
জয়ঙ্করী জয়া শঙ্করী অভয়া
বেদবতী নারায়ণী ॥
কালী কপালিনী কৌশিকী মালিনী
বৈষ্ণবী শিব-বনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী গঙ্গা সুরেশ্বরী
আমি আদ্যা দেবী সুতা ॥
গোকুলে গোমতী দক্ষ গৃহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ভয়ঙ্করী ভীমা উগ্রচণ্ডা বামা
মহাতেজা কংসাগারে ॥
যমুনা যোগিনী যশোদা-নন্দিনী
যোগ-নিদ্রা জয়-প্রদা।
মৃড়াণী অম্বিকা প্রচণ্ড-কালিকা
ধরি খড়্গ চর্ম্ম গদা ॥
কালিকা কল্যাণী মোরে সবে জানি
কার্ত্তিকী কামরূপিণী।
গৌরী খগেশ্বরী চণ্ডী জলেশ্বরী
জয়-ধৃতি তপস্বিনী ॥
যক্ষী নিত্য পুটা ত্রিনেত্রা ত্রিকুটা
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
গদিনী চক্রিণী পিঙ্গলা মোহিনী
সাবিত্রী ঘোর রূপিণী ॥
ক্ষমা সরস্বতী কামাখ্যা কিরাতী
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
ত্রপা কালরাত্রি শর্ব্বাণী সাবিত্রী
সহস্রাক্ষী দশভুজা ॥
অপর্ণা নাগাঙ্গী প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী
ঘণ্টেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম ভুবনে উপাম
শুনহ নামের কথা ॥

দুর্গ-বিনাশিনী ভৈরব-ভামিনী
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বেণু সপ্তস্বরা মুরজা মন্দিরা
বাজায়। দুন্দুভি দণ্ডী ॥
স্থল-নল-দল চরণ যুগল
তথি শোভে নখচন্দ।
চরণে চণ্ডীর বাজয়ে মঞ্জীর
গতি গজপতি মন্দ ॥
নয়ানের কোণে আছেশ্কত তূণে
অসুর নাশের ইষু।
নাভি সরোবর তথির উপর
ভ্রময়ে ভ্রমর শিশু ॥

নমস্কার হৈল বীর প্রদক্ষিণ করি।
বীর হস্তে দিল দেবী মাণিক অঙ্গুরী ॥
ফুল্লরা বলে অঙ্গুরী লৈয়া খাব কত কাল।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের জঞ্জাল ॥
অভয়া বলেন কালু লহ শিকা ভার।
লহ কোদালী খন্তা যার ক্ষুর ধার ॥
কোদালী খনতা যাঁ নাহিক নিয়ড়ে।
তুমি আজ্ঞা কৈলে ধন কুঁড়িব চিয়াড়ে ॥
আগে আগে হৈল মহামায়ার গমন।
পশ্চাতে চলিলা কালু ব্যাধের নন্দন ॥
দাড়িম্ব তরুর তলে দিল দরশন।
স্থান দেখাইয়া বীরে দিল ততক্ষণ।
স্মরিয়া অভয়া তাতে দিলেক চিয়াড়।
চেলা মাটি কেলে যেন পুখরীর পাড় ॥
কুঁড়িতে কুঁড়িতে বীর ধনের লাগ পাইল।
নীল মেঘেতে যেন বিজুলী পড়িল ॥
তুলিয়া বান্ধিল লয়া সপ্ত ঘড়া ধন।
চণ্ডী সোঙরিয়া হৈল ব্যাধের গমন ॥
লোহার শিকলে ধন আনে ততক্ষণ।
ফুল্লরা ভাবিয়া কেতু করিল গমন ॥

ধন রাখিতে অভয়া থাকিলা তরুতলে।
ফুল্লরা রহিলা ঘরে ধন করি কোলে ॥
আর বার আনে বীর দুই ঘড়া ধন।
দেখিয়া মোহিত হৈল ফুল্লরার মন ॥
শীঘ্রগতি কালকেতু আর বার যায়।
দুই দিকে দুই ঘড়া ধন বইসায় ॥
অবশেষে এক ঘড়া দেখে মহাবীর।
নিতে নারি ডেড়িভার হইল অস্থির ॥
কালকেতু বলে মাতা করি নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেও এক ঘড়া ধন ॥
যদি ধন নাহি দিবে সেবক বৎসল।
এক ঘড়া ধন মাতা আপনি কাখে কর ॥
এমত শুনিয়া বাণী হাসেন মহামায়া।
ধন ঘড়া নিল মাতা বীরে করি দয়া ॥
আশু আশু মহাবীর করিল গমন।
পশ্চাতে চলিলা মাতা লয়া কালুর ধন ॥
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি।
ধন ঘড়া লয়া পাছে পালায় পার্ব্বতী ॥
কালুর কুঁড়েতে যায়া দিল দরশন।
চিয়াড়ে কুঁড়িয়া রাখে সপ্ত ঘড়া ধন ॥
চণ্ডী বলেন কালু ব্যাধের নন্দন।
নগরের মধ্যে দেহ আমার ভবন ॥
পূজিহ মঙ্গলবারে করি দ্রব্যজাত।
গুজরাট নগরে কালু তুমি হবে নাথ ॥
অতি নীচকুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ় ॥
পুরোহিত আমার কেবা হবেক ব্রাহ্মণে।
নীচ উত্তম হয় পাইলে কি ধনে ॥
হের আইস কালকেতু মন্ত্র দি যে কাণে।
লইবে তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণে ॥
এতেক বলিয়া হৈল চণ্ডীর গমন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
পালঙ্কেতে নিদ্রা যায় বিনোদ শয়ন ॥

বণিক শিয়রে মাতা কহেন স্বপন।
প্রভাতে আসিবে কালু ব্যাধের নন্দন॥
অঙ্গুরীর সমূল্য করিয়া দিহ ধন।
এতেক কহিয়া হৈল চণ্ডীর গমন॥
মহাবীর আইলা প্রাতে বণিকের ঘর।
অভয়া মঙ্গল গান মুকুন্দ কবিবর॥

বেণে বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর ভাড়া
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ আছয়ে বিশেষ কাজ
আমি আইলাম তার হেতু॥
বীরের বচন শুনি আসি বলে বেণেনী
ঘরে নাহিক পোদ্দার।
সকাল তোমার খুড়া গেল খাতকের পাড়া
কালি দিব মাংসের ধার॥
আজি কালকেতু যাও ঘর।
কাষ্ঠ আনিহ এক ভার একত্র শুধিব ধার
মিষ্ট কিছু আনিহ বদর॥
শুন গো শুনো গো খুড়ি কিছু কার্য্য আছে তড়ি
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়া নিব কড়ি।
আমার যে ধার খুড়ি কালি দিহ বাকি কড়ি
যাই অন্য বণিকের বাড়ী॥
কালু তুই দণ্ড করহ বিলম্বন।
সাহস করিয়া টানি আসি বলে বেণেনী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
ধনের পাইয়া আশ আসিতে বীরের পাশ
ধায় বেণে খড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী কান্ধেতে কড়ির ঝুলি
হড়পী নিথ্‌তি লয়া হাতে॥
করে বীর বেণেকে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো এবে না দেখি যে তো
তোমার কেমন ব্যবহার॥
উঠিয়া প্রভাত কালে কাননে এড়িয়া জালে
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা না আইসে ঘরে হাটেতে পসার করে
এই হেতু নাহি আসি আমি॥
খুড়া ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
হয়া মোরে অনুকূল উচিত করিবে মূল
তবে সে বিপদে আমি তরি॥
বীর দেয় অঙ্গুরী বেণিয়া প্রণাম করি
জোখে বেণে চড়ায়া পৈড়ান।
কুঁচ দিয়া কৈল মাণ ষোল রতি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কালকেতুর ধনপ্রাপ্তি।

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হৈল বীর দশগণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি॥
একত্র হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ কিছু লহ কড়ি॥
অঙ্গুরীর মূল্য শুনি ব্যাধের নন্দন।
ভাবে,—
অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সপ্ত ঘড়া ধন॥
কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাই।
যে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাঁই॥
বেণে বলে লহ বাপু বাড়ানু পঞ্চ বট।
আমার সনে সওদা করিতে না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু দাদা সনে কৈনু লেনা দেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো বড়ই সিয়ানা॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লয়া যাই, অন্য বণিকের পাড়া॥
হাতবদল করিতে বেণের হৈল মন।
পদ্মাবতী সনে মাতা গগনে হাসেন॥

এমত সময়ে হৈল আকাশ ভারতি।
বীরের লইতে ধন না করিহ মতি ॥
সাত কোটি টাকা দেও অঙ্গুরীর মূল।
দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হয়া অনুকূল ॥
অকপটে সাত কোটি টাকা দেও বীরে।
বাড়িবেক তোর ধন অভয়ার বরে ॥
আকাশ ভারতি শুনে বেণের নন্দন।
দৈব যোগে মূল্য নাহি শুনে কোন জন ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া বেণে বলে মহাবীরে।
এতক্ষণ পরিহাস কৈনু ভাইপোরে ॥
সাত কোটি টাকা লহ অঙ্গুরীর ধন।
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পুংক্তি অধিক আছে ;—
সিন্দুক হইতে বেণে গণে দেয় টাকা।
অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা ॥
লেখা করি বীরে দিয়ে সাত কোটী ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন ॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন ॥
বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন ॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস অর্জ্জুন অদ্বিত ॥
দামোদর গদাধর সুবল শ্রীদাম।
পীতাম্বর হরিহর বাসু শিবরাম ॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
ব্যাধ সুত ধন যুত শুনি মহা হাস ॥
নিত্যানন্দ আদি যত জরাযুত কায়া।
বিবেচনা করে সবে দেবতার মায়া ॥
বনে বনে ফিরিত এ ব্যাধের নন্দন।
মাংস বেচি করিত সে উদর ভরণ ॥

থলি হইতে হারে মাপি দিল তারে ধন।
অকপট করি দিল বণিক নন্দন ॥
লেখা করি নিল বীর অঙ্গুরীর ধন।
বলদ শকটে বহি আইল নিকেতন ॥
সর্ব্বধন সম্বুরিয়া রাখে বীর খুঞে।
ব্যয় করি বারে কিছু রাখিলেন গুণে ॥

লইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলা হাট
পাছে ধায় শতেক কিঙ্কর।
সেবকে যোগান পাণ বেঙনী বীজয়ে আন
বৈসে বীর তুলিচা উপর ॥
কাণে কলম হাতে দ্বত আইলা কয়স্থ সুত
মহাবীরে নত কৈল মাথা।
রাহুত মাহুত মাল যেবা ধরে অসি ঢাল
বীরের শুনিয়া সবে কথা ॥
আনন্দে পূরিত মন ভাঙ্গিয়া চণ্ডীর ধন
কেনে বস্তু শতে শতে লেখা।
বিচারিয়া কেহ দেখে কাগজে কায়স্থ লেখে
সায় করি বেণে দেয় টাকা ॥
কনকের সাজ কুড়া বিচিত্র পাটের গড়া
সাজ কুড়া হীরায় জড়িত।
চন্দন তরুর কুড়া অমূল্য মুকুতা ঝারা
কনক দোলায় বিভূষিত ॥

জনে জনে বলদের করিল ফুরাণ।
সাত লক্ষ পাঁচ হাজার করিল প্রমাণ ॥
বলদ প্রতি এক তঙ্কা লবে অঙ্কে অঙ্কে।
বলদ ভিড়িয়া চলে মহাবীরের সঙ্গে ॥
সত্বরে পঁহুছিল সবে মহাবীরের বাড়ি।
ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি ॥
বলদের সঙ্গে বীর করিল গমন।
বারে বারে ধন বীর আনিল তখন ॥
ভাড়া লয়ে নিজ স্থানে গেল বৈশ্য গণে।
সর্ব্ব সম্ভাষিয়া ধন রাখে বীর খুঞে ॥
নিত্য ব্যয় হেতু ধন কিছু রাখে গুণে।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজি বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার লম্বমান মতি যার
কিনে বীর কনক সাপুড়া॥
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম অভেদ্য কিনিল চর্ম্ম
নানা রত্ন রচিত মুকুটে।
কিনিল মহিষা ঢাল তাড়ীপত্র করবাল
মুট যার রচিত পুরটে॥
তবক বেলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভূষণ্ডী ডাঙ্গশ খর শাণ।
হীরামুটি যমধর পট্টিশ খেটক শর
কিনে বীর কামাণ কৃপাণ॥
পুরাতে জায়ার সাধ পাটের কিনিল জাদ
মণিময় সূত্র তায় বেড়ি।
হীরা নীল মতিমালা কলধৌত কণ্ঠমালা
কুণ্ডল কিনিল স্বর্ণচুড়ি॥
নিয়োজিয়া জনে জনে ধেনু মহিষ কিনে
বলদ শরভ কিনে খাসী।
শকট বিমান রথ কিনে বীর শতে শত
খাট পালঙ্ক কিনে দাসী॥
সরিষা মসুর মাস ধান্যের নাহি দিশ পাশ
গুড় তিল মুগ বরবটি।
কিনিল তণ্ডুল ছোলা মুল্যা লয় চিনি গোলা
তৈল কিনে উমানিয়া ঘটি॥
কিনে বীর নানা ধন গজ পৃষ্ঠে আরোহণ
নিকেতনে করিল পয়ান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

মহাবীর কাটে বন শুনি বেরুনিয়া গণ
আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।
কাঠদা কুড়ারী বাসি টাঙ্গী বাণ রাশি রাশি
কিনে বীর সবাকারে দিতে॥
উত্তর দেশের জন নামে আইসে দাসমন
শতেক জনের আগুয়ান।
বেরুনিয়া দেখি বীর মনে বড় সুস্থির
জনে জনে দিল গুয়া পাণ॥
ত্যজিয়া দক্ষিণ আশা নামে আইল আসাভাষা
পঞ্চ শত জনের অধিকারী।
আশ্বাসিয়া মহাবীর বেরুনিয়া কৈল স্থির
দেখি বীর জন সারি সারি॥
পশ্চিমের বেরুনিয়া আইল দাফর মিয়াঁ
সঙ্গে যার দুইত হাজার।
কুলি হাড়ি দুই কর শিরে করি পেগম্বর
বন কাটে পাতিয়া বাজার॥
ভোজন করিয়া দিনে প্রবেশ করয়ে বনে
শত শত বেরুনিয়া জন।
শুনিয়া কুঠার নাদ দেখি বড় পরমাদ
ধায় বাঘা করিয়া রোদন॥
কেহ বা মুর্চ্ছিত পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
কেহ বীরে নিবেদি অঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করিল মুকুন্দ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলী॥

মহাবীর তোমার বেরুনে নাহি কাজ।

কানন ভিতরে বাঘ আজি পাইয়াছিল লাগ
হয়াছিল বড় পরমাদ॥
দেখিয়া বাঘার কোপ ঝাঁটা পারা দুটা গোপ
গগনে লাগিছে দুটা কাণ।
বাঘার দশন গুলা মাঘ মাসে যেন মূলা
জিহ্বখান খাণ্ডার সমান॥
ধায় চঞ্চলগতি নখে আচোড়য়ে ক্ষিতি
দেওটি সমান দুটা আঁখি।
অতি তার ক্ষীণ মাঝ যেন দেখি মৃগরাজ
চলিতে উড়য়ে দুই পাখী॥
বিশ নখ যমধর দেখিয়া লাগয়ে ডর
লেঙ্গুড় লাগিছে তার শিরে।
কপাট সমান বুক যমসম ভীম মুখ
কুম্ভারের চাক যেন ফিরে॥

পায়া বেরুনিয়া সাড়া মেলিয়া বিকট দাড়া
বেরুনিয়া জন খাইতে ধায়।
আছে পরমায়ু বল তোমার পুণ্যের ফল,
বিদায় করি যে তুয়া পায় ॥
বেরুনিয়ার কথা শুনি মহাবীর মনে গণি
আশ্বাস করিল বীর জনে ।।
প্রণাম করিয়া ভানু হাতে লইয়া সর ধনু
প্রবেশ করিল বীর বনে ।।
উকটিয়া ঝোপ ঝাড় নিহালি পর্ব্বত পাড়
পাইল বাঘের দরশন।
উমা পদে হিত চিত রচিল নূতন গীত
চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

বাঘ দেখি আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বীর করিল সন্ধান ।।
মহাবীর দেখি বাঘ নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয় ।।
লাফে লাফে বাঘা ধায় আঁচড়ায় ক্ষিতি।
শর হাতে বীর বলে কে দিল দুর্ম্মতি ।।
সূর্য্য উদয় না করিলে ভুবন আঁধার।
ভাল মন্দ সবাকার করহ বিচার ।।
ধন দিয়া সত্য কৈল নগেন্দ্র নন্দিনী।
আজি হৈতে আর তুমি না বধ পশু প্রাণী।।
মোর কিছু দোষ নাহি হইবে প্রমাণ।
জানু ভূমে পাতিয়া ছাড়িয়া দিল বাণ ।।
সাঞ্জি সাঞ্জি করি বাণ যায় ব্যোম পথে।
সে বাণ লোফিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে ।।
ছুড়িতে উদ্যম বীর কৈল আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘা ধরিল ধনুক খান ।।
বজ্র মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার তুণ্ডে ।।
মুকুটির তেজ যেন তবকের গুলি।
এক ঘায়ে বাঘার মাথার ভাঙ্গে খুলি ।।
মুকুটি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড় মারে মহাবীরের গায় ।।
মহাবীরের গায়ে তার নখ নাহি ভুকে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাহি টুটে ।।
পাছু হয়া মহাবীর জুড়িল কৃপাণ।
এক ঘায়ে বাঘা করিল দুই খান ।।
হরি হরি সোঙরিয়া বন কাটে জন।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

মহাবীর হাতে ধনু ফিরয়ে কাননে।
বন কাটে বেরুনিয়া জনে ।।
শর নল খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গি,
ওকড়া ধুতুরা বন কাটি অপাঙ্গি,
আকড়া কাটে নিয়লি সিয়লি।
আট সর খাট সর কাটিল নাটা,
ভাদলি ভাসিল চোর পানিটা,
বোঝা ঝাউ কাটে আদাড়মালী ।।
গোরক্ষ বিরথিকাটে সোমরাজি
পেটরিয়া পুরনিয়া ভারদাজী
টাঙু রঝুটি কাল্যানয়া।
ঘোড়াসিজ পাতাসিজ বনকাঙলী
বেতসর রসপানীসিয়লী
সাজাতা পাল্লাতা কাটিল সর্ব্বজয়া ॥
নেয়াতি সেয়াতি কাটিল সাঁই
বেউড়বাঁশের অন্ত নাই
কেতকী ধাতকী কাটিল বামুনহাটী।
সিয়ালকুল তামালকুল কাটিল বেত
কোদালে কাটিয়া করিল ক্ষেত
কুলিতা চালিতা কাটিল রাকাটী ।।
দেবধান গড়গড় ময়নাকাঁটা
পিয়াশাল চাকুল্যা জটা
বৃহতী সাওড়া কাটিল অতশী।
পোঙাতি বিছাতি কাটিল বনশর
বনবাইগুন পিড়িরা উড়ুম্বর
পড়াসি পুনাশি কাটিল ভুরশী ।।

চাকুন্দ্যা কাশুন্দ্যা নিসিন্ধ্যা ভেলা
গোরক্ষবাগুনিয়া গিলা কাশীমালা
চিঞ্চা বহুবীজ মান্দারি।
আমড়া বহড়া হরিতা ধব
শুকান কাননে মেটিল দব
কুকুরছিটা কাটিল গাম্ভারী॥
ডেফল কাফল করঞ্জা বন
করন্ধি বহন্ধি কাটে আজন
এরণ্ড মামড়ি কাটিল বাবলা।
সরল ছাতিম আকুলা নীম
পারুলি দেবদারু বরুণাশীম
তেউড়ি জন্তী কাটিল আমলা॥
মুগরা তরলা ভালুকা বাঁশ
মূল উপাড়িয়া করিল নাশ
সিয়লি সোণাল কাটিল ধরি চাড়।
পলাশ নাকড়ি খদিরের বন
মহাকড়ি কাল্যাকড়া উলা বেনাবণ
ভাটী সাটি কাটিল আদাড়॥
মাগুরী পিগুরী কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি
নাদন চারি কুল কাটিয়া উপাড়ে।
ঘাটুফুল আটুকাল কাটিল কেয়া
উকুল্যা চিরণ্যা বাহির লয়া
হড়কচ ডিকচ কাটিল কামরাঙ্গ।
কাঁটাল কদলী রাখিল গুয়া
অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখে তরু দ্রাক্ষা লবঙ্গ॥
মালতী মল্লিকা নেহালি চাঁপা
ভুজঙ্গকেশরী রাখিল জবা
টগর তুলসী রাখিল রঙ্গন।
করুলা কলম্বা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারিকেল নগর শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেল বন॥
বট তরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জন বিশ্রাম
মূল বান্ধিবারে অনিল থৈকর।
নৃপতি রঘুনাথ করিল অবধান
দিয়া বহুধন কৈল অনুমান
গাইল মুকুন্দ নামে কবিবর॥

কালকেতু কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

কত মায়া জান ওগো মা, মায়াধরি।
কে তোমা চিনিতে পারে॥ ধ্রু॥
ব্রহ্মার ধেয়ানে এ চারি বয়ানে
কর-যোড়ে স্তুতি করে॥
আদ্যা সনাতনী শম্ভুর ব্রাহ্মণী
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী মস্তকমালিনী
তিনলোকে তোমা সেবে॥
ধাত্রী শাকম্বরী গৌরী দিগম্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী সেবে পুণ্যশালী
হর তনু হেমমালা॥
দুর্গা শিবা ক্ষমা চণ্ডী চণ্ড-ভীমা
বাল-শশি-শিরোমণি।
ভৈরবী ভারতি বাণী বসুমতী
সংসার দুঃখ তারিণী॥
কৌষিকী কুমারী রোগ শোক হারী
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
দুষ্টে উগ্রচণ্ডা বাশুলী চামুণ্ডা
শ্রীফলশাখা-বাসিনী॥
দক্ষ মখহরা ভব দুঃখ পরা
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর হর দিবাকর
দিতে নারে তব সীমা॥
যাদব-সেবিতা নন্দ গোপ সুতা
শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।

ক্ষমা কপর্দ্দিনী মহিষমর্দ্দিনী
শঙ্করী সিংহ বাহিনী ॥

কালকেতুর গৃহনির্ম্মাণ।

এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর অস্থির হইল মন ॥
পদ্মাবতী বলি ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা ততক্ষণ ॥
গণনা করিয়া পদ্মা বলিল বচন।
মহাবীর কালকেতু করে সোঙরণ ॥
এমন শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতি।
বিশ্বকর্ম্মায় পাণ দিয়া দিলেন আরতি ॥
মোর ব্রতে বিশাই তুমি কর অবধান।
মহাবীরের ঘর বাড়ী করগা নির্ম্মাণ ॥
বিশ্বকর্ম্মা শিরে ধরি চণ্ডীর আদেশ।
বেরুনিয়া বেশে বিশাই করিল প্রবেশ ॥
তেন মত প্রবেশ করিল হনুমান।
বীরের তোলেন ঘর হয়া সাবধান ॥
আওয়াস তুলিল এক ক্রোশ প্রমাণ।
আপনি কোদালি ধরি বীর হনুমান ॥
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিয়া দিলেন কোদাল।
আড়ে দশ বিঘা দীর্ঘে প্রমাণ বিশাল ॥
যখন কোদালি ধরে বীর হনুমান।
বাসুকী সহিত নাগ হয় কম্পমান ॥
নাহি গাঁতি ধরে বিশাই না ধরে সেউনি।
অঞ্জলি করিয়া হনু-মান তোলে পানী ॥
কাদা তুলি দিল বীর শুভক্ষণ বেলা।
পোয়ালকুড় সমান হনু-মান তোলে ডেলা ॥
এমন প্রাচীর দিল হৈল চারি পাড়।
বাউটী পাথরের বীর দিল ঝনকাড় ॥
তাল তরু সম উচ্চ করিল প্রাচীর।
পাষাণের দাওয়া দিল হনুমান বীর ॥
মণ্ডলা রচিয়া তথি আরোপিল কাঠ।
চারি ছালা খড়ে বিশাই ছাইল চারি পাট ॥
পুরীর ভিতরে রচে চারুচতুঃশালা।
মাঝে আটচালা পিঁড়া বান্ধে দিয়া শিলা।
অন্তঃপুরে সরোবর করিল নির্ম্মাণ।
পাষাণে রচিত তার ঘাট চারিখান ॥
উত্তরে খিড়কী সিংহ-দ্বার পূর্ব্ব দিশে।
পাষাণে রচিত পাক-শাল চারি পাশে ॥
সাতাম্ন বন্ধে বিশাই ধরাইল সুতা।
ইন্দ্র নীল পাষাণে রচিত কৈল পোতা ॥
সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।
চিত্র বিচিত্র লেখে হয়ে অনুকূল ॥
নানা রত্ন দিয়া বিশাই রচিল চণ্ডিকা।
গান কবি মুকুন্দ যাঁরে প্রসন্ন অম্বিকা ॥

সিত পক্ষ ত্রয়োদশী তাহে শুক্র যুত শশী
তথি যোগ নাম আয়ুষ্মান।
সুধন্য কার্ত্তিক মাস বীর তোলে আওয়াস
বিশ্বকর্ম্মা সঙ্গে হনুমান ॥
দেব কার্য্যে বিশ্বকর্ম্মা তার সুত দারুবর্ম্মা
শিরে ধরি চণ্ডিকার পাণ।
সঙ্গে জ্ঞাতি পুত্র নাতি জজাগর দিবা রাতি
নানা চিত্র করে নিরমাণ ॥
হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চির
শিলা তরু আদি যত হয়।
খড়কী উত্তর ভাগে জলহরী তার লগে
বাড়ি মধ্যে কূপের সঞ্চয় ॥
নগর চত্বর মাঝে শিবের মণ্ডপ সাজে
অনাথ মণ্ডপ অতিথি শালা।
বাসাড়ে জনের তরে দীঘল মন্দির করে
প্রবাসী জনের তথি মেলা ॥
কাষ্ঠ আনি ভার বোঝা কুম্ভার পোড়ায় পাঁজা
নানা ইট করয়ে নির্ম্মাণ ॥
দিয়া হীরা নীল খণ্ড নিরমিল দোল পিণ্ড
কদম্ব কানন সন্নিধান ॥
পশ্চিম দিকেতে সেহ তুলিলা নমাজ গৃহ

দালান মছজিদ নানা ছান্দে।
সুধন্যা কোমল শালা তুলিলা রন্ধন শালা
বিবি চাখে, বান্দী তথি রান্ধে॥
অযোধ্যা সমান পুরী বিশাই নির্ম্মাণ করি
পুরদ্বারে রচিল কপাট।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
বর্ণিয়া নগর গুজরাট॥

অযোধ্যা সমান পুরী করিয়া নির্ম্মাণ।
দুই জন চণ্ডিকার প্রসাদ পাইল পাণ॥
পুরী দেখি না পূরয়ে বীরের অভিলাষ।
কেহ নাহি গুজরাটে শূন্য দেখি বাস॥
বিষাদ করয়ে বীর শূন্য দেখি পুরী।
সন্তাপ নাশিনী মাতা সোঙরে শঙ্করী॥
তুমি সত্ত্ব তুমি রজ তুমি তিন গুণ।
আরাধনে হরি হর তুমি তিন জন॥
বিপদ নাশিনী তোমা গান হরিবংশে।
কৃষ্ণের করিলে কাজ ভাণ্ডাইয়া কংসে॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
পুরঃসরী হৈলে তুমি হইয়া শৃগালী॥
ভূভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রচার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দী পার॥
ধন দিয়া কাটাইলে গুজরাট বন।
কি কারণে এত গুলি তোলালে ভবন॥
প্রজাকে আনিতে নাহি আমার শকতি।
নগর বসাতে মাতা উর ভগবতি॥
এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
কৈলাসে চণ্ডীর হৈল অস্থির মন॥
পদ্মাবতী বলি ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
স্মরণ করিতে পদ্মা আইলা ততক্ষণ॥
গণনা করিয়া পদ্মা বলেন বচন।
কালকেতু মহাবীর করে সোঙরণ॥
অবিলম্বে গেল মাতা কলিঙ্গ নগরে।
স্বপ্ন কহেন মাতা প্রতি ঘরে ঘরে॥
নগর বসায় বীর বনের ভিতরে।
ধান গরু সোণা আদি দেন সবাকারে॥
তোমারে ত বলি শুন বুলান মণ্ডল।
তথা গেলে তোমা সবা হবেক কুশল॥
স্বপন কহিল মাতা কেহ নাহি শুনে।
পদ্মা বলে চল যাই গঙ্গা সন্নিধানে॥
অবিলম্বে চলিলা গঙ্গা সন্নিধান।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ।

সাধিতে আপন কাম আইলাম তোমার স্থান
সহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলিবে আমার সঙ্গে
হাজাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা সন্তাপ করহ দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥
হই গো বিষ্ণুর দাসী বিষ্ণুপদ হইতে আসি
সেই প্রভু গতি সবাকার।
হইয়া বিষ্ণুর অংশা কারো না করি যে হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
মোরে পর পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ হই আমি অশ্রু-মুখ
তারে আমি সদয় হৃদয়॥
কুম্ভীর মকর গণ প্রাণ হিংসে অনুক্ষণ
কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায় সে পাপী তোমায় নায়
বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে॥
গঙ্গা গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে বালী ঘট করি মরে
সেই বধ তোমারে সে লাগে॥
আমার জলে প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ খায়্যা কৈলে অবশেষ
সেই বধ লাগয়ে তোমায়॥

তুমি, নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।
স্ত্রী হয়্যা কৈলে রণ বধিলে অসুরগণ
সমরে করিলে পান সুরা ॥
গঙ্গা,—
তোমারে সে আমি জানি পিয়াছিল জহ্নু মুনি
তোমার না করি জল পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥
ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।
উচিত বলিব যদি তোমার সমান নদী
খুঁজিয়া পাইতে আর নাই ॥
দোঁহার কন্দল শুনি পদ্মাবতী বলে বাণী
চল যাই সমুদ্রের স্থানে।
আজ্ঞা দিলে জলনিধি আসিবে সকল নদী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন।

কোপে কম্পমান তনু কাঁপে সর্ব্ব গা।
যোজন যোজন বহি পড়ে এক পা ॥
নিমিষেকে উত্তরিলা সমুদ্রের ধাম।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সিন্ধু করিল প্রণাম ॥
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক দিল আচমন।
পূজা করিয়া সিন্ধু করিল স্তবন ॥
অবনি লোটায়া সিন্ধু যোড় করি কর।
বলে,—
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর ॥
চিরদিন পরে মাতা আইলা ভদ্রকালী।
আমার আশ্রম আজি হৈল পুণ্যশালী ॥
মোর পুণ্যতরু হৈল এবে ফলবান্।
আমার আশ্রমে চণ্ডী তুমি অধিষ্ঠান ॥
পূর্ব্বে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে।
ততোধিক হৈল তব পদ দরশনে ॥
চণ্ডিকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধু পতি।
দেহ নদ নদী গণ আমার সংহতি ॥
হাজাব কলিঙ্গ দেশ, বসাব নগর।
ঘোষণা রাখিব বীরের অবন ভিতর ॥
এমন শুনিয়া সিন্ধু চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে নদ নদী কৈল সমর্পণ ॥
প্রণাম করিয়া দিল পুষ্পক বিমান।
ইন্দ্রের ভবনে মাতা করিল পয়ান ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া ইন্দ্র যোড় করি কর।
বলে,—
কিসের কারণে মাতা আইলা মোর ঘর ॥
ইন্দ্র,—
নীলাম্বরে ক্ষিতি লয়্যা মনে পাইনু ব্যথা।
মহেন্দ্র তোমার লাজে নাহি তুলি মাথা ॥
পুত্র শোকে পুরন্দর কান্দিয়া বিকল।
সুরপুরে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল ॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা শুন পুরন্দর।
অবিলম্বে আনি দিব তোমার কুমার ॥
সাত দিবসের তরে দেহ চারি মেঘে।
নীলাম্বরের কার্য্য সাধি আনি দিব বেগে ॥
এমত শুনিয়া ইন্দ্র দেবীর বচন।
হাতে হাতে চারি মেঘ কৈল সমর্পণ ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

কলিঙ্গ দেশে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ।

শুন শুন মেঘগণ কর ঝড় বরিষণ
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকূল।
মোর যজ্ঞ ভঙ্গ কালে আকুল করিলে জলে
যেন নন্দ গোপের গোকুল ॥
পাণ লহ আরে দ্রোণ শোধহ আমার লোণ
শীঘ্র চল চণ্ডিকার সঙ্গে।
পুণ্ডরীক ঐরাবতে দুই গজ লহ সাথে
বৃষ্টি করি ডুবাহ কলিঙ্গে ॥
চল রে পুষ্কর মেঘ কে সহে তোমার বেগ
সঙ্গে লহ কুমুদ বামন।

তুমি যদি মন কর প্রলয় করিতে পার
কলিঙ্গের কোথা হে গণন ॥
সংবর্ত্ত জলদ রাজ সাধহ চণ্ডীর কাজ
লইবে অঞ্জন পুষ্পদন্ত।
চলিবে চণ্ডীর কাজে সঙ্গে করি দুই গজে
কলিঙ্গের নাহি থাকে অন্ত ॥
তুমি প্রলয়ের হিত আবর্ত্তে বলেন নিত
সার্ব্বভৌম সুপ্রতীক লয়া।
মোর বাক্যে দেহ দৃষ্টি কলিঙ্গে করহ বৃষ্টি
যেমন বলেন মহামায়া ॥ (১)
গজ যোগাইবে বার বরিষ মুষল ধার
ঝাট যাহ কলিঙ্গ নগর।
ঝন ঝনা বৃষ্টি শিলা সঙ্গে লয়া কর খেলা
কলিঙ্গের না রাখিহ ঘর।
চণ্ডীর আদেশ পায় লঘুগতি মেঘ ধায়
পঞ্চাশ পবনে করি ভর।
ক্ষণেকে বায়ু বেগ গগনে যুড়িল মেঘ
চৌঘাট কলিঙ্গ নগর ॥

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর ॥
নিমিষেকে ঝাঁপে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল।
কলিঙ্গে থাকিয়া মেঘ করে ঘোর নাদ।
প্রলয় ভাবিয়া প্রজা ভাবয়ে বিষাদ ॥
হুড় হুড় দুড় দুড় করে বিমুখিয়া ঝড়।
বিপাকে চত্বর ছাড়ি প্রজা দিল রড় ॥

১। চারি জন মেঘনায়ক; অষ্ট দিগ্‌গজ; এক এক জন মেঘনায়ককে দুই দুইটি দিগ্‌গজ সঙ্গে দিয়া ইন্দ্র প্রেরণ করিতেছেন। দ্রোণের সঙ্গে, পুণ্ডরীক এবং ঐরাবত; পুষ্করের সঙ্গে কুমুদ এবং বামন; সম্বর্ত্তের সঙ্গে অঞ্জন এবং পুষ্পদন্ত; আবর্ত্তের সঙ্গে সার্ব্বভৌম এবং সুপ্রতীক।

ধূলি আচ্ছাদিত হৈল সকল পুরীতে।
উঠি বসি করে সব প্রজা চমকিতে ॥
চারি মেঘ বরিষয়ে অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ ॥
করী-কর সমান বরিষে জল ধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
ঘন বাজ ধ্বনি, চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জনক জননী।
হুড় হুড় দুড় দুড় শুনি ঝন ঝন।
না পায় দেখিতে কেহ রবির কিরণ ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গম ভাসি বুলে জলে।
নাহিক নির্জ্জল স্থান কলিঙ্গ নগরে ॥
সপ্ত দিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের কাজ হাজিল সহর ॥
মাঝিয়াতে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্র মাসেতে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
চণ্ডীর আদেশে ধায় বীর হনুমান।
মুষ্ট্যাঘাতে ঘর দ্বার করে খান খান ॥
চারি দিকে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উড়ি পড়ে ঘর গোলা করে দোল মাল ॥
চণ্ডীর আদেশ পায় নদনদীগণ।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (২)

দুঃখিত কলিঙ্গ রায় হাতী ঘোড়া ভাসি যায়
অট্টালীতে উঠে রামাগণ।
মহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পালঙ্ক ভাসে নানাধন ॥
ডুবিল কলিঙ্গ দেশ সহস্রাক্ষ ভাবে ক্লেশ
মজিল প্রজার সম্ভাবনা।

২। মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নলিখিত ত্রিপদী বর্ণনটী আছে; ইহাতে গঙ্গা আসিবার কথা আছে, তাহা অসঙ্গত।—

বহে বিষম স্রোত ভাসিল তুরঙ্গ রথ
কোন দেব কৈল বিড়ম্বনা ॥
দেখিয়া জলের স্থিতি চিন্তিলেন নরপতি
সাজন করিয়া আনে নায়।
করিয়া নৌকার পূজা পরিবার সহিত রাজা
আরোহণ করিল দণ্ড রায় ॥
দেখিয়া তোমার দোষ কোন দেব কৈল রোষ
মজিল তোমার জনপদ।
কলধৌত দেহ দান সাধ দেবতার মান
ঘুচিবেক তোমার আপদ ॥
দ্বিজের বচন শুনি নরপতি মনে গণি
স্বর্ণ অঞ্জলি ফেলে জলে।
নদ নদী পায়্যা মান সবে গেলা নিজ স্থান
রাজা সুস্থির কর্ম্ম-ফলে ॥
দিনে দিনে টুটে নীর দেখিয়া রাজা সুস্থির
দ্বিজগণে দিল নানা ধন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিল মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া গগণে স্থিতি।
সঙ্গে মকর-জাল, ছাড়িয়া পাতাল,
বেগে ধায় ভোগবতী ॥
প্রলয় তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা,
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুপদ, শোণ মহানদ,
ধাইল বাহুদা বিপাশা ॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
দেবাই দানাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ির খানা ধায় বাগা ॥
ধাইল ঝুমঝুমি, করিয়া দামাদামি,
বিবাই মুবাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, গুস্কারা কুতূহলী,
রঙ্গা চলিল রঙ্গে ॥

কলিঙ্গবাসীগণের খেদ।

বিষাদ ভাবিয়া প্রজা করয়ে ক্রন্দন।
দুই চক্ষু হৈল সবার ধারা শ্রাবণ ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল বিলের শস্য, তারে না ডরাই ॥
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি।
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি ॥
এদেশে বসতি নাহি ঘর নদীকূলে।
হাজিবে সকল শস্য বরিষণ কালে ॥
তেসনী ইনাম পাব গুজরাট যাই।
শুনি ভাঁড়ু দত্ত দেই রাজার দোহাই ॥
বুলান মণ্ডল বলে শুন মহাশয়।
তোমার সকল প্রজা জানিবে নিশ্চয় ॥
তেসনি ইনাম পাব গুজরাটপুর।
আগুয়ান তোমার প্রজা তুমি সে ঠাকুর ॥
কেহ কেহ বলে ধন থুয়াছিলাম চালে।
চালের সহিত ধন ভেসে গেল জলে ॥

গঙ্গা যমুনা, ধাইল করুণা,
অজয় সরস্বতী ॥
ধাইল কুন্তী, কালা ধায় গোমতী,
সরযূ সুধাবতী ॥
ধাইল কাঁসাই, মহানদী বিড়াই,
খর ধায় বামনখানা।
চারি দিগে মহা নদ, হইয়া এক হ্রদ,
জগৎ বুড়িয়া ফেলে ফেণা ॥
বাজায়ে দণ্ডী, আপনি চণ্ডী,
চলিলা সত্বর হয়ে।
সঙ্গে কোলাঘাই, চলিল মহামই,
সুবর্ণরেখা লয়ে ॥
দ্বিজবর অংশে পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
তার সভাসদ, রচিয়া চারু পদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল।
স্রোতে ভাসি গেল মোর কাপাসের ডোল।
ভাঁড়ু দত্ত বলে মোর করমের ফল।
আমার দুয়ারে জল হইল আথল ॥
উঠানে ডুবিয়া মরি না জানি সাঁতার।
জটে ধরি স্ত্রী মোর করিল উদ্ধার ॥
বুলান মণ্ডল গেলা বীরের নগরে।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে ॥(১)

শুন ভাই বুলান মণ্ডল।
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কাণে দিব সোণার কুণ্ডল ॥
আমার নগরে বৈস যত তুমি চাষ চষ
তিন সন বহি দিহ কর।

১। মুদ্রিত পুস্তকে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি অধিক আছে ;—
বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া চল গুজরাটে যাই ॥
কালকেতু মহারাজ বড় ভাগ্যবান।
ধান্য গোরু টাকা দিয়া করিবে সম্মান ॥
গুজরাটে গেলা তবে বুলান মণ্ডল।
পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়া বিকল ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর।
নক্ষত্র গণের মধ্যে যেন নিশাকর ॥
পণ্ডিত পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে।
গায়কে গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে ॥
হেন কালে তথায় বুলান উপস্থিত।
আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত ॥
কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা।
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা ॥
বুলান বলেন রায় কর অবধান।
রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান ॥
জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার।
কি খাইব কিবা দিব খাজনা রাজার ॥
ভাবিয়া চণ্ডিকা পদদ্বয় একচিতে।
রচিল নূতন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥

হাল পিছে এক তঙ্কা কারে না করিহ শঙ্কা
পাট্টায় নিশান মোর ধর ॥
নাহি দিব দাবড়ি রয়ে বসে দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশ গাড়ি নানা বাবে যত কড়ি
না লইব গুজরাট বাসে ॥
পার্ব্বনী পঞ্চক যত গুয়া লোণ সানাভাত
ধান-কাটি কলম-কস্তুরে।
যত বেচ ভাল ধান তার না লইব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াইব পুরে ॥
যত প্রজা বৈসে ঘর তার না লইব কর
চাষ ভূমি, বাড়ি দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস পুরাব সবার আশ
জনে জনে সাধিব সম্মান ॥
ভাঁড়ু দত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বোলে
মোর আগে কেবা লবে পাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ু দত্তের আগমন।

ভেট লয়্যা কাঁচকলা পশ্চাতে ভাঁড়ুর শালা
আগু ভাঁড়ু দত্তের পয়ান।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ ছিড়া জোড়া কোঁচা লম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ ॥
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতায়্যা খুড়া খুড়া।
ছিড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি,
ঘন ঘন দেয় বাহু নাড়া ॥
আইলাম বড়ই আশে বসিতে তোমার দেশে
আগে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ
কুলে শীলে বিচারে মহত্ত্বে ॥
কহি যে আপন তত্ত্ব আমি দত্ত বালীর দত্ত

তিন কূলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা দুই জায়া মোর ধন্যা
মিত্রে কৈনু কন্যা সমর্পণ ॥
গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক কায়স্থ আছে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্টবস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার,
কেহ নাহি করয়ে বন্ধন ॥
বহু পরিচয় মেলা দুই নারী চারী শ্যালা
চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই ছয় চেড়ী এই হেতু সাত বাড়ি
ধান্য দিয়া না লইবে বাড়ি ॥
ধান্য বলদ দিবে খুড়া দিবে হে বিছন পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেকী কুলা দিবে।
আমি পাত্র তুমি রাজা ইহা জানি কর পুজা
অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবে ॥
ভাঁড়ুর বচন শুনি মহা বীর মনে গণি
ভাঁড়ুরে করিল বহু মান।
দামিন্যা নগর বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

সঘনে হেলায় শির গাইছে প্রবন্ধ ধীর
ভাঁড়ু দত্ত কহে কান কথা।
যে হেতু প্রজা বৈসে কহি আমি সবিশেষে
একে একে প্রজার বারতা ॥
তাড় বালা দিবে মান করজ বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয় ॥
যখন পাকিবে খন্দ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব
দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন না পালায় যেন জন
অবশেষে নাহি পাবে দাগা ॥
দিয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা
যারে বল বুলান মণ্ডল।
থাকিতে এ সব প্রজা আগু আমার পূজা
কহি দিনু প্রকার সকল ॥
পরি দু পণের কাচা ভানিত আমার ভাচা (১)
সেই বেটা হৈল দেশ মুখ।
নফরের হাতে খাওা বহুড়ী জনের ভাণ্ডা
পরিণামে বড় দেয় দুখ ॥
কলিঙ্গ নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর বাড়ি
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পাণ বৈসে যত মুসলমান
পশ্চিম দিক বীর দেয় তারে ॥
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজি
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী বসাইল হাষণহাটী
এক মুদনী গৃহ বাড়ি ॥
ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পগম্বরে
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে
সাঁঝে বাজে দগড় নিসান ॥
বড়ই দানিসবন্দ কাহাকে না কয়ে ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ মাথে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি ॥
আপন টবর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া
ভুঞ্জিয়াত গায় মুছে হাত।
সুর লোহানি পানী কুড়ানি বটুনি হুনি

১। ভাড়া (?)

পাঠান বসিল নানা মত ॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলমা পড়িয়া ॥
করে ধরি খর ছুরী কুকুড়া জবাই করি
দশগণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেয় মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তব খান
মখদম পড়ায় পঠনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
গুজরাট পুরের বর্ণনা ॥

রোজ নমাজ করি কেহ কহাইল গোলা।
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা ॥
বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি।
পীটা বেচিয়া নাম ধরাইল পীটারি ॥
মৎস বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারি।
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ॥
হিন্দু হয়ে মুসলমান বৈসে গয়সাল।
কাণ হয়ে মাঙ্গে কেহ পায়া নিশাকাল ॥
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকর।
জীবন উপায় তার পায়া তাঁতি ঘর ॥
পট পড়িয়া কেহ ফিরয়ে নগরে।
তীরকর হয়ে কেহ নিৰ্ম্মায়েন শরে ॥
কাগজ করিয়া নাম ধরাইল কাগজি।
কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥
নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান।
সাবধান হয়ে শুন হিন্দুর আখ্যান ॥

পাইয়া বীরের পাণ বৈসে যত কুলস্থান
বীরের নগরে বিপ্রগণ।
শাস্ত্র বিচার করে আশীষ করিয়া বীরে
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন ॥
কুলে শীলে নহে নিন্দ্য মুখটী চাটুতি বন্দ্য
কাঞ্জিলাল ঘোষাল গাঙ্গুলী।
পূতিতুণ্ড বসে গুড় রাইগাঁই কেশরী হড়
ঘণ্টেশ্বরী বৈসে কুলকুলী ॥
পারিহা পীতমুণ্ডী ঝি-করাড়ী মানখণ্ডী
ঘোঁষালী বড়াল কুলমাল।
চোটখণ্ডী পলসাঁয়ী দীর্ঘাঙ্গী কুসুম-গাঁয়ী
সাঁই-গাঁয়ী কুলভি পারিহাল ॥
কুশারি কড়িয়াল পূষলী সিমলাল
পিপলাই বসে পূর্ব্ব গাঁই।
ধনে মানে অতিচণ্ড বাপুলি পিশাচ খণ্ড
করাল নিবসে সিমলাই ॥
পালধি হিজলগাঁই মাসচটক ডিঙ্গসাই
কাঞ্জারী সাহরি ভূরিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দী-গাঁই ভাটাতি সিদ্ধল দায়ী
নায়েরী কোয়ারী মতিলাল ॥
গাঁই নাই গোত্র আছে বসিল বাড়ির কাছে
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয় শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু নিত্য পড়ে বেদ যজু
বেদ বিদ্যা পড়ে অবিরত ॥
দেখিতে তুষার সারি ব্রাহ্মণের আগুসারী
সারি সারি বিষ্ণুর সদন।
কনক কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
গৃহ শিরে শোভে সুদর্শন ॥
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা কোন দ্বিজ কহে কথা
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
নানা দেশ হৈতে আসে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
দেয় বীর হয় গজ দান ॥
মূর্খ বিপ্র বসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের বোচকা বান্ধে টান ॥
ময়রা ঘরে পায় খণ্ড গোপ ঘরে দধি ভাণ্ড

তেলি ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসড়া কড়ি কেহ দেয় দালি বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি॥
গুজরাট নগরে নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাতে কুশে দক্ষিণা কুরাণ॥
গালি দিয়া লণ্ডভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাঁজী করিয়া বিচার।
যে বা না গৌরব করে সভায় বিড়ম্বে তারে
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥
গুজরাট এক পাশে গ্রহ-বিপ্রগণ বৈসে
বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দীপিকা ভাস্বতি ধরে শাস্ত্র বিচার করে
বালকের লেখে জাঁওয়াতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা
ঝুপড়ি বান্ধিয়া এক পাশে।
গায়ে নানা তীর্থ চীন্ ভিক্ষা করি অনুদিন
এক পাশে তারা সব বৈসে॥
সদা লয় হরিনাম ভূমি পাইয়া ইনাম
বৈষ্ণব বসিল গুজরাটে।
কাঁথা কমণ্ডলু নাটি গলায় তুলসী কাঠি
সদাই গোডায় গীত নাটে॥
আয়তন ভূমি বাড়ি বীর দেয় বাক্য পড়ি
কুশ নীর তিল করি করে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করিল মুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে॥

বীর দেয় বাস যত প্রজা বৈসে শত শত
আপনার ছাড়িয়া নিবাস।
তেমনি ইনাম বাড়ি প্রজা নাহি গণে কড়ি
সবাকার হৃদয়ে উল্লাস॥
ক্ষত্রিয় বসে ভানুবংশ সর্ব্বলোক অবতংস
চন্দ্রবংশে বাস মহাজন।
পুরাণ শ্রবণ আশে বসিল বিপ্রের পাশে
অনুদিন দ্বিজে দেয় ধন॥
দোসর যমের দূত বৈসে যত রজপুত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ দান করে নানা ধন
দেশে দেশে জাহের সুকীর্ত্তি॥
তুলিয়া আখড়া ঘরে মল্ল যুদ্ধ কেহ করে
মালবিদ্যা গুলী চাপগারি।
লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া কেহ করে তোলা পড়া
পশু বধে, কেহ বা শীকারী॥
আসি পুর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেয় খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল॥
বৈশ্য বৈসে মহাজন কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
কৃষিকর্ম্ম করে গো রক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয় বুষে কেহ ধান্য বয়
কালে কিনে রাখে কোন জন॥
কেহ দর করি তোলা হীরা নীলা মতি পলা
নানা সহর ভ্রমে স্থানে স্থানে।
সাজন করিয়া নায় নানা সফরে যায়
শঙ্খ চন্দন ভরি আনে॥
চামরী চামর ভোট সকলাদ গজ ঘোট
করভ পট্টিশ অঙ্গরাখি।
এক বেচে এক কেনে নিতিনিতি বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্য-জন সুখী॥
বৈদ্য জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ কেহ প্রয়োগের বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে ঊর্দ্ধরেখা দেয় ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাঁধে করি নানা পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥

কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে হয় যে বিদায়॥
কর্পূর পাচন করি তবে জীয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে, কর্পূর আনিতে ছলে
সেই পথে বৈদ্যের প্রয়াণ॥
বৈদ্য জনের পাশে অগ্রদানী-জন বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান।
রাজ-কর নাহি দেয় বৈতরণী ধেনু লয়
হেম রজত তিল লয় দান॥
ভেট লয়া দধি মাছ ঘৃত কুম্ভ বাঁধি পাছ
কায়স্থ আইল মহাজন।
প্রণাম করিয়া বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হৈলা ব্যাধের নন্দন॥
কায়স্থ মিলিয়া ভাবে আইলাম তোমার দেশে
গুজরাটে করিব বসতি।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
প্রজাগণে কর অবগতি॥
কোন জন সিদ্ধকুল সাধ্য কেহ ধর্ম্ম মুল
দোষ হীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্ন সবারে বাণী লেখা পড়া সবে জানি
সর্ব্ব জন নগরের শোভা॥
অনেক কায়স্থ মেলা দেখিয়া তোমার খেলা
আইলাম তোমার সন্নিধান।
কুলে শীলে হীন দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান॥
তব গুণে হয়া বন্দী পাল পালিত নন্দী
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ
এক স্থানে করিব নিবাস॥
বীর কর অবধান প্রজাগণে দেহ পাণ
ভূমি বাড়ি করিয়া চিহ্নিত।
কিছু দিবে ধান্য বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন করিবে বিল ক্ষেত॥
ত্যাগ করি কলিঙ্গ লক্ষ ঘর প্রজা সঙ্গ
এক স্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ি ভূমি
শুনি বীর হৃদয়ে উল্লাস॥
ধার লহ লক্ষ তঙ্কা কাহাকে নাহিক শঙ্কা
দক্ষিণ আওয়াসে কর বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশ॥

নিবসে হানিফ গোপ না জানে কপট কোপ
ক্ষেতে উপজয়ে নানা ধন।
গোম তিল মুগ মাস বুট সর্ষপ কাপাস
সবার পূরিত নিকেতন।
তেলি বৈসে শত জনা কার ঘানী কার ঘনা
কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল কোদালী কুঠারী ফাল
গড়ে টাঙ্গী অঙ্গবেধী শেল॥
লইয়া গুবাক পাণ বসিল তাম্বুলী জন
মহাবীরে নিত্য দেয় বীড়া।
গুবাক সহিত পাণ বীড়া বান্ধে সাবধান
কখন না পায় রাজপীড়া॥
কুম্ভকার গুজরাটে হাঁড়ি কুঁড়ি গড়ে পেটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।
শত শত একজায় গুজরাটে তন্তুবায়
ভুনী ধুতি খাদি বুনে গড়া॥
মালী বৈসে গুজরাটে সদাই মালঞ্চে খাটে
মালা মৌড় গড়ে ফুলঘর।
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজী করিয়া কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর॥
বারুই নিবসে পুরে বরজ নির্ম্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেয় পাণ।
বলে যদি কেহ লয় বীরের দোহাই দেয়
অনুচিত না করে বিধান॥

নাপিত নিবসে তথি কক্ষতলে করি কাতি
করে ধরি রসাল দর্পণ।
আগরী নিবসে পুরে আপনার বৃত্তি করে
অশুচিত না করে কখন॥
মোদক প্রধান বেণ্যা করে চিনি কারখানা
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্ম্মাণ।
পসরা করিয়া শিরে নগরে নগরে ফিরে
শিশুগণ ধরয়ে যোগান॥
সবাক বৈসে গুজরাটে জীব জন্তু নাহি কাটে
সর্ব্বকাল করে নিরামিষ।
পাইয়া ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাটসাড়ী
দেখি বড় বীরের হরিষ॥
পুরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধুনা
পসার সাজায়া চলে হাটে।
শঙ্খবেণে কাটে শঙ্খ কেহ নহে আতঙ্ক
মণিবেণে বৈসে গুজরাটে॥
কাঁসারী পাতিয়া শাল ঝারী খুরী গড়ে থাল
বাটী খোরা বড় হাণ্ডী সীপ।
সাপড়ী চুণাতি বাটা নির্ম্ময়ে ঝাঝর ঘণ্টা
সিংহাসন পঞ্চপ্রদীপ॥
স্বর্ণবণিক বসে রজত কাঞ্চন কসে
পোড়ে, কাটে, দেখিয়া বিষয়।
কিছু বেচে কিছু কেনে মনুষ্যের ধন আনে
পুর মধ্যে যাহার নিলয়॥
নিবসে পশ্যতোহর পুরমধ্যে যার ঘর
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরয়ে সবার ধন
হাত বদলিতে ভাল জানে॥
পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে
বৃষ ভাগ বসায় বাথানে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

পাইয়া ইনাম ক্ষিতি বৈসে পুরে নানা জাতি
আনন্দিত বীরের নগরে।
বীর করে বহু মান দিল দিব্য পরিধান
নাট গীত সবাকার ঘরে॥
মৎস্য বেচে, চষে চাষ বসে দুই জাতি দাস
তেলিরা নগরে পীড়ে ঘানী।
বাইতি নিবসে পুরে নানা গীত বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মঞ্জুরী বিকিনি॥
বাগুতি নিবসে পুরে বহে হাতে ধনুঃ শরে(১)
মৎস্য মারে খায় নানা রসে।
দরজী কাপড় সীয়ে বেতন করিয়া জীয়ে
গুজরাটে বসে এক পাশে॥
সিয়লী নগরে বসে খাজুরের কাটি রসে
গুড় করে বিবিধ বিধানে।
সূত্রধর পুরের মাঝে চিড়া কোটে, খই ভাজে
কেহ করে চিত্র নিরমাণ॥
পাটনি নগরে বসে রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকর।
আসিপুর গুজরাটে বৈসে যত রাজ-ভাটে
ভিক্ষা করি ফিরে ঘরে ঘর॥
চৌহলি চুণারী মাঝি কোরাঙ্গা খোন্দ়া ধ্বাজি
মাল বৈসে পুরের বাহিরে।
চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পসারে॥
গোয়ালীতে গায় গীতি কয়ালী ফিরয়ে নিতি
একদিকে বসে মহারাট্টা।
ফিরে তারা গুজরাটে শোলঙ্কে পিলীহা কাটে
ছানি কাটে দিয়া চক্ষে কাঁটা॥
পুরান্তে নিবসে কোল হাটে বাজে জয় ঢোল
জায়জীবী বসিলা কয়ালে।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে;—
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।
মাছুয়া নিবসে পুরে জাল বুনে, মৎস্য মারে
কোচগণ বসে নানা রঙ্গে॥
নগর করিয়া শোভা, বসিল অনেক খোবা
দড়ায় শুকায় নানা বাসে।

কেহ বা বসিল হাড়ী ঘাস কাটি লয় কড়ি
শুঁড়ীর অঙ্গনে যার মেলে ॥
মোজা পনাহি (১) জীন নিরময়ে প্রতি দিন
চামার বসিল এক ভিতে।
বেউনী টাঙ্গনি ঝাঁটি ছাতা টোকা গড়ে নাটি
জীবিকার হেতু এক চিতে ॥
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূ জন বৈসে
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

মস্কারা পাইয়া বীর বান্ধে বনমালা।
হাটুয়া আনিয়া বীর দেয় তাড় বালা ॥
বেরুনিয়া জন আনি বান্ধয়ে দীপনী।
যত দ্রব্য আসিবেক রাজহাট শুনি ॥
কেহ তৈল ঘৃত আনে কেহ খণ্ড দধি।
ভক্ষদ্রব্য উপহার বেচে নানাবিধি ॥
এমন সময়ে ভাঁড়ু দত্ত হাটে আইসে।
পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে ॥
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি ॥
ভাঁড়ু কহে,—
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।
লণ্ড ভণ্ড করি গালি দেয় এলোমেলা ॥
টানা টানি করে ভাঁড়ু হাটুয়া নাহি ছাড়ে।
জটে ধরি কীল নাথি মারে তার ঘাড়ে ॥
পীঠে চূণ মাথি সবে চলিলা আদ্দাসে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অম্বিকার দাসে ॥

মহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ু দত্ত লয়।
হের দেখ পীঠে চূণ ভাঁড়ু দত্ত করে খুন
সবে যাই বিদায় করিয়া ॥
জানয়ে অনেক কলা পরদ্বন্দ্বে ধরে ছলা
টাকা সিকা নিত্য খায় ধূতি।
ভাঁড়ু দত্ত পড়া করে কে তাহা সহিতে পারে
না জানি পলায়ে যাব কথি ॥
শাক বাগুন কলা মূলা ঘরে ভিন্ন লয় তোলা
হাটে আসি লুটে তার বেটা।
নিজে তার বন্ধ রাঁড়ী লুট করি লয় কড়ি
কুম্ভারের ধরি লয় ভেটা ॥
চাল লয় চাল্‌কি ঘরে কড়ি চাহিতে মারে
গুয়া পাণ নিত্য খায় ঠেঁটা।
নানা দেশ হৈতে আসে সাধু তোমার দেশে
নানা বাদ দেয় তারে বেটা ॥
পরাক্রম নাহি টুটে গোপের পসার লুটে
নিত্য ধরে, ঘাস করা দায়।
তার বেটা বড় মূঢ় ময়রার লুটে গুড়
নিবেদিতে নাহিক সহায় ॥
চলিতে না পারে গোঁড়া সাত বাড়ি দেয় যোড়া
গাছ গাছ রোপে তায় কলা।
ছাগ মেষ যথা পায় মারি খুন করে তায়
নিত্য ধরে অপবাদ ছলা ॥
ভাঁড়ুর বেটার কাজ কহিতে বাসি যে লাজ
জাতি লয়ে পড়িগেল খেলা।
বহুড়ী জলেতে যায় আহড়ে থাকিয়া তায়
গাছে হইতে চড়ি মারে ঢেলা ॥
প্রজার বচন শুনি রোষ-যুত বীরমণি
দূত দিল ভাঁড়ুরে আনিতে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
গিরিসুতা নূতন সঙ্গীতে ॥

দূতের বচনে ভাঁড়ু আইসে শীঘ্র গতি।
যুড়িয়া উভয় পানি বীরে কৈল নতি ॥
মহাবীর বলে ভাঁড়ু কি তোর ব্যভার।
কি কারণে লুট কৈলে আমার বাজার ॥
হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ু দত্ত।
আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব ॥

১। পনাহি—উপানহ, জুতা।

ইনাম বাড়ি, তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ঋণ বাড়ি নাহি দাও, নহ কলন্দর(১) ॥
কিসের কারণে খুড়া ধর মোরে ছলা।
পরম্পরা আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা।
মণ্ডল বলিতে তুমি নাহি বাস লাজ।
খর্ব্ব হয়্যা ধরিবারে চাহ দ্বিজরাজ ॥
প্রজা নাহি মানে বেটা আপনি মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলি বেটা করিয়া কন্দল ॥

খুড়া,

তিন গোটা শর ছিল এক খান বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥
দৈব বশে যদি আমি ছিলাম কাঙ্গাল।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরাল ॥
এমন শুনিয়া বীর ভাঁড়ুর বচন।
লাঘব করিয়া তারে দিল বিসর্জ্জন ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাঁড়ু যায় পথে।
নিমিষেকে উত্তরিল কেহ নাহি সাথে ॥

যদি

হরি দত্তের বেটা হই জয় দত্তের নাতি।
হাটে বেচাই যদি বীরের ঘোড়া হাতী ॥
তবে সুশাসিত হবে গুজরাট ধরা।
পুনরপি হাটে মাংস বেচিবে ফুল্লরা ॥
অনুক্ষণ চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক।
রাজ-ভেট লইল কাঁচকলা পুঁইশাক ॥
চুপড়ি করিয়া নিল কদলীর মোচা।
নারীর বসন পরে ভূমে নামে কোঁচা ॥
পাগ গাছি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ।
কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ ॥
কৈফিয়তী পাঁজী খান নিল সাবধানে।
শ্রীহরি বলিয়া ভাঁড়ু কলম গোঁজে কানে ॥

ভাঁড়ুর এক ভাই ছিল নাম তার শিবা।
পঁচিশ বৎসরের হৈল নাহি হয় বিভা ॥
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন।
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত করিল গমন ॥
দক্ষিণে বিজয়ী হাট বামে গোলা হাট।
সম্মুখে মদন পুর শত কোশ বাট ॥
রাজ-দ্বারে গিয়া বীর হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট ধরে চারি ভিত ॥
আইস আইস বলে রাজপাত্রগণ।
অনেক দিবস নাহি আইস কি কারণ ॥

যুড়িয়া উভয় পাণি ভাঁড়ু দত্ত বলে বাণী
ক্ষিতি নাথ চরণে তোমার।
দিন গোঁয়াও মিথ্যা কার্য্যে
মন নাহি দেও রাজ্যে
চোর খল না কর বিচার ॥
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিত বসু
ফুল্লরা বেচিত মাংস হাটে।
কোটাল পাঠায়্যা দেশে দেখহ বীরের বাসে
কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
পরের ভাণ্ডে পিত বারি এবে ভাল হেম ঝারি
বাটী ঘটী সব হেমময়।
চড়ন পার্ব্বত্য ঘোড়া পরিধান খাসা জোড়া
ঘর তার কুবের নিলয় ॥
বঙ্ক দুঃখী নাহি জানি হেম ঘটে পীয়ে পানি
নাট গাত সবাকার ঘরে।
ঘরে ঘরে যেবা বসে চলিল বীরের দেশে
না থাকিবে কলিঙ্গ নগরে ॥
বীর বড় ভাগ্যবান্ যথা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান
চারিদিকে পাথরের গড়।
দ্বারে বাঁধা মত্ত হাতী আছে তার দিবা রাতি
কেবা তায় হইবে নিয়ড় ॥
বার দেয় দণ্ড-পাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কার তরে নাহি তার শঙ্কা।

১। কলন্দর—বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। কালকেতু কায়স্থকে "তুমিত কলন্দর নহ" বলিয়া কটূক্তি করিলেন।

অযোধ্যা সমান পুরী আমি কি বলিতে পারি
স্বর্গের পুরী যেমত লঙ্কা॥
ভাঁড়ু বস্তু যত কয় এক যদি মিথ্যা হয়
করিহ তবে প্রাণবধ দণ্ড।
কহি আমি হিত বাণী মন দেহ নৃপমণি
কালকেতু হইল প্রচণ্ড॥
সোঙরি তোমার গুণ শুধিতে আইলাম নুণ
বারতা জানাইবার তরে।
চণ্ডিকার সুচরিত রচিল নৌতুন গীত
সুখে থাকি আড়রা নগরে॥
বৃহস্পতিবারের নিশাপালা সমাপ্ত।

শুক্রবারের দিবারম্ভ।
ভাঁড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ।
পাত্র মিত্র সবে বলে কোটালের দোষ॥
কোপে আজ্ঞা করে রাজা লোহিত লোচন।
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন॥
আসিয়া কোটাল নৃপে করয়ে জোহার।
কোটালে বান্ধিতে আজ্ঞা হইল রাজার॥
রাজা বলে কোটালিয়া খাও বৃত্তি ভূমি।
দেশের বারতা বেটা নাহি পাই আমি॥
এক রাজ্যে দুই রাজা হেন অবিচার।
ধুতি খায়া বুল বেটা কোটাল আমার॥
এমন শুনিয়া সব রাজার বচন।
সকরুণ ভাবে কিছু করে নিবেদন॥
খলের বচনে নাহি করহ প্রমাণ।
কালি জানিয়া দিব বীরের সন্ধান॥
পাত্র মিত্র সবে ধরি রাজার চরণে।
দূর কৈল কোটালের নিগড় বন্ধনে॥
চাল খাণ্ডা ছাড়িয়া যোগীর ধরে বেশ।
বিভূতি মাখিয়া কৈল জটাভার কেশ॥
যাত্রা কৈল কোটালিয়া শুভক্ষণ বেলা
প্রহরী যতেক পাইল সবে হৈল চেলা॥
দক্ষিণ চরণ বান্ধি লোহার শিকলে।
ত্রিবক্র মন্ডারা দণ্ড ধরে করতলে॥
কক্ষে কৈল জটাভার বগলে শৃঙ্গনাদ।
কি জানি শিবের ঠাঁই হয় অপরাধ॥
দক্ষিণে বিজয়ী হাট বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর শতকোশ বাট॥
গুজরাটে নিশীশ্বর দিল দরশন।
শিবের মণ্ডপে কৈল অজিন আসন॥
ভিক্ষাছলে ফিরে চেলা পুরের অষ্ট দিশা।
কেহ গেল বীর যথা খেলিছেন পাশা॥
মিষ্ট অন্ন পানেতে পূরিয়া দিল থালা।
কর্পূর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্পমালা॥
নিশাকালে নিশীশ্বর দেখেন নগর।
পুরের বর্ণনা দেখি চিন্তিত অন্তর॥
চারি দিকে চলে যত নফর চাকর।
ভ্রমিয়া বুলয়ে তারা সহরে সহর॥
সৌধময় দেখে ঘর নেতের পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন ফিরয়ে বলাকা॥
হাতী ঘোড়া দেখে বীরের সৈন্য সেনাগণ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দেখিয়া নগর ভাবে নিশীশ্বর
ভাঁড়ু বলে সত্যবাণী।
গুজরাটপুরে বীর রাজ্য করে
ইহা আমি নাহি জানি॥
মণির প্রকাশ তমো করে নাশ
নিশি দিন সম দেখি।
বীরের নগরে রজনী বাসরে
তার ভানু আছে সাক্ষী॥
যত বসে লোক নাহি কার শোক
সবার কামনা বাসে।
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে গলে কেশে॥
শঙ্খ বেণু বীণা তুরী ভেরী আর
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে।

হয় নাট গীত দেখি মূরছিত
সুমঙ্গল প্রতি বাসরে ॥ (১)
বীরের সম্পদ দেখি দ্রুতপদ
চলিল রাজার স্থানে।
কক্ষেতে কুঠার মাগে পরিহার
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে ॥ (২)

কালকেতুর ধ্বনি কোটাল মুখে শুনি
কোপে রাজা লোহিত লোচন।
সাজ সাজ ডাক পড়ে রাহুত মাহুত নড়ে
উতরোলে বেয়াল্লিশ বাজন ॥
কাট্ কাট্ বলি ডাকে (৩)কলিঙ্গ নৃপতি হাঁকে
গজঘণ্টা বাজে উতরোল।
সাজ সাজ পড়ে ডাক দামামা দগড় ঢাক
কলিঙ্গে উঠিল গণ্ডগোল ॥
শত শত মত্তহাতী সৈন্য আইসে সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মুদ্গর।
মাহুত হাতীর পীঠে শেল শাবল আঁটে
গগন পূরয়ে আড়ম্বর ॥
নবলক্ষ অশ্বিকাল সাজিল মদনপাল
ঘন ঘন ফেলে থাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে ক্ষিতি থর থর করে
ফণিপতি আদি নাগ কাঁপে ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এই কয় পংক্তি অধিক আছে।

গুজরাট কথা, গড় চারি ভিতা
চৌদিগে বেউড় বাঁশ।
অন্যের সামন্ত, নাহি পায় অন্ত,
যদি ভ্রমে এক মাস ॥
পাথরের জড়, পাথরের গড়,
কঙ্গুরা পুরট শোভা।
মধ্যে মধ্যে মণি, যেন দিনমণি,
চারি দিকে করে আভা ॥
নগরের নারী, যেন বিদ্যাধরী,
ভূষণে ভূষিত কায়।
যতেক পুরুষ, মনোহর বেশ
পীড়িত বসন্ত বায় ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি অধিক আছে।

দেখিলাম গুজরাট, প্রতিবাড়ী গীত নাট,
যেন অভিনব দ্বারবতী।
অযোধ্যা মথুরা মায়া, নাহি ধরে তার ছায়া
যেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥
প্রতিবাড়ী দেবস্থল, বৈষ্ণবের অন্ন জল,
দুই সন্ধ্যা হরিসংকীর্ত্তন।
দেখিলাম অপরূপ, সুগন্ধি অগুরু ধূপ,
সায়ংকালে ব্যাল্লিশ বাজন ॥
প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে, মণিময় দীপ জ্বলে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেণী।
কাঁসর মহুরি পড়া, জগঝম্প বাজে কাড়া,
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে যানী ॥
আশ্রয়ী কালুর স্থল, খেলে পাশা বুদ্ধি বল,
গুণিজন থাকে গীত নাটে।
যেন বীর রাম রাজা, দুঃখিত নাহিক প্রজা,
কোন চিন্তা নাহি গুজরাটে ॥
নগরে নাগর জন, কাণে লম্বমান সোণা,
বদনে গুবাক্ হাতে পান।
চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু,
তসর বসন পরিধান ॥
পাষাণে রচিত গড়, দ্বারে মত্তহাতী বড়,
নিয়োজিত চৌদিকে কামান।
পদাতি সারথি রথী, কত শত সেনাপতি,
সেনাভরে মহী কম্পবান্ ॥
বীরের ঐশ্বর্য্য দেখি, অনুমানে আমি লখি,
তোমারে না করে ভয় বীর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করি শ্রীমুকুন্দ,
কালকেতু সমরে সুধীর ॥

৩। তর্জ্জন করে।

আশীগণ্ডা বাজে ঢোল, তেরকাহন সাজে কোল
সঙ্গে ধরে তিন তিন কাঠি।
পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের দড়ি
অঙ্গে মাথয়ে রাঙ্গা মাটী॥
বাজন নূপুর পায় বীর ঘটা পাইক ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরশাণ।
সোণার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পূরে
বাঁশে দোলে চামর নিশান॥
চতুরঙ্গ দল ধায় ধূলা উড়িল বায়
তিরোহিত হইল দিননাথ।
রাজার চরণ ধরি বলে পাত্র অধিকারী
মাথায় করিয়া যোড় হাত॥
কোন্ ছার কালকেতু আপনি তাহার হেতু
কেন রায় করিবে পয়ান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

কলিঙ্গরাজপুত্রের যুদ্ধযাত্রা।

পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গ ভূপতি।
আগু দলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি॥
ডাহিন দিকে ধাইল কোটাল ভীম মল্ল।
রাজার জামাতা ধায় নাম বীর-শলা॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগু দলে ধায় যত পাখরিয়া ঘোড়া॥
রণসিংহ রণভীম ধায় রণ-ঝাটা।
তিন ভাই বিন্ধে তীর দিয়া চূণের ফোঁটা॥
প্যাইক প্রধান তিন জন আগুদল।
বাণ বৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল॥
রাজ পুরোহিত যায় বিষম করাল।
হয়-বলে, আগু দলে, রাঘব ঘোষাল॥
তবক বেলক আর কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে তূণেতে পূর্ণিত শোভে বাণ॥
পথে পথে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট।
চারি দিগে বেড়িল নগর গুজরাট॥
সত্বরে বীরের ঠাঁই নিবেদয়ে চর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

সভামাঝে বসিয়া দশ দশ বলিয়া
মহাবীর পাশা খেলে।
এমন সময়ে চর যুড়িয়া দুই কর
সচকিত হয়ে কিছু বলে॥
বাহির হইয়া দেখ পাইক আইসে লাখে লাখ
না জানি যে কাহার ঠাট।
হেন লয় মোর মতি কলিঙ্গ নরপতি
বেড়িল নগর গুজরাট॥
ভীষণ অতিবড় আইসে গজ ঘোড়
সিন্দূরে মণ্ডিত মাথা।
যেন সিন্দূরে নীরদ আইল দ্রুতপদ
গগন ছাড়িয়া এথা॥
দেখিছি নিকটে লাখ লাখ শকটে
কামান দেখি থরে থর।
দেখি আমি সন্ধান করি যে অনুমান
আইসে সেই নৃপবর॥
হয়-গজ-রব শুনি কাঁপয়ে ধরণী
ঘোরতর আড়ম্বর।
করিবর ঘটে তেজঃ প্রভা উঠে
দেখিয়া লাগয়ে ডর॥
বাদ্যের নাহি সীমা দুন্দুভি বাজে দামা
শিঙ্গা বাজে ঘন পড়া।
সানী বাজে ঢোল চৌদিকে গণ্ডগোল
ডিণ্ডিম বাজয়ে কাড়া॥
শত শত বাজে ঢাক পাইক ধায় লাখে লাখ
কারো কেহ না শুনে বাণী।
রায়বাঁশ তবকী ফরিকাল ধানুকী
আগু দলে কনক নিশানী॥
হয় গজ দলাদলি উঠে পথ ধূলি
তেজহীন হৈলা ভানু।

মমতা কর দূর ছাড়িয়া এই পুর
শরণ করহ সাম্নু ।। (২)
চর মুখে তাবা শুনি সত্বর পাশা
ফেলিয়া মহাবীর সাজে।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল রচন
চণ্ডীর চরণ সরোজে ।।

কালকেতুর রণ-সজ্জা।

সাজিল মহাবীর বিষম সমরে স্থির
চর দেয় নগরে ঘোষণা।
শত সিংহ পড়ে রাহুত মাহুত নড়ে
উত্তরোলে ব্যাল্লিশ বাজনা ।।
বীর-কাছ পরিধান কোপে বীর কম্পবান্
কনক টোপর শোভে শিরে।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম গায়ে আরোপিল বর্ম্ম
দুই দিকে কাছে যমধরে ॥
দোয়াড় চিয়াড় বাণ করবাল খরশাণ
ভুষণ্ডী ডাঙ্গস খরশাণ।
যেই দিকে চাহে বীর কোপ দৃষ্টি মহাধীর
কোকনদ রুচির বয়ান ॥
বীরের,কাল বৈসে বামভাগে শমন শরের আগে
করাল ভৈরব বৈসে ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বৈসে শেষ ভৈরবী উন্মত্ত বেশ
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে ॥
ধায় পাইক চাপ ঢাল ঢালে বান্ধে উরমাল
পায় বাজে সোণা'র নূপুর।
কোন পাইক সিংহরায় রাঙ্গা ধূলি মাখে গায়
রণসিংহ পাইক ঠাকুর ॥
ধাইল যতেক রাঢ় ঘোড়ে ঘোড়ে বিন্ধে কাঁড়
বাঁশে বান্ধা ছাড়িয়া চামর।
রণমাঝে দেয় হানা বাহুমূলে বান্ধে বাণা
দেখি পাইক রণে অকাতর ॥

২। পার্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লও।

কালকেতুর যুদ্ধারম্ভ।

পূর্ব্বদ্বারে রহিল কোটাল ভীমরথ।
রাহুত মাহুত দিল সৈন্য শতে শত ॥
নিয়োজে বিশাল মাথা দুয়ার দক্ষিণে।
যার কোলাহলে লোক কিছুই না শুনে ॥
পশ্চিম দুয়ারে রহে সৈদ উমর গাজী।
যাহার ভিড়নে রহে ষোল শত তাজী ॥
উত্তর দুয়ারে রহে বলাগন নাম।
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ ॥
চারি দুয়ারে রাহুত মাহুত শতে শত।
গুজরাটে ধায় সেনা আচ্ছাদিয়া পথ ॥
এমন সময়ে কালু ব্যাধের নন্দন।
প্রদক্ষিণ হয়ে বন্দে চণ্ডীর চরণ ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা চণ্ডীর প্রসাদ।
মস্তকে ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন ব্যাধ ॥
পশ্চিম দুয়ারে যায়া দিল দরশন।
প্রদক্ষিণ হয়ে বীর করে মহা-রণ ॥

বীর-বালা দুই ভুজে বীর কালকেতু যুঝে
পশ্চিম দুয়ারে দেয় হানা।
রাহুত মাহুত পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
খর বহে রুধিরের ধারা ॥
বীরের ,বায়ু বৈসে পদভাগে শমন শরের আগে
করাল ভৈরবী দুই ভুজে।
শিঞ্জিনীতে বৈসে শেষ করাল ভৈরবী বেশ
যতক্ষণ মহাবীর যুঝে ॥
কালকেতুর দলে যুঝে দানা রণস্থলে
উলটি পালটি দেয় হানা।
বাণ বৃষ্টি করে বীর মেঘে যেন ফেলে নীর
ঘন বহে রুধিরের ফেণা ।।
রাজ-সেনা বীর হানে মিলিয়া যোগিনী গণে
কৌতুকে গাঁথয়ে মুণ্ডমালা।
রণে অলক্ষিত হয়ে চৌষট্টি যোগিনী লয়ে
উরিলেন সর্ব্বমঙ্গলা ।।

রাজদলে দেয় হানা ধায় যোল কোটি দানা
চণ্ডীর আদেশ লয়ে শিরে।
আনন্দে তরল মনা পীয়ে রুধিরের ফেণা
কালকেতু দল সনে ফিরে॥
চৌদিকে রাজার ঠাট ঘন ডাকে কাট কাট
পরাক্রমে বীর নাহি টুটে।
ভগবতী সহায় পায় পাষাণ বীরের কায়
শেল টাঙ্গি গায়ে নাহি ফুটে॥
তার বাণে নাহি রক্ষে বাণ এড়ে লক্ষে লক্ষে
ভীম মল্ল রাজ সেনাপতি।
আনন্দে তরল মনা কাটা মুণ্ড লোফে দানা
মহাবীর রণে অব্যাহতি॥

ফেলে অস্ত্র, লোফে বীর, মারে মাল সাট।
বিপক্ষ মারিয়া রণ জয় করিয়া
শূন্যে ঘুরিল কাট কাট॥
চৌদিকে ধরাধামা বাজয়ে দামামা
তবকি তবকি রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক ঘন বাজে বীর-ঢাক
কেহ কার না শুনে বোল॥
ডিণ্ডিম ডম্বর পূরয়ে অম্বর
ঘন ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে বেণী রণ জয় সানী (১)
গুজরাটে হইল কম্প॥
কোটাল বীরবর ছাড়য়ে খর শর
মেঘে যেন পানীর পসালা।
ঠেকিয়া বীরের গায় পাছু পুন হৈয়া যায়
পুষ্পের যেইছন মালা॥
কোটালের আগু দল ধাইল গজ বল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে।
রোষিয়া বীরবর করিল জর্জ্জর
মুটকি মারিয়া তুণ্ডে॥
ধরিয়া ত রণে তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলে দিল নাড়া।
ছাড়িয়া ত রঙ্গ পড়িল তুরঙ্গ
হাতে রহিল ফড়া॥
বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিরে।
ফণিগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িল
ফণি-পতি মাথা ঘুরে॥
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
রাজ সেনা দেয় ভঙ্গ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল রচন
দ্বিজবর-নৃপতির রঙ্গ॥

উত্তর দুয়ারে ঘন বাজয়ে ডিণ্ডিম।
বীর তথা যুঝে যেন কুরু-রণে ভীম॥
তাড়িপত্র খাণ্ডা উভারিল বীরবর।
তুরগ সহিতে আর পাত্র হরিহর॥
আসি ত নৃপতি স্থন দিলেক উত্তর।
হেন ছার ব্যাধ সনে যুঝিব ঈশ্বর?
আখেটীর সনে রাজা হইবে সোসর।
ধরিতে বামন হয়া চাহ সুধাকর॥
গালাগালি হানাহানি দুই বীরে রোষে।
দুই জনে যুঝে যেন তুরঙ্গ মহিষে॥
মণি হেতু যুঝে যেন কেশরী প্রসেনে।
মাংস হেতু যুদ্ধ যেন সৈতানে সৈতানে॥
বীরের দাবড়ে পড়ে নৃপতির দল।
গজের চাপনে যেন ভাঙ্গে বন নল॥

পূর্ব্ব দুয়ারে বীর ছিল বনাগল।
বীরের দাবড়ে সেনাগণ পড়ে
রক্ত ময় হইল সকল॥
হবীব উল্লা সেখ সাদুল্লা
রাজ সেনা পাটে পাট।

১। 'সানী' শব্দ তিনবার পাওয়া গেল; অর্থ সানাই; অন্যত্র সানাই পাঠ করা যাইতে পারিত, এখানে হইবে না বলিয়া সর্ব্বত্রই সানী রাখা গিয়াছে।

বীরের আওয়ান করিল সন্ধান
হান হান শব্দে ভাঙ্গে ঠাট ॥
বিষম করাল রাঘব ঘোষাল
করবাল মারে বীরের অঙ্গে।
বীরের অঙ্গে করবাল ভাঙ্গে
স্বর্গে ত্রিপুরা হাসে রঙ্গে ॥
রণ করে যুবরাজ, সেনাপতি পায় লাজ,
রাজ শরাসন পুরে।
উভারে বীরে বীর চর্ম্ম ধরে
চর্ম্মের উপরে ঘুরে ॥
ভীমরথ ভীমমল্ল আর বীরসেন শল্য
ভাজি উভারে বীরে।
বীরের অঙ্গে শেল জাঠি ভাঙ্গে
রঙ্গে শিবা শঙ্খ পুরে ॥
এমন সময়ে দানাগণ নাচয়ে
বীর মারে মালসাট।
বীরের বিক্রম ভীম সম যম
সমরে যোড়ে কাট কাট্ ॥
সমরে বীরবর ধরিয়া করীবর
মাথায় তুলে দিল পাক।
শুণ্ড গেল ছিঁড়ে হস্তী মণ্ডলে পড়ে
তার সেনা পড়ে লাখে লাখ ॥
জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥

রাজ সেনা দিল ভঙ্গ ভাঁড়ু ভাবে দুখ।
আজি ভাঁড় দত্তে হৈল বিধাতা বিমুখ ॥
চিন্তায় চিন্তিত ভাঁড়ু বিক্রমে বিশাল।
মিঠুর বচনে বলে ভাণ্ডিয়া কোটাল ॥
সেনাপতি সামন্ত সবার বিদ্যমান।
বীর ধরিবারে তার আগে নিলা পাণ ॥
এখন লক্ষ খানেক তঙ্কা খায়্যা ধুতি।
ভাঁড়ু দত্ত জীতে ভায়া পলাইবে কতি ॥
গাছ দাগে, ডাল ভাঙ্গে, লোকে করে সাক্ষী।
কোটালে ভাঁড়ুর বোলে লাগিল ভেলকী ॥
ত্বরায় কোটাল পুন গুজরাটে বেড়ি।
রহ রহ বলিয়া দামামায় পড়ে বাড়ি ॥
সমর করিতে পুন আইসে কালকেতু।
ফুল্লরা বুঝান তারে জীবনের হেতু ॥

প্রাণনাথ শুনহ আমার উপদেশ।
হারিয়া যে জন যায় পুনরপি আসে তায়
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ ॥
যদি থাকে প্রাণ আশ ত্যজি নিজ দেশ বাস
প্রাণ লয়্যা যাও মহাবীর।
আজি পুরিল কাল সাজি আইল মহীপাল
তার রণে কেবা হবে স্থির ॥
নখর রঞ্জিত খঙ্গ (১) নাহি কাটে তাল তরু
ফুল্লরার শুনহ আশ্বাস।
কহি আমি সবিশেষ যদি না ছাড়িবে দেশ
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥
সুগ্রীবে জিনিয়া রণে দয়ায় রাখিয়া প্রাণে
আরোপিল হৃদয়ে পাষাণ।
বিষম সমরে বীর কিষ্কিন্ধ্যা আইলা ধীর
গজ ঘণ্টা বাজায়ে বিষাণ ॥
সুগ্রীব পলায়্যা যায় আশ্বাসিল রাম তায়
সখা ভাবে রহে ঋষ্যমুখে।
সুগ্রীব রামের বলে বালীর দুয়ারে চলে
ধায় বালী রণ অভিমুখে ॥
কান্দিয়া এমত কালে পড়িয়া চরণ তলে
পতিব্রতা বালীর রমণী।
আমি করি নিবেদন আর না করিহ রণ
হেতু কিছু মনে আমি গণি ॥
যেজন তোমার ভয়ে ঋষ্যমুখে স্থির নহে

১। খঙ্গ—অশ্ব। "নাহি কাটে তাল তরু" এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিলাম না।

সে জন দুয়ারে দেয় ডাক।
হেন লয় মোর মনে কোন রাজা আসি রণে
ছলে পাছে পাড়য়ে বিপাক ।।
বালীকে বিশুদ্ধী বিধি না মানে আমার সুধী
সমরে পড়িল গ্রাম শরে।
ফুল্লরার কথা রাখ কতক কাল জীয়া থাক
না যাইছ রাজার সমরে ।।
ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গণি
লুকাইল বীর ধান ঘরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করি মুকুন্দ
সুখে থাকি আড়রা নগরে ।।

লইয়া রাজার ঠাট বেড়ে পুন গুজরাট
কোটাল ভাবয়ে মনে মন।
নাহি শুনি শিঙ্গা কাড়া না পাই বীরের সাড়া
হেতু কিছু আছয়ে গণন ।।
শঙ্কা করিয়া মনে সে না রহে এক স্থানে
অনুক্ষণ চঞ্চল লোচন।
লুকাইয়া চলে ব্যাধ পাড়ে পাছে পরমাদ
চিন্তা করয়ে মনে মন ।।
দেয় কোটাল লাফ ঝাঁপ হৃদয়ে অন্তর কাঁপ
উল্লাস করয়ে সেনা গণে।
ধরি দিব কালকেতু ভয় নাহি তার হেতু
একলা ধরিয়া দিব রণে ॥
আপনা বুঝাতে নারে পরকে আশ্বাস করে
ভয়ে অঙ্গ পুলকে উঠিল।
চলিতে না চলে পা মুখে নাহি সরে রা
তরাসে কোটাল হীন বল ॥
ধরি উরু স্থূল পায় সত্বরে উঠিয়া তায়
আট দিকে করে বিলোকন।
উভ করিয়া শ্রুতি গুজরাটে দেয় মতি,
নিবারিয়া বাদ্য বাজন ॥
একোজর কোন ধর্ম্ম কেমোহেন কৈনু কর্ম্ম
মনে ভাবে সংশয় জীবন।
কালকেতু ডর ভয় লুকাইয়া কেহ রয়
ছলা করি রহে কোন জন ॥
কোটালের ভয় দেখি ভাঁড়ু দত্ত হৈলা দুখী
কহে কিছু বিশেষ উপায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
হৈমবতী যাহার সহায় ॥

ভাঁড়ু দত্তের কালকেতু অন্বেষণে গমন।

বাহির গড়ে রহ তোমরা আসন করিয়া।
মোর বুদ্ধে মহাবীর আনিব ধরিয়া ॥
মোর সঙ্গে দেহ তুমি একটি ব্রাহ্মণ।
তার হস্তে দেই পাণ কুসুম চন্দন ॥
রাজা দিয়াছেন পাণ তোমারে প্রসাদ।
এমন বলিয়া আমি ভাণ্ডাইব ব্যাধ ॥
ছল বুদ্ধে দেখি আমি বীরের চরিত্র।
সাড়া নাহি দেখি বীরের, করে কোন রীত ॥
আপনার বলে তুমি থাক সাবহিতে।
বীরের বুঝিয়া কাজ আসিব ত্বরিতে ॥
তোমা সনে নিবন্ধ করিনু দুই দণ্ড।
ইহা বহি বেড়িহ পুরী হইয়া প্রচণ্ড ॥
ভাঁড়ুর যুকতি লাগে কোটালের মনে।
আপন ব্রাহ্মণ দিল ভাঁড়ু দত্তের সনে ॥
ভাঁড়ুর সহিতে ব্রাহ্মণ যায় সচকিত।
বীরের দুয়ারে গিয়া হৈল উপস্থিত ॥
এক দুই তিন বার ভাঁড়ু দত্ত যায়।
দুয়ারী প্রহরী কেহ দেখিতে না পায় ॥
সচকিত হয়া যায় চারি পাঁচ বার।
রাজার ঐশ্বর্য্য দেখে উদ্যমে অপার ॥
সপ্তম মহলে দেখে ফুল্লরা সুন্দরী।
আগে পাছে বসিয়াছে যত সহচরী ॥
খুড়ী খুড়ী করি ঠগা করিল গোহারি।
অঞ্জলি করিয়া কহে কপট ব্যভারী ॥

শুন গো শুন গো খুড়ি যত কার্য্য ছিল দৈড়ি
আমি তাহা কৈনু সমাধান।

খুড়া মোর কোথা গেলা এই শুভক্ষণ বেলা
লৌন আসি নৃপতির পাণ ।।
খুড়া, নাহি করি নিবেদন কাটান রাজার বন
এই হেতু রাজা কৈল রোষ।
বীরের পাইকান দেখি রাজা বড় হৈলা সুখী
মহাবীরে রাজার সন্তোষ ॥
বীরের ধনের বাদ ছিল বড় পরমাদ
নাবড়ে কহিল রাজার স্থানে।
করিনু অনেক ন্যায় খণ্ডিল সকল দায়
ভয় কিছু নাহি করিহ মনে ।।
রাজা হয়্যা পরিতোষ ক্ষেমিল সকল দোষ
বীরকে করিবে সেনাপতি।
গুজরাটে জায়গীরি আর দিবে মধুপুরী
এবে হবে তুমি ভাগ্যবতী ।।
আমার বচন শুন খুড়াকে ডাকিয়া আন
মনে কিছু না করিহ শঙ্কা।
নিজ যদি পর হয় তবে বিপক্ষের ভয়
বিভীষণে নাশ কৈল লঙ্কা ।।
পয়োদল ঘোড়া হাতী সামন্ত সেনাপতি
বীর হবে সবার প্রধান।
পাণ দিয়াছেন হাতে ব্রাহ্মণ দিয়াছেন সাথে
অবিলম্বে করিতে পয়ান ।।
প্রাণদাতা তোর স্বামী তাহার সেবক আমি
মনে কিছু না করিহ আন।
খুড়া কৈল অপমান না কৈনু বিজ্ঞাপন
তার কার্য্যে আমি সাবধান ।।
এত বলে ঠগ বাণী এক চিত্তে রামা শুনি
ধান ঘরে করিল গমন।
সুচতুর ভাঁড়ু দত্ত বুঝিল কার্য্যের তত্ত্ব
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ।

ভাঁড়ুর বিলম্বে কোটাল সানন্দে
বেড়িল কালুর ঘর।
গজের আড়ম্বর শুনিয়া বীরবর
বাহির হইলা সত্বর ।।
মুটকির ঘায় বীর মারে তায়
সেই কোটালের দলে।
ধরিতে যে যায় মুটকির ঘায়
পড়য়ে অবনী তলে ।।
তেজি প্রাণ ভয় করে বীর রণ জয়
ধরিতে আইল দুই মাল।
দুই মুটকির ঘায় দুহে গড়াগড়ি যায়
শিরে ঘা হানয়ে কোটাল ।।
ধরিয়া ত রণে তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলি দিল নাড়া।
রঙ্গ ছাড়িয়া তুরঙ্গ পড়িল
হাতে রহিল কড়া ।।
করিবর শুণ্ডে ধরিয়া ত মুণ্ডে
মুটকি মারি দিল টান।
ভাঙ্গিল মুণ্ড ছিণ্ডিল শুণ্ড
কাকুড়ি যেন খান খান ।।
বীরের বিক্রম দেখি নিরুপম
অভয়া চিন্তেন মনে।
ললিত প্রবন্ধ দ্বিজবর মুকুন্দ
অভয়া চরণে ভণে ।।

---

(১) পদ্মা বলে বীরের শাপ হৈল অবসান।
সুরপুরে না যাই ইন্দ্রের অভিমান ।।
বিংশতি বৎসর বহি কাল নাহি আর।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এই কয় পংক্তি অধিক আছে ;—
ভাঁড়ু দত্ত বিলম্বেতে কার্য্য সিদ্ধি গণি।
কোটাল বীরের পুরী ঘেরিল তখনি ।।
শুনিয়া বৃত্তান্ত বীর হয়ে রোষাম্বিত।
বিপক্ষ পক্ষের মধ্যে হৈল উপনীত ।।
এক দিকে একা বীর হানে লাথে লাথে।
কোটালের চতুরঙ্গ সৈন্য অন্যদিকে ।।
কৈলাসে গিরীন্দ্র সুতা স্মরি পূর্ব্ব কথা।
ডাকি পদ্মাবতীকে কহেন বিশ্বমাতা ।

ইহার ভিতরে কর পূজার প্রচার ।।
এমত বিচার করি পদ্মাবতী সনে।
হরিল বীরের অঙ্গে বল ততক্ষণে ।।
কোটাল বীরেরে বেড়ে চতুরঙ্গ বলে।
সৈন্যে ঠেকা ঠেকি বীর পড়ে ক্ষিতিতলে ।।
বিশ বিশ জন তার ধরে এক হাতে।
বীর ধরি কোটাল সোঙরে বিশ্ব-নাথে ।।
গজের শিকলি দিয়া বান্ধে মহাবীরে।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জিরে ।।
কোটালের হৃদয়ে উরিলা মহামায়া।
বন্ধী করি মহাবীরে বড় হৈল দয়া ।।
এমন সময়ে আসি ফুল্লরা সুন্দরী।
গলায়ে কুঠার বান্ধি করয়ে গোহারি ।।

না মার না মার বীরে নির্দ্দয় কোটাল।
গলার ছিঁড়িয়া দিছি শতেশ্বরীহার ।।
চুরি নাহি করি কোটাল ডাকা নাহি দি।
ধন দিয়া গেল ঘরে হেমন্তের ঝি ।।
গো মহিষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
সেবক করিয়া রাখ স্বামীকে আমার ।।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন নিয়া তুমি বীরের কর পরিত্রাণ ।।
বিচারিয়া দেখ অপরাধ নাহি করি।
নিজ ধন দিয়া চণ্ডী বসাইল পুরী ।।
কারু না লই যে রাজ্য কারু এক পণ।
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লৌক যত ধন ।।
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসি ঘায়ে আগে ফুল্লরারে হান ।।
তবে সে করিহ বীরের প্রাণ বধ দণ্ড।
পিতৃ পুণ্যে তুমি মোরে জ্বালি দেহ কুণ্ড ।।
ফুণরে লাদিয়া (২) লহ যত আছে ধন।
বারেক করহ রক্ষা বীরের জীবন ।।
ঘোড়া-শালে ঘোড়া লহ হাতী-শালে হাতী।
লহ মোর যত আছে যোধ সেনাপতি ।।

ফুল্লরার বিলাপ শুনিয়া নিশীশ্বর।
মধুর বচনে তারে দিলেন উত্তর ।।

শুনহ আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরী।
আমার শকতি বীরে ছাড়িতে না পারি ।।
পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর।
লঘু দোষে গুরুদণ্ড করে নৃপবর ॥
কহি গো তোমার তরে স্বরূপ বচন।
রাজাকে বুঝায়ে বীরের রাখিব জীবন ॥
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুল্লরা।
বীর ধরিতে হৈল কোটালের ত্বরা ॥
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়ুকা দিয়া বান্ধে মহাবীর ॥
তুলিল কোটাল বীরে গজের উপরে।
চৌদিকে বেড়িয়া সেনা চলিল সত্বরে ॥
দিন অবশেষে কোটাল চলিল কলিঙ্গে।
রাজপুরের লোক দেখিতে ধায় রঙ্গে ॥
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ ভূপাল।
সম্মুখেতে পুরোহিত বিজয়ী ঘোষাল ॥
বাম দিকে মহাপাত্র নরসিংহ দাস।
সভাতে পাঠকচন্দ্র পড়ে ইতিহাস ॥
রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিত ঘটা।
পীত বাস পরিধান কপালেতে ফোঁটা ॥
নয় পুত্র ছয় নাতি আঠার ভাগিনা।
গুণীগণ গায় গীত বাজাইয়া বীণা ॥
চারিদিকে রাহুত মাহুত সেনাপতি।
মহলা করয়ে গজ তুরঙ্গ পদাতি ॥
সামন্তের অধিপতি সামন্তের মামা।
সভাতে বসিয়া শুনে কোটালের ধামা ॥
বিচার করয়ে তারা লয়ে সর্ব্বজন।
হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আইল রণ ॥
এমত বলিতে তথা আইল নিশাপতি।
বীরে ভেট দিয়া নৃপে করিল প্রণতি ॥
বীর দেখি কোপে রাজা লোহিত লোচন।
ভীষণ ভাষেতে কিছু বলেন বচন ॥

২। বোঝাই করিয়া।

কলিঙ্গ নৃপতির সহিত কালকেতুর কথোপকথন।

কোন দেশে রহ নিবাস কোন গ্রাম।
তোমার দেশের রাজা তার কিবা নাম॥
কেবা তার মহাপাত্র কেবা অধিকারী।
এমত তেজ ধর বেটা কার আজ্ঞা ধরি॥
আমাকে না চিন ব্যাধ হইয়া প্রবল।
অচিরাৎ দিব আমি তার প্রতিফল॥
গুজরাট নিবাসী নিবাস চণ্ডীপুর।
আমার রাজ্যের রাজা মহেশ ঠাকুর॥
আমি বটী মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তার আজ্ঞা ধরি আমি তার আজ্ঞাকারী॥
বিচার করিয়া রায় মোরে কর রোষ।
পরিণামে জানিবে বীরের কত দোষ॥
কোন্ সাধুজনে বধি পাইলে বহু ধন।
মোরে না গোচর করি কাটাইলে বন॥
ধন-গর্ব্বে ওরে বেটা কর পরিহাস।
কত শত সেনাপতি কৈলে মোর নাশ॥
ছুইতে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।
সভা মাঝে বসিয়া কথার দেখ পাঁতি।
কোন সাধুজনে রায় নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাঁড়াইল সম্পদ॥
তার ধন দিয়া আমি কাটায়েছি বন।
চণ্ডিকার নিজধনে বসায়েছি জন॥
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণি।
দোষ গুণের ভাগী হন নগের নন্দিনী।
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধ্যানে চরণ যাঁর না পান অন্তর॥
নীচ জাতি ব্যাধকে চণ্ডিকা দিল ধন।
এমন কথায় পাতিয়ায় (১) কোন জন॥
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজ তলে।
এমন বচন আর কেহ নাহি বলে॥
দেহ যদি গজতলে নিবারিতে নারি।
লভ্য অপচয়ের ভাগী হন মহেশ্বরী॥
বেচিয়াছি আপন তনু চণ্ডিকার পায়।
তোমার তাড়নে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি নিবেদন।
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ (২)॥
রাজার আজ্ঞায় আনে গজ, পাত্রে নিবারে।
বন্দী করি থুইতে আজ্ঞা দিল কারাগারে॥
দশ বিশ পোতামাঝি বীরে লয়ে যায়।
এক মুখা ঘর খানে প্রবেশ করায়॥
শওয়া কোশ ঘরখান একটী দুয়ার।
দিন দুই প্রহরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
প্রবেশ করাইল বীরে আন্ধারিয়া কোণে।
যত পাশ-বন্দী তথা আছে পণে পণে॥
বন্দী দেখি মহাবীর বলে ভাই ভাই।
উসরিয়া সবে দেহ একটুকি ঠাঁই॥
হাড়ি দিল মহাবীরে হৈল উভমুণ্ডা।
চারি দিকে পোতামাঝি দিল তুষ ধূঁয়া॥
জটে দড়ি দিয়া বীরে বান্ধিলেক চালে।
হাতে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জিরে॥
বুকে তুলি দিল পাঁচ সাঙ্গির পাতর।
পাতর চাপনে বীর করে থর থর॥
মনে ভাবে মহাবীর সঙ্কট জীবন।
ফুল্লরা স্মরণ করি করয়ে রোদন॥

বড় পরমাদ ভাবয়ে বিষাদ
কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে।

১। পাতিয়ায়—প্রত্যয় যায়।

২। মুদ্রিত পুস্তকে এই কয় পংক্তি অধিক আছে।
রাজার আদেশে পাত্র কুঞ্জর আনায়।
চরণে ধরিয়া কিছু পাত্র নিবেদয়॥
পাত্র মিত্র পণ্ডিত বুঝায় নরপতি।
কালকেতু বধিতে না দেয় অনুমতি॥
রাজার তর্জ্জনে ব্যাধ নাহি করে ভয়।
দেবের অভয় তারে আছয়ে নিশ্চয়॥
চণ্ডীর চরণ বিনা নাহি ভাবে আন।
বীরকে বধিতে রায় না দেয় বিধান॥

হারানল জিনি শ্বাস মুখে গদ গদ ভাষ
জলশয্যা লোচনের লোহে ॥
প্রিয়ে, তোর বাক্য না ধরিনু চণ্ডীর অঙ্গুরী নিনু
দৈবে আপন মাথা খায়া।
সুখে থাকিতে বিধি বিড়ম্বিল দিয়া নিধি
কে মোরে দিবেক পদছায়া।।
যেই কালে মহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি
রয়েছিলা আমর কুটীরে।
তুমি কৈলে কদুত্তর আমি ছাড়িনু শর
এই হেতু তেজিল আমারে ॥
মরিলাম কারাগারে তোমা সমর্পিব কারে
ফুল্লরা হইল অনাথিনী।
মাংস বেচিতাম ভাল এবে সে পরাণ গেল
বিবাদ সাধিল কাত্যায়নী ॥
কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিল বাণ
আছিলাম আপনার দস্তে।
কে চাহিলেক সম্পদ ধন দিয়া কৈলে বধ
ভগবতী আমারে বিড়ম্বে ॥
স্মরয়ে চণ্ডিকা মন্ত্র পূজা করি ধ্যান তন্ত্র
মনে মনে পূজয়ে পার্ব্বতী।
তেজিয়া বিষাদ মতি মহাবীর করে স্তুতি
হৃদয়ে ভাবিয়া ভগবতী ॥

কালকেতু কর্ত্তৃক চৌতিশা স্তুতি।

কহে কালকেতু মাতা রক্ষিবার তরে।
কৈলাস ছাড়িয়া মাতা উর কারাগারে ॥
কালী কপালিনী মাতা কপালকুণ্ডলা।
কাল-রাত্রি কুণ্ডমুখী কত জান কলা ॥
কলি কালে কালুর কলুষ কর নাশ।
কলিঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস ॥
খরতর রাজা মাতা যেন খুর ধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিল আমার ॥
খেদ খণ্ড করি মোর খলে কর নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস ॥
গিরিজা গণেশ মাতা গতি সবাকার।
গোকুল রাখিলে, গোপ-কুলে অবতার ॥
গহীন নিগড়ে মাতা গলয়ে শরীর।
গলিত করহ মাতা গলার জিঞ্জির ॥
ঘোর-রূপা ঘোর-তপা ঘোষণ-ভীষণা।
ঘন ঘন কৈলে রণে ঘণ্টার বাজনা ॥
ঘন-শ্বাস বহে মুখে গায়ে কাল ঘাম।
ঘরের সেবক তুয়া ঘোঙরয়ে নাম ॥
চঞ্চল চেতন আমি চল্লিশ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হৈল চণ্ডিকার ধনে ॥
চড় চাপড়ে চণ্ড-মুণ্ড মুণ্ড কৈলে দূর।
চরাচর-গতি মা গো বন্ধন কর দূর ॥
ছলগ্রাহী রাজা ধনের ছলে বাঁধে।
ছলে ধন দিয়া মাতা বধ অপরাধে ॥
ছেদন করয়ে রাজা তব ধন ছলে।
ছায়া দিয়া রাখ তব চরণ কমলে ॥
জগত জননী মাতা জীবের জীবনী।
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়ন্তী জয়িনী ॥
জটা-জূটবতী জয়া জাতি শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন সহায়িনী ॥
ঝোপ ঝঙ্কারে মাতা বধিতাম পশু।
ঝগড়া কেন বা দিলে,—আপনার বস্তু ॥
ঝন্‌ঝনা সম মাতা হৈল তব ধন।
ঝটিতি করহ মাতা ঝগড়া মোচন ॥
টানাটানি করে বুকে টানিয়া কোটাল।
টঙ্গ-টাঙ্গি হানে, কেহ হানে করবাল ॥
টিটিকারে টাকরে পাইনু পরাজয়ী।
টঙ্কার দিয়া মাতা উর কৃপাময়ি ॥
ঠগ নহি ঠাকুরাণী নহি ঠগ সুত।
ঠাকুর করিলে মাতা দিয়া ধনযুত ॥
ঠন্ ঠন্ করিয়া রাজার সৈন্য বিন্ধে।
ঠাঁই দেহ ঠাকুরাণী চরণারবিন্দে ॥
ডাহিনে ডাকিনী মাতার ডমরু রূপিণী।
ডমরু নাদিনী মাতা ডিণ্ডিম-বাদিনী ॥

ডাকা নাহি দিয়ে, ডাকাতির নহি সাথি।
ডাড়ুকা চরণে কেন, দু হাতে চামুটী॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি আখেটী জাতি।
ঢোঁড় নহি করি কভু পরের যুবতী॥
ঢেকা মারে একবারে শত শত জন।
ঢালিনু তোমার পদে আপন জীবন॥
ত্রিগুণা ত্রিবীজা মাতা ত্রৈলোক্য-তারিণী।
ত্রিশান্তি-রূপিণী তুমি তরঙ্গ-নাশিনী॥
ত্বরিতে তরায়া তোল তাপিত তনয়।
ত্রাণ হেতু তুমি মাতা অন্য কেহ নয়॥
থর থর করে প্রাণ পাথর চাপনে।
থরহরি প্রাণ কাঁপে রাজার তাড়নে॥
থাকিয়া রাজার আগে বাধা কর দূর।
থির কর আরবার গুজরাট-পুর॥
দুর্গা দুর্গাপরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ দলনী দয়াবতী দেব-মাতা॥
দুর্জ্জয় দক্ষিণা কালী দুরিত-নাশিনী।
দুঃখী-দ্বারে কর কৃপা দুঃখ-বিনাশিনী॥
দূর কর দুর্গা মোর অকাল মরণ।
দুস্তর সাগরে মাতা করহ রক্ষণ॥
ধীরণা ধারনা মাতা ধ্যান-ধারিণী।
ধরিত্রী ধারণা ধৃতি ধনের নন্দিনী॥
ধরিয়া ধনের বাদ ধরাপতি বাঁধে।
ধন দিয়া বধ কৈলা বিনা অপরাধে॥
নিধু-নিদ্রা নারায়ণী নগের নন্দিনী।
নিশুম্ভ-নাশিনী জয়া নীল-পতাকিনী॥
নিগূঢ় নিগমে বলে কুণ্ডলে বসতি।
নৃপতি নিলয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী॥
নন্দ-গোপ-সুতা হয়ে রাখিলে গোকুল।
নৃপের সম্মুখে মাতা হও অনুকূল॥
পশুপতি প্রজাপতি পুরুষ প্রধান।
পদ্মিনী বল্লভা পার্ব্বতী তুয়া নাম॥
প্রতি দিন পূজে মাতা পদ্ধতি-রূপিণী।
পশু সম ব্যাধ আমি কি বলিতে জানি॥

প্রণত-বৎসলা মাতা পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক বৎসলা॥
ফাঁফর করিয়ে পশু ফান্দ পাতি বনে।
ফল বেচি, ফল খাই, কিবা কাজ ধনে॥
ফণী-ফণা-মণি লয়ে ফের দিলে মোরে।
ফেফাতুড়া খায়া ফুল্লরা পাছে মরে॥
বুদ্ধি-করা বুদ্ধি-হরা সংসার-বন্দিনী।
বন্ধী-শালে হও মাতা বন্ধন-হারিণী॥
বন্ধনেতে জীউ মাতা হৈল জলবিন্দু।
বাধা দূর কর মাতা জগতের বন্ধু॥
ভয়ঙ্করা ভয়-হরা ভৈরবী ভারতী।
ভয়ঙ্করী ভয় হর ভীমা ভগবতী॥
ভদ্রকালী ভূতবতী ভ্রমর-ভূষণী।
ভূপতি ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী॥
মৃগাঙ্ক কৌস্তভমাল মুকুট-মালিনী।
মহিষ-মর্দ্দিনী মধু-কৈটভ নাশিনী॥
মহেশের অর্দ্ধতনু মরাল-বাহনা।
মধুপুরে কৈলে মধু পুরের মাননা॥
মহামেঘ-সমা মেরু-মন্দার-মন্দিরা।
মহামায়া মহাদেবী মাধবী ইন্দিরা॥
যশোদা-নন্দিনী জয়া যমুনা যামিনী।
যদু-যোষা যুগন্ধরা যজ্ঞবিনাশিনী॥
যশো গাই যদি পূর আমার কামনা।
যমের যাতনা হৈতে যতেক যন্ত্রণা॥
রঙ্কু বধে রত ছিনু রঙ্গে হয়ে মত্ত।
রত্ন দিয়া রঙ্গ রস সব কৈলে হত॥
রাজার সনে হৈল রণ রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিণী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার॥
লুট হৈল ধন, লণ্ড ভণ্ড হৈল গারী।
লক্ষ্য নহি মাতা মোর যথা রহে নারী॥
লোভ-মতি অতি আমি লম্পট পাতকী।
লোভে লক্ষ ধন লয়া লাভ কৈনু কি॥
বসুদেব সুতা তুমি নগের নন্দিনী।
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধি-হরা বন্ধন-হারিণী॥

বিষম-সঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার।
বন্দী-শালে যাতনা মা নাহি সহে আর॥
শংখিনী শূলিনী শিবা শঙ্কর সহচরী।
শর্ব্বাণী সর্ব্বথা শক্তি-রূপা শাকম্ভরী॥
শশী-শিরোমণি ষোল শিখরবাসিনী।
শরণদা শক্তিরূপা উরহ আপনি॥
ষড়্‌গুণ ধারিণী শিবা ষড়ঙ্গ রূপিণী।
ষড়ানন-মাতা ষড়-রিপু নিবারণী॥
সর্ব্ব লোকে গায় তোমা সেবক-বৎসলা।
সেবক তারিতে উর সর্ব্ব মঙ্গলা॥
হরি হর হিরণ্য গর্ভের তুমি মূল।
হরিলে নন্দের ভয় রাখিলে গোকুল॥
হর-জায়া হৈমবতী হেমন্ত-নন্দিনী।
হও মাতা অনুকূল হরের ঘরণী॥
ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্যে কৈলে ক্ষীণ।
ক্ষণেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন॥
ক্ষমা কর ভগবতী ক্ষয় কর অরি।
ক্ষমহ সকল দোষ রক্ষ ক্ষেমঙ্করী॥
মহাবীর এত যদি কৈল স্তুতি-বাণী।
কৈলাসে জানিল মাতা শিখর-বাসিনী॥'
অবিলম্বে কারাগারে উরিলা অভয়া।
কৃপাময়ী রঘুনাথ নৃপে কর দয়া॥

কালকেতুর বন্ধন মোচন।

উরি চণ্ডী কারাগারে বন্ধন দেখিয়া বীরে
চণ্ডিকা হইলা লজ্জাবতী।
নয়নে গলয়ে নীর কালকেতু মহাবীর
কৈল তাঁর চরণে প্রণতি॥
কৈল চণ্ডী বীরে আশ্বাসন।
করি চণ্ডী অবলীলা বুকের ঘুচাল শিলা
হুঁহুঙ্কারে ছিঁড়িল বন্ধন॥
চাহিতে তোমার মুখ মনে বড় লাগে দুখ
দুখ পাইলে দুরদৃষ্ট দোষে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে তোমার পূজা
আরোপিবে গুজরাট দেশে॥
শুন পুত্র কালকেতু পশু বধ পাপ হেতু
আছিল তোমার গুরুপাপ।
নাশ গেল এত কালে রাজার বন্ধন-শালে
মনে না করিহ পরিতাপ॥
ঘুচিবে বন্ধন ক্লেশ প্রভাতে চলিবে দেশ
পিতা হয়া পালহ প্রজাগণ।
নিজ হস্তে রণপতি ধরিবে ধবল ছাতি
প্রসাদ করিবে নানা ধন॥
চণ্ডিকা বলেন যত নহে সে বীরের মত
পলাইতে চাহে ঘন ঘন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

কালকেতু বলে মাতা শুন ভগবতি।
কাঁথ ভাঙ্গি যাই, যদি দেহ অনুমতি॥
দেহ কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ।
ধন লয়া চণ্ডী মোর কর পরিত্রাণ॥
বন্ধন ঘুচায়া তুমি যাইবে কৈলাশ।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ॥
চণ্ডিকা বলেন না যাইব নিজাগার।
যাবত না করে রাজা তব পুরস্কার॥
এই বোল বলিয়া মাতা করিল গমন।
ডানি বামে দেখিল অনেক বন্দীগণ॥
কৃপাদৃষ্টে সবাকার ঘুচাইল বন্ধন।
দুয়ারে দেখিল যত পোতামাঝিগণ॥
তবক বেলক টাঙ্গী কামান কৃপাণ।
ডানি বামে শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান॥
কোপে আঁখি ঠার চণ্ডী দিল দানাগণে।
এক এক মাঝিকে কিলায় তিন জনে॥
লুট করি খাণ্ডা তাড়া নিলেক বসন।
মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পোতা মাঝিগণ॥

চণ্ডিকা চলিল নর-পতির বসতি।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে চামুণ্ডা মূরতি॥
গলে মুণ্ড মালা দোলে বিকট দশন।
কাতি খর্পর হাতে লোহিত লোচন॥
বিভীষিকা অনেক দেখান নৃপ-বরে।
স্বপ্ন কহেন মাতা বসিয়া শিয়রে॥
রাজা বলে অরে বেটা কর অভিমান।
আমার সেবকে কর অলপ গেয়ান॥
তোরে বধি মহাবীরে ধরাইব ছাতা।
বীরের করাব দাসী তোমার বনিতা॥
বহু বিধ স্বপ্ন-দেখাইল মহামায়া।
মহাপাত্র পুরোহিতের শিয়রে বসিয়া॥
রাম রাম স্মরণে উঠিল নরপতি।
গণ সঙ্গে অন্তরে রহিলা ভগবতী॥
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিল বার।
সবে মিলি স্বপ্নের করেন বিচার॥
সভাজন শুনে, রাজা কহেন স্বপন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

(মল্লার।)

আজি দেখিলাম নিশি বিষম স্বপন।
পরমায়ু বলে আজি রহিল জীবন॥
দেখিনু ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ড-মাল॥
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ।
পীঠে লম্বমান তার শোভে জটাভার।
শবের কুণ্ডল কাণে ভীষণ আকার॥
পরিধান সবাকার লোহিত বসন।
রক্ত পুষ্প শোভে দুই দিকে দানাগণ॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায়।
চৌদিকে যোগিনীগণ নাচিয়া বেড়ায়॥
গজ ঘোড়া কাটি পীয়ে রুধিরের পানা।
মাচয়ে অবনীতলে প্রেত ভূত দানা॥

মড়ার আঁতড়ি কেহ করিয়া উত্তরী।
অঙ্গুলিতে আরোপণ করে কুশাঙ্গুরী॥
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে।
তর্পণ করেন নর-কপাল ভাজনে॥
গাধায় চড়ায় মোরে দিয়া হাড়মাল।
পশ্চাতে ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল॥
পাছে ত যোগিনী সব দেয় তাড়াতাড়ি।
কেহ লাগ পায়া মোরে রোষে মারে বাড়ি॥
গজ পৃষ্ঠে কালকেতু করে আরোহণ।
শিরে ছত্র ধরে তার ইন্দ্র আদিগণ॥
আশীষ করয়ে যত দেব মুনিগণ।
চৌদিকে শংখের ধ্বনি মঙ্গল বাজন॥
নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন।
তার অপমানে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন॥
এই মত কহিল সকল সভাজন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রাজার বচন শুনি সভাজন বলে বাণী।
কোপে রাজা কৈলা অনুচিত।
আজিকার শেষ নিশি অমঙ্গল রাশি রাশি
স্বপন দেখিনু বিপরীত॥
অবধান কর নরপতি।
ঠক নাবড়ের বোলে চণ্ডীর নফর মাইলে
এই হেতু স্বপন দুর্গতি॥
স্বপনে তোমার ভয় বীরের দেখিনু জয়
পুরস্কার করিল ভবানী।
দেখিনু অদ্ভুত যত তাহা বা কহিব কত
আর কিছু মনে নাহি গণি॥
আপনার দিয়া ধন চণ্ডী কাটাইল বন
বসাইল নগর গুজরাট।
আখেটীর কিবা দোষ কেন তারে কর রোষ
ভাঁড়ু দত্ত এত কৈল নাট॥
কোন ছারের বোল শুনি তারতরে রাজা তুমি
কি কারণে করিলে আবেশ।

ছাড়ান করিয়া আনি কহিয়া মধুর বাণী
পাঠাইয়া দেও নিজ দেশ ॥
রথ তুরঙ্গম দোলা সকম্নাদ ঝারি থালা
বিভূষণ বসন চন্দনে।
বীরের করিয়া পূজা গুজরাটে কর রাজা
চণ্ডীর সন্তোষ হয় মনে ॥
পাত্রের বচন শু'ন নরপতি মনে গণি
কারাগারে করিল গমন।
বীরের বন্ধন ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কালকেতুর স্বদেশ গমন।

রাজা দেখি কালকেতু করিল উত্থান।
প্রণাম করিতে রাজা না দিল বিধান ॥
ভাই ভাই বলি রাজা দিল আলিঙ্গন।
প্রেম কথা আলাপে বসিলা দুই জন ॥
রাজা বলে বীর ক্ষমা কর অপরাধ।
চণ্ডীর সেবক তুমি কর আশীর্ব্বাদ ॥
বন্ধী-ঘর বীর মাঙ্গিয়া নিল দান।
বসন চন্দন দিয়া করিল ছাড়ান ॥
অবনী লোটায়া কান্দে পোতা মাঝিগণ।
নৃপতিকে কহিল নিশির বিবরণ ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষণ চন্দনে।
পুরস্কার কৈল রাজা ব্যাধের নন্দনে ॥
গজ তুরঙ্গম রথ দিল বর-দোলা।
চন্দনের খুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা ॥
অভিষেক করাইল বসাইল খাটে।
আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
নিজ হস্তে নরপতি টীকা দিল ভালে।
যত ভুঞা মিলিয়া খাটায়ে তার তলে ॥
সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল নরপতি।
যত ভুঞা রাজা মিলে ধরাইল ছাতি ॥
গজ পৃষ্ঠে চড়াইয়া দিলেন বিদায়।
অনুব্রজী নরপতি পাছু পাছু যায় ॥
পুরে প্রবেশিতে শুনে নারীর ক্রন্দনা।
অনুমৃতা হৈতে যত আইসে অঙ্গনা ॥
বিরস বদনে বীর জিজ্ঞাসে বারতা।
বীরকে গর্জ্জিয়া কেহ কহে কটু কথা ॥
যেই জন মৈল তোমা সনে করি রণ।
অনুমৃতা হৈতে যায় তার নারীগণ ॥
কাণ ভরি শুনে বীর নারীর ক্রন্দনা।
অনুমৃতা হৈতে বারি হয়াছে অঙ্গনা ॥
লজ্জাভাবে মহাবীর হেট কৈল মাথা।
এক ভাবে স্মরে বীর হেমন্ত-দুহিতা ॥
অভিপ্রায় তাহার বুঝিয়া ভগবতী।
আকাশ বিমানে থাকি বলেন ভারতি ॥
জিয়াইয়া দিব যত মৃত সেনাগণ।
চণ্ডীর ভারতি নাহি শুনে অন্য জন ॥
শুনি বীর অনুমৃত্যু করে নিবারণ।
মরা জিয়াইয়া দিব ব্যাধের নন্দন ॥
ভৃগুসুতে ভগবতী কৈলে স্মরণ।
ভৃগুসুত আইলা যথা বীর কৈল রণ ॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা পাছু পাছু যায়।
বীর সঙ্গে রণ স্থলে বৈসে দণ্ডরায় ॥
কৌতুকে বসিয়া দুহে কহে মৃদুবাণী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অপূর্ব্ব কাহিনী ॥

উশনা কুশ পাণি চিন্তিয়া সঞ্জীবনী
মন্ত্রিত কৈল কুশজল।
দিলেন যার অঙ্গে করিয়া অঙ্গ ভঙ্গে
উঠিল সেই মহাবল ॥
উঠিল পদাতি ধরিয়া ঢাল কাতি
কচলায় কেহ বিলোচন।
পদাতি কেহ কাঁদে আছিনু কাঁচা নিদে
কেহ মোর নিল শরাসন ॥
আন হি কন্ধ শিরে পড়িল যেই বীরে
যুড়িল তার কন্ধ মুণ্ডে।

পাইয়া কুশজল উঠিল দন্তীবল
লোহার মুদ্গর শুণ্ডে ॥
কাটা ঘোড়া যত উঠিল শতে শত
আন হি কন্ধে আন শির।
শুক্রের কুশ নীরে পিশাচী উগারে
সন্ধান পাইয়া শরীর ॥
একের শুন কথা গৃধিনী খাইয়া মাথা
খাইল লোচন যুগলে।
নবীন হইল তার লোচন যুগল আর
কেবল মহাবিদ্যার ফলে ॥
পিশাচীগণ যত গিলিল শত শত
দৈত্য দানবের শির।
শুক্রের কুশ নীরে পিশাচী উদ্গারে
সন্ধান পাইয়া শরীর ॥
রাজার খণ্ডায় দৈন্য জিয়াইয়া সর্ব্ব সৈন্য
উশনা চলিলা বিমানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতি হরে সব ভব ভীতি
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥

ধন্য ধন্য বীরের চরিত।
মৃত সেনা প্রাণ পায় আনন্দিত দণ্ডরায়
সভাজন পুলকে পূরিত ॥
জিয়িল সকল সেনা রাজা আনন্দিত মনা
নাচে রাজা সেনা মিলি বনে।
শংখ বেণু পড়া খোল শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল
বাজয়ে দুন্দুভি বাজনে ॥
মন্দিরা ধরি করে মধুর মধুর স্বরে
গায়নে মঙ্গল গায় গীত।
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাখে করিয়া পুথি
হাতে কুশ নাচে পুরোহিত ॥
বীরকে বিদায় দিয়া নিজ সেনাগণ লয়া
যায় রাজা কলিঙ্গ নগরে।
গুজরাটের যত লোক ঘুচিল সবার শোক
বীরকে দেখিতে আগুসরে ॥
শুভক্ষণ করি বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
প্রবেশ করিল বীর বাসে।
ফুল্লরা সম্ভ্রমে আসি পতির বদন শশী
দেখিয়া আনন্দ রসে ভাসে ॥
বুলান মণ্ডল আদি প্রজা আইসে যথাবিধি
নানা ধন দিয়া কৈল নতি।
হাট চত্বর মাঠে নাট গীত গুজরাটে
সবার স্থির হৈল মতি ॥
ভেট লয়া কাঁচকলা শাক বার্ত্তাকু মূলা
যেই রূপ আছয়ে বিধান।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব নিবেদয়ে ভাঁড়ু দত্ত
পাছু করিয়া অনুমান।
দ্বিজে বীর দেয় দান সভা করি বিদ্যমান
চন্দন কুসুম অধিবাসে।
ভাঁড়ু দত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বোলে
শ্রীকবিকঙ্কণে রস ভাষে ॥

কালকেতু কর্ত্তৃক ভাঁড়ু দত্তের মস্তক মুণ্ডন।

ভাঁড়ু দত্তের কথা শুন আরবার।
প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে
খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার ॥
খুড়া,—
আছিলা গুপত বেশে প্রকাশ করিল দেশে
সম্ভাষা করিল নৃপমণি।
টীকা দিয়া নরপতি ধরিল ধবল ছাতি
ভুঞা রাজা মাঝে তোমা গণি ॥
কোথা বীর পাইল ধন দুষিত সকল জন
পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।
প্রকাশ করিনু আমি বড় সুখ পাবে তুমি
খ্যাতি হইল, নৃপতি সমাজে ॥
যখন দুই প্রহর নিশা করি রাজ সম্ভাষা
অনেক বুঝাইনু নরপতি।

ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডিনু সকল দায়
খুড়ী জানয়ে মোর মতি ॥
যেই আপন হয় সেই কভু পর নয়
আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।
রাজ সভাতে বাণা আমি সে বলিতে জানি
ভাঁড়ু দত্ত বিদিত জগতে ॥
খুড়া,—
তুমি হইলা বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি
বধূ তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিনু সব দুখ
দশ দিক হইল অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাসনে থাক খুড়া
আমাকে রাজ্যর লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি রাজ্য জানে আমি জানি
নফরে করহ ব্যবহার ॥

———

ভাঁড়ু দত্ত, নিজ দোষে খাইলে আপনা।
বাড়ির চাল কাটিয়া কর যে ফারক হয়া
ছাড় গুজরাটের বাসনা ॥
তোর বড় বাপ ছিল সুকালে লুটায়া মৈল
লোক মুখে জগত বিদিত।
তোর বাপ কলিঙ্গে খ্যাত নাম তার উজাড় দত্ত
মুখ দোষে শ্রবণ বর্জ্জিত ॥
যখন আছিল পূর্ব্বে মাণ্ড পোয়ে অন্নাভাবে
অকালে কুড়ায়া খায় হাটে।
জগতে নাহিক জাতি কুলের নাহিক স্থিতি
কায়স্থ বলাও গুজরাটে ॥
হয়া বেটা রাজপুত্র বলাও দত্তের সুত
নীচ হয়া উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নহ কুটুম্ব করিয়া কহ
কুলের মহিমা কর নাশ ॥
খুড়া,—
আমি হই নীচ জাতি তাহে তোমার কিবা ক্ষতি
ধন গর্ব্বে বল দুরক্ষর।
শিয়রে কলিঙ্গ রায় গোহারি করিব তায়
খারিজ করিব বাড়ি ঘর ॥
খুড়া কাছে বা ছাড়িব ঘর বাড়ি।
তোমা সনে নাহি দায় মসাতে যতেক হয়
সদরে গণিয়া দিব কড়ি ॥
শুনিয়া ভাঁড়ুর বোল কালকেতু উত্তরোল
কোপে বলে ব্যাধের নন্দন।
মুণ্ডায়া ভাঁড়ুর মুণ্ড অভক্ষে পূরিয়া তুণ্ড
দুই গালে দেহ কালি চূণ ॥
নাপিত নিকটে ছিল বীরের ইঙ্গিত পাইল
করে ধরে ভাঁড়ুরে বৈসায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
হৈমবতী যাহার সহায় ॥

ভাঁড়ু দত্ত কপট বচন যত বলে।
শুনি বীর কোপেতে আনল হেন জ্বলে
দেহ কাঁপে বীরের কাঁপয়ে শরাসন।
ভীষণ ভাষণে কিছু বলেন বচন ॥
বলে বীর ছাড় ঠগা কপট চাতুরী।
কলিঙ্গ রাজার ভৃত্যে কি করিতে পারি?
কহিতে জানিস বেটা কপট প্রবন্ধ।
মিথ্যা কথা কহি বেটা পাড় মহা দ্বন্দ্ব ॥
হৃদয়ে পূরিত বিষ মুখে মকরন্দ।
কলিঙ্গ রাজার সনে করাইলে দ্বন্দ্ব ॥
এবে সে জানিনু তুমি ঠগ ভাঁড়ু দত্ত।
আপনি করিলে দূর আপন মহত্ব ॥
ইনাম বাড়ী তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ঋণ বাড়ি নাহি সাধ, নাহি দেও কর ॥
এখন বলিস বেটা রাজার নফর।
গৌরব রাখিয়া দেও তিন সনের কর ॥
যাবত না দেহ বেটা তিন সনের কড়ি।
মগধিয়া মেলি তোরে মারিবে চাবাড়ি ॥
হরিয়া নাপিতে বীর দিল আঁখিঠার।
মনের সন্তোষে আনে ক্ষুর ভোঁতা ধার ॥

দড়াষা হুকুম পায় নাপিতের সুত।
ভাঁড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ার মুত ॥
চামটি রহিতে পদতলে ঘষে ক্ষুর।
দেখিয়া ঠগের প্রাণ করে ছুর ছুর ॥
দূরে হইতে শুনি যে ক্ষুরের চড়চড়ি।
নাক শুণ্ডে ধরি তার উপাড়য়ে দাড়ি ॥
বসন ভিজিল তার শোণিতের ধার।
ভাঁড়ু বলে খুড়া দোষ ক্ষম একবার ॥
পাঁচ ঠাই ভাঁড়ুর মাথায় রাখে চুলি।
নগরিয়া মিলি তারে দেয় চুণ কালি ॥
পুরের কোটাল ভাঁড়ুর শিরে ঢালে ঘোল
পাছু পাছু ভাঁড়ুর বাজায় কেহ ঢোল ॥
মালাকার আনি দেয় গলে ওড় মাল।
হাত তালি দেয় যত নগর ছাওয়াল ॥
পুরের বাহির কৈল মারিয়া চাবাড়ি।
ছড়া হাঁড়ি ফেলি মারে কোণের বৌয়াড়ী।

বীর—

বীভাঁড়ু দণ্ডের লাঘব দেখে দুঃখ ভাবে বড়ি।
কৃপা করি পুনরপি দিল ঘর বাড়ি ॥
ঠগ নাবড় এই কথা কর্ণ পাতি শুনে।
অভয়া মঙ্গল কবি কঙ্কণে ভণে ॥

গুজরাটে কালকেতু খ্যাত হৈলা রাজা।
আর যত ভুঞা রাজা সবে করে পূজা ॥
কোন রাজা সম নহে করিতে সমর।
পরাজয় পায়া কোন রাজা দেয় কর ॥
গুজরাটে রাজত্ব করিল চিরকাল।
অবনী মণ্ডলে যশ বাড়িল বিশাল ॥
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল মহাবল।
সর্ব্ব শস্ত্রে বিশারদ যেন বৃহন্নল ॥
বিহান বিকালে বীর শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করেন পূজা হয়া সাবধান ॥
পরিপূর্ণ হৈল তার অভিশাপ কাল।
ইন্দ্রের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল ॥
কৃতাঞ্জলি পুরন্দর করে নিবেদন।
পাবক সহিত আদি শুনে দেবগণ ॥

ইন্দ্রের শোক।

প্রণাম করিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময়।
অভিশাপ কাল গেল মুক্তির সময় হৈল
এবে সুত না আইসে নিলয় ॥
দুখমতি পুলোমজা কোলে তার নাহি প্রজা
কত নিত্য শুনিব ক্রন্দনা।
না দেখিয়া নীলাম্বর শোকে তনু জরজর
বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বনা ॥
বালকের লঘু দোষে কৈলে গুরু অভিরোষে
শাপ দিলে হয়া নিদারুণ।
আপন সেবক জনে আন শীঘ্র নিকেতনে
নীলাম্বরে হও সকরুণ ॥
শুন শশি-শিরোমণি অবিরত মনে গণি
কবে মোর আসিবে কুমার।
আনাইবে নিজ কাছে আর কিবা দোষ আছে
মিথ্যা হৈল বচন তোমার ॥
শূন্য মোর স্বর লোক অবিরত বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে।
আন্ধার ঘরের বাতি মোর বধূ ছায়াবতী
কোথা গেলে পাব দরশন ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবোধেন শূলপাণি
পার্ব্বতীর হাতে দিল পাণ।
চল প্রিয়ে গুজরাটে নীলাম্বর আন ঝাটে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কালকেতুকে স্বপ্ন কথন।

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মা সনে গুজরাট যান।
গিয়া অবশেষ নিশি বীরের শিয়রে বসি
কহিলেন দিব্য গেয়ান ॥

স্বপ্ন কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নীলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে লহ ছায়াবতী জায়া ॥
নাহি স্মর নীলাম্বর পিতা তোর পুরন্দর
পুলোমজা তোমার জননী।
ব্যাধ কুলে উতপত্তি শাপে গুজরাটে স্থিতি
ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী ॥
বাপ দেবতার রাজা করিত শিবের পূজা
ফুল যোগাইতে নীলাম্বর।
দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ হইবারে গেল সাধ
তেঞি আইলে অবনী ভিতর ॥
হয়ে বড় আকুল অভাবে তুলিতে ফুল
শ্রীফল কণ্টক ছিল তথি।
হরের মস্তকে ফুটে হর তোরে মনে টটে
শাপে গুজরাটে কৈলে স্থিতি ॥
ছাড়িলে অমর লোক মাতা তোর করে শোক
মৃত-সুতা যেমত কুররী।
তোমারে করিয়া মোহ নয়নে পড়য়ে লোহ
দুখে জাগয়ে বিভাবরী ॥
কেবল চণ্ডীর বর দুহে হৈল জাতিস্মর
পিতা মাতা সোঙরিয়া কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করে মুকুন্দ
মনোহর পাঁচালী প্রবন্ধে ॥

পুষ্পকেতুকে রাজ্য সমর্পণ।

(১) দূত দিয়া আনাইল যত ভুঞা রাজা।
একে একে কালকেতু কৈল সবার পূজা।
আপনি আইলা তথা কলিঙ্গ ভূপতি।
মহাপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি ॥
আট দিকে ঘোষণায় উঠিল গণ্ডগোল।
ঘন বাজে বীরকাঁসী শিঙ্গা কাড়া ঢোল ॥
হেন কালে রাজাগণে করে নিবেদন।
কৃপাময় তুমি বীর দেবতা নন্দন ॥
পুষ্পকেতুর হাতে হাতে কর সমর্পণ।
তোমার সমান যেন করেন পালন ॥
শুনি বীর কালকেতু করেন বিনয়।
সবাকারে সমর্পিল আপন তনয় ॥
বুলান মণ্ডল আদি আইল প্রজাগণ।
পুষ্পকেতুর হাতে সব কৈল সমর্পণ ॥
স্বর্গ যাবেন বীর পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে গুজরাটের উঠিল ক্রন্দনা ॥
হয় যুড়ি মাতলী যোগাল পুষ্প-যান।
তাহে আরোহণ করি দ্বিজে দিল দান ॥
বাম ভাগে রথে বৈসে ফুল্লরা সুন্দরী।
মোহন যুবতী রামা রূপে বিদ্যাধরী ॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা আগে যান রথে।
সিদ্ধগণে নমস্কার বীর কৈল পথে ॥

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ।

পুষ্পক বিমানে চাপি হৈলা বীর দেবরূপী
লুকাইল মানুষ মূরতি।
মর্ত্যে থুয়া কীর্ত্তি শেষ নীলাম্বর যান দেশ
সঙ্গে লয়ে ছায়া রূপবতী ॥
বায়ুবেগে রথ যায় উর্দ্ধমুখে প্রজা চায়
পুষ্পকেতু উচ্চস্বরে কান্দে।
গুজরাটের যত নারী কান্দে বুকে ঘা মারি
কেশ বাস কেহ নাহি বান্ধে ॥

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে কিছু বেশী আছে ;—
রাম রাম স্মরণে পোহাইল রজনী।
প্রভাতে শুনেন বীর কোকিলের ধ্বনি ॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন।
স্নান করি বীর পরে উত্তম বসন ॥
পুষ্পকেতু রাজা হবে পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে নাট গীত ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
সুতে রাজ্য দিতে বীর মনে অভিলাষ।
শুভক্ষণে করাইল গন্ধ অধিবাস ॥
অভিষেক করাইয়া বসাইয়া পাটে।
শুভক্ষণে পুষ্পকেতু রাজা গুজরাটে ॥

যান বীর ব্যোম পথে মালতী যানের সাথে
জিজ্ঞাসেন দেশের বারতা ।
কেমন আছেন তাত দেব সঙ্গে সুরনাথ
কহ সুরপুরের সব কথা ।।
অন্য যত দেবগণ কহ তার বিবরণ
কহ সুরপুরের কল্যাণ ।
কেবা দেবতার রাজা কে করে শিবের পূজা
কোন্ দেব কুসুম যোগান ।।
মাতলী কহ কথা কুশলে আছেন মাতা
কল্যাণে আছেন পুরন্দর ।
পরাণে আছেন ভাল তোমা দেখি হবে আল
এবে পুষ্প যোগান প্রবর ।।
গৃহ বারতায় মতি রথ চলে শীঘ্রগতি
উত্তরিলা মন্দাকিনী কূলে ।
ইন্দ্রের আদেশ পায়া সঙ্গে ছায়াবতী জায়া
স্নান দান কৈল তার জলে ।।
স্নান করি নীলাম্বর ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নর্ত্তকে ফিরায় যেন বেশ ।
বিমানে দম্পতি চড়ি বিমান আকারে বেড়ি
আগু বাড়া আইল সুরেশ ।।

ইন্দ্র অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর
ঈশান কুবের সমীরণ ।
শিরে দিয়া দুর্ব্বা ধান আশীষ করিল দান
বেভার করিল নানা ধন ।।
আইলা দুর্ব্বাসা মুনি ব্রহ্মসুত বীণাপাণি
বশিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর ।
কুশহস্ত করি দান উচ্চস্বরে বেদ গান
অভিষেক লয় নীলাম্বর ।।
বিশেষ ত্বরিত খণ্ডী নীলাম্বরে লয়্যা চণ্ডী
চলিলা হরের সন্নিধান ।
কৃপাদৃষ্টে হর চান নীলাম্বরে দিল পাণ
পুনরপি কুসুম যোগান ।।

পুত্রের বারতা শুনি আইলা ইন্দ্রাণী
ডম্ফ খমক আর বাজে বীণা বেণী ।।
সুত বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পাণ ।
শুভক্ষণে গৃহ দুহে করিল পয়ান ।।
নীলাম্বর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ ।
সাঙ্গ হৈল বীরের পূজার ইতিহাস ।।

ইতি কালকেতু প্রসঙ্গ শেষ। আখেটী খণ্ড পূর্ণ ।।
শুক্রবারের দিবা পালা সমাপ্ত ।।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ধনপতি সদাগর।

শুক্রবারের নিশারম্ভ।

স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি।
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিলা যুকতি ॥
ডাকিয়া আনিল রত্ন-মালা শশিমুখী।
পরম রূপসী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী ॥
পাণ দিয়া দেবী তারে দিলেন আরতি।
তোমার দেখিতে নাট চান পশুপতি ॥
তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ।
হরের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

রত্নমালার নৃত্য।

ধরি মনোহর লীলা নাচে রামা রত্নমালা
নৃত্য দেখেন দেবগণ।
তাতিন্দ তাতিনী তিনি মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে রতন কঙ্কণ ॥
হয়ে মুনি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীণা গুণে তরল অঙ্গুলী।
হুহার তুম্বুরা বায় টমক থমক তায়
পিনাক বাজায়ে কুতুহলী ॥
ভুবন মোহন কাচে রঙ্গিণী তাণ্ডব নাচে
গান মুনি গান্ধার নিষাদ।
নখ রত্নপুরশালী দেয় ঘন পদতালী
দেবগণ দেয় সাধুবাদ ॥
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা।
কপালে সিন্দুর ফোঁটা প্রভাত-ভানুর ছটা
চৌদিকে চন্দন বিন্দু শোভা ॥
পরি দিব্য পাট শাড়ী কনকের পরি চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শংখ।
হীরা নীলা মতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ-পঙ্ক ॥
পীত তড়িত বর্ণে হেম মুকুলিকা কর্ণে
কেশ মেঘে পড়য়ে বিজুলী।
রজত পাসলি ছটি পরে দিব্য তুলা টুটী
বাহু বিভূষণ ঝলমলি ॥
দেবীর আদেশে স্মর হাতে লয়ে ধনু শর
হানে শর সম্মোহন বাণ।
অবশ হইল অঙ্গ হৈল তার তাল ভঙ্গ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

রত্নমালায় অভিশাপ।

তাল ভঙ্গ হৈল রামা লাজে হেট মুখী।
যতেক দেবতা সব হইলা বিমুখী॥
তাল ভঙ্গ দেখি তারে বলেন ভবানী।
যৌবন গরবে নাচ হয়ে অভিমানী॥
সুধর্ম্ম সভায় নাচ হয়ে খলমতি।
মানব হইয়া জন্মে চল বসুমতী॥
এত বাক্য কৈল যদি সর্ব্ব মঙ্গলা।
চরণে ধরিয়া কিছু বলে রত্নমালা॥
দোষ অনুরোধে মোরে দিলে অভিশাপ।
চণ্ডীর চরণে ধরি করয়ে বিলাপ॥

চণ্ডীর চরণে ধরি কান্দে স্বর্গ বিদ্যাধরী
অচেতন হয়ে মায়া-মোহে।
ধূলায় ধূসর কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
বসন ভিজিল আঁখি লোহে॥
মোকে দিলে গুরু শাপ হইল বহুল পাপ
মোর তরে পোহাল রজনী।
রোষযুত ভগবতী হৈল মোর অধোগতি
কেমনে এড়াব শাপ বাণী॥
কেমন দারুণ বেলা আইনু তাণ্ডব শালা
হাঁচি জেঠি না পড়িল বাধা।
বিধাতা দণ্ডিল মোরে ফিরিয়া না গেনু ঘরে
জীবনে রহিল বড় সাধা॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা যে মোর আছয়ে যথা
উদ্দেশে সবায় পরণাম।
পরিহারে আমি বলি দিহ মোরে জলাঞ্জলি
জীবনে বিধাতা হৈল বাম॥
ক্ষমহ আমার দোষ হও মোরে পরিতোষ
কৃপাময়ি কর অবধান।
অবনী মণ্ডলে যাব তোমার কিঙ্করী হব
করাইব ব্রত অবসান॥

খুল্লনার জন্ম।

আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্ব্বতী।
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী॥
হবেক তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী।
ইছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি॥
উজানি নগরে ঘর নাম ধনপতি।
শিব পদ অরবিন্দে দৃঢ় তার মতি॥
প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা।
দোয়জ বনিতা তার হবে সুলক্ষণা॥
এতেক বলিল তারে সর্ব্ব মঙ্গলা।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈলা রত্নমালা॥
ঋতুমতি হয়েছেন রম্ভা রমণী।
বহিয়া গিয়াছে তার অষ্টম রজনী॥
নবম নিশা যদি হৈল অবশেষ।
তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দোয়জ মাসের বেলা লোকে কাণা কাণি
তৃতীয় মাসের বেলায় ভূতলে শয়ন।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পাঁচ মাসে কাজী করঞ্জায় যায় মন।
ছয় মাসের বেলা তার না রুচে ওদন।
সপ্ত মাসে বন্ধু জনা দিল তারে সাদ।
নয় মাসে প্রসব বেদনা অবসাদ॥
সাধুর কিঙ্করী ডাকি আনিল পাচতি।
শুভক্ষণে হৈল তার কন্যা রূপবতী॥
চালের ফাড়িয়া খড় জ্বালিল আঁতুড়ি।
গোমুণ্ড দুয়ারে আনি পূজে ষষ্ঠি বুড়ি॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভি ছেদন।
তিন দিনে কৈল রামা সুপথ্য পাচন॥
ষষ্ঠি পূজা জাগরণ ছয় দিবসে।
অষ্ট কলাই তার কৈল অষ্টদিশে॥
নতা করিল নয় দিনে মনের হরিষে।
একুইশা কৈল তার একুশ দিবসে॥

খুল্লনা নাম থুইল পূর্ণ হইল মাস।
মাস দুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশ॥
নিদ্রায় দিয়ালা করে ঘন ঘন হাস।
দেখি হরষিত রম্ভা মনের উল্লাস॥
সাত মাসে রম্ভা তারে করায় ভোজন।
মোদিত হইল রম্ভা দেখিয়া দশন॥
বৎসর পূর্ণিত হৈল ভ্রমে স্থানে স্থানে।
দুই বৎসর গেল তার প্রমোদিত মনে॥
এই মতে তিন চারি পাঁচ বৎসর যায়।
কন্যাগণ সঙ্গে করি ধূলি খেলায়॥
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ বামা দিবসে দিবসে॥
আট দিকে ভাল বর চাহে লক্ষপতি।
অবিরত অই চিন্তা স্থির নহে মতি॥

ভ্রু দুই ধনু কর নয়ন তাহার শর
রাহু রবি শশী তার কোলে॥
গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা।
কুচ দাড়িম্ব ফুল মাঝা মৃগ-রাজ তুল
উরু যুগ শোভে রাম কলা॥
গুরুয়া নিতম্ব ভরে দিনে আন বেশ ধরে
চলে রাজ হংস গমন।
চরণে নূপুর বাজে নব নৃপ যেন সাজে
হেন রামা বাড়য়ে যৌবন॥
নখে তম করে নাশ রম্ভার সকল আশ
যৌবন দেখিয়া কলাবতী।
খুল্লনা শিশু সুবেশে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
চণ্ডী পদে করিয়া প্রণতি॥

খুল্লনার রূপ।

দেবীর ব্রতের তরে খুল্লনা বণিক ঘরে
রম্ভাবতী মানিল সফল।
দিতে নাহি উপমা খুল্লনার রূপ সীমা
বদনে চন্দ্র করে আলো॥
খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে।
গেল বৎসর ছয় বরণ বর্ণন নয়
শোভা করে অলঙ্কার বিনে॥
মনে সফল মানি আনি ভৃঙ্গারের পানী
মলা দূর করে রম্ভাবতী।
যতনে বুঝায়ে তায় আভরণ দেয় গায়
রূপের মুঞ্জরী কলাবতী॥
চাঁচর চিকুর ছান্দে কবরী টানিয়া বান্ধে
বেড়ি নব মালতীর ফুল।
সরস কানন ছাড়ি ভ্রময়ে কবরী বেড়ি
মধু লোভে ভ্রমে অলিকুল॥
যেন শশী রবি ছটা ললাটে সিন্দুর কোঁটা
অধর জিনিয়া জবা ফুলে।

খুল্লনার রূপ দেখি ভাবে রম্ভাবতী।
আমার খুল্লনা ঝি আন্ধারের বাতি॥
খুল্লনার রূপে কারে দিব গো তুলনা।
ঝাঁপিয়া রবির রথ রাখয়ে খুল্লনা॥
বংশধর পুত্র আছে ময়াই কোঙর।
খুল্লনার রূপে মোর আলো কৈল ঘর॥
এতদিনে নাহি দেখি এমন বরণ।
মোর ঘরে বাড়ে কামরূপী কোন জন॥
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।
নাহি জানি কন্যা মোর কার হবে বশ॥
কুলে শীলে দোষ হীন হয় যেই জন।
সেই থানে কন্যা যদি করি সমর্পণ॥
যেন করি-বর দন্ত কনকে জড়িত।
অকলঙ্কে দিলে সুতা হয়ে সে উচিত॥
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন।
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন॥
এমন বিচার সাধু করি সখা সনে।
সভার ভিতর বন্ধু লয়া দিনে দিনে॥

হেন মতে দিনে দিনে বাড়য়ে খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালী রচনা॥

উজানি নগর অতি মনোহর
বিক্রম কেশরী রাজা।
করি শিব পূজা উজানির রাজা
কৃপা কৈল দশ ভুজা॥
যেন রঘু রাজা তেন পালে প্রজা
কর্ণের সমান দাতা।
যুধিষ্ঠির বাণী শুকদেব জ্ঞানী
প্রসন্ন মঙ্গল মাতা (১)॥
উজানীর কথা গড় চারি ভিতা
চারি দিকে বেড়া বাঁশ।
রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ফিরে চারি মাস॥
নগরের নারী যেন বিদ্যাধরী
ভূষণ-ভূষিত গায়।
যতেক পুরুষ মনোহর বেশ
পীড়িত বসন্ত বায়॥
বিক্রম কেশর তাঁহার নগর
আছে কত সদাগর।
তাহার আদেশে ধনপতি বৈসে
যারে সুখী নৃপবর॥
লয়ে শিশুগণ বেণের নন্দন
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত লয়ে পারাবত
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥

পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
হরিহর জনার্দ্দন কুল-পুরোহিত॥
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম।
হরিহর পীতাম্বর আর শিবরাম॥
ভাই পরমানন্দ বিনোদ বিক্রম।
বাসুদেব বিশাই আইলা বলরাম॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীনিবাস।
পুরুষোত্তম শ্যাম আইলা হরিদাস॥
অনন্ত অচ্যুত অক্রুর অভিরাম।
চক্রপাণি চতুর্ভুজ আইলা ভৃগুরাম॥
মুরারি দৈত্যারি গোবিন্দ ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন্দ॥
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত॥

লয়ে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
কিঙ্করে পিঞ্জর লয় মাথে॥
খত্তি-মারি পাত-শালিকা শ্বেতা নেতা নয়ানসুখা
করট তামট সুলক্ষণ।
সৌজ-মুখ রক্ত-গোলা শিখরিয়া ঘন-বোলা
সাওলী সুবলী সুদর্শন॥
কেবল্যা বাতাস্যা হাঁসা নেটে খাটু বুড়া ডাঁসা
জগাসিন্দ রিয়া বন-জয়া।
নীল-কুমুদ কুখা ঘিরিনি দীঘল-মুখা
মন-সুখা রাঙ্গা দেউলিয়া॥
সিংহা বাঘা রণজিতা কয়রা কপালচিতা
সিন্ধু মাট্যা পাওশা পাথরা।
মাণিক দোসলি মুড়া আভাঙ্গা পরনা হুড়া
পালট বিলটি রতি-ভোরা॥
পাওশি পাথরি টাঙ্গি হাঁসী ডাঁশী বড়ি রাঙ্গি
নানা রঙ্গে লইয়া পায়রী।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ নৃপতি কেশরী॥

---

(১) মঙ্গলচণ্ডী মাতা তাঁহারে প্রসন্না।

সখাসঙ্গে ধনপতি আকন্দে পূর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় সদাগরে।
চড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পায়রী রাখিয়া বাম করে॥
সঙ্গে ওঝা জনার্দ্দন খেলে নগরিয়া জন
ধনপতি করিল নির্ণয়।
পায়রী রাখিয়া হাতে উড়াইল পারাবতে
আগে যার আইসে তার জয়॥
নগরিয়া শিশু মিলি দেয় ঘন করতালি
শ্বেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে ভাই যত উড়াইল পারাবত
বাম হাতে রাখি পারাবতী॥
উড়াইল পারাবতে দৈবে গগন-পথে
তাড়াতাড়ি দেয় সয়চান।
পায়রা প্রাণের ভয় গগনে সুস্থির নয়
অষ্টদিক করিল পয়ান॥
ইছানি নগর মুখে শ্বেতা যায় অন্তরীক্ষে
উভ মুখে ধায় সদাগর।
উভ মুখে সাধু যায় কাঁটা খোঁচা ফুটে পায়
সঙ্গে জনাই দ্বিজবর॥
পায়রী ধরিয়া করে শ্বেতা বলি উচ্চৈঃস্বরে
ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধনপতি।
পগার খন্দক খানা উলু কেশে নল বেণা
নাহি সাধু করে অব্যাহতি॥
নাহি সাধু যায় পথে জনাই পণ্ডিত সাথে
পাছে পাছে যায় অবহেলে।
সাত পাঁচ সখি মেলি খুল্লনা খেলেন ধূলি
পারাবত পড়িল অঞ্চলে।
পায়রা আঁচলে ঢাকি চৌদিকে বেড়িয়া সখী
ধায় রামা আপন ভুবনে।
সদাগর যান পাছে পারাবত তারে যাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

খুল্লনার সহিত ধনপতির কথোপথন।

ধনি সুন্দরী সুন্দরী।

পারাবত লৈলে মোর প্রাণ কৈলে চুরি॥
অমূল্য পায়রা মোর জানে জগজন।
লুকায়া রাখিলে পায়রা ঝাঁপিয়া বসন॥
পারাবত দিয়া মোর রাখহ পীরিতি।
নহিলে জানাব গিয়া বিক্রম ভূপতি॥
সাধু ধনপতি আমি বসি যে উজানী।
রাজায় প্রজায় জানে বিদিত অবনী॥
বনিতা জনের ঠাঁই নিতে নারি বলে।
পরাণ ধরিয়া মোর রাখিলে আঁচলে॥
পরিচয় পায়ে চিন্তে খুল্লনা রূপবতী।
মোর জ্যেঠার জামাতা হন সাধু ধনপতি।
সুজন হইয়া কর খগ তাড়াতাড়ি।
ঊর্দ্ধ মুখে ধাও যেন ফিরয়ে আহুড়ি॥
প্রাণ ভয়ে পারাবত লইল শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন॥
দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।
মিথ্যা কার্য্যে কর সাধু কপট চাতুরী॥
তুমি যে রাজার সাধু কে তোমাতে টুটা।
যদি লবে পারাবত দাঁতে কর কুটা॥
পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্য্য গতি।
এই কন্যার পিতা সাধু লক্ষপতি॥
জনাই পণ্ডিত সঙ্গে করেন যুকতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥
এমত বলিয়া সাধু তরুতলে বৈসে।
নগরে কন্যার কথা লোককে জিজ্ঞাসে॥
লোক মুখে শুনে সাধু খুল্লনার কথা।
কাম-শরে সাধুর মরমে লাগে ব্যথা॥
জনাই পণ্ডিত সনে করিয়া বিচার।
বলে, সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার॥
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।
ত্বরা করি গেলা লক্ষ-পতির ভবন॥

লক্ষপতি সন্নিধানে গেলা পুরোহিত।
দেখি লক্ষপতি মনে হৈলা হরষিত॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন॥
পিতা পুত্র দুহিতা করিল প্রণাম।
জিজ্ঞাসা করিল দ্বিজ সবাকার নাম॥
বলে লক্ষপতি এই কুমার মল্লাই।
রাম রঘু ইহার অনুজ দুই ভাই॥
এইত দুহিতা মোর খুল্লনা রূপিণী।
ইহার খেলার সঙ্গী দুইটি ভগিনী॥
ইহা শুনি পুরোহিত বলে অভিরোষে।
কেনে বা আইলাম আমি তোমার নিবাসে॥
বসন কাঞ্চন আদি নাহি দেও দান।
ব্যবহার ঘুচাইলে সন্দেশ গুয়া পান॥
এইত কন্যার আমি নাহি দি যে বিয়া।
সম্বন্ধ করহ গুরু বিচার করিয়া॥

খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব।

শুন হে অবোধ লক্ষপতি।
দ্বাদশ বৎসরের সুতা তোর ঘরে অবিবাহিতা
কেমতে আছহ সুস্থ মতি॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন।
আহরিয়া বর আনি কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনা করে সমর্পণ॥
নবম বৎসরে যদি বর আনি যথা বিধি
তনয়া করয়ে সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরপুরে পায় স্থল
পিতৃ-লোকে পায় বহু মান॥
কেহ না বুঝাল তোমা গত হইল দশ সমা
তথাচ না কৈলে কন্যা দান।
প্রবেশিলে একাদশে মদন হৃদয়ে বৈসে
নব রস হয় এক স্থান॥
না করিলে কর্ম্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসরের বেলা হয় কন্যা রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥
তাবত পুরুষে ভয় যাবত পুষ্পক নয়
নাহি রহে তাবত কামনা।
নর দেখি অনুপাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরক যন্ত্রণা॥
দ্বিজের বচন শুনি বলে লক্ষপতি বাণী
যে উচিত করহ বিধান।
বর্দ্ধমান আদি স্থান বর দেখ সাবধান
মুকুন্দ রচিল মতিমান॥

শুন লক্ষপতি সদাগর।
যত আছে গন্ধবেণে একে একে দি যে গণে
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর॥
যেবা চাঁদ সদাগর তার নাতি আছে বর
ঘর যার চম্পক নগরী।
তার সনে কৈলে কাজ সভাতে পাইবে লাজ
সর্ব্বনাশ কৈল বিষহরী॥
বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত তারে জানে ষোল শত
মহাকুল বণিক প্রধান।
বাশুলী প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥
মহাস্থান সাত গাঁ তাতে বৈসে রাম দাঁ
তার শুন কুলের বাখান।
মড়ায় পুরিত বাড়ি বাসা দিয়া লয় কাড়ি
এই হেতু নাহি পায় মান॥
হরি দত্ত বড়শূলে তোমা সম নহে কুলে
রাজা যার কৈল অপমান।
ফতেপুরে রামকৃষ্ণ সেহ বেটা গুণে ভণ্ড
সেহ নহে তোমার সমান॥
করজনার হরি দাঁ নাহি পোষে বাপ মা
প্রভাতে না করি তার নাম।

ভালুকীর সোম চন্দ সে জনা কপট ছন্দ
দীক্ষা পথে শূন্য তার ধাম ॥
যে যে বেণে আছে যথা জানি যে সবার কথা
সবে হয় দোষের আকর।
গঙ্গার দুকূল কাছে যতেক বণিক আছে
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥
তোমার কন্যার মত বর ধনপতি দত্ত
কুলে শীলে রূপে গুণবান্।
শুনিয়া দ্বিজের কথা লক্ষপতি হেট মাথা
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

বিবাহ সম্বন্ধ নির্ণয়।

মোর বোলে সদাগর কর অবগতি।
পুরুষ কুলীন বরে দেহ রূপবতী ॥ (১)
মহাকুলদত্তবন্ত বেণ্যা ধনপতি।
প্রথম যৌবন সাধু মোহন মূরতি ॥
যেন রূপ তেন গুণ উত্তম ব্যবহার।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত শুদ্ধ সদাচার ॥
দানে কর্ণ সমান উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য করেছে অভ্যাস ॥
কার্ত্তিক সমান বর গৌরবরণ।
পরিণীতি-সুচরিত শুদ্ধ সুলক্ষণ ॥
তাঁর অনুরূপ নারী খুল্লনা সুমতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মদনের রতি ॥
ঘটকের মুখে শুনি বরের প্রকৃতি।
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি ॥
জনাই সংহতি যত লক্ষপতি ভণে।
কপাটের আড়ে আসি রম্ভাবতী শুনে ॥
স্বামীকে গঞ্জিয়া রামা করে অভিমান।
পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে গান ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে আর দুই ছত্র অধিক আছে
গৌড়েতে বিখ্যাত যার স্থান উজ্জয়িনী।—
সাধু মধ্যে ভূপতি সবার মধ্যে গণি।

রম্ভাবতীর সহিত লক্ষপতির কথোপকথন।

প্রাণনাথ কেন দিলে হেন অনুমতি।
হিতাহিত নাহি গণ না নিব কন্যার পণ
কেন ঝিয়ে করাব দুর্গতি ॥
পড়ি শুনি হৈলে পশু ব্যয় করি নিজ বস্তু
কন্যা দিবে দারুণ সতীনে।
লহনারে নাহি জান হেন কথা মুখে আন
করুণা নাহিক তব মনে ॥
তোমাকে বুঝাব কি লহনা ভাইয়ের ঝি
যদি তুমি তারে দিবে সতা।
কেন কৈলে হেন কাজ সঞ্চয় করিলা লাজ
লোক লাজে না তুলিবে মাথা ॥
খুল্লনা বান্ধিয়া গলে মরিব সাগর জলে
নাহি দিব দারুণ সতীনে।
দুরন্ত ঝিয়ের মোহ নয়নে গলয়ে লোহ
রম্ভাবতী তাহে কিছু ভণে ॥
নাহিক মধুর কথা যে ঘরে-লহনা সতা
একচারী ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিবে খুল্লনা হরিণা ॥
ধন জন যার ঘরে আনিয়া প্রথম বরে
বিনয়ে করিব কন্যাদান।
কন্যা পাবে কুতূহল তুমি পাবে দান ফল
লোকে গাবে অতুল সম্মান ॥
"পূর্ব্বে—
গণক কহিল মোরে দিবে দোয়জীয়া বরে
বিচারিয়া বিধবা লক্ষণ।"
এত যদি বলে পতি রম্ভা দিলে অনুমতি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রম্ভাবতী।
নিমন্ত্রিয়া জামাতা আনয়ে লক্ষপতি ॥

বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয়, কেহ চরণ পাখালে ॥
আছড়ে থাকিয়া রম্ভা জামাতা নেহালে।
আয়ো সুয়ো আনিতে বিজয়া দাসী চলে ॥
ত্বরা করি নগরে চত্বরে ধায় চেড়ী।
সই সাঙ্গাতি ডাকিয়া আনিল বাড়ি বাড়ি ॥
অমলা কমলা চাঁপা কামিনী ভারতী।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী রতি কলাবতী ॥
বল্লভা দুর্ল্লভা আর সুভদ্রা যমুনা।
চরিত্রা তুলসী শচী রাণী সুলোচনা ॥
হীরা নীলা সরস্বতী মদন মঞ্জরী।
কৌশল্যা বিজয়া গৌরী সুমিত্রা সুন্দরী ॥
যশোদা রোহিণী রামা রাধা কাদম্বরী।
চিত্রলেখা সুধা জয়া হীরা মন্দোদরী ॥
ত্বরা হেতু সবাকার বিপর্য্যয় বেশ।
এলান কবরী ভার নাহি বান্ধে কেশ ॥
এক করে কঙ্কণ নূপুর এক পায়।
অর্দ্ধকেশ আঁচড়িছে, লঘুগতি ধায় ॥
এক চক্ষু কোণে কেহ দিয়াছে অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপূর ত্বরায় গমন ॥
শিশু দুগ্ধ দিতে কেহ নাহি করে মায়া।
কোন কোন আয়ো আসে লঘুগতি ধায়া ॥
কড়িয়া জাঙ্গালে আয়ো দিল বাহু নাড়া।
আঁখির নিমিখে ভেঙ্গে আসে বণিক পাড়া ॥
সাধুর মন্দিরে আয়ো দিল দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রম্ভা বসিতে আসন ॥
বর দেখি আয়ো সব আনন্দ চরিত।
প্রশংসা প্রসঙ্গে না ছাড়ি গাব গীত ॥

সবে—

বলে খুল্লনার বর মিলিয়াছে ভাল।
মদন মোহন রূপে ঘর করেছে আলো ॥
এক যুবতী বলে সই মোর কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ ॥
কোন দেশে নাহি দুখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে রহিতে সদাই বলে হারা ॥
আর যুবতী বলে পতির বর্জ্জিত দশন।
শাক সুপ ঘণ্ট বিনা না করে ভোজন ॥
দৃঢ় ব্যঞ্জন আমি যেই দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিঁড়ার বাড়ি কোণে বসি কাঁদি ॥
আর যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।
কোয়া জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি ॥
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড়ই দুরবার।
গোদে তেল দিয়া কত তুলিব নেকার ॥
আর যুবতী বলে আমার পতি কালা।
আনের আন চিন্তা মোর অই জ্বালা ॥
ঠারে ঠোরে কহি কথা দিনে পতি সনে।
রাত্রিতে নিদ্রা যাই গরুড় শয়নে ॥
আয়োর মিশালে বুড়ী নানা কাচ কাচে।
পাক তৈলে দেখ মোর কেশ পাকিয়াছে ॥
রূপে গুণে মোর নাতিনী ঘরে আছে।
হেন বরে বিয়া দিয়া রাখি নিজ কাছে ॥
বর দেখি আয়ো সুয়ো খায় মন কলা।
ধনপতি দত্তে সাধু দিল বর মালা ॥

লহনার খেদ।

দেখিয়া কুস্বপ্ন সখি বহু স্ফুরে ডানি আঁখি
লহনা কহেন মন কথা।
শুনিয়া লোকের মুখে শেল বহিল বুকে
প্রভু মোরে দিবে দারুণ সতা ॥
কহ দুয়া জীবন উপায়।
কাণে দিব তোর হেম চিন্তহ আমার ক্ষেম
কেমনে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায় ॥
একলা ঘরের দারা আছিলাম স্বতন্তরা
নিতে দিতে আপনি গৃহিণী।
বিধাতা আমারে বাম পরে নিবে ধন ধাম
পোড়ে মোর মরমে আগুণি ॥

খুড়া হয়ে দেয় সতা কারে কব দুঃখ কথা
কারে বা করিব অভিমান।
বরঞ্চ মরণ ভাল এ মোর হৃদয়ে শেল
সই। কে করিবে সমাধান॥
পায়রা উড়াবার সাজে গেলা সাধু নিজ কাজে
না জানিনু এসব বারতা।
সম্বন্ধ নির্ণয় হৈল এবে সে লহনা মৈল
হরি হরি সোঙরি বিধাতা॥
শোকানলে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন
আঁখি জল নিবারিতে নারি।
শেল রহিল মনে দিব আমি আন জনে
সঞ্চয় করিয়া ঘরগারী॥
বহু ব্যয় করি কড়ি করিলাম খাটপিঁড়ি
সকল্লাদ নিহালী পামরী।
চন্দন কুসুম গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
কারে দিব মন্দির মশারি॥
কপট করি প্রবন্ধে শুনিয়া দুর্ব্বলা কান্দে
নীলাকে আনিতে দাসী যায়।
সদাগর আইলা বাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
হৈমবতী যাহার সহায়॥

লহনাকে প্রবোধ দান।

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমানে সাধুরে বামা না দেয় উত্তর॥
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান॥
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে॥
স্নান করিয়া শিরে না দেও চিরণী।
রৌদ্র নাহি পায় কেশ, শিরে বিন্ধে পানী॥
অবিরত ঐ চিন্তা আর নাহি গণি।
রন্ধনের শালে নষ্ট করিনু পদ্মিনী॥
মাসী মাতুলী পিসী বহিন সতিনী।
নাহি ঘরে ত কেহ হইতে রন্ধনী॥
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি।
রন্ধনের তরে তবে করি দি যে দাসী॥
বরিষা বাদলে আনলে দেহ ফু।
কর্পূর তাম্বুল বিনা শুকাইল মু॥
ধূমযুত আনলে সদাই চক্ষে লোহ।
দর্পণে নিহালি দেখ চক্ষে রক্ত মোহ॥
সদাগর বলে যত কপট আশ্বাস।
উত্তর না দেয় রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
দুর্ব্বলা করিল স্থল বসিলা ভোজনে।
অভয়ামঙ্গল কবি কঙ্কণ ভণে॥

শিব সোঙরিয়া কৈল দুই আচমন।
লহনা কনক থালে যোগায় ওদন॥
সুবর্ণের বাটীতে দুর্ব্বলা দেয় ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
সোঙরিল জগন্নাথ প্রধান পুরুষ।
সুর-নদীর জলে সাধু করিল গণ্ডূষ॥
প্রথমে সুকতা ঝোল ঘণ্ট আর শাক।
প্রশংসা করিল তার রন্ধনের পাক॥
হাসিয়া পরশে রামা কনকের থালা।
ললিত গমনে রঙ্গে বিদগধ লীলা॥
কটাক্ষে সাধুর মন হরিল লহনা।
ভোজন সম্বরে সাধু হয়ে দৃঢ় মনা॥
ভোজন করিয়া সাধু কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥
চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন।
বিনোদ মন্দিরে গিয়া করিল শয়ন॥
নিত্য কৃত্য করি রামা চলে সাধুস্থান।
রতি আশে সদাগর ধরিল বসন॥
সব দুঃখ তারে রামা করে নিবেদন।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দম্পতি কলহ।

কপট সম্ভাষ তেজ পরিহাস
সে সব আদর গেল।
কোন মূঢ় মতি দিনে জ্বালে বাতি
সে না কি না করে আলো॥
স্ত্রী গত-যৌবনে পুরুষ নির্ধনে
কি আর আদরে চীন্।
কামদেব পাপ দুই জনে চাপ
নাহি করে গুণ হীন॥
কপট প্রবীণ কুলিশ কঠিন
তোমার দারুণ হিয়া।
সত্য কৈলে যত সব হৈল হত
কি দোষ মোর দেখিয়া॥
না করিল বিধি মরণ অবধি
নারীর যৌবন কাল।
শিশির উদয় মৃণাল না রয়
মরমে রহিল শাল॥ (১)
থাকে পুণ্য অংশ কোলে রহে বংশ
সুকৃতি যেই দম্পতি।
যদি নহে তোক পুণ্যহীন লোক
দুঁহার কর্ম্মের গতি॥
রামা অভিমানী শেষ নিশা জানি
কাম-বাণে সাধু অন্ধ।
লহনা সময় পাইয়া সদয়
করয়ে সময়ে অন্ধ॥
সাধু হাতে ধরে লহনা নিবারে
চঞ্চল কঙ্কণ পাণি।
উদিত কামান মাঝে পঞ্চবাণ
কন্দল ভাঙ্গে আপনি॥

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
অঙ্গনা সমাজে কিবা গৃহ কাজে,
কি করিনু অনুচিত।
যদি দিবা সভা. কে তার রক্ষিতা,
কেন না কৈলে ইঙ্গিত॥

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান।

পরিতোষে লহনাকে দিল পাটশাড়ী।
পাঁচ পল স্বর্ণ দিল পরিবারে চুড়ি॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মোর মনে।
আছিলা যেমত পূর্ব্বে বিবাহের দিনে॥
রাম রাম সোঙরণে যামিনী প্রভাত।
প্রণতি করিয়া সোঙরয়ে বিশ্বনাথ॥
আশীষ করিতে আইলা জনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া সাধু করিল ইঙ্গিত॥
আঁখির কোণে হৈল কথা সঙ্গে গ্রহ ওঝা।
নানা বস্ত্র পূরিত সাজিল ভার বোঝা॥
পাইল পণ্ডিত লক্ষপতির ভবন।
সম্ভ্রমে আসিয়া রক্ষা যোগাল আসন॥
লক্ষপতি আসি বন্দে দ্বিজের চরণ।
নিবেদিল দ্বিজরাজ নিজ প্রয়োজন॥
গ্রহ ওঝা করে মেষ রাশির কল্যাণ।
সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাঁজীখান॥
সূর্য্যে নমস্কারি শাস্ত্রে কর অবগতি।
আজিকার বারে সাত দণ্ড ষষ্ঠি তিথি॥
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ করণ।
শুভযোগ সাত দণ্ড দশম মনন॥
পুনরপি পড়ি বলে পুনঃ সাবধান।
আগামী বৎসর কথা গণক বুঝান॥
শক্র অকপালে বৎসর হবে ভালে।
বড়ই সম্পদ দেখি তোমার এই কালে॥
বৈশাখ হইতে হবে লগন সত্বর।
শুভকর্ম্ম নাহি দেখ বৎসর ভিতর॥
এমন বচন যদি কৈল ওঝা তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে॥

বৈশাখে হইবে কন্যা বারতে প্রবেশ।
ফাল্গুনেতে তবে লগ্ন করহ উদ্দেশ ॥
লগ্ন করিল ওঝা শুভক্ষণ গণি।
গণিয়া নির্ণয় কৈল উত্তর-ফল্গুনী ॥
পূজা পায়া দোঁহে গেলা আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা সাধু বিদ্যমানে ॥

(ঐ পূর্ব্ব কথা বিভিন্ন প্রকারে রচিত, অথচ সকল পুঁথিতেই আছে।)

হেমপায়া তোলা চারি মানিল লহনা নারী
দুর কৈল যত অভিমান।
প্রেমবন্ধ মুখে মুখে আলিঙ্গন বুকে বুকে
যামিনী হইল অবসান ॥
ধনপতি হৃদয়ে উল্লাস।
বসিয়া তুলিচা মাঝে নিয়োজিল নানা কাজে
স্মর-সুখ হৃদয়ে প্রকাশ ॥
শয্যা ত্যজি ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
ডাকি আনি জনাই ব্রাহ্মণ।
গুরু গৌরব ব্যবহার নিয়োজিত কৈল ভার
কৈল ত্বরা ইছানি নগর ॥
লক্ষপতি পায় পড়ি বসিবারে দিল পিঁড়ী
দুই করে পাখালি চরণ।
আশীষ করিয়া দ্বিজ স্মের মুখ সরসিজ
আয়োজন করে সমাপন ॥
কি কর কি কর ভায়া শুভযোগ যায় বয়া
অবধানে শুন সদাগর।
বৎসরেক নাহি বিয়া কেমতে ধরিছ হিয়া
লুপ্ত হয় এক বৎসর ॥
লক্ষপতি জায়া সনে বিচার করিয়া মনে
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত সনে।
গ্রহবিপ্র আনি ঘরে লগ্ন বিচার করে
জয়ধ্বনি বনিতা বদনে ॥
কাম তিথি ত্রয়োদশী রোহিণী সহিত শশী
শুভযোগ বণিজ করণ।
লগ্নে আছয়ে জীব ইহাতে পরম শিব
সায় দেয় সেইত লগন ॥
আসিয়া ঘটক রাজ নিবেদন কৈল কাজ
আয়োজন কৈল সদাগর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্দ
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

কি কর কি কর ভায়া শুভ লগ্ন যায় বয়া
গিয়াছিনু ইছানি নগর।
ফাল্গুন উত্তম মাস কালি হবে অধিবাস
শুনি আনন্দিত সদাগর ॥
সাধু করে আয়োজন চারি দিকে ধায় জন
কিনি বেচি আনে নানা ধন।
সাধুর আদেশ পায় ইছানি নগর যায়
ঘটক পণ্ডিত জনার্দ্দন ॥
গন্ধ বাস লয়া সাজ চলিলা ঘটক রাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগু পাছু সারি সারি সজ্জা লয়া যায় ভারী
গায়নে মঙ্গল গায় গীত ॥
তৈল সিন্দুর পাণ গুয়া বাটা ভরি গন্ধ চুয়া
আম্র দাড়িম্ব পাঁচ কাঁটা।
পাটে করি নিল খই ঘড়া ভরি ঘৃত দই
সাজায়া সুরঙ্গ মীন-বাটা ॥
ক্ষীর, পুরি, গঙ্গাজল কান্দি বাঁধা নারিকেল
চিনির পুরিয়া নিল গাছু।
চাল দালি রাশি রাশি যোড়ে যোড়ে নিল খাশী
সাজুড়িয়া ভারে নিল মাছ ॥
সর্ব্বস্ব পোটলী হায়া বান্ধি দিল কোল-সরা
সূতা দিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের শাড়ী বিচিত্র রঙ্গের কড়ি
বীজমালা স্বর্ণ জড়িত ॥
চিনি চাঁপা বর্ত্তমান কড়ি লয় দিতে দান
হরিদ্রা রঞ্জিত বসন।

গোরোচনা নিল শঙ্খ চামর চন্দন পঙ্ক
ফুলমালা কজ্জল দর্পণ ॥
কপাল খুড়িয়া কোঁটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
সকম্বাদ পামরী কম্বলে।
কীতা কর্ত্তব্য বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
ধূপে আমোদিত কৈল-স্থলে ॥

শুভ বিবাহ।

সকল দোষ হীন শুভ লগ্ন শুভ দিন
ধরে সবে মনোহর বেশ।
হরিদ্রা রঞ্জিত ধুতি পরাইল রম্ভাবতী
বৈসে রামা বাপের সম্পাশ ॥
খুল্লনার গন্ধ অধিবাস।
মিলি পুর-নিতম্বিনী উলু দেয় জয়ধ্বনি
রম্ভাবতী হৃদয় উল্লাস ॥
লিখন করিয়া পাতি আনি সব বন্ধু জ্ঞাতি
দেশে দেশে পাঠায় বার্ত্তন।
লক্ষপতির বাসে দেশে দেশে বেণ্যা আসে
বোঝা ভার লয়ে আয়োজন ॥
কোমল পল্লব শিখা উপরে বসাইল শাখা
শুক্তি নব পাতিল আধান।
উপরে ফুলের ঝারা পাতিল লগ্নের সরা
দ্বিজগণে করে বেদগান ॥
পটহ মৃদঙ্গ সানী (১) দগড় কাংসত বেণী
শঙ্খ বাজে দোখণ্ডী বিম্নকি।
থমক টমক ভেরী জগঝম্প বাজে তুরী
অঙ্গভঙ্গে নাচয়ে নর্ত্তকী ॥
দিনপতি গণপতি পুজিলেন প্রজাপতি
অধিবাস প্রভৃতি গ্রহগণে।
পাতিয়া মহন ষষ্ঠি সভাজন কৈল যষ্ঠি
পূজা কৈল মুকুন্দ নন্দনে ॥

দ্বিজগণে বেদ গান মহী গন্ধ শিলা ধান
দূর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি।
রজত দর্পণ হেম স্বস্তিক সিন্দুর হেম
কজ্জল গোরোচনা বিধি ॥
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
পূর্ণপাত্র প্রদীপ ভূষিত।
করি তার শবদ (২) ব্রাহ্মণে পড়য়ে বেদ
সূত্র বান্ধে জনাই পণ্ডিত ॥
পূজিল প্রতিমা রুচি গৌরী পদ্মা মেধা শচী
সাবিত্রী বিজয়া জয়া তথা।
স্বাহা স্বধা দেবাসনা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা
পূজিলেন অনেক দেবতা ॥
ঘৃত দিয়া সাত তোলা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দিমুখের বিধান।
জল সাধে রম্ভাবতী সুরসা হইয়া মতি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

ঔষধ করিতে রম্ভা ফিরে বাড়ি বাড়ি।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী ॥
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
দুর্গার প্রদীপ পুতি রাখিছিল চেড়ি ॥
সাধুর কপালে যদি দিবে পুনর্ব্বসু।
খুল্লনার হবে সাধু নাক বিন্ধা পশু ॥
আদেশ কাকড়ি গাছ হায়ি আমলাতি।
আকুল কুন্তল করি আনে অর্দ্ধ রাতি ॥
সাপের আঁটুলী আনে বাদিয়ার ঘরে।
রোহিত মৎস্যের পিত্ত মঙ্গল বাসরে ॥
কাপাসের বাড়ী হইতে আনিল গোমুণ্ড।
দাণ্ডাইবা সাধু তায় রহে দুই দণ্ড ॥
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান।
যৌনে রহিবে সাধু গোমুণ্ড সমান ॥
বিমলা ব্রাহ্মণী হয় রম্ভাবতীর সই।
আমা সন্নায় করিয়া আনিল সাপের দই ॥

(১) সানাইকে পূর্ব্বে সানী বলিত। অন্যত্র দেখা গিয়াছে ও দেখান গিয়াছে।

(২) করি তার শবদ- তার স্বরে।

ঔষধ করেন রম্ভা খুল্লনার হিত।
খুল্লনার তরে সব হবে বিপরীত ॥
সমাপিয়া খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস।
উজানী আইল ওঝা হৃদয় উল্লাস ॥
সরস বদনে কথা কহে দ্বিজবর।
শুভক্ষণে ছোড়না টাঙায় সদাগর ॥
হেম ঘটে গণাধিপ কৈল আরোপণ।
করিল জনাই ওঝা স্বস্তিকবাচন ॥

বরযাত্র।

মদন মূরতি সাধু ধনপতি
বসিলা গাম্ভীরি পীঠে।
বদন নিন্দি বিধু চৌদিকে বরবধূ
মঙ্গল গায়, নাচে নাটে ॥ (১)
সমাপ্ত করিল কর্ম্ম যে ছিল কুলধর্ম্ম
ব্রাহ্মণে দিলেন দক্ষিণা।
বরিয়াতি (২) পুঞ্জে পুঞ্জে সাধু ঘরে ভুঞ্জে
চৌদিকে ডম্বুরু বাজনা ॥
গোধূলি হৈল বেলা সাধু চড়ে দোলা
গলায় লম্বিত কণ্ঠ-মালা
কুসুম শিরে রোপে কুঙ্কুম অঙ্গে লেপে
শোভিত হেম তাড় বালা ॥
কেহ গায়, কেহ নাট, রায়বার পড়ে ভাট
করিবর পৃষ্ঠে বাজে দামা।
হাস্য কথা ছলে পদাতি পদাতি খেলে
আগু দলে চলে রণভীমা ॥

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তুতি, সানন্দ ধনপতি,
চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি।
মঙ্গল বস্তু যত, করয়ে নিয়োজিত,
মঙ্গল পড়া বাজে সানি ॥

(২) বরিয়াতি—বরযাত্র।

যুড়িয়া ক্রোশেক বাট বর-যাত্র চলে ঠাট
সচকিত ইছানি নগর।
গজ বলে সাবধান সাধিতে আপন মান
আসি লক্ষপতির কোণ্ডার ॥
দুই দলে মিলামিলি গালাগালি চুলাচুলি
বরযাত্রী দেউড়ি না ছাড়ে।
ধূলাতে ডেলাতে বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি
দুই দলে হুলাহুলি পড়ে ॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি আসিয়া ত লক্ষপতি
কন্দলি ভাঙ্গিল সমঞ্জসে ॥
জামাতার হাতে ধরি চলে সাধু নিজ পুরী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥

প্রমোদ লোচন-জলে হৈলা সাধু অন্ধ।
কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ ॥
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয়, কেহ চরণ পাখালে ॥
অঙ্গদ অঙ্গুরী, দেহে ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি কৈল বরের বরণ ॥
এথা রম্ভাবতী করে আচার যথাবিধি।
পায়ে পাদ্য, শিরে অর্ঘ্য, ঢালি দিল দধি ॥
বরসুতা দিয়া মাপে বরের অধর।
তেনমত মাপে আর দুইখানি কর ॥
সেই সুতা বান্ধি থুইল খুল্লনার সনে।
গালাগালি দিতে যেন মুখ নাহি চলে ॥ ১

সাধু করে কন্যা দান দ্বিজগণে বেদ গান
গায়, নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
আনিল আইয়োর সুতা নাটাই সহিত।
সাত ফের ফেরাইয়া করিয়া বেষ্টিত ॥
সেই সুতা বান্ধি রাখে খুল্লনা অঞ্চলে।
গালি দিলে সাধু যেন মুখ নাহি তোলে ॥

সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ দুন্দুভি বেণী
আনন্দিত সাধু লক্ষেশ্বরী॥
পাটে চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
স্নের মুখে দুজনে ছায়ানী।
দিলেন সাধুর গলে আপনার কণ্ঠমালে
বন্ধুজন করে হুলুধ্বনি॥
অভয়ার প্রতিফলে করে কুশে, গঙ্গাজলে
সদাগর করে কন্যা দান।
বসন কাঞ্চন হার আদি নানা অলঙ্কার
দিয়া জামাতার কৈল মান॥
বাজয়ে মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দুঁহে করে অনলে প্রণতি॥
দুঁহে প্রবেশিয়া ঘরে ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে
কুসুম শয়নে গেল রাতি।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ-গান
মুকুন্দে রচিল শুদ্ধমতি॥

বিবাহ করিয়া ধনপতির স্বদেশে গমন।

রাম রাম স্মরণে পোহাইল রাতি।
শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিলা ধনপতি॥
শয্যা তোলা কড়ি মাঙ্গে পরিহাসী জন।
সাধু আজ্ঞা করে দিতে পঞ্চাশ কাহন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করি সমাপনে।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে যোড়া শঙ্খ।
থমক টমক শিঙ্গা সানী জগঝম্প॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাট শাড়ী।
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥

নানা ধনে জামাতার কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শংখ দশ ভার॥
বর কন্যা বিদায় করিয়া চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা॥
শ্বশুর চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥
রাজপথে যায় সাধু নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥
ছিটা ফোঁটা করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে।
প্রাণ ছটফটায় সাধু বিটকাল গন্ধে॥
সদাগর মনে মনে কৈল অনুমান।
হৃদয়ে জানিল তারে অলপ গেয়ান॥

যত বন্ধুজনে সাধু করি নিমন্ত্রণ।
ব্যবহার দিল সাধু বসন কাঞ্চন॥
বহু দিন সদাগর আছেন ভবনে।
নানা ধন লয়ে চলে রাজ-সম্ভাষণে॥
ভার দশ দধি, কলা চাঁপা, মর্ত্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া, বিড়া বান্ধা পান॥
গাছ বান্ধি নিল সাধু ঘৃত দশ ঘড়া।
সকলাদখান দুই, খান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥
রাজসভায় সদাগর হৈল উপস্থিত।
প্রণাম করিয়া দ্রব্য থোয় চারি ভিত॥ (১)

---

১ মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এই টুকু আছে ;—
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর।
পরিহাস করে রাজা বিক্রমকেশর॥
পরিধান বাসেতে হরিদ্রা অতিশয়।
লক্ষণে জানিনু বিভা করিলে নিশ্চয়॥
দ্বিতীয় বিবাহ তেঁই জান নব রস।
ভাবিয়া ভাবিনী জায়া প্রসন্ন মানস॥

খগান্তক ও মৃগান্তকের বন প্রবেশ।

খগান্তক মৃগান্তক দুই ভাই যমান্তক
উজ্জয়িনী নগর নিবাসী।
প্রভাতে কাননে চলে নানা ফাঁদ সাত-নলে
বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি ॥
করে ধরি ধনু শর ভ্রমে ব্যাধ নিরন্তর
প্রাণী বধে বিবিধ প্রবন্ধে।
ঊর্দ্ধ মুখে চাহে শাখী বধে নানা জাতি পাখী
সাতনল জাল আটা ফান্দে ॥
ভর্জ্জিত তণ্ডুল সনে কাননে কলাই বুনে
রহে ব্যাধ ঝাপ ঝোপ আড়ে।
লুব্ধ ভক্ষণ আশে ঝাঁকে পাখী জালে বৈসে
নানা বিহঙ্গম বন্দি পড়ে ॥
কপোত কর্দ্দম কঙ্ক কামি কোক কলবিঙ্ক
কলরব কলিঙ্গ কর্কটি।
কালকণ্ঠ কুথা কুথি কুরার কাদম্ব পাখী
কারণ্ডব খঞ্জন করটী ॥
চাতকী তিতির ফিঙ্গা টেসকোনা মাছরাঙ্গা
নারক সারক গাঙ্গচিল।
বলাকা বর্ত্তিকা হংস শ্বেত-বাস কারু-ধ্বংস
রাঙ্গাচূড়া বাবুই কোকিল ॥
ঊর্দ্ধমুখে কপিঞ্জলে ব্যাধ বিন্ধে সাতনলে
ঝাড়ে বিন্ধে আর চক্রবাকে।
গরুড় ভাবই ভাটা কটুচিনী তাল-ছটা
নানাবিধি ফান্দে বিন্ধে বকে ॥
হয়-পুচ্ছ লোম ফান্দে শতশতত্তন বান্ধে
দলপীপী শবালি বাদুড়ে।
কাষ্ঠ-কোঠর পেচা টীয়া ছাটি কাদাখোঁচা
পানীকোড়ি বধে তাম্রচূড়ে ॥

লজ্জায় মরিল সাধু যোড় কৈল হাত।
নিবেদয়ে 'সকল তোমার প্রসাদাৎ' ॥
খগান্তক লয়ে কিছু শুনহ বচন।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দারুণ কর্ম্মের ফলে শারিকা পড়িল জালে
ধরণী লুটায়া শুক কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
নৌতুন মঙ্গল পরবন্ধে ॥

শারী শুকের উপাখ্যান।

শুনরে অবোধ ব্যাধ কি তোর জীবনে সাধ
কেন কর প্রাণী বধ পাপ।
অধর্ম্মে করিয়া বিত্ত পোষ দারা বন্ধু নিত্য
পরলোকে পাবে বড় তাপ ॥ (১)
বধ তুমি জীব এত অধর্ম্ম করহ নিত্য
কত কড়ি পাও পক্ষী মাংসে।
নিরীহ পক্ষীর শাপে অতি ঘোরতর পাপে
অবিলম্বে মরিবে সবংশে ॥ (২)
কোপে পরিহর মতি পুণ্যে কর অবগতি
বারেক রাখহ মোর প্রাণ।
খণ্ডিবে তোমার দুখ বাড়িবে অনেক সুখ
আমা লহ নৃপ সন্নিধান ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

ক্ষুধা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ, যেমন আপন দেখ,
পরে দেখ সেই অনুমানে।
সবাকার অন্তর্যামী, বুঝিয়া অনন্ত স্বামী,
পরিতোষ দেন সবার মনে ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

যত দেখ ভাই বন্ধু, সবে পীরিতের সিন্ধু
মৈলে করে দিন দুই শোক।
সকল কুটুম্ব মিলে, পড়িবা যমের জালে,
যতনে রাখহ পরলোক ॥
প্রাণী বধে দিয়া মন, সঞ্চয় করিবা ধন,
তুমি মৈলে নিবে অন্য জন।
যবে যাবে যম পথে, পাপ পুণ্য যাবে সাথে,
যত দেখ সব অকারণ ॥

হৈল প্রিয়া তোর বশ রাখহ আপন যশ
আমি তোর লইনু স্মরণ।
অনুগতে কৃপা যদি কৃপা করে কৃপানিধি
তবে হবে ধর্ম্মের লক্ষণ ॥
শুন ব্যাধ মহাশয় যে জন শরণ লয়
প্রাণপণ তাহার কারণে।
শরণ পালন গুণ শ্রবণ পাতিয়া শুন
যেই কথা শুনিনু পুরাণে ॥
সূর্য্যবংশে শিবিরাজা সুত সম পালে প্রজা
দানে কল্পতরুর সমান।
ত্যজে যিনি নিজ বংশ কেবল বিষ্ণুর অংশ
জীব নামে বংশের আখ্যান ॥
দেখিয়া রাজার রীত হয়ে বড় সবিস্মিত
আইলা ধর্ম্ম ছলিতে রাজারে।
আদি দেব ধর্ম্ম রায় হইল সঞ্চান কায়
কপোত করিল পুরন্দরে ॥
কপোত প্রাণের ভয়ে গগনে সুস্থির নহে
উপনীত রাজার সভায়।
করিয়া উভয় পাণি বলে শুন নৃপমণি
অনুগত হলাম তোমায় ॥
সঞ্চান আসিয়া কয়, শুন ওহে মহাশয়,
এই খগ আমার আহার।
কপোত রাখিলে মোহে ক্ষুধায় উদর দহে
এই কোন ধর্ম্মের বিচার ॥
শুনিয়া নৃপতি কয়, এমত উচিত নয়,
অনুগত না দিব ছাড়িয়া।
আর যেবা চাহ ভক্ষ্য দিব নানা জাতি পক্ষ
লৈহ দান কপোত মাগিয়া ॥
যদি না রাখিলে পক্ষ আমাকে ত দেহ ভক্ষ্য
নিজ মাংস দেহ নৃপমণি
রাজা কৈল অঙ্গীকার আনে অসি খরধার
হাহাকার করে সবে শুনি ॥
মাংস কাটি খানি খানি সঞ্চানে কহেন বাণী
লহ মাংস করহ ভক্ষণ।
এমত সাহস তার অস্থি মাত্র হৈল সার
তবু রাজা কুতূহল মন ॥
এতেক জানিয়া মর্ম্ম কৃপা তারে কৈল ধর্ম্ম
অনুগত পালন দেখিয়া।
তোর আমি হব বশ রাখিবে আপন যশ
বল তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
প্রতিজ্ঞা-পালন-কাম বনবাস গেলা রাম
সমুদ্র বান্ধিল কুতূহলে।
প্রতিজ্ঞা ব্রাহ্মণ সনে লক্ষ্মণ গেলেন বনে
দৈত্যরাজ গেলেন পাতালে ॥
পক্ষী মুখে নর বাণী অতি অপরূপ শুনি
প্রতিজ্ঞা করিল পক্ষী সনে।
বুঝিয়া তাহার মন শুক আইল ব্যাধ-স্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শুকের বচনে ব্যাধ হৈলা ভক্তিমান্।
বন্ধন কাটিয়া তার দিল প্রাণ দান ॥
করে বসাইয়া কৈল অঙ্গ মার্জ্জন।
কাটিল চোয়াড়ে ব্যাধ শুকের বন্ধন ॥
শোণ-বান হেম জিনি চরণের শোভা।
রত্নের পালট জিনি পালকের আভা ॥ (১)
আজি হৈতে শুক তুমি হৈলা মোর গুরু।
ধর্ম্ম অবতার শুক তুমি কল্পতরু ॥
বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ।
তোমা হৈতে ঘুচিল পাপবৃত্তি নিজ ॥
আর না করিব কভু প্রাণী-বধ পাপ।
ঘুচাইলে পাপ চিত্ত, ধর্ম্মদাতা বাপ ॥
পক্ষী বলে লয়ে যাও নৃপতির পাশ।
সম্পদ বাড়াব তোমার কহি প্রতিভাষ ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
ব্যাধ বলে হেন পক্ষী কভু নাহি দেখি।
আজি কিবা বিধি মোরে করিলেন সুখী ॥

পক্ষী লইয়া ব্যাধ চলিলা পথে পথে।
পক্ষী দেখি নগরিয়া যায়, ব্যাধ সাথে॥
কেহ বলে পক্ষী মুল্য দিব চারি পণ।
কেহ বলে একখানি লও ত বসন॥
নগরিয়া বোল ব্যাধ না শুনিল কাণে।
দণ্ড মাত্রে উপনীত রাজার ভবনে॥
দুয়ারী সম্ভাষি গেল নৃপতির স্থান।
শারী শুয়া ভেট দিয়া হৈল নতিমান॥
শুক পক্ষীর আড়ে শারী হৈল লুকী।
পক্ষীর চরিত্র দেখি রাজা হৈলা সুখী॥

শারী শুক সংবাদ।

রায় হে। দুখ নিবেদি তোমায়।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মগতি বিধি বিড়ম্বিতে স্থিতি
পুণ্যবান্ তোমার সভায়॥
কহে পক্ষী শারী শুক নিবেদি আপন দুখ
শুন হে নৃপতি দণ্ডরায়।
পূর্ব্ব পাপের ফলে জন্ম হৈল পক্ষী-কুলে
আছিলাম ধর্ম্ম সভায়॥
আমার জন্মের বাণী শুন ও হে নৃপমণি
মোরে দুখ দিল কর্ম্মদায়।
পূর্ব্বেতে অধর্ম্ম কৈল পক্ষী কুলে জন্ম হৈল
বীর-বাহু রাজার তনয়॥
শুনহ পাপের কথা দশ সহস্র ছিল মাতা
এক কোটি অশ্ব পদাতিক।
রাহুত মাহুত যত তার নাম লব কত
চৌদ্দ লক্ষ আছিল বাহক॥
বিশ্বামিত্র মুনির শাপে জন্ম হৈল পক্ষী-রূপে
পূর্ব্বকর্ম্ম না যায় মোচন।
বিধি নিয়োজিল যত সেই কভু নহে হত
পক্ষী যোনি হইল জনম॥
বৃন্দাবন পৈতৃক স্থান কালিন্দীতে স্নান দান
জন্ম মোর কল্পতরু মূলে।
বৃন্দাবনে চান্দমুখ দেখিয়া পরম সুখ
আছিলাম আনন্দ মঙ্গলে॥
গোপের বালক সঙ্গে ছিলাম পরম রঙ্গে
নিরবধি দেখি চান্দমুখ।
বৃন্দাবনে বাস করি নিরবধি দেখি হরি
তথা বিধি গিয়া দিল দুখ।
বিধি কৈল বিড়ম্বন গেলাম নন্দন বন
সুরপতি দেখিল আমায়।
অনেক প্রকার করি আমা দুঁহা পক্ষী ধরি
লয়ে গেলা দেবতা সভায়॥
সভা করি সুরপতি আমা দুঁহা লয় তথি
দেখিতে আইলা দেবগণ।
পক্ষী মুখে অমৃতবাণী তুষ্ট হৈলা দেব মুনি
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কথায় দিলেন মন
শাস্ত্র কথা কহিনু বিস্তর।
নারদাদি মহামুনি বিশ্বনাথ সুরধুনী
মুগ্ধ হইল সকল অমর॥
বার দিল সভাকরি ধন্য অমরাপুরী
বড় জ্ঞান কৈল সুর রায়।
সভাতে আলাপ করি ভেদ নাহি সুরপুরী
কত দিন ইন্দ্রের সভায়॥
স্বর্গ দ্বার নাম পুরী শ্রীবৎস অধিকারী
চিন্তা নাম ভার্য্যা মহোদয়ী।
শ্রীবৎস ইন্দ্রের সখা সুরপুরে পায় দেখা
আমা মাগি নিল ইন্দ্রঠাঁই॥
সুবর্ণ পিঞ্জর পর পুষিতেন নৃপবর
ঘৃত অন্ন যোগান ব্রাহ্মণে।
গুরু কৈল বৃহস্পতি নানা শাস্ত্রে দিয়া মতি
শুনি সদা বেদান্ত বাখ্যানে॥
কাব্য কোষ অলঙ্কার দীপিকা সাদর আর
নৈষধ বিবিধ বিধানে।
আগম পুরাণ মুনি নাগাষ্ট যোগাষ্ট জানি
মাঘ ভট্টী জানি রামায়ণে॥

জানি সব শাস্ত্র তন্ত্র কণ্ঠস্থ শ্রীভাগবত
অষ্টাদশ পুরাণ নিবারে।
সংসারে হারানু যত পণ্ডিত আমার মত
আইলাম তোমা বরাবরে॥
দর্পে রায় কহে বাণী স্বর্গ মর্ত্ত্য তবে জানি
নারিবে জিনিতে মম সভা।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী পুত্র সনে আগুসরি
যেই সভায় সরস্বতী প্রভা॥

রাজার সহিত শারী শুকের কথোপকথন।

শারী শুক করে প্রণিপাত। (১)
প্রতিদিন ক্ষিতি নাথ অঙ্গে আরোপিতা হাত
চন্দনে করিয়া বিভূষিত॥
ত্রিভুবনে দুর্ল্লভা শুনিয়া তোমার সভা
যাহে নব-রত্নের বিচার।
যুক্তি করি জায়া সনে আইনু তোমার স্থানে
দেখিতে তোমার ব্যবহার॥
পিয়া নানা পুষ্প রসে আইনু দুহাঁ এই দেশে
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে।
ভ্রমিতে তোমার দেশ পাইনু বহুত ক্লেশ
বান্ধা গেলাম চর্ম্মময় ফান্দে॥
পরাণ রক্ষার আশে কহিনু মধুর ভাষে
গুণের সাগর এই ব্যাধে।
বাড়াইব সম্পদ আমা না করিহ বধ
লয়া যাও নৃপতির পদে॥

(১) মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু আছে;—
তোমার চরণ দেখি, সফল হইল আঁখি,
বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ॥
শ্রীবৎস রাজার ঘরে, কলধৌত পিঞ্জরে,
আছিলাম সভার পণ্ডিত।

পক্ষী মুখে নর বাণী নৃপতি বিস্ময় গুণি
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

প্রহেলিকা।

প্রহেলিকা কহে পক্ষী রাজসমাজে।
রাজার ইঙ্গিতে পণ্ডিত জনা বুঝে॥
বিধাতার সৃজন ঘর নাহিক দুয়ার।
তাহাতে পুরুষ এক বসে নিরাহার॥
যখন পুরুষ বর হয় বলবান।
বিধাতার সৃজন ঘর করে খান খান॥ ১
মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার কথন না যায়।
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায়॥ ২
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয়॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥ ৩
বেগে ধায় রথ খান না চলে এক পা।
না চলে সারথি তার পসারিয়া গা॥
হিয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি॥ ৪
শিরঃস্থানে নিবসে পুরের এক সার।
ভাল মন্দ সবাকার করয়ে বিচার॥
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালী॥ ৫
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের ভূষণ॥ ৬
তৃষায় আকুল সেই জল খাইলে মরে।
সেহ নাহি করিলে তিলেক নাহি তরে॥

উগারয়ে অন্য বস্তু, অন্য করে পান।
সখা সঙ্গে আলিঙ্গনে ত্যজয়ে পরাণ ॥ ৭
মৎস্য মকর নহে পানী পানী বুলে।
কুম্ভীর ঘড়েল নহে দেখিলে সে গিলে ॥
গিলিয়া উগারে সেই দেখে জগ জন।
হিয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন ॥ ৮
দেখিতে পুরুষ দুই এক মুখ কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥
মরিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ হে পণ্ডিত ভাই সভা মাঝে বৈসে ॥ ৯
জীয়ন্তে মৌন সেই মৈলে ভাল ডাকে।
গায়েতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে ॥
হিয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে।
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে ॥ ১০
রঙ্গে বৈসে নানা স্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীবন কালে পৃথক মরণে এক ঠাই ॥
হিয়ালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভণে।
পণ্ডিতে বুঝিতে নারে মুর্খে কিবা জানে ॥ ১১

মুদ্রিত পুস্তকে এইকয়টি বেশী আছে;—
একবর্ণ নহে সে অনেক বর্ণ কায়।
আপনি বুঝিতে নারে পরেরে বুঝায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় হিয়ালী রচিত।
বার মাস ত্রিশ দিন বন্ধেন পণ্ডিত ॥ ১২
এক ঘরে জন্ম তার দুই সহোদর।
এক নাম ধরে সে দুই কলেবর ॥
প্রবল জীবন সে না ধরে জীবন।
হিয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৩ ॥
দেখি ভয়ঙ্কর অতি বিপরীত কায়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক নহে পথিক ডরায় ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ কহে বিপরীত বাণী।
ধরাধর নহে সেই বরিষয়ে পানী ॥ ১৪ ॥
আঁখিতে অমর তার নহে আঁখিমিল।
মারি কাটি বান্ধি ধরি বহে দুই খল ॥

রাজার সহিত শুকের কথোপকথন।

প্রশ্ন করি অহে পক্ষ এই বড় অশক্য
বট তুমি শাস্ত্রে বিশারদ।
অনভিজ্ঞ নহ শাস্ত্রে পড়িলে দৈবের অস্ত্রে
তবে কেনে আখেটীর ফাঁদে ॥
শুন শুন দণ্ড রায় নিবেদি তোমার পায়।
দৈব দোষে বুদ্ধি গেল নাশ।
সুবুদ্ধি পুরুষকারে দৈব কি লঙ্ঘিতে পারে
শুনহ পূর্ব্বের ইতিহাস ॥
লোহিত চর্ম্মের ফান্দে পাকা খাজুরের ছান্দে
দেখি লোভে হইনু তরল।
দারুণ দৈবের বশ আছিল বন্ধন দশা
দৈবযোগে না গেল বিফল ॥
ধর্ম্ম পুত্র নৃপমণি যথা ভীম গদাপাণি
গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়।
কি কব পুণ্যের লেখা বাসুদেব যার সখা
তথা কেন হৈল শত্রু-ভয় ॥
সকল গুণের ধাম ভানু-বংশে রাজা রাম
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।
রাম গেলা বাস বন সীতা হরে দশানন
ইতিহাসে এই কথা শুনি ॥
সকল বিদ্যার বল চন্দ্র-বংশে রাজা নল
পাশাতে হারিল নিজ দেশ।
নিজ দেশ পরিহরি সঙ্গে দময়ন্তী নারী
মহাবনে করিল প্রবেশ ॥

মারিলে মধুর বোলে নহে সাধুজন।
হিয়ালী প্রবন্ধে কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৫ ॥
জন্ম হইতে গাছ বায় ক্ষীর ভক্ষণ।
দুই জনে জড় হৈলে অবশ্য মরণ ॥
মরণ সময়ে নর ছাড়ে হুহুঙ্কার।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান হিয়ালীর সার ॥ ১৬ ॥

স্বদেশ শ্রীবৎস রাজা সব রাজা করে পূজা
দৈব-দোষে শনি পীড়ে তায়।
হয় গজ পরিহরি দাস দাসী নিজ নারী
মহোদয়ী পশ্চাত গোড়ায়॥
চিন্তা দুঃখে ক্ষীণ দেহ দেখেনা সম্ভাসে কেহ
উপবাস প্রথম বাসরে।
বাদ ছিল শনি সাথে আসি দেখা দিল পথে
হয়্যা মীন শকুল স্বন্দরে॥
পায়্যা চারু হেম মীন [চিন্তা দুঃখে দেহ ক্ষীণ
দিল মহাদয়ীর আঁচলে।
কহিল পোড়াও মাছে হেম রাখিও কাছে,
স্নান করি আসি নদী জলে॥
পোড়াইয়া চন্দ্রমুখী পোড়া সে মলিন দেখি
পাখালিতে নিল সরোবরে।
শুনহ দৈবের মায়া মৎস্য গেল পলাইয়া
রাণী হেট-মুখী লজ্জা ভরে॥
মীন ভক্ষণ আশে রাজা স্নান করি আসে
শুনি মৎস্য পোড়া পলায়ন।
হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা রাজা কৈল হেট মাথা
রাণী কৈল মৎস্য ভক্ষণ॥
এই হেতু দুই জনে বিচ্ছেদ হইলা বনে
নিজ ভার্য্যা ত্যজে নৃপমণি।
বুদ্ধিনাশ দৈব দোষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
বনপর্ব্বে এই কথা শুনি॥

রাজা বলে হেন পক্ষি কোথাও না দেখি।
আজি আমারে কিবা বিধি কৈলা সুখী॥
রাজা বলে শীঘ্র আন স্বুবর্ণ পিঞ্জর।
ঘৃত অন্ন দিয়া পক্ষী পুষিব সত্বর॥
এই বোল শুনি পাত্র হেট কৈল মাথা।
পিঞ্জরের তরে কারিগর নাহি হেথা॥
গৌড় পাটনে হয় পিঞ্জর উৎপত্তি।
অথাকারে পাঠাও বেণিয়া ধনপতি॥
পাত্রের ইঙ্গিত রাজা বুঝিল সত্বর।
ধনপতি ভায়া যাও গৌড় নগর॥
রাজার চরণে সাধু করে নিবেদন।
দুই জায়া ঘরে মোর নাহি অন্য জন॥ (১)
আর এক জন যাউক গৌড় পাটন।
অবধান কর ভূপ মোর নিবেদন॥
রাজা বলে শুন পাত্র কর অবধান।
কভু নাহি রাখে লোক আপনার মান॥
পাত্র মিত্র বলে ভায়া না কর বিষাদ।
করহ রাজার কাজ কোন পরমাদ॥
কানু দত্ত বলে ভায়া কত সাধ মান।
বসহ রাজার রাজ্যে খাও ক্ষেমমান॥
এতেক বচন যদি বলে কানু দাস।
ধনপতি হৈল পান পাইয়া তরাস॥

গৌড় রাজ্যে ধনপতির গমন।

পিঞ্জরের তরে স্বর্ণ দিলেন জুখিয়া।
চলিলেন সদাগর বিদায় লইয়া॥
ঘরকে যাইতে নাহি রাজার আদেশ।
দূত মুখে লহনাকে কহিল বিশেষ॥
বিদায় লইয়া সাধু চলিলা সত্বরে।
প্রথমে করিল বাস মজলীস পুরে॥
বারবক পুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু আছে।
নৃপবর বলে সব বুঝিলাম ভায়া।
দুঃখ লাগে ছাড়িয়া যাইতে ছোট জায়া॥
তেঁই তোমা পাঠাইতে সর্ব্বদা বিহিত।
পিঞ্জর লইয়া তুমি আসিবা ত্বরিত॥
লজ্জায় হাসিয়া সাধু কৈল অঙ্গীকার।
নৃপতি প্রসাদ দিয়া কৈল পুরস্কার॥
কাঞ্চন জুকিয়া লয়ে হইল বিদায়।
বিলম্ব করিতে নারে নৃপের আজ্ঞায়॥

বালীঘাটা উত্তরিল দোলার ধায়ানী।
রন্ধন ভোজন করি গোঙাল রজনী ॥
রাত্রি দিন চলে সাধু না করে রন্ধন।
ক্ষীরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভক্ষণ ॥
শীতলপুর উত্তরিলা চতুর্থ দিবসে।
বড় গঙ্গা পার হয়ে গৌড় প্রবেশে ॥
রাজভেট নিল সাধু সফরিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত টাঙ্গন তাজী লৈল দুই ঘোড়া ॥
কান্দি দশ নিল রাঙন নারিকেল।
ঘড়ায় পুরিয়া নিল নাড়ু, গঙ্গাজল ॥
রাজার সভায় সাধু হৈলা উপনীত। (১)
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

---

১ মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;
রাজার সভায় সাধু হইল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত ॥
বসিবারে আদেশ করিল নৃপবর।
নৃপাদেশে আসনে বসিল সদাগর ॥
পরিচয় জিজ্ঞাসে নৃপতি গুণধাম।
কোন দেশে বসতি তোমার কিবা নাম ॥
পরিচয় দেয় সাধু রাজার চরণে।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে ॥

"গৌড়দেশীয় রাজার সহিত ধনপতি সদাগরের পরিচয়" ; শীর্ষক একটী ত্রিপদী ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

সাধু বলে মহাশয়, দেই আত্ম পরিচয়,
আমার বসতি উজ্জয়িনী।
প্রজার পালনে রাম, সমস্ত গুণের ধাম,
বিক্রম কেশরী গুণমণি ॥
সুশীতল সুধাকর, রামবৎ ধনুর্দ্ধর,
রূপে মীনকেতুর সমান।
পাত্র তার হরিহর, জনার্দ্দন দ্বিজবর,
পুরোহিত বিদ্যার বিধান ॥
রাজার কৃপায় রায়, আমি সদাগর তায়,
ধনপতি দত্ত অভিধান।

গৌড় সভায় ধনপতি।

রাজা বলে সদাগর কোথায় তোমার ঘর
কোন জাতি কি নাম তোমার।
সংসার ছাড়িয়া বাস কোন কার্য্যে পরবাস
কেন বা তোমার আগুসার ॥

উৎপত্তি বণিক কুলে, নিবেদি চরণ তলে,
যেই কার্য্যে আমার প্রয়াণ ॥
ব্যাধ বন্দি করি বনে, ভেট নৃপতির স্থানে,
আনিয়া দিলেক শারী শুক।
পক্ষী শাস্ত্র কথা কয়, তাহা শুনি অতিশয়,
নরনাথ পাইল কৌতুক ॥
দেখিয়া তাহার রূপ, পুরট পিঞ্জর ভূপ,
গড়াইতে করিল যতন।
সে দেশে কামিনা নাই, পাঠালেন তব ঠাঁই,
আপ্তভাবে নৃপতি নন্দন ॥
সাধুর বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি
অবিলম্বে আনে কারিগর।
প্রসাদ করিয়া তারে, দিল পিঞ্জরের তরে,
যতনে জুঁখিয়া পরিকর ॥
কর্ম্মী পুটাঞ্জলি কয়, অবিরত মাস ছয়,
যদি গড়ি দশ বিশ জনে ॥
তবে সে পিঞ্জর হয়, নাহলে ত্বরিত নয়,
নির্ম্মাইব যদি সুগঠনে ॥
আদেশিল মহীপাল, তথায় পাতিল শাল,
গড়ে কলধৌত কারিগর।
সাবধানে
পিটে পোড়ে, তোণ্ডরিতে কেহ কোড়ে,
দেখিয়া হরিষ সদাগর ॥
জাঁতিয়া গাঁথিয়া সোণা, সাঁড়াশীতে টানে গুণা,
নিরূপণ সুতার সঞ্চার।
সাবধানে কেহ আঁটে, ছেয়ানিতে কেহ কাটে
কোন জন বিবিধ প্রকার ॥
পাঁচ পাড়ি চারি খুঁটী, বিচিত্র বলয়া কুটী
চারি চাল করিল চৌরস।

ছত্রিশ আশ্রম খ্যাতি গন্ধবণিক জাতি
উজানী নগরে মোর স্থিতি।
নিজবৃত্তি অনুসারে আইনু তোমার পুরে
অভিধান মোর ধনপতি॥
রাজা বড় কৌতুকী পাইয়া উত্তম পাখী
নিয়োজিল সুবর্ণ পিঞ্জরে।
কামী না পাইয়া তথা আমাকে পাঠাল হেথা
আত্মভাব করিয়া তোমারে॥
সাধুর বচন শুনি আপ্যায়িত নৃপমণি
ডাকিয়া আনিল কারিগর।
পানফুল দিয়া হাতে বসন বান্ধিয়া মাথে
গঠিবারে দিল যে পিঞ্জর॥
কামী নোঙায়ে মাথা কারিগর কহে কথা
ইথে মোর কর অবধান।
দশ বিশ জন বসি গড়ি যদি দিবা নিশি
তবে ছয় মাসেতে নির্ম্মাণ॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া কয় সুবর্ণ জুঁখিয়া লয়
কামিনা পাতিল কারখানা।
কেহ গড়ে কেহ পোড়ে কেহ গড়ে কেহ ফোড়ে
সুরন্ধ্রানে কেহ টানে গুণা॥

বান্ধিয়া সোণার গিরা, বসায় পাথর হীরা,
রূপা দিয়া করিল কলস॥
চারিকোণে গড়ে আর, চারি চারি সুতা তার,
উলটিয়া পীঠে রহে মুখ।
নানা রত্ন করি পাখে, গবাক্ষ সম্মুখে রাখে,
মনোহর নয়ন কৌতুক॥
আজি কালি বলে নিত্য, নৃপতি সহিত প্রীত,
পায় ধনপতি সদাগর।
রাত্রি দিবা খেলে পাশা, তক্ষণ সময়ে বাসা,
যাওয়া মাত্র পাসরিল ঘর॥
গৌড়েতে রহিল সাধু মন্দিরে লহনা বধূ,
খুল্লনার করয়ে পালন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কামিনা দ্বাদশ জনা জুঁখিয়া লইল সোণা
গড়ে তারা সুবর্ণ পিঞ্জর।
আপন ইচ্ছায় গড়ে আজি কালি করি ভাঁড়ে
গৌড়ে রহিলা সদাগর॥
শুক্রবারের নিশা পালা সমাপ্ত।

সপত্নী-প্রেম।

শনিবারের দিবারম্ভ॥

সাধু গেলা গৌড়পথে লহনার হাতে হাতে
খুল্লনা করিয়া সমর্পণ।
স্বামীর বচন সত্য জননী সমান নিত্য
নিতি নিতি করেন পালন॥
যখন ছয় দণ্ড বেলা কুঙ্কুমে তুলিয়া মালা
নারায়ণ তৈল দিয়া গায়।
হইয়া প্রাণের সখী শিরে দিয়া আমলকী
তোলা জলে স্নান করায়॥
আপনি লহনা নারী ঢালয়ে অঙ্গেতে বারি
পরিবারে যোগায় বসন।
করেতে চিরুণি ধরি কেশের মার্জ্জন করি
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন॥
যবে বেলা দণ্ড দশ হেমথালে ছয় রস
সহিত যোগায় অন্ন পান।
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী কাছে রাখে হেম ঝারী
লহনার খুল্লনা পরাণ॥
ওদন পায়স পীঠা পঞ্চাশব্যঞ্জন মিঠা
অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরশে লহনা নারী গায়ে দেখি ঘর্ম্ম বারি
পাখা ধরি ব্যজয় দুর্ব্বলা॥
অল্প খায় লজ্জা করি যদি বা খুল্লনা নারী
লহনা মাথায় দেয় কিরা।
দুসতীনে প্রেম বন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ
সুবর্ণ জড়িত যেন হীরা॥
ভোজন করিয়া নারী আচমন করে ফিরি
জল আনি যোগায় দুর্ব্বলা।

খট্টায় পাড়িয়া তুলি টাঙ্গায় মশারি ঝলি
শয়ন করিল শশিকলা॥
কর্পূরবাসিত গুয়া পর্ণ যোগায় দুয়া
সুগন্ধি-চন্দন দেয় গায়।
সুগন্ধি-মালতী ফুল ফিরে যাহে অলিকুল
মালাকার আনিয়া যোগায়॥
বিকালে ব্যঞ্জন দশ প্রেরেটি টাবার রস
ভোজন করিল কলাবতী।
কর্পূর তাম্বুল খায়া দু সতিনে থাকে শুয়া
একত্র শয়ন দিবারাতি॥
প্রেমবদ্ধ দুসতীনে দেখিয়া দুর্ব্বলা মনে
সাত পাঁচ ভাবে দুখ-মতি।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় যাহার বসতি॥

দুর্ব্বলাদাসী।

দুসতীনে প্রেম বন্ধ দেখিয়া দুবলা।
হৃদয়ে লাগিল দাসীর কালকূট জ্বালা॥
লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি।
পাইট করিবে আর দুব্‌লা খাবে গালি॥
যেই ঘরে দু সতিনে না হয় কন্দলী।
সেই ঘরে দাসী বৈসে বড়ই পাগলী॥
একের করিতে নিন্দা যাব অন্য স্থান।
সে ধনী বাসিবে মোরে প্রাণের সমান॥
এমন বিচার দুয়া করি মনে মনে।
সেই ক্ষণে গেলা লহনার বিদ্যমানে॥
করেত চিরুণি রামা আঁচড়য়ে কেশ।
লহনাকে দুবলা করয়ে উপদেশ॥

শুন শুন শুন গো লহনা।
এ বেশে আপনা নাশ করিলে আপনা॥
শুদ্ধমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ।
দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কাল সাপ॥
সাপিনী বাঘিনী সতা পোষ নাহি মানে।
অবশেষে ওই তোমার বধিবে পরাণে॥
নানা উপহার দিয়া পোষহ সতিনী।
আপনার কর্ম্ম নাশ করিলে আপনি॥
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর।
অই ছাড়াইবে তোমার স্বামীর কোল॥
কলাপী-কলাপ জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্দ্ধপাকা কেশে তোমার কি করিবে বেশ॥
খুল্লনার মুখ-শশী করে টলমল।
মাছিতা পড়িল তোমার এবে গণ্ড স্থল॥
কদম্ব কলিকা জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার লম্বিত স্তন দোলায় পবন॥
ক্ষীণ-মধ্যা খুল্লনা যেমত মধুকরী।
যৌবন বিহীনা তুমি হলে ঘটোদরী॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কত দিন।
খুল্লনার রূপে হবে কামের অধীন॥
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে।
মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে॥
নেউটিয়া আইসে ধন সুত বন্ধু জন।
নাহি নেউটে পুনরপি জীবন যৌবন॥
দুর্ব্বলার বচনে লহনার অভিমান।
কাণে সোণা দিয়া তার সাধিল সম্মান॥
যত উপদেশ কৈলে জীবন উপায়।
তোমা বিনে ইথে মোর কে আছে সহায়॥
আমার লাগুক কড়ি তোমার হউক যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ॥

লীলাবতীর নিকট দুর্ব্বলার গমন।

তোমা বিনে প্রিয় মোর কেবা আছে আর।
বিপদ সাগরে দুয়া হও কর্ণধার॥
আছয়ে আমার সই ব্রাহ্মণী লীলাবতী।
তার ঠাঁই দুয়া তুমি যাও শীঘ্রগতি॥
লহনার বাক্যে চলে চেড়ী দুর্ব্বলা।
ভেঠ লয়া যায় দাসী পাচ কান্দি কলা॥

পাঁচ ভার চাল নিল দুই ভার বড়ি।
শতেক কাহন নিলা বেচি বেচি কড়ি ॥
ভার দুই খণ্ড নিল দধি পাঁচ ভার।
পাঁচ বিণী পান নিল দেখিতে অপার ॥
গাছা দুই গুয়া নিল আপনার তরে।
একবারে দুই গালে গুবাক লয়া পূরে ॥
আগে পাছে ভারী যায় মধ্যে দুর্ব্বলা।
পথে কতকগুলা নিল চম্পকের মালা ॥
ধীরে ধীরে চলি যায় দিয়া বাহু নাড়া।
বাম দিকে এড়াইল কায়স্থের পাড়া ॥
প্রবেশে কায়স্থ পাড়া দুয়া হরষিত।
ব্রাহ্মণী ওঝার ঘরে হৈলা উপনীত ॥
লীলাঠাকুরাণী বলি ডাক দিল চেড়ী।
দুর্ব্বলার ডাকে লীলা আইসে রড়ারড়ী ॥
ভেট দিয়া দুয়া তারে নমস্কার করে।
আশীষ করিয়া লীলা তার হাতে ধরে ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে সইয়ের বারতা।
অনেক দিবস দুয়া নাহি আইস এথা ॥
দুর্ব্বলা কহিল তারে সব বিবরণ।
তোমা সনে আছে তার বিরল কথন ॥
দুর্ব্বলার বাক্যে লীলা করিল গমন।
সইয়ের মন্দিরে গিয়া দিল দরশন ॥
দুই সইয়ে কোলাকোলি দোঁহে আলিঙ্গন।
লহনা করিল তার চরণ বন্দন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন।
লীলাবতী তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসন ॥

—০০—

লহনা লীলাবতী সম্বাদ।

কহিব কি আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
ঘরে নাহি পতি সতার উন্নতি
দুখের উপরে দুখ ॥
প্রভু নাহি ঘরে প্রাণ কেমন করে
কি মোর ঘর করণে।
রাত্রি দিন গণি মোর গুণমণি
রহিলা কিবা কারণে ॥
গড়িতে পিঞ্জর গেল সদাগর
তথা রহিল চিরকালে।
নাহি শুনি কথা কুশল বারতা
কি মোর আছে কপালে ॥
ধিক্ সাধুয়াল দুঃখে গেল কাল
বেরুণিয়া ভাল জীয়ে।
হাস পরিহাস করে বার মাস
পতি-মুখ-মধু পিয়ে ॥
হইয়া আকুলী কত চিত্তে তুলি
পাঁজর বিন্ধিল ঘুণে।
খুল্লনা দারুণী নিশাচর গণি
কি সাধ নাহিক প্রাণে ॥
নারীর যৌবন কেবল অধম
যেমন জলের ফোঁটা।
দুষ্ট কামশর অঙ্গ জরজর
দিনে দিনে হয় টুটা ॥
দিনে থাকি ভাল রাত্রি হয় কাল
দুঃসহ বিরহ ব্যথা।
এরূপ যৌবনে দারুণ সতীনে
ওই সনে মন কথা ॥
তুমি দিয়া মন আন গুণী জন
যে প্রভু আনিতে পারে।
জুঁখিয়া আপনা তারে দিয়ে সোণা
প্রাণ দান দেহ মোরে ॥
আইল কিক্ষণে আমার ভবনে
পাপিনী এই দারুণী।
বিষম আরতি দিল নরপতি
গৃহ ছাড়ে গুণমণি ॥
লহনার বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণী
হাসিয়া কহেন কথা।
পাঁচালী প্রবন্ধ গাইল মুকুন্দ
অম্বিকা মঙ্গল গাথা ॥

কেন বা লহনা হয়েছ বিমনা
দেখিয়া এক সতিনী।
এ ছয় সতিনী মনে নাহি গণি
বাসয়ে মোর পরাণী॥
ফুলিয়া নগর মোর বাপ ঘর
বাপেরা মোর মুখটি।
নারায়ণ সুত ভুবনে বিদিত
মহাকুল বন্দ্যঘটি॥
বিদ্যাধর সুত ভুবনে পূজিত
দেখি মোর বর মনে।
নাহি করি দয়া বাপে দিল বিয়া
দারুণ ছয় সতীনে॥
অল্প বয়েস আমার প্রবেশ
ছয় সতীনের ঘরে।
শাশুড়ী ননদী ঔষধেত বান্ধি
আমার বচন ধরে॥
আর মোর গুণে স্বামী বোল শুনে
যেন পিঞ্জরের শুয়া।
নিদ্রা গেলে আমি চিয়াইয়া স্বামী
আপনি খাওয়ান গুয়া॥
ঔষধের বশে প্রকার বিশেষে
স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে।
গেলে পিতৃ বাস করে উপবাস
যাবত মোরে না দেখে॥
শুনি মধুমতী লীলার ভারতী
ঔষধ মাগে লহনা।
বিপ্রাণী সহাস করিল আশ্বাস
মুকুন্দ করিল রচনা॥

লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থা।

মোর বোলে লহনা কর অবধান।
ঔষধ করিয়া তোর রাখিব সম্মান॥
পত্রিকার কলা গাছ রোপিবে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাতে দিবে প্রতি দিনে॥
নিরামিষ্য অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী॥
শ্মশানের ক্ষীরা আর কবর-বিছাতি।
বসন ত্যজিয়া আনিবে শেষ রাতি॥
ইহা বাটি দিবে সাধু খুল্লনা বসনে।
যেন খুল্লনা পড়ে সাধুর বিষ নয়নে॥
চূণ পান খয়েরে করিহ তার ক্ষার।
কাল গোরুর গাঁজ আন ঔষধের সার॥
দুর্গার মুখের আনিহ হরিতাল।
উপরাগ সময়ে আনিবে বেড়া জাল॥
দুই বস্তু কপালে ধরিহ সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তোমার দুর্গার সমানে॥
আনিবে আঠুলি কীট ফণী ফণা হৈতে।
বিজ গড়াইয়া রাখিবে বাম হাতে॥
বসুদেব সুতা দেবী কৃষ্ণের ভগিনী।
দ্রৌপদী হইল তার প্রবল সতিনী॥
এই ঔষধের গুণ দেখিল সাক্ষাতে।
পতি ছাড়ি গেল যথা ভাই জগন্নাথে॥
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পাড়িবে কাজল।
যত্নে আনিবে যোড়া অশ্বত্থের দল॥
লোচনে অঞ্জন দিয়া চাহিবে একবার।
সাধুকে করিয়া দিব যেন কণ্ঠহার॥
গাড়রের গালের গুয়া বকুলের পাত।
প্রীত করিয়া দিব তব প্রাণনাথ॥
এক ছত্রি গাছ আন হাই আমলাতী।
শনি মঙ্গলবারে জাগাইবে রাতি॥
কামরূপে মুখ করি বাটিহ প্রভাতে।
ললাটে তিলক দিলে প্রীত নানা মতে॥
ত্রিশিরার পাতে পাড়িয়া আম কালী।
কাল বিড়াল আনি দুয়ারে দিহ বলি॥
যতন করিয়া আন উগুকের তেলে।
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি ভুঞ্জ কুতূহলে॥
শূকর শুণ্ডাবের দাঁত আনিহ যতনে।
আই বড় চুলের পানী মিঠার বনে॥

ভুজঙ্গের ছাল আন নকুলের মুণ্ড।
কেশরী স্মরণ করে দেখি গজমুণ্ড॥
পত্রিকা ভাসায়্যা আন সমুদ্রের জল।
যত্নে আনিবে শ্মশানের তিল ফুল॥
ইহা করি সত্যভামা বশ কৈল নাথ।
যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত॥
লীলা ঔষধ করে লহনা সংহতি।
সতিনী বঞ্চিয়া ভুঞ্জিবে নিজ পতি॥
ছিনা জোঁকের শ্বেত কাকের আনিবে শোণিত।
কাল কুকুর মারিয়া আনিবে তার পিত্ত॥
কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোঠরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥
বাদুড়ের পাখা আন শজারুর কাঁটা।
তেমাথায় পোড়ায়ে ললাটে লিহ ফোঁটা॥
শংখের মুড়টি আন জেঠী মথুনের মুণ্ড।
যোমা গাড়রের শিং চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্বর হৈয়া কামরূপ মুখে বাটে।
অলক্ষিতে পায় স্বামী শয়নের খাটে॥
মালীর মালঞ্চে ফুল আনিবে গুলাল।
শিরীষ কুসুম কুন্দ পদ্মের মৃণাল॥
পঞ্চ ফুল সমতুল করিয়া আধান।
মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চ বাণ॥
পঞ্চ পতি এক নারী দ্রুপদ নন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী॥
স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘ তেল সনে রামা রাখিহ নির্জ্জনে॥
ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।
বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥

শুনই লহনা উপদেশ মোর।
যদি হবে স্বামী তোর চিত্ত চোর॥
স্বামীরে চিন্তিয়া অলপ রাখে।
হাসি পরশে অবলা রমণ বাখে॥
নীম শীম তিক্ত নব যৌবনী।
কান্দিয়া পরশে কর্পূর চিনি॥
পতি ভক্তি বিনে নবযৌবন।
দুঃখ হেতু যেন কৃপণের ধন॥
মুখরা যদ্যপি যৌবনবতী।
রূপ নিন্দে যদি ভাব উৎপতি॥
সুপুরুষ তাহে না করে কেলি।
শিমুলী কুসুমে নাহি বৈসে অলি॥
কালিয়া কস্তুরী সুগন্ধির রাজা।
রূপ থাকিতে গুণের আগে পূজা॥
প্রিয়বাণী পতির রসিক বন।
কাল কোকিলার বিহরে মন॥
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন ধন্ধ।
ভ্রমরে না রুচে কেতকী গন্ধ॥
নিজ অনুভব করহ সখি।
কোকিল কৌষিক কে হয় সুখী॥
প্রিয়বাণী সই যৌবন রূপ।
পতি মন মৃগ যেমন কূপ॥
সংক্ষেপে সখি কহিনু সকল।
সুখে বৈসে মধু মুখে গরল॥
কুবাণী পতির মন উচাটন।
সভারে গান কবিকঙ্কণ॥

সৈ হে না জানি যে বিনয় বচন।
ঘরে স্বতন্তরা আমি অধীন আমার স্বামী
সেবে নিতি আমার শাসন।
পূর্ব্বে জানিতাম আমি অধীন আমার স্বামী
স্বর জোরে পোহাব রজনী।
না জানি দৈবের মায়া আসে কোন পথ দিয়া
নারিকেলে সান্ধাইল পানী॥
দেখিয়া স্বামীর রোষ করিতাম অতিরোষ
শিরে পিঁড়ি করিয়া প্রহার।
বিনয় বচন বিনে উপায় চিন্তহ মনে
আমার দুঃখের প্রতিকার॥

পূর্ব্বে জানিতাম যদি প্রমাদ পাড়িবে বিধি
করিতাম প্রকার প্রবন্ধ।
শুন গো শুন গো সই লোচনে দংশিলে অহি
কোন খানে দিব তাগা বন্ধ॥
প্রিয় বাহু দৃঢ় পাশে বান্ধিয়া ছিলাম বাসে
তথি হৈল দোয়জ বন্ধনে।
আমার দিবস মন্দ লিখন পূর্ব্বের বন্ধ
বান্ধা বোঝা যেন সই মনে॥
চির দিনে দোঁহে দেখা কত দুঃখ দিব লেখা
রাখ মোর পূর্ব্বের সম্মান।
কৃপা কর ঠাকুরাণি করহ ঔষধ পানী
চরণ কমলে দেহ স্থান॥
ডাকিয়া লহনা কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
আশ্বাস করিল লীলাবতী।
চণ্ডীর আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্তায় যাঁহার বসতি॥

জীবন যৌবনে বড়ই পিরীতি।
আদ্যের অক্ষরে দুই জনে মিতি॥
এই বড় দুঃখ রহিল মনে।
না গেল জীবন যৌবন সনে॥
যৌবন যদ্যপি কৈল পয়ান।
তা সনে না গেল নিঠুর পরান॥
অপমানে প্রাণ রহে অকারণে।
শ্রীকবি-কঙ্কণ কবিত্ব ভণে॥

ঔষধ প্রবন্ধ কিছু না লাগিল মনে।
ভিতর মহলে যেয়ে বসে দুই জনে॥
খুল্লনার রূপ নাশে চিন্তিল উপায়।
উপভোগ দূর কৈলে রূপ নাশ যায়॥
দুই জনে এক স্থানে করিয়া যুকতি।
কপট প্রবন্ধে পত্র লেখে নানা ভাতি॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম লহনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ দিয়ে পরম পিরীতি।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
মোর সমাচার দূত বচনে শুনিবে।
আপন কুশল প্রিয়ে লিখিয়া পাঠাবে॥
কুক্ষণে পাইনু আমি রাজার আরতি।
গৌড়ে অনেক দিন হবে মোর স্থিতি॥
নিজ বার্ত্তা দিয়া কর দুঃখ নিবারণ।
পিঞ্জরের তরে কিছু পাঠাবে কাঞ্চন॥ (১)
খুল্লনার নিবে তুমি অষ্ট আভরণ।
নিয়োজিত করহ তারে ছেলি অপেক্ষণ॥
পরিবারে দিহ খুয়া উড়িতে খোসলা।
শয়নের স্থান তারে দিহ ঢেকিশালা॥
তোরে বলি প্রিয়ে মোর রাখিহ আদেশ।
সত্য না পালিলে তোর মুণ্ডাইব কেশ॥
অবশ্য অবশ্য করি লিখিলেন পাঁতি।
শ্রীমুখ থাম করি করিলেন ইতি॥

কৃত্রিম পত্র লইয়া খুল্লনার নিকট লহনার গমন।

(২) সই সনে এই মত করিয়া বিচার।
হস্তে পত্র লহনার চক্ষে জল ধার॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দেন কপটে।
"কেমতে তরিবে ভগিনি বিষম শঙ্কটে॥
কোন দোষে সম্মান করিল চুর।
কোন দিনে মোরে করিবে দূর॥

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
তোমারে সে লাগে মোর গাঁহস্থ্যের ভার।
খুল্লনার খুলিয়া লইবে অলঙ্কার॥
(২) মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে ;—
লহনার হাতে দিয়া করিল গমন।
ব্যবহারে পাইল সে শতেক কাহন॥
ঘরে পত্র বিলম্ব করিহ ক্ষিন ক্ষণ।
খুল্লনারে দিতে যায় হইয়া বিরস॥

প্রভুর পত্রের শুনহ ব্যবহার।
তার হাতে কেবা পাবে নিস্তার ॥"
লহনার বোলে পড়িল পাতি।
হাসে ছন্দ দেখি ভিন্ন ভাতি ॥
বলে "দিদি! ইথে নাহিক ত্রাস।
কেনে লিখি পত্র কর উপহাস ॥
মোর প্রভুর অক্ষর ভিন্ন ছন্দ।
কেনে লিখি পত্র কপট প্রবন্ধ ॥"
"তোর প্রভুর বোলে লাগয়ে আন।
তোয়ে কেবা করে অলপ জ্ঞান ॥
কতেক সেবক আছয়ে কাছে।
কে লিখিল পাতি তার আদেশে ॥
প্রভুর শাসন রাজার বড়।
আগু হয়া ছেলি চরাইতে নড় ॥"
"মাথায় মুকুট আইনু বাসে।
নাহি বসি কভু প্রভুর পাশে ॥
কোন দোষ মোর দেখিল পতি।
কেনে দিল মোরে লঘু আরতি ॥
হেদে গো! আপনা চিনিয়া থাক লহনা।
কত দেখাও মোরে গৃহিণী-পণা ॥"
"তুই অলক্ষ্মী রাক্ষসী সণি।
কোন পাপ ক্ষণে আইলি ডাকুণী ॥
ভূপতি বিষম দিলেন আদেশ।
পিঞ্জরের পাকে পঞ্জর শেষ ॥
এই পাকে হলি ছেলি রাখাল।
মোরে দোষ কেনে, দোষ কপাল ॥"
"স্বরূপে নাথ যদি দিয়াছেন পাতি।
আনিলে যে জন সে গেল কতি ॥
নাথ সঙ্গে আছে কত নফর।
পত্র লয়ে কেহ না আইসে ঘর ॥
ধন লোভে তুমি সাধুর দারা।
তোমার চেড়ী আমি বটি পারা ॥"
পিঞ্জর গড়াইতে নাহি আঁটে সোণা।
তা'হা লয়ে গেল বাট তিন জনা ॥
বিলম্ব নাহি কৈল এক তিলে।
আছিলি তুই পাশার খেলে ॥
প্রভুর শাসন, আইল পাতি।
চরাহ ছেলি, পরি খুয়া ধুতি ॥
তুমি আমি দুই সাধুর নারী।
সাধু বিনা বাট দুঁহে গারী ॥"
হেদে লো বাঁঝি মোরে না ঘাঁটা।
গৌরবে যে মোরে গারির বাটা ॥"
"অধিক কি বোলে ছোট হইয়া।
শুনিছ দুর্ব্বলা, রয়াছি সয়া ॥
কালি আইল ছুঁড়ী মাথায় মৌড়ি।
মোর সনে আজি করে হুড়াহুড়ি ॥"
ঘন ঝন ঝন দুঁহে বাহু নাড়া।
শুনিয়া ধাইল বাণিয়া পাড়া ॥
খুল্লনার হাত দৈব বিপাকে।
লাগিল ঠেকন লহনার মুখে ॥
হইল যেন আগুনীর কণা।
দুই গালে মারে চড় ঠোকনা ॥
লহনার কোপে আনল জ্বলে।
সাক্ষী করি ধরে খুল্লনার চুলে ॥
কেশাকেশি দুই সতীনে ফিরে।
প্রবোধ করিতে কেহ ত নারে ॥
কেনে ছোট বল সতীনের কাঁটা।
এই মুখে চাহ গারীর বাটা ॥
লহনার বোলে সবে আইসে ধায়া।
উচিত না বলে দুই চক্ষু খায়া ॥
কটু ভাষে সবে চলিলা বাসে।
ছন্দ প্রবন্ধে কবিকঙ্কণ ভাষে ॥ (১)

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশি আছে;—

খুল্লনার সহিত লহনার কোন্দল।
ঝাঁপতাল।
মন্ন যেন কোন্দলে যুঝে ছুন্দজীম।
বিদেশে সদাগর পাইয়া শূন্য ঘর
লাজ ভয় হৈল হীন।

(১) কেশ ধরি কিল লাথী মারে তার পিঠে।
জ্যৈষ্ঠ মাসে গোয়ালা গোয়াল যেন পিটে ॥

বড় বড়ী প্রবলা ছোট জন একলা
কলহ হৈল সেই দিন।
চক্ষে চক্ষে চাহিয়া রোষযুতা হইয়া
খুল্লনা হৈল বলাধীন ॥
চরণ থর থর আদেশে থর থর
কর্ণেতে দোলমান সোণা।
করিয়া মহা ক্রোধ না মানে উপরোধ
খুল্লনা মারিল ঠোনা ॥
মুর্চ্ছাগত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া
দেখয়ে শরিষা ফুল।
সম্বিত পাইয়া উঠি উঠি কাঁপিয়া
দুহারে ধরিল চুল ॥
চট চট চাপড় ছিণ্ডিলেক কাপড়
বেগে মারিল কঙ্কণ।
দোঁহে করে বড় ধূম কিলের গুম গুম
মেঘ যেন শিলা বরিষ ॥
কিঙ্কিণী কন কন বাজয়ে ঝন ঝন
ঘন বাজে সদাগর বাসে।
দেখি হুড়াহুড়ী বড় ঘরের বহুড়ি
নারীগণ পলায় ত্রাসে ॥
পায়ে পায়ে জড়ায়ে করে কর ধরিয়ে
ক্ষিতি তলে পড়িয়া।
দোঁহার অলঙ্কার ঝন ঝন ঝঙ্কার
শব্দের তত্ত্ব তারা ॥
খুল্লনার বিধি বাম দুজনার সংগ্রাম
লহনার হইল জয়।
যৌবনে ঢল ঢল হাসয়ে খল খল
শ্রীকবিকঙ্কণে কয় ॥

কাতর খুল্লনা দেয় সাধুর দোহাই।
অনাথ দেখিয়া লহনার দয়া নাই ॥
বলে নিল শিরোমণি কর্ণের কনক।
ললাটের সিঁতী নিল গলার পদক ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ হার নিল দিয়া গালি।
বাহুর নিল হেম অঙ্গুরী পাশুলী ॥
খুয়া পরাইয়া পাট শাড়ী কৈল দূর।
বলে কাড়ি লইল কনক কর্ণপুর ॥ (১)
আভরণ লয়া কৈল শুধু দুই হাত।
বাম হাতে রাখিল লোহা আয়াত ॥
হাতে গলে দড়ি দিয়া করিল বন্ধন।
তৃষ্ণায় আকুল হয়া করয়ে ক্রন্দন ॥
ধায়া দুর্ব্বলা যায় হাতে জল ঝারী।
সানুকম্প হয়া তার মুখে দিল বারি ॥
দুর্ব্বলারে বলে র'মা বিনয় বচন।
রক্ষা কর দুয়া তুমি আমার জীবন ॥

হয়া অচেতনা কান্দয়ে খুল্লনা
ধরিয়া দুর্ব্বলার পায়।
দশনে তৃণ ধরি মিনতি তোরে করি
বার্ত্তা দেহ মোর বাপ মায় ॥
হইয়ে দুঃখ মতি দূর গেল পতি
নিকটে নাহি বন্ধু জন।
পায়া শূন্য ঘরে লহনা বধ করে
দুর্ব্বলা রাখহ জীবন ॥
মুগধ মোর মায় বিনয় কহিও তাঁয়
খুল্লনা মরিল মারণে।
খুল্লনা ঝিয়ে বধি পাইলে কত নিধি
থাকহ পরম কল্যাণে ॥
কহিও মোর বাপে বিষম পরিতাপে
আনলে ফেলিলে খুল্লনা।

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
কোণে মারে লহনা ভীমের মত কীল।
ভাদ্রমাসে পাকা তাল তার সম শীল ॥

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
লইল কাড়িয়া শংখ হেমময় কড়ি।
শতেশ্বরী হার নিল হেমময় চুড়ি ॥

দারুণ সতিনী ভুখিল বাঘিনী
কেবল যমের যন্ত্রণা ॥
খুল্লনার দুঃখ বাণী দুর্ব্বলা মনে গণি
কান্দিয়া করে নিবেদন।
দিলেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার ছাগ রক্ষণে স্বীকার।

কোন্ দোষে তোমার করিল অপমান।
দোষ দেখিয়া তোমার কাটু নাক কাণ ॥
সর্ব্বাংশে সমতা দোঁহে সাধুর সাধুয়ানী।
ভিন্ন ভিন্ন নহে কেহ খুড়তা ভগিনী ॥
সম্বরে বারতা আমি দিতে নাহি পারি।
ছেলি রক্ষণ কর দিন দুই চারি ॥
নাহি শুন রামা রামায়ণের ইতিহাস।
রামের বচনে সীতা গেলা বনবাস ॥
আন ছলে গিয়া আমি কহিব বারতা।
যত্ন করি তোমা যেন লয়ে যান পিতা ॥
এমত শুনিয়া রামা দুয়ার ভারতী।
ছেলি রক্ষণ হেতু দিল অনুমতি ॥

খুল্লনার বরাবরি বলে লহনা নারী
সাধুকে খুল্লনা দেয় গালি।
পাশ পড়শী দেখে লীলা ব্রাহ্মণী লেখে
দুর্ব্বলা ধরিয়া আনে ছেলি ॥
শ্যামলী বিমলী মলী ধূলীচাঁছা উষমলী
সুরসা পিঙ্গলা কলাবতী।
কমল বিমলা মায়া চোঙরী বিমলী জয়া
আধ-নাথ ভাঙ্গা শৃঙ্গবতী ॥
আণ্ড-মাঝি ঝাড়ুড়ি কাটবরী হরিয়া-কড়ি
ছাকি-চখী ভাঙ্গা দাঁতী বকী।
গগনা বাণ্ডড়ি ভাঁশী লিখিল আঠার খাসী
শাঙলী বিমলী চান্দমুখী ॥
পাথরি পতিতি টাকি ভাশী ভাঁসিরতা বকী
কালি-বুহি মহি-মঙ্গলী।
সুন্দরী সুন্দর জয়া ধবলী সাঙলী মায়া
ধুলী-খাটী জুঝার পাঙ্গুলী ॥
চাউড়ি বাউড়ি বাণী দুনি বনি উজকাণী
সামানী পাগানী মুঠা-লেজী।
বাঙ্গালী দিঘলি-গতি সোনা রূপা হীরা মতি
হরিণী নেমানী বুড়া-বাঁঝী ॥
সর্ব্বশী নেউলী কালী চসানী বড়নী মালী
সর্ব্বাণী কপিলা কাল-মুখী।
চন্দনী চামরী রসী ঝাঁকালি কাঙ্গালী শশী
সুকৃতি সুন্দরী ম্লান-মুখী ॥
লিখিল তেত্রিশটা বোকা তার কুড়িটা
সাতটা লিখিল বীজ বোকা।
কালসার উভশৃঙ্গা আভাঙ্গা জুঝার রঙ্গা
মদ নরা কাল ধল বকা ॥
চেড়িকে লহনা কয় যদি বা বদল হয়
দাগ দিব সবাকার গায়।
ইথে যদি কেহ মরে আনিয়া দেখাবে তারে
তবে খুল্লনার নাহি দায় ॥
দুলাল সিংহের সুতা দনা দেবী পাট মাতা
কুলে শীলে গুণে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন করিল বহুত যত্ন
বৈরি শূন্য দেব রঘুনাথ ॥
আরড়া উচিত ভূমি পুরুষে পুরুষে স্বামী
সেবেন গোপাল কামেশ্বর।
দ্বিগুণ করিয়া আশে নৃপতির অভিলাষে
রচিল মুকুন্দ কবিবর ॥

খুল্লনার ছাগ চারণ।

খুল্লনারে দুর্ব্বলা তুলিল হাতে ধরি।
সারিয়া পরিল খুয়া খুল্লনা সুন্দরী ॥
সানুকম্পে দুর্ব্বলা গায়ের ঝাড়ে ধূলি।
আপনি বন্ধন তার করিলেন চুলি ॥

ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল।
ছাট হাতে পাত মাথে যেমন পাগল॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি।
দেখিয়া কৃষাণ সব দেয় গালাগালি॥
শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপম।
বসন ভিজিয়া তার গায়ে বহে ঘাম॥
উজানীর নিকটে অজয় নদীর ধার।
কোলেতে করিয়া রামা ছেলি করে পার।
প্রবেশ করিল ছেলি গহন কানন।
কেঙড়িয়া ডাঙ্গায় রামা দিল দরশন॥
চোর ছাগল সব চারি দিকে যায়।
ভুকিল কুসুম কাঁটা রক্ত পড়ে পায়॥
বৃক্ষতলে বসি ছেলি করে অপেক্ষণ।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ বচন॥

দুর্ব্বলার ইছানী গমন।

দুর্ব্বলার হাতে ধরি বলয়ে লহনা।
মন দিয়া দুয়া মোর পূরাহ কামনা॥
ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান।
সাধু সনে করি দেহ একই পরাণ॥
দুর্ব্বলা বলেন যদি ভ্রমি দিন চারি।
তবে সে ঔষধ জড় করিবারে পারি॥
উপদেশ ছলে দুয়া করিল বিদায়।
যুগলতি ইছানি নগর মুখে ধায়॥
প্রভাতে চলিলা দুয়া হৈল দুই প্রহর।
লঘুগতি পাইল গিয়া লক্ষপতির ঘর॥
দুর্ব্বলার সাড়া পায়া ধায় রম্ভাবতী।
চরণে ধরিয়া দুয়া করিল প্রণতি॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে ঝিয়ের বারতা।
"অনেক দিবস দুয়া নাহি আইস এথা॥"
"খুল্লনারে বিয়া সাধু কৈল পাপক্ষণে।
বিবাহের কালে কেতু আছিল নগনে॥
লয়ের সকল কথা করিয়া বিচার।
খুল্লনা ছাগল রাখে তার প্রতিকার॥
ছেলি রক্ষণে যদি তুমি কর বাদ।
তোমার জামাতা লয়া পড়িবে প্রমাদ॥ (১)

রম্ভাবতীর খেদ।

কান্দে রম্ভাবতী খুল্লনার মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে॥
স্পন্দন করয়ে মোর ডানি ভুজ আঁখি।
কুৎসিত স্বপন আমি দিন চারি দেখি॥
গরল মাহুর দুয়া আনি দেহ দান।
খুল্লনার তাপে আমি ত্যজিব পরাণ॥
সাজায়া কাহারে দিনু কনকের ডালি।
সাধের খুল্লনা ঝিয়ে কেবা দিলে গালি॥
ননীর পুতলী বাছা আন্ধারের বাতি।
কেবা ঝিয়ে মারে মোর চড় কীল লাথি॥
বিয়া দিনু সদাগরে দেখিয়া সুজন।
ছেলির রক্ষণে তারে করিল যোজন॥
চলরে ময়াই পুত্র উদ্দেশ করিতে।
ময়াই বলে দুঃখ আমি নারিব দেখিতে॥
দুর্ব্বলার হাতে ধরি কৈল সমর্পণ।
বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানা ধন॥
উজানীতে যায়া দুয়া লহনারে ভাঁড়ে।
দিন দুই চারি রহি দুয়া আইস ঘরে॥

অজা রাখি আইল রামা দিন অবশেষ।
অজা শালে অজাগণ করিল প্রবেশ॥
দুয়ারে দাণ্ডায় রামা বুকে দিয়া হাত।
লহনার আদেশে আনিল কচু পাত॥
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী গর্ত্তে পাড়ি পাত।
পরশিতে লহনা করয়ে গতায়াত॥
পুরাণ খুদের জাউ তাহে আছে কোণ।
সকল ব্যঞ্জনের বাঁঝী নাহি দেয় লোন॥

(১) ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে;—
হেন বাক্য হৈল যদি দুর্ব্বলার মুখে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রম্ভাবতীর মুখে॥

রান্ধাছে কলমী গীমা পাঙ্গাতা কাচড়া।
কলায়ের খুদের গুড়া তুলিয়াছে বড়া ।।
বার্ত্তাকীর খাড়া কিছু কুমড়া বাকলা।
কৈ মৎস্যের মুড়ায় তাহা করিয়া মেলা ।।
খইলের বেসার দিয়া জ্বাল দিয়াছে বড়।
তৈল লবণ নাহি সন্তলনে দড় ।।
ডুমুরের ফলে কিছু রান্ধাছে পিণ্ডিরা।
কাঠশীমের ব্যঞ্জনে পূরিয়া দিল শরা ।।
দুঃখে নাহি ভুঞ্জে রামা চক্ষে পড়ে জল।
কোণেতে লহনা চক্ষু করয়ে পাকল ।।
খুল্লনাকে গঞ্জিয়া লহনা কিছু বলে।
এতেক ব্যঞ্জন দিনু ভাত নাহি চলে ।।
হৃদয়ে কপট বড় পাপমতি বাঁঝী।
অবশেষে শরায় পূরিয়া দিল কাঁজি ।।
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী।
তৃণের শয্যায় তার গেল বিভাবরী ।।
প্রভাতে ছাগল লয়া করিল গমন।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান দুঃখের ভোজন ।।

প্রভাতে ছাগল লয়া চলিলা খুল্লনা।
আঁচলে বান্ধিল দুয়া চালু অর্দ্ধ কোণা ।।
ছাট হাতে পাত মাথে ধীরে ধীরে যায়।
জল আনিবারে ছলে দুর্ব্বলা গোঙায় ।।
কহিল দুর্ব্বলা তারে সব বিবরণ।
গিয়াছিলাম তোমার বাপের নিকেতন ।।
একত্র আছিলা বসি তোমার মাতা পিতা
তা সবার স্থানে কহিনু সব কথা ।।
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি।
মৌন করি রহিল জননী রম্ভাবতী ।।
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারি পণ।
দেখিনু তোমার পিতা বড়ই কৃপণ ।।
এমন শুনিয়া রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ ।।

খুল্লনা ছাগল রাখে পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
অগ্নি সম অঙ্গ পোড়ে রবির প্রকাশে ।।
আষাঢ়ে পূরিত মহী নব মেঘের জল।
ছেলি চরাইতে রামা নাহি পায় স্থল ।।
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
ছাগল চরিতে স্থল না পায় অবনী ।।
শরের আড়াতে রামা চরায়েন ছাগী।
কোলে করি নালা পার করে দুঃখ-ভাগী ।।
ভাদরে চরায় ছেলি ভিজে সর্ব্ব গা।
অঙ্গুলির সন্ধিতে পাঁকুই হৈল ঘা ।।
ভাদরের জল বৃষ্টি যেন বাজে শেল।
দিন তিন চাহিলে লহনা না দেয় তেল ।।
দুঃখে সুখ খুল্লনা শরৎ কালে ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু অম্বিকা-উৎসবে ॥
নিকেতনে প্রাণ নাথ কৈল বনবাস।
কার্ত্তিক মাস আইল হিমের প্রকাশ ॥
তুষার শীতল ঋতু হিম চারি মাস।
খুল্লনার শীত খণ্ডে রবির প্রকাশ ॥
আইল বসন্ত ঋতু প্রচণ্ড তপন।
অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন ।।
নগরিয়া প্রজাগণ শুকায় কেহ ধান।
অপরাধ কৈলে লোক করে অপমান ॥
উজানি নগর কাছে অজয় নদীর পানী।
খুয়া তুলি পরি, ছেলি করে টানা টানি ॥
গহিন কাননে রামা দিল দরশন।
বৃক্ষ তলে বসি ছেলি করে অপেক্ষণ ॥
বনে বনে ছেলি লয়ে ভ্রমেন যুবতী।
অটবী বর্ণনা এখন, কাম সেনাপতি ॥

বসন্তে খুল্লনার খেদ।

(বসন্ত রাগ)

মাঘে মকর কেতু আইল বসন্ত ঋতু
তরু-লতাগণ পুলকিত।

অজয় নদীর কূলে অশোক তরুর মূলে
কাম-শরে রামা চমকিত ॥
লোহিত পল্লবগণ রামার হরয়ে মন
দেখি মনে ভাবয়ে খুল্লনা।
বসন্ত আসিয়া কি বা অটবী করিল শোভা
ভালে দিয়া সিন্দূর অর্চ্চনা ॥
এক ফুলে মকরন্দ পান করি সানন্দ
ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন, এক ঘরে পেয়ে মান গ্রামযাজী দ্বিজ যান
অন্য ঘর চলেন সম্ভ্রমে ॥
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে পড়য়ে কুসুম বনে
অঞ্জলি পাতিল খুল্লনা।
হইয়া কামের দাস প্রভু আসিবেন বাস
ভাবি, করে কামের অর্চ্চনা ॥
কোকিল পঞ্চম গায় অলি মকরন্দ খায়
মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে।
তরু ডালে শারী শুকে আলিঙ্গন মুখে মুখে
দেখি রামা আকুল মদনে ॥
দেখি মুকুলিত তরু কাম শরে রামা ভীরু
গঞ্জিয়া বলেন সারী-শুকে।
বসন্তের উপাখ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥

সারী শুয়া তুমি দিলে এতেক যন্ত্রণা!
আসি রাজা বিদ্যমান পিঞ্জরে সাধিতে মান
অনাথিনী করিলে খুল্লনা ।।
গৌড় গেলা প্রাণনাথ ছেলি রাখি, খাই ভাত
পরিতে না মিলে পরিধান।
সতিনী মরণ ডাকে কেবল তোমার পাকে
খুল্লনার এত অপমান ॥
আমার বধিতে প্রাণ আস কি বা এই স্থান
পিঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়া।
হের আইস সারী শুক ঘুচাহ মনের দুখ
গৌড়ে বারতা দেহ গিয়া ।।
শিখিয়া ব্যাধের কলা করে ধরি সাত নলা
কাননে এড়িব জাল ফান্দে।
তোমাকে ধরিয়া শুক ঘুচাব মনের দুখ
একাকিনী সারী যেন কান্দে ॥
শারীর খাইয়া মাথা দেহ মোর দুঃখ ব্যথা
তোমাকে লাগিবে মোর বধ।
কর কর্ম্মে অবধান রাখহ আমার প্রাণ
যাও তুমি গৌড় জনপদ ॥
আমারে করিয়া দয়া দুখের বারতা লয়া
দেহ মোর স্বামীর বারতা।
উড়ি গেল সারী শুক খুল্লনা ভাবয়ে দুখ
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা।

মন্দ মন্দ বহে হিম দক্ষিণ পবন।
অশোক কিংশুকে রামা করে আলিঙ্গন ॥
লতায় বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলে সই তুমি বড় লোক ॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপে কহ না সই তপ কৈলে কোথা ॥
আমা হৈতে তোমার জনম হৈল ভাল।
তোমার সোহাগে বন করিয়াছে আলো ॥
ময়ূরা ময়ূরী ডাকে সুমধুর নাদ।
শুনিয়া খুল্লনার চিত্তে বড় হৈল সাধ ॥
এক ফুলে মধু পীয়ে ভ্রমর দম্পতি।
সুমধুর গায় গীত দোঁহে এক মতি ॥
বিনয় করিয়া কিছু বলয়ে খুল্লনা।
যুড়িয়া উভয় পাণি করয়ে মাননা ॥

ভ্রমরী ভ্রমর তোরে যুড়ি কর
না গাও মধুর গীত।
তোর মধুর রায় কাম সরে তায়
চিত্ত কৈল চমকিত ॥
সঙ্গে তোর বধূ পান কর মধু
কি কব সুখের ওর।

অনাথী দেখিয়া তোর নাহি দয়া
চিত্ত হৈল মোর চোর ॥
তোর সঙ্গে অলিনী নিবাস নলিনী
না জান বিরহ ব্যথা।
চিত্ত চমকিত ;— যদি গাও গীত
খাও ভ্রমরীর মাথা ॥
স্বপথে বিপথে পাপ কৈলি পথে
বিনয়ে মাতয়ে হরি।
করিনু বিনয় না হৈলে সদয়
কিসের বিনয় করি ॥
তুঁহু মাতোয়াল মোরে হৈলি কাল
না শুন বিনয় বাণী।
ধুতুরার ফুলে কত মধু পিলে
তাহা মনে আমি গণি ॥
ছাড়িয়া সুহৃত চলে ষট্পদ ;—
কোকিল সুনাদ পূরে।
বিনয় অর্চ্চনা করয়ে খুল্লনা
কর যোড় করি শিরে ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজন।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

(বরাড়ি রাগ।)

কোকিল হে কত ডাক সুললিত রা।
মধু-স্বরে দিবা নিশি নিত্য উগার বিষি
বিরহী জনের পোড়ে গা ॥
নন্দন কাননে বাস সুখে রহ বার মাস
কামের প্রধান সেনাপতি।
কে তোমারে বলে ভাল ভিতরে বাহিরে কাল
বধ কৈলে অনাথ যুবতী ॥
আর যদি কাড় রাও মদনের মাথা খাও
বসন্তের শতেক দোহাই।
তোর রব স্বতন্তর অঙ্গ কৈল জরজর
অনাথীরে তোর দয়া নাই ॥
জাতি অনুরোধে গাও না চিনিস বাপ মাও
কাল সাপ কালিয়া-বরণ।
সদাগর আছে যথা কেন নাহি যাও তথা
এই বনে ডাক অকারণ ॥
আসিয়া বসন্ত কালে বসিয়া রসাল ডালে
প্রতিদিন দেয়সি যন্ত্রণা।
হেন লয় মোর মনে আসি কিবা এই স্থানে
পিকরূপা হইল লহনা ॥
খাও স্বাদু নানা ফল উগারহ হলাহল
যোষা বধ করহ কি রীতি।
বায়স তোমারে পোষে পাপ সহযোগ দোষে
অনাথীর বধে দেহ মতি ॥
পিক যায় অন্য বন খুল্লনা অস্থির মন
চলে রামা অপর কানন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

রম্ভাবতীবেশে চণ্ডীর খুল্লনাকে ছলনা।

প্রচণ্ড তপনে রামার গায়ে ঘর্ম্ম জল।
পল্লব শয্যায় রামা শোয় তরুতল ॥
নিদ্রায় আকুল রামা হয় অচেতন।
কোমল পল্লব লোভে ধায় ছেলিগণ ॥
আকাশ গমনে মাতা যান মহেশ্বরী।
জয়া বিজয়া পদ্মা সঙ্গে সহচরী ॥
অধোমুখ হৈতে তারে দেখিল পার্ব্বতী।
বলেন তরুর তলে কাহার যুবতী ॥
পরম রূপসী কন্যা দেব অবতার।
পরিতে নাহিক বস্ত্র নাহি অলঙ্কার ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণী।
রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নাচনী ॥

প্রাণ ভয় ছলা করি আনিলে অবনী।
এবে অবধান নাহি করহ ভবানী॥
সতিনের হাতে রামা পড়িল সঙ্কটে।
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে॥
এমন শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতি।
খুল্লনার শিয়রে আসি বসিলা পার্ব্বতী॥
কপটে ধরিল তার মায়ের মূরতী।
কান্দিয়া কান্দিয়া কিছু বলেন ভগবতী॥
কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে।
সর্ব্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে॥
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে মোর ঘুণ।
আজি লহনা তোকে করিবেক খুন॥
এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
অষ্ট রথে নিরমিল অষ্ট বিদ্যাধরী।
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিলা অন্তরে॥
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন খুল্লনা সুন্দরী।
ধরণী লোটায়া কান্দে জননী সোঙরি॥

মাতৃস্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ।

নিদয়া নিঠুর হয়া অভাগীরে ছাড়িয়া,
ঘর গেলা না দিয়া বোলান।
খাইয়া আমার মাথা না শুনিলে দুখ কথা
তোর কোলে যাউক পরাণ॥
দুঃখ পায়া দশ মাস দিলে মোরে গর্ভ বাস
কোলে কাঁখে করিলে পালন।
নিরপেক্ষে এক দণ্ডে ফেলিলে আনল কুণ্ডে
মা হয়া হৈলে অভাজন॥
মা শুনিলে এই কথা যে ঘরে লহনা সতা
একচারী ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী॥
জলে ঝাঁপ দিয়ে যদি শুকায় অগাধ নদী
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিনু কোলে সেহ নাহি মুখ মেলে
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায়॥
এখনি শিয়রে ছিলা না বলিয়া কোথা গেলা
তুয়া পায় করিনু বিদায়।
সর্ব্বশী মরিল যদি প্রাণ মোর নিল বিধি
জল দানে হইবে সহায়॥
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে নিহালয়ে ঝোপ ঝাড়ে
দরী গিরি শিখর কানন।
এক ঠাঁই কৈল ছাগ সর্ব্বশীর নাহি লাগ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অচেতন হয়া কান্দে হারায়া সর্ব্বশী।
নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী॥
উত্তরায় কান্দে রামা শিরে দিয়া হাত।
বলে রামা কোন খানে গেলা প্রাণ নাথ॥
একে একে ভ্রমে রামা সকল কানন।
সর্ব্বশার সনে কভু নাহি দরশন॥
উছটে ছিঁড়িল মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
সর্ব্বশী বলিয়া রামা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কত দূরে সরোবরে শুনি হুলাহুলী।
খুল্লনা বলেন কেবা ছাগ দিছে বলি॥
ঘন শ্বাস মুখে রামা গেল সরোবরে।
কহিল ছেলির কথা যোড় করি করে॥
ইন্দ্রের কুমারী বলে নাহি দেখি ছাগী।
পরিচয় দেও কন্যা কেন দুখভাগী॥
উর্ব্বশী সমান রূপ জাতিতে পদ্মিনী।
কিসের কারণে বনে ভ্রম একাকিনী॥
যদি সত্য বল তবে খণ্ডাব সন্তাপ।
মিথ্যা যদি বল তবে দিব দারুণ শাপ॥
এ বোল শুনিয়া রামা দেয় পরিচয়।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে কয়॥

খুল্লনার পরিচয়।

কহিব কি আর দুখল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।

স্বামী দুরন্তরা সতা স্বতন্তরা
নিত্য মোরে দেয় দুখ ॥
গন্ধবেণে জাতি পিতা লক্ষপতি
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পিঞ্জর গৌড় নগর
গেলেন রাজার আরতি ॥
কাম-সম বরে দেখি বড় ঘরে
বিবাহ দিল বাপ মায়।
সতিনী দুরবার যেন ক্ষুর-ধার
আমারে ছেলি রাখায় ॥
করিয়া প্রহার অষ্ট অলঙ্কার
সতিনী লইল বলে।
পাট সাড়ী লয়া মোরে দিল খুয়া
নিয়োজিত করিল ছাগলে ॥
কুবের সমান স্বামী ধনবান্
উজানীতে সবে জানে।
পরিতে বসন না মিলে ওদন
ছেলি লয়া ভ্রমি বনে ॥
লহনার ভয়ে উচিত না কহে
যে আছে পাট পড়শী।
কহিতে উচিত করে বিপরীত
লহনা পাপ-রাক্ষসী।
মোর পিতা মাতা না গণিল সতা
লহনা কাল-সাপিনী।
এক সঙ্গে মেলা রাহু শশীকলা
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী ॥
ক্ষুধা তৃষা বশে অম্ল জ্বালা শেষে
শুইলাম তরুর তলে।
হারাইলাম ছাগী পাপিনী অভাগী
চাহি ভ্রমি বন তলে ॥
হইয়া আকুল নাহি বান্ধি চুল
না পাই বনে ছাগলে।
যদি ছাগ পাই সুখে ঘর যাই
নতুবা মরিব জলে ॥
নিরবধি ফিরি ঝোপ দরী গিরি
সাপে বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চিল গোঁসাই হেন জন নাই
সতীনে কেহ বুঝায় ॥
উদর দহন পোড়ে যেন বন
তৈল বিনে ঘুরে মাথা।
কি বিধি নিঠুর লবণ কর্পূর
কারে কব দুখ কথা ॥
আপনি লহনা করয়ে গণনা
সন্ধ্যাকালে যত ছেলি।
সর্ব্বসী হারায়া বনে ফিরি চায়া
শুনি আসি হুলাহুলি ॥
লহনার ভয়ে প্রাণ স্থির নহে
কেমন করি উপায়।
হইয়া সদয় দেহ পরিচয়
শ্রীকবিকঙ্কণ গায় ॥

দেবকন্যাগণের পরিচয়।

আমরা ইন্দ্রের সুতা এ পাঁচ ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর ব্রত আইলাম অবনী ॥
পুজিবার উচিত স্থান ভারতের ভূমি।
বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি ॥
পুজিবে অম্বিকা প্রতি মঙ্গল বাসর।
বিপদ সাগরে চণ্ডী হইবে কাণ্ডার ॥ (১)

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
দুর্ব্বসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ে সুরপতি।
পুনরপি শ্রী পাইল করি দেবীর স্তুতি ॥
সুরলোক সুস্থির করিল সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায় ॥
হইল মধু কৈটভ হরির কর্ণ মূলে।
ব্রহ্মাকে বধিতে যায় নিজ বাহু বলে ॥
শতবলে বিধাতা পুজিল ভগবতী।
দুই অসুর বধ হেতু নারায়ণে নতি ॥

দুর্ব্বাসার শাপে হৈতে ইন্দ্র সুরপতি।
অরি যিনি নিল তার রাজ্য ধন ক্ষিতি॥
স্বর্গলোকে স্থস্থির করিল সুররায়।
প্রথমে সম্মান পাইল ইন্দ্রের সভায়॥
এই ব্রত কৈলে তোমার আসিবেন পতি।
পতির প্রেম বিধানে হবে পুত্রবতী॥
লহনা মানিবে তোরে প্রাণের সমান।
হারাইবে ছাগল পাইবে বিদ্যমান॥
সবে মিলি দিল তারে পূজার কারণ।
পরিবারে দিল তারে উত্তম বসন॥
খুল্লনা করয়ে ব্রত দেবীর দাসী সনে।
অভয়া মঙ্গল কবি কঙ্কণে ভণে॥

খুল্লনার চণ্ডী পূজা।

গোময়ে লেপিয়া সদ্ম অষ্ট দল পদ্ম
করিল সুগন্ধি চন্দনে।
মধ্যে হেমঝারি খুল্লনা সুন্দরী
রাখয়ে অভয়া পূজনে॥
খুল্লনা পূজে চণ্ডী শোক-দুঃখ-খণ্ডী
মিলিয়া ইন্দ্রের নন্দিনী।
কুমারীগণ মিলি জয় হুলা-হুলি
সঘনে করে শঙ্খ ধ্বনি॥
কুমারী করি বিধি খুল্লনা করে সিদ্ধি
করাইল অমর ধেয়ান।
রাবণ বধের হেতু মিলিয়া দেবতা।
দেবীর বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥
ষোড়শোপচারেতে পূজিল রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হইল সমরে নিপাত॥
হইলা নন্দের সুতা যশোদা জঠরে।
দেবী দিয়া বসুদেব ভাণ্ডিল কংসারে॥
দেব হিত হেতু হৈলা গোকুলে প্রকাশ।
কংস হৈতে কৃষ্ণের করিলা ভয় নাশ॥
এই পূজা ফলে আসিবেক পতি।
স্বামীর সৌভাগ্যে তুমি হবে পুত্রবতী॥

ইন্দ্রের কুমারী পাশে হেমঝারী
সুগন্ধি গঙ্গা জলে স্নান॥
শিখী ঊর্দ্ধ ব্যোম তাহার অর্দ্ধ সম
বামাক্ষী বিন্দু বিভূষিত।
আসিয়া বিদ্যাধরী তাহারে কৃপা করি
করিল কার্য্যের পরোহিত॥
প্রথমে লম্বোদর পূজিল দিবাকর
রথাঙ্গ পানী উমাপতি।
মরাল বাহন পূজিল ষড়ানন
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী॥
তণ্ডুল অষ্ট দুর্ব্বা জাহ্নবী জল-গর্ভা
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারী।
অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী॥
খুল্লনার পুষ্প পানী উরিলা ভবানী
অভয়া বর-দায়িনী।
শ্রীকবিকঙ্কণ করিল রচন
বদনে নাচে যার বাণী॥

চণ্ডিকার বরদান।

ব্রাহ্মণী বলেন কেন পূজ মহামায়া।
এই ত অরণ্যে দেবী বড়ই নিদয়া॥
না নিন্দ বিপ্রাণী তুমি না নিন্দ অভয়া।
যদি মোর কর্ম্ম-ফলে দুর্গা করেন দয়া॥
কি তোরে করিবে দয়া অভয়া পার্ব্বতী।
দ্বাদশ বৎসরাবধি করিনু ভকতি॥
খুল্লনা বলেন বিধি এথাও লাগিল।
অভাগীর কপালে কিবা লিখন আছিল॥
ভগবতী বলি মাত্র এক মতি কৈল।
আচম্বিতে ব্রাহ্মণী সে চতুর্ভুজা হৈল॥
মাঙ্গ ঝিয়ে খুল্লনা মাগিয়া লহ বর।
কামনা করিব সিদ্ধি কানন ভিতর॥
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা নিত্য নিরমায়া।
পূজিও মঙ্গল বারে জয় জয় দিয়া॥

মঙ্গলবারে পূজিবা মা কোন দেবতাকে।
তোমারে চিহ্নিতে নারি তুমি বট কে॥
আমা নাহি চিন তুমি সাধুর সাধুয়ানী।
আমি মঙ্গল-চণ্ডী দুর্গতি-নাশিনী॥
কি বর মাঙ্গিব মাতা তুমি সানুকূলী।
দুই সন্ধ্যা মিলিবে অন্ন হারাইলে ছেলি॥
অই কোন বোল ঝিয়ে? করিব সম্মান।
মুখ্যা গৃহিণী ঘরে, হবে পুত্রবান॥
সকল ভণ্ডনা বোল বল গো পার্ব্বতি।
স্বামী ঘরে নাহি কেমনে হব পুত্রবতী॥(১)
হাসিতে লাগিলা মাতা সেবক বৎসল।
দানা হাকারিয়া যত আনিল ছাগল॥ (২)
ছাগল দেখিয়া বামা চিত্তে উতরোল।
সর্ব্বশী দেখিয়া সঘনে দেই কোল॥
জন্মে জন্মে তুমি ছাগল হইও নিয়োজন।(৩)
তোমা হৈতে চিনি মঙ্গল চণ্ডীগণ॥
আরে ঝিয়ে খুল্লনা মাঙ্গিয়া লহ বর।
যেই বর চাহ দিব অরণ্য ভিতর॥
পুত্রবর মাঙ্গিব কিবা প্রভু নাহি ঘরে।
কি করিব ধন মাতা আছয়ে ভাণ্ডারে॥
যদি বর দিবে মাতা সেবক বৎসলে।
অনুক্ষণ রহ মতি তব পদতলে॥
মরীচি বিরিঞ্চি যারে না পায় ধেয়ানে।
হেন বর খুল্লনা মাঙ্গিয়া লয় বনে॥ (৪)

খুল্লনার শিরে চণ্ডী আরোপিল পাণি।
অভিপ্রায় পুত্রবর দিল নারায়ণী॥ (১)
দিল বর তারে চণ্ডী যত কৈল আশা।
ইন্দ্র কন্যা সঙ্গে রামা গোঙাইল নিশা॥
অষ্ট বিদ্যাধরী গৌরী চাপিলেন রথে।
কনকের বারি দিয়া খুল্লনার মাথে॥
জয় দিয়া খুল্লনা চণ্ডিকা পূজে বনে।
বিদ্যাধরীগণ যান আকাশ বিমানে॥
খুল্লনার তরে কিছু হিত উপদেশ।
লহনার শিয়রে বসিলা নিশি শেষ॥
তরাসে স্বপনে রামা হৈল কম্পবতী।
ভৎর্সিয়া তাহারে কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
চণ্ডী গেলা লহনারে কহিতে স্বপন। (২)
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

—০০—

লহনাকে চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

তোরে বা লহনা বলি হইলি কুলের কালি
সতীনেরে রাখালি ছাগল।
যারে সমর্পিল পতি, তার কৈলে দুর্গতি,
আইলে, পাইবে প্রতিফল॥
ধরিলে বাঁঝের চিহ্ন সতীনে করিস ভিন্ন
যাঁহা হৈতে কুলের প্রকাশ।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
ভকতবৎসলা মাতা লাগিল হাসিতে।
গৌড়ে যাই আমি তব স্বামীরে আনিতে॥
চাতুরী করিয়া মাতা কর কুতূহলী।
আছুক পুত্রের কার্য্য নাহি পাই ছেলি॥

২। দানা হাকারিয়া—(ভূত প্রেত) দানা পাঠাইয়া দিয়া।

৩। নিজজন (পাঠান্তর।)

৪। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
পুটাঞ্জলি খুল্লনা করয়ে স্তুতি বাণী।
খুল্লনাকে দিলা বর বরদা ভবানী॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
অবিলম্বে গৌড় হৈতে আসিবেন পতি।
স্বামীর সৌভাগ্যে তুমি হবে পুত্রবতী॥
বিপদ সময়ে তুমি করিও স্মরণ।
সেই ক্ষণে তোরে আসি দিব দরশন॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
চণ্ডী গেলা লহনারে কহিতে স্বপন।
তাহার শিয়রে বসি করেন তর্জ্জন॥
চামুণ্ডা মুরতি হৈলা গলে মুণ্ডমালা।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে করে নানা খেলা॥

অধর্ম্মে হইলি রাঁঢ় দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁঝ
সতীনেরে না কর তরাস ॥
নিশ্চিন্ত আছহ ঘরে সতীন কাননে ফিরে
জাতি নাশে নাহি তোর ভয়।
ব্যাঘ্র ভল্লুক সনে সতীন ফিরয়ে বনে
স্ত্রীবধ পড়িবে নিশ্চয় ॥
জাতি নাহি ধরে ছল নৃপতি না করে বল
ধিক্ রহ এই ছার দেশে।
স্বামী যার লক্ষেশ্বর ধনপতি সদাগর
নারী বুলে কাঙ্গালের বেশে ॥
আমার বচন শুন নাহি তোর রূপ গুণ
আপনি রাখহ নিজ মান।
সাধু জিজ্ঞাসিবে তোরে কি বলে ভাণ্ডিবে তারে
মোর আগে কর সমাধান ॥
তোর সোহাগ করিব দূর গরব করিব চূর
বারেক আসুক ধনপতি।
গরব করিলি যত তত রূপে হবে হত
মতির মত হইবেক গতি ॥
তোর সই পাপমতি কপটে লিখিল পাতি
অধোগতি যাবে লীলাবতী।
সাধু আসুক দেশে খুচাইব নাট বেশে
ইহার উচিত দিব শাতি ॥
কর নানা পরবন্ধ লেপহ কুসুম গন্ধ
নাহি নেউটিবেক যৌবন।
শুনিয়া লহনা কাঁদে গান মনোহর ছাঁদে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মল্লার।

দুর্ব্বলা মোরে বল উপদেশ।
ভাবিতে গণিতে পাঁজর হৈল শেষ ॥
কালি ছেলি লয়্যা গেল প্রভাতে সতিনী।
আজি বিষ্ণু পদতলে উরিলা ভবানী ॥
পরের বচনে তার ঘুচানু সম্মান।
অভিমানে কিবা আজি ত্যজিল পরাণ ॥
নির্জ্জন গহনে কিবা সংহারিল বাঘ।
চোর খাট লম্পট পাইল কিবা নাগ ॥
হেন বুঝি খুল্লনাকে হৈল সাপ ডঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥
প্রভু মোর হাতে আরোপণ করি নিজ শিরে।
সমর্পিয়া প্রাণনাথ গেলা খুল্লনারে ॥
তারে বধি বিমল কুলের হৈনু কালি।
এবে আমি স্বামীর চক্ষের হৈনু বালি ॥
মরিল খুল্লনা নারী পর্ব্বতের চূড়া।
উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া ॥
অবনী বিদরে যদি পুরয়ে কামনা।
তথি প্রবেশিয়া লাজ এড়াক লহনা ॥
বৈশাখে আনল সম নিরন্তর খরা।
মূর্চ্ছায় মরিল বোন পায়্যা খরা-চোরা ॥
পরের বচনে তারে দূর কৈনু দয়া।
অন্ন কষ্ট দিয়াছি আপন মায়া খায়া ॥
আজি দেখিনু ভীমা লোচন-বিশাল।
কাতি খর্পর হাতে গলে মুণ্ডমাল ॥
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥ (১)
খুল্লনার উদ্দেশে লহনা যায় বন।
মধ্য পথে দুই ভগিনী হইল দরশন ॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কাঁদয়ে লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা ॥

সপত্নী মিলন।

হের তোরে করি পরিহার।
আমার দিবস মন্দ তোমা সনে হইল দ্বন্দ
ভগিনী বলি ক্ষম একবার ॥
কালি তুমি ছিলা কোথা আমার মরমে ব্যথা
জাগরণে পোহানু রজনী।

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
পৃষ্ঠে লম্বমান তার শোভে জটাজুট।
গগন মণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট ॥

ক্ষমহ আমার দোষ দূর কর অভিরোষ
শিরে হাত দেহ লো ভগিনি ॥
আজি হইতে তুমি প্রাণ ইথে মোর নাহি আন
ক্ষমহ আমার অপরাধ।
আমি তোরে কহি দড় যে সহে সেই বড়
মনে নাহি রাখহ বিবাদ ॥
যে ঘরে নিবসে সতা অবশ্য কন্দল তথা
বৈরি ভাব না করিহ মনে।
যার সনে করি বাস একত্রেই বার মাস
অবশ্য কন্দলি তার সনে ॥
কৌশল্যা রামের মাতা কেকই তাহার সতা
দুহার কন্দলে সর্ব্বনাশ।
রাম সীতা গেলা বন সীতা হরে দশানন
এই কথা শুনি ইতিহাস ॥
লহনার বাক্য শুনি খুল্লনা হৃদয়ে গণি
লহনার পড়িল চরণে।
দামিন্যা নগর বাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সপত্নী সোহাগ।

হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল আনিল দুর্ব্বলা।
খুল্লনার অঙ্গে দিয়ে দূর কৈল মলা ॥
আমলকী দিয়া কৈল কেশের মার্জ্জন।
স্নান করি পরাইল উত্তম বসন ॥
অঙ্গে আরোপিলা রামা ভূষণ চন্দন।
একভাবে স্মরে রামা চণ্ডীর চরণ ॥
রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
সূপে পুরায়া বড় সুবর্ণের থালা ॥
কটু তৈলে কই ভাজিল গণ্ডা দশ।
মুটনিচোড়িয়া তাহে দিল আদারস ॥
খালি মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন দিল থাল তাহার উপরে ॥
রন্ধন ত্যজিয়া দোঁহে বসিলা ভোজনে।
থালীচ্ছে ভরব, বাজী পুরিয়া ব্যঞ্জনে ॥
কিয়া দিয়া রোহিত-মুণ্ডা দিল খুল্লনারে।
দেখিবারে পাইল বোঁচা টঙ্গের উপরে ॥
বোঁচা বিড়াল তার সর্ব্ব তনু হাঁসা।
অর্দ্ধখান লেজ নাহি দুই চক্ষুঃ ভাষা ॥
যত্নেক নিষেধে বোঁচা কাঁটা লয়ে যায়।
হাত মোচড়িয়া বোঁচা মুড়া লয়ে ধায় ॥
থাক লয়ে রোহিত মুণ্ডা যার যেবা ভোগ।
দুর্ব্বলা চেড়ীকে হৈল যেন পুত্র শোক ॥
সমাপি ভোজন দোঁহে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুল কৈল মুখের শোধন।
একত্র শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন।*
সেই দিন রজনী বঞ্চিল দুই জন ॥
শনিবারের দিবা পালা সমাপ্ত।

চণ্ডিকার কাক রূপ ধারণ।

নিশারম্ভ।

অবতরি কাক রূপে খুল্লনার সম্মুখে
কহিছেন মধুরস বাণী।
শুনহে খুল্লনা রামা বিধি বিড়ম্বিল তোমা
সহায় হইলা নারায়ণী ॥
কহ কাক কুশল বারতা।
যোড় হাতে করি নতি যদি আইসে মোর পতি
কহ পুনরপি মোরে কথা ॥
তোমার সমান পাখী এই গ্রামে নাহি দেখি
আইলা কিবা মোর ভাগ্য ফলে।
আসিবেন মোর পতি উড়ি যাও শীঘ্রগতি
পুনরপি বৈস মোর চালে ॥
আসিবেন প্রাণনাথ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভাত
হেম থালে করাব ভোজন।

---

* মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;
প্রমোদ শয্যায় দোঁহে করিল শয়ন।
নিশাকালে দেখে রামা সাধুকে স্বপন ॥
চিয়াইয়া হুতাশ করে কোকিল নিস্বরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়ার বরে ॥

সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস　　পূরাব তোমার আশ
দাসী হয়ে করিব সেবন ॥
পরাশর ভৃগু গর্গ　　আর যত মুনি বর্গ
গায় তোমা বসন্তের রাজে।
যত দেখ চরাচর　　নহে তোমা অগোচর
থাক ধর্ম্ম রাজার সমাজে ॥
খুল্লনার স্তুতি বাণী　　কাকরূপী নারায়ণী
উড়ি গেলা গৌড় নগরে।
গিয়া অবশেষ নিশি　　সাধুর শিয়রে বসি
স্বপ্ন কহেন সদাগরে ॥
কাম বাণ পঞ্চশরে　　খুল্লনা বিষাদ করে
তুয়া মোর শুনহ বচন।
দামিন্যা নগর বাসী　　সঙ্গীতে অভিলাষী
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

খুল্লনার বিরহ বেদন।

কহ তুয়া উপদেশ মোরে।
কাকরূপী হয়া আমি　　যদি হই বিহঙ্গমী
উড়ি যাই গৌড় নগরে ॥
দিনে থাকি গৃহ কাজে　　সকল সখীর মাঝে
যামিনী আইল মোরে কাল।
জ্বালায় মন্দির পথে　　প্রবেশ করয়ে তাতে
হিমকর-কর-শর-জাল ॥ (১)
দুঃসহ মদন বাণে　　সাপ-ডঙ্ক তনু জিনে
শীতল চন্দন হলাহলে।
বৈরি কোকিল রব　　দহে মোর তনু সব
মন জরজর দাবানলে ॥
শুইলে ধরণীতলে　　কলেবর মোর জ্বলে
চিরদিন নয় প্রতিকার।
বৈরি কুসুম-বাণ　　আকুল করয়ে প্রাণ
পতি বিনে জীবন অসার ॥(১)
কিবা নিশি কিবা দিশি আপনি কলমে বসি
যে বলান যে বা লিখান।
না জানি কি কৌতুকে　　অভয়া মুকুন্দ মুখে
নিজ সংকীর্ত্তনে রসগান ॥

সাধুকে স্বপ্নাদেশ।

যামিনীর অবশেষ,　　ধরিয়া লহনা বেশ
গেলা চণ্ডী সাধুর সন্নিধানে।
তার পাছে পদ্মাবতী　　ধরিয়া খুল্লনা মূর্ত্তি
শিয়রে বসিলা দুই জনে ॥
গর্জিয়া বলেন সদাগরে।
পর স্ত্রীতে লুব্ধ হইয়া পাসরিলে নিজ জায়া
সুখে আছ গৌড় নগরে ॥
হইয়া বিরসমুখী,　　কাজল বিহীন আঁখি
পরিধান মলিন বসন।
নাহি ভালে সিন্দুর　　কর্ণে নাহি কর্ণপুর
গুয়া বিনা মলিন দশন ॥
না করিলা ভাল কর্ম্ম　　হরিলে সাধুর
পিঞ্জর গড়াবার ছলে।
রাজা হইল অরি　　লুঠ গেল ঘর বাড়ি
নাশ গেল নিজ কর্ম্মফলে ॥
আইলা ভূপের কাজে রহিলা পাসার ব্যাজে
বেশ্যা জনের অভিলাষে।

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;
স্বপনে দেখিনু আমি　　একত্রে শয়নে স্বামী,
বাহু পসারিয়া কৈনু কোলে ॥
স্বপনে পাইয়া নিধি,　　পুন বিড়ম্বিল বিধি
চিয়াইল পিক কোলাহলে।
অশোক কিংশুক ফুল,　　হইল লোচন শূল,
কেতকী কুসুম কামকুম্ভ।
বৈরী কুসুম বাণ,　　অস্থির করয়ে প্রাণ,
আঁটে নাশ যাওরে বসন্ত ॥

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;
দেখিয়া খুল্লনা দুখ,　　প্রকাশিয়া কাক রূপ
কহে চণ্ডী মধুর বাণী।
বিনয় করিয়া তারে,　　খুল্লনা জিজ্ঞাসা করে
পুটাঞ্জলি সজল নয়নী ॥

মিথ্যা কর শিব পূজা তোর নিন্দা করে রাজা
মুখ না দেখারে নিজ দেশে ॥
পাশা খেলি গোঁয়াও দিন মর্য্যাদা করিলে হীন
হৈল নিজ কুলের কলঙ্ক ॥
সাধে করি দুই বিয়া কেমতে ধরিছ হিয়া
দুই নারী ঘরে, পতি বঙ্ক ॥
পাশে দুই জায়া কান্দে কেশ পাশ নাহি বান্ধে
দেখিয়া চিরিল সদাগর।
দামিন্যা নগর বাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

স্বপ্ন দেখিয়া উঠিল সদাগর।
চিন্তায় চিন্তিত সাধু হৃদয় জর্জ্জর ॥
রাজ ভেট নিল সাধু সফরিয়া ভেড়া।
চিনি ফেণী পুরি লইল দশ ঘড়া ॥
কান্দি বান্ধা নিল বাজন নারিকেল।
ঘড়ায় পূরিয়া নিল নাড়ু, গঙ্গা জল ॥
নৃপেরে প্রণাম কৈল দিয়া রাজ ভেট।
বিদায় প্রসঙ্গে রাজা মাথা কৈল হেঁট ॥
এক মাস থাক তারে বলে দণ্ড রায়।
রাজার বচনে সাধু মাঙ্গেন বিদায় ॥
রাজা বলে ডাকিয়া আন কারিগর।
শীঘ্র করি আনি দেও স্বুবর্ণ পিঞ্জর ॥
রাজ আজ্ঞা তখন পাইল কারিগর।
স্বুবর্ণ পিঞ্জর তারা গঠিল সত্বর ॥(১)

(১) মুদ্রিত পুস্তকে আর একরূপ আছে ;-
স্বপ্ন দেখি উঠিয়া বসিল ধনপতি।
আপনার শিরে সাধু করে আত্মঘাতী ॥
সদাগর ভাবে কেন কৈনু হেন কাজ ॥
সারি শুকের মুণ্ডে পড়ুক গিয়া বাজ ॥
পক্ষী হুহি হই তবে উড়ে যাই ঘর।
চিন্তা শোকে সাধুর হৃদয় জর জর।
রাজ ভেট নিল সাধু সফরিয়া ভেড়া।
পর্ব্বত্যা টাঙ্গন ত্যজি নিল দুই ঘোড়া ॥

গড়ে কারিগর স্বুবর্ণ পিঞ্জর
দেখিতে অতি মনোহর।
কুম্ভ সারি সারি অতি মনোহারী
গড়ে চতুঃশালা ঘর ॥
জ্বালি হুতাশন আউটে কাঞ্চন
চারি ভীতে স্বর্ণ বাড়।
স্বর্ণময় ঘর দেখিতে সুন্দর
পক্ষী বসিবার আড় ॥
তাতে স্বর্ণ কাটি বর্ণ দিয়া মোটি
চৌদিকে স্বর্ণের জাল।
স্বর্ণ জল বাটী অতি পরিপাটি
স্বর্ণের গড়িল থাল ॥
স্বর্ণের কলস দেখিতে রূপস
বিচিত্র পতাকা উড়ে।
স্বর্ণের কপাট অতি বড় আট
আপন ইচ্ছায় গড়ে ॥
স্বুবর্ণ নূপুর গড়েন প্রচুর
চৌদিকে ঝম ঝম বাজে।
অরুণ বরণ ভুবন মোহন
যেন রবি রথ সাজে ॥
গড়িল পিঞ্জর নাম বিশ্বম্ভর
নিল রাজ সন্নিধানে।
দেবতা নির্ম্মাণ অতি অনুপাম
তাহে দিল চক্ষুদানে ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

রাজারে প্রণাম করি দিল রাজ ভেট।
বিদায়ের নামে রাজা মাথা কৈল হেঁট ॥
মাস দুই থাক সাধু বলে দণ্ডরায়।
রাজার বচনে সাধু নাহি দেয় সায় ॥
বন্দিয়া ভূপতি পাত্র পণ্ডিত সমাজ।
শুভক্ষণে ধনপতি চড়ে গজরাজ।

পুরস্কার তাহাকে করিল দণ্ডরায়।
নানা ধন দিয়া তার করিল বিদায়॥
নীলা ঘোড়া, খাসা জোড়া, সুজীন কুঞ্জর।
কারিগর আনি দিল সুবর্ণ পিঞ্জর॥
পিঞ্জর দেখিয়া সাধু মনে মনে গণি।
শত মুদ্রা দিল সাধু পিঞ্জরের বানী॥
ব্রাহ্মণগণকে সাধু দিয়া নানা ধন।
শুভক্ষণে সদাগর চড়িল বারণ॥
দুই মিতে কোলাকুলি পরম সাদরে।
সকরুণে নৃপবর বলে সদাগরে॥
তোমা সনে দেখা মিতা না হইবে আর।
কহিতে কহিতে চক্ষে বহে জলধার॥
নৃপতিরে মেলানী করিল বৃহিতাল।
বড় গঙ্গা পার হৈলা চাপিয়া বিশাল॥
শীতলপুর মালতীপুর কালাহাট দিয়া।
সগড়ি বড়লখালি বামদিকে থুয়া॥
গজ পৃষ্ঠে সদাগর আইসে ত্বরাত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা॥
নয় দিনের পথ সাধু আইল তিন দিনে।
লহনা খুল্লনা বিনে অন্য নাহি মনে॥
সিমলা বালিঘাটায় বালিয়াড়ার ভয়।
ত্বরা করি চলে সাধু তিলেক না রয়॥
রায়থাল পাছু করি প্রবেশে রাজপুরে।
অজয় এড়িয়া আইল উজানি নগরে॥
আউটবেক ত্রিমুহানি চলিয়া এড়ায়।
উপনীত ধনপতি রাজার সভায়॥
পিঞ্জর এড়িয়া সাধু নোঙাইল মাথা।
নৃপতি জিজ্ঞাসে তারে গৌড়ের বারতা॥

রাজার সহিত ধনপতির সাক্ষাৎ।

ভার্য্যা এতেক বিলম্ব কি কারণে।
উড়ি গেল শারী শুক অকারণে পাইলে দুখ
কলধৌত পিঞ্জর গঠনে॥
তুমি গেলা পরবাস দুঃখ পাইলে বারমাস
দূর গেল পাশার কৌতুক।
দেখিতে লাগয়ে সাধ, কত কার্য্য হৈল বাদ
শারী শুয়া দিল এত দুখ॥
গিয়াছ আমার কাজে রয়েছ পাশার ব্যাজে
অপেক্ষণ নাহি তোর ঘরে।
লোকে দেয় অনুযোগ কিবা সাধু হৈল রোগ
অবিরত ভাবনা অন্তরে॥
সফল হইল আশা আজি পোহাইল নিশা
দেখিলাম তোমার কল্যাণ।
মরি যাকু শারী শুয়া তোমার বালাই লয়া
তোমা বহি মনে নাহি আন॥
দুখ ভাবে দুই জায়া ঝাট করি চল ভায়া
ঘরে গিয়া কর স্নান দান॥
ভূষণ চন্দন আদি প্রশংসিল যথা-বিধি
শ্রীকবি-কঙ্কণ রস গান॥

পিঞ্জর দেখিয়া রাজা করে সাধুবাদ।
সাধুকে দিলেন দান ভূষণ প্রসাদ॥ (১)
বন্ধুজন সম্ভাষে সাধু নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥
স্বামীর বারতা রামা দূত মুখে শুনি।
দুর্ব্বলাকে কহে কিছু বিষাদে আপনি॥
"চির দিনে প্রাণনাথ ঘরে আইল মোর।
খুল্লনার যৌবন দেখিয়া হবে ভোর॥"
"এড়িয়াছ মোর কথা ঔষধ উপায়।
প্রাণনাথ বশ কর হওনা সহায়॥"
"আমার লাগুক কড়ি তোমার হক যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ॥"

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
ভূপতি চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলা যায় নিজ ধাম॥
শিঙ্গা কাড়া ঠমক বাজনা উতরোল।
চারিদিগে হইল পাইকের কোলাহল॥

লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে ঔষধের পেড়ি ॥ (১)
অবধানে আলুয়ায় দৃঢ়-বন্ধন দড়ি।
লহনার হাতে দিল ঔষধ সাপুড়ি ॥
একে একে ঔষধে বলয়ে পরিচয়।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে কয় ॥

—•০—

দুর্ব্বলার বাক্যে খুল্লনার অভিসার।

আর শুনিয়াছ ছোট মা সাধু আইল পুরে।
বাহির হৈয়া শুন তত্ত্ব বাজনা নগরে।
আজি পোহাইল তোমার দারুণ দুঃখনিশা।
আজি ভবানী তোমার সফল কৈল আশা ॥
আপন বলি দুর্ব্বলারে রাখিহ চরণে।
দুর্ব্বলা অন্যের দাসী নহে তোমা বিনে ॥(২)
তুমি যত পাইলে দুঃখ মোর সে মনে ব্যথা।
এখনি তোমার হয়ে কহিব সব কথা ॥
দল ছোট্, থুয়া বাস লয়ে বাসঘরে।
চক্ষের বালী সাধুর করিব লহনারে ॥
এক কহিতে দশ কহিবে না করিবে তরাস।
ছোট বুকে নাহি করি সতীনের ত্রাস ॥
দুর্ব্বলার বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী।
প্রসাদ করিল তারে স্বর্ণের অঙ্গুরী ॥
খুল্লনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি ॥

অবধানে খসয়ে দৃঢ়-বন্ধন দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে তসরের সাড়ী ॥
দুর্ব্বলা মার্জ্জন করে লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম দণ্ড রসাল দর্পণী ॥ (১)
কবরী বান্ধিয়া দিল কুসুমের গাভা।
আষাঢ়িয়া মেঘে যেন চাঁদে করে শোভা ॥
বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ূর।
পদযুগে আরোপিল কনক নূপুর ॥ (২)
কবরী আরোপি রামা মল্লিকার মালে।
হেন কালে সাধু আসি বৈসে পাটশালে ॥
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিল সদাগরে।
প্রণাম করিয়া বন্ধু জন গেলা ঘরে ॥
খুল্লনা আইসে যেন কুঞ্জর-গামিনী।
পূর্ব্বে আছিলা যেন ইন্দ্রের নাচনী ॥ (৩)
অবনী লোটায়ে তৈল এড়ে জল-ঝারি।
সাধুকে প্রণাম করে রূপবতী নারী ॥
শিব সোঙরিয়া সদাগর কিছু বলে।
হেট মুখে খুল্লনা রহে সেই স্থলে ॥
না দেয় উত্তর রামা সাধুর বচনে।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে ॥

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
মোর বোলে লহনা করহ অবধান।
ঔষধ করিয়া সাধ আপন সম্মান ॥
লহনারে এমত কহিয়া প্রিয়কথা।
খুল্লনার কাছে দাসী হৈল উপনীতা ॥

(২) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাঁঝী।
সাধুর নিকটে তার আলাইব পাঁজি ॥
দোষ মত যদি না করহ প্রতিকার।
কি জানি ঘটায় পাছে দুঃখ পুনর্ব্বার ॥

(১) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
নয়নে কজ্জল দিল সীমন্তে সিন্দূর।
মার্জ্জন করিয়া পরে মণি কর্ণপুর ॥
শ্রবণ উপরে পরে কনক বউলি।
সজলজলদে যেন খেলিছে বিজুলি ॥

(২) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
মণি বিরাজিত হেম মধুর কিঙ্কিণী।
পদে পদে শুনি মত্ত মরালের ধ্বনি ॥
ডান করে নিল রামা রজতের ঝারি।
বাম করে নারায়ণ তৈল বাটী পুরি ॥

(৩) মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
দুর্ব্বলা রহিল তথা কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে যায় রামা সাধুর নিয়ড়ে ॥

খুল্লনারে প্রিয় সম্ভাষণ।

সুন্দরি! মাথা তুলি কহ মোরে কথা।
বলিবারে করি ভয় দেহ মোরে পরিচয়
আমার ঘুচাহ মনোব্যথা॥
বিচিত্র কবরী ভাল ফিরে তাহে অলি-জাল
মণিময় জাদ তথি দোলে।
রত্নময় কর্ণপূর তিমির করয়ে দূর
অচঞ্চলা বিজুলি কপোলে॥
বদন শারদ ইন্দু তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু
সুধাংশু মণ্ডলে যেন তারা।
রাহু তোর কেশ-পাশ আইসে করিতে গ্রাস
পূণ্যের সময় হৈল পারা॥
জিনিয়া প্রভাত-রবি সিন্দুর ফোঁটার ছবি
তার কোলে চন্দনের চান্দা।
ওরূপ মাধুরী তোর আমার লোচন চোর
ভুলায়ে মানস নিলি বান্ধা॥
নাহি লখি কি কারণে ধরসি অপাঙ্গ তূণে
কাজল গরল-যুত বাণ।
তোর কর্ণিকা ফান্দে মোর মন মৃগ বান্ধে
কার তরে করিছ সন্ধান॥
তুঁহু অতি কৃশোদরী তথি ভারি দুই গিরি
রামরম্ভা জিনি উরু-ভার।
তোর কুচ অনুপাম মণি মুকুতার দাম
যেন মেরু মন্দাকিনী ধার॥
যত প্রিয় ভাষে সাধু ঝাঁপিয়া বদন বিধু
যায় রামা ভিতর মহলে।
দোঁহার রাখিতে প্রীতি ধায় দাসী শীঘ্রগতি
লহনার ঠাঁই কিছু বলে॥

লহনার অভিসার।

আর শুনিয়াছ বড় মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধু ঠাঁই বলে অনুচিত॥
যেই পাইল সদাগরের ভেরীর সাড়া।
আনিল ভাণ্ডার হৈতে আভরণ পেড়া
অঙ্গদ কঙ্কণ হার ভূষিত করি গা।
যৌবন গরবে ভূমে নাহি পাতে পা॥
যেই সদাগর আইল আপনার বাসে।
মোহন কাজল পরি বৈসে তার পাশে॥
মুখে মুখে কহে কথা অমৃতের কণা।
কখন না দেখি আমি এমন ঢিটপনা॥
তুমি, বড়ভগিনী গুরু-জনজ্যেষ্ঠ সতীন তথি।
স্বামী ভেটিতে যায়, না লয় অনুমতি॥
উহারি সে গোরা গা নহলি যৌবন।
গুরুজন দেখি স্তনে না দেয় বসন॥
প্রথম সঙ্গমে ঠাটি নাহি করে ডর।
হেন বুঝি পারা তোর নিবে বাসঘর॥
উহারি হাতে রাঙ্গা শাঁখা অই বরণে গৌরী।
অই যে যানে স্ত্রীকলা মোহন চাতুরী॥
বিরাজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
দড় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ॥
হেলন চলন খান কে সহিতে পারে।
ভাল হৈল আইল সাধু আপনার ঘরে॥
তুমি অলক তিলক পর মোহন কজ্জল।
সাধু ভেটিবারে লহ ভৃঙ্গারের জল॥
দুর্ব্বলার বোলে রামা করে অনুমান।
মন দিয়া হুয়া মোর সাধহ সম্মান॥
লহনার চরণে প্রণাম করে চেড়ী।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি॥
অবধানে আলুয়ায় বন্ধনের দড়ি।
দোছুটী করিয়া পরে বার হাত সাড়ী॥
দুর্ব্বলা মার্জ্জন করে লয়ে প্রসাধনী।
বাম করে হেম দণ্ড কনক দর্পণী॥
আঁচড়িল কেশ-পাশ নানা পরবন্ধে।
তৈল যুত হয়ে পড়ে খুল্লনার কন্ধে॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
হেন সময় আইল নবীনা নাপিতিনী।
বসিল চরণ ধরি করিতে সাজনী॥

কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি।
দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়া গুটী।
মাছিতা দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পরয়ে মেঘ ডুম্বুর কাপড় ॥
দোয়ালী কাকালি বান্ধি কৈল ঋজু কায়।
মণিময় হার কুচ-যুগলে লোটায় ॥
রসনে তুলিয়া রামা বান্ধে পয়োধর।
বিনোদ কাঁচুলী পরে তাহার উপর ॥
যতনে পরয়ে রামা কজ্জল সিন্দুর।
মার্জ্জন করিয়া পরে মণি কর্ণপূর ॥
লহনা বিকলা-পানী পুরিয়া ভৃঙ্গারে।
নানা ঔষধ রামা মিশায় কর্পূরে ॥
ভেট দিয়া সদাগরে করিল প্রণতি।
লহনা সম্বোধি কিছু বলে ধনপতি ॥

রামা মোর দিব্য তোরে, সত্য কহ মোরে,
কা দিয়া পাঠালে জল।
আকুল পরাণ, করে কাম-বাণ,
জীউ করে টলমল।
মন মাতা হাতী, ছুটে দিবা রাতি,
নিবারি শান্তি অঙ্কুশে।
আসি সেই নারী, শান্তি কৈল চুরি,
হস্তিরে রাখিব কিসে ॥
অনেক সহর, ভ্রমি নিরন্তর,
তেমন নাহি রূপসী।
রম্ভা তিলোত্তমা, নহে তার সমা,
ইন্দ্রাণী কিবা উর্ব্বশী ॥
দেখিতে হরিষ, পরশিতে বিষ,
অমৃত বিষে জড়িত ॥
নহিক পণ্ডিত, নিবারিব চিত,
বুঝিয়া আপন হিত ॥
দেবাসুর রণে, অমৃত বণ্টনে,
শ্রীহরি হৈলা মোহিনী।
দেখিতে যে শূলী, হয় কুতূহলী,
সঙ্কেতে আইলা ভবানী ॥
বিধির কি কথা, হরিল দুহিতা,
মোহিনী যার আখ্যান।
একা মীনকেতু, ধর্ম্ম নাশ হেতু,
কি করি তার সমান ॥
ইন্দ্র সুরপতি তার শুন গতি,
হরিল গৌতম দারা।
শ্রী নব-যুবতী, পাশে দিবা রাতি,
সুগ্রীবে হরিল তারা ॥ (১)
একাদশ দশে, বৎসর প্রবেশে,
বিবাহ করিনু তেরে।
ভাল মন্দ যত, তোমারে বিদিত,
তবে ছল কেন মোরে ॥
শুনি মধুমতী, সাধুর ভারতি,
বিনয়ে বলে বচন।
করিয়া সুছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
পাঁচালী কৈল রচন ॥

সুগন্ধি পুষ্পের মালা মালিনী আনিল।
দেখি হর্ষ লহনার মনে উপজিল ॥
মোর হাত দিয়া শিরে সমর্পিয়া খুল্লনারে
গৌড় গেলা গড়াতে পিঞ্জর।
তোমার আদেশ পায়া করিনু পরম দয়া
পালিলাম এক বৎসর ॥
নাহি রান্ধে,নাহি বাড়ে,কেশ-পাশ না আঁচোড়ে
আপনি বন্ধন করি কেশ।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটকু বেশী আছে ;—
অঙ্গ জর জর, দহে কলেবর,
বিরহ মদন বাণ।
দূর কর শঠ, ছাড়হ কপট,
সত্য কহি রাখ প্রাণ ॥]
কহ সত্য বাণী, কাহার রমণী,
সত্বরে সাধিল মান।
সে ক্ষণ হইতে, অন্য নাহি চিত্তে
হেরিয়া হরিল প্রাণ ॥

চারি পাঁচ সখী মিলে রাত্রি দিবা পাশা খেলে
নিরন্তর উহার করি বেশ ॥
হরিদ্রা কুঙ্কম লয়া ঘরে ঘরে ফিরি চায়া
করিতে অঙ্গের মলা দূর।
অঙ্গদ কঙ্কণ হার আদি নানা অলঙ্কার
আপনি পরাই কর্ণপুর ॥
যবে বেলা দণ্ড দশ হেম থালে ছয় রস
সহিত করাই অন্ন পান।
ভুঞ্জায়া মৎস্যের ঝোলে শয়ন করাই কোলে
আপনি খাওয়াই গুয়া পাণ ॥
কলা খণ্ড ক্ষীর দধি ভেট পাই নানা বিধি
পুনর্ব্বার না করি তপাস।
সুখে রহে মোর ঠাঞি নাহি গণে বাপ ভাই
নাহি যায় মায়ের নিবাস ॥
আপনি ভাঙ্গায় তঙ্কা কাহার না করে শঙ্কা
যত ইচ্ছা তত করে ব্যয়।
আমি যেন দেখি প্রাণ খায়, পরে, দেয় দান
কারু তরে নাহি করে ভয় ॥
একলা ঘরের কৃত্য করি যে কেবল নিত্য
খুল্লনার দুর্ব্বলা কিঙ্করী।
চিয়ায়া খাওয়াই ভাত শুনহ প্রাণের নাথ
কেবল তোমারে ভয় করি ॥
লহনার বাক্য শুনি সদাগর মনে গণি
প্রসাদ করিল হেম-হার।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
আজ্ঞা লয়া ব্রাহ্মণ রাজার ॥

হাস্য পরিহাসে দোঁহে বসিলা দম্পতি।
জিজ্ঞাসে ঘরের বার্ত্তা সাধু ধনপতি ॥
লহনা কহিল প্রভু তুমি ভাগ্যবান্।
তোমার কুশলে প্রভু সবার কল্যাণ ॥
কৌতুকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা।
লহনার হৃদয়ে লাগিল বড় ব্যথা ॥
সদাগর বলে প্রিয়ে যদি কর মন।
আজি খুল্লনা নারী করুক রন্ধন ॥
নিমন্ত্রণ দেহ প্রিয়ে যত বন্ধু জনে।
অন্ন খাব খুল্লনার প্রথম রন্ধনে ॥
সাধুকে দেখিতে আইসে যেই বন্ধু জন।
সেই জনে দুয়া দাসী করে নিমন্ত্রণ ॥
পাণ দিয়া সদাগর তারে দিল ভার।
কাহন পঞ্চাশ লয়া চলহ বাজার ॥
যদি হাট করিবারে নাহি আঁটে কড়ি।
তঙ্কা দুই লয়ো অন্য বণিকের বাড়ি ॥
নিয়োজিল সদাগর ভারী দশ জন।
ধীরে ধীরে দুর্ব্বলা হাটে করিল গমন ॥

দুর্ব্বলার বেসাতি।

দুর্ব্বলা হাটেরে যায় পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন পঞ্চাশ লয়া কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পাণ, মুখে গুয়া
পরিধান তসরের সাড়ী ॥
দুর্ব্বলা হাটেরে যায় দোধারী লোক চায়
হের আইসে সাধু ঘরের দাই।
বুঝিয়া এমন কাজ যার আছে ভয় লাজ
ভাল বস্তু অন্তরে লুকাই ॥
লাউ কিনে কুমুড়া শতমূল পলা-কড়া
পাকা আম্র কিনে বুড়ি মূলে।
বিশা দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি
পাণ কিনে পাই বদলে ॥
মূল্য দিয়া পণ দশ জীয়ন্ত কিনিল শশ
যাবক তাবক কিনে কই।
খরসালী কিনে খই কিনিল মহিষা-দই
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই ॥
বাছি কিনে তাল-শাস হিজু জীরা রস বাস
চৈ মেতি জোয়ানী মহুরী ॥

মুগ মাস বরবটী কিনিল সরল পুঁঠী
সের দরে ঘৃত ঘড়া ভরি ॥ (১)
কুড়ি মূলে নারিকেল কুল করঞ্জা পানীফল
কাঁটাল কিনিল দুই কুড়ি।
কিছু কিনে ফুল গাভা করুণা কমলা টাবা
সেরে জুঁখি লয় ফুলবড়ি ॥ (২)
কলা কিনে মর্ত্তমান সরস গুয়া রঙ্গিলা পাণ
কর্পূর কিনিল শংখ-চূণ।
শাক বাগুণ সার-কচু খামআলু কিনে কিছু
বিশা দুই তিন কিনে লুণ ॥
নির্ম্মাণ করিতে পিঠা বিশা দরে কিনে আটা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তবে কিছু মাঙ্গিলা যে ভাট ॥(৩)
আগু পাছু ভারী জন দুয়া যায় নিকেতন
উপনীত সাধুর মন্দিরে।
চতুর সাধুর দাসী আগে ভেট দিয়া খাসী
প্রণাম করিল সদাগরে ॥

হাটের হিসাব।

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুর্ব্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি কহি হৃদয়ে গণি
এক দণ্ড করহ বিশ্রাম ॥
প্রবেশিতে হাট মাঝে আসি হরি মহারাজে
ডাকে মীনরাশির কল্যাণ।
আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাল পঞ্জী
বুড়ি কয় দশ পণ দান ॥
কান্ধে কুশের বোঝা নগরে কুশাই ওঝা
বেদ পড়ি করিল আশীষ।
ইছিয়া তোমার যশ দিনু তারে পণ দশ
দক্ষিণা আছিল বহু দিন ॥
বাজারে কর্পূর নাই চায়া বুলি ঠাঁই ঠাঁই
যতনে পাইনু পাঁচ তোলা।
পাঁচ কাহনের দর পঁচিশ কাহন কর
চারি কাহনের নিনু কলা।
আলু কচু শাক পাত আর যত বস্তু জাত
নিনু চারি কাহন দশ পণে।
তৈল ঘৃত লবণ মূলা পাঁচ কাহনের কলা
খাসী নিনু আট কাহনে ॥
প্রবেশ করিতে হাটে তথা মিলে রাজভাটে
কয়বার পড়ে উভ হাত।
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিনু পণ দশ
কাণা কড়ি পড়িল পণ সাত ॥
সঙ্গে ভারী দশ জন তা সবারে দশ পণ
আমি খাইনু চারি পণ কড়ি।
হাটে ফিরে অনুদিন সেখ ফকীর উদাসীন
তার ব্যয় ত্রয়োদশ বুড়ি ॥
প্রাণ ভয়ে দুয়া কয় সাধু বলে নাহি ভয়
দুর্ব্বলা করিল প্রাণপণ।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিবে দুয়ার নাসা
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
রন্ধন সন্ধান জানে, চিতল বোয়ালি কিনে
শোলপোনা কিনিল চিঙ্গড়ী।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী
তৈল সের দরে দশ বুড়ি ॥
২। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
তোলা মূলে তেজপাত, ক্ষীর কিনে বিশ সাত,
আদা বিশা দরে দশ বুড়ি।
মান ওল কিনে সারি, দুগ্ধ কিনে ভার চারি,
ভার দুই কিনিল কাঁকুড়ি ॥
৩। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
কিনিয়া রন্ধন সাজ, অঞ্জলিতে লয় ব্যাজ,
হরিদ্রা চুপড়ি ভরি কিনে।
স্নান করি দুর্ব্বলা, খায় দধি খণ্ড কলা,
চিঁড়া দই দেয় ভারি জনে।

রন্ধনশালে চণ্ডিকার বরদান।

সদাগর বলে প্রিয়ে তুমি কর মন।
খুল্লনা রন্ধইশালে করুক রন্ধন ॥
লহনা বলে—সবার মন করিবে হরণ।
সেই পাণ নিবে ভাত করিতে রন্ধন ॥
দশ ঘরে দশ জন নিবে নিমন্ত্রণ।
যৌবন দেখিয়া সবে করিবে ভোজন ॥ (১)
নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি দেয় ফুক্।
পরের রান্ধা ভাত খায়া চান্দ হেন মুখ ॥
পাণ নিতে আমা সনে না করে বিচার।
রন্ধন করিতে ছুঁড়ী আনিবে খাথার ॥
লহনার বোলে সাধু না কৈল সোয়াদ।
ভিতর মহলে চলে ভাবিয়া বিষাদ ॥
খুল্লনা গঙ্গার জলে কৈল স্নান দান।
চণ্ডিকা পূজেন রামা করিয়া ধেয়ান ॥
রন্ধনের তরে রামা ভাবে এক চিতে।
হেনকালে অভয়া আছিলা ইলাব্রতে ॥
সুমেরু উপরে আছে কুমুদ ভূধর।
তাহার উপরে আছে বট তরুবর ॥
এগার যোজন সেই তরুবর বট।
তার সুখে হর নাহি ছাড়েন নিকট ॥
তাহার কোটরে আছে পাঁচ খানি নদী।
তাহে বহে খণ্ড ক্ষীর ঘৃত মধু দধি ॥ (২)
পঞ্চখানি নদী লয়া দেবীর গমন।
রন্ধন-শালাতে গিয়া দিল দরশন ॥ (৩)
চণ্ডিকা দেখিয়া রামা মুখে নাহি বোল।
শিরে হস্ত দিয়া চণ্ডী তারে দিল কোল ॥
নখ ইন্দু ভাষে দূর কৈল অন্ধকার।
কবরী মল্লিকা মালে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
শিরে হস্ত দিয়া চণ্ডী করিল আশ্বাস।
উজানী মোহিবে তোমার সন্তলের বাস ॥
হেন কালে খুল্লনা করিল অনুবন্ধ।
প্রথম সন্তলে উঠে অমৃতের গন্ধ ॥

খুল্লনার রন্ধন।

চণ্ডীর আদেশ ধরি রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
সোঙরিয়া সর্ব্ব মঙ্গলা।
তৈল ঘৃত লবণ ঝাল আদি নানা বস্তু জাল
সহচরী যোগায় দুর্ব্বলা ॥
বাঁইগুণ কুমড়া কড়া কাঁচকলা দিয়া শাড়া (৪)
বেসার (৫) পিঠালী ঘনা কাঠি।
ঘৃতে সন্তোলিল তথি হিঙ্গু জীরা দিল মেথি
শুক্তা রন্ধন পরিপাটী ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—
সদাগর বলে তুমি শুনহ দুর্ব্বলা।
কি বলেন জান গিয়া তোমার ছোট মা ॥
রন্ধন করিতে তারে নিতে বল পাণ।
খুল্লনারে আনে হয়া সাধু বিদ্যমান ॥
অঞ্জলি করিয়া রামা নিল গুয়া পাণ।
সেই পথে লহনা পাতিয়া আছে কাণ ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে অধর দংশন।
দশ বন্ধুজনে সাধু দিল নিমন্ত্রণ ॥
কেহ ছোট কেহ বড় কেহবা সরল।
কেহবা সুজন আছে কেহ আছে খল ॥
লহনা বলেন প্রভু শুনহ বচন।
তোমার চরণে আমি করি নিবেদন ॥
সবাকার মন যেবা করয়ে রঞ্জন।
তাহার উচিত হয় রান্ধিতে ব্যঞ্জন ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
তাহে ঝুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে।
হেন কালে খুল্লনা পড়িয়া গেল মনে ॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
পাঁচ নদী চণ্ডিকা রাখিলা তার পাশে।
ব্যঞ্জনে অমৃত যার রসের পরশে ॥

৪। শাড়া বা শাটা—(সং) শট্টক, ঘৃত, জল, ও পিঠালী মিশ্রিত ছাচনা।

৫। বেসার—(সং) বেশবার,—বাটনা।

ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নৈটার শাকে ফুল বড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁটাল বিচী দিয়া।
ঘৃতে নালিতার শাক তৈলে বাস্তুক পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া।।
দুগ্ধে লাউ দিয়া খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সম্ভোলিল মহুরীর বাসে।
মুগ সূপে ইক্ষু রস কৈ ভাজে পণ দশ
মরিচ গুঁড়িয়া আদা রসে।।
মসুরী মিশ্রিত মাস সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গু জীরা বাসে সুবাসিত।
ভাজে চিথলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল
মান বড়ি মরিচে ভূষিত।।
বোদালি হেলঞ্চা শাক কাঠি দিয়া কৈল পাক
ঘন বেসার সম্ভোলন তৈলে।
কিছু ভাজে রাই খড়া চিঙ্গুড়ির তোলে বড়া
খরশোলা পুঁজী দশ তোলে।।
করিয়া কণ্টক হীন আম্রে শকুল মীন
খর লোন দিয়া ঘন কাঠি।
রান্ধিল পাঁকাল ঝষ (১) দিয়া তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জাল করি ভাঁটি।।
কলাবড়া মুগসাউলী ক্ষীর-মোননা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।
অন্ন রান্ধে অবশেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে।

ভোজ।

পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
শীঘ্র জানাইলা দুয়া সাধুর সদন।।
আইস আইস বলি ডাকয়ে দুর্ব্বলা।
বিদগধ সদাগর কিছু করে খেলা।।
চারি দণ্ড মোর আছয়ে স্তব পাঠ।
রন্ধন ভুঞ্জাও যারা যাব দূর বাট।।

অবশেষে গৃহস্থর উচিত ভোজন।
তার বোলে দুর্ব্বলা ভুঞ্জায় বন্ধু জন।।
প্রশংসা করয়ে তারা ব্যঞ্জন সকল।
শুনিয়া লহনার ক্ষরে লোচনের জল।।
সমাপি ভোজন তারা করিল বিদায়।
বসন কাঞ্চন মাল্য সাধু স্থানে পায়।।
সন্ধ্যাকাল দূর হৈল সাঙ্গ হৈল স্তুতি।
সালগ্রাম শিলা জল নিল ধনপতি।।
লহনা যোগায় জল পাখালিল পা।
ভোজন মন্দিরে সাধু তুলিলেন গা।।
শিব সোঙরিয়া কৈল দুই আচমন।
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন।।
সুবর্ণের বাটীতে দুর্ব্বলা দিল ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি।।
সোঙরিল জগন্নাথ প্রধান পুরুষ।
সুরনদী জলে সাধু করিল গণ্ডূষ।।
প্রথমে শুকুতা ঝোল শাক ঘণ্ট সূপ।
মীন মাংস ভোজনে আপন মনে সুখ।
ঘৃতে জর জর খায় মীন মাংস বড়ি।
বাদ করি কৈ ভাজা খায় দেড়বুড়ি।।
আম্র খাইল পিঠা জল ঘটী ঘটী।
দধি খায় ফেনী তথি করে মট মটি।।
মোনে ভোজন সাধু করে বারমাস।
আজি ভোজনের বেলা সাধু করে উপহাস।।
"যতেক ব্যঞ্জন খাইনু না পাইনু প্রীতি।"
প্রেম ভোলে রামা চলে পরম পিরীতি।।
হাসিয়া দেয় রামা কুমুড়ার তলা।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাসিয়া দুর্ব্বলা।।
হেট মুখে ধনপতি রহিল বিমনা।
হরিদ্রা আনিয়া করে দিলেন খুল্লনা।।
হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান।
হেনকালে পড়ে মনে পুঁথি অভিধান।।
রজনী পর্য্যায়ে আছে হরিদ্রা আখ্যান।
হেন বুঝি রামা মোরে দিল নিশাদান।।

১। ঝষ—মৎস্য।

ভোজন অধিক আর মনে কুতূহল।
কর্পূর তাম্বুল খায় করে খল খল।।
সাধু ইঙ্গিত দাসী বুঝিয়া সত্বরে।
শয্যা বিছাইতে যায় বিনোদ মন্দিরে।।
সাধুর আদেশ ধরে প্রবেশি শয়ন ঘরে
খট্টাকরে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি পুষ্পের দামে আমোদিত কৈল ধামে
লহনার উচাটন চিত।।
খাট চারিদিকে ঝাঁপা সুগন্ধি মনোহর চাঁপা
আয়াস ঘরে বিছায় শয়ন।।
চৌদিকে উন্নমিত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে
যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন।।
দড়ি করিয়া আঁটে প্রথমে বিছায় খাটে
তুলি মশারি শেজ ঝাঁপা।
শালের দোপাটা পাড়ে গুয়ার সাপুড়া এড়ে(১)
ফুলের তবক থোপা থোপা।।
চৌদিকে সুরঙ্গ বান্ধা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
তথি পড়ে মুকুতার ঝারা।
পাটের মশারি বেড় ভূমে নামে গজ দেড়
মাঝে মাঝে লাল পাট ডোরা।।
দুই দিকে আলো বাটী জলে পুরাইয়া ঘটী
দুই দিকে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি পান গুয়া কুঙ্কুম চন্দন চুয়া
সুগন্ধি প্রসূন মদ-লেখা।।
অঙ্গুরী পাশলী কাঁচী সুবর্ণের কড়ি মাছী
মণি মোতি পলা হেম হার।
সাধু খুল্লনারে দিতে আনিয়াছে গৌড় হৈতে
তাহা এড়ে গুপ্ত পরকার।।
শয্যা বিছায়া দাসী ধরিতে না পারে হাসি
বার চারি গড়াগড়ি যায়।
সাধু আইলা নিকেতনে শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে
হৈমবতী যাহার সহায়।।

বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন।
দেখিয়া লহনা নারী চিন্তে মনে মন।।
রন্ধনে খুল্লনা আছে রসুয়ের শালে।
সাধু ভেটিবারে বাঁঝী যায় হেন বেলে।।
এমন দেখিয়া চণ্ডী চিন্তিলেন মনে।
এই হেতু সদাগরের হরিল জীবনে।।
ভোজন করিতে দুয়া ডাকে লহনারে।
গর্জ্জিয়া লহনা কিছু বলে উচ্চৈঃস্বরে।
"যে কালে রান্ধিতে চেটি দৈলে গুয়া পাণ।
বচনেক মোরে না করিলে অবধান।।
আমা সনে বিচার না কৈলে গর্ব্ব করি।
এখনে খাইব ভাত, পেটে পারা মরি?"
বাসী পান্ত ভাত ছিল সরা দুই তিন।
তাহা খেয়ে লহনা যে কিনিয়াছে দিন॥
"ঘরের প্রধান তুমি বড় সবাকারে।
তোমার সকল ভার মান কর কারে?"
"চারি পাঁচ দুঃখ মোর হয়ে গেল জড়।
তৃণের অধিক ছোট কিসে আমি বড়?"
লহনা দুর্ব্বলা মিলি যত কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি খুল্লনা সব শুনে
সম্ভ্রমে আসিয়া ধরে তাহার চরণ।
ঘুচিল কন্দল দোহে করিল ভোজন।।
এক জন সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥

দুর্ব্বলা বুঝিয়া কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনে।
ভাণ্ডারে প্রবেশে চেড়ী আনে আভরণ পে[টী]
লহনা বিষাদ ভাবে মনে।।
পীত তড়িত বর্ণে হেম মুকুলিকা ক[র্ণে]
কেশ মেঘে পড়য়ে বিজুলী।
রজত পাশলি ছটি পরে দিব্য তুলা পা[টি]
বাহু বিভূষণ ঝলমলী॥

১। সাপুড়া এড়ে=সাঁপড়ি অর্থাৎ বাটা রাখে।

পরে দিব্য পাট শাড়ী কনক রচিত চুড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।
হীরা নীলা মোতি পোলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে মলয়জ পঙ্ক ॥
নানা আভরণ পরি ডানি করে হেম ঝারী
বাম করে তাম্বুল সাপুড়া।
সুনাদ নূপুর পায় কুঞ্জরগামিনী যায়
লহনা শুনিতে পায় সাড়া ॥
হৃদে বিষ মুখে মধু হাসিয়া লহনা বধূ
কহে হিত উপায় বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শুনহ অবলা বালা নাহি জান রতি কলা
না যাইহ সাধুর নিকটে।
রাহুর ভুখিল বেলা নবীন চান্দের মেলা
পড়িবেক বিষম সঙ্কটে ॥
রতি রঙ্গ সদাগর চির দিনে আইলা ঘর
জরজর মনমথ শরে।
মদনে আকুল চিত নাহি গণে হিতাহিত
আকুল বিরহের জ্বরে ॥
আকুল দেখিয়া জায়া সাধু নাহি করে দয়া
বিনয় বচন নাহি শুনে।
রাহুর ভুখিল বেলা নবীন চান্দের মেলা
মূঢ়মতি তুহু কাম বাণে ॥
যাবে কি সাধুর পাশে নিরানন্দে সাধু ভাসে
চির দিন বিরহ সাগরে।
কামে অতি তনু জোরি তুহু গো নৌতুন তরী
কেমনে করিবে পার তারে ॥
শুন গো প্রাণের সই অকপটে তোরে কই
আমি জানি সাধুর বারতা।
লহনা যতেক ভাষে শুনিয়া খুল্লনা হাসে
লহনার মনে লাগে ব্যথা ॥

শুন গো প্রাণের দিদি লহনা বেণেনী।
রমণে রমণী মরে কোথাহ না শুনি ॥
আগে সুরপতি দেখ মহাবলবান।
কেমনে কামিনী শচী দেয় রতি দান ॥
তবে দেখ রঘুনাথ মহাশক্তি ধরে।
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে ॥
দশ মুণ্ড বিশ বাহু লঙ্কার অধিকারী।
কেমনে রমণ তার সহে মন্দোদরী ॥
ভীম সম বলবান নাহি ত্রিভুবনে।
কেন না দ্রোপদী মরে তাহার রমণে ॥
অসিতার চারু অঙ্গ নিন্দিত কমল।
কেমনে শৃঙ্গার সহে না খায় গরল ॥
সদায় মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ।
ভবানী কেমনে সহে তাহার রমণ ॥
সহস্র যোজন পরি সহস্র কিরণ।
সহিতে তাহার তাপ নারে কোন জন ॥
তার কোলে ছায়া সন্ধ্যা থাকেন শীতল।
প্রভুর প্রতাপে বনিতার সুমঙ্গল ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

তুমি, কোথা কারে চলিছ বেশ করি।
নিষ্ঠা বোল প্রাণের দোসরী ॥
বুঝি পারা যাবে বাস ঘর।
ভেটিবারে কান্ত সদাগর ॥
তোমার নাহিক ইথে দোষ।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিতে পরিতোষ ॥
দুঃখ বড় শৃঙ্গার সমরে।
যেমন শমনে বল করে ॥
যেমন শৈচান পিক নাশে।
রাহু যেন চন্দ্রমা গরাসে ॥
ভেক যেন ধরে বিষধর।
মৃগপতি যথা করীবর ॥

যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা।
মার্জ্জারে ধরয়ে মূষিকা ॥
চিলে যেন ছুয়া লয় মীন।
তেন তোর সুরতি সতীন ॥
মোরা আজি হয়েছি প্রবীণ।
লাজ বাসি যাইতে একাকিন ॥
লাজ ভয় নাহি তোর ঠেঁঠী।
কেন বাবু নিল খায়া মাটি ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত ॥

না বোল না বোল দিদি বিরোধ বচন।
আপনার পতি যেন অঙ্গের ভূষণ ॥
স্বামীর প্রতাপ বনিতার সুলক্ষণ।
দশ শত বাহু ধরে বলীর নন্দন ॥
সহে তার বনিতা কেমনে আলিঙ্গন।
রতি সুখ বিনে তার না পূরে যে মন ॥
দশ মুখে চুম্বন সহেন মন্দোদরী।
ভিন্ন নাহি কৈল বিধি কুমারীর পুরী ॥
ভোজন বেলায় পতির করিছি আশ্বাস।
তার সত্য ভাঙ্গিতে আমার বড় ত্রাস ॥
এমন শুনিয়া রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
কবিকঙ্কণে কৈল পাঁচালী প্রকাশ ॥

লহনার পদধূলী ধরিলেন মাথে।
সুবর্ণের ঝারি দিল দুর্ব্বলার হাতে ॥
লহনা বিষাদ ভাবে খুল্লনা বচনে।
মদনে পীড়িত রামা যায় পতি স্থানে ॥
দুই দিকে প্রদীপ জ্বলয়ে সারি সারি।
অগৌর চন্দনে রামা পুরি লৈল ঝুরি ॥
হাতে তাম্বুলের বাটা সুবাসিত জল।
দেখিয়া লহনা রামা হইল বিকল ॥
দুর্ব্বলা রহিলা তথা কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে গেল রামা পতির নিয়ড়ে ॥
অভয়া স্মরণ করি প্রবেশিলা ঘরে।
অনঙ্গে ভরয়ে অঙ্গ দেখি প্রাণেশ্বরে ॥
দেখিলেন সদাগর বিরহের জ্বরে।
মনে ভগবতী রামা সোঙরণ করে ॥
কি বলিব কি করিব করে অনুমান।
না জানি সুরতি রস কি হয় নিদান ॥ (১)
সাধুকে দেখিয়া রামা হৈলা চমকিত।
বসিয়া সাধুর পাশে হইলা বিস্মিত ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল তার অগৌর চন্দন।
শ্বেত চামরের বায়ু করে অনুক্ষণ ॥
মলয় বাতাস নারীর হস্তে পায়া।
দ্বিগুণ হইল নিদ্রা খট্টায় শুতিয়া ॥
করে আরোপিয়া মুখ ছাড়য়ে নিশ্বাসে।
কিবা বাসঘরে প্রভু মৈলা দৈব দোষে ॥
চিয়ায়া উত্তর দাও সাধু অধিকারী।
তোমার মরণে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥
চিকুর চাঁচর প্রভু বরণ শ্যামল।
গজস্কন্ধ সদাগর দশন উজ্জ্বল ॥
ভালই আছিলা প্রভু গৌড় নগরে।
হেন বুঝি দেশে আইলা মরিবার তরে ॥
দুর্ব্বলাকে ডাকিয়া আনিল রূপবতী।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহি প্রাণপতি ॥
চিয়াও চিয়াও বলি রামা বসিল শিয়রে।
আকুল করিল চিত মনসিজ শরে ॥
নাহি জানি কিবা আছে কপালে লিখন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মৃত পতি কোলে করি কান্দয়ে খুল্লনা নারী
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার।

---

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে:—

মানিনী হইয়া মান সাধেন যতনে।
দেখাইয়া মুখ রামা ঢাকিল বসনে ॥
নিদ্রায় আকুল সাধু নাহিক চেতন।
খুল্লনা সুন্দরী দুঃখ ভাবে মনে মন ॥

বিধির দারুণ দণ্ড কজ্জলে মলিন গণ্ড
ধূলায়ে লোটায় হেম হার ॥
কেমন দারুণ বেলা পায়রা উড়াতে গেলা
কোন পাপে ক্ষণে হৈল দেখা।
কেবল উত্তর দুখ দেখিলে আমার মুখ
ভাদ্রে চতুর্থীর চান্দ রেখা ॥
বিবাহ করিয়া আইলে নৃপ সম্ভাষণে গেলে
সারি শুক হয়ে আইল কাল।
তুমি গেলা দূর পথ আমি দুঃখ পাইনু যত
হৃদয়ে রহিল বড় শাল ॥
অভয়া করিল দয়া আইলা পঞ্জর লয়া
মোরে চান্দ হইলা প্রকাশ।
আজানু দীঘল বাহু অকাল মরণ রাহু
কিবা দেব উদয়ে গরাস ॥
কিবা মুঞি রাক্ষসগণী হেন কথি নাহি জানি
বিবাহ করিলে পাপ কালে।
তার প্রতিকার হেতু ছাগল রাখিনু নিতু
এই মোর কলঙ্ক কপালে ॥
বিলম্ব করহ কিসে আনহ মাহুর বিশে
দুর্ব্বলা প্রাণের সহচরী।
তেজিব মনের দুখ না দেখিব লোক মুখ
প্রভাত না হয় বিভাবরী ॥
পতিব্রতা শিব শক্তি দেখি খুল্লনার ভক্তি
সাধুকে চিয়াল কুতুহলে।
তেজিয়া মনের ব্যথা বসনে ঢাকিয়া মাথা
খুল্লনা লুকায় খাট তলে ॥

নবদম্পতি।

চিয়াইয়া সদাগর বসিলা আসনে।
আনন্দ হইল চিত্ত মনসিজ বাণে ॥
উন্মত্ত হইয়া সাধু করে মহা খেদ।
চেতনাচেতন তার নাহি পরিচ্ছেদ ॥
দেখিতে দেখিতে হাথে হারাইনু নিধি।
এত দুঃখ পুরুষের সৃজিলেন বিধি ॥
কহ খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী।
কহ না প্রদীপ মোর কোথা সহচরী ॥
অবিরোধে কহ কথা মধুকর বধূ।
যার কবরী মল্লিকা মালে পান কৈলে মধু ॥
চিত্রের পুত্তলি যত গৃহের ভিতরে।
তাহাকে জিজ্ঞাসে ধনপতি সদাগরে ॥
এত দিন একলা ছিনু পরবাসে।
স্বপনে লহনা নারী থাকিতেন পাশে ॥
প্রবাস ছাড়িয়া আইলাম নিজ ঘর।
কি দিয়া সুন্দরী মোরে করিলে পাগর ॥
খুল্লনা লুকায় ধনপতি নাহি জানে।
বিরহে ব্যাকুল সাধু হয় কাম বাণে ॥
অনুচর হয়ে সাধু ভ্রমেণ ভবন।
খাটতলে শুনে সাধু নূপুর নিস্বন ॥
সত্বরে আসিয়া ধরে তাহার অঞ্চলে।
সম্ভ্রমে আইসে রামা ছাড়ি খাট তলে ॥
কর ছাড়াইয়া রামা ধরিল চরণে।
বিনয় করিয়া তারে সাধু কিছু বলে ॥

রামা হে নয়ান না কর বঙ্কা।
তোরে দেখি লাগে বড় শঙ্কা ॥ ধ্রু ॥
কানড় খোঁপা কনক চাঁপা
পাটের থোপা দোলে।
তোমার শুনি বায় মধু বিষ ভায়
ভ্রমরী পড়িল ভোলে ॥
বয়ান বিমল কনক কমল
কণ্ঠে গজমতি সাজে।
পাটের সাড়ি করি পরিধান
চলিতে নূপুর বাজে ॥
কামের ধনুক কাম শর ছাড়ি
আছয়ে সাধুর তরে।
শ্রীকবি কঙ্কণ করিল রচন
দেবী অভয়ার বরে ॥

মনে মদনে দুহে বাজল দ্বন্দ্ব।
আকুল মুগধা রামা পড়ি গেল ধন্দ।
মানিনী নারী না বৈশে পাশ।
কামানে আরতি না ভজে পতি বাস॥
বিমল কপোল ঝাঁপাই করতলে।
পীন কঠিন অঙ্গ দরশয়ে দুলে॥
পাশ পরশই মদন বিকাশ।
মনে হৃদয়ে অতি অভিলাস॥
লাজ ভয় তেজি রামা করে নিবেদন।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবি কঙ্কণ।। (১)

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে;—(ধনপতির উক্তি।)
কি ব্যাধি জন্মিল হিয়ার মাঝে।
চন্দ্রকর শর সদৃশ বাজে॥
জ্বর নহে অঙ্গে সদাই তাপ।
জড়িত মুখে কলেবরে কাঁপ॥
অঙ্গে যদি লেপি চন্দন পঙ্ক।
দহে দেহ যেন দংশে ভুজঙ্গ॥
শুকায় বদন নাহি পিপাসা।
চন্দনের গন্ধ না সহে নাসা॥
প্রাণের ডাকাতি পাপ বসন্ত।
কেতকী কুসুম কামের কুন্ত॥
অপাঙ্গের তূণে তুলিয়া বাণ।
কজ্জল গরল করি আধান॥
করুণা ত্যজিয়া বিন্ধিল বাণ।
ব্যাধ ভয়ে প্রিয়ে তুমি নিদান॥
লোচন গঞ্জে খঞ্জন তোর।
নিত্য হরে মোর লোচন চোর॥
মরমে বিন্ধিল রঙ্গ বকুল।
মধুকর রব কর্ণের শূল॥
বিষ বৃষ্টি জ্ঞান কোকিল গান।
হরে মোর প্রাণ জগৎপ্রাণ॥
ব্যাধি হরে মোর বদন রস।
বৈদ্য হয়ে রাখ আপন যশ॥
তোমার যৌবন মোর জীবন।
চিত্ত রঙ্গে করে দুজনে রণ।।
হাসি সাধু পড়ে সে পদ তলে।
স্থির হয় পুন পুণ্যের ফলে॥
সাধু কহে যত গদ গদ ভাষে।
শুনিয়া সুন্দরী ঈষদ হাসে॥
সাধুরে রামা পরিহার যাচে।
গায়েন মুকুন্দ, অক্ষর নাচে॥

সদাগরের সমীপে খুল্লনার দুঃখ ও বার মাস্যা কথন।

ত্রিপদী।

দাণ্ডায়ে পতির পাশে খুল্লনা মধুর ভাষে,
জানিনু তোমার যত দয়া।
তোমার কপট বাণী মূল কাটি ঢাল পানী,
দূরে গেলা কোন্দল ভেজায়া॥
মুখে কর মধু বৃষ্টি, কেবল কপট দৃষ্টি,
হৃদয়ে তোমার হলাহল।
কি পাইলা অপরাধ, কেন এত বিসম্বাদ,
পরে পরে করালে কোন্দল॥
সাধু লোক যেবা হয়, কারো নাহি করে ভয়,
দোষ গুণ দেখি দেয় ফল।
না বুঝি তোমাকে ইথে, স্ত্রীকে মার পর হাতে,
বিপরীত তোমার সকল॥
আইনু তোমার বাস, করিলাম বড় আশ,
বিধি বাম আমার উপর।
আশায় পড়িল বাজ, বনিতা সভায় লাজ,
লাতি কিলে ভাঙ্গিল পাঁজর॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি, ধর্ম্ম পথে তব গতি,
প্রকাশ করয়ে জগজন।
অন্নে না উদর পুরি, খুঞার বসন পরি,
এ তোমার ব্যভার কেমন॥

ছনার ছুট, খুয়াঁ বাসে এড়িয়া প্রভুর পাশে
পত্র দিল বান্ধবের করে।
নিকটে আনিয়া বাতি সদাগর পড়ে পাতি
ভাসে রামা লোচনের নীরে ॥
শঙ্কর নিশান পাতি গ্রহ প্রতিকার ইতি
লহনারে লেখে ধনপতি।
ধরিয়া কুন্তল তার নিবে অষ্ট অলঙ্কার
পরিবারে দিবে খুয়া ধুতি ॥
দিয়া তারে অন্নকষ্ট যৌবন করিবে নষ্ট
নিয়োজিবে ছেলীর রক্ষণে।
পর্য্যঙ্ক তুলি পাড়ি নিবে আভরণ পেড়ি
দিহ তারে খোসলা শুড়নে ॥
নিবারিবে তৈল গুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া
লবণ ব্যঞ্জন ঘৃত দধি।
অই কন্যা নিশাচরী না বোল আমার নারী
নানা দুঃখ দিহ যথাবিধি ॥
শোয়াবে অজের শালে অন্ন দিবে নিশা কালে
পূরে যেন অর্দ্ধেক উদর।
যদি তার হয় ব্যাধি নাহি দিবে মহৌষধি
ঔষধ না দিবে ব্যাধি হর ॥
জ্যৈষ্ঠের তারিখ দিল স্নান হীন জায়া কৈল
সাক্ষী করি উজানী নগর।
সমাপ্ত করিয়া পাতি অবশেষে লিখে ইতি
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥

পত্র পড়ি পরম লজ্জিত সদাগর।
বলে প্রিয়ে নহে এই আমার অক্ষর ॥
যদি এই পত্রে মোর আছে অনুমতি।
করিবেন দণ্ড মোরে দেব পশুপতি ॥
সত্য সত্য বলি আমি শিবের শপথ।
পাপিনী লহনা তোরে করিল এমত ॥
অপাঙ্গ গুণে তব কাজলযুত শর।
বিঁধিয়া ছাড়হ মোর মন মৃগবর ॥
কুলের কলিকা তুমি কুলবতী জায়া।
অবিচারে প্রাণনাথে কেন ছাড় দয়া ॥
দরিদ্র আচার হীন যদি হয় পতি।
নিন্দার আশ্রয়ে পতি নাহি ছাড়ে সতী ॥
ক্ষমা কর অহে প্রিয়ে ধরি তব হাত।
কোপ সম্বরহ, হয় রজনী প্রভাত ॥
লহনারে প্রিয়ে তুমি রাখাইহ ছাগল।
নিয়ম করিহ অর্দ্ধ সেরের সম্বল ॥
পরিবারে খুয়া ধুতী উড়িতে খোসলা।
শয়নের স্থান তারে দিহ ঢেঁকীশালা ॥

জগজনে তোমা জানি, কুবের সমান ধনী,
সাত নায়ে কর যে বেপার।
তুমি হেন মোর স্বামী, ছাগল রাখিনু আমি,
এই লাভে পুরাবে ভাণ্ডার ॥
উথলে আমার বাণী, শ্রাবণের যেন পানী,
সমুদ্রের যেমন তরঙ্গ।
যত দুঃখ দিল সতা, কহিব কতেক কথা,
তোমার নিদ্রার হয় ভঙ্গ ॥
দুর্ব্বলা যে মত আছে, থাকিব তোমার কাছে,
দূর কর তাহার ব্যবহার।
জানিহে তোমার গুণ, করিবা আমারে খুন,
লহনা তোমার মূলধার ॥
কহিতে বিদরে বুক, না চাহি তোমার মুখ,
বিধি কৈল অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়য়ে মন, দাবানলে যেন বন,
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা ॥
যদি মোর ছিল দোষ, ক্ষমিতে নারিলা রোষ
গলে কেন নাহি দিলা কাতি।
এই বড় ঠাকুরালি, মুখে দিলা চুণ কালী,
সতিনী হাতিয়া মার লাতি ॥
কহিতে মনের দুখ, বিদরে আমার বুক,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমিতলে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ;
বিরচিল অভয়া মঙ্গলে ॥

খুল্লনার বারমাস্যা।

(১) প্রথম জ্যৈষ্ঠেতে গেলা প্রভু গড়াতে পিঞ্জর।
প্রবল সতিনী ঘরে হৈল স্বতন্তর ॥
ছেলী রাখিবারে পত্র আইল যেই দণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ॥
(২) আষাঢ়ে পূরিল মহী নব জলধর।
ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল ॥

১। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে;
এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন।
বার মাসের দুঃখ কথা করায় শ্রবণ ॥
২। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ ;—
শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
খুঞ্চা পরাইয়া নিল যত আভরণ ॥
আষাঢ়ে গগনে মেঘ উঠিল প্রচণ্ড।
বৃষ্টির বিলম্ব নাহি সহে এক দণ্ড ॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন মুষলের ধার।
কোলেতে করিয়া ছেলি নার্লা করি পার ॥
ছাগল চরাই গিয়া পুকুরের পাড়ে।
দুরন্ত ছাগল নাহি আইসে নিয়ড়ে ॥
পর ক্ষেতে যায় ছেলি পরক্ষেতে যায় ছেলি।
নগরিয়া লোকে মোরে দেয় গালাগালি ॥
প্রচণ্ড বাদল বড় ভাদ্রপদ মাসে।
নদী নালা একাকার কত ঢেউ আইসে ॥
ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি খুঞ্চা ধুতিখানি ॥
বৃষ্টি বাজে যেন শেল বৃষ্টি বাজে যেন শেল।
তিন দিন ব্যতীতে লহনা দেয় তেল ॥
আশ্বিনে ছিলাম নাথ বড় মনোরথে।
শুনিনু পিঞ্জর লয়ে তুমি আইল পথে ॥
অনশন ব্রত করি পূজি ভগবতী।
অভাগ্যের ফলে নাহি আইলে প্রাণপতি ॥
রামা পরে অলঙ্কার রামা পরে অলঙ্কার।

বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি
কত শত খায় জোক নাহি খায় ফণী ॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
কাননে রাখি যে ছেলী মাথে বৃক্ষ পাতা।
একাকিনী বনে ফিরি কারে কব কথা ॥
ভাদ্র মাসে ত বড় দুরন্ত বাদল।
খালি জুলি ভরিল নাহি চলয়ে ছাগল ॥

তৈল বিনা কেশে মোর হৈল জটাভার ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের প্রকাশ।
জগজনে করে শীত নিবারণ বাস ॥
ছমাসের খুঞ্চাখানি হৈল মোর গুঁড়া।
লহনা প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
অগ্নিসেবা করি শীত করি সমাধান ॥
মার্গশীর্ষমাসে ধান কাটয়ে সংসারে।
ক্ষেতে ধান কুড়ায়ে অভাগী পেট ভরে ॥
দারুণ বিধাতা যদি অন্ন দিল মোরে।
শমন সমান শীত লাগিল আমারে ॥
অজা সহ অজাশালে প্রত্যহ শয়ন।
অঙ্গে দিতে নাহি আঁটে খোসলা বসন ॥
পৌষেতে করে লোক নানা উপভোগ।
সবাকার বস্ত্র বিধি করিল সংযোগ ॥
লহনা প্রসাদ কৈল পুরাণ খোসলা।
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা ॥
মাঘমাসে অনিবার সর্ব্বদা কুজ্ঝটি।
তৃণলোভে ধায় ছেলী না আসে লেউটী ॥
দৈবযোগে এক ছেলী খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে ॥
কত করিলাম নতি কত করিলাম নতি।
কেশে ধরে লহনা মারিল কীল লাথি ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত উত্তর পবন।
খণ্ড খণ্ড হৈল মোর খুঞ্চার বসন ॥

ছাগলের কাণে ধরি করি টানাটানি।
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি মুঢ়া খুঞা খানি ॥
আশ্বিনে অম্বিকা লোক পূজয়ে হরিষে।
শুনিনু পঞ্জর লয়া তুমি আইলে দেশে ॥
নিকেতনে প্রাণনাথ কৈলা বনবাস।
কার্ত্তিক মাসে ত হৈল হিমের প্রকাশ ॥
প্রথম কার্ত্তিকে হৈল হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
নিয়োজন কৈল বিধি সবার কাপড়।
ঢেঁকীশালে খুল্লনার পোয়ালের খড় ॥
মার্গ শীর্ষ মাস আপনি ভগবান।
হাটে মাটে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥
উদর পূরিয়া অন্ন দিল যদি বিধি।
যম সম শীতে তাহে নিরমাইল বিধি ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ ॥
তুলা তনুনপাত্ত তৈল তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
বুকে নিজ কর দিয়ে পৌষের শীতে।
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি অগ্নি জ্বালি নিতে নিতে ॥
তাহাও দেখিতে নারে দারুণ সতিনী।
দুবলা হাথাঞা তায় ঢালি দেয় পানী ॥
মাঘ মাসে এক পাঁঠী খাইল শৃগালে।
অবনী বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে ॥

ছিল মোর কর্ম্মের যাতনা।
চুলে ধরি কীল লাথি মারয়ে লহনা ॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত মলয় সমীরণ।
খুল্লনার গায়ে বস্ত্র খুঞার বসন ॥
নয় মাসে খুঞা খানি হয়া গেল গুড়া।
সতিনী প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া ॥
শয়ন ঢেঁকীশালে শয়ন ঢেঁকীশালে।
নিদ্রা না আইসে ক্ষুদ্র পিপীলিকার জ্বালে ॥
মধু মাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ ॥
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীড়িত মদনে ॥
খুল্লনার অঙ্গ পোড়ে উদর দাহনে ॥
বৈশাখ মাসের দুঃখ শুন সদাগর।
তব আজ্ঞায় এই রীতি এক বৎসর ॥
শুনহ আমার দুঃখ বেণিয়ার বালা।
যত দুঃখ পাইনু সাক্ষী আছয়ে দুর্ব্বলা ॥
তুমি আইস নিজাগারে শুনিয়া লহনা।
দিন দুই চারি কৈল আমারে মাননা ॥
খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখের কাহিনী।
প্রবোধ করেন তারে পোহাক রজনী ॥
সাধু সঙ্গে খুল্লনা যতেক কিছু ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি লহনা সব শুনে ॥
সাধুকে ভৎসিতে রামা সাজাইলা ঘরে।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে ॥

কাঠ কুড়াইয়া আনি গহন কাননে।
বেহান বিকাল যায় দহন সেবনে ॥
শয়ন ঢেঁকি শালে নাথ শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিপীলিকা জ্বালে ॥
চৈত্রেতে চাতক জল মাগে জলধরে।
কমলে লোটয়ে মধু ভ্রমরী ভ্রমরে ॥
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীড়য়ে মদনে।
আমার পোড়য়ে অঙ্গ উদর দহনে ॥
আমার কর্ম্মদোষে নাথ আমার কর্ম্মদোষে

বিধাতা বঞ্চিত মোরে তুমি দূর দেশে ॥
শুভ চন্দ্র হৈল মোর প্রথম বৈশাখ।
চণ্ডীর কৃপায় দূর হইল বিপাক ॥
তব আগমন বার্ত্তা পাইয়া লহনা।
এবে দিন দশ মোরে করিল মাননা ॥
এবে ছেলী নাহি রাখি এবে ছেলী নাহি রাখি।
দুই চারি দিবস লহনা কৈল সুখী ॥
খুল্লনার দুঃখ কথা শুনি সদাগর।
হেট মুখ করি সাধু চিন্তেন অন্তর ॥

লহনার ছলনা।

লাজে পড়িল দ্বিজরাজ।
অপরূপ তুঁহু অলি মুকুলে করহ কেলি
ধনি ধনি বিদগধ রাজ ॥
পড়ি শুনি হৈলা ভাল কাম মদে মাতোয়াল
নৌতুন যৌবনে গেলা ভুলে।
না বুঝিয়া রস গন্ধ লুব্ধ ভ্রমর ধন্ধ
যেন বৈসে শিমুলের ফুলে ॥
দুর করি লজ্জাতঙ্ক তুহু সাধু রতি রঙ্গ
ছল কর বনিতার তরে।
রসহীন কাদম্বিনী চাতক মাঙ্গয়ে পানী
আপন গৌরব কর দুরে ॥
অরি তোর পঞ্চবাণ বিলম্ব না সহে প্রাণ
অভিসারী তুহু সহচরী।
দরিদ্র যতেক জন সেহ নহে ত কৃপণ
কেন বিলম্বহুঁ অধিকারী ॥
তুহু রতি কলা নিধি ও না জানে বৈদগধি
কুতুহল তরাস চঞ্চলা।
স্থিরা সৌদামিনী যেন আলিঙ্গন ঘনে ঘন
ধনি ধনি বৈদগধি লীলা ॥
লহনা যতেক বোলে শুনি সাধু কোপে জ্বলে
ক্রোধ বলে হানিল মদন।
লহনার করে পাঁতি আরোপিল ধনপতি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

লহনাকে ভৎ´সনা।

উজানী নগরে বৈসে যত জন জানি।
একে একে অক্ষর সবার আমি চিনি ॥
পাপমতি হিংসামতি তুহু লো দুঃশীলা।
কপটে লিখিল পাতি তোর সই লীলা ॥
বাঁঝি চল ঘর ছাড়ি বাঁঝি চল ঘর ছাড়ি।
যদি না খাইবে বাঁঝি পাউড়ির বাড়ি ॥
অপমানে লহনা অনল হেন জ্বলে।
খুল্লনা গঞ্জিয়া নিজ নিকেতনে চলে ॥

---

(১) মন্ত্রবলে সদাগর পাষ্টি কৈল বশ।
ডাক দিয়ে সদাগর পাতি ফেলে দশ।
যৌবন মদেতে মত্ত কুলের খাঁকার।
এই হেতু নিমু তার অষ্ট অলঙ্কার ॥
স্বামী ঘরে না থাকিলে বেশে কিবা কায।
আমি না থাকিলে হৈত তব কুলে লাজ ॥
ছাগল রাখিতে আমি দিনু দুঃখী জনে।
আপনি ছাগল লয়ে ভ্রমে বনে বনে ॥
তোমার প্রসাদে ঘরে নাই কোন ধন।
আপন আবেশে দেয় ছাগে অলিঙ্গন ॥
আমা হৈতে হৈল তোমার জাতির রক্ষণ।
বিষয়ে সমান তুমি কহ কুবচন ॥
মিথ্যা পরিবাদে রামা কান্দে অভিমানে।
বদন সরসিরুহ ঝাঁপিয়া বসনে ॥
কার্য্য বুঝি লহনারে ভৎ´সহে সদাগর।
পাঁচালী রচিল শ্রীমুকুন্দ কবিবর ॥

১। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে ;—

খুল্লনা লইয়া সাধু সুখে কর ঘর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব নায়র ॥
সিন্দুরে সুন্দর ফোটা করে ভাল দেশে।
অধর রঞ্জিত করে তাম্বুলের রসে ॥
করেতে দর্পণ ধরি নেহালে বদন।
অঙ্গে পরে আভরণ করিয়া মার্জ্জন ॥
জাতি যূথী মল্লিকায় সদা বান্ধে কেশ।
স্বামী ঘরে নাহি যার তার কেন বেশ ॥
দু সন্ধ্যা চিরুণী ধরি পাড়ে মোহন পাটি।
সদাই কাজল পরে গলাভরা কাঁটি ॥
হাতে পাণ মুখে গুয়া বেড়ায় বাটী বাটী।
প্রতিবাসী বুলে দেখি এত বড় ঠেঁটী ॥

মনে করে সদাগর পাঁচনী প্রকার।
যোড় দিয়া বান্ধে সাধু ভিতর চৌসার ॥
খুল্লনা ফেলিল পাষ্টি পড়িল বা পঞ্চ।
চারি পাঁচ বান্ধে রামা করিয়া স্বচ্ছন্দ ॥
দুরি ফেলি সদাগর বান্ধিল চৌসার।
বান্ধিয়া খুল্লনা পাষ্টি লৈল আরবার ॥
বিঘাট ত হয়া পাষ্টি পড়ে দোয়া চারি।
পাষ্টি পড়নে জানে আপনার হারি ॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি সাধু বোলে পুন।
সিয়ান দুর্ব্বলা পাষ্টি ধরিল তখন ॥

খুল্লনা বুঝিয়া কায, ত্যজে কুল ভয় লাজ,
লহনারে বলে কটু বাণী।
শুন রামা সাবধান, আপনি আপন মান,
রাখি যাহ কুল কলঙ্কিনি।
তুই অতি ক্রুরমতি, জানহ অনেক ভাতি,
নিজ গুণ না কর প্রকাশ।
কিবা মনোহর বেশ, পাকিল মাথার কেশ
কোন লাজে কর পতি আশ ॥
ছাড় বাঁঝি আপন বড়াই।
সাধু নাহি ছিল ঘরে, তেঁই ভয়াইনু তোরে,
না জানিয়া বলিনু গোঁসাই ॥
কেবা ভাল বলে তোরে, কালকূট অন্তরে,
স্বামী সঙ্গে না কৈলি সম্ভোগ।
দেখিয়া পরের ধন, সাত পাঁচ চোরের মন,
বুড়া কালে বাড়াইলি রোগ ॥
খুল্লনার কটু ভাষ, শুনিয়া ছাড়য়ে শ্বাস,
লহনা অনল হেন জ্বলে।
তোরে আমি ভাল জানি, দুষ্টমতি কলঙ্কিনি,
কলঙ্ক রাখিলি নিজ কুলে ॥
না জানি রসের সীমা, বহু দিনে পেয়ে তোমা
সাধু বশ মদন বিহারে।
দরিদ্র যাচক জন, না বুঝিয়া দোষ গুণ
প্রেম ত্যজি পিতল আদরে ॥

হারিলে শোধন কালে হবে পরমাদ।
ক্ষীণ বালা তুহঁ পাছে পাও অবসাদ ॥
পাশা এড়ি সদাগর ধরিল তখন।
দুর্ব্বলা লইয়া পাশা করিল গমন ॥

আলিঙ্গন প্রেম রসে দুহু দুহে প্রেমে ভাষে
দুই তনু নিগড় বন্ধন।
বলয়া ঘাঘর বাজে অনঙ্গ সমরে যুঝে
অভিনব মুরতি মদন ॥

ধনপতির সহিত খুল্লনার পাশা খেলা।

খুল্লনার শুনি সাধু দুঃখ অবশেষে।
লজ্জা পেয়ে সদাগর কহে প্রিয় ভাষে ॥
তোমা হইতে প্রিয় নহে লহনা বেশ্যানী।
বিচারিয়া দিব ফল পোহাকু রজনী ॥
যামিনী সময়ে দ্বন্দ্ব নহে যুক্তি মত।
কোন্দল করিলে হয় রঙ্গ রস হত ॥
সাধুর বচন শুনি বলেন খুল্লনা।
দূর কর প্রাণনাথ কপট রচনা ॥
বিশেষ বুঝিনু নাথ তোমার চরিত।
অন্য হাতে অন্যের করহ বিপরীত ॥
খুল্লনার অভিমান বুঝি কহে পতি।
প্রেমরসে দন্দরস ছাড়হ যুবতি ॥
সদাগর প্রিয়ভাষে রতি রস আশে।
শুনিয়া সুন্দরী কিছু বলে প্রিয় ভাষে ॥
দূর কর প্রাণনাথ রতি রস আশা।
আইস যামিনী যোগে দোঁহে খেলি পাশা ॥
সদাগর বলে প্রিয়ে পরম মঙ্গল।
পাশায় হারিলে দিব ভাণ্ডার সকল ॥
তুমি যদি হার তবে দিবা রতি পণ।
সদাগরে কিছু রামা করে নিবেদন ॥

শোভে অতি অনুপম   বহে বিন্দু বিন্দু ঘাম
উতরোল ভরাস কৌতুকে।
স্থির সৌদামিনী যেন   আলিঙ্গন ঘনে ঘন
দুই তনু নিবিড় পুলকে॥
সাধু মদনের সখা   অধর কজ্জল রেখা
কপালে সিন্দুর বিভুষণ।
নিভৃতে নিকলে শ্বাস   মুখে গদ্ গদ ভাষ
দুর গেল কবরী বন্ধন॥ (১)
অম্বর সরজে যেন রাজে।
সুনাদ মন্দির কঙ্কণ বাজে॥
নিদ্রায় ভুলিল সদাগর।
শয়ন করে খট্টার উপর॥
দামিন্যা নগরে চক্রাদিত্য সর।
সেবিলে যারে জড়িমা দুর॥
বন্দি গোপীনাথ ঠাকুর।
কৌতুকে কল্লিল মুকুন্দ পুর॥
ইতি শনিবারের নিশা পালা সমাপ্ত।

রবিবারের দিবারম্ভ।

রাম রাম স্মরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আসার কুলে গেলা নিশানাথ॥
কুসুম শয়নে সাধু ছিলা নিদ্রা ভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে॥
অরুণ লোচন যুগল মলিন অধর।
খলিত বসনে সাধু পালটে অম্বর॥

বাহির হৈতে লহনার চক্ষে চক্ষে ভেট
লজ্জার কারণে সাধু মাথা কৈল হেট॥
নিত্য নৈমিত্ত কার্য্য করি সমাধান।
অজয় নদীর জলে কৈল স্নান দান॥
এক ভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ।
ভূষণ কাঞ্চন সাধু পরি আভরণ॥
নানা দিকে নানা কর্ম্ম করে দাস গণ।
অবধানে শুনে সাধু রাজ প্রয়োজন॥
নিত্য নৈমিত্ত কার্য্য করিল খুল্লনা।
চণ্ডিকা পূজেন রামা করিয়া অর্চ্চনা॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী॥

লহনারে দেখি সাধু ক্রোধের বিরাম।
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান॥
বিকশিত ফুলে অলি মালতীর বন্ধু।
সাতাইশ ভার্য্যায় রোহিণী নাথ ইন্দু॥
অমিয়া সবার চিত্তে কাম রতি পতি।
তেন লহনা মোর তুমি প্রাণবতী॥
এমত বলিয়া সাধু লহনা সদন।
লহনার কৈল কিছু ক্রোধ নিবারণ॥
এমন বলিয়া সাধু তার বিদ্যমান।
লহনার কৈল কিছু দুঃখ অবসান॥
সকাল করিয়া স্নান করহ রন্ধন।
ব্যবস্থা করিয়া রান্ধ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥

বেছে লব আগে আমি রাজা পাশা সারি।
সাধু বলে প্রিয়ে শেষ হয় বিভাবরী॥
দুর্ব্বলা আনিল পাশা খেলেন দম্পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

ইহারি পর আমাদের হস্ত লিখিত মূল পুস্তকে ১৬১ পৃষ্ঠার টীকায় প্রকাশিত পদ্য টুকু আছে।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে;—
ধৌত বসন ধাম,   ঘামে পত্রাবলী নাম,
চলাচল মুখর নুপুর।
বিমুখ বনিতা শ্বাস,   মুখে গদ গদ ভাষ,
কবরী বন্ধন গেল দুর॥
আয়াস অলস ঘুমে,   প্রেমালাপ বাসধামে,
কুতূহলে গেল এক মাস।
সাধু সঙ্গে সেই বাসে,   পুরুষ পরশ রসে,
ঋতুস্ত কুসুম পরকাশ॥

যেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন।
সেই দিন নহে মোর উদর পূরণ॥
লহনা বলেন সাধু ত্যজ পরিহাস।
স্বয়ং জায়া রান্ধি দেক ব্যঞ্জন পঞ্চাশ॥
দূর কর আমারে কপট অনুরোধ।
খুল্লনা যুবতী তব করিবেক ক্রোধ॥
যৌবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা।
বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা॥
লহনারে দেখি সাধু ক্রোধের আবেশ।
মধুর বচনে তাকে কহে উপদেশ॥

—

প্রিয়ে খুল্লনা তোমার নহে ভীন।
তুমি বড় লোকের ঝি তোমারে বুঝাব কি
ছোট ভগিনী তোমার অধীন॥
তোর অনুমতি লয়া করিনু দোয়জ বিয়া
দিব্য দিয়া কৈনু সমর্পণ।
কপটে লিখিয়া পাঁতি মজাইলে মোর জাতি
যুগে যুগে রহিল গঞ্জন॥
সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান যার পতি
বিবাহ করয়ে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী সবার উত্তম গতি
সতীনের পুত্র নহে ভীন॥
গর্ভ তোর ভাগ্যে নাই যদি দেয় গোসাঞি
অন্য গর্ভে বংশের সঞ্চার।
সঙ্গীত পুরাণ কথা শুনিয়া দিলাম সীতা
পরলোকে হয় প্রতিকার॥
আমার বচন রাখ একভাবে দোঁহে থাক
ওই কাজে নাহিক বিনাশ।
সতিনী কন্দল যথা অবশ্য বিঘন তথা
রামায়ণে শুন ইতিহাস।
সদাগর যত ভণে এক চিত্তে রামা শুনে
ক্রোধ মাগি লয় তার পায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥

দুর্ব্বলা আনি দেও পরাণের সই।
পেচাকে অধিক ভীত নিমকে অধিক তিত
এবে হৈল বাস ঘর বই॥
ফুরায় যৌবন কাল এবে সে সতিনী কাল
তৃণ সম আপনাকে বাসি।
ঔষধ সাধিল যত সব হৈল বিপরীত
ঠাকুরাণী হয়া হৈনু দাসী॥
ব্যয় করি নানা ধন সেবিলাম গুণী জন
না হইল সোহাগ সম্পদ।
যৌবন পরম ধন যৌবনে পতির মন
যৌবনের নিছনি ঔষধ॥
যৌবন মোহন ফান্দ ঔষধ বালির বান্ধ
মৃত্যু ভাল যৌবন বিহীন।
শত পরি অলঙ্কার সকল দেহের ভার
যৌবন তনুর আভরণ॥
যৌবন মোহন ফাঁস স্বামী যৌবনের দাস
শোভা পায় যৌবনে তাণ্ডব।
কুল শীল রূপ ছিল যৌবন গোড়ায়া গেল
যৌবনের পশ্চাতে গৌরব॥
সঞ্চিত করিয়া গারী বঞ্চিত লহনা নারী
যৌবন গোড়ায়া গেল আন।
যৌবন টুটিল যদি শুকাল অগাধ নদী
এবে হৈনু তুলার সমান॥
ফুরাল বরিষা কাল পাকিয়া পড়িল তাল
শূন্য গাছে না চাহে মানব।
যৌবন ঔরস ফলে পাকিয়া পড়িল তালে
আর গাছে কিসের গৌরব॥
করি কপট প্রবন্ধে শুনিয়া দুর্ব্বলা কান্দে
লীলাকে আনিতে দুয়া যায়।
উমা পদে হিত চিত রচিল নৌতুন গীত
হৈমবতী যাহার সহায়॥

—

পুরুষ বশে তার গেল চারি মাস।
খুল্লনার স্বয়ম্ভ কুসুম পরকাশ॥

রবিবার মৃগশিরা তিথি ত্রয়োদশী।
শুভক্ষণে শুভলগ্নে শুভস্থানে শশী।;
ভিতরে হুলুই পড়ে যোড়া শঙ্খ বাজে।
গর্ণ গর্ব্বতি হেট মাথা কৈল লাজে।।
সাধু প্রিয় সঙ্গে খেলা করে পাটশালে।
লহনা আসিয়া জল ঢালে তার শিরে।।
এক কাণ দুই কাণ নগরে বারতা।
খুল্লনার শুনে সবে উৎসবের কথা।।
সাধুর মন্দিরে আইল পরিহাসী জন।
রাম কৃষ্ণ জগন্নাথ রাম সনাতন।।
সাধুর খেলার সঙ্গী বলাই রামদা।
আইসে শালীপতি ভাই যশোমন্ত খাঁ।।
পোয়ালে জড়িয়া তারে দেয় কাদা জল।
হরিদ্রা জলে দনাই ওঝা পড়য়ে মঙ্গল।।
অজয় নদীর জলে করি পরিহার।
জল ঝাঁতা ছুটে যেন বিজুলি আকার।।
নামে গঙ্গাধর জাতিতে তারা তাঁতি।
গ্রাম সম্বন্ধে সাত ভাই সদাগরের নাতি।।
সবে মিলি সদাগরে করে দিগম্বর।
পদ্ম পত্র পরি সাধু বলে ধর ধর।।

সাত পাঁচ আয়োজনে লহনাকে ধরি আনে
গায়ে তার দেয় কাদা জল।
লীলাবতী ধায়া যায় আয়ো ধরি আনে তায়
দুর্ব্বলা হাসয়ে খল খল।।
দেখিয়া জলের কুড়া কুলবধূ জল বিড়া
মদন মঙ্গল গীত গায়।
যতেক যুবতী মেলি জল খেলে কুতুহলী
লাজ পায়া পুরুষ পালায়।।
কেহ গায় কেহ বায় কেহ কাদা দেয় গায়
কেহ নাচে করি উতরোল।
কেহ বা লুকায় কোণে কেহ বা ধরিয়া আনে
দুর হৈতে শুনি গণ্ডগোল।।
পূর্ব্ব হাত্যাযে বুড়ি ধরিয়া বেঙের নড়ি
গায় নাচে গড়াগড়ি যায়।
সাধুর ভাণ্ডার লুঠে আনি ঘৃত দধি ঘটে
ঘৃত দধি কর্দ্দম খেলায়।।
সাত পাচ সখী মেলি ধরিয়া দুর্ব্বলা চেড়ী
বিবসন করিয়া নাচায়।
জল খেলা সাঙ্গ করি ঘর চলে যত নারী
সাধু গৃহে নানা ধন পায়।।

সাধুর দুর্ব্বলা চেড়ী গিয়া সবাকার বাড়ি
নিমন্ত্রণ দিল বধূজনে।
রন্ধন ভোজন ছাড়ি চলে সবে সাধু বাড়ি
বিপর্য্যয়করি আভরণে।।
কুল কাম বস্ত্র রজকে শুবল তন্ত্র
বালুকা সহিত জল পুরে।
জল দেয় যার অঙ্গে সেই নারী দেয় ভঙ্গে
আচ্ছাদিল লোচন অম্বরে।।
বণিক নারীর কায়া পদ্মা বিজয়া জয়া
নগেন্দ্র নন্দিনী নারায়ণী।
বণিক বধুর বেশে উরিলা সাধুর বাসে
কৌতুকে ঢালেন শিরে পানী।।

মঙ্গল।

দশমী জন্ম তিথি, তনয় লাভ তথি,
শুভক্ষণ শুক্রবার।
সকল দোষ হীন, বিচার করিল দিন,
প্রথম গর্ভের সঞ্চার।।
কাংস্য বীণা বেণী, যোড়ে বাজে সানী,
পটহ মৃদঙ্গ বাজনা।
স্বস্তিক বাচন, করে দ্বিজগণ,
গণেশ করি আরাধনা।।
বিদর্ভ মণ্ডপে, টাঙ্গায়া চন্দ্রাতপে,
বাটীতে পুরিয়া চন্দন।
আনিয়া তিল কুশে, জাহ্নবী জল শীষে,
সঙ্কল্প করিল বাচন।।

আচোলাণি বেদ বারা উপরে ফুল ঝারা
বসায় কনক আসনে।
সম্পুট করি হাতে আরাধি গণনাথে
পূজিয়া করিল যতনে ॥
চৌদিকে দাসগণ পূজার আয়োজন
করয়ে নৈবেদ্য রচনা।
পূজিল দিবাকর গোবিন্দ গদাধর
করিল গৌরীর অর্চ্চনা ॥
পূজিল প্রজাপতি কমলা সরস্বতী
বাসব আদি দিকপাল।
ইছিয়া পূজি পুষ্টি অর্চ্চনা করি ষষ্ঠি
চন্দন ধূপ দীপ মাল ॥
ব্রাহ্মণ শুভকালে আনল কুণ্ড জালে
আরাধেন নাথ প্রজাপতি।
গ্রহের শান্তি ঋদ্ধি করিল গ্রহ শুদ্ধি
বুঝিয়া জ্যোতিষ গতি ॥
লোহিত পট্ট বাসে পরিয়া পতি পাশে
বসিলা সুন্দরী খুল্লনা।
যজ্ঞের ধূম দেখি হয়া লোহিত মুখী
করিল আনল বন্দনা ॥
সোণ্ডরি পুরন্দর দম্পতি যুড়ি কর
মিহিরে দিল অর্ঘ্য দান।
পাঁচালী প্রবন্ধ করিয়া সুছন্দ
শ্রীকবি কঙ্কণ গান।

দক্ষিণা শতেক ধেনু দিল সদাগর।
যজ্ঞের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর ॥
বেদমন্ত্রে আশীর্ব্বাদ দিল দ্বিজগণ।
দম্পতি মিলিয়া সুখে করয়ে স্তবন ॥
আগু যান ধনপতি পশ্চাতে খুল্লনা।
পটহ কাংস্যক বেণী বাজয়ে বাজনা ॥
যত বন্ধু জন যায় পিঠালী মণ্ডলী।
তথি খুয়া যায় সাধু লাজলী গোটলী ॥
গণিয়া লইয়া তার ধরেন অঞ্চলে।
পরিহাসী জন দেখি হাসে কুতূহলে ॥
বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার।
দিন গোঙাইল সাধু রস ব্যবহার ॥ (১)
নিরামিষ্য অন্ন দোঁহে করিল ভোজন।
ফিরিয়া ডাবরে দোঁহে করিল আচমন ॥
কর্পূর তাম্বুলে কৈলে মুখের শোধন।
বিনোদ মন্দিরে দোঁহে করিল শয়ন ॥ (২)

মালাধরে অভিসম্পাত।

গৌরী সঙ্গে ত্রিপুরারি গঙ্গায় সাজায়ে তরী
কৃষ্ণ কথায় কুতূহল মন।
ভাবে সমাকুল চিত নারদ গায়েন গীত
বিরচিয়া কালীয় দমন ॥
নৃত্য করয়ে মালাধর।
তাত্তিনী তাতিনী তিনী মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি
ঘন বাজে কঙ্কণ তরল ॥
গণেশ পাথাজু-পাণি তাথই তাথই ধ্বনি
নন্দী শৃঙ্গী ধরে করতাল।
হরি হরি পদ্মযোনি নৃত্য দেখে মহামুনি
হরি ধ্বনি করে মহাকাল ॥
ভুবন মোহন কাচে ধূর্জ্জটি তাণ্ডব নাচে
গান মুনি রাধার বিষাদ।

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ ;—
বন্ধুজনে সদাগর করে পুরস্কার।
আসন বসন স্বর্ণ রূপ্য অলঙ্কার ॥
সবারে বিদায় দিল পূরি অভিলাষে।
দিন গোঙাইল সাধু হাস্য পরিহাসে ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে;-
তথা সুরপুরে করে কালীয়দমন।
নাচে মালাধর নৃত্য দেখে দেবগণ ॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া বিচার।
মালাধর অঙ্গে রহে হয়ে অলঙ্কার ॥

মুখরয় পুরশালী দেয় ঘন করতালি
দেবগণ করে সাধুবাদ ॥
(১) প্রভু বিশ্বম্ভর কায় যশোদা নন্দন রায়
ভয়ে ভঙ্গ দেয় ফণিগণ।
ফিরি ফিরি বনমালী দেয় ঘন করতালি
নাগবধূ লইল শরণ ॥
এক শত ফণা শালী দারু ময় করি কালি
মাথে আরোপিল মালাধর। (২)
হয়ে সবে পুণ্যশালী পঞ্চ তান করি মেলি
গান গীত গোবিন্দ মঙ্গল ॥ (৩)
ভাবে সমাকুল কেশ ধরিয়া নন্দের বেশ
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন।
যশোদার বেশ ধরি তাণ্ডব করেন গৌরী
পুলকিত তরু লতাগণ ॥
নত নহে যত জন নাটশালে নারায়ণ
কৈলে নম্র তারে পদাঘাতে।
মণি পড়ে ত্যজি ফণা শত মুখে বহে ফেণা
খর শ্বাস মুখ নাসা হৈতে ॥

নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসে দিল দান অবশেষে
হাড় মালা বিচিত্র ভূষণ।
কনক কঙ্কণ হার হীরার গাঁথুনি যার
প্রসাদ করিল দেবগণ ॥
মণি আভরণ মাঝে হাড় মালা নাহি সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।
সবার অন্তরযামী বুঝিয়া প্রথম স্বামী
কোপ দৃষ্টে চান পুন হর ॥
কোপে কম্প কলেবর ডাকিয়া বলেন হর
মূঢ়মতি শুন মালাধর।
বুঝিনু কপট যুক্তি কেবল তোমার ভক্তি
তুহু লুব্ধ ধনের কিঙ্কর ॥
নাচ হয়ে ধন কাম তোমারে বিধাতা বাম
হাড় মালে কর পরিহাস।
গৌরব হইল তোর ধন লোভে তুহু ভোর
আমা দেখি না কর তরাস ॥
আমি অবধূত জন হরি ভক্তি মোর ধন
স্বর্ণ রৌপ্য নাহি আভরণ।
তোরে দিনু দিব্য মালা তারে কর অবহেলা
এই মালা শ্রীনিকেতন ॥
এই মালার গুণ অবধান হয়া শুন
পূর্ব্বে ছুঁয়াছিল দশানন ॥
ইহার তপের পাকে বিজিত ভুবন লোকে
পরাজিত হৈলা দেবগণ ॥
যতবার মৈলা গৌরী তাহার লিখন করি
তার হাড়ে কৈনু কণ্ঠমাল।
যে জন পরশে হাড়ে তারে লক্ষ্মী নাহি ছাড়ে
ভুবনের দুর্ল্লভ যেই সার ॥
ধনের করিয়া আশ যে জন হরির দাস
তার ভক্তি কেবল বেগার।
যেন মতি তেন গতি চল ঝাট বসুমতি
কুলে জন্ম লও বেণিয়ার ॥
যেন বাক্য হর মুখে কুমারের পড়ে বুকে
ভাঙ্গিয়া শতেক মহীধর।

১। ইহার পূর্ব্বে এই টুকু বেশী আছে ;—
শ্যামল সুন্দর তনু করতলে ধরে বেণু
আজানু লম্বিত বনমালা।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে
বাহুযুগে হেম তাড়বালা ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
এক শত ফণাশালী, দারুময় দেখি কালি,
মাথে আরোহিল মালাধর।
গলে শোভে গুঞ্জমাল, শিরে শিখিপুচ্ছ জাল
গৌরাঙ্গ রঞ্জিত কলেবর ॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
হয়ে সবে একতালি, পঞ্চতালে হয়ে মেলি
গান গীত গোবিন্দ মঙ্গল।
গোবিন্দ মঙ্গল শুনি, সবে করে হরিধ্বনি,
সবার হৃদয়ে কুতূহল ॥

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবি কর ॥

অবনী লোটায়ে স্তুতি করে মালাধর।
একবার অপরাধ ক্ষম মহেশ্বর ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি সনাতন।
তুমি জলশায়ী সর্ব্ব হেতু নারায়ণ ॥
তুমি অর্ক তুমি সোম তুমি হুতাশন।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি প্রভঞ্জন।
তুমি ধর্ম্ম তুমি মোক্ষ ধ্যান যোগ কাম।
বিফল জনম প্রভু তুমি যারে বাম ॥
লঘু দোষে গুরুদণ্ড নহে সমুচিত।
বিশ্বনাথ নাম তোমার ভুবন বিদিত ॥
এতেক বচন যদি বলে মালাধর।
প্রসন্ন হইয়া তারে বলে দেব হর ॥
দেবমাণে অবনীতে রহিবে চারি মাস।
কর গিয়া অভয়ার ব্রতের প্রকাশ ॥ (১)
এতেক বচন যদি বলে কামরিপু।
দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু ॥

মালাধরের তনু ত্যাগ।

শিবের বচন শুনি মালাধর মনে গণি
হৈলা অতি বিষাদিত মতি।
আশ্বাস ইঙ্গিত পায়া ভাণ্ডাইলা মহামায়া
মোরে দিলে বিষম আরতি ॥
কান্দে মালাধর মনের সন্তাপে।
ত্যজিয়া অমর পুরী দেব রূপ পরিহরি
কেমতে গোঙাব নররূপে ॥
কিছু নাহি অপরাধ বিনা দোষে অবসাদ
দিল মোরে দেব শূলপাণি।
চণ্ডীকার কাজ সাধি আমার পরাণ বধি
দুই নারী কৈল অনাথিনী ॥
পদ্মাসনে করি ধ্যান যোগেতে ছাড়িল প্রাণ
পড়িয়া রহিল কলেবরে।
উজানী নগরে স্থিতি যথা খুল্লনা যুবতী
প্রবেশিল তাহার জঠরে ॥
দুই জায়া তার সঙ্গে অনুমৃতা হৈলা রঙ্গে
ত্যজিয়া আপন নিজ পুরী।
শোকে উন্মত্ত বেশ মুক্ত মাথার কেশ
আম্র পল্লব করে ধরি ॥
অবশেষ নৃত্য গায় অগৌর চন্দন কায়
দুই সতী করে চারু বেশ।
স্বর্গ গঙ্গার নীরে স্নান করিয়া তীরে
অনলে করিল প্রবেশ ॥
তার এক জীব লয়ে দক্ষিণ পাটনে গিয়ে
জন্মাইল শালবান ঘরে।
তাহার দোসর সতী উজানী নগরে স্থিতি
প্রবেশিল বিক্রম-কেশরে ॥

মর্ত্তে আইল কুমার দেবীর আরতি।
মধু মাসে খুল্লনা হইলা গর্ভবতী ॥
মধু মাস আপায় মাধব পরবেশ।
দনাই পণ্ডিত কিছু বলে উপদেশ ॥
নিশ্চিন্ত রহিলা কেন বণিক নন্দন।
এই মাসে হয় তোমার গুরু বিয়োজন ॥
সাধু বলে রহদিন আছে সেই তিথি।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
আমার সেবক তথা আছে ধনপতি।
তার বনিতার গর্ভে লহরে উৎপত্তি ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্তরূপ আছে ;—
দেবীর আরতি পায় মর্ত্তে মালাধর যায়
প্রবেশিল খুল্লনা উদরে।
মধুমাস সুপ্রকাশ খুল্লনার পূর্ণ আশ
নিজ গর্ভে ধরে মালাধরে ॥

কি কর কি কর তায়া আইলাম পাঁজি দেখিয়া
শুন ভাই মোর নিবেদন।
এই শুক্ল ত্রয়োদশী খুড়া হৈলা স্বর্গবাসী
বলিবারে তার প্রয়োজন ॥
পত্তর গড়াতে গেলা করিয়া পাশার খেলা
এক বর্ষ গোঙাইলা তথা।
বৎসর তোমার বাসে জ্ঞাতি কুটুম্ব নাহি আসে
ইথে নাহি কর কোন কথা ॥
এই পুরী উজয়নী সর্ব্ব লোকে তোমা জানি
ধনবান লক্ষের সদাগর।
ব্রাহ্মণ যেমন বেদী কুলীন পণ্ডিত আদি
আসিবে শতেক দ্বিজবর ॥
তুমি লোকে খ্যাত দাতা শুনিয়া ভাগ্যের কথা
তোমার পিতার খ্যাত তিথি।
আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট কড়ি চাই পাটে পাট
যোড় গড়া কত চাই ধুতি ॥
আল চাল দালি-বড়ি শতেক তঙ্কার কড়ি
চিঁড়া কলা দধি গুয়া পাণ।
চাল দালি রাশি রাশি যোড়ে যোড়ে চাহি খাসী
জ্ঞাতি কুটুম্বের চাহি মান ॥
আমি তোমার পুরোহিত অনুক্ষণ চিন্তি হিত
পিতৃ কার্য্যে ভায়া দেহ মন।
সেবক পাঠাও হাটে বান্ধব আনিতে ভাটে
করহ পিতার প্রয়োজন ॥
পুরোহিতের বাণী শুনি ধনপতি মনে গণি
দেশে দেশে পাঠাল বার্ত্তন।
সপ্তগ্রাম মহাস্থান যায় তারা নানা স্থান
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ ॥

এক দিন পাঠশালে সখা সঙ্গে পাশা খেলে
হাস্য পরিহাসে ধনপতি।
যেনকালে পুরোহিত হবে তথা উপনীত
নিবেদন করে তার প্রতি ॥

কুটুম্ব সমাগম

দ্বিজ মুখে শুনি সাধু পিতৃ কার্য্য শুদ্ধি।
সজ্জাপত্র সংযোগ করিল নানা বিধি ॥
দেশে দেশে আছে যত কুটুম্বের জাতি।
প্রত্যেকে সবাকে পত্র লেখে ধনপতি ॥
ব্যবহার গুবাক সন্দেশ নিমন্ত্রণ।
ঘরে ঘরে দিয়া আইল কাণ্ডার বুলন ॥
বর্দ্ধমান হইতে বেণে আইসে নীলাম্বর।
আদর করিয়া আইসে উজানী নগর ॥
দুই ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গে আর তিন শ্যালা।
নয় ভাগিনা আইসে নয় খান দোলা ॥
চম্পাই নগরের বেণে চান্দ সদাগর।
সঙ্গে লক্ষী গদাধর চাপিয়া কুঞ্জর ॥
ভালুকীর বেণে আইল অলকার দত্ত।
কুলে শীলে ব্যবহারে যাহার মহত্ব ॥
মণ্ডলার আইল শঙ্কর নায়েকের বেটা।
আমলা বেচিয়া যার করে ভাল ঘটা ॥
দুই দুই পণে বেচে আমলা এক পাত।
তায় শিলারস চুয়া কর্পূর জাত ॥
কুর্জ্জনার বেণিয়া আইল পাঁচ ভাই।
যাদব মাধব হরি শ্রীধর বলাই ॥
ফতেপুর বরসুনা গ্রাম মহাস্থান।
তার বেণে আইসে সোম চন্দ্র-মতি মান ॥
বিষ্ণু দত্ত আইসে গায়ে চামরী আঁচলা।
গঙ্গার সনে যার যায় ধনের সমালা ॥
মাল্যানীর বেণে আইল শতানন্দ চন্দ।
তার দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ ॥
বাসুলা আইল যার বাড়ি দশঘরা।
সেখালা হইতে আইল শ্রীধর হাজরা ॥
রাম দত্ত আইল তার বাড়ি লাউগাঁ।
পাঁচড়ার বেণে আইল চণ্ডীদাস খাঁ ॥
আইল শঙ্কর দত্ত কায়ন্তির বেণে।
রাত্রি দিনে আইসে বার্ত্তন নাম শুনে ॥

সাঁকো হইতে বেণে আইসে রাম শংখদত্ত।
রাত্রি দিবা বহে যার অষ্ট-হয়-রথ ॥
বাগুনা আইল যার বাড়ি খণ্ড-ঘোষ।
কুলে শীলে ব্যবহারে নাহি তার দোষ ॥
সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি।
নানা ধন লয়ে আইল সাধুর বসতি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সাধু বসিতে আসন।
মধুপর্ক দিল আর নানা আয়োজন ॥
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হৈল উত্তরোল।
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল ॥

শ্রাদ্ধ সমাপন।

তিল তুলসী গঙ্গোদক কুশ-বটু রম্ভাগ্রক
যব দূর্ব্বা কুসুম চন্দনে।
স্মরি শত দূর্ব্বা বাণী দ্বিজ ধরে বেদ ধ্বনি
নিয়োজিত কৈলা কুশাসনে ॥
দ্বিজগণে তার শিরে যজুর্ব্বেদ শান্তি করে
যজ্ঞেশ্বর করে আবাহন।
অবধানে পুরোহিত করি দেয় নিয়োজিত
শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন ॥
জালেতে মুড়িয়া কোটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
সকলার পামরী কম্বলে।
ক্রতুর সময়ে বাজা উপরে টাঙ্গায় চান্দা
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে ॥
যার যত অভিলাষ পূরিল সবার আশ
হেম রূপা বাস ধেনু দিয়া।
শত শত দ্বিজবর আইসে সাধুর ঘর
পূজে তাঁরে সন্তোষ করিয়া ॥
পাদ্য গন্ধ দিয়া দান দ্বিজগণে সাবধান
পাত্র-বিধ মত কৈল দান।
যথাবিধি পিণ্ড দান শ্রাদ্ধ কৈল সমাধান
বিপ্রেরে করিল বহু মান ॥
চন্দন কুসুম মালা পূরিয়া কনক থালা
সাধু গেল বান্ধব পূজনে ॥
দামিন্যা নগর বাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবি কঙ্কণ রস ভনে ॥

মালাচন্দনের বিবাদ।

মনে ভাবে সদাগর করি কার পূজা।
সবার অধিক বটে চান্দ মহাতেজা ॥
গোত্রে দুর্ব্বাসা বটে কুলের প্রধান।
ইহার অগ্রেতে পূজা কেবা লবে আন ॥
এমন বিচার সাধু করি সখা সনে।
আগে জল দিল চান্দ বেণের চরণে ॥
কপালে চন্দন দিল মাল্য দিল গলে।
এমন সময়ে শংখ দত্ত কিছু বলে ॥
বণিক সভায় আমি আগে পাই মান।
ধুষ দত্ত জানে হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান ॥
যে কালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধুষ দত্ত।
তাহার সভায় বেণে আইল ষোল শত ॥
ষোল শত মধ্যে শংখ দত্ত পাইল মান।
সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান ॥
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর।
সে কালে-না ছিল কিবা চান্দ সদাগর ॥
ধনে জনে রূপে শীলে চান্দ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার সাত বাখারী টাকা ॥
ইহা শুনি কিছু বলে নীলাম্বর দাস।
ধন হইতে হয় কিবা কুলের প্রকাশ ॥
ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাড়ি।
ধন হৈতে সভা মাঝে চান্দ হৈলা ষাঁড় ॥
চান্দ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস।
তোমার বাপের কিছু জানি ইতিহাস ॥
হাটে বাটে তোমার বাপ বেচিত আমলা।
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা ॥
অনুক্ষণ হাতাহাতি বারবধূ সনে।
নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে ॥(১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
কড়ির পুঁটলি সে বান্ধিত তিন ঠাঁই।
সভা মধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই ॥

নীলাম্বর দাস বলে শুন রাম রায়।
পসরা করিতে বাপা নাহি প্রত্যবায় ॥
কড়ীর পোটলী বান্ধি জাতি ব্যবহার।
এঁটো চোপা খাইলে নহে কুলের খাঁখার ॥
নীলাম্বর দাস রাম রায়ের শ্বশুর।
ধনপতি গন্ধি কিছু বলয়ে প্রচুর ॥
জাতি বাদ যদি হয় তবে এই বন্ধু।
বনে জায়া ছেলী রাখে তবে সে কলঙ্ক ॥
কেহ তথা কিছু বলে কেহ দেয় সায়।
বিড়ম্বিতে হরি বংশ শুনে রাম রায় ॥
দামিন্যা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য।
শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য ॥

হরিবংশ কথা।

বেণে বৈসে এক ঠায় শুনে সাধু রাম রায়
হরিবংশ পড়ে দ্বিজবর।
বিপক্ষ বণিক হাসে কেহ বা নিঠুর ভাষে
হেঁট মুখে রহে সদাগর ॥
কংস বলে শুন ভাই আপনার দোষ গাই
নহি উগ্রসেনের তনয়।
দুর্ম্মিল্য দৈত্যের বংশ ভুবনে বিখ্যাত কংস
কি কারণে উগ্রসেনে ভয় ॥
জন্মের ভাজন মাতা যার বীর্য্য সেই পিতা
সুত রূপে হয় অন্য কায়।
লোক অপযশ গায় জারজাত কংস রায়
লেখা গেল যমের সভায় ॥
পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় পরম যতনে।
যথা তথা উপনীত তুঁহাকার এক চিত
হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥
শৈশবে রক্ষিবে তাত যৌবনে প্রাণের নাথ
বৃদ্ধকালে তনয়-রক্ষিতা।
বেদে নাহি স্থিরা মন উগ্রসেন অভাজন
অন্তঃপুরে না রাখে বনিতা ॥

রূপে জিনি দেব মায়া উগ্রসেনের জায়া
মোর মাতা কেশিনী অঙ্গনা।
শুন তার দৈবগতি ছিল রামা ঋতুমতী
জল খেলা করিল কামনা ॥
সঙ্গে শত দাসীগণ জল বিহরণে মন
দেখে রামা পর্ব্বতের শোভা।
দুর্ম্মিল্য দেখিতে পায় কাম শরে বিদ্ধকায়
কেশিনী দেখিয়া বহু লোভা ॥
বুঝিয়া কার্য্যের গতি দুর্ম্মিল্য দানব পতি
ধরে উগ্রসেনের মূরতি।
থাকিয়া কানন ভাগে তারে আলিঙ্গন মাগে
নিকুঞ্জে ভুঞ্জিল দুঁহে রতি ॥
দুর্ম্মিল্য দৈত্যের ভরে রামা অনুমান করে
হেন বুঝি নহে মোর পতি।
কামরূপী কোন জন হরিল আমার মন
কার সনে ভোগ কৈনু রতি ॥
দুর্ম্মিল্য সতীর ভয়ে তিল আধ স্থির নহে
নাহি করে হাস্য রস কথা।
সন্দেহ ভাবিয়া মনে আসি দেখে নিকেতনে
পতি দেখি মনে ভাবে ব্যথা ॥
এ সব রহস্য বাণী আসিয়া নারদ মুনি
কহিল আমারে উপদেশ।
সেই সময় হৈতে অন্য নাহি লয় চিতে
উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ ॥
বনে ফিরে যার নারী বিফল তাহার গারী
তার কেন বিবাহের সাধ।
যার অপেক্ষণ বিনে জায়া ফিরে বনে বনে
অবশ্য তাহার জাতি বাদ ॥
অধ্যয়ন সমাপন দ্বিজে দিল হেম দান
পাঠক বন্ধন করে পুঁথি।
খলখল্লি ক্লেশে হাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি ॥

রামায়ণ কথন।

কলহে আরোপি মন রাম দত্ত রামায়ণ
শুনে, ধনপতি বিড়ম্বিতে।
অন্য বণিক যত রাম দত্ত অনুগত
শুনে রামায়ণ এক চিতে॥
সীতার উদ্ধার হেতু রাম বান্ধিল সেতু
পার হৈলা শ্রীরঘু নন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনু কপিবল
বেড়িল লঙ্কার উপবন।(১)
বিষম সমরে ধীর অঙ্গদ সুগ্রীব বীর
কুমুদ পনস হনুমান।
চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ
যত সেনা ত্যজয়ে পরাণ॥
সুমিত্রানন্দনবাণে মেঘনাদ পড়ে রণে
পরাভবে-চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল রাম বাণে সেহ মৈল
দশানন কৈল বহু রণ॥
সকল বিনাশ দেখি দশানন হয়ে দুঃখী
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মুকুট কাটিল চক্র বাণে॥
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল যান
যে রথে সারথি মাতালি।
চড়ি রাম সেই যানে যুঝেন রাবণ সনে
দেখি দেবগণ কুতূহলী॥
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ি
মারিল রাম রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশ মুখে॥
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
পেয়ে শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইলা রাম সন্নিধানে॥
সীতার বদন দেখি রামচন্দ্র হৈলা দুঃখী
হেট মুণ্ডে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ॥

সীতে!—
এক নিশা যার নারী পর গৃহে থাকে।
অনুদিন তাহাকে গঞ্জয়ে সর্ব্ব লোকে॥
চির দিন ছিলা সীতা রাবণ ভবনে।
আরোপিব রঘুবংশে কলঙ্ক কেমনে॥
তোমাকে জানকি কোমল হেন জানি।
ভুখিল বাঘের হাতে যেমত হরিণী॥
সেতুবন্ধ করি আমি বধিনু রাবণ।
উদ্ধার করিনু যাও যথা লয় মন॥
এত বাক্য হৈল যদি শ্রীরামের তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে জানকীর মুণ্ডে॥
মূর্চ্ছাগত হয়ে সীতা পড়িল ভূতলে।
সুমিত্রানন্দন তাঁর শিরে জল ঢালে॥
অনেক যতনে দেবী পাইল চেতন।
কৃপাময় রঘুনাথ বলিল বচন॥
রহিতে আমার স্থানে যদি আছে মতি।
সভাতে পরীক্ষা দেও যদি বট সতী॥
এমত শুনিয়া সীতা প্রভুর ভারতী।
পরীক্ষা করহ বলি দিল অনুমতি॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
বিভীষণ পরাভবে রামের শরণ লভে
গড় বেড়ে কপি দেয় থানা।
বিহার উদ্যান ঘর ভাঙ্গে যত কপিবর
তরুবর ভাঙ্গে রামসেনা॥
ইহা শুনি দশানন নিয়োজে রাক্ষসগণ
ত্রিশিরা নিকুম্ভ ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক মহোদর নরান্তক নিশাচর
অতিকায় আদি শত সুতে॥

অতু গৃহে সীতা দেবী করিলা পয়ান।
হংসে চাপিয়া ব্রহ্মা হৈলা অধিষ্ঠান ॥
পরীক্ষায় শুদ্ধ হৈলা জনকনন্দিনী।
প্রভু সঙ্গে বাস করি বঞ্চিল রজনী।
বেণে মধ্যে প্রখর বেণে অলঙ্কার কুণ্ড।
সভা মাঝে কথা কহে ঘন নাড়ে মুণ্ড ॥ (১)
রাম সনে বড় হৈল সাধু ধনপতি।
বনেতে ছাগল লয়ে ভ্রমিল যুবতী ॥
যেই বনে আছে কত শত মাতোয়াল।
সেই বনে জায়া তোমার ছেলির রাখাল ॥(২)
খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি বটে সতী।
তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি ॥ (৩)
ঝারি হাতে সদাগর ছলে ঘরে চলে।
লহনা গর্জিয়া সদাগর কিছু বলে ॥
শঙ্খ দত্ত বলে চল সবে ঘরে যাই।
লক্ষপতি দত্ত বলে নৃপের দোহাই ॥
একাকিনী ভ্রমণে দূষণ নহে নারী।
গাছের গরল সেই খাইলে সে মরি ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
চতুর্দশ ভুবনের নাথ রঘুনাথ।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে করে প্রণিপাত ॥
তাঁর জায়া বন্দি ছিল অপেক্ষণ বিনে।
পরীক্ষা করিয়া তাঁরে নিলেন ভবনে ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
দোষ গুণ তার না করিয়া বিচারণ।
খুল্লনা রান্ধিলে দেখি কে করে ভোজন ॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
উচিত কহিব তাকে কিবা আছে শঙ্কা।
পরীক্ষা না হইলে দিবে একলক্ষ তঙ্কা ॥
এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কার।
বণিক সমাজে তার করে পুরস্কার ॥

বলে বেটা শঙ্খ দত্ত রাজগর্ব্বে উন্মত্ত
জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।
জ্ঞাতি যদি অভিরোষে গরুড়ের পাখা খসে
ইহার উচিত পাবে ফল ॥
গরুড় বিহঙ্গপতি তার পুত্র সম্পাতি
জ্ঞাতি লঙ্ঘিল অহঙ্কারে।
উড়িতে গগন তলে ক্রোধে ইন্দুমণ্ডলে
পাখা খসে তার রবিকরে ॥
রাজপাত্র ধনপতি অন্য বেণে চষে ক্ষিতি
সকল রাজার পরিবার।
মিলিয়া সকল ভাই যাইব রাজার ঠাঁই
রাজা করে উচিত বিচার ॥ (৪)
ধন লয় নৃপবর প্রাণ লয় শমনর
জ্ঞাতি লয় দেয় বন্ধু জন।
অভিমানে হয়ে মানী দশের না বোল শুনি
সমরে পড়িল দুর্য্যোধন ॥
যারে নিন্দে দশ নর সেই যদি নৃপবর
তথাপি মলিন তার যশেশ
রজকের শুনি কথা পরীক্ষা করিয়া সীতা
রাম পাঠাইল বনবাসে ॥

লহনাকে ভৎর্সনা।

লহনা কি কাজ করিলে মাথা খেয়ে।
কাননে তোমার পাকে খুল্লনা ছাগল রাখে
বড় পাক পড়ে আমা দিয়া ॥
তোর অনুমতি লয়ে করিনু দোয়জ বিয়ে
দিব্য দিয়া কৈনু সমর্পণ।

৪। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
বণিক সমাজ রোষে লক্ষপতি প্রিয় ভাষে
শংখ দত্ত নাহি দেয় মন।
হয়ে সাধু অভিমানী লহনারে বলে বাণী
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কপটে লিখিল পাতি তোর সই লীলাবতী
বংশে বংশে রহিল গঞ্জন ॥
সেই নারী ভাগ্যবতী ধনবান্ যার পতি
বিবাহ করে দুই তিন।
এক নারী পুত্রবতী সবার উত্তম গতি
সতীনের পুত্র নহে ভিন ॥
আপনার সুখাসংশা সতীনের কৈলি হিংসা
করিলি কপট ব্যবহার।
তোহার দারুণ কোপ কুল যশ হৈল লোপ
বসুমতী ভরিল খাখার ॥
রাজা যদি করে বল জ্ঞাতি যদি ধরে ছল
সর্প যদি খেদাড়িয়া খায়।
তুই পাপমতি বাঁঝী হৈলি অপযশ ভাজী
কহ মোরে কেমন উপায় ॥
বিবাহ কৈনু পুত্র হেতু স্বর্গ যাইতে ধর্ম্মসেতু
পরলোকে জলপিণ্ড দাতা।
আর যত উপচার পুত্র বিনু অন্ধকার
কেহ নাহিক পরিত্রাতা ॥
অপুত্রক যার পারী তার ধনে রাজা বৈরী
পরে লয় আবাস নিবাস।
শূন্য তার তিন লোক মরণ অধিক শোক
প্রথম বাসরে উপবাস ॥
মোর,
কি আর জীবনের ফল আনি দেহ হলাহল
ত্যজিব বিফল জীব লোক।
যদি মরে ধনপতি তবে দুহে হবে প্রীতি
লহনার দূর হবে শোক ॥
'আত্মঘাত করি' বলে কাতি দিতে চাহে গলে
নিশ্বাস জিনয়ে দাবানলে।
খুল্লনা আসিয়া কাছে পরীক্ষা লইতে যাচে
সবিনয়ে সাধু কিছু বলে ॥

খুল্লনাকে সান্ত্বনা।

তোরে বলি প্রিয়ে বসি থাক গৃহে
পরীক্ষার নাহি কাজ।
ঠেকিলে পরীক্ষে না দেখিব চক্ষে
জগত ভরিবে লাজ ॥
যদি থাকে দোষ না করিব রোষ
তোরা না অবলা জন।
ভ্রমিলা প্রান্তরে কি দোষিব তোরে
আমি পতি অভাজন ॥
শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা
ভাগ্যে পায়ে এক জন।
নারীর চরিত্রে শুনেছি ভারতে
ইতিহাসে দেও মন ॥
শূরসেনসুতা নাম তার পৃথা
কন্যাকালে আনে ভানু।
বিদ্যা শিখি পূর্ব্বে কর্ণ হৈল গর্ভে
কর্ণ হৈতে যার জানু ॥
পাণ্ডু নৃপবরে বিয়া কৈল তারে
শাপে দূর গেল রতি।
তার শুন কর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু ধর্ম্ম
আনিয়া কৈল সন্ততি ॥
পাণ্ডু নৃপমণি তাহার রমণী
মদ্র মহীপতি সুতা।
অশ্বিনীকুমারে আনি নিজাগারে
হইল দ্বিসুতমাতা ॥ (১)
দূর কর শঙ্কা দিব লক্ষ তঙ্কা
বান্ধবে করিব বশ।
আর যে বিপক্ষ তারে দিব লক্ষ
ধন থাকে দিন দশ ॥

অবোধ প্রাণের নাথ বলি যে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
দ্রুপদ নন্দিনী শুন তার বাণী
পঞ্চ জন কৈল পতি।
যুধিষ্ঠির ভীম নকুল অর্জ্জুন
সহদেব মহামতি ॥

মিথ্যা দায় দিতে দিতে তুমি হবে বঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক ॥ (১)
সামান্য নহ তুমি কুলীন হেন তোক।
সভাতে কম্বল স্কন্ধে খোঁটা দিবে লোক ॥
পরীক্ষা দিতে প্রভু যদি কর আন।
গরল ভক্ষিয়া আমি ত্যজিব পরাণ ।। (২)
খুল্লনায় ধনপতি জানিল অপাপ।
সরস বদন হৈল ঘুচিল সন্তাপ ॥
পুনর্ব্বার ধনপতি করে নিবেদন।
খুল্লনা রান্ধিবে সবে করিবে ভোজন ॥
হাসিয়া বণিক সব করেন আশ্বাস।
হেট মাথা করি বলে নীলাম্বর দাস ॥
দশমী দিবস মোর গুরু প্রয়োজন।
কেমনে আমিষ্য আমি করিব ভোজন ॥
পূর্ব্বে কন্দক ছিল ধনপতি সনে।
অনর্থ করিল বেণে তথির কারণে ॥
বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন।
ইঙ্গিতে বুঝিল কার্য্য বিপক্ষের মন ।।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—

পরীক্ষা লইব আমি নাহি কোন দায়।
প্রণতি করিয়া নাথ বলিহে তোমায় ॥
ধন দিয়া পরীক্ষা করিবা নিবারণ।
উজানি জুড়িয়া মোর রহিবে গঞ্জন ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—

ধনপতি বলে প্রিয়ে থাকহ বসিয়া।
পরীক্ষা লইবে তুমি কিসের লাগিয়া ॥
যদি তুমি পরীক্ষায় ঠেক গুণবতি।
বণিক সভায় মোর হইবে অখ্যাতি ॥
খুল্লনা বলেন প্রভু করি নিবেদন।
এক ভাবে সেবি যদি চণ্ডীর চরণ ॥
বিপদ ভঞ্জিনী দুর্গা কহে চারি বেদে।
পরীক্ষায় ভয় নাহি তাঁহার প্রসাদে ॥

ভোজন করিতে তোরে নাহি বলি আমি।
বিপ্রে রান্ধিবে অন্ন করিবে দশমী ।।
দশমী করিয়া মাত্র বসিহ সভায়।
তোমার প্রসাদে মোর কার্য্য হবে সায় ।।
গয়া গঙ্গা করিয়াছি দেখিয়াছি বৈদ্যনাথ।
দড়ায়েছি ভিন্ন গোত্রে না খাইব ভাত ॥
ধনপতি কটাক্ষিয়া বলে কহুত্তর।
রুষিয়াও ধনপতি দিলেন উত্তর ॥
বাপ্পায় পুরুষ যার লোণের ব্যাপার।
সেই বেটা সভা মাঝে করে অহঙ্কার ॥
হাটে লয়ে বেচে লোণ কিনে ডোম হাড়ি।
বিয়াজের তরে ছুবা করে কাড়া কাড়ি ।।
পাঁচ পণ বেচিতে করে এক পণ চুরী।
মধ্যখানে বসিয়া লুণের আড়ম্বরী ॥
ধনপতি তারে যদি বলিল লুণ্যা ভণ্ড।
সভার উকীল হয়ে বলে রামকুণ্ড ॥
নীলাম্বর দাস তাকে চাপিলেন অক্ষি।
হাত পসারিয়া সভাজনে কৈল সাক্ষী ॥
জাতিতে বণিক লোণ বেচে সর্ব্বকাল।
কেহ লোণ বেচে কেহ বেচয়ে বকাল ॥
তুমি যারে বিয়া কৈলে রূপসী দেখিয়া।
বনে বনে বেড়ায়েছে ছাগল রাখিয়া ॥
শুখানের মৎস্য আর নারীর যৌবন।
রূপান্তরে পায় যেবা রজত কাঞ্চন ।।
অযত্নে পাইলে ইহা ছাড়ে কোন্ জন।
বিশেষে ভুলয়ে ইথে মুনি জনার মন ॥
খুল্লনা পরীক্ষা দিক যদি হয় সতী।
তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি ॥
সভা মাঝে পরীক্ষা করিল অঙ্গীকার।
আট দিকে নানা কার্য্যে ধায় পরিবার ॥

খুল্লনার পরীক্ষা।

স্নান করি গঙ্গাজলে রামা হৈল শুচি।
স্নান করি পরে বাস ইন্দু দাম রুচি ॥

ধূপ দীপ নানাবিধ নৈবেদ্য পাজলা।
খুল্লনা পূজয়ে ঘরে সর্ব্বমঙ্গলা॥
প্রদক্ষিণ করি রামা করে স্তুতি বাণি।
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর নারায়ণি॥
কংস ভয়ে রক্ষা কৈলে দেব নারায়ণ।
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ॥ (১)
কিঙ্করী বলিয়া মা যদি থাকে দয়া।
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কর মহামায়া॥ (২)
ধরণী লুটিয়া স্তুতি করে বারে বার।
অন্তরে জানিয়া চণ্ডী আইলা পূজাগার॥(৩)
চরণে পড়িল রামা মুখে নাহি বোল।
শিরে হস্ত দিয়া চণ্ডী তারে দিল কোল॥
পরীক্ষা করিতে তারে দিল অনুমতি।
আশ্বাস করিল আমি থাকিব সংহতি॥
এমত বলিয়া চণ্ডী রহিলা অম্বরে।
ধনপতি পরীক্ষা মানিল উচ্চৈঃস্বরে॥
খুল্লনা পরীক্ষা লয় সাধ্বীর বেশে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে ভাষে॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
ষোড়শোপচারেতে পূজিলা রঘুনাথ।
তবে সে রাবণ হৈল সবংশে নিপাত॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;
সুবর্ণের বাটীতে দিলেন অর বলি।
দুর্গা দুর্গা বলিয়া সঘনে হুলাহুলি॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল অন্ন নাহি খায়।
এইবার রক্ষা কর বণিক সভায়॥
স্তুতি মাত্রে গগনে উঠিলা ভগবতী।
শ্বেত মাছি রূপে ঘটে করেন অবস্থিতি॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
নখ ইন্দু তাহে দূর গেল অন্ধকার।
কবরী মল্লিকা মালে ভ্রমর ঝঙ্কার॥

সাধু ধনপতি দত্ত আনিয়া পণ্ডিত শত
সবারে বসাইল সিংহাসনে।
হয়ে সবে এক বুদ্ধি বিচারে পরীক্ষা শুদ্ধি
ধর্ম্মরায়ে করি নিবেদনে॥
সাধু জনের মর্ম্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম্ম
লেখে পত্র চন্দন-দলে।
আনিয়া পথিক দুই তার শিরে পত্র থুই
ডুবাইল সরোবরের জলে॥
খুল্লনা পরীক্ষা লয় কোন্ বেশে কিছু কয়
উজানী নগরে জয়ধ্বনি।
অষ্ট নায়িকা লৈয়া খুল্লনারে করি দয়া
রথ ভরে রহিলা ভবানী॥
দুই জনে ডুবে উঠে বিপক্ষের মন টুটে
পরীক্ষায় খুল্লনার জয়।
ফিরিয়া সেই পাতে দিল পথিকের মাথে
পুনর্ব্বার জানিতে নিশ্চয়॥
শঙ্খ দত্ত ভালে কয় জলের পরীক্ষা নয়
পথিক সহিত ছিল সান।
ত্যজিয়া কপট বিধি পরীক্ষা লইবে যদি
পরীক্ষা লউক রামা আন॥
সাধুর আদেশে মাল আনে সর্প মহাকাল
দুই আঁখি করঞ্জা সমান।
রাখিল নূতন ঘটে গর্জ্জনে কলস ফাটে
সাপ চালে মন্ত্রী মতিমান॥
কনক অঙ্গুরী তথি ফেলে বেণে ধনপতি
ধর্ম্মসভা করে হাহাকার।
ভূতলে পাতিয়া জানু প্রণাম করিয়া ভানু
অঙ্গুরী তুলিল সাত বার॥
মোন সে দুব বেণে রাম দাঁ কটু ভাষে
খুল্লনা গর্জ্জিয়া কহে কথা।
করিয়া কপট বন্দ সাপে কৈল মুখ বন্ধ
সর্প যেন হয় মহীলতা॥
আজ্ঞা দিল বুদ্ধি কাল কামারে পাতিল শাল
সাবল তাতায় হুতাশনে।

প্রভাতের যেন রবি হইল সাবল ছবি
সাধুর সন্দেহ বড় মনে ॥
বীজ মন্ত্র লিখি পাতে দিল খুল্লনার হাতে
করে দিল অশ্বত্থের দল।
সাঁড়াশীতে ধরে আনে খুল্লনার বিদ্যমানে
জবাফুল সমান সাবল ॥
খুল্লনা সাবলে কয় শুন বহ্নি মহাশয়
থাক সর্ব্ব জীবের অন্তরে।
যদি বা স্বকৃত পাপ উচিত করিবে বাপ
নহে শাম্য হও মোর করে ॥
পাতে রামা দুই পাণি কামারে সাবল আনি
আরোপিল তার পাণিপুটে।
করে রামা প্রণিপাত লজ্জিয়া মণ্ডলী সাত
ফেলাইল লয়ে তৃণ কুটে ॥
পুড়ি গেল তৃণ চয় ধনপতি ত্যজে ভয়
শঙ্খ দত্ত বলে কটু বাণি।
বলিবারে করি ভয় সাবল পরীক্ষা নয়
ভারিলে সাবল হয় পানী ॥
আজ্ঞা দিল বুহিতাল ঘিজে দিল ঘৃত জ্বাল
ঘৃত হৈল অনল সমান।
ভয় নাহি করে সতী আরোপি কাঞ্চন তথি
তুলিল সবার বিদ্যমান ॥
কহে ত মাধব চন্দ নাহিক নিয়ার দ্বন্দ
ভারিলে অনল হয় জল।
তঙ্কা দেহ এক লাখ ঘুচাহ সকল তাপ
পরীক্ষার নাহি কিছু ফল ॥
পনইর কথা শুনি চিন্তে বেগে নিতম্বিনী
চণ্ডীকা পূজেন হেম ঘটে।
দারুণ পনই জল দেখি বড় ভয়ঙ্কর
রাখ মোরে বিষম সঙ্কটে ॥
খুল্লনার ভয় দেখি চণ্ডীকা হইলা দুঃখী
পনইতে আরোপিল হাত।
চণ্ডীকা দেখিয়া সতী করযোড়ে করে নতি
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত ॥

স্নান করি রূপবতী নীর তোলে শীঘ্রগতি
লইল সভার বিদ্যমান।
রাম দত্ত তবে কয় পনই পরীক্ষা নয়
পরীক্ষা করুক রামা আন ॥
রোষযুক্ত ধনপতি পুন দিল অনুমতি
তুলা পরীক্ষার বিধানে।
খুল্লনা করিল তুলা হারিল বণিকগুলা
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

ধুষদত্ত বলে ভাই তোর দায়ে আমি দায়ী
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন।
জোঘর করিল সীতা সবে কহে এই কথা
তথি সবাকার হয় মন ॥(১)
তুমি মামাইত ভাই তোমার কল্যাণ চাই
কহিতে পাছে কর তুমি রোষ।
জোঘর করুক বধূ তবে শোভে জয় বিধু
তবে সে ঘুচিবে সব দোষ ॥
কহে ত মাণিক চন্দ নহে ন্যায় নহে দ্বন্দ
উচিত কহিতে চাহি কথা।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম তবে সে আনিল ধাম
জোঘর করিল তবে সীতা ॥
হইয়া অবনীরাজ করিল এমত কাজ
তবে সীতা আনে ভগবান।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—

ধুস দত্ত বলে ভাই, তোর দায়ে আমি দাই
কহি হিত উপদেশ বাণী।
এ সব পরীক্ষা বাঁঝি ইথে কেহ নহে রাজী
সবার ধরিনু পদ পাণি ॥
আর পরীক্ষা মনে মানি সবে করে কানিকানি
না ঘুচিল কুলের গঞ্জন।
জোগৃহ করিল সীতা, সবে কহে সেই কথা
তাহে সবাকার লয় মন ॥

যে পথ করিল হরি তাহা দৃঢ়াইয়া ধরি
সেই পথ কেবা করে আন ॥
জ্ঞাতির শুনিয়া কথা ধনপতি মনে ব্যথা
যুক্তি কৈল খুল্লনার সনে।
জৌগৃহ গড়িবারে খোঁজে সাধু কারিগরে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

জতুগৃহ নির্ম্মাণ।

(১) গড়াইল শত পল স্বর্ণ কুমুড়া।
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছোড়া ॥

আট দিকে বাদ্য রোলে হৈল গণ্ডগোল।
ঘন বাজে বীরকানী কাড়া পড়া ঢোল ॥
নগরে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণা।
জৌগৃহ করি লউক শতপল সোণা ॥
হেনকালে যান চণ্ডী গগন বিমানে।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈলা পদ্মাসনে ॥
বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দিল বীর হনুমানে।
জৌঘর গড়িবারে করহ গমনে ॥
একজন শিশু হৈল আর জন বুড়া।
আসিয়া ধরিল সাধুর স্বর্ণ কুমুড়া ॥

আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা ভার।
ঝটিতি নির্ম্মাণ কর জৌয়ের আগার ॥
যেই ক্ষণে আদেশ করিলা ভগবতী।
সেই ক্ষণে দুই জনে হইল নরাকৃতি ॥
অঙ্গীকার কৈল দোঁহে চণ্ডি বিদ্যমানে।
আসি তথা চেঙ্গড়া ধরিল দুই জনে ॥
গৌরব করিয়া তারে সাধু দিল পাণ।
দোঁহে জৌগৃহ গড়ে হয়ে সাবধান ॥
ডাক দিয়া আনে যত নগরের নড়ি।
সাতানই বন্দে বিশাই টাঙ্গাইল দড়ি ॥
সাত হাত খাদ খোঁড়ে দেখিতে সুন্দর।
জৌয়ের দেয়াল দিল অতি মনোহর ॥
জৌয়ের আড়া জৌয়ের পাড়ি জৌয়ের কপাট।
জৌয়ের সাঁড়ক দিল জৌয়ের ঝনকাট ॥
জৌয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বান্ধনি।
ষোল পাট দিয়া কৈল জৌয়ের ছাউনি ॥
জৌগৃহ নির্ম্মাইয়া হইল বিদায়।
গেলা দুই কারিগর দেবতা সভায় ॥
খুল্লনা চিন্তেন আসি চণ্ডীর চরণ।
বিষম সঙ্কটে মাতা করহ রক্ষণ ॥
ফল মূল উপহার নৈবেদ্যে পূজিলা।
করিয়া পূজেন ঘটে সর্ব্বমঙ্গলা ॥
অবনী লোটায়ে রামা করয়ে স্তবন।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—
নিয়োজিল ধনপতি শতেক কিঙ্কর।
কারিগর চাহি ফিরে নগরে নগর ॥
যত কারিগর ছিল নগরে নগরে।
জৌগৃহের নামে তারা হেঁট মাথা করে ॥
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
ফিরাইল শতপল স্বর্ণ চেঙ্গড়া ॥
নগরে নগরে সাধু দিলেন ঘোষণা।
জৌগৃহ গড়ি লউক শত পল সোণা ॥
দেবতার পরীক্ষা দেবতাই সে জানে।
জৌগৃহ কথা তারা কাণে নাহি শুনে ॥
হেনকালে যান চণ্ডী গগনে বিমানে।
শুনিয়া চণ্ডিকা যুক্তি করে পদ্মাসনে ॥
করিলেন চণ্ডী বিশ্বকর্ম্মারে স্মরণ।
স্মৃতি মাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইলা তৎক্ষণ ॥
বিশ্বকর্ম্মা অষ্টাঙ্গে হইল নতিমান।
আশ্বাসিয়া অভয়া দিলেন তারে পাণ ॥
চণ্ডিকা বলেন বাপা বলিহে তোমারে।
মোর দাসী পরীক্ষা লইবে জৌঘরে ॥
মোর ব্রতে যদি বিশাই কর অবধান।
খুল্লনার জৌগৃহ করহ নির্ম্মাণ ॥
বিশ্বকর্ম্মে আনাইয়া তারে দিলা পাণ।
স্মরণ করিতে তথা আইল হনুমান ॥

নিশীশ্বর আনে তাকে সাধুর সন্নিধান।
সাধু বলে জৌগৃহ কর নিরমাণ ॥
ডাকিয়া আনিল যত নগরের নড়ি।
সূতা দিয়া বন্দে বিশাই টাঙ্গাইল দড়ি ॥
সাত হাত খাল খোঁড়ে দেখিতে সুন্দর।
জৌয়ের দেয়াল দিল অতি মনোহর ॥
জৌর আড়া জৌর পেলা জৌয়ের কপাট।
জৌয়ের সাঁড়ক কৈল জৌয়ের কৈল খাট ॥
জৌয়ের খিচনী দিল জৌয়ের বান্ধনী।
জৌয়ের চাল দিয়া কৈল ঘরের ছাওনি ॥
ঘর গড়ি বিশ্বকর্ম্মা হইলা বিদায়।
ঘর দেখি আনন্দিত বণিক সভায় ॥
নীলাম্বর দাস বলে করিল জৌঘর।
রামা সতী হৈলে বাঁচিবে ইহার ভিতর ॥
পরীক্ষা লইতে রামা আইলা পুনর্ব্বার ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান পাঁচালীর সার ॥

(১) নমো নমো নমো বাণী কৃপাময়ী নারায়ণী
অধিষ্ঠান হও মোর ঘটে।
ক্ষমিয়া আমার দোষ হও মাতা পরিতোষ
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
নমহ নমহ বাণী প্রণমহ নারায়ণী
অধিষ্ঠান হও মোর ঘটে।
বিপদে স্মরয়ে দাসী খণ্ডাও বিপদ রাশি
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে ॥
প্রথমে দানব মারি ত্রিদশের অধিকারী
সুরলোক করিয়া সুস্থির।
মহিষ রাক্ষস জন্তু সবার হরিলা দন্ত
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর ॥
তোমারে করিয়া পূজা জয়ী হৈল রাম রাজা
রাবণেরে করিল নিধন।
নিশাচরগণ ভীতা, আপনি রাখিলা সীতা
রঘুনাথে আনিলা ভবন ॥
প্রলয় দানব মারি ত্রিদশের অধিকারী
সুরলোকে করিলে সুস্থির।
মহিষ রাক্ষস জন্তু সবার হরিলে দন্ত
ত্রিভুবনে তুমি মহাবীর ॥
বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী সমর বিজয়ী লক্ষ্মী
অনন্তরূপিণী নিজ বংশে।
হয় যার শুভ মতি সেই জন মহা সতী
রাখ সতীজন অবতংসে ॥
খুল্লনার স্তুতি বাণী শুনিয়া যে নারায়ণী
কৃপা করি শিরে দিল হাত।

বিশ্বরূপা বিশালাক্ষী সমর বিজয়ী লক্ষ্মী
অনন্তরূপিণী রাজ ঋষি।
তোমা ভাবে শুদ্ধ মতি সেই জন মহামতি
রাখ সতীকুল অবতংসি ॥
মণি আভরণ যুত প্রবেশি পাতাল পথ
নিরুদ্দেশ হইলা যদুপতি।
দৈবকী রুক্মিণী মেলি দিয়া জয় হুলাহুলি
তোমারে করিলা স্তব স্তুতি ॥
তুমি দিলা বর দান, জয়ী হৈলা ভগবান,
সমরে জিনিলা রঘুপতি।
যশোদা নন্দিনী জয়া, শিব দুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্ক-শেখরী শিবদূতী ॥
নীলপুরে তুমি নীলা, পুরী কৈলা মুণ্ডশিলা,
রঙ্গিণীরূপিণী ভয়ঙ্করা।
ধরি বিশালাক্ষী নাম, বারানসী কৈলা ধাম,
নৈমিষ কাননে লিঙ্গধরা ॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি, আসি তথা নারায়ণী,
কৃপা করি শিরে দিল হাত।
লোচনে প্রমোদ বারি, করেন খুল্লনা নারী,
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত ॥
খুল্লনা চিন্তিয়া ভয়, জৌগৃহ কথা কয়,
আশ্বাস করিলা ভগবতী।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দামুন্যায় যাহার বসতি ॥

লোচনে প্রবোধ বারি করয়ে খুল্লনা নারী
অবনী লোটয়ে প্রণিপাত।।
খুল্লনা করিয়া জয় জৌগৃহের কথা কয়
আশ্বাস দিলেন ভগবতী।
চণ্ডিকা দিলেন পাণ শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ দিল অনুমতি।।

চণ্ডিকার অভয় দান।

খুল্লনার ভদ্রকালী চিন্তিল কল্যাণ।
পদ্মাবতী মনে চণ্ডী কৈল অনুমান॥
ধনঞ্জয় করি চণ্ডী করিল স্মরণ।
চণ্ডীর স্মরণে দেব আইলা ততক্ষণ॥
প্রণিপাত করি অগ্নি করিল অঞ্জলি।
কি করিব আদেশ করহ ভদ্রকালি॥
চণ্ডিকা বলেন বাপু বলি যে তোমারে।
মোর দাসী পরীক্ষা লইবে জৌঘরে।।
হাতে হাতে তোমারে করিনু সমর্পণ।
যতনে করিহ ইহার ভয় নিবারণ।।
সতী দেখি হই আমি চন্দন শীতল।
বিশেষে তোমার আজ্ঞা পরম মঙ্গল।।
সেই ক্ষণে ইহা বলি দেব হুতাশন।
খুল্লনা প্রত্যয় হেতু দিল হাতে হাত।।
খুল্লনার গায়ে বহ্নি হইল শীতলে।
আছুক অঙ্গের কাজ জৌ নাহি গলে।।
খুল্লনা আরোপি গলে চণ্ডিকার মালা।
উপনীত হৈলা রামা যথা জৌশালা।।
বণিক সভায় মাতা নিল অনুমতি।
জৌগৃহে প্রবেশ করিল রূপবতী।।

জতুগৃহ প্রবেশ।

চণ্ডিকা চরণ রামা করিয়া ভাবনা।
সম্মুখ দুয়ারে অগ্নি দিলেন খুল্লনা।।
দুয়ার ভেজায়ে অগ্নি প্রবেশিলা ঘরে।
প্রবল হইল অগ্নি জৌর উপরে।।
সতী দেহ দহে, ভয় হইলা অনল।
তুষার চন্দন হিম হইল শীতল।। (১)
প্রথমে গগনে উঠে নীলবর্ণ ধূঁয়া।
দারুক খেচর তারা হৈল উভমুয়া।।
ক্রমে ক্রমে উঠে অগ্নি যুড়ি নয় আশা।
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিশা।।
উত্তর পবনে বহ্নি ডাকে হান হান।
অগ্নি দাহন যেন আষাঢ়ের গর্জ্জন।।
সূর্য্যের রথের ঘোড়া হৈল চলাচল।
তুরঙ্গ চালনে হৈল সারথি বিকল।।
লুকায় গগনবাসী মেঘের আহড়ে।
কেহ কেহ দিগন্তরে যায় মেঘ ঝড়ে।।
পরীক্ষা দেখিতে আইলা যত সভাজন।
বিমান চাপিয়া যান নিজ নিকেতন।।
চাল গলে জড় গলে বন্ধন সব গলে।
ভীত চারিটা গলিয়া যায় মহীতলে।। (২)
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
বিমান চালায়ে আইলা দেখিতে তখন।।
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিষণ।
কলিযুগে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন।।
পূর্ব্বে সীতার কথা শুনিল শ্রবণে।
খুল্লনার এই কর্ম্ম দেখেন নয়নে॥
শোকে ধনপতি দত্ত ঝাঁপ দিতে যায়।
বন্ধু সব মিলি তারে ধরিয়া রহায়॥

সাধুর বিলাপ।

কান্দে ধনপতি, করি আত্মঘাতী,
লোটায় অবনীতলে।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
জৌগৃহে বাড়ে অগ্নি যোজন প্রমাণ।
প্রলয় দেখিয়া সিদ্ধ ছাড়ে নিজ স্থান।।
২। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
মর্ত্ত্যেতে পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ।
আইল যতেক দেব যার যা বাহন।।

মিলি বন্ধু গণে, বান্ধি ভুজ পাশে,
যাইতে না দেয় অনলে ।।
তোরে না দেখিয়া, পোড়ে মোর হিয়া,
আইস প্রিয়ে একবার ।
তোমা বিনে মোর, ঘর হৈল ঘোর,
জীবন ধরি অসার ।। (১)
তুমি গেলা যথা, আমি যাব তথা,
ব্যাজ দিন দুই তিন ।
কার্য্য করি তোরে, মরিব সাগরে,
নহিব তোমা বিহীন ।।
আনিতে পিঞ্জর, গৌড় নগর,
গেলাম আপন খায়া ।
সহিত বাঘিনী, খুল্লনা হরিণী,
উত্তর না বিচারিয়া ।।
আমি অভাজন, না কৈনু পালন,
রাখিলে ছাগল বনে ।
না করি অপেক্ষা, বিষম পরীক্ষা,
দিলাম তরুণী জনে ।।
বন্ধু জন কান্দে, কেশ নাহি বান্ধে,
কান্দে সাধু ধনপতি ।
করিয়া করুণা, কান্দয়ে লহনা,
প্রবোধয়ে লীলাবতী ।।

(২) অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরী ।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ।।
ভালই আছিলাম আমি গৌড় নগরে ।
দেশে আইলাম প্রিয়ে তোমা পোড়াবারে ।।
কেমতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষণ ।
অঙ্গের পুড়িয়া গেল পাটের বসন ।।
নওলী যৌবন পুড়ি হৈল ছার খার ।
তো হেন সুন্দরী রামা না দেখিব আর ।।
ভাসে ধনপতি দত্ত লোচনের নীরে ।
বন্ধু দশ মিলি সবে প্রবোধেন তারে ।।
কপটে কান্দয়ে রামা লহনা বেশেনী ।
প্রবোধ বলয়ে তারে লীলা ব্রাহ্মণী ।।
খুল্লনা বহিনে মোর বড় মায়া মোহ ।
কপট প্রবন্ধে কান্দে চক্ষে পড়ে লোহ ।।
নির্ধূম হইল অগ্নি দীপ্ত হয়্যা জলে ।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে ।।
নির্ধূম হইল অগ্নি পুড়ে হৈল শিখী ।
খুল্লনা না দেখি সাধু হৈলা বড় দুঃখী ।।
সাধু ধনপতি দত্ত পুড়িবারে যায় ।
কুণ্ডের ভিতর রামা দিল জয় জয় ।।
বাহির হৈলা সুন্দরী জয় জয় দিয়া ।
মাথার কেশের পানী পড়িছে খসিয়া ।।
সেই মত আছে শংখ শ্রীরাম লক্ষণ ।
গলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন ।।
আইলা সুন্দরী রামা সভার ভিতরে ।
যত বেশে অরি ছিল পড়ে পদতলে ।। (৩)

১। মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে ;—
তুমি গেলা যথা, আমি যাই তথা,
কর প্রিয়ে মোরে সঙ্গী ।
কৃষ্ণসার বিনে, একাকিনী বনে,
না পায় শোভা কুরঙ্গী ।।

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পূর্ব্বে এই টুকু বেশী আছে ;—
অবনী লোটায়ে কান্দে সাধু ধনপতি ।
ধুলায় ধূষর অঙ্গ শোকাকুল মতি ।।

৩। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
নির্ব্বাণ না হয় অগ্নি তাল হেন জ্বলে ।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে ।।
যত বন্ধুগণ সবে করে হাহাকার ।
ছলে এক দেখাইল দত্ত অলঙ্কার ।।
জৌগৃহ পুড়ে গেল লুকাইল শিখা ।
ধ্যানেতে আছিলা তথা পূর্ণচন্দ্রমুখী ।।
খুল্লনা আইলা তথা সভা বিদ্যমানে ।
বণিক সমাজ তাঁর পড়িল চরণে ।।

শংখ দত্ত করি আদি এসেছিল তথা।
অন্তরে গণিয়া লাজ হেঁট কৈল মাথা ।।
সকল বণিক বলে নাহি দিহ শাপ।
অপরাধ বলি যোন অহঙ্কার পাপ ।।
নীলাম্বর দাস বলে আমি তোমার ভাই।
ভাত খেয়ে ঘরে যাব মান নাহি চাই ।।
রামদা আসিয়া বলে সকরুণ বাণী।
তুমি যে মনুষ্য নহ ইহা আমি জানি ।।
কাহাকে কহিব আমি কেহ নাহি শুনে।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে ;—
খুল্লনা বলেন তবে সভার ভিতরে।
তোমা সবার দোষ নাই দৈবে এত করে ॥
খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরি দত্তে।
সভার ভিতরে রামা কথা কহে তত্তে ।।
গঙ্গার কলঙ্ক যেন পাপ ভরা।
দেবাসুর নাগ নর দোষ হীন কারা ।।
শুকপত্নী হরি ইন্দ্র সহস্রেক যোনি।
কুচনী নগরে নিত্য যান শূলপাণি ।।
উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরি।
কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী ॥
যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে।
নিষ্কলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণেগণে ।।
মন্ত্রণার গুরু তুমি আগে হরি দত্ত।
বিপাকেতে আমা হতে হারালে মহত্ব ॥
ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কীর্ত্তি পুরে।
জ্ঞাতি গোত্র অন্ন জল খাওয়াইতে নারে ॥
কর্জ্জনায় হরি দাঁ তার শুন কথা।
গরু চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা ।।
চম্পাই নগর বাসী চাঁদ সদাগর।
ছয় বাঁড় লয়ে তার ঘর স্বতন্তর ।।
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া মন্ত্রণা।
সর্ব্বাঙ্গে ধবল হৈল অতি পাপমনা ।।

পরীক্ষাতে জয়ী রামা অভয়ার বরে।
রন্ধন করিতে আজ্ঞা দিল সদাগরে ।।
স্মরিয়া অভয়া রামা বসিলা রন্ধনে।
দুর্ব্বলা যোগায় দ্রব্য যে চায় যখনে ॥
শাক সুপ রান্ধিল ভাজিল ফুলবড়ি।
ঘৃত দিয়া ভাজিল করলা পলা কড়ি ।।
কটু তৈলে কৈ মৎস্য ভাজে পণ দশ।
মুড়া নিচোড়িয়া তাহে দিল আদার রস ॥
খণ্ডে মুগের সুপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা থালী তাহার উপরে ।।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধনে।
দুর্ব্বলা জানাল গিয়া সাধু সন্নিধানে ।।
প্রাঙ্গণে বসিল যত জ্ঞাতি বন্ধু জন।
খুল্লনা কনক থালে যোগায় ওদন ।।
সুবর্ণের বাটীতে লহনা দেন ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি ।।
প্রথমে শুক্তার ঝোল দিল খণ্ট শাক।
প্রশংসা করেন তারে রন্ধনের পাক ॥
ভাজা মীন মাংস দিল ঝোলের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত হইল ভোজনভবন ।।
মিঠা দধি খাইল বেণে মধুর পায়স।
ভোজন করিয়া সবে হৈলা লজ্জাবশ ।।
সমাধি ভোজন সবে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূল কৈল মুখের শোধন ।।
হয় ধন পায় দান সহ মানদোলা।
দুর্ব্বা ঋষি পাইল দান পার্ব্বতীয় ঘোড়া
কৌশিকী পাইল দান সুবর্ণের ঝারি।
সাতগাঁর বেণে পাইল বিচিত্র পামরী ।।
জনে জনে সম্মান পাইল বেণে সব।
ঋতু বার্ত্তন লেখা করিলেন গৌরব ।।

যতেক বণিক বলে শুনহ বচন।
অভিশাপ খণ্ড মাতা করি নিবেদন ।।
বেণের দুর্গতি দেখি খুল্লনার দয়া।
ঘুচান দুর্গতি তার পূজিয়া অভয়া ।।

বিদায় করিয়া সব জ্ঞাতি বন্ধুগণে।
প্রভাতে চলিলা সাধু রাজ দরশনে ॥
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ।
ভার দুই চিনি আর চাঁপা মর্ত্তমান ॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
শীঘ্রগতি সদাগর করিল গমন ॥
ভেট দিয়া সদাগর করিল প্রণতি।
হেনকালে পুরাণ শুনেন নরপতি ॥
পাঠকে পুরাণ পড়ে জ্যৈষ্ঠের মহিমা।
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা ॥
যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
সপ্তদ্বীপা অবনীতে সেই জন রাজা ॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শংখধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তারে তুষ্ট শূলপাণি ॥
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গ লোক যায় সেই চড়িয়া বিমানে ॥
শংখ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া।
আরতি দিলেন তারে হাত পাণ দিয়া ॥
বাকলা চন্দন ছিল ভাণ্ডার ভিতরে।
ভাণ্ডারী আনিয়া দিল রাজার গোচরে ॥
বাকলা চন্দন দেখি নৃপ মহাশয়।
কুপিত হৈলেন কবি কঙ্কণেতে কয় ॥

অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক এক তোলা।
যত সাধু ছিল ঋণী এবে তারা হৈল ধনী
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা ॥
বিংশতি বৎসর হৈল রঘুপতি দত্ত মৈল
তরী ভরা আনিত চন্দন।
আর সব সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর
না পাই চন্দন অন্বেষণ ॥
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা রসাল নিকর শিলা
মাণিক্যবিদ্রুম মতি পলা।
যতেক চামর ছিল সকলি পুরাণ হৈল
যেন উড়ে শিমুলের তুলা ॥
গজশালে গজ মরে রক্ষক হুতাশ করে
লবঙ্গ নাহিক এক তোলে।
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া দিনে মরে এক জোড়া
শংখ নাহি বাজে পূজাকালে ॥
চামরী চামর ভোট সকয়াদ গজ ঘোট
এক খানি নাহিক ভাণ্ডারে।
শংখ পরিবার তরে রামাগণ সাধ করে
পিত্তল ভূষণ ঘরে ঘরে ॥
আমার বচন শুন ধনপতি দত্তে ভণ
পাটনেত দেহ তারে পাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

কৃতাঞ্জলি করি বলে রাজার চরণে।
দক্ষিণ পাটনে প্রভু পাঠাও অন্য জনে ॥
তোমার চরণে রায় এই নিবেদন।
লহনা খুল্লনা ঘরে নওলী যৌবন ॥
গারী মধ্যে শিশু কেহ নাহি অপেক্ষণ।
এবার পাঠাও প্রভু অন্য এক জন ॥
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে।
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে ॥
পানী ভেদি ডিঙ্গা মোর হৈল পুরাতন।
কেমতে যাইব তাহে সিংহল পাটন ॥
পাত্রগণ বলে ভায়া না কর বিষাদ।
করিবে রাজার কার্য্য কোন পরমাদ ॥
কালু দত্ত বলে সাধু কত কর মান।
বসহ রাজার রাজ্যে খাও ক্ষেম দান ॥
অম্বিকা চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

রাজারে করিয়া নতি বলে সাধু ধনপতি
এবার পাঠাও অন্য জনে।

যুড়িয়া উভয় পাণি সাধু সবিনয় বাণী ;
নৃপতি বিনয় নাহি শুনে ॥
রায় হে।
নিজ বনিতার কাজ কহিতে বাসি এ লাজ
লোক মুখে শুনেছ সকল।
হিংসায় আরোপি মন শূন্য দেখি নিকেতন
সতীনেরে রাখালে ছাগল ॥
হৃদয়ে পাইয়া পীড়া সাধু নাহি লয় বীড়া
কোপে রাজা লোহিতলোচন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি বিড়া লয় ধনপতি
অঞ্জলি করিয়া মাথে পাণ ॥
আপন অঙ্গের যোড়া চড়িবারে দিল ঘোড়া
কবচ প্রসাদ যমধর।
লক্ষ তঙ্কা ডিঙ্গার ধন অঙ্গে দিল আভরণ
বিদায় করিল সদাগর ॥

লহনার হর্ষ।

সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা কৈল আলিঙ্গন।
ভাই ভাই বলি রাজা মধুর বচন ॥
সবাকার কৈল সাধু চরণবন্দন।
ভাণ্ডারী আনিয়া তঙ্কা দিল ততক্ষণ ॥
লক্ষ তঙ্কা গণে দিল ডিঙ্গার সাজন।
বিদায় হইয়া সাধু চলে নিকেতন ॥
সিংহল গমনে সাধু পাইল আরতি।
লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতী ॥
পূর্ব্ব দুখে হিয়া সুখে কহে দুই চারি কথা।
রাঁঢ়া চারি পাঁচ ডাকি ত্যজে মনের ব্যথা ॥
আর শুনেছ,—
সিংহল যাবে সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।
নাইয়া পাইটের(১)কলকলি ঘন বাজে সিঙ্গা ॥

স্বয়াপরে চক্ষু পড়িলে চকে চকে কথা।
আমার দিকে দিঠ পড়িলে করে হেঁট মাথা ॥(২)
স্বয় দুয় সমান এবে সে হইল ভাল।
বিক্রম কেশরী জীয়া থাকুক চিরকাল ॥ (৩)
উহারি হাতে রাঙ্গা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে স্ত্রীকলা মোহন চাতুরী ॥
বিরাজে যেথায় রূপ যৌবন সম্পদ।
দড় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ ॥

নৃপের চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর আইল নিজ ধাম ॥
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুলোচন।
ঝারিহাতে খুল্লনা আইলা ততক্ষণ ॥
সিঁদুর মলিন মুখ সরোরুহ দেখি।
রাজদ্বারের বার্ত্তা জিজ্ঞাসে শশীমুখী ॥
বিরস বদনে সাধু কহেন সকল।
আরতি পাইনু প্রিয়ে যাইতে সিংহল ॥

১। নাইয়া—পাইটের মাঝি দাঁড়ীর।

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এই টুকু বেশী আছে ;—
সোহাগে ধনের গর্ব্বে না দেখে নয়নে।
দোষ মত শাস্তি দিতে বিধাতা সে জানে ॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে ;—
চিরকাল জীয়ে থাকুক বিক্রম কেশর।
আরতি পাঠায়ে যেন দুর্জ্জনে সফর ॥
তোমার চরণে আমি মাগি লই বর।
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর ॥
এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণ।
দ্বাদশ বৎসর কর সাধুরে বন্ধন ॥
জীয়ন্ত তাতারে যাহার নাহি সুখ।
সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ।
হেলন দোলন তার কে সহিতে পারে।
ভাল হইল যাবে সাধু সিংহল নগরে ॥

এত বাক্য হৈল যদি সদাগর তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ॥
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রু লোচন।
হিত উপদেশ রামা করে নিবেদন ॥

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাধ।
ঘরের চন্দন শংখ দিয়া হও নিরাতঙ্ক
রাজ ঘরে পাইবে প্রসাদ ॥
ভাণ্ডারে আছয়ে নীলা রসাল নিকর শিলা
মাণিক বিদ্রুম মরকতে।
যত আছে নিজাগারে দেহ লয়ে নৃপবরে
সুখে থাক নিজ আবাসেতে ॥ (১)
প্রাণনাথ হে!
বহুত মিনতি মাগি অর্ণবে বা লও ডিঙ্গী
পাটা যার শতেক যোজন।
কি করে ঠমক শিঙ্গা পক্ষে ছুয়া লয় ডিঙ্গা
সেই কার্য্য সঙ্কট জীবন ॥
যাবে সাগর বায়া সে দেশে না জীয়ে নায়া
পরাণ সঙ্কট লোণা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে মকরে মনুষ্য কাটে
ধিক থাকুক সিংহলে উপায় ॥
জলে কুম্ভীরের ভয় কূলেতে শার্দ্দূল চয়
দুই খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ সে পায় বহুত ক্লেশ
পিতা মোর কহিয়াছে তথে ॥
উড়ুব কচ্ছপ গুলা শশা হেন মশা গুলা
জলোকা কুম্ভীর শুণ্ডাকার।

রাজা বড় পাপচিত্ত ছলে হরি লয় বিত্ত
শুনেছি দেশের দুরাচার ॥
খুল্লনা যতেক কয় শুনি সদাগরে ভয়
সখী মুখে শুনিল লহনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্দ
হৈমবতী করিয়া ভাবনা ॥

মনে বড় কুতূহল কপটে লোচনে জল
বৈসে রামা নিজ পতি সনে।
হেন অশুভ বেলা রাজসম্ভাষণে গেলা
পরবাস যাবে চিরদিনে ॥
কর প্রভু বড় বুক হৃদয়ে না ভাব দুখ
কর গিয়া রাজার আরতি।
না কর আসিতে ত্বরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
লাভ করি আসিহ বসতি ॥ (২)
শ্বশুর আছিলা বঙ্ক আনিতা চন্দন শংখ
সাজন করিয়া সাত নায়।
বিচি কিনি হৈলা ধনী ইহা সব আমি জানি
কি বুঝাব অবলা তোমায় ॥
তঙ্কা চাহি প্রতি হাটে বসি খাইলে নাহি আঁটে
যদি হয় কুবেরের ন্যায়।
হিত উপদেশ বলি ফুরায় নদীর বালি
আয় বিনে যদি কর ব্যয় ॥
লহনা যতেক ভাবে শুনি সদাগর হাসে
দৈবজ্ঞ আনিতে কৈল ত্বরা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শুভক্ষণে নায়ে দিল ভরা ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;—
একলা রাখিয়া মোরে গেলে পিঞ্জরের তরে
গোঙাইলে তথা এক সমা।
সতা দিল যত দুখ কহিতে বিদরে বুক
আমার দুখের নাহি সীমা ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;
যেই জন পরাধীন, সে জন অবশ্য দীন
সুখ দুঃখ নাহিক বিশেষ।
রাজা বুদ্ধিমত সম সাপরাধে যেন যম
রাজার সেবনে বহু ক্লেশ ॥

(খুল্লনা বদতি)

সিংহল চলিবা প্রভু দীর্ঘ পরবাস।
লজ্জা খেয়ে কহি আমি গর্ভ ছয় মাস।।(১)
শুন হে প্রাণের নাথ বলি যে তোমারে।
পরীক্ষা লইতে নাথ নারি বারে বারে।।
এমত শুনিয়া সাধু জায়ার ভারতী।
জয়পত্র লিখিবারে দিল অনুমতি।।
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখেন ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী।।
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পিরীত।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিনু লিখিত।।
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
সেই কালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস।।
যদি কন্যা হয় শশীকলা নাম থুইও।
দেখিয়া উত্তম বরে বিবাহ তার দিও।।
যদি পুত্র হয় নাম রাখিহ শ্রীপতি।
পড়ায়ে শুনায়ে তায় করিও সুমতি।।
যদি পুত্র হয় সেই ঈষৎ প্রবল।
তরণী সাজায়ে তারে পাঠাইও সিংহল॥
এ বার বৎসর যদি না হয় আগমন।
আমার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন॥
তিন নিদর্শন দিল বেণিয়ার বালা।
মাণিক অঙ্গুরী দিল গায়ের আঁচলা॥
পত্র লিখি দিল সাধু খুল্লনার হাতে।
স্তুতি করি লয়া বান্ধিল নিজ মাথে॥
জয়পত্র লয়ে রামা যায় নিকেতনে।
খড়ি ব্রজ আইলা সাধু সন্নিধানে॥

দৈবজ্ঞ রচিল পাঁজী রাশি চক্র পাতি।
যাত্রা গণিবারে তারে দিল ধনপতি॥
গণনা করিয়া গুরু মনে কৈল সার।
অবধান কর যাত্রা নাহি এই বার॥
পাঁজী বিচারিয়া ওঝা ভাবিয়া লক্ষণে।
শ্রবণাদি ছয় ঋক্ষ না যাই দক্ষিণে॥
অশ্বিনী নহিল যাত্রা তায় রাতি সাথ।
নিষেধ ধরণী গুরু তায় ক্ষিতিনাথ॥
কৃষ্ণপক্ষে বলিযোগে নাহি যাত্রা ভাল।
তিথি ত্র্যহস্পর্শ হৈল দশমী করাল॥
দ্বাদশী বিফল যাত্রা ত্রয়োদশী নয়।
তিথি চতুর্দ্দশী রিক্তা ভাল নাহি কয়॥
অতঃপর উশনা পাবেন অস্ত ভাব।
এমন যাত্রায় গেলে নাহি করে লাভ॥
নহে যাত্রা ভাল সাধু দেখি বিপরীত।
জীবন সংশয় দেখি হারাবে বুহিত॥
এই যাত্রা গণিয়া সাধু। মনে দুঃখ বাসি।
অগ্নিকোণে থাকে কাল তিথি ত্রয়োদশী॥
এমন যাত্রায় গেলে লোক হয় বন্দী।
কহিনু পুরাণ সার সাধু শুন সন্ধি।
এমন শুনিয়া সাধু মুখ কৈল বাঁকা।
নফরে হুকুম দিল মারে তারে ধাক্কা॥
অভিশাপ দিয়া ওঝা চলিল নিলয়।
যাত্রা করে ধনপতি গোধূলি সময়॥
পূর্ব্ব হৈতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবারু লইয়া সাধু গেলা তার কূলে॥
ঘাটে জল দেবতার কৈল আবাহন।
জলেতে ডুবারু যায়া নামে দুই জন॥
এক ডুবারুর শুন অপরূপ কথা।
জলে ডুবিলে জানে সকল বারতা॥
আর জনার কিছু শুনিবে উত্তর।
এক ডুবে যাইতে পারে অর্দ্ধেক সাগর॥
প্রথমে তুলিল তরী নামে মধুকর।
সর্ব্ব অঙ্গ সুবর্ণ যায় বৈঠকির ঘর॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে ;—

মোর মনে লয় তথা হবে বহুকাল।
তোমার বান্ধব জন বিষম করাল।।
শঠতা করিয়া তারা যদি ধরে ছল।
সেই কালে কেকা মোর হবে অনুবল।।

তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিতে গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়াবেকী।
দুই প্রহরের পথে যায় মালুম কাঠ দেখি॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে শংখশূল।
আশী গজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দুকূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আলো॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোট মুটি।
যাতে চাল ভরা চাই বায়ান্ন পউটি॥ (১)
মোম ধুনা দিয়া গাহিল সাত নায়।
ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায়॥
সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধি রাখে তরী লোহার শিকলে॥
অবিলম্বে সদাগর আইল নিকেতন।
ভাণ্ডারের ঘরে সাধু দিল দরশন॥
বহু ধন রেখেছিল লোহার কুঁজি দিয়া।
আড়ায় করিয়া ধন দিলেক মাপিয়া॥
নানা দ্রব্য সদাগর নিল রাশি রাশি।
ভ্রমরার তীরে আনে হয়ে অভিলাষী॥

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
অষ্ট দিক হৈতে দ্রব্য আনে করি ত্বরা॥
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ পাব,
নারিকেল বদলে শংখ।
বিড়ঙ্গা বদলে লবঙ্গ পাব
শুঠের বদলে টঙ্ক॥
পতিঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে গুয়া।
গাছ ফল বদলে জায়ফল পাব
বহড়ার বদলে গুয়া॥

পাট শণ বদলে ধবল চামর পাব
কাচের বদলে নীলা।
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
জোয়ানী বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা॥
চয়ের বদলে চন্দন পাব
ধুক্তির বদলে গড়া।
শুকুতি বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাস মসুরী তণ্ডুল বরবটি
বাটলা চণক চিনা।
বলদ শকটে তৈল ঘৃত ঘটে
সদাগর আনিছে কিনা॥
গোধূম কিনে যব খুঁজিয়া সরষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর পূরিল অহন্তর
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদবতংসে পালধি বংশে
নৃপতি রায় রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম॥

ধনপতি যাত্রা করে না করি বিচার।
খুল্লনার দশ দিক হৈল অন্ধকার॥
ষোল উপচারে চণ্ডী পূজেন খুল্লনা।
প্রদক্ষিণ করি রামা করেন মাননা॥
জগত জননী জয়া কৃপা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিয়া স্বামী আনিবে মন্দিরে॥
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার শরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে রক্ষা কৈলে নারায়ণ।
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়॥
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
ক্ষিতি ভার হরণে বিষ্ণুর সোহাগিনী।

১। মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে;—
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে নাটশালা।
তাহাতে দেখয়ে সবে গাবরের মেলা॥

হইলে নন্দের ঘরে যশোদানন্দিনী ॥
গহন কাননে মাতা হৈলে প্রতিকার।
মাতা
রহিবে নৌকার আগে হয়ে কর্ণধার ॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি সর্ব্ব মঙ্গলা।
আশ্বাস করিল তারে দিয়া কণ্ঠমালা ॥
জয় জয় ধ্বনি দিয়া পূজেন খুল্লনা।
সদাগরে বার্ত্তা দিতে চলিল লহনা ॥
হাসিয়া লহনা যায় করিয়া ভাবনা।
দেখিব স্বয়া-বকিল যেমত যন্ত্রণা ॥
নিকটে সাধুর গিয়া করিল বন্দন।
অবধান কর প্রভু মোর নিবেদন ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

সদাগর তোমায় আমায় আছে বিরল কথা।
তোমার মোহিনী বালা শিক্ষা করে ডানি কলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা ॥
হেম বারি জলগর্ভা উপরে দীঘল দূর্ব্বা
অষ্টশালি তণ্ডুল অন্তরে।
মস্তকে চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী দিয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে ॥
আমার নৈবেদ্য দধি ফল পুষ্প নানা বিধি
অগুরু চন্দন ধূপ ধুনা।
দিয়া জয় জয় ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনী
বন্ধু জন করে কাণাঘুনা ॥
হেয় করি প্রণিপাত খুল্লনারে শুন নাথ
কহিতে হৃদয়ে করি ভয়।
কিবা আমা সবে বাধে হিংসায় চণ্ডিকা সাধে
যাব আমি ত্যজিয়া নিলয় ॥
পরিয়া লোহিত বাস আকুল কুন্তলপাশ
বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখিছি আপন চক্ষে কাণ্ডরী কামাখ্যা মুখে
দেয় সেই ফুলের অঞ্জলি ॥
যদি পায় গুণবতী অষ্টমী মঙ্গল তিথি
যদি বা নবমী চতুর্দ্দশী।
পাইয়া এমন তিথি পূজা করে নিতি নিতি
উপবাসী থাকে দিবা নিশি ॥
উচ্চে বা প্রধানে দোষ পাছে না করিবে রোষ
মনে পাছে না করিবে ক্ষমা।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিবে লহনার নাসা
দুর্ভাবনা না দেখিবে আমা ॥
লহনা এতেক বলে যাত্রা ভাঙ্গি সাধু চলে
না করয়ে কুন্তল বন্ধন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

চণ্ডীর পূজায় সাধুর কোপ।

দেখিয়া সাধুর কোপ চিন্তেন লহনা।
বিধাতা আমার আজি পূরিল কামনা ॥
স্বামীর সোহাগে তার গর্ব্ব হয়েছে বড়ি।
দেখিব সোহাগের কিল ভূমে গড়াগড়ি ॥
সাধু আগে চলিল লহনা নারী জন।
আপনার ঘরে সাধু দিল দরশন ॥
পূজা গৃহে ধনপতি হৈল উপনীত।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী ॥
রোষযুত ধনপতি দেখিব বিদ্যমানে।
ঘট ছার্প না ছাড়ি মাতা রহিলা গগনে ॥
বাম পন্থী হয়ে তুমি কর কার পূজা।
এই কথা শুনি যদি ছল ধরে রাজা ॥
পুনর্ব্বার জ্ঞাতি বন্ধু যদি ছল ধরে।
পরীক্ষা তোমারে কত দিব বারে বারে ॥
কারো কুলে নাহি আছে হেন পাপবধূ।
এমন করয়ে কেবা কুল যশঃ বিধু ॥
এতেক বলিয়া সাধু জ্বলে কোপানলে।
লজ্জিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে ॥
ভূমিতে দেবীর বারি গড়া গড়ি যায়।
শূন্য ঘট ঠেলিয়া ফেলিল বাম পায়।

কেমনে খুল্লনা তুই পূজিস ঘটবারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥

খুল্লনার বিনয়।

শুন নাথ পূজার সন্ধান।
রোগ শোক দুঃখ খণ্ডী অনুদিন পূজি চণ্ডী
তবে হবে তোমার কল্যাণ॥
তুমি যাবে পরবাস আমার হৃদয়ে ত্রাস
শূন্য হবে মোর জীব লোক।
এই সমাহিত মতি পূজা করি হৈমবতী
তুমি যেন নাহি পাও শোক॥
যত দেখ মহাজন সবাকার প্রয়োজন
শুদ্ধ ভাবে পূজে মহামায়া।
তেঁহো সবাকার মূল হন যবে প্রতিকূল
কেহ তারে নাহি করে দয়া॥ (১)
সীতা উদ্ধার হেতু শ্রীরাম বান্ধিল সেতু
ভল্লুক বানর লয়ে সাথে।
শুন প্রভু তোরে কই রাক্ষস সমরে জই
শুনিয়া ভাবেন রঘুনাথে॥
সমর বিজয়ী রাম সমুদ্রের তীরে রাম
এক ভাবে চণ্ডী পুজে মনে।
বর পেয়ে রঘুনাথ করিয়া রাক্ষস পাত
সীতা লয়ে গেলেন ভবনে॥
ভারাবতারণ আশে আইলা বসুদেব বাসে
কৃপাময় প্রভু ভগবান।
দৈবকী পূজেন চণ্ডী সকল দুরিত খণ্ডী
নন্দ গৃহে করিল পয়ান॥
দারুণ কংসের ভয়ে বসুদেব স্থির নহে
থুইল কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
আসি বসুদেব সাথে উরিলা কংসের হাতে
ভয়-খণ্ডী উড়িলা অম্বরে॥
খুল্লনার কথা শুনি ধনপতি বলে বাণী
তুমি লো আমার সহচরী।
মোর ব্রত ভঙ্গ করি নষ্ট কৈলি মোর গারী
মাইয়া পূজী হৈলি মোর বৈরী॥
এমন নিন্দিয়া নারী চরণে ঠেলিয়া বারি
পুন যাত্রা করে সদাগর।
ডোম চিল উড়ে মাথে কাষ্ঠভার দেখে পথে
গাইল মুকুন্দ কবিবর॥

চণ্ডিকার ক্রোধ।

কোপে কম্প কলেবর মুখে গদগদ স্বর
মুখ নব মিহির মণ্ডল।
শিরে হৈতে খসে বাস আকুল কুন্তলপাশ
লোচন যুগল উতপল॥
রণজয়া মহাতেজা হৈলা দেবী অষ্টভুজা
বাহুযুগে নানা প্রহরণ।
পদ্মাবতী আনি পাশে বলি তারে প্রিয় ভাষে
শুন পদ্মা আমার বচন॥
দেহ গো নিশান শিঙ্গা ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা
ধনে প্রাণে বধ ধনপতি।
আপনার কার্য্য সাধি ধনপতি দন্তে বধি
কেমনে রাখিবে পশুপতি॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর অন্যরূপ আছে ;—
শ্রীহরি তারণ আশে, আইলা বসুদেব বাসে,
ইচ্ছাময় পূর্ণ ভগবান।
দৈবকী আছিলা বন্দি, বুঝিয়া কার্য্যের সন্ধি
নন্দগৃহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
দারুণ কংসের ভয়, বসুদেব স্থির নয়,
লুকাইল প্রভু সদ্যাগারে।
আসি বসুদেব সাত, ছাড়িয়া কংসের হাত
ভয় খণ্ডি উরিল অম্বরে॥
শ্রীরাম রাবণে রণ, ভয় করে দেবগণ,
বিধি কৈল অকালে বোধন।
চণ্ডী পুজে যেই কাম, রাবণ বধিল রাম,
করিল সীতার উদ্ধারণ॥

ডাকি দেহ যত দানা ডিঙ্গায় হউক হানা
লুট করি লউক যত ধন।
আনিয়া ধনার মাথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
করহ যাদের প্রয়োজন॥
আমা সনে করি হঠ চরণে লঙ্ঘিয়া ঘট
হৈল বেটা বড় অহঙ্কারী।
কোন ছার বেণে জাতি মোর ঘটে মারে নাথি
জীবে কি আমার হয়ে অরি॥
মোর ঘট পায়ে ঠেলি দিয়া যাবে গালা গালি
কেবা সহে এত অপমান।
আমার গৌরব রাখ ধনপতি দণ্ডে বধ
উহার শোণিতে করি স্নান॥
আছুক পূজার কায সুরপুরে হৈল লাজ
হইল শঙ্কর বিদ্যমান।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান॥

পদ্মার উপদেশ।

পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণি।
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি হেন মনে জানি॥
বিচারেতে কার্য্য সিদ্ধি অবিচারে নাশ।
কোপ সম্বরণে কর পূজার প্রকাশ॥
পূর্ব্বের বিচার মাতা পাসরিলা কেনি।
কি কারণে রত্নমালা আনিলে অবনী॥
মালাধর কুমারে করালে গর্ভবাস।
এই কালে ধনপতি না কর বিনাশ॥
নিজ দেশ হতে সাধু যাউক কত দূর।
তবে সদাগরে দুঃখ দেখাব প্রচুর॥
ডুবাইয়া ছয় ডিঙ্গা নিব রসাতল।
একা মধুকরে সাধু পাঠাব সিংহল॥
পশ্চাতে করিয়া দিব যত আছে সন্ধি।
নৃপগৃহে কারাগারে করাইব বন্দী॥
তুমি যদি করিতে বল বাদের প্রকার।
ইঙ্গিতে করিয়া দিব বাদের সুসার॥
ধনপতি দণ্ডে যদি বধ এই কালে।
তবে না হইবে পূজা অবনী মণ্ডলে॥
এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
কোপ নিবারণ মনে করিল পার্ব্বতী॥
সম্ভ্রমে চণ্ডীর বারি তুলিল খুল্লনা।
জীবন্যাস করি তার করিল অর্চ্চনা॥
মূর্খ আমার পতি তোমা নাহি ভজে।
আমা দেখি রাখ পতি পদ্ম-সরসিজে॥
হুলাহুলি শঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত।
অপরাধ ক্ষম রাখ দাসীর আয়াত॥

চণ্ডিকার স্তব।

নমহ নমহ বাণী কৃপা কর নারায়ণি
অধিষ্ঠান হও পূজা-ঘটে।
স্মরণ করয়ে দাসী নাশিয়া বিপদ রাশি
প্রভু রাখ বিষম সঙ্কটে॥
মণী হরণে কতে প্রবেশি পাতাল পথে
নিরুদ্দেশী হৈলা যদুপতি।
রুক্মিণী দৈবকী মিলি দিয়া জয় হুলাহুলি
তোমার করিল অবস্থিতি॥
তুমি দিলে বরদান জয়ী হৈলা ভগবান
সমরে জিনিল জম্বুবানে।
জাম্বুবতী করি বিয়া আইলা স্যমন্তক লয়া
শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে॥
খুল্লনার স্তুতি শুনি উরিলেন নারায়ণী
শঙ্খ সিন্দূর দিল দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান॥

ক্ষমি অপরাধ, করিল প্রসাদ,
কৃপাময়ী নারায়ণী।
শিরে হেম বারি, নাচয়ে সুন্দরী,
দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥

পূরিয়া কামনা, নাচয়ে খুল্লনা,
দিয়া ঘন করতালি।
দেই অনুরাগে, চণ্ডী পদযুগে,
সুগন্ধ পুষ্প অঞ্জলি ॥
আদ্যা সনাতনী, শাম্ভবী ব্রাহ্মণী,
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী, কপাল মালিনী,
তিন লোকে তোমা সেবে ॥
ধাত্রী শাকম্ভরী, গৌরী দিগম্বরী,
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী, সেবে পুণ্যশালী,
হর তনু হেম মালা ॥
শিবা ক্ষমা চণ্ডী, চণ্ডমুণ্ডখণ্ডী,
বালশশীশিরোমণি।
ভৈরব ভারতী, রামা সরস্বতী,
সংসারদুঃখতারিণী ॥
কৌষিকী কৌমারী, রোগশোকহারী,
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
চণ্ডবতী চণ্ডা, চামুণ্ডা প্রচণ্ডা,
শ্রীফল-শাখা-বাহিনী ॥
দক্ষমখহরা, ভবভয়পরা,
মহাকালী বর্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর, হর দিবাকর,
দিতে নারে তব সীমা ॥
যাদব সেবিতা, নন্দগোপ সুতা,
শুম্ভ নিশুম্ভ নাশিনী।
ক্ষম গো রঙ্গিণী, মহিষ-মর্দ্দিনী,
শঙ্করী সিংহবাহিনী ॥
ক্ষমি অপরাধ, করিল প্রসাদ,
নারায়ণী পদ্মাবতী।
সাধু শুভকালে, ডিঙ্গা মেলি চলে,
মুকুন্দ গাইল ভারতি ॥

রবিবারের দিবা পালা সমাপ্ত।

ধনপতির সিংহল যাত্রা।

নিশারম্ভ।

ঘরে হৈতে সদাগর করিল গমন।
উভরায় খুল্লনা করয়ে ক্রন্দন ॥
ঘরে হৈতে বাহিরিতে লাগিল উচোটা।
নেতের আঁচলে লাগে সিয়াকুল কাঁটা ॥
যাত্রার সময়ে ডোম-চিল উড়ে মাথে।
কাঠুরিয়া কাষ্ঠ ভার লয়ে যায় পথে ॥
শুকান ডালেতে বসি কোকিল কাড়ে রাও
যোগিনী মাঙ্গয়ে ভিক্ষা অৰ্দ্ধখান লাউ ॥
কমঠ লইয়া পথে ধীবর চলি যায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলিয়া বেড়ায় ॥
চলিলেন সদাগর মনে কুতূহলী।
বামদিকে ভুজঙ্গম দক্ষিণে শৃগালী ॥
ভ্রমরার কূলে সাধু দিল দরশন।
কাণ্ডার বলয়ে আর কেন বিলম্বন।

বন্ধুগণে গারী ঘর কৈল সমর্পণ।
শিব স্মরিয়া চলে সাধুর নন্দন ॥
ছৈ-ঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর।
হাতে কেরোয়াল বৈশে নায়েব গাবর ॥
কার হাতে কেরোয়াল কার হাতে ফাঁস।
কার হাতে দণ্ড কার হাতে রায় বাঁশ ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে হৈয়া নমস্কার।
হরি হরি বলি নৌকা বাহে কর্ণধার ॥
লহনা খুল্লনা স্থানে হইয়া মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী ॥
ইন্দ্রপুরে পূজা দিলে লয়ে পুষ্প পানী।
বাহ বাহ বলি ডাকে সাধু গুণমণি ॥
ভাণ্ড সিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া।
মাটিয়ারি সফরখান বামেতে রাখিয়া ॥
সঘন কেরোয়াল পড়ে ঘন ডাকে সাট।
নিমিষেকে যায় সাধু যোজনেক বাট ॥

নৌকা মেলি যায় সাধু বেণের নন্দন।
চণ্ডীগাছা বেলনপুর(১)বাহিল তখন ॥ (২)
নবদ্বীপ বহে সাধু যান অতি ত্বরা।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥
সমুদ্রগড় সদাগর কৈলা তেয়াগন।
মৃজাপুর বাহিল সাধু বেণের নন্দন ॥
নায়া পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পড়ি আম্বুয়া মুলুক।
নৌকার ঝপ ঝপি ঘন পড়ে সাড়া।
বামে শান্তিপুর ডাহিনে গুপ্তিপাড়া ॥ (৩)
উলা বাহিয়া কাচিমার আশে পাশে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥
মহেশপুর সদাগর বাহিল তখন।
ফুলিয়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান ॥
রজতের সিপে কেহ করয়ে তর্পণ।
গর্ভে বসি শিব পূজা করে কোন জন ॥
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে ॥ (৪)
বুহিত বাঁন্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর ॥

নঙ্গর তুলি সদাগর নিল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে ফরমানী ॥ (৫)

১। ধলেনপুর (মুদ্রিত পুস্তকে।)

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;

ত্বরা করি সদাগর রাত্রি দিন যায়।
পূর্ব্বস্থলী সদাগর বাহিয়া এড়ায় ॥
কোথাও রন্ধন কোথা দধি খণ্ড কলা।
নবদ্বীপে উত্তরিল বেণিয়ার বালা ॥
চৈতন্য চরণে সাধু করিল বন্দন।
সেখানে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন।

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—

উলা ছাড়ি চলে ডিঙ্গা খিশমার পাশে।
ফুলিয়ার ঘাটেতে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ॥
যশিপুর সদাগর করি তেয়াগন।
কোদালের ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥

৪। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট ॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল শফর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর ॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুরামক থানামক গোদাবরী গয়া ॥
শ্রীহট্ট কাণ্ডর কোঁচ হাঙ্গর ত্রিহট্ট।
মাণিকা ফণিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট ॥
বাগণ মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আহলকা স্থল সপ্তগ্রাম ॥
শিবাচট্ট মহাহট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত শফর কহিতে কত পারি ॥
ও সব শফরে যত সদাগর বৈসে।
সবে ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে ॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ অতি অনুপম।
সপ্ত ঋষি শাসনে বলায় সপ্ত গ্রাম ॥
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান করে সাধু ধনপতি ॥

৫। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

গরিফা ছাড়িয়া ডিঙ্গা গেল গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া ॥

গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগিরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী ॥
ব্রহ্মপুত্র সদাগর যেই ঘাটে মেলা।
চূড়ামণেশ্বর বাহে বেণিয়ার বালা ॥
উপনীত হইল সাধু নিমাইতীর্থ ঘাটে।
নিম্ব বৃক্ষেতে যথা ওড় পুষ্প ফুটে ॥
সঘনে তরির পথ তীরের প্রমাণ।
যতন করিয়া সাধু পাইল রসান৭।
হিমাই বামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥
প্রভাত হইল সাধু মেলে সাত নায়।
সেই দিন সদাগর হেতেগড় পায় ॥
এক দুই তিন নৌকার মাঝে আইসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
দূরে হইতে শুনে সাধু জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন ॥

ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইচ্ছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা ॥
উপনীত হইল ডিঙ্গা নিমাই তীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড় ফুল ফুটে ॥
ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে ॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
চুচিনান ধনপতি একেবারে পায় ॥
নানা উপচারে তথা পূজে পশুপতি।
চুচিনান এড়াইল সাধু ধনপতি ॥
ত্বরায় বাহিছে তরি তিলেক না রয়।
চিত্রপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায় ॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা ॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজুলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥
বালুঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন ॥

মোহানা বাহিল সাধু করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল তরী দুরন্ত মগরা ॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিল অভয়া।
সদাগরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥
ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর ॥
নিমেষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল ভরা ॥
ঘন বজ্র ধ্বনি হয় মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
নায়ের সকল লোক করে কানাকানি ॥ (১)

তীরের প্রয়াণ যেন চলে তরীবর।
তাহার মেলানি বাহে মাইনগর ॥
নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুয়া।
দক্ষিণেতে বারাশত গ্রাম এড়াইয়া ॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ উত্তরিল অবসান বেলা ॥
মহেশ পূজিয়া সাধু চলিলা সত্বর।
অম্বুলিঙ্গে গিয়া উত্তরিল সদাগর ॥
শ্রীনীলমাধব পূজা করেন তৎপর।
তাহার মেলানি সাধু পাইল হাত্যাঘর ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
ছৈ-ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল ॥
চণ্ডীর আদেশে বীর ধায় হনুমান।
ডিঙ্গার ছাউনি ভাঙ্গে করে খান খান ॥
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় বীর করে ঢুশাঢুশি।
কৌতুকে হাসেন জয়া সিংহ রথে বসি ॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম সঙ্কটে পাব কিরূপে নিস্তার ॥

পূর্ব্বে হৈতে আইল বাত্যা দেখিতে ধবল।
সপ্ত তাল হয়ে গেল মগরার জল ॥
ঝন ঝনা পড়ে যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নায়ের ঘর করে খানখান ॥
নদ নদীগণ তবে করিল পয়ান।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

চণ্ডীর আজ্ঞাতে ধায় নদ নদীগণ।
মগরা নদীর সনে করিতে মিলন ॥ধ্রু ॥
আজ্ঞা নিল ভবানী, ধাইল মন্দাকিনী,
গগনে ছাড়িয়া স্থিতি।
সঙ্গে মকর জাল, ছাড়িয়া পাতাল,
ধাইল ভোগবতী
প্রবলতরঙ্গা, ধাইল শ্রীগঙ্গা,
ভৈরব কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুতপদ, যোলশ মহানদ,
বহুদা বিপাশা ॥
অযোদর দামোদর, ধায় দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
কোঁপাই দেবাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ি সাথে ধায় বগা ॥
ধাইল ঝুমঝুমী, করিয়া দামামী
ক্ষীরাই আমাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, হয়ে কুতূহলী,
রত্না চলিলা রঙ্গে ॥
সুরবল হরি, ধাইল গোদাবরী,
ধায় কানা দামোদর।
খালী জুলি সঙ্গে, চলে নানা রঙ্গে,
আর বুড়া মন্ত্রেশ্বর ॥
ধাইল বরুণা, গঙ্গা যমুনা,
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, কাণা গোমতী,
সরযূ কংসাবতী ॥

ধাইল কাঁসাই, মহানদ বিড়াই,
খরস্রোতে বামনের খানা ॥
চারি দিকে জল, ধাইল ধবল,
মগরা জুড়িয়া ফেণা ॥
বাজাই ডিঙি, কহই খণ্ডী,
নড়িলা সত্বর হয়ে।
সঙ্গে কালিয়া ধাই, লয়ে সাত ভাই,
সুবর্ণরেখা লয়ে ॥
কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল
বৈরী হৈল দেবরাজ সঘনে পড়য়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল ॥ (১)
শিলা বাজে যেন গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল যেন বাজে কাঁড়।
বিষম জলের রয় তৃণ দুই খান হয়
দাঁড়িতে ধরিতে নারে দাঁড়।
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উড়িয়া ত তরু পড়ে
দুকূল হানিয়া বহে ফেণা।
কহ কর্ণধার ভাই কেমতে নিস্তার পাই
ভাঙ্গা নৌকা ভাসে কত খানা ॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে বৃষ্টি জলে নৌকা পূরে
নায়া পাইক জড় হৈল শীতে।
কহ ভাই কর্ণধার না দেখি প্রতিকার
জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥
দেখ রে নায়ের পাশে কুম্ভীর মকর ভাসে
গিরিগুহা বিকট দশন।
কাণ্ডার উপায় বল দেখি যে প্রবল জল
আজি বড় সঙ্কট জীবন ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক, না পাই জীবন রাখ,
নাহি জানি কোন গ্রহ ফল।
নাহি জানি দিবা রাত্রি ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে যাহে জল ॥

ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা শরণ করহ গঙ্গা
অন্তঃকালে ভজ পশুপতি।
পড়িয়া বিষম ফান্দে মহেশ বলিয়া কান্দে
চিন্তিয়া হৃদয়ে ধনপতি॥

স্মরণ করিল মাতা পবন নন্দন।
এক লাফে আইলা বীর ছাড়ি নিজ বন॥
দুই কর্ণ হৈল যেন বদরীর পাতা।
গুবাক সমান হইল হনুমানের মাথা॥
অঙ্গুলি প্রমাণ হৈল হনুমান বীর।
পবনের পুত্র পবনে হয় স্থির॥
অভয়া চরণে বীর নোয়াইল মাথা।
কি কার্য্য করিব মা কহ হেমন্ত দুহিতা॥
সমুদ্র শুষিব কিবা ভাঙ্গিব আকাশ।
সুমেরু তুলিয়া কিবা করিব গরাস॥
অভয়া বলেন বাছা কোপ সম্বর।
মোর সহ বাদ ধনপতি সদাগর॥
বরুণে ডাকিয়া মাতা তারে দিল পান।
অঙ্গীকার কর বাছা মোর বিদ্যমান॥
শ্রীদাম সুদাম আদি গোপের বালক।
ব্রহ্মা যেন হৈলা তার আপনি পালক॥
তেন মত রাখ মোর নায়ের নফর।
মগরায় রাখ লয়ে জলের ভিতর॥
নাহি হবে দ্বাদশ বৎসর ভুখ শোষ।
এই কার্য্য করিলে হয় আমার সন্তোষ॥
অভয়া বলেন বাপু বীর হনুমান।
ছয় ডিঙ্গা ডুবাহ আমার বিদ্যমান॥
এমত চণ্ডীর আজ্ঞা পেয়ে হনুমান।
একবারে ডিঙ্গা ডুবাইল দুইখান॥
দুইখান ডিঙ্গা যবে জলে ডুবে গেল।
ধনপতি বলে ভাই বিবাদ ঘুচিল॥
আর না করিবে বল মগরার জল।
পাঁচখান ডিঙ্গা লয়ে চলিব সিংহল॥
পুনরপি কুপিত হইল হনুমান।
একে একে ডুবাইল ডিঙ্গা ছয়খান॥
হংসডিম্ব হেন ডিঙ্গা মধুকর ভাসে।
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে॥
ঘুরণিয়া জলে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক।
পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুম্ভারের চাক॥
সবে মাত্র রহিল একলা মধুকর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

পদ্মা কেন বা আনাইলা নদ নদী।
ডুবাইলে সাধুর নায় শঙ্কর ধরিবে দায়
তখন করিবে কোন শুদ্ধি॥
হয়ে সাধু শুদ্ধমতি নিত্য পূজে পশুপতি
এক ভাবে সেবক বৎসলে।
সাধু সনে কৈনু বাদ হৈল বড় পরমাদ
কেন ডুবাইনু নৌকা জলে॥
সেই সবে হরি হর তারে দেখি মোর ডর
ব্রহ্মবধ সম তার বধ।
সদাগরে দিলে দুখ প্রভু না চাহিবে মুখ
পদে পদে আমার বিপদ॥
শুনেছি শঙ্কর স্থানে দেবগণ বিদ্যমানে
আগে ধনপতির গণনা।
বাজ বৃষ্টি শিলা পড়ে যদি সাধু মরে ঝড়ে
দূর হবে আমার মাননা॥
পদ্মা যাক্ নদ নদীগণ মেঘে দেহ বিসর্জ্জন
মন্দিরে চলুক হনুমান।
শিব পদে দিয়া মতি সদাগর ধনপতি
নিজ মুখে করুক পয়ান॥

ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
তরী মেলি সদাগর শীঘ্রগতি যায়॥
ডানি বামে ছাড়িয়া আইল কত দেশ।
সঙ্কেতমাধবে দেখে সোণার মহেশ॥

সদাগর কহে কিছু তার বিবরণে।
সে গীত গাইব শ্রীপতির আগমনে ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেতমাধবে প্রদক্ষিণ।
তরী মেলি সদাগর চলে রাতি দিন ॥
দক্ষিণে মদন মল্ল বামে বীর খানা।
কেরোয়ালের ঝুমঝুমি নদী যুড়ে ফেনা ॥
কলাহাটি ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের দহ বামদিকে থুয়া ॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দ্রাবিড়ের দেশে ॥
কনকরচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর ॥
বুহিত বান্ধিয়া বলে বেণের নন্দন।
আজি এইখানে করি প্রসাদ ভোজন ॥
রাজরাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত মিলিয়া ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর ॥
চিলকা চুলী ডিঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা রামপুর বাম দিকে থুয়া ॥
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে ।।
চিঙ্গড়ির দহে ডিঙ্গা দিল দরশন।
গোঁফ উভ করি ফিরে যেন খড়ির বন ।।
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার খুলন।
সমুদ্রের মধ্যে কেন দেখি খড়ির বন ।।
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধিতে আগলী।
সে দহে ফেলিয়া দিল গুড় চাউলী ।।
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাঁকড়ার দহে ডিঙ্গা উত্তরিল গিয়া ।।
নৌকার বাদ্য কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তার বুহিত রহায় ।।
দেশের কাঁকড়া ঝাড় চোয়াড়ে ত খায়।
এদেশের কাঁকড়া বুহিত রহায় ।।
শৃগাল বচন যত কাণ্ডার বলিল ।।
সেই দহ সদাগর বাহি এড়াইল ।।
বাবুই ইসারমুল নৌকায় বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া ।।
সর্পদহ এড়াইয়া করিল গমন।
কুম্ভীরের দহে ডিঙ্গা দিল দরশন ।।
নৌকার বাস, কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের বৃক্ষ যেন ভাসিয়া বেড়ায় ।।
ধনপতি বলে শুন কাণ্ডার ভাই।
এমন বিষম দহ কেমতে এড়াই ।।
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধিতে আগল।
সে দহে ফেলিয়া দিল পোড়ায়ে ছাগল ।।
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কড়িয়া দহে ত ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ।।
ধনপতি বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যত মন কর পুঠী মৎস্য খাই ।। (১)
জোয়ার ভাটির নাম লোহার পাটি দিল।
এপ্রকার করিয়া কিছু কড়ি বন্দি কৈল ।।
শঙ্খদহে তবে ডিঙ্গা দিল দরশন।
রোহিত মৎস্য হেন শঙ্খ লাফায় তখন ।।
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন কর রোহিত মৎস্য খাই ।।
তুমি নাহি জান সাধু সমুদ্রের মূল।
ইহাকে ত বলি সাধু শঙ্খদহের কূল ।।
সেই দহ সদাগর ত্বরিত বাহিয়া।
হাথিয়াদহে ডিঙ্গা তবে দিল চাপাইয়া ।।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—

কর্ণধার বলে সাধু তুমি বড় চাসা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা ।।
জুয়ার ভাটা বুঝিয়া লোহার বাড় দিল ॥
পায়ে মোবা দিয়া তারা কড়ি বন্দি কৈল ।।
কূলেতে করিয়া খাত পুঁতিয়া রাখিল।
রাম কলার গাছ পুঁতে নিশানি থুইল ।।

হাথিয়া দহের কিছু শুনিবে কাহিনী।
যাহার লক্ষিত আছে লক্ষ যোজন পানি॥
তাহার উপর পথ গোরু মানুষ বুলে।
দহেতে ঠেকিয়া তবে নৌকা নাহি চলে॥
নিশান কাণ্ডারী তরীর আগে ত বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথিয়াদহ দিয়া॥
মোহানে সীতাখালী প্রবেশে হাড়্খাল।
বাম দিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥
বুহিত বান্ধিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর॥

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত মিলিয়া॥
চিত্রকূট পর্ব্বত যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
অলংঘ্য সাগর, চাহিলে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥
রাত্রি দিন চলে সাধু তিলেক নাহি রহে।
উপনীত ধনপতি হৈলা কালীদহে॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
ধনপতি ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥
আপনি করিলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈলা কমলের পাতা॥
অঙ্গনা হইলা কমল পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥
পুষ্পের ধনুকে মাত্রা করিয়া সন্ধান।
সদাগরের হৃদয়ে মারিল কামবাণ॥
মোহ গেল ধনপতি নায়ের উপর।
চেতন করাইল তারে বোটের গাবর॥
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
হস্যারে ধরিয়া গিলে রাখে কোন জনে॥
কাণ্ডার বলয়ে অবোধ সদাগর।
কোথা বা দেখিলে তুমি কামিনী কুঞ্জর॥

বড়ই বিষম রাজা সে শালিবাহন।
ধনপতি বলে ভায়া কর অবধান॥

ধনপতি বলে ভায়া দেখহ সকল নায়া
রাখ ডিঙ্গা পুঁতিয়া আলান।
দেখি লাখ শতদলে অতি পরিমিত জলে
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গা খান॥
গভীর দেখি যে জল তাহে নানা উতপল
মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিব পূজা
কিবা পূজে প্রভু ভগবান॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকশিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর লয় জ্ঞান দেবতার উদ্যান
দেখি বহুকুসুমসম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু এককালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু বরিষা শরত ঋতু
বিরহী জনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয়া মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বান্ধি মাছে সারস সারসী নাচে
উঠে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
বনে বাহুকা ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ যামী তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
হেন মোর লয় মতি বিধাতার নহে কীর্ত্তি
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমলে কুমুদ ফুটে কার কান্তি নাহি টুটে
চিত্র গন্ধ ভাল বায়ু বহে॥
কি আশ্চর্য্য কালীদহে স্রোতে বৃক্ষ নাহি রহে
দেখিয়া আমার বপু কম্পে।

গো গজ বাহন অরি   তার পৃষ্ঠে ভর করি
শতদলে ফিরে লম্ফে লম্ফে ॥
দেখিয়া কমলশোভা   সাধুকে লাগিল লোভা
শঙ্কর পূজিব শতদলে।
কমলে কামিনী দেখি   সুখে সাধু মুদে আঁখি
কুসুম নিকরোপরি পড়ে ॥
পুন সাধু মিলে আঁখি   শতদলে শশীমুখী
উগারী গিলয়ে করিবরে।
পূর্ব্বজন্মের ফলে   সাধু দেখে শতদলে
দেখ ভাই গাইটা গাবরে ॥
সাধুর বচন শুনি   কর্ণধার বলে বাণি
তুমি ধন্য দিব্য গেয়ান।
সকল বিদ্যার বন্ধু   অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ন ॥
দেখি সাধু শশীমুখী   কর্ণধারে করে সাখী
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশীমুখী   আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ ॥

অধর বন্ধুক বিন্দু   বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা   কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥
অতি ক্ষীণ কৃশোদরী   তার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব দেশ ভার।
বদন ঈষৎ মিলে   কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার।
রামার ঈষৎ হাসে   গগন মণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলী।
বদনকমলগন্ধে   পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥
দুই করে শোভে শঙ্খ   ভুবনে উপমা বঙ্ক
মণিময় মুকুটমণ্ডল।
হাসিতে বিজুলী খেলে   শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥
দেখি সাধু শশীমুখী   কর্ণধারে করে সাখী
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশীমুখী   আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কমলে কামিনী বর্ণন।

অপরূপ দেখ আর   ও হে ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে   সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার ॥
কনক কমল রুচি   স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনসুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা   চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী ॥
রাজহংসরব জিনি   চরণে নূপুরধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাবে।
কোকনদ-দর্প-হর   বেষ্টিত যাবকবর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥

শুন রে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হৈও সাখী ॥
প্রামাণিক যোজন গম্ভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমতে কমল ॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গম ভর।
তরঙ্গ হিল্লোলে রামা করে থর থর ॥
নিবসে পদ্মিনী তাহে ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমতে সহে ভর ॥
হেলে কমলিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥
পুনরপি রামা তারে করয়ে গরাস।
দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগয়ে তরাস ॥

পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদির-তাম্বুল-রাগ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নড়ে
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায়ে ত অলি নাচে পিকগণ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূষর লতা চারুকলেবর ॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানা জাতি ॥
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত চামর ॥
বিনান পাটের থোপ মুকুতার মালা।
বিচিত্র বিনোদ তাতে সুরঙ্গ প্রবালা ॥
তার মাঝে বিকশিত কমল কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥
উগারিয়া মত্ত করি ধরে অবহেলে।
ঈষৎ হাসিয়া রামা চৌদিকে নিহালে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি।
পঞ্চম গায়ে ত মত্ত অলিপাতি মিলি ॥
রবাব খমক ডম্ফ করয়ে বাজন।
রঙ্গে সঙ্গে নিত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥
উষা উমা হয় কিবা রতি অরুন্ধতী।
ভবানী ভৈরবী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর।
কেহ আর নাহি দেখে নায়ের নফর ॥
নিমিখ দেখিতে নাহি দেখে ধনপতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু করয়ে যুকতি ॥
যে কালে জন্মিল প্রভু যশোদানন্দন।
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল গঞ্জন।
দুর্ব্বুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরাণী ॥
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল ॥
তেন মত ছলে মোকে কেমন দেবতা।
নহে কি কামিনী হয়ে গিলে গজ মাথা ॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
রাজার সভাতে আছে সুপণ্ডিত জন।
অবশ্য জানিবে তারা এ সব কারণ ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর ॥
জল বিসর্জ্জিয়া সাধু করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
রাত্রিকালে সদাগর উঠিলেন কূলে ॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি ॥

সিংহলে ত্রাস।

কূলে উঠি নাইয়া পাইট, বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে সফরে সফরে চমকিত সর্ব্বজনা ॥
ঘন বাজে দামা চমকিত সমা
তবকী তবক রোলে।
পা(ই)ক দেয় উড়া পাক বাজায়ে বীরঢাক
কেহ কার না শুনে বোলে ॥
বড় গো-কেশরী দোসরী মহুরী
ঘন বাজে রণকালী।
শিঙ্গা আর কাড়া ঘন পড়ে সাড়া
কাণে লাগিল তালি ॥
ডিণ্ডিম ডম্বুর, পূরয়ে অম্বর,
ঘন বাজে জগঝম্প।

বাজায় সানী, রণ জয় বেণী
সিংহলে উঠিল কম্প ।।
খেলে পাইক বাঙ্গালী ধাওা শিরে বিজুলী
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলী করিয়া ধায় রায়বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরায়ে নেজা ।।
পাইকের কল কল ভরিল সিংহল
শিঙ্গা কাড়া টমক নিশান।
সুভট্ট ভয়ঙ্করী সঘনে ছুছুন্দরী
গগনে হানে শিখি বাণ ।।
টাঙ্গায়া তম্বুঘর বসিলা সদাগর
পরিসর নদীর কূলে।
দামা সানী ডাকে সিংহল লোক কাঁপে
পরিজন রহে তরুতলে ।।
মধ্যাহ্ন কৃত্য করিল ধনপতি
শুনয়ে শিব পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর মোর কাম ।।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি ।।
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন ।।
লুঠে দেশ খাও রে বেটা দেশের বিধাতা।
ভাল মন্দ নাহি দেও দেশের বারতা ॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বার্ত্তা জানিয়া শীঘ্র কর নিবেদন ॥
ঘরদল যদি হয় আনিহ মোর পুর।
পরদল যদি হয় মারি কর দূর ॥
বৈদেশিক যদি হয় আনিহ মোর ঠাঁই।
মারি দূর কর তারে না মানে দোহাই ॥
গজ কন্ধে কালুদত্ত যায় ধায়া ধাই।
সাধুকে উঠিতে কূলে দিলেক দোহাই ।।

ঘর দল পর দল নাহি চিহ্নি তোত্তা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে করিস দামামা ।।
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল ॥
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা চুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাহি আমার দিগরী ॥
তোমার দেশে আসি আমি নাহি খাই জল।
কোন অপরাধে চক্ষু করিস পাকল ॥
সাধু নহিস ঢঙ্গ বেটা মিথ্যা তোর ভারা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিস পারা ॥
সাধু বলে যেই চোর নাহি পাতিয়ারা।
দেখয়ে সকল লোক আপনার পারা ॥
প্রীত বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
শিব বলি যান সাধু রাজার দুয়ার ॥

ধনপতির রাজদর্শন।

নিজগণ করি সঙ্গে সাধু বসিলা রঙ্গে
সবাসনে করিতে মন্ত্রণা।
আনন্দিত সদাগর ভেটিবে সিংহলেশ্বর
ভেট দ্রব্য করে সংযোজনা ॥
কলা নিল মর্ত্তমান দোসলিয়া গুয়া পাণ
আম্র পনস নারিকেল।
শালি চাউল গাছ বাঁধি কুল মধু বাস দধি
খাসী নিল লাড়ু গঙ্গাজল ॥
বারমেসে পাকা তাল কুল করঞ্জা কামরাল
খণ্ড-খাজুর দেখিতে সুন্দর।
রাজহংস পূরি খাঁচা ঘুরণিয়া পায়রার ছাঁ
পোষা মৃগ নিল কালসার ॥
চর্ম্মঠুলি দিয়া আঁখি লয়ে যায় সঞ্চান পাখী
কেন্দো বাঘ শিকারী কুকুর।
নিল বুখারিয়া তেড়া জিনের সহিত ঘোড়া
পৃথিবীতে নাহি পড়ে খুর ॥

শিখাপুচ্ছ বিরচিত মণিমুক্তার উপবীত
আতপত্রে শোভে রাজা তাঁটি ।
এক শত পঞ্চাশ ঘোড়া ভোট কম্বল গড়া
ময়ুর পাখার গঙ্গাজলী পাটি ॥
আগে পাছে যায় তার লোকে সব চমৎকার
রহে চেয়ে পাটনের লোকে ।
সদাগর পাছে নড়ে হাঁচি জ্যেঠী বাধা পড়ে
দুঃখ পাবে বিধির বিপাকে ॥
তাড় বালা কাণে সোণা নেত সুন্দরের বানা
আগে পাছে পাইক সব ধায় ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগায় ॥

কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন ।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন ॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত ।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখিল চারি ভিত ॥
বামদিকে এড়ে সাধু বদলের সাজ ।
পরিচয় জিজ্ঞাসে ভূপতি মহারাজ ॥ (১)

কয় ধনপতি, শুন নরপতি,
গৌড় দেশে মোর বাস ।
বিক্রম কেশরী, সাজি সাত তরী,
পাঠাইল তব পাশ ॥
চামর চন্দন, শঙ্খ আদি ধন,
নাহি রাজার ভাণ্ডারে ।
রাজ আজ্ঞা লয়ে, এলাম সিন্ধুবায়ে,
তোমার এই সফরে ॥
গন্ধবেণে জাতি, উজানীতে স্থিতি,
দত্ত কুলে উৎপতি ।
অজয়ের তটে, গঙ্গার নিকটে,
বসি নাম ধনপতি ॥
নৃপ মহাশয়, চাপে ধনঞ্জয়,
প্রজার পালনে রাম ।
প্রতাপে অসীম, মল্লে যেন ভীম,
চোর খণ্ডের নাহি নাম ॥
পণ্ডিত সৎকবি, তেজে যেন রবি,
নারদ সমান গানে ।
সুমতি সুস্থির, সত্যে যুধিষ্ঠির,
সুরতরু সম দানে ॥

অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতের কথা ।

বদল সজ্জায় রাজা কৈল অঙ্গীকার ।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার ॥
সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে ।
বিদায় করিল সাধু রন্ধন ভোজনে ॥
অগ্নিশর্ম্মা নামে রাজার পুরোহিত ।
রাজার সভায় আসি হৈলা উপনীত ॥
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বসিলা কম্বলে ।
হাস পরিহাস কথা কন কুতূহলে ॥
আজি ভেটের দ্রব্য দেখি চারি ভিতে ।
মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে ॥
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম ধনপতি ।
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি ॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা হৈলা মহারোষে ।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে ॥
কার্য্যকারণকালে আমি প্রতি দিন ।
বিধি ব্যবহার কালে আমি উদাসীন ॥
পাত্রসম্মিলিত রাজা মাথা কৈল হেঁট ।
আমি সব বঞ্চিত সভার কোলে ভেট ॥
এত বলি অগ্নিশর্ম্মা যান সভা ছাড়ি ।
নিষেধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি ॥

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
করি সম্ভাষণ, বেণের নন্দন,
রাখে বদলের সাজ ।
দেখিয়া বিস্ময়, চাহে পরিচয়,
নৃপতি সিংহল রাজ ।

নৃপতির আজ্ঞা পুন কালু দণ্ড পায়।
পুনরপি আনে সাধু রাজার সভায়॥
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নারে তটে আইলা কহ সব কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কমলেকামিনীর কথা।

রাজার আদেশ পেয়ে সঙ্গে সাত তরি লয়ে
নদ নদী সিন্ধু মহার্ণব।
অবধান কর ভূপ যে দেখিনু অপরূপ
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥
সঙ্গে সাত তরি লয়ে আইলাম অজয় বেয়ে
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌত হরিপদদ্বন্দ্বা বাহিনু অলকনন্দা
কুতূহলে আইনু গীত নাটে॥
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত নিব নাম
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
প্রভাতে করিনু স্নান যথাবিধি পিণ্ড দান
ঘটে পুরি লইনু গঙ্গানীরে॥(১)
জাহ্নবী সাগর সঙ্গ গিরি সম তরঙ্গ
বাহিনু পরাণ করি হাতে।
ডানি ভাগে নীলগিরি সিন্ধুতটে অবতরি
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥
কেবল দুঃখের পদ বাহিলাম নানা হ্রদ
উপনীত হৈলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশে কালিদহে পরবেশে
জল আচ্ছাদিত শতদলে।

কালিদহের জলে কুমারী কমল দলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশিমুখী খঞ্জনলোচনা॥
সাধুর বচন শুনি রোষযুত নৃপমণি
চান রাজা পাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সাধুর বচনে নৃপ সভাসদ হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাস ভাষে॥
বিদেশে আসিয়া সাধুরে লাগিল তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥
সাধু বলে স্থান গুণে কর উপালম্ভ।
গজ কন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখে আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমলকাননে পারি ছেয়ে দিতে ঘর॥
বান্ধিয়া আনিতাম করী কমল কামিনী।
করিলাম তোমারে ভয় নৃপ-চূড়ামণি॥
রাজ সভা যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম্ম শাস্ত্র বিচারে উচিত হয় দণ্ড॥
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল যাই নদীকূলে॥
দেখাইতে নারি কুঞ্জ কামিনী বারণ।
লুট করি লহ মোর বুহিতের ধন॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে।
যদি দেখাইতে নারি কামিনী কুঞ্জরে॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধেক সিংহাসন॥(১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
রাত্রি দিন বাহি যায়, উপনীত মগরায়,
ঝড় বৃষ্টি হইল বহুতর।
ছয় ডিঙ্গা হৈল হত, যে দুঃখ কহিব কত,
রক্ষা পাইল এক মধুকর॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
এই বাক্য বল রাজা সভাবিদ্যমান।
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা ইথে, নাহি আন॥

নৃপ সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা বচন।
মসী পত্রে লিখন করিল সভাজন॥

কালীদহ দর্শনার্থ সজ্জা।

অপরূপ কথা শুনি শালবান নৃপমণি
সাজ বলি পাড়িল ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
শুনি পুরে ধায় সর্ব্বজনা॥
শিঙ্গা শংখে হৈল রোলে অন্ত নাহি চাহিলে
কাড়া মৃদঙ্গ-করতালে।
ডম্ফ মহুরী বাজে বীরকানি তাহে সাজে
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশালে॥
গজপৃষ্ঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা উন্মাদ ঘাঘর ঘণ্টা
গণ্ডস্থলে সিন্দুর মণ্ডন॥
করি পৃষ্ঠে নরপতি মাথায় ধবল ছাতি
চারিদিকে ভুঙার পয়ান।
যবন কিরাত সেক আগু দলে উজবেক
খোরসান মোগল পাঠান॥
আপনার নিজ দল মাতঙ্গ মল্লের বল
ভুঙা রাজা করিল পয়ান।
লইয়া আপন সেনা আগুদলে খান্‌খানা
ঘন শিঙ্গা ঠমক নিশান॥
সাজ বলি পড়ে দামা সাজিল নৃপতির মা
কালীদহে দেখিতে কমল।
দাসীগণ সঙ্গে যায় পাটের পাছড়া গায়
অন্তঃপুরে সাজিল সকল॥
সঙ্গে নবলক্ষ দলে উত্তরিল নদীকূলে
নাইয়া যোগায় নৌকাচয়।
নৃপতি চড়িয়া নায় কমল দেখিতে ধায়.
উত্তরিলা শ্রীকালীদয়॥

কালীদহে উপনীত হৈলা নরপতি।
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি॥
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর।
দেখাও কমলে কোথা কামিনী কুঞ্জর॥
হাসিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু ধনপতি।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি॥
দেখিনু যতেক আমি এক মিথ্যা নয়।
আছিল কমল ঝাঁপিল তোমার মায়॥
জোয়ারে ভাটি হোক, টুটিয়া যাক্ জল।
দিন দুই তিন থাক দেখাব কমল॥
এত শুনি ক্রোধী হৈলা সাধুর বচনে।
অম্বিকামঙ্গল শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

ধনপতির মিনতি।

রায় অকারণে কর তুমি রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
সাধুজনের নাহি দোষ॥
দেখিতে অলপ কাজ আপনি সিংহলরাজ
সাজি আইলা নবলক্ষ দলে।
শশীমুখী লাজ ভয়ে গেল ছাড়ি কালীদয়ে
গজ প্রবেশিল বনতলে॥
কেরোয়ালের টানা টানি তল হৈল উর্দ্ধপানী
ছিঁড়িল কমল ডাঁটিলতা।
বিষম জলের রয় তৃণ দুইখান হয়
ভাসি গেল ডাঁটি লতা পাতা॥
তোমার মাতঙ্গ বল আচ্ছাদন কৈল জল
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজবল নবলক্ষ কেহ নহে মোর পক্ষ
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে॥
ছিল পঙ্ক সরসিজে সরসিজ খাইল গজে
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি বৈদেশিক সাধু তুমি অকলঙ্ক বিধু
হলে নাহি পাড়িহ বিপাকে॥

সিংহলের যত পক্ষী সকল তোমায় সাক্ষী
মোর সবে জনা দুই চারি।
শিখী তুণে বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ
শুন অকিঞ্চনের গোহারি॥
সাধুর বচন শুনি মহারাজা মনে গণি
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥

কর্ণধার মুখে অপ্রমাণ।

আইস কর্ণধার সত্য বলনা আমারে।
তুমি কি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে॥
সত্য বাক্যে স্বর্গ যাই মিথ্যা যদি হয়।
হেন মিথ্যাহেতু কেহ নাহি করে ভয়॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতিকার॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধরে তিল কুশ॥
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে শুক ব্যাস মহামুনি॥
সত্য বাণী সমধর্ম্ম নাহিক ভুবনে।
অসত্য সমান পাপ না শুনি পুরাণে॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বহি।
মিথ্যা বাক্য বলে তার ভার নাহি সহি॥
জলেতে নামিয়া কহ পূর্ব্বমুখ হঞা।
একাদশ পুরুষ তোমার আছে দাঁড়াইয়া॥
মিথ্যা বাক্য বলিলে হইবে ফলাফল।
তাবত নরকে যাবত চন্দ্র দিবাকর॥
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে।
আমি নাহি দেখি কন্যা কামিনী কমলে॥
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মার্থকাহিনী।
আপন সাক্ষীতে সাধু হারিলে আপনি॥
সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগর।
রাজবাক্যে নিশীশ্বর লুটে মধুকর॥

কারাগারে ধনপতি।

নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে নিশীশ্বরে।
ঢেকা মারি সদাগরে নিল কারাগারে॥
ডিঙ্গার বাঙ্গাল কান্দে গাইঠা গাবর।
আর না যাইব ভাই উজানী নগর॥
এক বাঙ্গাল কান্দে বাফৈ বাফৈ।
যাদুয়ার পাকে হয় বস গেল ধনঅরে বাই॥(১)
আর বাঙ্গাল কান্দে তার চক্ষে পড়েলোহ।
ভাঙ্গের ছাকনা গেল তারে বড় মোহ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে বাই বড় হৈল লাজ।
বিদেশে আসিয়া সাধু করিলে কি কাজ॥
আর বাঙ্গাল বলে হের আইস বাই পো।
মাগু মরিবে আর না দেখিব পুনী পো॥
এমতি বাঙ্গাল সব করয়ে রোদন।
সাধুকে করিল রাজা নিগড় বন্ধন॥
সওয়া ক্রোশ ঘরখান একটি দুয়ার।
দিন দুই প্রহরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
হেন ঘরে লয়ে গেল সাধু ধনপতি।
রাহুত মাহুত নিশীশ্বরের সংহতি॥
বন্দী দেখি সদাগর বলে ভাই ভাই।
সুসারিয়া দেও মোরে একটুকি ঠাঁই॥
গলায় জিঞ্জির দিল চরণে নিগড়।
বুকে তুলি দিল পাঁচ সাজির পাথর॥
জটে দড়ি দিয়া বান্ধে চালের উপরে।
নড়িতে চাহিতে তারে পোতা মাঝি মারে॥
বন্দী হইলা সাধু বণিকনন্দন।
কৈলাসে জানিল চণ্ডী যতেক কারণ॥
ব্রাহ্মণীর বেশে তার বসিয়া শিয়রে।
কৃপা করি স্বপন দেখান ধীরে ধীরে॥

১। সর্ব্বস্ব ধন গেল ভাই।

ওহে সাধু ধনপতি ভজ মহামায়া।
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া॥
স্মরণ করহ যদি ভবানী ভবানী।
কালীদহে দেখাইব কমলে কামিনী॥
তুলি দিব মগরায় ডুবা ছয় নাও।
তাহে ভরা দিহ যতেক ধন চাও॥
মণি মুকুতায় পুরিয়া মধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল ঈশ্বর॥
তোরে আমি বলি সাধু করিয়া দৃঢ়ান।
চণ্ডী না ভজিলে তোর নাহি পরিত্রাণ॥
হাটে সুতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি।
সংক্ষেপে বলিনু সব আর বলিব কি॥
এমন নিশির শেষে দেখিয়া স্বপন।
সম্ভ্রমে স্মরয়ে সাধু গজেন্দ্রমোক্ষণ॥
যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনা অন্য নাহি জানি॥
জীবন ত্যজি বা যদি নৃপকারাগারে।
ঠাকুর মহেশ বিনা না স্মরি কাহারে॥
হাসিতে লাগিলা মাতা সেবকবৎসল।
দৃঢ়ভক্ত বটে ধনপতি সদাগর॥
বাম পদে ঠেলিল পাষাণ জগদল।
বন্ধন উসাশ তার করিল সকল॥
বন্দী রহিলা সাধু বণিকনন্দন।
ভিক্ষা মাগিয়া বুলে কাণ্ডার বুলন॥
দূরে গেল দধি দুগ্ধ চাঁপা মর্ত্তমান।
ক্ষুধা পাইলে সাধু চাউল চিবান॥ (১)
সাধু বন্দী করি, যাত্রা কৈল মহেশ্বরী।
ব্রতদাসী আছে যথা খুল্লনা সুন্দরী॥ (২)
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা গেলা পূজাগারে।
হেনকালে লহনা জিজ্ঞাসে খুল্লনারে॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
কোন দিন বিনে লবণ নাহি মিলে তেল।
অনুদিন সাধুর হৃদয়ে বাজে শেল॥
কারাগারে সদাগর সিংহল পাটন।
লহনা খুল্লনা নিয়ে শুনহ বচন॥

২। ইহার পর মুদ্রিত গ্রন্থে এত বেশী আছে;—
শুন দুয়া দাসী বলি তোমারে।
এবে মোর মন কেমন করে॥
কহি নিজ সাধ শুন গো দাসি।
পান্ত ওদন ব্যঞ্জন বাসি॥
বাথুয়া টলটলি তেলেতে পাক।
ডগি ডগি ভাল ছোলার শাক॥
মীনী চড়চড়ি কুমড়া বড়ি।
সরল সফরী ভাজা চিঙ্গড়ি॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি কিছু মিশায়ে খাই॥
পাকা চাঁপাকলা করিয়া জড়।
খেতে মনে সাধ করেছি বড়॥
কনক-থালেতে ওদন শালি।
কাঁজির সহিত করিয়া মেলি॥
হেন কাঁজি ভুঞ্জি মনেতে ভায়।
কচি কচি মুলা বাগুণ তায়॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চালিতা।
আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা॥
খোড় ডুমুর ইচলা মাছে।
খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়া ধক ধক অন্তরে ভোক।
মুখে নাহি রুচে এ বড় শোক॥
মনে করি সাধ খাইতে পিঠে।
নারিকেল ছাঁই খাইতে মিঠে॥
বসিতে উঠিতে ফিরয়ে মাতা।
ঘন উঠে হাই এ বড় ব্যথা॥
সখি! সাধে যদি বাড়াই পা।
আলুইয়া পড়ে সকল গা॥
দুগ্ধে তিলের গুঁড়ি মিশায়ে লাড়ু।
দধির সহিত খুদের জাউ॥

খুল্লনার সাধ ভক্ষণ ।

বহিন কি আর খাইতে যায় মন ।
কহ না খণ্ডিয়া লাজ আনিব সাধের সাজ
ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধন ॥
সমর্পিয়া হাতে হাত দূরে গেল প্রাণনাথ
তোমারে আমার বড় ভর ।
আসিবেন আজি কালি আসি পাছে দেন গালি
তুই মোর ভাবনা অন্তর ॥
গর্ভের দেখি যে ভর শুয়ে থাক নিরন্তর
সদাই বদনে উঠে হাই ।
দিনে দিনে বল টুটে সদায় ন্যকার উঠে
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই ॥
সঙ্গেতে প্রধান সখী লয়ে তৈল আমলকী
স্নান কর গিয়া নদীজলে ।
বল হয় অম্লমুল কার তেজে দিবে শূল
দিনে দিনে দেখি ক্ষীণ বলে ॥
লহনার কথা শুনি খুল্লনা বলেন বাণী
আপনার শরীর সন্ধান ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

দিদি লো এবে বড় সঙ্কট পরাণ ।
পিতা মাতা দূরন্তর স্বামী গেল দেশান্তর
তুমি সবে জীবন নিদান ॥
গর্ভের দেখিয়া ভর মনে মোর লাগে ডর
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ ।
আপনার মত পাই তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া মাছে জামীরের রস ॥
উদরে পরম ব্যথা শুন দিদি দুঃখকথা
ওদন ব্যঞ্জন নিম বারি ।
যদি পাই মিঠা ঘোল বদরী-শকুল ঝোল
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি ॥
লতা পাতা বন শাক খরজ্বালে করি পাক
সন্তলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া ।
সন্তাল লবণ তথি দিবে হিং জীরা মেথি
বহিন গণি যদি কর দয়া ॥
নিধান করিয়া খই তাহাতে মহিষা দই
আমড়া সংযোগে রাঙ্গা শাক ।
যদি পাই কিছু পুপ আমে মুসুরীর সুপ
আমশীতে প্রাণ পাই, রাখ ॥
আমি যেন পাই সোণা শকুল মাছের পোনা
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি ।
হরিদ্রা রঞ্জিন কাঞ্জী উদর পূরিয়া ভুঞ্জি
বন-শাকে বড়ই পিরীতি ।
কিবা নিশি কিবা দিশি আপনি কলমে বসি
যে বলান যে বা লেখান ।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ (১)

চিঁড়া পাকাকলা দুগ্ধের সর ।
কছি দুয়া এই শুন গো আর ॥
ঝুনা নারিকেল চিনির গুঁড়া ।
করি আপনার সাধের চুড়া ॥
পতি পরবাসে তুমি সে ঘরে ।
কে সাধিবে মান কহিব কারে ॥
কি কহিব আর অধিক মনে ।
শ্রীকবিকঙ্কণ সঙ্গীত ভণে ॥

সাধ সংগ্রহ ।

শাক তুলিবারে দুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি ।
দোছটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী ॥

১। ইহার পরে মুদ্রিত গ্রন্থে কিছু বেশী আছে ;—
পূর্ণ হইল দশ মাস ইন্দ্রসুতা গর্ভবাস
ভুঞ্জিল আপন কর্ম্ম ফলে ।
পশুপতি মারুত নড়ে অনুক্ষণ ব্যথা পড়ে
লোটায় খুল্লনা মহীতলে ॥
সখি-স্কন্ধে দিয়া কর আসে যায় বাড়ি ঘর,
কেহ অঙ্গে দেয় তৈল পাণি ।

নট্যা রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্ক নালিতা।
তিক্ত-ফলতার শাক কলতা পলতা॥
সাঁজতা বনতা বন-পুঁই ভজ্রপলা।
হিজলী কলমী শাক জাঙ্গি ডাঁড়ি পলা॥
নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে।
মহুরী শুলফা ধন্যা ক্ষীরপাই বেতে॥
বাড়ি বাড়ি ফিরে ছুয়া দিয়া বাহু নাড়া।
ডগী ডগী তোলে যত সরিষার আড়া॥
রন্ধন করিতে লহনার হৈল ত্বরা।
ঘণ্টে পুরিয়া এড়ে মাটিয়া পাথরা॥
ঘৃতে জবজব কৈল নালিতার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিল দৃঢ় পাক॥
খণ্ডে মুগের সূপ উভারে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালা থালি তাহার উপরে॥
কটু তৈলে ভাজে রামা চিতলের কোল।
রোহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল॥
বদরী শকুল মীন রসাল মুসুরী।
পণ দুই ভাজে রামা সরল সফরী॥
কতক গুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ীর বড়া।
কচি কচি গোটাকতক ভাজিল কুমুড়া॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।
অভয়াচরণে গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের জন্ম।

যে দিনে যেমন সাধ করিল খুল্লনা।
সেই দিনে সেই সাধ ভুঞ্জায় লহনা॥
সূতিকাভবনে তথা আইলা ভবানী।
খুল্লনার শিরে চণ্ডী আরোপিল পাণী॥
খুল্লনা দেখিল তারে ব্রাহ্মণীর বেশে।
চিনিল চণ্ডিকা রামা চক্ষের নিমিষে॥
কপটে অভয়া তারে দিলেন ঔষধ।
চণ্ডীর ঔষধে তার ঘুচিল আপদ॥
দেবী স্মরিয়া রামা দিল ধর্ম্মশূল।
ভূতলে পড়িল তার গর্ব্বের ফুল॥
উমা উমা করে শিশু পড়িয়া ভূতলে।
দেখিবারে বন্ধু জন যায় কুতূহলে॥

আনি কেহ প্রিয় সই মুখে তুলে দেয় খই
খুল্লনা লহনায় বলে বাণী॥
হইল উদর ভারি বসিতে উঠিতে নারি
শুইলে ফিরিতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেঁট সূচে যেন বিন্ধে পেট
দূর হইল জীবনের আশ॥
সংশয় জীবনের আশা হইল মরণ দশা
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।
শত শঙ্কা বলি আমি মোরে দয়া কর তুমি
জীবনে আমার নিদান॥
আমার বচন শুন পড়শী ডাকিয়া আন
যেবা জানে প্রসব সন্ধান।
খুঁজিয়া নগরে জ্ঞানী কর গো ঔষধ পানি
খুল্লনার রাখহ পরাণ॥
খুল্লনার শুনি কথা লহনার লাগে ব্যথা
চলে রামা নগর ভিতর।
সেবকে সন্তাপ খণ্ডী ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী
উরিলেন লহনা গোচর॥
কি কব পুণ্যের লেখা লহনার সনে দেখা
পড়ে রামা ব্রাহ্মণীর চরণে।
কৃপা করি ঠাকুরাণি যে জান ঔষধ পানি
খুল্লনার রাখহ জীবনে॥
জানি জিজ্ঞাসেন মাতা শুনহ প্রসব কথা
কপটে মন্ত্রিত কৈলা জল।
কেবল পুণ্যের ফল খুল্লনা পিয়েন জল
কুমার পড়িল মহীতল॥
রাত্রি দিন তুয়া সেবি রচিল নূতন কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে।
উর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্ররেখা যশোদা মহেশে॥

চালের কাড়িয়া খড় জ্বালিল আগুণি।
গোমুণ্ডে দুয়ারে স্থাপিল ষষ্ঠী বুড়ি॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

উৎসবে খুল্লনা নারীর পরিপূর্ণ মাস।
হইল তনয়রূপে দিবস প্রকাশ॥
ক্ষিতিতলে পড়ি শিশু ডাকে উমা উমা।
কনক রচিত তনু কি দিব উপমা॥
নবশিশু শশীমুখ পঙ্কজ লোচন।
কুন্দে নিরমিল যেন অভিন্ন মদন॥
হরষিতে যায় দুয়া দাসী দ্রুতপদ।
দ্বারে বান্ধিল বেত্র জাল উপানদ॥
কাড়িয়া চালের খড় জ্বালিল আউড়ি।
দ্বারে স্থাপিল ষষ্ঠী, পূজিল গো মুড়ি॥
তিন দিনে কৈল তার সুপথ্য পাঁচন।
ছয় দিনে কৈল ষষ্ঠি পূজা জাগরণ॥
সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা।
অষ্ট দিনে অষ্ট কলাই করিল লহনা॥
নয় দিনে নত্তা কৈল মনের হরিষে।
ষষ্ঠি পূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে॥
কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে করিল ভগবতী।
জাগিয়া বিষাদ ভাবে খুল্লনা যুবতী॥
চিয়ারে খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো।
সবাকে জিজ্ঞাসে চক্ষুধারে বহে লো॥
খুল্লনা বিপদ সিন্ধু করিয়া মার্জ্জন।
এক ভাবে চিন্তে রামা চণ্ডীর চরণ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষি দেবি কাত্যায়নি।
মহাতপা তুমি বল-দেবের ভগিনী॥
এত স্তুতি কৈল যদি খুল্লনা যুবতী।
লহনার খট্টাতলে রাখিল শ্রীপতি॥
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হইলা খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান করিয়া ভাবনা॥
ইতি রবিবারের নিশা পালা সমাপ্ত।

সোমবারের দিবারম্ভ।

দুর্ব্বলা গণক আনে, সংভ্রমে দিবস গণে
দেখে তবে দীপিকা ভাস্বতী।
পুরোধা পণ্ডিত জন অবধানে দেও মন
বালকের লেখ আইয়াতি॥
লেখে মকরে ভাস্বতী-সুত বৃষে চান্দ গুরুযুত
মেষে লেখে প্রচণ্ড করণে।
তুঙ্গ ঘরে বৈসে রাহু সুতের কল্যাণ বহু
বুধ লেখে গুরুর ভবনে॥
চাপ লগ্নে শনৈশ্চর তুলা বৈসে ভৃগুবর
মঙ্গল সূচন করে কেতু।
সুযোগ কনক দণ্ড ইথে জাত নহে ছণ্ড
পিতার উদ্ধারে হবে হেতু॥
সকল বিদ্যায় ধীর সত্যবাক্যে যুধিষ্ঠির
দানে হব কর্ণের সমান।
শুকদেব সম জ্ঞানী কুবের সমান ধনী
দীর্ঘজীবী পরম কল্যাণ॥
দ্বাদশ বৎসর কালে তরি সাজি বুহিতালে
সিংহলেতে করিবে প্রবেশ।
শালবান নৃপে দণ্ডি পদ্মাবতী সনে চণ্ডী
করিবেন পিতার উদ্দেশ॥
রূপে অভিনব কাম ইচ্ছায় শ্রীপতি নাম
থুয়ে সবে চলিলা ভবনে।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

ঘুমপাড়ানী গান।

আরে বাছা আয় আয়।
কি বলে বাছা, কি ধন চায়॥
আনিব তুলিয়া গগনের ফুল।
এক ফুলে যার লক্ষেক মুল॥
সে ফুলে গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কাঁদ আর

খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড মাথাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া।
শ্রীমন্ত চাপিবে সোণার নায়।
কুঙ্কুম কস্তুরী লেপিয়া গায়॥
খাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকামঙ্গল মুকুন্দে গায়॥

দিনে দিনে বাড়েন শ্রীপতি।
কেবল চণ্ডীর ক্রীড়া নাহি রোগ নাহি পীড়া
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতি॥
দেহের কনক বর্ণ গিধিনী জিনিয়া কর্ণ
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা।
বিচিত্র কপালে তটী গলায় স্বর্ণ কাঁঠী
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা॥
জননীর কোলে বিন্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
সাধুসুত করয়ে দেয়ালা।
দুগ্ধ খায় ক্ষণে দোলে ক্ষণেক লহনা কোলে
ক্ষণে কোলে করয়ে দুর্ব্বলা॥
মৌনে ক্ষণেক থাকে ক্ষণে উমা উমা ডাকে
জননীর পরম কৌতুক।
পতি নৃপতির দাস গেলা দীর্ঘ পরবাস
তোমা দেখি পাসরিল দুখ॥
জননী লোচন ফান্দ বদন শরদ চান্দ
চৌরশ কপাল পরিসর।
কপালে বিশাল পাটা সিংহ জিনি মাঝা ছটা
অভিনব যেন শক্তিধর॥
তিন চারি ছয় মাস উলটিয়া দেয় পাশ
আন বেশ সাধুর নন্দন।
মাস যায় পাঁচ চারি রূপবন্ত মনোহারী
ছয় মাসে করাইল ভোজন।
যায় সাত আট মাস বদনে ঈষৎ হাস
বার মাসে হৈল জন্মতিথি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি হাঁটি যান পদচারী
মুকুন্দ রচিল শুভমতি॥

এক বৎসরের যখন বণিক নন্দন।
করতালি দিয়া বালা করয়ে নাটন॥
দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত।
আনন্দে পুলক শিশু নাচে বিপরীত॥(১)
কটীতে শোভে তার কনক শিকলী।
পদযুগে ঘন বাঁকি করে ঝলমলি॥
ক্ষণেক পরয়ে ধড়া ক্ষণেক মোক্ষণ।
কৌতুকে খুল্লনা দিল ভূষণ চন্দন॥
এক বৎসর গেল দুই পরশন।
তিন বৎসরের হৈল বেণের নন্দন॥
চারি বৎসরের যখন হৈলা পরশন।
শিশু সঙ্গে করে ভাগবতের খেলন॥

খুল্লনার দুঃখ।

খুল্লনা তোমার হৈল অস্থি সার।
বিধাতার ছলে পতি নাহি কোলে
দশ দিক ঘোর অন্ধকার॥
শঙ্খ চন্দন তরে গেলেন সিংহল পুরে
তথা হৈল পাঁচ বৎসর।
বিধাতার বিড়ম্বিত হেন মোর লয় চিত্ত
পরাণে নাহিক সদাগর॥

১। ইহার পর মুদ্রিত গ্রন্থে অন্যরূপ আছে;—
পদাম্বুজে মল তার করে ঝিলিমিলি।
ক্ষণে ক্ষণে রহি বালা দেয় করতালি॥
ক্ষণেক পরয়ে ধড়া ক্ষণে শিরে পাগ।
কনক রুচির অঙ্গে লেগেছে পরাগ॥
মদন গঞ্জন রূপে ভুবন রঞ্জন।
খুল্লনার বন্দি কৈল লোচন খঞ্জন॥
আন দিন আন বেশ সাধুর নন্দন।
কৌতুকে খুল্লনা দেয় ভূষণ চন্দন॥

দুঃসহ মদনশরে সাপে যেন তনু জ্বারে
হলাহল শীতল চন্দন।
বৈরী কুসুমবাণ স্থির নহে মোর প্রাণ
পতি বিনে বিফল জনম॥
অশোক কিংশুক ফুল হইল লোচনশূল
কেতকী কুসুম কামকুন্দ।
কুসুমের উপবন আকুল করয়ে মন
ঝাট নাশ যাউক বসন্ত॥
নিদ্রায় ছিলাম আমি একত্র আছিলা স্বামী
বাহু পসারিয়া কৈনু কোলে।
স্বপনে পাইনু নিধি মোরে বিড়ম্বিত বিধি
চিয়াইনু কেন, কিসের বোলে॥
কত তাপ করে সতী হেনকালে লীলাবতী
লহনারে বসাইল তথা।
তাপ খণ্ডিবার তরে মধুর মধুর স্বরে
ভাগবতের গান গুণগাঁথা॥
পুন রাজমিশ্রসুত সঙ্গীত কলাপ যুত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
তার বংশে রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

স্বামী আসিবেন ঘরে করিয়া কামনা।
প্রতি দিন ভাগবত শুনেন লহনা॥
কথা শুনে শ্রীমন্ত লহনার কোলে।
দিনে দিনে ভাগবত শ্রবণের কালে॥
নগরিয়া শিশু লয়ে নিত্য করে লীলা।
কৃষ্ণ অনুরূপ শিশুগণ করে খেলা॥
অসুরূপী রহে কেহ চারণ কপট॥
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা ভাঙ্গিল শকট॥
পুরাতন বেশে কেহ বেয় বিষস্তন।
স্তন পান করি কেহ হরিল চেতন॥
মাতৃবেশে কোলে কেহ করিল কৌতুকে
বিশ্বরূপ তারে ছিরা দেখাইল মুখে॥
যশোদা হইয়া কেহ তারে করে কোলে।
সহিতে না পারি ভার থুইল মহীতলে॥
কেহ তৃণাবর্ত্ত হয়ে তুলিল গগনে।
কণ্ঠদেশ চাপি তার বধিল জীবনে॥
দধিভাণ্ড ভাঙ্গে যেন নন্দের নন্দন।
যশোদার বেশে কেহ করয়ে বন্ধন॥
বন্ধন আশ্রয়ে কেহ হৈল উদুখল।
দুই শিশু হইল তার অর্জ্জুন যমল॥
উদুখল টানি তারা চলিল কাননে।
উপাড়িয়া ফেলে বৃহৎ যমল অর্জ্জুনে॥
কোপ করি কোন শিশু হৈলা অঘাসুর।
কেহ গোপ শিশু হৈলা কেহ বা বাছুর॥
বৎস বালক অঘা করিল গরাস।
কৃষ্ণের আবেশে ছিরা করিল নৈরাশ॥
এমত কৃষ্ণের লীলা করি অনুসার।
শ্রীপতি খেলেন নিত্য মনে নাহি আর॥

গড়িয়া আইল খেলা পিপাসে শুকাল গলা
শুন ভাই মোর নিবেদন।
সব শিশু করি মেলা চিড়া গুড় দধি কলা
এক ঠাঁই করিব ভোজন॥
নব কিশলয় দলে পল্লব পাষাণ মূলে
ভোজন করয়ে শিশুগণ।
বাছু সব দধিখণ্ড ইথে নাহি দধি মণ্ড
হাসি হাসি করয়ে ভোজন॥
ছাড়িয়া ভোজন-মতি শ্রীপতি ত্বরিত গতি
চলিল বাছুর অন্বেষণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কৃষ্ণকথা আবেশেতে সাধু হৈল মন।
শ্রীপতি বাছুর চেয়ে ফিরে বনে বন॥

নরসিংহ দাস তথা আইল ব্রহ্মা বেশে।
বালক বাছুর লয়ে দিল মায়াপাশে ॥(১)
পুনরপি গেলা ব্রহ্মা আপনার স্থানে।
সবাকে দেখিল গিয়া মায়ার সদনে ॥
পুনপপি আসি দেখে চতুর্ভুজ বেশে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কবিকঙ্কণে ভাষে ॥

শিশুগণ করি মেলা খেলে ভাগবত খেলা
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর।
যে জন খেলায় হারে সেই তারে কান্দে করে
অবধি ভাণ্ডীর তরুবর ॥
রূপে অভিনব কাম শ্রীপতি হইল রাম
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব।
গৌর শ্রীধর হরি বনমালী ত্রিপুরারী
নীলকণ্ঠ অচ্যুত যাদব ॥
নারায়ণ পরাসর শংখপাণি পীতাম্বর
বাসুদেব অজিত বামন।
কংসারি দিবাকর চতুর্ভুজ বংশধর
কেশব গোপাল জনার্দ্দন ॥
হরি ভাবে ধর কৃষ্ণ রামদত্ত হৈলা বিষ্ণু
তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর।
ভবভীম গঙ্গাধর চতুর্ভুজ পুরহর
বংশধর শশাঙ্কশেখর ॥
কার্ত্তিক গণেশ হর শীতল শিব গুণাকর
মনুজারি যশোদা নন্দন।
শ্রীদাম সুদাম হর গৌরী বাসু পুরন্দর
ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ ॥

নিশ্চয় করিয়া পাড়ে দুই দলে শিশু তাড়ে
কৃষ্ণসেন পাইল পরাজয়।
বসনে বদন ঢাকি চাপিল সবার আঁখি
কেহ না পাইল পরিচয় ॥
প্রলম্বের বেশ ধর হৈল বেশে গুণাকর
যোগ করি অবধি ভাণ্ডীর।
রাম তায়ে দিয়া দৃষ্টি মস্তকে মারিল যষ্টি
নাসাপথে বহয়ে রুধির ॥
গুণাকর দাস পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
শিশু মেলি জল ঢালে শিরে।
মিলি নগরিয়া ভাই গিয়া খুল্লনার ঠাঁই
চুণ মাঙ্গি আদ্‌দাস করে ॥

—

করিয়া ক্রন্দন, বলে শিশুগণ,
শুনহ শ্রীমন্তের মা।
তোমার তনয়, বড় দুষ্টাশয়,
দেখ মারণের ঘা ॥
সব শিশু মেলি, এক সঙ্গে খেলি
ছিরাই বড় দুরন্ত।
নিদারুণ চড়ে, সব দন্ত নড়ে,
লাঘবের নাহি অন্ত ॥
ভুবনা কিরণা, দুহে হৈল কাণা,
চক্ষে দিল বালিগুঁড়া।
যাদব মাধব, দু ভাই নীরব,
বাসু বেশে হৈল খোঁড়া ॥
রামা ঝাড়ি ধূলা, হাতে নাড়ু কলা,
তৈল দিল সবাকায়।
করিয়া সুন্দর, সুকবি মুকুন্দ,
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় ॥

—

করিল শ্রবণবেধ পঞ্চম বরষে।
মনোহর বেশ ছিরাই দিবসে দিবসে ॥
না যাইহ খেলায় বাপা নিষেধি তোমারে।
কত বা প্রকারে দুঃখ দেহত আমারে ॥
রজনী প্রভাতে যাও বেণিয়ার বালা।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে ;—
ক্ষণেক ভাবিয়া মনে বুঝিল শ্রীপতি।
আর নহে কার কর্ম্ম বিধাতার কৃতি ॥
কৃষ্ণের চরণে ছিরা আরোপিয়া মন।
মায়ায় করিল বালক বৎসগণ ॥
নরসিংহদাস আইল ব্রহ্মার বেশে।
বালক বাছুর দেখে কৃষ্ণের সকাশে ॥

ডাকিয়া আনিহ তুমি না করিহ খেলা ।।
অনেক হেরিছি গো জিনেছি একবার ।
এবার জিনিলে মাতা না খেলাব আর ।।
খুল্লনা বলেন দুগ্না শুনহ বচন ।
ডাকিয়া আনহ দ্বিজবর নিকেতন ।।
খুল্লনার বচনে দুগ্না চলিল ত্বরিতে ।
ডাকিয়া আনিল কুলের পুরোহিতে ।।
দ্বিজবরে দেখি রামা করে নিবেদন ।
অম্বিকা-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ।।

গুরু তোমারে সঁপিয়া ঘর সাধু গেলা দেশান্তর
ভাব তোমার লভ্য অপচয় ।
আচার বিনয় দীক্ষা যতনে করাও শিক্ষা
যাকু ছিরা তোমার নিলয় ।।
গুরু শ্রীমন্তের চিন্তহ কল্যাণ ।
যত চাহ দিব ধন নির্বিষ্ট করিয়া মন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান ।।
নগরের বালক সঙ্গে নিত্যখেলে কত ঢঙ্গে
খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা ।
পাশকে হইয়া বশ ডাকে বিন্দু দশ দশ
বিপক্ষিকা খেলেন শকটা ॥
পাতি খেলে ঘর চালি জুয়া খেলে ফেলিয়া বালি
সামরুল শুনইতে কথা ।
কোলাকোলি লয় বন্ধ খেলায় সদায় দ্বন্দ্ব
না জানি দিবসে রহে কোথা ॥
ঝালী খেলে চড়ি গাছে পানী মাঝে ছুটে মাছে
মরণ জীবন নাহি জানে ।
সাধু তোমার যজমান তেঞি করি অভিমান
ছিরা রাখ আপন চরণে ॥
শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার
হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ ।

পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার কলা
বিহানেতে করিয়া ভোজন ।
গুরুবাক্য দিয়া কর্ণে চিনিল অনেক বর্ণে
ভুঞ্জিল পালিল শুভক্ষণ ॥
পড়িল শ্রীপতি দত্ত জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রি দিবা করয়ে ভাবনা ।
নিবিষ্ট করিয়া মন লেখে পড়ে অনুক্ষণ
দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা ॥
রক্ষিত পঞ্জিকা টীকা ন্যায় কোষ নাটিকা
গণবৃত্তি আর ব্যাকরণ ।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব পড়িল অনেক মত
বিদ্যা বিনে নাহি অন্য মন ॥
পড়ি রামায়ণ দণ্ডী করিতে কবিত্ব খণ্ডী
নানা ছন্দে পড়িল পিঙ্গল ।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবি মাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল ॥(১)
জৈমিনি ভারতামৃত ব্যাস পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভবে ।
দিবা নিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি
রামগুরু প্রসন্ন রাঘবে ॥
বৈদ্যক জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি ।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় যাহার বসতি ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত গ্রন্থে অন্যরূপ আছে;—
পড়িয়া দুদ্যত বৃত্তি, ধীর সভায় পুরোবর্ত্তী,
নিরন্তর করয়ে বিচার ।
দিবা নিশি যত্নবান, পড়ি ভট্টি অভিধান,
পুথি শুধি বিবিধ প্রকার ।।
জৈমিনি ভারত সুক, তবে পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভবে ।
দিবা নিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেতবাণী
রাঘবপাণ্ডবী জয়দেবে ॥

সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন যত পড়য়ে ব্রাহ্মণ ॥ (১)
রাম ওঝার পো নামে দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরি পদবী রত্নাকর ॥
পূর্ব্বপক্ষ করে সাধু সভা বিদ্যমানে।
আপনে দনাই ওঝা করে সমাধানে ॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল বলি নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠ চলিলা দ্বিজ চাপিয়া বিমানে ॥
দ্বিজ হয়ে বহুকাল বেশ্যা করি সঙ্গ।
এমন পাইল মুক্তি এই বড় রঙ্গ ॥
গজেন্দ্র পাইল মুক্তি হরির পরশে।
চতুর্ভুজ হয়ে গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে ॥
দিয়া কৃষ্ণে পূতনা গরল স্তনপান।
রাক্ষসী গোলক গেল চাপিয়া বিমান ॥
যশোদা দৈবকী হৈতে পাইল যে গতি।
বিষস্তন পিয়াইয়া পাইল সেমতি ॥ (২)
মুচকুন্দ কৈল স্তব দৈবকীনন্দনে।
তবে কেন কৈল গর্ব্ব শরীর কারণে ॥

অব্যাহত কাব্য পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্যদর্পণে।
দিবা নিশি নাহি জানে পড়ে সাধু সাবধানে
প্রসন্ন রাঘব রামগুণে ॥
দৈব জ্যোতিষ যত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়িল শ্রীপতি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দামুন্যায় যাহার বসতি ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে ;—
কেহ শ্রুতি পড়ে কেহ আগম পুরাণ।
কেহ কেহ পড়ে পাঠ অমৃত সমান ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত গ্রন্থে অন্যরূপ আছে;—
সুর্পণখা দিতে আইল রামে আত্ম দান।
নাক কাণ কাটি তার কৈলা অপমান ॥

তৎক্ষণাৎ পাপ নাশ হইল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপদ তারে দিল গদাধর ॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্যতিরেক নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল গুরু সভা বিদ্যমান ॥
গুরু টীকার বিচার কর, না বল ঝটিত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত ?
সক্রোধ হইলা দ্বিজ সাধুর বচনে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

পঁচাশী বৎসর হৈল আমার বয়েস।
নিরন্তর অধ্যয়ন টীকার নাহি লেশ ॥
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার।
ইহার অধিক অপমান নাহি আর ॥
বুঝিনু বচন নাহি প্রবেশিল পেট।
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁট ॥
গুরু উচিত বলিতে কিবা মান অভিমান।
শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান ।
গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণিয়া।
ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লাল-সেনিয়া ॥
মাথা হেঁট হবার কারণ আমি চাই।
যদি নাহি বল রাধাকান্তের দোহাই ॥
পিতা দীর্ঘ পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জাতির মরম ॥

নবধা ভক্তির মাঝে আত্মদান বড়।
ইহার উচিত গুরুবল বড় দড় ॥
মুচকুন্দ করিল স্তুতি দৈবকীনন্দনে।
চরণে ধরিয়া কৈল করি প্রদক্ষিণে ॥
সেই জন্মে নহে মুক্তি কিসের কারণ।
তার কেন গর্ভ ভোগ কৈল নিয়োজন ॥
পক্ষি-বধ পাপ করে কৈল দ্বিজবর।
তবে মুক্তিপদ তারে দিলা দামোদর ॥

মরি গেল ধনপতি শুনি বহু দিশ।
মায়ের আয়তি হাতে, ভোজন আমিষ।
বেদুয়া এমত জনে শুনাই পুরাণ।
এই হেতু আমার এতেক অপমান॥
রাজার সভায় পিতা আছেন সিংহলে।
কহিছ নিঠুর বাণী পৈতার বলে॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তোমার সহি কটু কথা।
কহিতে উচিত এখন মনে পাবে ব্যথা॥
উগ্র ব্রাহ্মণজাতি সহজে চপল।
তমোগুণে কহ কথা হইয়া প্রবল॥
ছুঁইতে না যুয়ায় বেটা জাতিতে ঢেমনে।
উগ্র বলিয়া গালি দিস ব্রাহ্মণে॥
অবিলম্বে যাও বেটা পাঠশাল ছাড়ি।
মাথা ভাঙ্গিব পাছে মারিয়া পাবুড়ি॥
ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও।
গৌরব রাখিয়া বেটা এথা হৈতে যাও॥
অবিচারে মিথ্যা গুরু পরিবাদ বল।
ঢেমনের ঘরে কেমনে খাও জল॥
পঞ্চাশ কাহণ কড়ি লও মাসের মাস।
আমি যদি ঢেমন তোমার জাতি নাশ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে উন্মত্ত হয়ে বল অনুচিত॥
আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর ভবনে।
চাহিলে আনিয়ে দেয় উত্তম ব্রাহ্মণে॥
পঞ্চাশ কাহন লই পড়াইয়া বেতন।
তোমার ঘরে জল খায় সে কোন্ ব্রাহ্মণ॥
শ্রীমন্তের দুই চক্ষু ধারা শ্রাবণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের অভিমান।

(১) ঘর যায় শ্রীপতি নাহি দেখে গণ।
নিমিষেকে গেল সাধু নিজ নিকেতন॥
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিলা শয়নে।
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রু নয়নে॥
লহনা বিনে নাহি দেখে অন্য জন।
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন॥
ছিরার বিলম্ব দেখি খুল্লনার দুখ।
কতক্ষণে পুত্রের দেখিব চান্দ মুখ॥
প্রভাতে চলিল পুত্র গুরুর মন্দির।
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির॥
ক্ষণেক রহয়ে ঘরে ক্ষণেক অঙ্গনে।
রাজপথ নিহালয়ে অথিরনয়নে॥
খুল্লনার আদেশে চলে চেড়ী দুর্ব্বলা।
আগে নিহালিল দাসী পারাবতশালা॥
সই সাঙ্গাতি যত আছয়ে নগরে।
একে একে দেখে দাসী সবাকার ঘরে॥
নগর চাহিয়া দাসী আইল নিকেতন।
নিবেদন করিল খুল্লনা বিদ্যমান॥
বারতা না পাইল যদি দুর্ব্বলার তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
দুর্ব্বলা করিয়া সঙ্গে চলিল খুল্লনা।
কেন দিনু পড়িবারে খাইয়া আপনা॥ (২)
বাছা বিনে মোর দাঁড়াইতে ঠাঁই নাই।
কোথা গেলে পাব আমি কুমার ছিরাই॥
আপনার ছায়া দেখি শ্রীপতিভাবনে।
চমকিত পড়ে রামা ডাকে ঘনে ঘনে॥
নগর দেখিয়া গেলা পণ্ডিতের ঘরে।
চরণে ধরিয়া কিছু বলে দ্বিজবরে॥

দুই চক্ষু হৈল যেন ধারার শ্রাবণ।
ঘর যায় শ্রীপতি নাহি দেখে গণ॥

১। ইহার পূর্ব্বে কয় পংক্তি বেশী আছে;—
কোপে কম্প কলেবর চলিল শ্রীপতি।
ক্রোধে নাহি গুরুপদে করিল প্রণতি॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
হাপুত্রীর পুত্র মোর বালতির ভাড়া।
অন্ধক জনার নড়ি দরিদ্রের কড়া॥

ওঝা নিবেদনে অবধান কর।
কহ মোরে মহাভাগ কোথা গেলে পাব নাগ
শ্রীপতি কোলের বংশধর ॥
গুরু সেবক না নিল সঙ্গী হাতে লয়ে পুঁথি খুঙ্গী
আইল শ্রীমন্ত পড়িবারে।
হৈল দুই প্রহর ভাটী চাহিনু অনেক বাটী
চাহি ফিরি সুত অনুসারে॥
চাহিনু অনেক ঠাঁই যথা খেলে সঙ্গী ভাই
কেহ নাহি কহিল সন্ধান।
দাসীর বচন শুন হেম দিব দুই গুণ
ছিরাকে আমাকে দেও দান॥
মোর লোচনের তারা শ্রীমন্ত হইল হারা
দিন দুই প্রহরে অন্ধকার।
সমর্পণ কৈনু তোমা তুমি না করিলে ক্ষমা
বিপদ সাগরে কর পার ॥
যত অন্তে-বাসী থাকে জিজ্ঞাসিনু একে একে
কহিতে পরাণ মোর ফাটে।
পথে পেয়ে কিবা খণ্ডে মারিল ফাঁস দিয়া দণ্ডে
কিবা ছিল আমার ললাটে ॥
মোর মনে হেন লয় নিবেদিতে করি ভয়
ক্ষেম নাহি পাও চারি মাস।
বুঝিনু কার্য্যের সন্ধি গুপতে করিয়া বন্দী
ক্ষেম লৈতে করেছ প্রকাশ ॥
খুল্লনা যতেক বলে শুনি দ্বিজ কোপে জ্বলে
কটুভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

তোরে আমি জানি চল বিচারিণী
আপন গৌরব রাখি।
পড়িয়া শ্রীপতি গিয়াছে বসতি
লক্ষ জন আছে সাক্ষী॥
খুঁজিয়া নগর ভ্রম নিরন্তর
পুত্র চাহিবার ব্যাজে।
কুলের রমণী কুল কলঙ্কিনী
দিলি জলাঞ্জলি লাজে॥
ভ্রমিলে গহনে ছেলি রাখি বনে
ভ্রমসি সেই হুতাশে।
আসি ধনপতি নাকে দিবে কাতি
জাতি রাখি যাও বাসে॥
হৃদে কামব্যথা নাহি ঢাকি মাথা
মাতিয়া যৌবন মদে।
যেমন কামচারী ফিরে বাড়ী বাড়ী
চাহিয়া কাম ঔষধে॥
পুত্র তোর ঘরে চাহিস নগরে
যৌবন করিয়া ডালি।
করের কঙ্কণ নিহালি দর্পণ
বিমল কুলের কালী॥
তোর কটু বাণী অগ্নিবর জিনি
স্ত্রী বলি না করি ক্রোধ।
হইত পুরুষ করিতাম পৌরুষ
পিড়া খায়ে দিত শোধ॥
দ্বিজের কুবাণী শুনিয়া বেণেনী
যাইতে না দেখে পথে॥
পাঁচালী প্রবন্ধে রচিল মুকুন্দে
হিত ভাবি রঘুনাথে॥

খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের উদ্দেশে।
আঁখি ঠারে লহনা সই সঙ্গে হাসে।
জানিতে না বলে বাঁঝি সতীনের বাদে।
বাঁঝা চারি পাঁচ লয়ে মনের বিষাদে॥
আর শুনেছ খুল্লনা আছে ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে ফিরে গোলা বাটে।
যৌবন করিয়া ডালি পো চাহিবার ব্যাজে।
কুলবতী জলাঞ্জলি দিল ভয় লাজে॥
মদনে মোহিত ছুঁড়ি না মানে দোহাই।
ষাঁড় চাহি বুলে যেন বাতানিয়া গাই॥

উহারি সে রাঙ্গা শাঁখা ঐ বরণে গৌরী।
ঐ সে জানে রতিকলা মোহন চাতুরী ।।
বাজারে দেখায় ধন যৌবন সম্পদ।
দৃঢ় ভাতার হৈলে উহার নাকে দিত পদ ।।(১)
দুই সতীন বহিন বটি বসি এক বাসে।
আঁখির তারা পুত্র হারা মোকে না জিজ্ঞাসে॥
নগরে চাতরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে।
পোয়ের বিয়াজে ছুঁড়ি আছে ভাল রঙ্গে॥
ওই সে যুবতী ওই প্রসবিয়াছে বেটা।
দ্বন্দ্ব কন্দলে মোরে মারে ঝাঁঝের খোঁটা॥
ওই সে বড় আমি ছোট না মানে দমন।
নাহি শুনে হিত কথা উপায় বচন॥
বসন না রাখে মাথে উদাম বুক কেশ।
নগরের মধ্যে ফিরে বারবনিতার বেশ॥
বারেক ঘরে আসুক সাধু কহিব সন্ধান।
পাড়া পড়শী সবে হৈও পরমাণ॥
সই সঙ্গে করি যত গঞ্জয়ে লহনা।
কপাটের আড়ে তাহা শুনেন খুল্লনা॥ (২)
সুতের বারতা পেয়ে ধরে তার পায়।
চণ্ডীকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গায়॥

বাছা দূর কর দুয়ারের কপাট।
হারাইলে তুমি বাপা আমারে করিলে খেপা
নগর চাতরে গোলা হাট।
আসিয়া দেখাও মুখ খণ্ডাও আমার দুখ
তোমা বিনে দুকুল আঁধার।
কহিয়া আপন কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
আপনি করিবে প্রতিকার॥
তোমা চাহি ভ্রমি দুঃখে কাঁটা খোঁচ পায়ে ভুঁকে
আকুল করিয়া কেশপাশে।
মরি তাপে পোড়ে মন দাবানলে যেন বন
দেখিয়া সকল লোক হাসে॥
শুনিয়া মায়ের দোষ কিবা কৈলে অভিরোষ
প্রকাশ না কর কিবা লাজে।
যেমন আমার মতি আমি বা যেমত সতী
সুবিদিত উজানী সমাজে॥
যাচয়ে যাচক জন কিবা দিতে তারে ধন
কেন বাছা না কহ আমারে।
পিতৃপিতামহ বিত্ত যে লয় তোমার চিত্ত
ব্যয় কর মাণিক ভাণ্ডারে॥
বিধি মোরে হৈল বক্র আনিতে চন্দন শঙ্খ
পিতা তোমার গেলেন সিংহলে।
তুমি যদি হৈলা বাম জীবনে নাহিক কাম
প্রাণ দিব প্রবেশিয়া নীরে॥
করি নানা পরবন্ধে ডাকিয়া খুল্লনা কান্দে
শ্রীপতির মনে লাগে ব্যথা।
জননী ভকতশীল ঘুচাইল কপাট খিল
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা॥

ভৃঙ্গারে করিয়া দাসী আনিলেক বারি
চরণ পাখালে তার দুর্ব্বলা কিঙ্করী॥
নারায়ণ তৈল রামা দিল তার গায়।
তোলা জলে দাসী তবে স্নান করায়॥
না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মোহ।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহ॥
পুত্রের কান্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরী।
দুর্ব্বলা আনিয়া দেয় তার মুখে বারি॥
জিজ্ঞাসে দুজনে তারে দুঃখের কারণ।
শ্রীপতি আপন দুঃখ করে নিবেদন॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—
ব্যাজেতে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
মন্দিরে থাকিলে সাধু নাকে দিত পদ॥
২। ইহার পর অন্যরূপ আছে;—
পুত্রের সন্ধান পেয়ে ধরে তার পায়।
পুত্র কোথা বলে দেহ হইয়া সদয়॥
খুল্লনার বিনয় তবে শুনিয়া লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত করিল রচনা॥

পণ্ডিত সভায় আজি যত পাইনু শোক।
হেন মন করি আমি ত্যজি জীবলোক॥
শ্রোত্রীয় সভায় যে আমায় পরিবাদ।
বিফল জনম তার জিতে কেন সাধ॥
ইঙ্গিতে বুঝিল তার দুঃখের নিদান।
কপট প্রবন্ধে রামা পুত্রকে বুঝান॥
জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাঁই।
সম্বন্ধে দনাই ওঝা আমার নন্দাই॥
শ্রীমন্ত বলেন মাতা ভাল কহ কথা।
মুকুন্দ গাইল গীত অম্বিকার গাথা॥

মাতা

কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও ব্যথা
যে বা ছিল ছিরার কপালে।
পণ্ডিত সভার মাঝে হেঁট মাথা কৈল লাজে
আর না বসিব পাঠশালে॥
গুরু সনে কৈনু দ্বন্দ্ব গুরু মোরে বলিল মন্দ
লাজে নাহি করি নিবেদন।
দাবানলে যেন বন গোপনে পোড়য়ে মন
জীবার নাহিক প্রয়োজন॥
জারজ বলিয়া গালি মুখে যেন চুণ কালী
করিল ব্রাহ্মণ অপমান।
ত্যজিব মনের দুখ দেখিব পিতার মুখ
নহে বা করিব বিষপান॥
দনাই পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে
কোন কালে নৈল ধনপতি।
মায়ের আইহাত হাতে ভোজন আমিষ্য ভাতে
মিছা বাদ নৈল বিপরীত॥
দূর করি জনশঙ্কা ভাঙ্গায়ে ভাণ্ডারের ডঙ্কা
খাও পর করহ বিলাস।
দূর গেল স্বামী কর্ত্তা না লহ তাহার বার্ত্তা
লোক দিয়া না কর প্রয়াস॥
তুমি গো বড়র ঝি তোমারে বলিব কি
কেমতে উদরে দেও ভাত।
নাহি কব মন কথা মনে নাহি ভাব ব্যথা
কোন লাজে পরিছ আহাত॥
হের আইস বড় মাতা কহি যে বিশেষ কথা
দেহ মোরে যত আছে ধন।
বাপের উদ্দেশ আশে চলিব সিংহল দেশে
সাত ডিঙ্গা করিয়া সাজন॥
ত্যজিয়া সকল দুখ দেখিব বাপের মুখ
তরি সাজি চলিব সিংহলে।
শুনিয়া পুত্রের কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে॥
গুণবান্ মিশ্র সুত সংগীত কলায় যুত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যানগরবাসী সংগীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

বাছা যাইবে সিংহল দেশ পাইবে বড়ই ক্লেশ
তরণী সরণী বহু দূর।
মাস দুই তিন ব্যাজ করিয়া রাজার কাজ
সাধু আসিবেন নিজ পুর॥
কিকারণে কর শোক পাঠাইয়াছিলাম লোক
কল্যাণে আছেন তোমার বাপ।
ভূপতির মনোরথে গিয়াছেন তরণী পথে
নিরন্তর করি মনে তাপ॥
ছিল ডিঙ্গা খান সাত লয়ে গেল প্রাণনাথ
একখানি নাহি অবশেষ।
দূর সিংহলের পথ মিথ্যা কর মনোরথ
করিবারে পিতার উদ্দেশ॥
যদি শত কারিগর গড়ে এক বৎসর
তবে ডিঙ্গা হয় একখান।
করিতে ডিঙ্গার সাজ কেবল ধনের কাজ
অবলার কতেক পরাণ॥
বহু তিমি তিমিঙ্গল আছে প্রাণ পীড়াকর
তনু যার শতেক যোজন।

কি করে টমক শিঙ্গা পক্ষে ছুঁয়ে লয় ডিঙ্গা
সেই রাজ্যে শঙ্কট জীবন ॥
যাইবে সাগর বহিয়া সে পথে না যায় নাইয়া
পরাণ শঙ্কট লোণা বায় ।
শুনিতে পরাণ ফাটে মকরে মনুষ্য কাটে
ধিক্ যাক সিংহল উপায় ॥
জলে কুম্ভীরের ভয় কূলে শার্দ্দূলচয়
দুষ্টখণ্ড শত শত পথে ।
যে যায় সিংহল দেশ সে পায় বহুত ক্লেশ
পিতা মোর কহিয়াছে হস্তে ॥
উড়ুম্বর কচ্ছপগুলা শসা হেন মশাগুলা
জলৌকা গজের শুণ্ডাকার ।
রাজা বড় পাপচিত ছলে হরি লয় বিত
শুনেছি দেশের দুরাচার ॥
খুল্লনা যতেক বলে শুনি সাধু কোপে জ্বলে
অনুমতি না দেয় ভোজনে ।
খুল্লনা সুধীরমতি বুঝিয়া কার্য্যের গতি
আজ্ঞা দিল সিংহলগমনে ॥
জয়তি অনুজতাত মহামিশ্র জগন্নাথ
এক ভাবে পূজিল গোপাল ।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥

খুল্লনা সিংহল যাইতে দিল অনুমতি
পুলকে পূরিত তনু কুমার শ্রীপতি ॥
পরম কৌতুকে সাধু করিল ভোজন ।
ফিরিয়া ভাবরে সাধু কৈল আচমন ॥
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন ।
মাণিক ভাণ্ডার হৈতে আনে বহু ধন ॥
বান্ধিয়া বাঁশের আগে পাটের পাছোড়া ।
গড়াইল শত খান সুবর্ণ কুমুড়া ॥
বিশাল দুন্দুভিবাদ্য করিল বাজনা ।
কোটাল সাধুর বাক্যে দিলেন ঘোষণা ॥
ঝাট যেই সাত ডিঙ্গা করে নিরমাণ ।
এই স্বর্ণ দিব তারে ইথে নাহি আন ॥
হেনকালে যান চণ্ডী গগনমণ্ডলে ।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈল পদ্মা সনে ॥
বিশাই কামিণা চণ্ডী কৈল স্মরণ ।
স্মৃতিমাত্রে বিশ্বকর্ম্মা আইলা ততক্ষণ ॥
তার সাথে দারু ব্রহ্মা আইলা সংহতি ।
হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥
যদি তব ভক্তি বিশাই থাকে আমা প্রতি ।
গড় ডিঙ্গা সাত খান চারি প্রহর রাতি ॥
স্থিতি করিয়া ডিঙ্গা কর নিরমাণ ।
সংহতি করিয়া লও বীর হনুমান ॥
প্রণাম করিতে তথা আইলা মারুতি ।
হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥
নরাকৃতি দুই জনে হৈলা অতি বুড়া ।
ধরিলেন শ্রীমন্তের সুবর্ণ কুমুড়া ॥
কোটাল আনিল তারে সদাগর পাশে ।
বিশ্বকর্ম্মা বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে ॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

শুন কারিগর কোন দেশে ঘর
পার কি ডিঙ্গা গড়িবারে ।
অতি বলহীন দেখি কথা ক্ষীণ
কারণ বল আমারে ॥
বসনবিহীন পরিছ কৌপীন
তথি তোর শোণ দড়ি ।
শত শির গায় কেশ উড়ে বায়
গায়ে উঠে তব খড়ি ॥
যষ্টি অবলম্ব নাহি তব দন্ত
কুড়ারী বাশী পাতম ।
দৈন্য দুঃখ আলে ভ্রম জরাকালে
বিফল ডিঙ্গা গঠন ॥

নাহি শুন কাণে না দেখ নয়নে
পবনে দশন নড়ে।
তোরা যাতে শির যাহার অস্থির
সে নাকি তরণী গড়ে॥
গায়ে পীড়ে জরা জীয়ন্তে সে মরা
কথা তার অবশেষ
পুত্র পরিবার কেবা আছে আর
কহ মোরে উপদেশ॥
হাসিয়া উত্তর দিল কারিগর
বসি পুরন্দরপুরে।
যদি দেও ধন এই তিন জন
পারি ডিঙ্গা গড়িবারে॥
সাধু ভাবি মনে কারিগর জনে
মালাধনে কৈল পূজা।
পাঁচালী প্রবন্ধে সুকবি মুকুন্দে
প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা॥

দেবদারু বিশ্বকর্ম্মা তার সুত দারুব্রহ্মা
শিরে ধরি চণ্ডীকার পান।
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া রত্নের বাতী
সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্ম্মাণ॥
হনুমান মহাবীর নখে করে দুই চীর
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারী তমাল ডহু নখে চিরে দিল বহু
দারুব্রহ্মা গড়য়ে গজাল॥
শিলে সানায়ে বাশী পাটী চাঁচে রাশি রাশি
নানা ফুলে বিচিত্র কলস।
পিতা পুত্রে দুহে আঁটি গজালে পরায় পাটী
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস॥
প্রথমে করিল অজ দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা গজের অন্তরে লতা
মাণিকে করিল চক্ষু দান॥
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখী নাম যার গুয়ারেখি
আর ডিঙ্গা নামে রামজয়।
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মধ্যে তার হৈঘর
পাশে গুড়া বসিতে কাণ্ডার।
দুসার বসিতে পাট উপরে মালুম কাঠ
পিছে গড়ে মালিক-ভাণ্ডার॥
অতি অপরূপ সীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা
গড়নী পঙ্খলী মহাকায়॥
গড়ে ডিঙ্গা সর্ব্বধরা হীরামুখী চন্দ্রকারা
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
চাঁচিয়া কাঁঠাল শাল করে দণ্ড কেরোয়াল
ডিঙ্গা শিরে বান্ধিল মৌড়লা॥
সাত ডিঙ্গা হৈল সাঙ্গ আনিল ভ্রমরা গাঙ্গ
কোলে কাঁখে করি হনুমান।
নিশি হৈল অবসান সবে গেল নিজ স্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

নিশিমধ্যে সাত তরী করি নিরমাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহিতে চলিলা হনুমান॥
নিশি শেষে সদাগর দেখিল স্বপন।
পিতা পুত্রে কোলাকুলি করেন ক্রন্দন॥
প্রভাতে শুনেন সাধু কোকিলের ধ্বনি।
রাত্রি অবশেষ হইল উরে দিনমণি॥
নিত্য নৈমিত্ত কর্ম্ম করি সমাপন।
প্রভাতে চলিলা কারিগর অন্বেষণ॥
সাতখান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে।
গোঁজে বান্ধা ঘাটে নৌকা লোহার শিকলে॥
ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে অনুমান।
কোন দেব আসি ডিঙ্গা কৈল নিরমাণ॥
সিদ্ধি হৈব কামনা সাধু আনন্দিত।
দৈবজ্ঞ আনিতে দুয়া চলিলা ত্বরিত॥
গ্রহ ওঝা আইলা তথা সাধু সন্নিধানে।
শুভযাত্রা বিচার করয়ে শুভক্ষণে॥

সাধু অবিলম্বে চলহ পাটন।
ঘুচিবে মনের ব্যথা দূর কর মন কথা
পিতা পুত্রে হবে দরশন॥

শুভযোগ মৃগশিরা   মেরুশৃঙ্গে যেন হীরা
ভাগ্যযোগে তাহে রবিবার।
বলক্ষা দশমী তিথি   বণিজ করণ ইতি
ইহা বিনে যাত্রা নাহি আর॥
সাত ডিঙ্গা লয়ে সাথে   দিনে তরণীপথে
চলিবেন পথে ভগবতী।
মগরায় ঝড় বৃষ্টি   দিবে চণ্ডী কৃপাদৃষ্টি
তথি সাধু পাবে অব্যাহতি॥
এই শুভ গণন   অবধান হয়ে শুন
এই যাত্রা বিবাহ কারণে।
ঘুচিবে মনের দুখ   দেখিবে পিতার মুখ
কন্যা দিবে শালবাহনে॥
কালীদহে উপনীত   দেখি অতি বিপরীত
কামিনী কমলে গিরে করি॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয়   রাজার সভায় ভয়
উদ্ধার করিবে মহেশ্বরী॥
লয়ে যাবে যত ধন   পাবে তার দশগুণ
পিতা পুত্রে আসিবে কল্যাণে।
পরম রূপসী ধন্যা   বিক্রমকেশরী কন্যা
পুরস্কার করি দিব দানে॥
কহিয়া প্রত্যয় ভাষা   ঘর চলে মহাযশা
বসন কাঞ্চন পায় মান।
করিয়া ত্রিপদী ছন্দ   পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ঝাঁপা।

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
আট দিক হইতে আনে করি ত্বরা ত্বরা॥ ধ্রু
কুরঙ্গ বদলে   তুরঙ্গ পাব
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে   লবঙ্গ পাব
শুঠীর বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে   মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে   জায়ফল পাব
বহড়া বদলে গুয়া॥
সিন্দুর বদলে   হিঙ্গুল পাব
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শোণ বদলে   ধবল চামর
কাচের বদলে নীলা॥
লবণ বদলে   সৈন্ধব পাব
জোয়ানি বদলে জীরা।
আকন্দ বদলে   মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হীরা॥
চৈয়ের বদলে   চন্দন পাব
পাগের বদলে গড়া।
শুকুতার বদলে   মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
মাস মুসুরী   তণ্ডুল বরবটী
আর বাঁটুলা চীনা।
বলদ শকটে   তৈল ঘৃত ঘটে
সদাগর আনিছে কিনা॥
গোধূম কিনে যব   খুঁজিয়া সর্ষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর   পূরিল বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদেবতাংশে   পালধি বংশে
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ   করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম॥

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।
নৃপ সম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা॥
কাঁদি বাঁধি নিল বাজন নারিকেল।
ঘড়ায় পূরিয়া নিল লাড় গঙ্গাজল॥
ঘোড়া ঘোড়া খাসি নিল জুঝারিয়া ভেড়া।
পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী লইল দুই ঘোড়া॥

ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
থান দশ সকন্নাদ থান দশ গজা ॥ (১)
হীরামুখী নামে যার চন্দনের কুন্দা।
উপরে ছায়ানী দিল পাটের পাছোড়া ॥
ময়ূরের পাখে যার লেগেছে ছিটুনি।
বেলন পাটের থোপা সর্ব্বাঙ্গ দাপনী ॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা ॥
নানা দ্রব্য ভেট লয়ে করিল গমন।
আগে পাছে বোঝা ভারী যায় দাসগণ ॥
কড়্যা জাঙ্গাল এড়াইয়া ব্রাহ্মণ শাসন।
নৃপের সভায় সাধু দিল দরশন ॥
দ্বারী জানাইল গিয়া যথাতে নৃপতি।
ভেট দিয়া সদাগর করিল প্রণতি ॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে।
আইস দত্তের পো বৈস কম্বলে ॥
বিরহে তোমার মাতা হয়ে গেল বুড়ি।
যুবক দেখিয়া বিয়া করাব শাশুড়ী ॥
বিয়ার সম্ভার কিবা বিয়ার ব্যস্তার।
আজি কেন দেখি এত ভেটের সম্ভার ॥

তব কার্য্যে গেল পিতা দক্ষিণ পাটন।
আনিবারে গেল শঙ্খ চামর চন্দন ॥
তোমার আশীষে যদি বাপ আইসে জীয়া।
পরম কল্যাণ রায় সেই সাত বিয়া ॥
চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে।
বিদায় করিয়ে তব চরণ কমলে ॥
পাঠায়ে তোমার বাপে দুর্জ্জয় সিংহলে।
মন পোড়য়ে যেন শোক দাবানলে ॥
স্বপনে দেখিলে সদাই ভাবি দুখ।
বড় হয়ষিত হৈলাম দেখি তুয়া মুখ ॥
বড় দুখ লাগে মনে বড় দুখ লাগে মনে।
সিংহল নগর কথা না লহ শ্রবণে ॥
সিংহল গেলেন বাপ সাজায়ে তরণী।
জীবন মরণ বার্ত্তা একই না জানি ॥
মায়ের আয়াত হাতে আমিষ্য ভোজন।
কত বা সহিব গুরুজনার গঞ্জন ॥
যাইব পাটনে রায় যাইব পাটন।
দেখিব নয়ন ভরি বাপের চরণ ॥
তুমি মায়ের অঞ্চল নিধি অন্ধের লোচন।
তোমা বিনে অন্ধকার হবে নিকেতন ॥
বাপের উদ্দেশে যাইতে মায়ের সংশয়।
লাভ চাহিতে মূল হারাবে নিশ্চয় ॥
যবে থাকয়ে কপালে যবে থাকয়ে কপালে।
অবশ্য আসিবে তোমার বাপ কত কালে ॥
পিতা ধর্ম্ম পিতা কর্ম্ম জপ তপ পিতা।
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা ॥
পিতার উদ্দেশ হেতু চলিব পাটন।
ইথে যদি মৃত্যু হয় পাব নারায়ণ ॥
দেহ অনুমতি রায় দেহ অনুমতি।
পিতার উদ্দেশ হেতু যাব লঘুগতি ॥
আজ্ঞা না দেয় রাজা করি মায়া মোহ।
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লোহ ॥
সাধুবাদ করি রায় দিল অনুমতি।
রঘুনাথ দেবে কৃপা কর ভগবতী ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—

কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত করিয়া সাধু করিল গমন ॥
বরুণের শীজা কুন্দা কনক আকুড়া।
হীরামণি নামে যার চন্দনের পড়া ॥
উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড়া।
চারিদিকে নামে গজ মুকুতার ঝারা ॥

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি দেখি নরপতি।
সাধুবাদ করি রাজা দিল অনুমতি ॥
গায়ে হৈতে উত্তরিয়া দিল খাসা যোড়া।
চড়িবারে দিল এক সঙ্করিয়া ঘোড়া ॥
আরোপিল অঙ্গে তার ভূষণ চন্দন।
লক্ষ তঙ্কা দিল তারে ডিঙ্গার সাজন ॥
নৃপতি চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
ত্বরা করি সদাগর আইলা নিজ ধাম ॥
পাইল বিদায় যদি রাজার সভায়।
আঁচলে ধরিয়া কিছু জননী বুঝায় ॥
সিংহলের কথা শুনি বড় লাগে ত্রাস।
যে জন সিংহল যায় নাহি আইসে বাস ॥
যে যায় তরণী পথে বিষম সঙ্কটে।
রাত্রি দিবা জলে ভাসে স্থল নাহি তটে ॥
শিশুমতি তবে বাপু নাহি কর দম্ভ।
যাত্রা করি এক মাস করহ বিলম্ব ॥
তবে যদি তোমার পিতা নাহি আইসে ঘর।
তরণী সাজায়ে পুত্র চলিহ সিংহল ॥
এতেক বচন যদি বলিল জননী।
শ্রীপতি বলিল তবে সবিনয় বাণী ॥

মা গো নিষেধ করহ অকারণ।
আছে বা না আছে পিতা জানিতে সে সব কথা
অন্বেষণে চলিব পাটন ॥
দারুণ কর্ম্মের গতি খুড়া জেঠা নাহি জ্ঞাতি
কে ধরিবে কুলে তিল কুশ।
জলপিণ্ড বিমুখ অনুদিন বাড়ে দুখ
উপবাসী পুরাণ পুরুষ ॥
পুত্রের ভরসা মিছা স্বামীর করহ ইচ্ছা
স্বামী বিনে বৃথাকালে জন্ম।
না হলে উদয় শশী মলিন যেমন নিশি
কিবা করে শত শত তারা ॥
নিশ্চয় জানিনু যদি আমারে বঞ্চিল বিধি
নাহি পিতা জীয়েন পরাণে।
আসিয়া আপন দেশে করিয়া পুত্তলী কুশে
করিব পিতার পরিত্রাণ ॥

চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন।
যাত্রাকালে বিরোধ হয় ত অকল্যাণ ॥
যদি পিতা পুত্রে মোর হয় দরশন।
পুনর্ব্বার করিব আমি চরণ বন্দন ॥
যদি বা পিতার সনে নহে দরশন।
পুন না আসিব এথা এই নিবেদন ॥
মনের হরিষে মাতা স্থির কর মতি।
তুয়া পদ হেতু দেশে আসিবে শ্রীপতি ॥
গণকের কথা হৈল খুল্লনার মনে।
এক মনে পূজে রামা চণ্ডীর চরণ ॥
অম্বিকাপূজার মাতা করিল আরম্ভণ।
ষোল উপচার আনে পূজার কারণ ॥
সঙ্গে আয়োগণ মিলি ভ্রমরার তটে।
আম্রশাখা সমন্বিত আরোপিয়া ঘটে ॥
চন্দনের অষ্টদল লিখিল সুন্দরী।
তার মধ্যে স্থাপিলেন কনকের ঝারী ॥
চারি দিকে জয় দেয় সব রামাগণ।
সবে বলে ধন্য ধন্য বেণের নন্দন ॥
অল্পকালে যায় সাধু দক্ষিণ পাটন।
কেমতে ইহার মাতা ধরিবে জীবন।
ছাগ মেষ আনাইল বলিদানের তরে।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে ॥
সোমবারের দিবা পালা সমাপ্ত।

নিশারম্ভ।

আরোপি হেম ঘটে ভ্রমরা নদীর তটে
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা।
আরোপি পদছায়া উর গো মহামায়া
পুরাও দাসীর কামনা ॥
প্রথমে লম্বোদর পূজিল দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি ॥

মরালবাহন পূজিল ষড়ানন
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা জাহ্নবীজলগর্ভা
কাঞ্চনে রচিত ঝারী।
অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥
করিয়া শুভক্ষণ চামর অর্পণ
তরণীধ্বজ আগে বান্ধে।
বংশ করোয়াল ইন্ধন করবাল
পূজিল দিয়া পুষ্প গন্ধে ॥ (১)
গাবর বৈঠা'র পূজিল কর্ণধার
বসন ভূষণ চন্দনে।
ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ করয়ে দ্বিজ সতীন
সন্তোষে অন্তরার মনে ॥
নৌকায় দিয়া ভরা গমনে করি ত্বরা
শ্রীমন্ত চলিল সিংহলে।
চণ্ডিকা চরণে করিল পূজনে
করিল পূজার বিধানে ॥

মায়ের বচনে চণ্ডীর চরণে
স্তবন করেন শ্রীপতি।
হয়ে নতিমান করিয়া প্রণিপাত
অষ্টাঙ্গে লোটায় ক্ষিতি ॥

খুল্লনার চণ্ডীস্তব।

অভয়া স্থান দেও চরণকমলে।
সকল বিফল ধন্দ দূর কর মায়াবন্ধ
বৃথা জন্ম হৈল মহীতলে ॥
পতি পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সকল বিপদ সিন্ধু
কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর।
সজীব করয়ে আশ ইথে মিথ্যা অভিলাষ
মহাব্রত তথি স্বতন্তর ॥
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘটে স্বামী গেল বিসঙ্কটে
দূর কৈলে দাসীর আঘাত।
হৈল বড় পরমাদ জীবনে নাহিক সাধ
দূর কর ভব যাতায়াত ॥
ঘর হৈল কারাগার দিনে হৈল অন্ধকার
দাসী করি রাখ নিজ দাস।
দারুণ দৈবের ফলে বন্দী হৈনু মায়াজালে
সুখে বিধি করিল নিরাশ ॥
তুমি দিলে বনে বর কোলে হৈল বংশধর
আছিল মনের অভিলাষ।
না পূরিল মনোরথ সুত যায় দূর পথ
সুখে বিধি করিল নৈরাশ ॥
পতি পুত্র মায়া মোহে খুল্লনা ভাসিল লেহে
প্রবোধ করেন হৈমবতী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
দামিন্যায় যাহার বসতি ॥

খুল্লনারে চণ্ডিকার বড় মায়া মোহ।
নেত্রের আঁচলে মোছে লোচনের লোহ ॥
সিংহলে যাইতে পত্রে দেহ অনুমতি।
বিপদে তোমার পোষে থাকিব সংহতি ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ আছে;—
গাছের গাবরে, পূজিল কর্ণধারে,
বসন ভূষণ চন্দনে।
ডিঙ্গার প্রদক্ষিণ, করিল দ্বিজ-সতীন,
সন্তোষে সতীর সনে ॥
আসন ভূত শুদ্ধি, করিল যথা বিধি,
ন্যাস ধরিল ধরণে।
ধ্যান ধারণে, করিল পূজনে,
করিল পূজার বিধানে ॥
মায়ের বচনে, চণ্ডীর চরণে,
স্তব করে শ্রীপতি।
করিয়া প্রণিপাত পূজিল জগন্নাথ,
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি ॥

খুল্লনা বলেন মাতা ওই কথা দঢ়।
বিপদ পড়িলে পুত্রে তুমি পাছে ছাড় ॥(১)
হাতে হাতে শ্রীপতিরে কৈল সমর্পণ।
জাতপত্র অঙ্গুরী তাহে দিল নিদর্শন ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করিয়া প্রণাম।
ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল পয়াণ ॥
মায়ের চরণে ছিরাই কৈল নমস্কার।
আশীষ করিল হও রাজপরিবার ॥
নেউটিয়া পুত্র দেশে কর আগমন।
অবধান করি শুন আমার বচন ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা লহ নিদর্শন।
বিপদে অভয়া বাছা করিহ স্মরণ ॥
লহনার পদে ছিরাই কৈল নমস্কার।
বাহুড়িয়া পুনঃ দেশে না আসিহ আর ॥

কি বোল বলিলে সতাই জন্মাইলে দুখ।
পুনরপি কেমতে চাহিবে মোর মুখ ॥
খুল্লনা বলেন বাছা কেন মনে ব্যথা।
বিপদে রাখিবে তোরে হেমন্ত-দুহিতা ॥
সবাকার সম্ভাষা করিল লঘুগতি।
দেবী বলে ভয় নাহি করিহ শ্রীপতি ॥
খুল্লনা বলেন মাতা কর প্রতিকার।
থাকিবে নৌকার আগে হয়ে কর্ণধার ॥
রইঘর চাপিয়া বসিল সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়ালে বসিল গাবর ॥
দাঁড়ায়ে রহিল লোক ভ্রমরার তটে।
দুর্গাবর কর্ণধার সাধুর নিকটে ॥
কার হাতে কেরোয়াল কার হাতে বাঁশ।
কার হাতে দণ্ড কার হাতে কাঁস ॥ (২)
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—

খুল্লনা বিনয় করি করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যা ছাড়িয়া যেন রাম যায় বন ॥
বিপদ সময়ে মাতা হবে অনুকূলে।
পতি পুত্র পুনরপি আইসেন কুশলে ॥
ভগবতী বলে রামা না হও কাতর।
পতি পুত্র তোমার আনিয়া দিব ঘর ॥
এতেক শুনিয়া রামা চণ্ডীর বচন।
হাতে হাতে শ্রীমন্তেরে কৈল সমর্পণ ॥
শ্রীমন্ত ভাবেন মনে চণ্ডীর চরণ।
জাতপুত্র অঙ্গুরী দিলেন নিদর্শন ॥
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা দিল পুত্র হাতে।
বিপদ সময়ে যেন চণ্ডী হয় চিতে ॥
দেব দ্বিজ গুরুজনে করিয়া প্রণাম।
ত্বরায় সিংহলে সাধু করিল প্রয়াণ ॥
মায়ের চরণে ছিরা করিল প্রণাম।
সাধিয়া আপন কার্য্য আইস নিজধাম ॥
গতমাত্রে পিতা পুত্রে হবে দরশন।
নেউটিয়া দেশে যেন হয় রে গমন ॥
দুর্গম পথেতে দুর্গা করিবে স্মরণ।
বিপদ সঙ্কটে তোমার নহিবে মরণ ॥
সর্ব্বক্ষণ চিন্ত নর অষ্টক্ষণ পড়ে।
ধন পুত্র যশ লক্ষ্মী পরমায়ু বাড়ে ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
দেখিয়া খুল্লনা রামা হইল কাতর ॥
দুর্ব্বল ধরিয়া তারে লৈয়া যায় ঘরে।
প্রবোধ না মানে রামা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কান্দিয়া খুল্লনা রামা চলিলেন ঘরে।
শ্রীমন্ত করিছে যাত্রা ডিঙ্গা বাহিবারে ॥

সিংহল যাত্রা।

(৩) শ্রীপতি চণ্ডীর আদেশ ধরি
মায়েরে প্রণাম করি
ডিঙ্গা মেলে সাধুর নন্দন।
ভ্রমরা মেলান বাইয়া থানা ঘাট এড়াইয়া
হুসেন পুরায় দরশন॥
কাথড়াপুরা দিয়া গোমতা বনপাড়া বাইয়া
চন্দ্রথালী বাহিল তখন।
নারায়ণ দহী খণ্ডি পূজিল নারায়ণ চণ্ডী
হরষিতে সাধুর নন্দন॥
ঘন ঘন বাজে শিঙ্গা মানগড়া এড়াল ডিঙ্গা
নপাড়ায় দিল দরশন।
ঘন ঘন বাহে নাইয়া বাগনসুর চলে বাইয়া
হরষিতে সাধুর নন্দন॥
অবধান কর ওহে কাণ্ডার বুলন।

শুনিয়া সকল নাইয়া বাঁকুল্যা চলিল বায়া
বেলেড়ায় দিল দরশন॥
বেলেড়ায় স্নান করি পূজে সাধু ত্রিপুরারি
হরষিত কাণ্ডার বুলন।
আনন্দিত হয়ে মতি পূজে সাধু পশুপতি
সিংহলকে করিবে গমন॥
মনেতে জানিয়া হর শ্রীমন্তেরে দিল বর
পিতা পুত্রে হবে দরশন।
আনন্দিত হয়ে মতি প্রভুরে করিল নতি
দধিখণ্ড করিল ভোজন॥
পুইতি অনুজ জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
করিয়া মাঙ্গিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥

বরাড়ি রাগ।

না মানয়ে সদাগর বসন্তের থরা।
চরখি হাটিয়া যায় করি ত্বরা ত্বরা॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে সমুদয় এইরূপ আছে;—

প্রথমে ভ্রমরার জলে. শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিল মঙ্গল চণ্ডিকায়।
এড়ায়ে ভ্রমরা পানি, সম্মুখেতে উজানি,
কৌনগ্রাম এড়াইয়া যায়॥
চাকদা কুমার থালা, এড়ায় সাধুর বালা,
হাড়িয়া কৈল ভোয়াগন।
কাণ্ডার মালুম কাঠে, এড়াইল থানা ঘাটে,
মৌনায় দিল দরশন॥
সম্মুখে হুসনপুর, গড়পাড়া কত দূর,
দৌলাতপুর বাহিল তখন॥
কাণ্ডার মেলান বায় বাক্সা এড়ায়ে যায়,
কাঁচনায় দিল দরশন॥
এড়াইল গঙ্গাড়, ঘাট কুলীনপাড়া,
ডাহিনে এড়ায় কুড়রপুর।
কাণ্ডার মেলান বায় বাঁকুল্যা এড়ায়ে যায়,
বেলেড়া বাহিল কতদূর॥

হাটার মেলান বায়, চরকি এড়ায়ে যায়,
আঙ্গারপুর বেপিয়ার বালা।
সৈনালিয়া নব গাঁ, তাহাত করিল বাঁ,
উত্তরিল সাধু গেল কোলা॥
সম্মুখে উধনপুর, নৈহাটি কংদুর,
শাথ বিবাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানি, মহাপুণ্য মনে গণি,
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ॥
মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে,থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি,
দেব বাইবে যাহার নন্দন॥
জলেতে কাঁকড়া ফেলি, দিলেম কনকাঞ্জলি,
কহ তাই গঙ্গার কথন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিল বন্দ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ঘুণা পাইকে ডাঁড়া উপরে করে দূর।
ত্বরা করি বায়া যায় অঙ্গারপুর॥
বারেন্দা বাহিল সাধু বেণের নন্দন।
সোনায়ার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন॥
সুবর্ণের চণ্ডী করিল পূজামান।
প্রণমিয়া সদাগর করিল পয়াণ॥
নবগ্রাম গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন।
বাহুতপাড়া বাহে ত্বরে বেণের নন্দন॥
কাকড়িয়া হাটি গ্রাম বাহিল সদাগর।
বাইগুণ কোপ গিয়া চিন্তে অভয় মঙ্গল॥
কৃপা কর ভগবতী সেবকবৎসল।
শংখে ডুবি বস্তু গিল সপ্ত মধুকর॥
হরষিত হৈল সাধু পেয়ে মাহেন্দ্রাণী।
বাহিয়া অমর নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥

গঙ্গার উৎপত্তি কথন।

অবধানে কর্ণধার কহি পুরাণের সার
কহিব গঙ্গা উপদেশ।
হরি পদে উৎপত্তি ব্রহ্মকমণ্ডলে স্থিতি
হরশিরে যার শোভে শেষ॥
এক কালে পঞ্চপতি পঞ্চমুখ ধরি শ্রুতি
গান গীত হরি সন্নিধানে।
গীতে সমর্পিত মন দ্রব হৈল নারায়ণ
বিধি কৈল করঙ্গ আধানে॥
ব্রহ্মকমণ্ডলে বাস আছিলা ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র করিল ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রে সাধিতে মান একাশিল ভগবান
কশ্যপ মুনির হৈল তোক (১)॥
পাইয়া ব্রাহ্মণ বটু দেব অংশে হল পটু
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
যুক্ত বলি তার সনে আইলা যুগের স্থানে
অশ্বমেধ অবসান দিনে॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি—জিজ্ঞাসিল কৃতাঞ্জলি
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
কহিলেন ভগবান ত্রিপদ ধরণী দান
আশে আইলাম তব পাশ॥
অধিক দিতে চাহে রায় দ্বিজে নাহি দিল সায়
দিল দান তিন পাদ ক্ষিতি।
ক্ষিতি যুড়ি এক পদ আর পদ বিষ্ণুপদ
তৃতীয়ে বলির মাথে স্থিতি॥ (২)
হরিপদ নিজ ধামে দেখি ব্রহ্মা সংভ্রমে
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুষ বিনাশ ক্রমে আইলা গঙ্গা ধ্রুব স্থানে
সুমেরু করিয়া পুণ্যশালী॥
আসিয়া গগনতলে ক্রমে ইন্দুমণ্ডলে
উরিলা কনক গিরিশিরে।
সকল কলুষ হরা হৈল গঙ্গা চারি ধারা

১। তোক অপত্য।

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
বলি চতুর্দ্দিগে চাই, কোথায় নাহিক ঠাঁই,
শিরে রাখে বিষ্ণুর চরণ।
সংসার সকল ভয়, হরে নিল রসাতল,
অষ্ট দশ করিল লিখন॥
ক্ষুভায় তারণ হায়, চতুর্দশ অবতার,
হিরণ্যকশিপু দৈত্য রাজা।
তায়ের বিনাশ দেখি, চিত্তে রাজা হৈল দুখী,
সহস্র বৎসর কৈল পূজা॥
ইন্দু নন্দন ছুট, ব্রহ্মা আইলা তার ঠাঁই,
কমণ্ডলু জল তথি দিল।
পেয়ে কমণ্ডলু জল, দণ্ড হৈল দৈত্যবল,
সত্য করিয়া বর দিল॥
পাইয়া ব্রহ্মার বর, জিনিলেক পুরন্দর,
দৈত্যসুত প্রহ্লাদ জন্মিল।
হরিনাম নিরন্তর, হিংসা কৈল দৈত্যেশ্বর,
নরসিংহরূপে দিশ দিল॥

পূর্ব্বে যমুনা পশ্চিম উত্তরে ।।
সীতা নামে পূর্ব্ব ধারা আসি হৈলা দ্রুততরা
ভদ্রা পাবনী সুরধুনী ।
ধৌতহরিপদদ্বন্দ্বা দক্ষিণে অলকনন্দা
জম্বুদ্বীপ নিস্তারকারিণী ।। (৩)
শুনি গঙ্গা অবতার সুখী হৈলা কর্ণধার
স্নান কৈল সলিল তর্পণে ।
আচ্ছাদিয়া ধৌত পটে লইল নূতন ঘটে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ।।

ডাহিনে ললিতপুর দেখিল ইন্দ্রাণী ।
ইন্দ্রে শুভ পূজা কৈল দিয়া পুষ্প পানী ।।
ভাস্তোসিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া ।
মাটিয়ারি সফরখান বাম দিকে থুয়া ।।
সঘন কেরোয়াল পড়ে বাজে জগঝাট ।
নিমিষেকে যায় সাধু যোজনেক বাট ।। (৪)
শিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল বাজে ঘনে ঘন ।
আগুড়া বাহিল তবে বেণের নন্দন ।।

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
পশ্চিমে ধবল ধারা বঙ্ক নামে পুণ্যধারা
পবিত্র করিয়া কেতুমাল ।
উত্তরে মঙ্গল তারা ভদ্র নামে শেষ ধারা
স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল ।।
পুরাণ অবধি করি চারি হস্ত ধরি ধরি
ভাগ্যবান বৈসে এই স্থলে ।
ইথে জন্ম করে জপ কেবল অক্ষয় তপ
মুক্তি হয় যদি মরে জলে ।।

৪। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
বেলনপুরের ঘাটখান কৈল তেয়াগন ।
নবদ্বীপ ঘাটে সাধু দিল দরশন ।।
চৈতন্য চরণে সাধু করিল প্রণাম ।
সেখানে রহিয়া সাধু করিল বিশ্রাম ।।

নিশ্চিন্তপুরের ঘাটে দিল দরশন ।
গোঠপাড়া শিকড়দহ বাহিল তখন ।
মেড়তলার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ।
বাহ বাহ করি ডাকে সাধুর নন্দন ।।
বেলনপুরের ঘাটে বাহিল তখন ।
সমুদ্র গড়িঘাটে সাধু দিল দরশন ।।
লঘুগতি চলে সাধু নাহি করে হেলা ।
কথু বা রন্ধন করে কথু চিড়া কলা ।।
নবদ্বীপ দিয়া সাধু যায় করি ত্বরা ।
নাহি মানে রাত্রি দিন বসন্তের ধরা ।।
পাড়পুর নবদ্বীপ ত্বরিত বাহিয়া ।
মুজাপুরের ঘাটে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ।।
নাইয়া পাইক গীত গায় শুনিতে কৌতুক ।
ডাহিনে রহিল পড়ি আম্বুয়া মুলুক ।।
বাহ বাহ বলিয়া সঘনে দেয় সাড়া ।
ডাহিনে শান্তিপুর বহে বামে গুপ্তিপাড়া ।।
কোদালিয়া বায় সাধু ত্বরিত বাহিয়া ।
বুড়িগঙ্গা ঘাটে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ।।
উলা বাহিয়া যায় কাছিয়ার (৫) কাছে কাছে ।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে ।।
বাম দিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী ।
দুকূলের জপে তপে কিছুই না শুনি ।।
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান ।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান ।।
রজতের দীপে কেহ করয়ে তর্পণ ।
গর্ভের ভিতরে কেহ করয়ে মুণ্ডন ।।
শ্রাদ্ধ করয়ে কেহ জলের সমীপে ।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে ।।

রজনী বিশ্রামে সাধু মেলি সাত নায় ।
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায় ।।
শীঘ্রগতি মুজাপুর বাহে ত্বরা ত্বরা ।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের ধরা ।।

৫। কাছিয়া—খিস্যে ।

বুহিত বাহিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালী গীত মুকুন্দ কবিবর॥

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিন্ধ্য পিঙ্গল সহর।
কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥
মথুরা দ্বারকা আর কল্পপুর কায়া।
পুরী ক্ষেত্র প্রয়াগ গোদাবরী গয়া॥ (১)
ত্রিহট্ট কোদৃষ্টি আর হস্তিনা নগরী।
আর কত শত সহর বলিতে না পারি॥
এসব সহরে যত সদাগর বৈসে।
তরণী সাজায়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বণিক কোথাও না যায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানা ধন পায়॥
তীর্থ মধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম॥
কাণ্ডার বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবেণীতে স্নান দান করিল শ্রীপতি॥

নায়ে তুলিয়া সাধু লইল মিঠা পানী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে ফরমানি॥ (২)

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

ত্রিহট্ট কোঁঙর কোঁচ হাজর শ্রীহট্ট।
মাণিকা ফরিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট্ট॥
বাগণ মলয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বর আহ লঙ্কাপুরী সপ্তগ্রাম॥
শিবাহট্ট মহাহট্ট হস্তিনা নগরী।
আর যত সহর তা বলিবারে নারি॥

২। ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকে অন্য-রূপ আছে;—

গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া॥
গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে ভাগীরথী।
কপোত এড়ায়ে সাধু পাইল সরস্বতী॥
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা।
বুড়া মহেশ্বর বাহে বেণিয়ার বালা॥
উপনীত হৈল গিয়া নিমাইতীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥ (৩)

ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বেণিয়ার বালা॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

ত্বরায় চলে তরী তিলেক নাহি রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ বহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলা দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীপতি॥
ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিতপুর সালিখা এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে
ধনস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালিঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহার মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥
নাচনগাছার ঘাটে থান বাম দিগে থুয়া।
ডাহিনেতে বারাশত খলিনা এড়াইয়া॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অমলিঙ্গ গিয়া উত্তরিল সদাগর॥

যখন তরীর পথ তীরের পয়াণ।
বেতড় বাহিয়া সাধু পাইল রশান ॥
নিমাই বামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥
বিষ্ণু হরির দেউল বামেতে রাখিয়া।
সাংকড়া বাহিল সাধু মন্তেশ্বর দিয়া ॥
আম নদী দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে।
তাহা এড়াইয়া সাধু ভোজন কৈল রঙ্গে।
লঘুগতি সদাগর গেল কালীপাড়া।
দুকূলে যাত্রীর ঠাট ঘন পড়ে সাড়া ॥
সে দিবস সদাগর হাতিয়াগড়ে রহে।
প্রভাত হইলে সাধু মেলে সাত নায়ে ॥
এক দুই নৌকা জলের মাঝে আইসে।
মগরার কথা সাধু তাহাকে জিজ্ঞাসে ॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন ॥
মোহানা বাহিয়া সাধু করিয়া দুর্দ্ধরা।
প্রবেশ করিল সাধু দুর্জ্জয় মগরা ॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥
ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর ॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারিমেঘে বরিষে মুষলধারে জল ॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হৈল হারা ॥
ঘন ঘন বজ্র ধ্বনি মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন ॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জনক জননী ॥

সঙ্কেত মাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার মেলান সাধু পায় হাত্যাঘর ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥

পূর্ব্বদিকে আইল গঙ্গা দেখিতে ধবল।
সপ্ততাল হয়ে গেল মগরার জল
ঝনঝনা পড়ে যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নৌকার দর করে খান খান ॥(১)
নদ নদীগণ তবে করিল প্রয়াণ।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

চণ্ডীর আদেশে যায় নদ নদীগণ।
মগরা নদীর সনে করিতে মিলন ॥
আজ্ঞা দিল ভবানী, চলিলা মন্দাকিনী,
গগনে ছাড়িয়া স্থিতি।
সঙ্গে মকর জাল ছাড়িয়া পাতাল
আপনি ধাইল ভোগবতী ॥ (২)
প্রবল তরঙ্গা, ধাইলেন গঙ্গা
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
বাপের উদ্দেশে ছিরা চলিল সিংহল।
দুর্ব্বলা জননী তার কান্দিয়া বিকল ॥
মগরাতে ঝড়বৃষ্টি করিব বিদিত।
দুঃখ দিলে হয় নয় জানিব চরিত ॥
বিপদ দেখিয়া ছিরা করে কি স্মরণ।
সঙ্কটে রাখিব আজি দাসীর নন্দন ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—
প্রবল তরঙ্গা, ধাইল গঙ্গা,
ভৈরব কর্ম্ম নাশা।
ধাইল ক্রতপদ, সোন মহানদ,
বাহু বিদারিয়া বিষা ॥
আত্মাদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
মিশাইল চন্দ্রভাগা।
কোশাই দারাই, ধাইল দুই ভাই,
বগড়ির খানা যায় বগা।

ধাইল ক্রতপদ, ষোল শত মহানদ,
বহু বাহুদা বিপাশা॥
আমোদর দামোদর, ধাইল দারুকেশ্বর,
শিলাই চন্দ্রভাগা।
কেদাই দেবাই ধাইল দুই ভাই
বগির কোলে ধাইল বগা॥
ধাইল ঝুমঝুমী, করিয়া দামামী,
ভিয়াই মগ্নাই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলী গুক্ষরে কুতুহলী
রত্নাবতী চলিল সঙ্গে॥
স্বরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
কাণা ধায়ে দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, চলিলা যে রঙ্গে,
আর বুড়া মহেশ্বর॥
ধাইল বরুণা, গঙ্গা যমুনা,
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, কাণা ধায় গোমতী,
সরযু বংশাবতী॥
ধাইল কঁসাই মহান তরি নাই
খরস্রোত বামনের খানা।
চারি দিকে জল, ধাইল ধবল,
মগরা ঘুড়িয়া ফেণা॥
বাজায়ে দণ্ডী করহ চণ্ডী,
নড়িলা সত্বর হয়া।
সঙ্গে কন্যা ধাই, লয়ে সাত ভাই,
আর স্বর্ণরেখা লয়া॥

ধাইল ঝুম ঝুমি, করিয়া দামা দামি,
বিশাই গড়াই সঙ্গে।
ধাইল তারাজুলি, পুষ্করা কুতুহলী,
রত্না চলিল রঙ্গে॥
খরতর লহরী, ধাইল গোদাবরী,
কাণা ধায় দামোদর।
খালি জুলি সঙ্গে, চলিলেক রঙ্গে,
বুড়া মহেশ্বর।
ধাইল বরুণা, অজয় যমুনা,
কুতূহলে সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী, কাণা ধায় গোমতী,
সরযু আর বংশাবতী॥
ধাইল কসাই, মহানদী বড়াই,
খরস্রুতি বামনের খানা।
চারিদিগে জল, হইয়া ধবল,
মগরা ঘুড়িয়া ফেণা॥
বাজাইয়া দণ্ডী, কড়াই চণ্ডী,
ধাইল সত্বর হৈয়া।
সঙ্গে কেলে খাই, লয় মহামাই,
ধায় স্বর্ণরেখা লৈয়া॥

পাহাড়ি রাগ।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
বৈরী হৈল দেবরাজ বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল॥
শিলা বাজে যেন গুলি ভাঙ্গিছে মাথার খুলি
বেগে যেন জল পড়ে কাঁড়।
বিষম জলের রয় প্রাণ মোর স্থির নয়
দাঁড়িরা ধরিতে নারে দাঁড়॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া তরু পড়ে
দুকুল বহিয়া পথে খানা।
কহ কর্ণধার ভাই কেমনে নিস্তার পাই
রাশি রাশি কত বহে ফেণা॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে বৃষ্টি জলে নৌকা ভরে
নাইয়া পাইট জড় হৈল শীতে।
কহ ভাই কর্ণধার নাহি দেখি নিস্তার
জলে অহি ভাসে শতে শতে॥
দেখ রে নায়ের পাশে কুম্ভীর মকর ভাসে
গিরিগুহা বিকট দর্শন।

কাণ্ডার উপায় বল দেখিয়ে প্রবল জল
আজি বড় সঙ্কট জীবন।
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা স্মরণ করহ গঙ্গা
অন্তকালে ভজ ভগবতী।
পড়িয়া বিষম ফান্দে ভবানী বলিয়া কান্দে
হৃদয়ে ভাবিয়া শ্রীপতি॥

রক্ষ মা ভবানি মোরে কি বলিব সার।
তুমি না করিলে রক্ষা কে করিবে আর॥
তোমা আরাধিয়া যাত্রা করিনু ত্বরিতে।
সমর্পিয়া দিলেন মাতা তোমার হাতে হাতে
তবে কেন বল করে মগরার জল।
নিশ্চয় জানিনু মাতা জনম বিফল॥
ভবানি বলিয়া বালা জলে ঝাঁপ দিল।
মহামায়া গগনে হাসে খলু খল॥
ভবানী স্মরণে হয় পরম মঙ্গল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল এক হাঁটু জল॥
দুর্গা দুর্গহরা মাতা দুর্গতিনাশিনী।
গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী॥
নিদ্রারূপা হয়ে মাতা ভাণ্ডিলে প্রহরী।
যখন নন্দের গৃহে আইলা শ্রীহরি॥
দুরিতনাশিনী মাতা দুর্গতিনাশিনী।
নানা অবতারে মাতা বিষ্ণু সহায়িনী॥
যমুনা আবর্ত্তশালী বিষম করালী।
তথি পার কৈলে কৃষ্ণ হইয়া শৃগালী॥
ভূভার খণ্ডন কৈলে আপনি প্রকার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার॥
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
তরী মেলি সদাগর শীঘ্রগতি যায়॥
ডানি বামে ছাড়ি যায় কত কত দেশ।
সঙ্কেত মাধবে দেখে সোণার মহেশ॥
সদাগর কহে কিছু তার বিবরণ।
অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
সাগর বংশের উপাখ্যান।
যার বল গঙ্গাসুত ষষ্ঠি হাজার সুত
সাগরে করিল নির্ম্মাণ॥
ত্রিভুবনে অবতংসে আছিল মিহির বংশে
বৃক নামে মহা মহীপাল।
তার সুত হৈল বহু বিপ্রচণ্ড যেন রাহু
অবনী পালেন চিরকাল॥
পাপ গ্রহ যোগ ফলে পরাজয়ি অরাগালে
ক্ষিতি ছাড়ি হৈলা বনবাস।
বনে মৈল নরপতি শশীমুখী তার সতী
অনুমৃতার কৈল অভিলাষ। (১)
তাহে ছিল বেদ অংশ গরলে না হল ধ্বংস
প্রসবিলা নারী যথা কালে।
গরযুত হৈল সুত দেখি রাজা অদভুত
সগর আখ্যান লোকে বলে॥
তিন লোক খ্যাত কীর্ত্তি হৈল রাজা শিরোবর্ত্তী,
অধিষ্ঠান কৈল সিংহাসনে।
হয় তার তাল জংঘ দেখি যত রিপুভঙ্গ
একা রাজা হৈলা নিজ মনে॥
নিষেধ করিল মুনি নাহি নৃপ বধে প্রাণী
মাথা মুড়ি পাঠাল কাননে।
সেই কৃপাময় রাজা সুত সম পালে প্রজা
বিধাতা সন্তোষ বড় মনে॥
কেশিনী সুমতি আর নৃপতির দুই দার
অসমঞ্জা কেশিনীনন্দন।
তার সুত অংশুমান খ্যাত সর্ব্ব গুণধাম
পিতামহ হিত পরায়ণ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
তারে গর্ভবতী জানি, আসি তথা ঔর্ব্ব মুনি,
মরণ করিল নিবারণ।
নাহি গেল স্বামী সনে, গর্ভ কথা সতা শুনে
বিষ অন্ন করায় ভোজন॥

সুমতির শুন যত ষষ্ঠি হাজার সুত
অযুত কুঞ্জর মহাবল।
অসমঞ্জা করে দোষ নৃপতি মানিয়া রোষ
বনবাস দিল প্রতিফল।।
দিয়া আত্ম অনুমতি রিপুজয়ী নরপতি
অশ্বমেধে ছাড়ি দিল হয়।
অশ্ব হরি নিশাভাগে থুইয়া কপিলের আগে
ইন্দ্র গেল আপন নিলয়।।
যবে হারাইল হয় সুতে নরপতি কয়
শুন ষষ্ঠি সহস্র কুমার।
অশ্ব আনি দেও মোরে পরাণে মারিয়া চোরে
যশভার সকলি তোমার।।
ষাটি সহস্র ভাই চায়া বুলে ঠাই ঠাই
না পায় অশ্বের অন্বেষণে।
না পায় অশ্বের তত্ত্বে নিমেষ না চাহে পথে
অশ্ব খোঁজ পাইল দক্ষিণে।।
সুড়ঙ্গে অশ্বের পদ দেখি সব হৈল ক্রোধ
সবে মেলি খোঁড়য়ে ধরণী।
নৃপতি কুমার যত প্রবেশি পাতাল পথ
দেখিল কপিল মহামুনি।।
হয় দেখি তার কাছে কোপে নৃপসুত নাচে
বকধ্যানে আছে ঘোড়া-চোর।
এতেক নিন্দিয়া তারে পৃষ্ঠে শেলঘাত মারে
কোপদৃষ্টে মুনি চায় ঘোর।।
মুনি দেহ-কোপানলে নৃপতি কুমার জ্বলে
একজনা নহিল অবশেষ।
আসিয়া নারদ তথা সকল কহিল কথা
সগর পাইল বড় ক্লেশ।।
ডাকি আনি অংশুমান সগর দিলেন পান
চল রে অশ্বের অন্বেষণে।
অবিলম্বে অংশুমান গেল কপিলের স্থান
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে।।

রথ ছাড়ি গেল রাজা কপিলের স্থান।
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে অংশুমান।।
অনুগত শিশু আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে কৃপা কর মহামুনি।।
কি বলিতে জানি আমি তোমার মহত্ত্ব।
পরশিতে নারে তোমা তম রজঃসত্ত্ব।।
আপনার দোষে মৈল সগর-কুমার।
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে বারে বার।।
অনুগ্রহ কর মুনি তুমি কৃপাধার।
এমত অনেক স্তুতি করিল অপার।।
অংশুমানে তুষ্ট হয়ে মুনি দিল হয়।
উপদেশ কহে তাকে মুনি মহাশয়।।
শুন শুন অংশুমান মুনিবর বলে।
গতি না হইবে ইহার বিনা গঙ্গাজলে।।
মুনি প্রদক্ষিণ করি আইলা অংশুমান।
ঘোড়া আনিয়া দিল রাজা বিদ্যমান।।
অশ্বমেধ সাঙ্গ কৈল সগর নৃপতি।
অংশুমানে রাজ্য দিয়া পাইল দিব্যগতি।।
রাজ্যভার দিয়া সুতে রাজা অংশুমান।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিল সাবধান।। (১)
অংশুমানের পুত্র দিলীপ মহামানী।
সুতে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদিবসরণী।।
দিলীপ করিল তপ অযুত বৎসর।
সুতে রাজ্য দিয়া স্বর্গে গেল নৃপবর।।
বংশে রহিলা মাত্র বিধবা রমণী।
অনাহারে তপস্যায় মৈল নৃপমণি।।
এক দিন দুর্ব্বাসা তপস্যা করি যায়।
ভক্তি দেখি তুষ্ট হয়ে বর দিল তায়।।
পুত্রবতী হৈও তুমি আমার বচনে।
মুনির আশীষে রামা দুঃখ ভাবে মনে।।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অনুরূপ আছে;—
অংশুমানের পুত্র দিলীপ নরপতি।
সুতে রাজ্য দিয়া গেল ত্রিদিব বসতি।।
দিলীপ করিল রাজ্য অযুত বৎসর।
পাত্রে রাজ্যভার দিয়া গেল নৃপবর।।

বংশে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়।
অভাগ্য করেছি হবে কেমনে তনয়॥
মুনি বলে কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী।
ঋতুকালে সঙ্গ তোরা যাবে দুসতিনী॥
দুই ভগে জন্ম লভিল ভগীরথ।
শাপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ় পথ॥
কুলের নিধান জানি ব্রাহ্মণের স্থানে।
গঙ্গা আনিবারে রাজা করিল গমনে॥

ইন্দ্র হর ব্রহ্মা সেবিল জগন্নাথে।
আইলা ব্রাহ্মণ ঘর প্রভু ভগীরথে॥ (২)
কমণ্ডলে ছিল গঙ্গা দিল রাজা পায়।
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করিল বিদায়॥
ভগীরথে বলিল গঙ্গা বর মাঙ্গ তুমি।
ভগীরথ নিবেদন করিল তখনি॥
ব্রহ্মশাপে মৈল মোর পিতামহগণ।
তোমা বিনা নাহি তার উদ্ধার কারণ॥(৩)

প্রসাদ করিয়া গঙ্গা দিল অনুমতি।
তপস্যায় গঙ্গা তুষ্ট করিল ভুপতি॥
তপস্যায়ে গঙ্গা তুষ্ট কৈল ভগীরথে।
অবনী আসিতে গঙ্গা হর নৈল মাথে॥
হরশির হৈতে গঙ্গা আইসেন অবনী।
আগে চলে ভগীরথ দিয়া শঙ্খধ্বনি॥
হিমালয় শিখরে উরিলা নারায়ণী।
গুহাতে সান্ধান গঙ্গা না পান সরণী॥
সুরপতি দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে।
প্রসাদ করিয়া কহেন ঐরাবতে॥
গজ বলে গঙ্গা যদি দেন আলিঙ্গন।
গুহাকে বিদীর্ণ করি দিবত গহন॥
গঙ্গার চরণে নিবেদিল নরপতি।
আসিবারে গঙ্গা তারে দিল অনুমতি॥
সহিবারে পারে যদি জলের নিঃস্বন।
নিশ্চয় বলিহ তারে দিব আলিঙ্গন॥
ঐরাবত আসি গুহা ভাঙ্গিল দশনে।
জলবেগে গজ পড়ে শতেক যোজনে॥
আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত মারে রড়।
শ্বাস পালটিতে মাত্র গেল হাত্যাগড়॥
সুমেরু ছাড়িয়া চলিলা নারায়ণী।
কত দূরে তপ করে জহ্নু মহামুনি॥
বৃক্ষাদি ভাসিয়া চলয়ে রাশি রাশি।
স্রোতে ভাসিল মুনির তিল তুলসী॥
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মুনি চতুর্দ্দিকে চায়।
তিল তুলসী আমী কেবা লয়ে যায়॥

জানু বিদারিয়া গঙ্গা দিল জহ্নুমুনি।
গঙ্গা লৈয়া যান ভগীরথ নৃপমণি॥
অবনী আইসে গঙ্গা ভগীরথের সাথে।
আসিতে অবনী গঙ্গা হর কৈল মাথে।
গঙ্গা না দেখিয়া দুঃখিত নৃপবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর॥
তপস্যায় হর তুষ্ট কৈল ভগীরথে।
বাহাইয়া দিল গঙ্গা জটাভার হৈতে॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

গঙ্গা আনিবারে বালা করিল গমনে।
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল সাবধানে॥
ইন্দ্র হরি হর সেবিল জগন্নাথে।
গেল ব্রহ্মলোকে হরি ভগীরথ সাথে॥
মায়া পাতি প্রভু জল করিল সংহার।
জল না পাইলে গঙ্গা নাহি দিব আর॥
যুক্তি করি গেলা প্রভু ব্রহ্মা সন্নিধানে।
জল চাহি বুলে ব্রহ্মা সকল ভুবনে॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—

সদয় হইয়া গঙ্গা দিলেন অনুমতি।
তপস্যায় গঙ্গা বশ করিল ভুপতি॥
পাইয়া গঙ্গার দেখা পাল জহ্নুমুনি।
গঙ্গা হেতু তপস্যা করিল নৃপমণি॥

পুনরপি মুনি ধ্যান করিল সত্বরে।
গঙ্গা লয়ে যায় ভগীরথ নৃপবরে॥
কুপিত হইল তবে জহ্নু মুনিবর।
গণ্ডূষে করিল গঙ্গা উদর ভিতর॥
ফিরিয়া দেখয়ে বালা রাজার নন্দন।
হাতে পায়া মোর নিধি লৈল কোন জন॥
দেখি ভগীরথ মুনি হৈলা ভয়ঙ্কর।
তারে স্তব করে রাজা সহস্র বৎসর॥
তপস্যায় তুষ্ট যদি হৈলা মুনিবর।
মুনি বলে রাজা তুমি মাগি লহ বর॥
ভগীরথ বলে গোসাঞি শুন তপোধন।
গঙ্গা দান দেহ মোরে এই নিবেদন॥
তপস্যায় তুষ্ট মোরে হয়ে পশুপতি।
বংশ উদ্ধারিতে মোরে দিল ভাগীরথী॥
তুমি যদি মোরে কৃপা কর তপোধন।
তবে সে হইবে মোর পিতৃ উদ্ধারণ॥
এতেক শুনিয়া মুনি ভাবে মনে মনে।
গুহ্যদ্বার দিয়া গঙ্গা দিব বা কেমনে॥
মুখ দিয়া জল যদি ফেলি ভাগীরথী।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তবে রহিবে কুখ্যাতি॥
নখাঘাতে জানু চিরিল তপোধন।
জাহ্নবী বলিয়া নাম ঘোষে সর্ব্বজন॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা চলিলা সত্বর।
গঙ্গা পেয়ে ভগীরথ হরিষ অন্তর॥

শুন রে কাণ্ডার ভাই তীর্থ বড় এই ঠাঁই।
রামায়ণে শুনি ইতিহাস।
সাগর বংশের কর্ম্ম শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম
নাহি রহে পাপের প্রকাশ॥
আগে দেখাইয়া পথ চলে বালা ভগীরথ
বায়ুবেগে রথের পয়ান।
পবিত্র করিয়া ধরা সুরনদী তীর্থ যরা
আইলা সাগর সন্নিধান॥
আদি গঙ্গা এই পথে কহিলেন ভগীরথে
কোথা হৈল সাগর নন্দন।
ভগীরথ বলে বাণী সবিশেষ নাহি জানি
আপনি করহ অন্বেষণ॥
প্রপিতামহের কথা বিশেষ না জানি মাতা
কেহ নাহি পুরাতন লোক।
যত দেখি চরাচর নহে তব অগোচর
কৃপা করি দূর কর শোক॥
ভগীরথে কৃপাময়ী চায়া বুলে ঠাঁই ঠাঁই
যুড়িলেক বিংশতি যোজন।
তনু পাংশু উপলক্ষে পরশি বৈকুণ্ঠ লোকে
উড়ি গেলা বিমান গগন॥
নারী কি পুরুষ যত স্বর্গ চলে চড়ি রথ
উভ বাহে নাচে ভগীরথ।
অমর দুন্দুভি বাজে ভগীরথ মহারাজে
পুষ্প বৃষ্টি করে দেব যত॥
যেখানে সাগর বংশ ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস
অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশি গঙ্গার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে
সবে হবে চতুর্ভুজ বেশ॥
মুক্তিপদ এই স্থান ইহাতে করিয়া স্নান
চল ভাই সিংহল নগরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবিবরে॥

প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
তরি মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন॥
দক্ষিণে মদন মল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝুম ঝুমি নবী যুড়ি কেণা॥
কলাহাট ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গারপুরের দহ বাম দিকে থুয়া॥
গমন করিয়া গেলা বিংশতি দিবসে।
প্রবেশ করিল তরি দ্রাবিড়ের দেশে॥
কনকে রচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর॥
বুঝিত বাড়িয়া বলে বেণের নন্দন।
আজি এই থানে করি প্রসাদ ভক্ষণ॥

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় বিশ্ব যার যশ গায়
দ্রাবিড় ভূপাল যশোধন।
প্রদক্ষিণ জলধিকূপে অক্ষয় বটের মূলে
আরাধিল দেব নারায়ণ॥
সব্যেতে বিমলা দেবী যাহার চরণ সেবি
তাজে নর সংসার-বাসনা।
সঙ্গে গুহ লম্বোদর সেস্থানে আইলা হর
হরি ভাবে দৃঢ় করি মনা॥
মুক্তিপদ এই ঠাঁই শুনরে কাণ্ডারি ভাই
কহিব পুরাণ ইতিহাস।
পঞ্চক্রোশ নীলগিরি ইহাতে কৈবল্য পুরী
ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠে বাস॥
পথে বা শ্মশানে মরে বৃক্ষে বা মণ্ডপ ঘরে
যথা তথা এই মহাস্থানে।
ইচ্ছা করি যেবা যায় প্রসঙ্গে সে ফল পায়
মুক্তি পায় দেহ অবসানে॥
সুভদ্রা বলাই সাথে দেখ ভাই জগন্নাথে
সম্মুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়ে কর কোঁটা প্রদক্ষিণ মণিকোটা
কর ভাই বৈকুণ্ঠে মন্দির॥ (১)
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান সিন্ধুতটে পিণ্ডদান
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর
বটবৃক্ষে কর আলিঙ্গন॥
পরশি রোহিণীকুণ্ডে পাপ কর্ম্ম ইথে খণ্ডে
শুন রে বৈকুণ্ঠ ইতিহাস।
এ কুণ্ডে ত্যজিয়া জীব সাক্ষাৎ হইল শিব
কাক গেল বৈকুণ্ঠ বাস॥
প্রবল চপল ভঙ্গা স্নান কর শ্বেতগঙ্গা
নীলমাধবে কর নতি।

১। ইহার পর আমাদের মূল আদর্শ পুঁথিতে এই শ্লোকটি আছে;—
মার্কণ্ডেয় বটোকৃষ্ণ রোহিতাঙ্ক মহোদধি।
ইন্দ্রদ্যুম্নমথস্থানে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ইথে বৈকুণ্ঠপুরী আমি কি বলিতে পারি
ইথে সব দেবতার স্থিতি॥
নীল শৈলে অবতার চারিবর্ণ একাকার
কিনি হাটে খায় ভাত পিঠা।
প্রসাদ গঙ্গার জল ভোজন সমান ফল
এই অন্ন সুধা হৈতে মিঠা॥
যে বা যার অভিলাষী অন্তকালে বারাণসী
লভে যে বা পায় দিব্যগতি।
একদণ্ড বিশ্রামে সে গতি পুরুষোত্তমে
বটমূলে যদি করে স্থিতি॥
কি আর বুঝাব তোমা যে অন্ন রান্ধেন রমা
ভোজন করয়ে জগন্নাথে।
প্রসাদ গঙ্গার জল ভোজন সমান ফল
দরশনে কলুষ নিপাতে॥
ধন্য ক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কোথাও না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে সূপ ঘণ্ট পুরী ঘটে
আপুরড়া সুকুতার ঝোল॥
ক্ষীরখণ্ড ছানা লাড়ু ছানা পানা ভরি গাড়ু
ক্ষীরপুলী পদ্মচিনি ছানা।
বিতণ্ডা ত্যজিয়া পাণ্ডা কিনয়ে অমৃতমণ্ডা
হাটে চাকি বুঝ স্বাদুপনা॥
ক্ষীরবড়ি কলাবড়া আর্কে বার্ত্তাকু পোড়া
পোড়া মানে বেশারের ঝাল।
নাফরা ব্যঞ্জন রাজা ঘৃতে পল কড়ি ভাজা
মধুরোটি ব্যঞ্জন রসাল॥
পথশ্রম হবে মন্দা কিনহ তোড়ানি মন্দা
মরিচ সমান যার তার।
আজানুলম্বিত জটা কাপড়ি সন্ন্যাসী ঘটা
অন্ন মাগি ফিরয়ে বাজার॥
অন্নের বাজার মাঝে পঞ্চশব্দ বাদ্য বাজে
ঝাটকি বাড়তি লয় তোলা।
সুগন্ধি মল্লিকা দনা কিন রে সকল জনা
তুলসী কাষ্ঠের কণ্ঠমালা॥

প্রসাদ শুকান অন্ন ভেদ নাহি চারিবর্ণ
দেশান্তরে লয়ে গিয়ে খায়।
ক্ষেত্রে বা অক্ষেত্রে খাই এই অন্ন সুধাময়ী
ভুঞ্জিলে যমের নাহি দায়॥
কহি আমি শুন নিষ্ঠ কুকুর মুখের ভ্রষ্ট
প্রসাদ না করে চিত্তে আন।
ত্যজ ভাই সব যুক্তি ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি
নহে যজ্ঞ ভোজন সমান॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া যথা কৃষ্ণ পদছায়া
কাশী কাঞ্চী অবন্তী দ্বারকা।
হরিপদ আর যত বিশেষ বলিব কত
এই পুরী মুক্তির সাধিকা॥
বড় ধন্য নীলগিরি ইহাতে থাকিয়া হরি
পদবী লভিল জগন্নাথ।
বিস্তার উৎকলখণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল করি প্রণিপাত॥

রাজরাজেশ্বরে শত দণ্ডবৎ হয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত বাহিয়া॥
যদি পিতা সঙ্গে মোর হয় দরশন।
তবে দেউল নিছিয়া দিব পঞ্চ রতন॥ (১)
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়ালে বসিলা গাবর
চিলকা চলে ডিঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
বালিঘাটা রামপুর বাম দিকে থুয়া॥
ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রে বাহিয়া আইসে হরমাদের ডরে॥
চিঙ্গড়ির দহে ডিঙ্গা দিল দরশন।
গোঁফ উভ করে যেন খাগড়ের বন॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
মধ্য গাঙ্গে দেখি কেন খাগড়ের বন॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির আগলি।
সে দহে ফেলিয়া দিল গুড় চাউলী॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কাকড়ার দহে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥
নৌকার বাস কেরোয়ালের ঘা পায়।
দাড়ায় ধরিয়া তারা বুহিত রহায়॥
দেশের কাঁকড়া রাড় চোয়াড়েতে খায়।
এ দেশের কাঁকড়া বুহিত রহায়॥
তার প্রয়োজন কত কাণ্ডার করিল।
সেই দহ সদাগর বাহি এড়াইল॥
চন্দ্র হৈসংমুল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া॥
সাপদহ সদাগর বাহি এড়াইল।
কুম্ভীরের দহে ডিঙ্গা দরশন দিল॥
নৌকার পাশে কেরোয়ালের ঘা পায়।
খাজুরের বৃক্ষ যেন ভাসিয়া বেড়ায়॥
শ্রীপতি বলেন শুন কাণ্ডার ভাই।
এ সব বিষম দহ কেমতে এড়াই॥
কর্ণধার আছিলেন বুদ্ধির আগল।
সে দহে ফেলিয়া দিল পোড়া ছাগল॥
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
কড়িয়াদহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া॥ (১)
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মন কর পুঁটী মৎস্য খাই॥ (২)

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
রাত্রি দিন বেয়ে যায় নাহিকরে ডর॥
চিনিকুচনের ভাঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
রাড়িঘাট বাণপুর বামদিগে থুয়া॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—

নৌকার পাশেতে কেরয়ালের ঘা পায়।
পুঁটি মৎস্য সম কড়ি সঘনে লাফায়॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ এইটুকু বেশী আছে;—

অবোধ সদাগর তুমি জনমের চাসা।
কভু নাহি কর তুমি বাণিজ্য ব্যবসা॥

জোয়ার ভাটি কালে লোহার কাড়ি দিল।
প্রকার করিয়া কিছু কড়ি বন্দী কৈল ॥
শঙ্খদহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
রোহিত মৎস্য প্রায় শঙ্খ লাফায় তখন ॥
শ্রীপতি বলেন শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি যদি মনে কর রোহিত মৎস্য খাই ॥
তুমি নাহি জান সাধু সমুদ্রের মূল।
ইহাকে ত কহে ভাই শঙ্খদহের কূল ॥ (১)
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
হাদিয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল চাপাইয়া ॥
হাদিয়া দহের কিছু শুনহ কাহিনী।
যাহার লক্ষিত আছে লক্ষ যোজন পানী ॥
তাহার উপরে শঙ্ক মনুষ্য চরে।
বাদিতে ঠেকিয়া তবে ডিঙ্গা নাহি চলে ॥
নিশান কাটারী ডিঙ্গার আগেতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু হাথ্যাদহ দিয়া ॥
যেখানে সীতাখালি প্রবেশ হৈতে যায়।
বামদিকে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ॥
বুহিত বাহিয়া কিছু বলে সদাগর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর।

রামায়ণ কথন।

শুন সেতুবন্ধের ঘটন।
রঘুবংশের ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
যম সনে নহে দরশন ॥

ত্রিভুবনে অবতংশে আছিল মিহির বংশে
দশরথ নামে নরপতি।
সুতসম দেখি প্রজা অবনী পালেন রাজা
অযোধ্যায় যাহার বসতি ॥
রূপে যিনি দেব মায়া নৃপতির তিন জায়া
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকয়ী।
কৌশল্যানন্দন হরি রামরূপে অবতরি
রনভূমি নিশাচর জয়ী ॥
ভরত কেকয়ীসুত রূপে গুণে অদভুত
সুমিত্রানন্দন দুই ভাই।
যমক লক্ষ্মণ তার শত্রুঘ্ন পুত্রসার
সর্ব্বগুণ সমর বিজয়ী ॥
চারি পুত্র বিরাজিত দেখি আনন্দিত রাজা
নৃপতি আছেন সিংহাসনে।
যজ্ঞের কারণ কাম আসি বিশ্বামিত্র নাম
মুনি দশরথ সন্নিধানে ॥
মুনির বচন শুনি পাঠাইল নৃপমণি
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনিসনে।
পথে তাড়কা মারি মুনির কৌতুক করি
দুহে করি যজ্ঞের পালনে ॥
পূর্ণ করি নিজ যজ্ঞ মুনি ভারি কর্ম্ম-বিজ্ঞ
দুহে নিল জনক সদন।
তথা রাম কুতূহলে নৃপতির যজ্ঞস্থলে
হরধনু করিল ভঞ্জন ॥
দেখি তথা অদভুত অযোধ্যা পাঠায় দূত
দিয়া চারু হয় দিব্য যান।
শত্রুঘ্ন ভরত সাথে আইল নৃপ দশরথে
সবিনয়ে কৈল বহুমান ॥
ত্রিভুবনে এক ধন্যা রামে দিল সীতা কন্যা
কঙ্কণ ভূষণ ভূষাবতী।
সীতাইজা তিন সুতা রামানুজে দিল তথা
সবিনয়ে জনক ভূপতি ॥
চারি পুত্রবধূ সাথে দিব্য চারু হয় রথে
অযোধ্যা চলিলা মহীপতি।

জোয়ার ভাটার বেলা লোহার বাড় দিল।
পায়ে মোজা দিয়া তারা কড়ি বন্দি কৈল ॥
কুলেতে করিয়া খাত নিখাত করিল।
রামকদলীর গাছ নিদর্শন দিল ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে:—
লোহার জাল দিয়া তারা শংখ বন্দি কৈল।
কুলেতে খুঁড়িয়া খাত শংখ যে রাখিল ॥

হরধনুভঙ্গ শুনি রুষিয়া ভার্গব মুনি
আগুলিল রামের পদ্ধতি ॥
পরশুরামের গর্ব্ব শ্রীরাম করিল খর্ব্ব
স্বর্গপথ রুদ্ধ এক শরে।
অমর দুন্দুভি বেণা শঙ্খ পড়া বাজে সানি
রাম আইলা অযোধ্যা নগরে ॥
রামে অনুগত প্রজা দেখি দশরথ রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মন।
দারুণ কেকয়ী পাকে বনে পাঠাইল তাকে
সঙ্গে গেলা জানকী লক্ষ্মণ ॥
ভ্রমিতে কাননপথে শর ধনু করি হাতে
বিরাধের করিল নিধন।
বাস করি পঞ্চবটী সূর্পণখার নাক কাটী
বধ কৈল খরও দূষণ ॥
সূর্পণখা গিয়া লঙ্কা দশাননে দিল শঙ্কা
কহিল সীতার রূপ কথা।
মারীচ সহায় করি রাক্ষসের অধিকারী
আইল বীর রাম কুঁড়ে যথা ॥
আসি হেম মৃগী বেশে সীতার নিকট পাশে
নাচয়ে মারীচ নিশাচর।
সীতার সাধিতে কাম শর ধনু হাতে রাম
অনুপদি গেলা রঘুবর ॥
গিয়া প্রভু কত দূরে মারীচ মারিল শরে
পড়ে সেই ডাকিয়া লক্ষ্মণ।
রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মজি
পাঠাইল লক্ষ্মণে অন্বেষণে ॥
শূন্য দেখি নিকেতন আইল তথা দশানন
সীতা লয়ে গেল দিব্য যানে।
সমরে জটায়ু মারি রাক্ষসের অধিকারী
থুইল সীতা অশোকের বনে ॥
মৃগ বধি আসি রাম শূন্য দেখি নিজ ধাম
মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমিতল।
মনেত ভাবিয়া ব্যথা দুজনে চাহিয়া সীতা
জটায়ু দেখিল কত কালে ॥
কহিয়া সকল রামে পক্ষী গেলা স্বর্গধামে
রাম কৈল তার শুভগতি।
ভ্রমিতে কানন পথে সুগ্রীব বানর সাথে
সখা ভাবে কৈল এক মতি ॥
দুঁহে রহি একস্থলে ভাসেন লোচন জলে
নিজ দুঃখ ভাবে দুই জনে।
এক বাণে বালি বধি সুগ্রীবের কাজ সাধি
দুহেঁ বৈসে শিখর কাননে ॥
রামের সাধিতে কাজ হনুমান কপিরাজ
পাঠাইল সীতা অন্বেষণে।
হেলে সিন্ধু পার হয়ে সীতার বারতা লয়ে
আইল বীর শ্রীরামের স্থানে ॥
রামের করিতে মত শিলা তরু পর্ব্বত
নলের আনিয়া ওড়ে পাশে।
নলের পরশে ভাসে দেখি কপিগণ হাসে
সেতু বন্ধ হৈল এক মাসে ॥
সীতার উদ্ধার হেতু কপিবলে বান্ধি সেতু
পার হৈলা রঘুর নন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল হনু কপিবল
বেড়িল লঙ্কার উপবন ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে:—
পার হৈয়া প্রভুরাম, বেড়িলেন লঙ্কাধাম,
দ্বারে দ্বারে নিয়োজিল সেনা।
যুক্তি করিয়া স্থির, পাঠান অঙ্গদ বীর,
রাক্ষসের করিতে গঞ্জনা ॥
অঙ্গদ বীরের বোলে, দশানন কোপে জ্বলে,
সেনা সাজে করিবারে রণ।
করিয়া অনেক মান, ইন্দ্রজিতে দিল পাণ,
সঙ্গে দিল নব লক্ষজন ॥
রাক্ষসে বানরে রণ, পড়ে যত বীরগণ,
ইন্দ্রজিতে উঠিল আকাশে।
মায়ারূপী করি রণ, বধিল বানরগণ,
রাম লক্ষ্মণ বান্ধে নাগপাশে ॥

বিষম সমরে ধীর সুগ্রীব অঙ্গদ বীর
কুমুদ পনস হনুমান।
চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ
যত সেনা ত্যজিল পরাণ।।
সকল বিনাশ দেখি দশানন হৈলা দুখী
রথে চড়ি যুঝি রাম সনে।
রাবণে বিধাতা রাম প্রথম সমরে রাম
মুকুট কাটিল চন্দ্রবাণে।।
সুমিত্রানন্দনবাণে ইন্দ্রজিত পড়ে রণে
পরাভব চিন্তিল রাবণ।
কুম্ভকর্ণে প্রবোধিল রাম বাণে দেহ মৈল
দশানন কৈল বহু রণ।।
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল যান
সেই রথে সারথি মাতলি।
চড়ি রাম সেই যানে যুঝে রাবণের সনে
দেখি দেবগণ কুতুহলী॥

জয় করি সংগ্রাম, ইন্দ্রজিত গেল ধাম,
মুক্ত হইল গরুড় স্মরণে।
সঙ্গে সেনা লক্ষ লক্ষ, পাঠাইয়া বিরুপাক্ষ,
রাম তারে করিল নিধনে।।
আনিয়া আপন বাসে, মহোদর মোহ পাশে,
ত্রিশিরা অতিকা মহাবীর।
ত্রিশিরায় অতিকায়, সমর করিতে যায়,
দেখি রণে কেহ নহে স্থির॥
একে একে করে রণ, পড়ে যত বীরগণ,
শুনিয়া রাক্ষস অধিপতি।
বাজে রণ বাজন, সহিত অনেক সেনা,
কেহ নাহি রামের সংহতি॥
রাম তারে করি রাগ, মুকুট সহিত পাগ,
কাটে রাম অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে।
মনেতে পাইয়া লাজ, ভঙ্গ দিল রক্ষরাজ,
কুম্ভকর্ণে কৈল জাগরণে॥
কুম্ভকর্ণ করে রণ, পড়িল বানরগণ,
রাম তারে করিল নিধন।
ইন্দ্রজিত আইল রণে, পড়িল বানরগণে,
তবে তারে বধিল লক্ষ্মণ॥

বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে যুড়ি
মারিল বাণ রাবণের বুকে।
রথ হৈতে বীর পড়ে কদলী যেমত ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশ মুখে॥
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
পেয়ে শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইল রাম সন্নিধানে॥ (১)
সীতার বদন দেখি রামচন্দ্র হৈলা সুখী
পুনরপি দেশেরে গমন।
বধিয়া রাক্ষসনাথে দেশে যান সেই পথে
সমুদ্র করিল নিবেদন॥
বীর মাধবসুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজ গুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥
এই হেতু সেতুবন্ধ শুনিলে বাড়য়ে বন্ধ
অবধানে শুন বর্ণধাম।
এই পথে যাইতে রাম নিবেদন কৈল কাম
প্রণতি করিয়া বারে বার॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;—
সীতার বদন দেখি, প্রভু রাম হৈল দুখী,
করাইল পরীক্ষা দহনে।
সীতার পরীক্ষা দেখি, দেবগণ হৈল সুখী,
সবে আইল রাম দরশনে॥
হৈল রাম দরশন, দেখি ভাই দুই জন,
দোঁহে কৈল চরণ বন্দন।
লক্ষ্মণ বীর করি সাথে, চলিলেন রঘুনাথে,
সমুদ্র করিল নিবেদন॥
শুনিয়াত সেতুবন্ধ, কর্ণপারে লাগে ধন্ধ,
সেতুভঙ্গ কৈল কোন জনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিয়া বন্ধ,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

শুন প্রভু কমললোচন।
মোর মুণ্ডে পড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচালে আমার বন্ধন ॥ (১)
রাবণ তোমার অরি আমি দোষ নাহি করি
পর দোষে দণ্ড কৈলে মোরে।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
বান্ধা গেল যেন খণ্ড চোরে ॥
আমি চিরকাল বৃত্তি সগর রাজার কীর্ত্তি
তুমি হে সগরবংশধর।
তুমি করি দিলে গণ পার হবে সর্ব্ব জন
জনপদ হবে প্রেতপুর ॥
ধর্ম্মপথে দিয়া দৃষ্টি রাখহ আমার সৃষ্টি
আমার বন্ধন কর দূর ॥
আমা লঙ্ঘে হনুমান সহিলাম অপমান
কেবল তোমার অনুরোধে।
মোর যত উপবন লুটিলেক কপিগণ
প্রভু দেখি না করিনু ক্রোধে ॥
সমুদ্রের শুনি কথা শ্রীরামে লাগিল ব্যথা
আজ্ঞা দিল সুমিত্রা নন্দনে।
লক্ষণ ধনুক হুলে সেতু ভাঙ্গিল হেলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত্র বাহিয়া ॥
পর্ব্বত গঙ্গারাজার দেশ।
সে ঘাট সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ। (২)
অলজ্যা সাগর কূলের নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল ॥
রাত্রি দিন চলে সাধু তিলেক নাহি রহে।
উপনীত শ্রীপতি হইলা কালীদহে ॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া ॥
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা ॥
আপনি হৈল কন্যা পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর ॥
পুষ্পের ধনুক মাত করিয়া সন্ধান।
শ্রীপতির হৃদয়ে মারিল কামবাণ ॥
মোহ গেলা শ্রীপতি নায়ের উপর।
চেতন করাল তারে গাইঠা গাবর ॥
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যাকে ধরিয়া নিলে রাখে কোন জনে ॥
কাণ্ডার বলয়ে অবোধ সদাগর।
কোথা কি দেখিলে তুমি কামিনী কুঞ্জর ॥
বড়ই দুর্জ্জন রাজা শালবাহন।
শ্রীপতি বলেন শুনহ বচন ॥

কালীদহ বর্ণন।

(৩) দেখ মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিবপূজা
কিবা পূজে প্রভু ভগবান ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;—
আমি চিরকাল বৃত্তি, সগর রাজার কীর্ত্তি,
তুমি হে সগর বংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ, নিজ কীর্ত্তি কৈলে লোপ
শৃগালেতে লজ্জিবে সাগর ॥
তুমি করে দিলে পথ, পার হবে মুষ যত,
জলচর হবে প্রতিকূল।
ধর্ম্মেতে করিয়া দৃষ্টি, রাখহ আপন সৃষ্টি,
আমার বন্ধন কর দূর ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;—
মোহানাতে সীতাকুলি প্রবেশে হাড়খান।
বেয়াগ করিয়া গেল লঙ্কার মোহান।

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে;—
শ্রীমন্ত সন্তোষে ভায়া দেখ রে সম্মুখে নায়্যা,
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।

শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদলে বিকসিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন লয় মোর জ্ঞান দেবতার এ উদ্যান
দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু এককালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু বরষা শরৎ ঋতু
বিরহী জনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয়মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধি মাছে সারস সারসী নাচে
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥
মধুকর সনে বধূ বিকচ কমল মধু
পান করি গান করে গীত।
গীতে সমাহিত মন দলে দলে মৃগীগণ
যেন রহে চিত্রের নির্ম্মিত॥
কমল পরাগে গোর আমার লোচন চোর
ফিরি ফিরি উড়ে অলিগণ।
ক্ষণেক কৌশল বেশে ক্ষণে মত্ত মধুরসে
দেখিয়া অস্থির হৈল মন॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যামি তাণ্ডব করয়ে কামী
কলরবে পূরিত কানন॥
শিখীগণ তার কাছে অতি অপরূপ নাচে
শুনি মন্দ মেঘের গর্জ্জন।
হের ভাই কর্ণধার অপরূপ দেখ আর
নলদলে কামিনী বারণ॥

দেখিলে কি শতদল, অতি পরিমিত জল,
চড়ে পাছে লাগে ডিঙ্গাখান॥
শুন কর্ণধার ভায়া, দেখ রে সকল ন্যায়া,
মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিব পূজা,
কিবা পূজা করে ভগবান॥

কিবা আশ্চর্য্য কালীদহে স্রোতে বৃক্ষ নাহি রহে
দেখিয়া আমার বপু কম্পে।
গো গজ বাহন ভরি তার পৃষ্ঠে ভর করি
শতদলে ভ্রমে লম্ফে লম্ফে॥
হেন মোর লয় মতি বিধাতার কিবা কীর্ত্তি
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমল কুমুদ ফুটে কান্তি কার নাহি টুটে
চিত্রগন্ধ লৈয়া বায়ু বহে॥
দেখিয়া কমল শোভা সাধুকে লাগিল লোভা
অভয়া পূজিব শতদলে।
কমল কানন দেখি সুখে সাধু মুদে আঁখি
কুসুম নিকরে পরিমলে॥
পুন সাধু মেলে আঁখি নলদলে শশীমুখী
গিলিয়া উগারে করিবরে।
পূর্ব্ব তপের ফলে শ্রীমন্ত দেখিল জলে
দেখাইল গাইঠা গাবরে॥
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণী
তুমি ধন্য ধন্য ভাগ্যবান।
সকল বিদ্যার বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ন॥
অপরূপ দেখ আর ও রে ভাই কর্ণধার
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগারিয়া করয়ে সংহার॥
কমল কনক রুচি স্বাহা স্বধা কি বা শচী
মদনসুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রামা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী॥
কলাপী কলাপ কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর॥
রাজহংসরব জিনি চরণে নূপুরধ্বনি
দশ নখে দশ চান্দ ভাসে।

কোকনদদর্পহর রেখিত্তা মাব কবুর
অঙ্গলী চম্পক পরকাশে ॥
অধর বন্ধুক বন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবনমে হর ॥
অতি ক্ষীণ কৃশোদরী তার দুই কুচগিরি
অতি গুরু নিতম্বের ভরে।
বদন ঈষত মেলে কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥
রামার ঈষত হাসে গগন মণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদনকমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনমোহন বঙ্ক
মণিময় মুকুট শোভন।
হাসিতে বিজুলি খেলে কপোলে কুণ্ডল দোলে
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥
দেখি সাধু শশীমুখী কর্ণধারে করে সাখী
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্মা শশীমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শুন রে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হইও সাখী।
যোজনেক প্রমাণ গম্ভীর বহে জল।
ইথে উপজিল তাই কেমতে কমল ॥
সমীর জিনিয়া অতি বেগে বহে নীর।
কেমতে অবলা জাতি হৈল তাহে স্থির ॥
কমলিনী নাহি সহি তরঙ্গম ভর।
তরঙ্গহিল্লোলে রামা করে থর থর ॥
নিবসে পদ্মিনী রামা ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর ॥
হেলে কমলিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥
পুনরপি রামা তারে করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার মনে লাগিল তরাস ॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ।
বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদির তাম্বুল রাগ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে ॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায় ত অলি নাচে পিকগণ ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর তার চারু কলেবর ॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী।
দমিনী মরুয়া ফুল ফুটে জাতি যূথী ॥
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুসুম আর রঞ্জন রঙ্গণ ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে ধবল চামর ॥
বেলন পাটের থোপ মুকুতার মালা।
বিচিত্র বিনোদ তাহে সুরঙ্গ প্রবালা ॥
তার মাঝে বিকশিত কমল কানন।
কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ ॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরে অবহেলে।
ঈষৎ হাসিয়া পুন চৌদিক নিহালে ॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি।
পঞ্চম গায় ত অলি পঞ্চমে ত মেলি ॥
রবাব মুরজ ডম্ফ করয়ে বাজন।
রঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ ॥
কিবা উষা কিবা উমা রতি অরুন্ধতী।
ভৈরবী ভবানী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ডাকিনী হাকিনী কিবা যক্ষিণী যোগিনী।
কামরূপের কামাখ্যা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি মোরে কিবা বিধি বিড়ম্বিত ॥

পত্রে তুলি লৈল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা দেখে সদাগর।
আর কেহ নাহি দেখে নায়ের নফর ॥
নিমিখ লখিতে নাহি দেখয়ে শ্রীপতি।
মনেতে ভাবিয়া সাধু করয়ে যুকতি ॥
যে কালে হৈলা প্রভু যশোদানন্দন।
বাল্যক্রীড়া করি কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল চুম্বন।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
যদি মুখ বিস্তারিল দেব চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরাণী ॥
সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণী মণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিল সকল ॥
তেনমত ছলে মোকে কেমন দেবতা।
নহে কি কামিনী হয়ে গিলে গজমাথা ॥
পুনরপি লৈল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
রাজার সভাতে আছে সুপণ্ডিত জন।
অবশ্য জানিবে তারা এ সব কারণ ॥
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
নিকট হইল রাজ্য সিংহল নগর ॥
জল বিসর্জ্জন দিয়া করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে ডিঙ্গা দিল দরশন ॥
গোঁজে বান্ধি থুইল নৌকা লোহার শিকলে।
কুতূহলে সদাগর উঠিলেন কূলে ॥

সিংহলে শিবির স্থাপন।

কূলে উঠি নাইয়া পাইট বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে সব ঘরে ঘরে
চমকিত সর্ব্বজনা ॥
বরগো ভেরী বাজায়ে মহরী
ঘনবাজে বীরকালী।
কামান নিস্বন মেঘের গর্জ্জন
শ্রবণে লাগয়ে তালী ॥
ধিঙ্ ধিঙ্ মঙ্গল বাজে স্বরমণ্ডল
বীণা বাজে জিন জিন।
ডুম ডুম ডুম্বর পূরিল অম্বর
পাখাজ বাজে তিন তিন ॥
তাকা তাগ্ তিনি তিনি মৃদঙ্গ করে ধ্বনি
ঝাক ঝাক বাজে করতাল।
মন্দিরা ঠন্ ঠনি ভ্রমণ সাহিনী
ভোঁ ভোঁ বাজে করণাল ॥
নাগারা ঢেক ঢেক মরিচি পেক পেক
জয়ঢাক বাজয়ে বাঁশী।
কামিঠা করঙ্গী তাণ্ড তাণ্ড তরঙ্গী
তুম তুম তুম্বরু কাঁসী ॥
চৌদিকে ধাঁ ধাঁ বাজয়ে দাধাঁ
তবকি তবকে বোল।
কেহ দেয় উড়া পাক বাজায়ে বীরঢাক
কেহ বার না শুনে বোল ॥
সপ্ত স্বরা ঠমকী, ঝন ঝন ঝনকী
ভেরী বাজে ধোঙ ধোঙ।
ঘুরদল পরদল বাজয়ে মাদল
শিঙ্গা বাজে ভোঁ ভোঙ ॥
রবাব চিনি চিনি খঞ্জনী তিনি তিনি
ডিচাঙ ডিচাঙ চাক ॥
ঢাল সাঠে ফরিকার করয়ে দুর্ব্বার
নিকটের না শুনি ডাক ॥
কোন কোন গুণীজন করয়ে বিরচন
ভালে দেয় গঞ্জন পঙ্ক।
তাড়ি তালা অণ্ড মান করয়ে নির্ম্মাণ
রূপকে পাতিল অঙ্ক ॥
গিড় গিড় দগড়ি বাজয়ে পগড়ী
ধন বাদে জগঝম্প।
দগড়িয়া ভোঁভোঁ বাজয়ে বাগো
সিংহলে উঠিল কম্প ॥

খেলে পাইক বাঙ্গালি শিঙ্গা কাঁড়া বিজুলি
কেহ বা বিন্ধিছে রেঝা।
পাইকের মেলা পড়া সঘনে লাগয়ে জোড়া
পিছে পিছে করিয়া খেদা॥
কত কত ধানুকী করিবার তবকী
উত্তরোল ছাড়য়ে বাণী।
জয় রব জয় ডাকিছে সেনাচয়
অভিনব জলধরধ্বনি॥
টাঙ্গায়ে তাম্বুঘর বসিলা সদাগর
পরিসর তটিনীর কূলে।
বাদ্যের কল কল ভরিল সিংহল
শুনিয়া নৃপতি জ্বলে॥
জগদ্বতংসে, পালধি বংশে
নরপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম। (১)

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ।

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত, হৈলা নৃপমণি॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিল দরশন॥
লুট দেশ খাও বেটা দেশের বিধাতা।
ভাল মন্দ নাহি লও দেশের বারতা॥
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বারতা জানিয়া ঝাট কর নিবেদন॥
যদি ঘর দল হয় আনিহ মোর পুর।
পরদল হয় যদি মারিয়া কর দূর॥
বৈদেশিক যদি হয় আনিহ মোর ঠাঁই।
মারি দূর কর যদি না মানে দোহাই॥
গজস্কন্ধে কালু দত্ত যায় ধায়া ধাই।
সাধুকে উঠিতে কূলে দিলেক দোহাই॥
ঘরদল পরদল না জানি যে তোমা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে বাজাসি বাজনা॥

খেলে পাইক বাঙ্গালি খাড়াফলা বিজুলি
কেহ বিন্ধে পুতিয়া রেজা।
মণ্ডলি করিয়া ধায় রায় বাঁশিয়া
কেহ ধায় ফিরাইয়া লেজা॥
পাইকের কোলাহল পূরিল সিংহল
শিঙ্গা কাড়া টনক নিশান।
সুভট্ট ভয়ঙ্করী সঘনেন্দু সুন্দরী
গগনে হানে ধুলাবাণ॥
খাটাইয়া তাম্বুঘর বসিল সদাগর
পরিসর নদীর কূলে।
দিবা নিশি ডাকে সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরুতলে॥
মধ্যাহ্ন কীর্ত্তি করিয়া শ্রীপতি,
শুনেন আগম পুরাণ।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পদে দেও স্থান॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে সমুদয় অন্যরূপ আছে ;—
কুলে উঠে নায়া পাইক বাজায় বাজনা॥
সিংহল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
চমকিত সর্ব্বজনা॥
ঘন বাজে দামা চমকিত শ্যামা
তবকি তবকে রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক, বাজয়ে জয়ঢাক
কেহ কার নাহি শুনে বোল॥
ভরঙ্গ ভেরী ঘোস কি মোহরী
ঘনবাজে বীরকালী।
তুরি শিঙ্গা পড়া ঘন বাজে কাড়া
শ্রবণে লাগিল তালী॥
ডিম ডিম ডম্বুর পূরয়ে অম্বর
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে সানি রণজয়ী বেণী,
সিংহলে উপজয়ে কম্প॥

নহি ঘরদল আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এসেছি সিংহল ॥
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকা চুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাহি আমার দিগরী ॥
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল।
কোন অপরাধে চক্ষু করহ পাকল ॥
সাধু নহ ঠক্ক বেটা মিথ্যা তোর ভারা।
সাধুরূপে প্রবেশিয়া ডাকা দিবে পারা ॥
সাধু বলে যেই চোর নাহি পাতিয়ারা।
দেখয়ে সকল মত আপনার পারা ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর অন্যরূপ আছে ;—
রাজার কোটাল বলি সবে জানে আমা।
কোথা ঘর সদাগর কেবা জানে তোমা ॥
প্রত্যয় দেহ যদি জানি সদাগর।
তবে জানি সাধু ফেল মাতার টৌপর ।
এত শুনি শ্রীপতি সক্রোধ অন্তর।
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টৌপর ॥
হেনকালে যান চণ্ডী গগন বিমানে।
যুক্তি করেন মাতা পদ্মাবতী সনে ॥
প্রীতি বাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
চাহিলেন মহামায়া দিতে সমাচার ॥
নিম্নের প্রসঙ্গটি আমাদের পুঁথিতে নাই, মুদ্রিত পুস্তকে আছে ;—
ভগবতীর ক্ষেমঙ্করীরূপে শ্রীমন্তের স্বর্ণ টৌপর লইয়া খুল্লনার নিকট গমন।
শ্রীমন্ত টৌপর ফেলে দেখিয়া ভবানী বলে
দেখ পদ্মাবতী দেখ জলে।
অবোধ খুল্লনা পুত্র বুদ্ধি নাহি তিল মাত্র
টৌপর ফেলে কোটালের বোলে ॥
উহার মাতা খুল্লনা নিত্য পূজে ত্রিলোচনা
কৃপাবলে দয়া কৈলাম বনে।

প্রীতিবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
দুর্গা স্মরি চলে সাধু রাজার দুয়ার ॥

আমার দাসীর ধন নষ্ট হৈবে অকারণ
ইহা আমি দেখিব কেমনে ॥
ছিরা আইল পরবাসে খুল্লনা আকুল দেশে
রাত্রি দিন মরিছে কান্দিয়া।
টৌপর লইয়া সাথে চল যাই উজানিতে
আসি গিয়া প্রবোধ করিয়া ॥
ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি অধরে টৌপর করি
ভগবতী চলিলা উড়িয়া।
পদ্মাবতী করি সঙ্গে যান মাতা লীলা রঙ্গে
উজানিতে উত্তরিলা গিয়া ॥
চণ্ডিকা করিয়া লীলা টৌপর ফেলিয়া দিলা
খুল্লনা আছিল যেইখানে।
দেখি রামা আচম্বিত চমকিয়া উঠে চিত
টৌপর আনিল কোন জনে ॥
পুত্রের টৌপর দেখি মায়ের হৃদয়ে দুখি
এই মোর ছিরার টৌপর।
পাশা খেলে সহচরী লইয়া খুল্লনা নারী
ধূলায় ধূসর কলেবর ॥
যে ঘরে খুল্লনা নারী লুকাইয়া মহেশ্বরী
খুল্লনারে লাগিল ভৎসিতে।
রাত্রি দিন কান্দ তুমি সহিতে না পারি আমি
আইলাম প্রবোধ করিতে ॥
বলে দেবী ত্রিলোচনা শুন ঝিয়ে খুল্লনা
সুখে থাক বিনোদ মন্দিরে।
আমি সিংহলেতে যায়া রাজকন্যা বিভা দিয়া
আনি দিব তোর ছিরা ঘরে।
খুল্লনা বলেন দৃঢ় চণ্ডিকা অবোধ বড়
সেই ছিরা দিয়াছ আপনি।
হাতে তুলে দিয়া নিধি পুনঃ কেড়ে লও যদি
তবে কি করিতে পারি আমি ॥
তোমা প্রবোধিয়া যাই রহিতে শকতি নাই
সেই ছিরা আছয়ে একেলা।

উপঢৌকন সজ্জা।

(১) নিজগণ করি সঙ্গে শ্রীপতি বসিলা রঙ্গে
সভাসান করিতে মন্ত্রণা।
আনন্দিত সদাগর ভেটিব সিংহলেশ্বর
ভেট দ্রব্য করে সংযোজনা॥
কলা নিল মর্ত্তমান দোছলিয়া গুয়া পাণ
আম্র পনস নারিকেল।
সালি চাল গাছ বাঁধি ফুলবড়ি বাস দধি
খাসা চিনি লাড়ু গঙ্গাজল॥
বার মাস পাকা তাল কুল করঞ্জা নিল ভাল
পিণ্ড খাজুর দেখিতে সুন্দর।
রাজহংস পুরি খাঁচা ঘুরুণ্যা কৌতুর বাচ্ছা
পোষা মৃগ নিল বালসার॥
চর্ম্মঠুলি দিয়া আঁখি লইল শঞ্চান পাখী
শূকর ব্যাঘ্র শিকারী কুকুর।
ছাগ জুঝারিয়া ভেড়া জীন সহিত ঘোড়া
পৃথিবীতে নাহি পাতে ক্ষুর॥
শিখিপুচ্ছ বিরচিত মণি মুক্তা উপনীত
বাড়পত্রে শোভে রাজা দাঁটি।
লাড়ু নিল শত ঘড়া ভোট কম্বল গড়া
শিখী পাখী গঙ্গাজল পাটী॥
আগে পাছে যায় ভার লোকে লাগে চমৎকার
চেয়ে রয় পাটনের লোক।
সদাগর পিছে নড়ে হাঁচি জ্যেষ্ঠি বাধা পড়ে
দুঃখী ভাবে হবে কোন শোক॥
তাড় বালা কাণে সোণা শ্বেত ধুতুরায় বানা
আগে পাছে পাইকগণ ধায়।
কিঙ্করে যোগায় দোলা আরোপি সাধুর বালা
দুই দিকে চামরের বায়॥
উপনীত হৈল সাধু নৃপতি ভবনে।
করপুটে শ্রীপতি বারে বারে করে নতি
আগে রাখি ভেট আয়োজনে॥
রাজা সিংহল রায় জিজ্ঞাসা করেন তায়
কোন জাতি কিবা অভিধান।

নাহি জানি কোন খানে বাদ করে কার সনে
রাখিতে চাহি যে সেই বেলা॥
খুল্লনারে প্রবোধিয়া পদ্মাবতী সঙ্গে লৈয়া
উপনীত কৈলাস শিখরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
রচিল মুকুন্দ কবিবরে॥

১। এই প্রসঙ্গটী মুদ্রিত পুস্তকে অন্য রূপে আছে;—

কোটালে বুঝিয়া হেথা হৈল তৎপর।
রাজসন্নিধানে সাধু চলিল সত্বর॥
কান্দি বাঁধা লইল বাগুন নারিকেল।
ঘড়া পুরিয়া লইল লাড়ু গঙ্গাজল॥
যোড়া যোড়া লইল খাসী জুঝারিয়া ভেড়া।
পর্ব্বত্যা টাঙ্গন ত্যাজি নিল দুই ঘোড়া॥
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্ত্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়ে বান্ধা পান॥
গাছে বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দশ সগন্নাথ খান দশ গড়া॥
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন।
ত্বরিত গমনে সাধু করিল গমন॥
বরুণের সাজা কুড়া কনক আকুড়া।
হীরামুখী নামে যারে চন্দনের পড়া॥
উপরে ছাউনি দিল পাটের পাছড়া।
চারিদিকে নামে গজ মুক্তার ঝারা॥
ময়ূরের পাখা তায় লেগেছে ছিটনি।
বিনোদ পাটের থোপ রসের দাপনি॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
ডানি বামে লাগে শ্বেত চামরের বা॥
নানা দ্রব্য লৈয়া ভেট করিল গমন।
আগে পাছে ধায় পাইক শত শত জন।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভীত॥
বাম দিকে রাখে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় চাহেন নৃপতি মহারাজ॥

নিজ প্রয়োজন মোকে কহ বালা একে একে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

রাজার সহিত সাক্ষাৎ।

(১) করি অবগতি শুন নরপতি
গৌড়দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরী
পাঠাল তোমার পাশ ॥
চামর চন্দন শঙ্খ আদি ধন
নাহিক রাজভাণ্ডারে।
রাজ আজ্ঞা লয়ে আইনু সিন্ধু বেয়ে
তোমার এই সফরে ॥
গন্ধবণিক জাতি উজানীতে স্থিতি
দত্তকুলে উৎপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
নিবসি নাম শ্রীপতি ॥
নৃপ মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম।
প্রতাপে বিষম মল্লে যেন ভীম
চোরখণ্ডের নাহি নাম ॥
পণ্ডিত সৎকবি তেজে যেন রবি
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির সত্যে যুধিষ্ঠির
সুরতরু সম দানে ॥
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ্ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

১। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে ;—
করি সম্ভাষণ বেণের নন্দন,
রাখি বদলের সাজ।
দেখি সবিস্ময়, চাহে পরিচয়,
নৃপতি সিংহল রাজ ॥

বাণিজ্য বিনিময়।

বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে।
যা দিলে যা বদল হবে শুন কুতূহলে ॥
কুরঙ্গ বদলে, তুরঙ্গ দিবে
নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে, লবঙ্গ দিবে,
শুঁঠের বদলে টঙ্ক ॥
প্লবঙ্গ বদলে, মাতঙ্গ দিবে,
পায়রার বদলে শুয়া।
গাছফল বদলে, জায়ফল দিবে,
বয়ড়ার বদলে গুয়া ॥
সিন্দূর বদলে, হিঙ্গুল দিবে,
গুঞ্জার বদলে পলা।
পাট শণ বদলে, ধবল চামর দিবে,
কাচের বদলে নীলা ॥
লবণ বদলে, সৈন্ধব দিবে,
জোয়ানি বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে
হরিতাল বদলে হীরা ॥
চুয়ার বদলে চন্দন দিবে
পাগের বদলে গড়া।
শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥ (২)

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে ;—
হাম্বার বদলে, তাম্বা দিবে,
কুড়ুতার বদলে সানা।
হরিদ্রা বদলে গোরোচনা দিবে
রাংতার বদলে সোণা ॥
চিনির বদলে দানাকর্পূর
আলতার বদলে লাঠী।
সগন্নাথ বদলে পামরি দিবে
কম্বল বদলে পাটী ॥

মাস মশুরী তণ্ডুল বয়বটী
আর বাটুলা চিনা।
বলদ শকটে তৈল ঘৃত ঘটে
বহুতর এনেছি কিনা॥
গোধূম যব আর্দ্রক সর্ষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা।
কিনিয়া সদাগর এনেছে বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদ্দবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়াপুর তার কাম॥

বদলের সজ্জা রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যভার॥
সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে।
বিদায় হৈলা সাধু রন্ধন ভোজনে॥
অগ্নিশর্ম্মা নাম দ্বিজ কুলপুরোহিত।
নৃপের সভাতে আসি হৈলা উপনীত।
আশীর্ব্বাদ করি ওঝা বসিলা কম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কন কুতূহলে॥ (১)
আজি ভেটের দ্রব্য রায় দেখি চারিভিতে।
মনোহর নানা দ্রব্য আইল কোথা হৈতে॥
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম শ্রীপতি।
নানা দ্রব্য ভেট দিয়া করিল প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা বলে অতি রোষে।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥
কার্য্যকরণের বেলা আমি প্রতিদিন।
বিধি ব্যবহারের বেলা আমি উদাসীন॥

আমি সব বঞ্চিত সবার কোলে ভেট।
পাত্র সম্বলিত রাজা মাথা কৈল হেঁট।
ইহা শুনি অগ্নিশর্ম্মা যান সভা ছাড়ি।
নিষেধ করিল পাত্র তার পায়ে পড়ি॥
নৃপতির আজ্ঞা পুন কালুদণ্ড ধায়।
পুনরপি আনে সাধু রাজার সভায়॥
পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আইলা কহ সব কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সমুদ্র যাত্রার বিবরণ।

রাজার আদেশ পেয়ে সঙ্গে সাত তরী লয়ে
নদ নদী সিন্ধু জলাশয়।
অবধান কর ভূপ যে দেখিনু অপরূপ
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥
সঙ্গে সাত তরী লয়ে আইনু অজয় বেয়ে
উপনীত ইন্দ্রাণীর ঘাটে।
ধৌতহরিপদদ্বন্দ্বা বাহিনু অলকনন্দা
বঙ্গে আইলাম গীত নাটে॥
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত লব নাম
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
প্রভাতে করিনু স্নান যথাবিধি পিণ্ডদান
ঘটে পুরি লইনু গঙ্গানীরে॥
জাহ্নবী সাগর সঙ্গ পর্ব্বত সমান তরঙ্গ
বাহিনু পরাণ করি হাতে।
ডানিভাগে নীলগিরি সিন্ধুতটে অবতরি
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥
কেবল দুঃখের পদ বাহিয়া আইলাম নদ
উপনীত হৈলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ কালীদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিত শতদলে॥
উপনীত কালীদহে কুমারী কমলদলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে ;—
চৌদিকেতে দেখিয়া ভেটের আয়োজন।
সহাস্য বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন॥

অতি সুকুমারী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশীমুখী খঞ্জনলোচনা ॥
সাধুর বচন শুনি রোষযুক্ত নৃপমণি
চান রাজা পাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

উভয়ের প্রতিজ্ঞা।

সাধুর বচনে নৃপ শালবন হাসে।
রাজার ইঙ্গিতে পাত্র উপহাসে তাসে ॥
বিদেশে আসিয়া সাধুরে লাগিল তরাস।
কি ভাগ্যে তোমার ডিঙ্গা না কৈল গরাস ॥
সাধু বলে স্থান গুণে কর উপালম্ভ।
গজকন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব ॥
শ্রীমুখে আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুমুদে পারি ছেয়ে দিতে ঘর ॥
বান্ধিয়া আনিতাম করি কমলেকামিনী।
করিনু তোমারে ভয় নৃপচূড়ামণি ॥
রাজসভার যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিচারে উচিত হয় দণ্ড ॥
সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল যাই নদীজলে ॥
দেখাইতে নারি বালা গিলিছে বারণ।
লুঠ করি লইও মোর সাত তরী ধন ॥
দক্ষিণ মশানে মোর বধিহ জীবন।
অবধান কর রায় মোর নিবেদন ॥
রাজা বলে যদি সত্য তোমার বচন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধ সিংহাসন ॥
সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন।
প্রতিজ্ঞা করিল তবে রাজা শালবান ॥
নৃপ সাধু দুহে হৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসী পত্রে লিখন করিল সভাজন ॥

সিংহল রাজের কালীদহে গমন।

অপরূপ কথা শুনি শালবান নৃপমণি
সাজ বলি পাড়িল ঘোষণা।
কমলে কামিনী বৈসে কুঞ্জর উগারি গ্রাসে
শুনিয়া সাজিল সর্ব্বজনা ॥
শিঙ্গা রবে হৈল রোল অন্ত নাহি ঢাক ঢোল
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ করতাল।
ডম্ফ মহুরী বাজে বীরকালী তাহে সাজে
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥
গজপৃষ্ঠে বাজে দামা সাজিল নৃপের মামা
আড়ম্বরে পূরিল গগন।
ধবল চামর ছটা উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা
গণ্ডস্থলে সিন্দূরমণ্ডন ॥(১)
করিপৃষ্ঠে নরপতি মাথায় ধবল ছাতি
চারিদিকে ভুঞার পয়াণ।
লইয়া আপন সেনা আগু দলে থানা থানা
ঘন শিঙ্গা টমক নিশান ॥
সাজ বলি পড়ে রা সাজিল রাজার মা
কালীদহে দেখিতে কমল।
দাসীগণ সঙ্গে যায় পাটের পাছড়া গায়
অন্তঃপুর সাজিল সকল ॥
সঙ্গে নব লক্ষ দলে উত্তরিলা নদীকূলে
যাইয়া যোগায় নৌকাশয়।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—

করি পৃষ্ঠে নরপতি, মাথায় ধবল ছাতি,
চারিদিকে পাত্রের প্রয়াণ।
যবন কিরাত সব, আগুদলে তরবক,
ঘোরঘন যোগল পাঠান ॥
আপনার দল নিজ, লয়ে তুরঙ্গম গজ,
ভুয়ে রাজা করিল পয়ান।
লৈয়া আপনার সেনা, আগুদলে থানা থানা
ঘন শিঙ্গা টমক নিশান ॥

নৃপতি চড়িয়া নায কমল দেখিতে যায
উপনীত হৈলা কালীদয়।
কালীদহে উপনীত হইলা নৃপতি।
পঞ্চপাত্র পরিবার করিয়া সংহতি ॥
শ্রীমন্ত সদাগরে বলে নৃপবর।
দেখাও কমলে কোথা কামিনী কুঞ্জর ॥
ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু শ্রীপতি।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহামতি ॥
দেখিনু যতেক আমি এক মিথ্যা নহে।
আছিল কমল ঢাকিল তোমার নায়ে ॥
জোয়ার ভাটিয়া যাউক টুটি যাকু জল।
দিন দুই চারি থাক দেখাব কমল ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ রাজা সাধুর বচনে।
অম্বিকামঙ্গল কবি-কঙ্কণে ভণে ॥

রায় অবিচারে কর মোরে রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
সাধুজনের নাহি কিছু দোষ ॥
দেখিতে অলপ কাজ আপনি সিংহল রাজ
সাজি আইলা নব লক্ষ দলে।
শশীমুখী লাজ ভয়ে লুকাইলা কালীদহে,
গজ প্রবেশিল বন তলে ॥
কেরোয়ালের টানাটানি উর্দ্ধ হৈল তল পানী
ছিঁড়িল কমল ডাঁটি লতা।
বিষম জলের রয তৃণ দুইখান হয়
ভাসি গেল ডাল লতা পাতা ॥
তোমার মাতঙ্গ বল আচ্ছাদন কৈল জল
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজবল নব লক্ষ কেহ নহে মোর পক্ষ
আমারে না বল রাজা ভণ্ডে ॥
ছিল পঙ্ক সরসিজে সরসিজ খাইল গজে
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি ত বিদেশী সাধু তুমি অকলঙ্ক বিধু
ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে ॥

সিংহলে যতেক দেখি সকল তোমার সাখি
মোর সবে জন দুই চারি।
শিখিব্যালে বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ
শুন অকিঞ্চনের গোহারি ॥
সাধুর বচন শুনি নরপতি মনে গণি
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
দামিন্যানগরবাসী সংগীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

আইস কাণ্ডার ভাই বল না আমারে।
তুমি কি দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে ॥
সত্য বাক্যে স্বর্গে যাই, মিথ্যা বাণী ক্ষয়।
হেন মিথ্যা হেতু পাপী নাহি করে ভয় ॥
তীর্থ যজ্ঞ দানে হয় পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতীকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধরি তিল কুশ ॥
সেই ফল পায় যেবা বলে সত্য বাণী।
কহিল পুরাণে ইহা ব্যাস মহামুনি ॥
সত্য বাণী সম ধর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।
মিথ্যার সমান পাপ না শুনি পুরাণে ॥
অবনী বলেন আমি সবাকারে বহি।
মিথ্যা যেই বলে তার ভার নাহি সহি ॥
জলেতে নামিয়া কহ পূর্ব্বমুখ হয়ে।
একানৈ পুরুষ তোমার আছে দাণ্ডাইয়ে ॥
মিথ্যা বাক্য বলিলে হইবে ফলাফল।
তাবৎ নরক যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥
রাজার বচনে তবে বলে কর্ণধারে।
আমি নাহি দেখি পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে ॥(১)
রাজা বলে সাক্ষী হৈও ধর্ম্মার্থকারিণী।
আপনার সাক্ষীতে বেটা হারিল আপনি ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে দুই পংক্তি বেশী আছে;—
যেইক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পাটনে।
চক্ষে নাহি দেখি রায় শুনেছি শ্রবণে ॥

সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগর।
রাজ বাক্যে নিশীশ্বর লুঠে মধুকর ॥
আনিল নায়ের দড়া সাধু বান্ধে পিছমোড়া
কোটালে গছায় নৃপবর ।।
ত্যজি দণ্ড কেরায়ালে ঝাঁপ দিয়া পড়ে জলে
নাইয়া পাইক পরাণে কাতর ॥
রাজ বন হৈল ডিঙ্গা সঘন বাজায় শিঙ্গা।
রণভেরী দুন্দুভি বাজান ॥
রাজার প্রধান দেখি ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে
বলদ শকটে বহে ধন।
যে জন পলায়ে যায় তাড়াতাড়ি ধরি তায়
কাটী লয়ে অঙ্গের ভূষণ ॥
গৌরব করিয়া দূর কাড়ি লৈল কর্ণপুর
কান্দিতে লাগিলা সদাগর।
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা কলধৌত কণ্ঠমালা
নানা ধন লুঠে নিশীশ্বর ॥
দিন দুই প্রহরে ডাকা সদাগরে মারে ঢেকা
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
প্রাণ রক্ষার আশে সাধু কহে প্রিয় ভাষে
নিবেদন নৃপের চরণে ॥

ছন্দ।

ধরি তুয়া পায়, দোষ ক্ষম রায়,
সত্ত্বগুণে দেহ মন।
আমি শিশুমতি, তুমি নরপতি,
ধর্ম্মধাম যশোধন ॥
প্রাণ ধন লয়ে, আইনু সিন্ধু বয়ে
শুনিয়া তোমার যশ।
অসমানে কোপ, যশ কর লোপ,
না হৈও কোপের বশ ॥
জয় পরাজয়, দৈব দোষে হয়,
হেতু তাহে ভগবান।
সেই মহাশয়, জয় পরাজয়,
যার মনে সমজ্ঞান ॥
তোমার চরণে, লইনু শরণে,
তুমি বড় পুণ্যবান।
দূর কর রোষ, ক্ষম মোর দোষ,
দেহ দাসে প্রাণ দান ॥
অল্প অপরাধ, এত পরমাদ,
তোমারে উচিত নয়।
হয়ে বিধিকর (১), ঢুলাব চামর,
দয়া কর কৃপাময় ॥
এই কলেবর, মৃত্যু সহচর,
আয়ু দশা সন শেষে (২)।
কীর্ত্তি সনাতনী, রাখ নৃপমণি,
দেহ প্রাণ দান দাসে ॥
শুনিয়া বিনয়, না হৈল সদয়,
নৃপতি দৈবের দোষে।
কেশে কোতোয়াল, ধরে যেন কাল,
সুকবি মুকুন্দ ভাষে ॥

আফির ছন্দ।

প্রাণ যাবে দক্ষিণ মশানে।
সাধু গণিলেন ইহা মনে ॥
ভাই কর্ণধার বৈস কাছে।
মাকে কহিও বারতা সবিশেষে ॥
ভিক্ষা করি খেয়ে যাও বাসে।
নিবেদন কহিহ রাজ পাশে ॥
বলিহ না পাইল পিতার অন্বেষণ।
সিংহল পাটনে গেল ধন ॥
শ্রীমন্তের লইল পরাণ।
মিনতি কহিও রাজস্থান ॥
দুই মাতার করিহ পালন।
সাধু তব কৈল নিবেদন ॥

১। বিধিকর—আদেশোপযোগী (ভৃত্য) যেমন "আজ্ঞাকারী"।

২। আয়ু শলিতার মত ক্রমেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে শেষে লয় প্রাপ্ত হইবে।

গুরুর চরণে বলিহ নতি।
মশানে কাটা গেলেন শ্রীপতি ॥
নাহি বলিহ গুরুর সদনে।
কাটা গেল তোমার বচনে ॥
দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম।
দুই মায়ে নাহি হন বাম ॥
বিমাতাকে বলিহ প্রণতি।
মরিতে শ্রীমন্ত কৈল মতি ॥
খুল্লনার করিহ পালন।
জানাবে আমার নিবেদন ॥
মায়ের একক আমি পো।
কেমনে ত্যজিব মায়া মোহ ॥
কহিও এই সকরুণ বাণী।
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী ॥
কিবা বসন্তে ফাটিল শ্রীপতি।
প্রকার করিয়া কবে ভাতি ॥
যদি তোর মুখে পাবে সমাচার।
তখনি হইবে অন্ধকার ॥
শুনিয়া ত কর্ণধার কান্দে।
কেশপাশ তথি নাহি বান্ধে ॥
সাধু ধরে কাণ্ডারের গলা।
ধূলায় ধূসর দোঁহে হৈলা ॥
নাইয়া পাইট কান্দে উভরায়।
সাধুর বদন সবে চায় ॥
শুনিয়া কোটাল কাঁপে রোষে।
লম্ফ ঠেলি ধরিলেক কেশে ॥
লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ ১

১। ইহার পরিবর্ত্তে মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু আছে ;—বাঙ্গালদিগের রোদন।
বাঙ্গাল কান্দে রে হড় র বাপই পাপই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই।
পলায় বাঙ্গাল সব কেলাইয়া লোলা।
হেঁট মাথা করি রয় কাঁকতলি মালা ॥

কোটালের কাছে শ্রীমন্তের বিনয়।

আজু মোরে বিধি ভেল বাম।
কেন মুখে না বলিনু রাম ॥ ধ্রু ॥
কাঁকালে নায়ের বড়া পিঠে মারে ঢেকা।
দিন দুই প্রহরে হৈল সাধুর নায়ে ডাকা ॥
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে।
খানিক পরাণ রাখ বিষম বিপদে ॥

আর বাঙ্গাল বলে বাই গায় নাই বল।
আমার জীবন ধন এড়রে হিন্দল ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই বৃথা কৈলে দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাহেত মোর হারাল কাসন্দ ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই হইল অনাথ।
হর্ব্ব ধন গেল মোর হকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই জীবনে হতাশ।
জীবনে কাতর বড় হারায়ে বাতাস ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই কইতে বড় লাজ।
অল্‌দি গুড়ি বাস্তা গেল জীবনে কি কাজ ॥
অল্‌দি গুড়া হুক্ত পাতা হিদোল হিক্কই।
মজাইল হর্ব্ব ধন কেমনে কুলাই ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই এই হইল গতি।
দক্ষিণ পাটনে মৃত্যু বিধাতার লিখিতি ॥
যুবতী যৌবনবতী তেজিলাম রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুখ পাই গ্রহদোষে ॥
ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিনু মাও পো ॥
কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন।
আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জনম ॥
কেন আজি রহিলাম খাইয়া আপনা।
বিপাকে মজিল মোর হর্ব্ব হুথাপনা ॥
শিশুমতি সাধু নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কেন কয় বিপরীত ॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই যেই নাহি বুঝে।
ক্ষিতিতলে মরণে প্রকৃতি নাই গুচে ॥

শ্রীমন্তের কিছু ধন ছিল নিজ কেশে।
তাহা দিয়া কোটালের কৈল পরিতোষে॥
ধন পেয়ে কালু দণ্ড সরালে বন্ধন।
মৃত কলেবরে যেন বসিল জীবন॥
পুনরপি কোটালে করে নিবেদন।
কৃপা করি এইক্ষণ রাখহ জীবন॥
ভাই ভুবনে দুর্ল্লভ বড় মনুষ্য-জনম।
অল্প বয়সে মোরে ডাকা দিলে যম॥
স্নান করি যদি মোরে দেহ অনুমতি।
তোমার প্রসাদে হয় পরলোকে গতি॥
এত শুনি নিশাপতি দিল অনুমতি।
চৌদিকে বেড়িয়া রহে যত সেনাপতি॥
লোহার শিকল ধরি শত শত জন।
কেহ বলে পালাইবে কাটিয়া বন্ধন॥
সরোবর বেড়ি হৈল পাইকের ঘটা;
স্নান করি নিল গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা॥
যব তিল কুশ কেহ আনিল তুলসী।
তর্পণে করিল তুষ্ট দেব পিতৃ ঋষি॥ (১)

সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল সাধু করে নমস্কার।
তুমি না উদ্ধার কৈলে সকল আন্ধার॥
যদি কমল কুঞ্জর-কান্তা দেখে থাকি আমি।
দক্ষিণ মশানে প্রাণ রাখিবেক তুমি॥
যদি মিথ্যা দেখি প্রভু না দেখি কমল।
দক্ষিণ মশানে তবে হবে ফলাফল!
গুরুর চরণে সাধু করে পরিহার।
তোমার চরণ প্রভু না দেখিব আর॥
এই মোর হৃদয়ে রহিল বড় তাপ।
মনুষ্য জনম হয়ে না দেখিনু বাপ॥
মায়ের চরণ ভাবি করি নমস্কার।
আর না দেখিব মাতা চরণ তোমার॥
যাত্রার সময়ে যত নিষেধিলা মোরে।
তাহা না শুনিয়া আইনু মরিবার তরে॥
হেনকালে ঘন ঘন ডাকে নিশীশ্বর।
সকালে ছেদিয়া যাব রাজার গোচর॥
হিঁচড়িয়া সদাগরে তোলে লয়ে কূলে!
হান হান বলি ডাকে কোটালের দলে॥

বাঙ্গালের বচনে সাধুর ম্লান মন।
সজল নয়নে বলে বিনয় বচন॥
সেবকে না মার শুন প্রভু রাষ্ট্রপতি।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এতটুকু বেশী আছে;—

তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি।
মশানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী।
এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥
তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই।
উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই॥
তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিণী।
তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী॥
তর্পণের জল লহ জননীর মা।
উজানী নগরে আমি আর যাব না॥
তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা॥
তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাতা॥
সবাকারে সমর্পণ আপন জননী।
এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি॥
ঘন ঘন ডাকে তারে নিশির ঈশ্বর।
ত্বরিতে হানিব তোরে বিলম্ব না কর॥
ডাকিয়া কোটাল বলে নিদারুণ কথা।
এখনি মরিবি তুই কি করে দেবতা॥
স্নান করি সদাগর উঠিলেন কূলে।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্ব্বা পাইল আঁচলে॥
জননীর কথা তখন হইল স্মরণ।
পুনরপি কোটালের ধরিল চরণ॥
কাটিহ আমারে এক দণ্ড বিলম্বনে।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্রের স্মরণে॥
কোটাল সাধুর বোলে দিল অনুমতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া সাধু পূজেন পার্ব্বতী॥

কেহ কেশে ধরে কেহ ধরয়ে চরণ।
করে লইল খড়্গ যেন রবির কিরণ॥
শ্রীমন্ত বলে ভাই করি নিবেদন।
বস্ত্র বদলিয়া মোরে করহ কর্ত্তন॥
শ্রীমন্তের করুণ ভাবে দয়া উপজিল।
শ্রীমন্তের পাগড়িটী পরিবারে দিল॥
আছিল তণ্ডুল দূর্ব্বা পাগের অঞ্চলে।
দৈবের কারণে তাহা পড়ে ভূমিতলে॥
সত্বরে সাধুরে লয়ে করিল বন্ধনে।
আমি আর মারা নাহি গেলাম মশানে॥
পরিত্রাণ হেতু কথা পড়ি গেল মনে।
খুল্লনার সত্য কথা হইল স্মরণে॥
পুনঃ কোটালের পায়ে করে নিবেদন।
তিলেক রাখিয়া মোরে করহ কর্ত্তন॥
এক দণ্ড যদি মোরে করহ রক্ষণ।
তোমার প্রসাদে করি মন্ত্র স্মরণ॥
যেই কোটাল খড়্গ উভ করেছিল।
সে জনা স্মরণে তার দয়া উপজিল॥
কোটালিয়া কহে তারে নিদারুণ কথা।
এখনি মরিবে বেটা কি পূজ দেবতা॥
হাসিয়া কোটাল তারে দিল অনুমতি।
বিষম সঙ্কটে পূজা করে ভগবতী॥

পুনঃ স্নান করি সাধু হৈলা শুদ্ধমতি।
শ্রীবিষ্ণু স্মরণে শুচি হইলা শ্রীপতি॥ (১)

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অনুরূপ অধিক আছে;—

ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর শোধন।
দূর্ব্বাক্ষত শিরে মুখে মন্ত্র উচ্চারণ॥
স্থির কলেবর সাধু হৈয়া এক মতি।
একভাবে সদাগর চিন্তেন পার্ব্বতী॥
দুর্গতি নাশিনী দুর্গা জগতের মাতা।
শৈলনন্দিনী শিবে দেবের দেবতা॥
দেবশত্রু নাশিয়া অমরে কৈলা দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মাতা তব পদছায়া॥
দুর্গতিনাশিনি মাতা জগতকারিণি।
নগেন্দ্রনন্দিনি দেবি সংসারতারিণি॥
দেবশত্রু মারিয়া দেবের কৈলে দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মাতা তব পদছায়া॥
নিজ ভুজবলে মোকে বধ করে রাজা।
সেবক রাখিয়া যশ রাখ সবা মাঝা॥

নিজ ভুজবলে গো বধিলে দৈত্যরাজ।
লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজ॥
ব্যাধকে সদয় হয়ে উরিলে কলিঙ্গে।
রাষ্ট্রখণ্ড লয়ে রাজা পুজিল ষড়ঙ্গে॥
বলি ভক্তি নৃপতির বিঘ্ন কৈলে নাশ।
বিজন বনে পশুগণে হৈলা সুপ্রকাশ॥
সাক্ষাৎ হইয়া পশুগণে দিলে বর।
গোধিকা হইয়া গেলে আখেটির ঘর॥
ধন দিয়া উরিলে বীরের গুজরাটে।
রাজস্থানে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে॥
ছেলি উপাখ্যানে মোর মায়ে কৈলে দয়া।
দাসীর নন্দনে রাখ দিয়া পদছায়া॥
পঞ্চ মাস আছিনু মায়ের গর্ত্তবাসে।
দিগন্তর গেল বাপ দীর্ঘ পরবাসে॥
সে সব ছাড়িয়া মোর লভিল জ্ঞেয়ান।
গুরুর বচনে মোর বাড়ে অভিমান॥
জাতপত্র অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন।
তোমারে স্মরিয়া আইনু দক্ষিণ পাটন॥
সমুদ্র ক্ষেয়ায়া আইলাম বড় প্রীতি আশে।
দিগন্তর আইলাম পিতার উদ্দেশে॥
পিতা পুত্রে সিংহলে নহিল পরিচয়।
ধন বৃত্তি গেল আর জীবন সংশয়॥
মগরাতে হৈল বড়ই ঝড় বৃষ্টি।
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব শুভদৃষ্টি॥
কালীদহে কুমারী গজ দেখিনু কমলে।
পুনরপি দৈবদোষে লুকাইল জলে॥
বিধাতা প্রতিকূল নৃপতি করে বল।
তব নাম অনুপম বিপদে কুশল॥

শবরে সদয় হয়ে উরিলা কলিঙ্গে।
সত্য জীয়াইয়া মাতা পূজিল ষড়ঙ্গে॥

মরিতে স্মরণ করে সাধুর বালক।
কৈলাসেতে ভগবতীর কপালে টনক॥

কালী কপালিনী, কৈলাস বাসিনী,
শ্রীমন্তে হইয়া পক্ষ।
কোন্ কোপে মার, কাতর কিঙ্কর,
কর কৃপা দুর্গে রক্ষ॥
খড়্গ করে ধরি, খল অরি মারি,
খণ্ডহ মোর দুর্গতি।
গণেশ জননী, গগনবাসিনী,
গোকুল রক্ষিলে গতি॥
ঘোর দৈত্যনাশি, ঘোর পুত্রী শশী,
ঘোর কোপা ঘন রণে।
চরাচর চণ্ডী, চণ্ড মুণ্ড দণ্ডি
চাপিয়া রাখ চরণে॥
ছেদ্য শ্রীয়পতি, ছলে বলে অতি
ছল ধরে নিশাপতি।
জয়ঙ্করী জয়া জীবন রাখিয়া,
জননী খণ্ড দুর্গতি॥
ঝকড়া ঘুচায়্যা, ঝটি উর জয়া,
ঝটিতি রাখ জীবন।
টাঙ্গ টাঙ্গি ধর, টাল অরি মার,
টল টল করে মন॥
ঠাকুরাণী উর, ঠক নিশাচর,
ঠক হানিবার তরে।
ডাকিনী হাকিনী, ডম্বুর রূপিণী,
ডরে ছিরা মরে ঘোরে॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গিতি, ঢোল করে অতি,
ঢোল ঢাঙ্গা পিছে বায়।
তরণা তাপিনী, তপস্যা কারিণী,
ত্রাণ করহ ত্বরায়॥

বনে ভজি নৃপতির দুঃখ কৈল নাশ।
বিজু বনে পক্ষীগণে করিলে প্রকাশ॥

থর থর করি, থাকি রাজ অরি,
স্থির করি স্থাপ মোরে।
দক্ষমথহরা দুর্গা পরাৎপরা,
দুঃখ খণ্ডাহ আমারে॥
ধরণী ধারিণী, ধর প্রিয়া ধ্বনি,
ধরি পদ রাখ প্রাণে।
নগের নন্দিনী, নন্দসুতা রাণী,
নন্দিনী রাখ জীবনে॥
পদ্মা পদ্মপ্রিয়া, পশুপতি জায়া,
পার্ব্বতী পর্ব্বতসুতা।
ফেরু ভক্ষশিরা, ফাঁফরে ত্রিপুরা,
ফল হৈল এই মাতা॥
বুদ্ধি প্রদায়িনী, বন্ধন নাশিনী,
বাধা দূর কর মাতা।
ভবানী ভারতী, ভবপ্রিয়া ভূতি,
ভৈরবী ভব পূজিতা॥
মস্তকমালিনী, মুকুট ধারিণী,
সব শত্রু বিনাশিনী।
যমুনা যামিনী, যমের ভগিনী,
ভয় ভাঙ্গহ ভবানী॥
রঙ্গিণী রমণী, যদি ভবরাণী,
রাখ দুর্গা রাজস্থানে।
লোলমতি লাপা, লক্ষে কর কৃপা,
লই চরণ স্মরণে॥
বিদ্যা বিষ্ণু প্রিয়া, বর্ণময়ী মায়া,
বিশ্বমাতা শৈলসুতা।
শংখিনী শূলিনী, শঙ্কর গৃহিণী,
শিবা শৈল সম্ভূতা॥
শশাঙ্ক ধারিণী, ষড়ঙ্গ রূপিণী,
শত ভুজা শতাক্ষরী।
সতী সনাতনী, সংসার নাশিনী,
সেবকে যাহ উদ্ধারি॥

বিদ্যমানে পশুগণে দিলে তুমি বর।
গোধিকা লইয়া আইল আক্ষটি কোঙর॥
ধন দিয়া বসাইলে নগর গুজরাটে।
কারাগারে মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে॥
ছেলি অপেক্ষণে মোর মায়ে কৈলে দয়া।
দাসীর তনয়ে মাতা দেহ পদছায়া॥
যবে ছিলাম ছয় মাস গর্ভবাসে।
তখন আমার পিতা আইলা পরবাসে॥
এখন ছাড়িয়া মোর গেল সর্ব্বজ্ঞান।
গুরুর বচনে হৃদে হৈল অভিমান॥
পত্র পাইনু অঙ্গুরী বাপের নিদর্শন।
তোমাকে স্মরণ করি আইলাম পাটন॥

হরি হর বিধি, হইয়া অবধি,
হৈমবতী সবে সেবে।
ক্ষিতি ভার হরি, খল অরি মারি,
ক্ষণে মশানে উরিবে॥
সাধু শ্রীপতি, কৈল এত স্তুতি,
ভবানী ভবের পাশে।
চঞ্চল আসন, উৎকণ্ঠিত মন,
পান মুখে হৈতে খসে॥

উর চণ্ডী রক্ষিতে কিঙ্কর।
তোমারে পূজিয়া ঘটে, আইলাম বিসঙ্কটে,
নদ নদী বাহি রত্নাকর॥
বিবুধ কুলের গর্ব্বে, দৈবকী অষ্টম গর্ভ্তে,
হৈল শেষে ক্ষিতি ভার নাশে।
হরিতে কৃষ্ণের ভীতি, যোগ নিদ্রা ভগবতী,
থুইলা রোহিণী গর্ত্তবাসে॥
ভোজ রাজ অবতংসে, শ্রীহরি করিয়া অংশে,
বসুদেব গেলা নন্দাগার।
অগাধ যমুনা জল, মায়া করি কৈলে স্থল,
শিবারূপে নদী কৈলে পার॥
উড়িয়া নন্দের ঘরে, দারুণ কংসের ডরে,
কৃষ্ণের করিলা ভয় দূর।

মগরায় পাইলাম দারুণ ঝড় বৃষ্টি।
সে সব সঙ্কট গেল তব কৃপাদৃষ্টি॥
সমুদ্রে বাহিনু নৌকা অতি বড় আশে।
দিগন্তর হৈলাম আমি পিতার উদ্দেশে॥
কালীদহে কামিনী দেখিনু শতদলে।
পুনর্ব্বার লুকাইলা মোর কর্ম্মফলে॥
বিধি প্রতিকূল হৈল নৃপতির করে।
বারেক পরাণ রাখ বিষম সাগরে॥

চৌতিশাস্তুতি।

দয়া কর নারায়ণি॥ ধ্রু॥
কহে শ্রীমন্ত মাগো রক্ষা কর মোরে।

দৈবকীর কোলে হতে, তোমা ধরি পায় হাতে
বধিতে লইল কংসাসুর॥
ছাড়ায়ে কংসের হাতে, চড়িয়া আলোক রথে,
গগনে হইলা অষ্টভুজা।
নাম থুইল বনমালী, কুমুদ কর্ণিকা কালী,
অষ্টলোক পাল কৈল পূজা।
কৃপা করি অবতংসে, কপটে ভাণ্ডায়ে কংসে,
হৈল বসুদেবের শরণ।
বিপদে স্মরয়ে দাস, পূর চণ্ডী অভিলাষ,
দূর কর অকাল মরণ॥
যশোদা নন্দিনী জায়া, শিব দুর্গা মহামায়া,
শশাঙ্ক শেখরী শিবদূতী।
মহিষ রাক্ষস জন্তু, সবার হরিলে দন্ত,
বিপদে স্থাপিলে বসুমতী॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি রজ তুমি সত্ত্ব,
বেদমাতা সাবিত্রীরূপিণী।
অন্ত আদ্য মহামায়া, শঙ্করী শঙ্কর জায়া,
আমি শিশু কি বলিতে জানি॥
সাধু কৈল এত স্তুতি, কৈলাসেতে ভগবতী,
আসন করয়ে টল টল।
মুখ হৈতে খসে পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল॥

কৈলাস ছাড়িয়া উর সিংহল নগরে ॥ (১)
কালী কপালিনী কান্তি কপালকুণ্ডলা।
কালরাত্রি কুল রাখি কত জান কলা ॥
কালিকা করহ মোর তিমির বিনাশ।
কপটে সিংহল মারি রাখ নিজ দাস ॥
খরতর রাজা যেমন খুরধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিবে আমার ॥
ক্ষীর খণ্ডন করি খল কৈলে নাশ।
খণ্ডিয়া সকল দুঃখ রাখ নিজ দাস ॥
গিরিজা গণেশমাতা গতি সবাকার।
গোকুল রাখিলে গোপকুলে অবতার ॥
গহন নিগূঢ়ে মাতা দগধে শরীর।
গলিত করাহ মাতা গলার জিঞ্জির ॥
ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণভূষণা।
ঘোর ঘোর কৈল ঘন ঘণ্টার বাজনা।
ঘন শ্বাস মুখে বহে গায়ে কাল ঘাম।
ঘরের সেবক তুয়া স্মরয়ে নাম ॥
চঞ্চলচেতন আমি চৌতিশ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হৈল আমার জীবনে ॥
চড় চাপড়ে চণ্ডমুণ্ড কৈলে চূর।
চরাচরগতি মা বন্ধন কর দূর ॥
ছল ধরিয়া রাজা বধে যে পরাণে।
ছল করি বধে রাজা দক্ষিণ মশানে ॥
ছেদন করয়ে রাজা তব পদ ছলে।
ছায়া দেহ ভগবতি চরণের তলে ॥
জগতজননী জয়া জীবের জীবনী।
জিনি জরা মৃত্যু হরা জয়ন্তি জননী ॥
জটাজূটবতী যাত্রিকা শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী ॥
ঝটিতি করাহ মাতা ঝগড়া মোচন।
ঝর্ঝরবাদিনী মোর রাখহ জীবন ॥
টান টোন মারে শিরে ধরিয়া কোটাল।
টঙ্গ টাঙ্গি হানে কেহ হানে করবাল ॥
টিটকারে প্রতিজ্ঞায় হইনু পরাজয়ী।
টুটেক আসিয়া চণ্ডি রাখ কৃপাময়ী ॥
ঠগ নহি ঠাকুরাণি নহি ঠগ সুত।
ঠাকুর করিতে পার করি কৃপাযুত ॥
ঠন ঠন করিয়া রাজার শল্য বিন্ধে।
ঠাঁই দেও ঠাকুরানি চরণারবিন্দে ॥ (২)
ডাঁড়ুকা চরণে হৈল দুই হাতে চামুটি।
ডাকা নাহি দি যে নহি ডাকাতির সাথী ॥
ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি নহি গন্ধবেণে জাতি।
ঢোল নাহি করি কভু পরের যুবতী ॥
ঢেকা মারি কাটে লয়ে দক্ষিণ মশানে
ঢালিনু তোমার পদে আপন জীবনে ॥
ত্রিলোকা ত্রিশূলি তারা ত্রৈলোক্যতারিণী ॥
ত্বরিতে তরায়ে তোল তরঙ্গনাশিনী ॥ (৩)
ত্রাণহেতু তোমা বিনে আর কেহ নয়।
ত্রাণ কর মহামায়া তাপিত তনয় ॥
থরথর করে অঙ্গ রাজার বচনে।
থরহরি কঁাপিছে অঙ্গ কোটাল তর্জ্জনে ॥
থাকিয়া রাজার আগে বাধা কর দূর।
থির কর পুনর্ব্বার উজ্জয়িনীপুর ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে দুই পংক্তি বেশী আছে ;—
কলিকালে ছিরার কলুষ কর নাশ।
সিংহলেতে উরিয়া রাখহ নিজ দাস ॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে দুই পংক্তি বেশী আছে ;—
ডাকিনী হাকিনী গো ডম্বুর নিনাদিনী।
ডর মোর নিবারণ করহ আপনি ॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে দুই পংক্তি বেশী আছে ;—
ত্রিগুণাত্মিকা তারা ত্রৈলোক্য জননী।
ত্রিশক্তি রূপিণী তুমি তরঙ্গ নাশিনী ॥

দুর্গা দুর্গা-পারা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ-দলনী দয়াবতী বেদমাতা॥ (১)
দূর কর দুর্গা মোর অকাল মরণ।
দুস্তর সাগরে দুর্গা করহ রক্ষণ॥
ধরণী-ধারিণী মাতা ধ্যান-ধারিণী।
ধরাধরসুতা দেবী সংসার-তারিণী॥
ধরিয়া কমল ছলে ধরাপতি বাঁধে।
ধরিয়া লইছে প্রাণ বিনা অপরাধে॥
নিত্যানন্দ নারায়ণী নগের নন্দিনী।
নিশুম্ভনাশিনী নীলা নীলপতাকিনী॥(২)
নিগূঢ় নির্ম্মলা কালী নিদ্রাণী শিখরী।
নৃপের নিলয়ে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী॥
পদ্মনাভ পদ্মযোনি পাশী পরমাণ।
পুরন্দর প্রজাপতি পুরুষ প্রধান॥
প্রতিদিন পূজে তোমা প্রকৃতিরূপিণী।
পশুসম জন আমি কি বলিতে জানি॥(৩)
ফল ফুল জলে রাম পূজিল কাননে।
ফল্ল ফলা পূজা নিলে রাবণ-নিধনে॥
ফাঁফর করিল মোরে মশান ভিতরে।
ফেফাতুর হইয়া খুল্লনা পাছে মরে॥(৪)
বন্ধনে আমার প্রাণ যেন জলবিন্দু।
বন্ধন করহ দূর জগতের বন্ধু॥
ভয়ঙ্করা ভয়হরা ভীমা ভগবতী।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ পার্ব্বতী॥
ভদ্রকালী বীরভদ্র ভৃত্য-তারিণী।
ভয়ভব-পারা দেবী ভবেশ ঘরণী॥
মৃগাঙ্কমুকুটমণি মস্তকমালিনী।
মহিষমর্দ্দিনী মধুকৈটভনাশিনী॥(৫)
যশোদানন্দিনী জয়া যমুনাযোগিনী।
যতনে ভজিল তব চরণ দুখানি॥
যমের যন্ত্রণা যেন যতেক যাতনা।
যশ গাই যদি পূর আমার কামনা॥
রণজয়া রণপ্রিয়া রঙ্গিনী রঙ্কিণী।
রণ অগ্রে হৈলা বাসুদেবের অগ্রণী॥
রাবণের বাণে রাম হৈলা পরাজয়ী।
রাবণের বধহেতু তুমি কৃপাময়ী॥
ত্বরিতে তারিয়া তোল তাপিত তনয়।
ত্রাণকর্ত্রী তোমা বিনা অন্য কেহ নয়॥
থর থর করে প্রাণ কোটাল তর্জ্জনে।
স্থির নাহি হয় মাতা তুয়া পদ বিনে॥
থাকিয়া রাজার আগে মৃত্যু কর দূর।
স্থির কর আসিয়া শ্রীমন্ত সদাগর॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে দুই পংক্তি বেশী আছে;—

দুর্জ্জয় দক্ষিণা কালী দুরিতনাশিনী।
দুঃখী দাসে কর দয়া দুঃখ বিনাশিনী॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু অন্যরূপ অধিক আছে;—

নিগম নিগূঢ় নিদ্রা তুমি সত্য সতী।
নৃপতি নির্ণয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী॥
নন্দগোপ সুতা হয়ে রাখিলে গোকুল॥
নৃপের নিকটে আসি হও অনুকূল॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই দুই পংক্তি বেশী আছে;—

প্রণত বৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবক বৎসলা॥

৪। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই কয় পংক্তি বেশী ও অন্যরূপ আছে;—

বুদ্ধিরূপা বুদ্ধি হরা সংসার তারিণী।
বন্ধন স্থানেতে হও বন্ধন হারিণী॥
বিপাকেতে বপু যেন লোণে জলবিন্দু।
বারেক করহ রক্ষা জগতের বন্ধু॥

৫। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই দুই পংক্তি বেশী আছে;—

মহেশের অঙ্গ তনু মরালগমনী।
মধুপুরে কৈলে মধুকৈটভ নাশিনী॥

অভ্যহেতু আইলাম তোমা পূজি ঘটে।
লক্ষ দিয়া রাখ মাতা বিষম সঙ্কটে ॥(১)
বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিহরা সংসার সারিণী।
বলাইপূজিতা বলদেবের ভগিনী ॥
বিষম সঙ্কটে বসুদেবের শরণ।
বিষাণবাদিনী রাখ আমার জীবন ॥
শংখিনী শূলিনী শিবা সহচরী শঙ্করী।
শর্ব্বাণী সর্ব্বশী শক্তিরূপা শাকম্ভরী ॥
শশী শিরোমণি শৈল- শিখরবাসিনী।
শিশু-শশীচূড়া-মাথা শিবের ঘরণী ॥
ষড়ঙ্গধারিণী মাতা ষট্পদগায়িনী।
ষড়াননমাতা ষষ্ঠী ষড়ঙ্গপূজিনী ॥
সতী সত্য সনাতনী সংসার সারিণী।
সর্ব্বশুভা মহামায়া সেবক-রক্ষণী ॥
সর্ব্বলোকে গায় তোমা সেবক-বৎসলা।
সেবক উদ্ধার কর সর্ব্বমঙ্গলা ॥
হরি হর হিরণ্য- গর্ব্ভের তুমি মূল।
হইয়া নন্দের সুতা রাখিলে গোকুল ॥
হেমন্ত-নন্দিনী হর- অর্দ্ধ অঙ্গ কায়।
হও অনুকূল মাতা হইয়া সহায় ॥
ক্ষৌণীর হরিলে ভার দৈত্য কৈলে ক্ষীণ।
ক্ষনেক উরিয়া রাখ দাস আমি দীন ॥
ক্ষমা কর মহামায়া অকাল মরণ।
ক্ষমিয়া সকল দোষ রাখহ জীবন ॥
এত স্তুতি কৈল যদি সাধুর নন্দন।
কৈলাসে ভবানীর টলিল আসন ॥
অভয়াচরণে প্রণাম লক্ষে লক্ষ।
অনুক্ষণ রহু চিত্ত কায়মনোবাক্য ॥

চণ্ডীর উৎকণ্ঠা।

পদ্মা আজি কেন দেখি অমঙ্গল।
মুখে হৈতে খসে পাণ স্থির নহে মোর প্রাণ
আসন করয়ে টলমল ॥
আইস পদ্মা প্রিয়সখী খড়ি গণে বল দেখি
মন স্থির নহে কি কারণ।
অমর ভুজঙ্গ নরে কে মোরে স্মরণ করে
কহ ঝাট মোর সন্নিধান ॥
কপালে টনক পড়ে অলক ধূতি নাহি উড়ে
স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি।
হেন মনে অনুমানি কিবা মোর হয় হানি
আজি বড় অকুশল দেখি ॥
মন উচাটন এবে খাইতে দন্ত বাজে জিহ্বে
গমনে উছট বাজে নখে।
ভোজনে বিষম যাই মনে অতি ক্লেশ পাই
কাল পেঁচা ডাকে চারি দিকে।
চণ্ডীর বচন শুনি পদ্মাবতী মনে গণি
বিচারি জ্যোতিষ নানা পুঁথি।
দূর কৈল মায়া মোহ তোমার দাসীর পো
প্রাণ দিল মশানে শ্রীপতি ॥
গিয়া কালিদহজলে বসিয়া কমলদলে
মায়া কৈলে বিষম সঙ্কটে।
খুল্লনা মরিবে শোকে পূজা নৈল মর্ত্ত্যলোকে
মৈল ছিরা তোমার কপটে ॥
পদ্মার বচন শুনি রোষযুত নারায়ণী
প্রভাত-অরুণ-বিলোচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে ;—

বিষম সুষম তুমি বিশাল বাসনা।
বিষজরা বিষহরা বিভূত লোচনা ॥
ব[illegible]দেব সুতা দেবী নগের নন্দিনী।
বুদ্ধিহরা বুদ্ধিরূপা বন্ধন হারিণী ॥
বিষম সঙ্কটে কৈলে বসুদেবের উদ্ধার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার ॥

বসিলা যে পদ্মাবতী ভাবিয়া ঈশ্বরী।
দেব যোগী গণ আর দেবতার পুরী॥
প্রথমে গণেন পদ্মা অষ্ট লোকপাল।
রজনী দিবস খড়ি করেন বিচার॥
দেবতা দানব প্রেত ভুত নিশাচর।
পিশাচ গণিল আর যক্ষ কিন্নর॥
বলিকে গণিল যেই দৈত্যের নাথ।
হরির সেবক দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ॥
নাগ কুম্ভীর মৎস্য গণে ঘড়িয়াল।
প্রত্যেকে গণিল স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল॥
ক্ষিতিতলে তৃণ তরু পশু নদী নদ।
প্রত্যেকে গণিল পদ্মা যতেক পর্ব্বত॥
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর।
অষ্টবসু যতীগণে ডাকিনী কাঁউর॥
সনকাদি মুনিগণ নারদাদি ঋষি।
অরুন্ধতী আদি করি যতেক রূপসী॥
গণিল অনেক লোক দেখিতে না পায়।
সভয় পদ্মার মন হৃদয় শুকায়॥
ধ্যান করিয়া পদ্মা ব্রহ্মে দিল মন।
প্রসন্ন দেখিতে পায় এ তিন ভুবন॥
ধনপতি নামে সাধু বসয়ে উজানী।
তোমার ব্রতের দাসী তাহার রমণী॥
তার পুত্র শ্রীপতি বুঝে নানা কলা।
পড়িবারে গেল পণ্ডিতের পাঠশালা॥
অধ্যাপক প্রধান পণ্ডিত জনার্দ্দন।
গালি দিল দ্বিজ তারে জারুয়া চেমন॥
গুরুর বচনে তার মনে বাড়ে ক্রোধ।
উপবাসী করি বুলে না মানে প্রবোধ॥
জননী কহিল মিথ্যা যতেক প্রলাপ।
সিংহলনগরে বাছা আছে তোর ব'প॥
না শুনে মায়ের কথা, বাপের কারণ।
বুহিত সাজিয়া আইল দক্ষিণ পাটন॥
কালীদহে গজ গিলে কামিনী-কমলে।
প্রতিজ্ঞা করিল যায়া নৃপতির স্থলে॥
হারিলেক সাধু নিজ সাক্ষীর বচনে।
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে॥
জীবনে কাতর হয়ে সাধুর নন্দন।
সঙ্কটে পড়িয়া সাধু করয়ে স্মরণ॥ (১)
কি বোল বলিলি পদ্মা জন্মাইলে দুখ।
শ্রীকবিকঙ্কণ রঘুনাথের কৌতুক॥

চণ্ডিকার ক্রোধ ও রণসজ্জা।

কোপেতে লোহিত আঁখি চণ্ডিকা বলেন সখি
শুন পদ্মা আমার বচন।
রাজাকে বধিয়া আজি ছিরারে ধরাব ছাতি
ঝাট কর সেনার সাজন॥
আমার সেবক ভ্রমে যদি লয়ে থাকে যমে
বড়াই করিব তার দূর।
দিয়া বহুতর ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ
পোড়াইব সঞ্জীবনীপুর॥
চৌদিকে দুন্দুভি বাজে চৌষট্টী যোগিনী সাজে
আগুদলে চণ্ডীর পয়াণ।
রণপড়া বাজে ঢাক ধায় দানা লাখে লাখ
ধরি তরু পর্ব্বত পাষাণ॥
করে ধরি অসিখণ্ডা ডাহিন দিকে উগ্রচণ্ডা
বাম দিকে ধায় চণ্ডবতী।
পরিয়া লোহিত ধুতি বাম দিকে শিবদূতী
কৌশিকী কালিকা লঘুগতি॥
সজল জলদ ধ্বনি শিবাসুত-নিনাদিনী
রণপ্রিয়া কঙ্কাল মালিনী।
আইলা চণ্ডী চন্দ্রচূড়া মহেশ্বরী বৃষারূঢ়া
ভুজঙ্গ-বলয়া ত্রিশূলিনী॥
আইলা রাজহংস রথে কপোতাক্ষ শূল হাতে
ব্রাহ্মণী বাদিনী চতুর্ম্মুখী।

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই দুই পংক্তি বেশী আছে;—
ছেলি উপাখ্যানে তার মায়ে কৈলা দয়া।
দাসীর তনয় রাখ দিয়া পদছায়া॥

বেদ বিদ্যাগণ সঙ্গে সমর প্রসঙ্গ রঙ্গে
আনন্দে নাচয়ে যত সখী ॥
আইলা দেবী বিদ্যমানে কুমারী সমর স্থানে
শক্তিহস্তা ময়ুর-বাহিনী ।
বৈষ্ণবী গরুড় রথে শংখ চক্র গদা হাতে
আইলা পাশধরা বিদ্যাতিনী ॥
বারাই খেটক ধরা আইলা দেবী চন্দ্রচূড়া
করালাস্যা মুসলধারিণী ।
আইলা চণ্ডিকা সঙ্গী হয়ে দেবী নারসিংহী
নখারূঢ়া নৃসিংহরূপিণী ॥
সহস্রাক্ষ ইন্দ্রাণী আইলা দেবী বজ্রপাণী
আরোহণ করি ঐরাবতে ।
যোগিনীগণ শত শত রণরঙ্গে অনুগত
সবে আইলা চণ্ডিকার সাথে ॥
শংখযুত ক্ষিতি পাণী কালি কপালমালিনী
সিংহমুখী করাল-বদনা ।
মুখে অট্ট অট্ট হাস করে ধরি অসিপাশ
খট্টাঙ্গ ধারিণী ঘোররসনা ॥
দীপীচর্ম্ম পরিধানা শুষ্কমাংস ভীষণা
বিস্তার বদনা ভয়ঙ্করা ।
লোলজিহ্বা ঘোরমুখী নিমগ্না লোহিত আঁখি
নিনাদে পূরিল দিগন্তরা ॥
ধাইল সকল দানা আগুদলে দেয় হানা
ঈষৎ বিকট দশন ।
কাল ধল কেহ রাঙ্গা নাচয়ে সকল রঙ্গা
কাঢ়া পঢ়া বাজয়ে বাজন ॥
গলে নামে হাড়মাল কার হাতে তাল শাল
আজানু লম্বিত জটাভার ।
পরিয়ে লোহিত শাড়ী বুকে আচ্ছাদিত দাড়ি
চণ্ডিকারে করয়ে জোহার ॥
সমর দুন্দুভি বাজে সকল যোগিনী সাজে
কোলাহল হৈল সুরপুরে ।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
উর চণ্ডী রাখিতে কিঙ্করে ॥

ধরিয়া বিশাল কায়া আইলা দেবী মহামায়া
কপালে তিলক দিনমণি ।
কোপে কম্পমান তনু ভ্রুযুগে কাম ধনু
গগনে পূরিল ঘোর ধ্বনি ॥
শবারূঢ়া মহাতেজা আইলা দেবী দশভুজা
করে লয়ে নানা প্রহরণ ।
নিল ধনু আদি যত বাণ নিল অসংখ্যাত
সিফর সফর শরাসন ॥
গায়ে আরোপিল রাঙ্গি ভুষণ্ডী ডাবুস টাঙ্গি
তবক বেলক চক্রবাণ ।
করে নিল ভিন্দিপাল টঙ্গ টাঙ্গি করবাল
জাঠা নিল কামান কৃপাণ ॥
করেন অট্টহাস দেবগণে লাগে ত্রাস
নিনাদে পূরিল ত্রিভুবন ।
যেন দৈত্য বধ কালে মিলি যত দিক্‌পালে
দিল সবে নিজ প্রহরণ ॥
চণ্ডীর ক্রোধের কালে মিলি যত দিক্‌পালে
নানা অস্ত্র কৈল সমর্পণ ।
নিজ তূণ হৈতে আনি শূল দিল শূলপাণী
হস্ত হৈতে চক্র নারায়ণ ॥
শংখ দিল জলেশ্বর শক্তি দিল নিশাচর
নাগপাশ দিল অম্বুপতি ।
কামুক অক্ষয় গুণ বাণপূর্ণ দুই তূণ
চণ্ডিকারে দিল সদাগতি ॥
বজ্র ত্বরিত গতি আনি দিল সুরপতি
কাত্যায়নী ঐরাবত হৈতে ।
কাল দণ্ড হৈতে যম দণ্ড দিল অনুপম
দক্ষ দিল অক্ষমালা হাতে ॥
অবনত করি মাথা কমণ্ডলু দিল ধাতা
লোমকূপে রশ্মি দিবাকর ।
রোষযুত করবাল সমর্পণ করে কাল
অবনী লোটায়ে কলেবর ॥
ক্ষীর সিন্ধু দিল হার অক্ষয় অমর তার
চূড়ামণি কনক কুণ্ডল ।

দিল মুকুটের আভা অৰ্দ্ধচন্দ্র ইন্দুশোভা
বাহুযুগে অঙ্গদমণ্ডল ॥
নূপুর মরাল ভাষা দিল দিব্য কর্ণভূষা
অনুপম রত্ন বিভূষণ।
রত্নময় অঙ্গুরী সকল অঙ্গুলি ভরি
রবি শশী রশ্মির শোভন ॥
বিমল শোভয়ে সদ্ম জলনিধি দিল পদ্ম
কেশরী বাহন হিমবান।
দিলেন করিয়া পূজা অমর দেবের রাজা
যাহাতে অক্ষয় সুধাপান ॥
চণ্ডীকার ক্রোধ দেখি দেবগণ হৈল দুখী
কোলাহল হৈল সুরপুরে।
যুক্তি করি দেবরাজ জানিতে চণ্ডীর কাজ
পাঠাইল নারদ মুনিবরে ॥
শেষে দিল নাগহার মহামুনি ভূষা যার
যেই প্রভু ধরিল অবনী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
প্রকাশিল দ্বিজ নৃপবর ॥

চণ্ডীর জরতীবেশ ধারণ।

ইন্দ্রের বচনে মুনি চাপিয়া বিমানে।
দণ্ডমাত্রে আইলা চণ্ডিকা বিদ্যমানে ॥
চণ্ডিকারে দেব ঋষি নোয়ায়িল মাথা।
আশীষ করিল তারে হেমন্ত দুহিতা ॥
চণ্ডিকারে জিজ্ঞাসা করিল মহামুনি।
কহ গো এমন বেশে কোথায় সাজনী ॥
তোমার ক্রোধের কাল প্রলয় সমান।
কার তরে এত বেশে কোথাকে পয়ান ॥
এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল মহামুনি।
নিজ প্রয়োজন কথা কহিল ভবানী ॥(১)

হাসিয়া নারদ মুনি দিলেন উত্তর।
তোমারে উচিত নহে নরের সমর ॥
এতেক সাজন ছার নরের কারণে।
গরুড়ের রণ কিবা মশকের সনে ॥
তোমার সমরে হর হরি দিল ভঙ্গ।
সিংহের সহিত যুদ্ধে ভেজাও মাতঙ্গ ॥
চাহিলে না দেও যুদ্ধ করিহ অবশেষে।
সাধু করি নিল নারদ উপদেশে ॥
জরতী ব্রাহ্মণী অস্থিচর্ম্ম বিলোলনা।
মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চল-পরাণা ॥
বাতে হৈল কাঁকালী বেকা যান হয়ে টেড়ি।
উছোটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি ॥
বাম করে নিল মাতা রঙ্গন চুপড়ি।
সব্য করে নিল মাতা সিংহাবেত নড়ি ॥
করে নিল কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান।
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তের করিতে কল্যাণ ॥
সঙ্কেত করিয়া সেনা রাখি এক স্থানে।
সেইক্ষণে উরিলেন দক্ষিণ মশানে ॥
নারদের উপদেশে আইলা ভবানী।
বন্দিয়া ইন্দ্রের সভা যান মহামুনি ॥
অম্বিকা চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত।

হাতে নড়ি কাঁখে চুপড়ি উচ্চৈঃস্বরে বেদ পড়ি
বিনয় বলেন ধীরে ধীরে।
করযোড়ে করি দর্ভা কুসুম চন্দন দূর্ব্বা
আরোপিল কোটালের শিরে ॥
কোটাল আমি আইলাম তোমার সন্নিধান।
বড় তুমি ভাগ্যবান এই হেতু মাঙ্গি দান
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান ॥
জরাযুত হৈল তনু বসিতে ধরি যে জানু
ভূমি ধরি উঠি যে যতনে।
হেন জনা নাহি কোলে হাতেতে ধরিয়া তোলে
দোসর সারথি বন্ধুজনে ॥

---

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই দুই পংক্তি বেশী আছে ;—
আমার সেবকে লয়ে কাটে শালবান্।
কাটিব তাহার মাথা কহিনু বিধান।

নাতিটী হয়েছি হারা দেখিনু তাহার পারা
আমি আইলাম তোমার সন্নিধান।
চিহ্নিনু আপন নাতি কোটাল পেয়েছ কতি
বাপের পুণ্যেতে কর দান॥
শিশুমতি মোর নাতি নহে ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি
নহে থাট বাটপার চোর।
কৃপণের যেন কড়ি অন্ধের যেমন নড়ি
দানদিয়া প্রাণ রাখ মোর॥
পাইনু অনেক ক্লেশ ভ্রমিনু অনেক দেশ
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল।
ত্রিগর্ত্ত আগরা দিল্লী চাহিনু অনেক পল্লী
অবশেষে আইলাম সিংহল॥
প্রভু মোর কুলে বন্দি কুলে শীলে নাহি নিন্দি
স্বামি ঘোষাল পঞ্চানন।
তপস্যা করিয়া আমি দরিদ্র পাইনু স্বামী
এক বৃষ সবে তার ধন॥
অবলম্বে নাহি ঠাঁই সমুদ্রে ডুবিল ভাই
প্রাণনাথ কৈল বিষপান।
দারুণ দৈবের দোষে ছুই পুত্র নাহি পোষে
কত দুখ করিব বাখান॥ (১)
তুমি হবে পুণ্যবান রাজা যে করিবে মান
বাড়ুক তোমার পরমাই।
দিশা লাগে পথে যাইতে ছিরা দেহ মোর সাথে
আশীষ করিয়া ঘরে যাই॥
শ্রীমন্তের শিরে পাণি আরোপিল নারায়ণী
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ ভূমির পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর অন্যরূপ বেশি আছে।
তুমি হও পূণ্যবান, নৃপতি রাখিবে মান,
বাড়ুক তোমার পরমাই।
রাঙ্গন চুপড়ি হাতে, ছিরা দেহ মোর সাতে,
আশীষ করিয়া ঘর যাই॥

কোটালের বিনয়।

আমি পরাধীন, অতি বড় ক্ষীণ,
বিশেষে রাজার দাস।
ক্ষম এই দায়, ধরি তুয়া পায়,
বধ্য জনের ছাড় আশ॥
এই সাধু ভণ্ড, নৃপ কৈল দণ্ড,
মিথ্যা বচনের দোষে।
নৃপের শাসনে, এনেছি মশানে,
বান্ধিয়া মায়ের পাশে॥
কর্ণ বলি আদি, যত যশোনিধি,
আছিল ধরণীপাল।
লোক সুখ যত, তা না বলিব কত,
সকল হরিল কাল॥
দান কর্ম্ম ফলে, ছিল মহীতলে;
স্বর্গপুরে হৈল স্বামী।
বিধি সনে বাদ, হৈল পরমাদ,
সে ভাগ্য না কৈনু আমি॥
রাখি তুয়া মান, যদি করি দান,
পরাণে দণ্ডিবে রাজা।
সাধু বিনে আন, যে চাহ দিব দান,
তোমার করিব পুজা॥
একে যে ব্রাহ্মণী, আরে অনাথিনী,
ভিক্ষুক ভোজনে আশা।
কহি যে বিশেষ, শুন উপদেশ,
না হবে যদি নিরাশা॥
এই পাপমতি, যদি বটে নাতি,
করিবে পরাণে রক্ষা।
যাও রাজধাম, সাধ নিজ কাম,
ছিরারে করহ রক্ষা॥
রাজা শালবান, কর্ণের সমান,
যা চাহ তাহা পাবে দান।
কল্পতরু ত্যজি, হীন জনা ভজি,
সাহড়াতলে সাধ মান॥

কোটালের বাণী, শুনি নারায়ণী,
চাহেন পদ্মার মুখ।
বুঝিয়া ইঙ্গিত, পদ্মা বলে হিত,
যাচ এ্যা বড়ই দুখ॥
রাজসভাখান, নিতে যাবে দান,
দেখা দিবে কত জনে।
সাধু কোলে করি, বৈস মহেশ্বরী,
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥

শ্রীমন্তকে অভয় দান।

শ্রীমন্ত বসিয়া আছে বকুলের তলে।
সবা বিদ্যমানে চণ্ডী সাধু কৈল কোলে॥
শ্রীমন্তকে কোলে করি বসিলা ভবানী।
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কানাকানি॥
সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত।
বুঝিতে না পারি এই বুড়ির চরিত॥
ব্রাহ্মণীর দেখি কিছু কোপের উদয়।
সেনা মিলি যুক্তি করি কোটালের ভয়॥
আচম্বিতে আইল বুড়ি দক্ষিণ মশানে।
অথির নয়নে বুড়ি চাহে সবা পানে॥
বয়সে অশীতিপরা পরা গুণবাস।
বল বুদ্ধি টুটা ভোজনে অভিলাষ॥
সকল বচনে বুড়ি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিন দুই প্রহরে দেখি ঘোর অন্ধকার॥
কোন দেবতা আইল ব্রাহ্মণীর বেশে।
নাহি দেখয়ে বুড়ি লোচন নিমিষে॥
চক্ষে নাহি দেখে বুড়ি নাহি শুনে কাণে।
অন্যথা কেমনে আইল দক্ষিণ মশানে॥
নাহি দান দিতে বুড়ি সাধু কৈল কোলে।
রাজার বিপক্ষ আজি লইবে বল ছলে॥
একলা আইল বুড়ি হৈল দুই জন।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে বুড়ির লোহিত লোচন॥
ব্রাহ্মণীর বোলে যদি ছাড়ি রাজ অরি।
সবংশে বধিবে প্রাণ নৃপ অধিকারী॥
যদি বা হানিয়া যাই রাজ রিপুজন।
মশানে বুড়ির ঠাঁই না রহে জীবন॥
কোটালে গর্জ্জিয়া বলে নব কোটালিয়া।
শ্রীমন্তের জটে ধর ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া॥
কোপে পদ্মাবতী দিল ঘণ্টার নিশান।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

কোটাল থানিক জীবন রাথ।
ধরি তুয়া পায়, ক্ষম এই দায়,
সুকৃতি শরণ দেখ॥
লহ মোর হার, রত্ন অলঙ্কার,
অঙ্গুরী অঙ্গদ বালা।
ছাড়হ কুন্তল, পি যে গঙ্গাজল,
দেহ তুলসীর মালা।
ঘোর তরোয়াল, কত দেখাও আর,
ছিরাকে চমকি লাগে।
করি নিবেদন, পুণ্যে দেহ মন,
বলি কিছু তুয়া আগে॥
লোক ভাবে দুখ, সাধু পূর্ব্বমুখ,
বসিলা বসন পাতি।
হানে কোতোয়াল, ভাঙ্গে তরোয়াল,
দুঃখভাবে নিশাপতি॥
কাঙ্গালী এই বুড়ি, কার্য্য কৈল টেড়ি,
ভাঙ্গিল আমার অসি।
নানা অস্ত্র ধরি, দুষ্ট সাধু মারি,
কিসের বিলম্বে বসি॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তাঁর সভাসদ, রচি চারু পদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

কোটাল দুখ পাইলে নিজ কর্ম্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না সেবিনু নারায়ণ
কারে না রাখিনু সন্তোষে॥

জঙ্গম যজ্ঞের কুণ্ড বহুধা ব্রাহ্মণ তুণ্ড
মন্ত্র দান না কৈনু আহুতি।
যত সতীজন প্রতি না করিনু প্রেম-ভক্তি
এই হেতু পঞ্চম দুর্গতি॥
আছিল বৈকুণ্ঠপুরী বৈকুণ্ঠের নাথ হরি
জয় বিজয় দুই ভাই।
হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গী বিরিঞ্চি-নন্দন লঙ্ঘি
বৈকুণ্ঠে না পাইনু ঠাঁই॥(১)
দ্বিজে নাহি দিনু দান অপাত্রে সাধিনু মান
দরিদ্র হইলাম এই দোষে।
জীবে না করিনু কৃপা এই হেতু ক্ষীণতপা
ঘরে ঘরে ফিরি ভিক্ষা আশে॥
দারুণ দৈবের গতি দরিদ্র আমার পতি
ধুতুরা পাগল দিগম্বর।
ভিক্ষা যে পরম ক্লেশ সবে ধন বুড়া বৃষ
মৈনাক কুমুদ সহোদর॥
স্বামী মোর কুলে বন্দি কুলে শীলে নাহি নিন্দি
বেলপাতে যার অধিষ্ঠান।
তপস্যা করিয়া আমি দরিদ্র পাইনু স্বামি
এক বৃষ সবে তার ধন॥
ব্রাহ্মণী যতেক ভণে কোটালিয়া নাহি শুনে
হৃদয়ে ভাবেন ভগবতী।
রাখিতে কিঙ্কর জন সবিনয়ে নিবেদন
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি॥

প্রবেশিল রে পাইক সাধু মারিবারে।
গাণ্ডীব উপর, হাড়িয়া চামর,
সঘনে সিংহনাদ পূরে।
পূরিয়া বেলকে, সন্ধান ধনুকে,
ধনুকে সারিয়া কাড়া।
করিয়া সন্ধান, ছাড়ি দিতে বাণ,
ধনুকের ছিঁড়িল চড়া॥
পালাইল ধানুকী, আগু হৈল তবকী,
উভকরী তবক গুলি।
অনলে দিতে ফু, পোড়ে তবকির,
পাছু হয়ে পড়িল গুলি॥
ধাইল বীরবর, লইয়া যমধর,
মারিল শ্রীমন্তের গায়।
শ্রীমন্তের অঙ্গে যমধর ভাঙ্গে,
বীরগণ ভেল ভেল চায়॥
দশ বিশ বীরবর, ধাইল তবলকর,
শ্রীমন্ত করিতে গুণ্ডা।
শ্রীমন্তের অঙ্গে, একে একে ভাঙ্গে,
আখাড়িয়া যেন ভ্রুকুণ্ডা॥
শ্রীমন্ত সারিয়া, রায়বাঁশে ধরিয়া,
ধাইল পদাতিচয়।
ভাঙ্গিল রায়বাঁশ, পদাতি পাইল ত্রাস,
শ্রীমন্তের হৈল জয়॥
সাধু হৈল বজ্রকায় নানা অস্ত্র ভাঙ্গিযায়
পাইক কান্দে মাথে হাত দিয়া।
কোটালিয়া কম্পমান ঘন ডাকে হান হান
দূর কর ব্রাহ্মণী ঠেলিয়া॥
বুড়ি গৌরব রাখহ আপনার।
হৈল দুই প্রহর বেলা রাজকার্য্যে হৈল হেলা
ঝাট হান বিদেশী কুমার॥
বুড়ি মাঙ্গি বুল কড়া কড়া পরিধান শত ছিঁড়া
মানুষ লইতে চাহ দান।
কোথা হৈতে আইল বুড়ি কার্য্য করিলে টেড়ি
অষ্টলোকপাল পরমাণ॥
শিখিয়া ডাহিন কলা জানয়ে কতেক ছলা
আপনা চিনিয়া যাও বাস।
শেল অসি শর খণ্ডা পাইকের যতেক ভণ্ডা
সকল করিল বুড়ি নাশ॥

---

(১)। মুদ্রিত পুস্তকে চারি পংক্তি বেশি আছে।
দ্বিজে নাহি দিল দান, না কৈল গুরুর মান,
দিনে দিনে পরমায়ু নাশ।
লংঘিয়া কপিল ঋষি, সূর্য্যবংশ ভস্মরাশি,
রামায়ণের শুনি ইতিহাস।

বুড়ি আসিয়া পাতিলে নানা মায়া।
যতেক বিনয় কহি ব্রাহ্মণী বলিয়া সহি
নাহি যায় মশান ত্যজিয়া॥
হাত পাও কাঁপে বুড়ি কথার বড়াই বুড়ি
প্রবোধ বচন নাহি শুনে।
সব মিথ্যা যত কয় অকারণে কর ভয়
আশু হান বুড়িকে মশানে॥
মোর বোল শুন নেকা বুড়িকে মারিয়ে ঢেকা
এথা হৈতে ঝাট্ কর দুর।
বুড়ির থাকিলে আগে শেল টাঙ্গি খাঁড়া ভাঙ্গে
কুজ্ঞানী বুড়িতে প্রচুর॥
কোটালের কথা শুনি নেত কোটাল মনে গণি
অভয়ারে ফেলিল ঠেলিয়া।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
গালি দিল ডাহিন বলিয়া॥

কোটালের সহিত যুদ্ধ।

আইলাম ভিক্ষার আশে নাহি দিলে ভিখ।
কিসের কারণে বেটা বল ধিক্ ধিক্॥
ব্রাহ্মণী লজ্মনের ফলে হইবে অল্লাই।
প্রথম রণে মরিবা কোটাল সাত ভাই॥
ব্রাহ্মণীর তরে যেন বল কুবচন।
অনুমানে বুঝি তোমার নিকট মরণ॥
বুড়ি আসিহ কুলের কার্য্যে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে।
আসিয়া লইস্ দান যেবা লয় মনে॥
দুর কর সাধ বুড়ি মানুষের কথা।
ইহাকে বাঁচাতে পারে কার দুটা মাথা॥
মশান ত্যজিয়া বুড়ি ঝাট্ চল দুর।
গৌরব করিব দুর ধরিয়া চিকুর॥
কোপে পদ্মা বাজাইল নিশানের ঘণ্টা।
আইল দানা দুই মাথা নামে রণঝণ্টা॥
নেত কোটালের ঘাড়ে মারে ঘাড় কাতা।
করের প্রহারে তার ছিঁড়িগেল মাথা॥
যুঝয়ে দেবীর সেনা কোটালের ঠাটে।
রণের শবদে গগনতল ফাটে॥
মার মার করিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক।
দুই দলে রণ বাজে বাজে জয়ঢাক॥
ঝট ঝট করিয়া তবকে পুরে গুলি।
রণঝাঁটা যুদ্ধ করে মাথার ভাঙ্গে খুলি॥
রণে দিল পদ্মাবতী দুন্দুভি নিশান।
অভয়া মঙ্গল কবি কঙ্কণে গান॥

জরাতি ব্রাহ্মণীবেশে যুঝেন ভবানী।
ঘরদল পরদল, বাজয়ে মাদল,
কেহনা শুনে বাণী।
ভ্রূকুটি কুটিলা, পিঙ্গল জটিলা,
পরিহিত লোহিত বসনা॥
কড় মড় দন্তা, সমর দুরান্তা॥
ভয়দা ভীষণ-বীদনা॥ (১)
পলিত জটিলা, কৃত নর মালা,
আজানুলম্বিত জটা।
রণভূমি কালী, বিষম করালী,
জলধর জিনিয়া ছটা॥
বেড়িয়া মশান, পাইকের চাপান,
ঘন বাজে দামামার সাড়া॥
রণমদে মাতয়ালা, ধায় কাল বেতালা
খা(ই)তে ধায় মিলিয়া দাড়॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর অন্য রূপ আছে:—

কৃত নরমালা পলিত জটিলা
অভিনব জলধর নাদা।
শত শত ডাকিনী, সঙ্গে চলে ব্রাহ্মণী
ছাড়িয়া কুল মর্য্যাদা॥
লোহিত লোচনা চঞ্চল বসনা
আজানুলম্বিত জটা॥
রণ ভূমে কালী বিষম করালী
জলধর জিনিয়া ছটা॥

খরতর দৃষ্টে, গজবর পৃষ্ঠে
মাহুত সারিয়া দন্ত।
পরিসর মুণ্ডে, ধরিয়া চণ্ডে,
চড়ায়া ভাঙ্গিল অন্ত॥
করিবর শুণ্ডে, ধরিয়া মুণ্ডে,
ঘন দেয় গগনের পাক।
গজের চাপনে, পড়িয়া মশানে,
পদাতিক লাখে লাখ॥
বিন্ধি যমধর, পড়িল বীরবর
গদা হাতে পড়িল গদী।
ঢালি পাইক তবকী পড়িল ধানুকী
বেগে বহে রুধিরে নদী॥
সেতাই নেতাই কোটালের দুই ভাই
পাতে তারা মহিষা ঢাল।
আকাশে কুমুদা ধাইল মামুদা
ধরিয়া পূরিল গাল॥
পড়িল সেনাগণ কোটাল ত্যজি রণ
চলিল নৃপতির ঠাঁই।
সুকবি মুকুন্দ, রচিল পরিবন্ধ,
কবিচন্দ্রের ভাই॥

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন।

অবধান কর রায়, নিবেদি তোমার পায়,
প্রাণ লয়ে পলাও নৃপমণি।
তোমারে বলি যে দঢ়, আহড়ে আহড়ে চল,
নাহি দেখে যাবত ব্রাহ্মণী॥
তোমার আদেশ পেয়ে,বৈদেশী সাধুরে লয়ে,
হানিবারে লইনু মশান।
নাহি দেখি নাহি শুনি, আইল বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী,
সাধুকে লইতে চাহে দান॥
তুমি নৃপ শিরোমণি, অলজ্ঘ্য তোমার বাণী,
ব্রাহ্মণীরে নাহি দিনু দান।
হুহুঙ্কার ছাড়ে বুড়ি, যোজনেক বাট যুড়ি,
তার সেনা যুড়িল মশান॥
ব্রাহ্মণী দিলেক হানা, পড়িল সকল সেনা,
একটি নাহিক অবশেষ।
তোমারে বারতা দিতে,আছিলাম এক ভিতে
পড়ায় করিয়া পরবেশ॥
কাখে চুপড়ি হাতে নড়ি,আইলা ব্রাহ্মণী বুড়ি
কোন নৃপতির হয়ে চর।
হেন লয় মোর মনে,কোন রাজা আইল রণে
রাখিতে শ্রীমন্ত সদাগর॥
কোটালের কথা শুনি, রোষযুত নৃপমণি,
কোপে রাজা পূরিল অন্তর।
ঘন পাক দেয় গোঁপে, দশনে অধর চাপে,
রচিল মুকুন্দ কবিবর॥

সিংহলেশ্বরের সমর সজ্জা।

কোটালের কথা শুনি কাঁপে সর্ব্ব গা।
সাজ সাজ বলি দামামায় পড়ে ঘা॥
চলিলা যে যুবরাজ রাজার আরতি।
লেখা জোখা নাহি যত চলে সেনাপতি॥
অস্ত্র ব্যস্ত করিয়া চৌদলী নিল কান্ধে।
ধরণী কম্পিত হৈল রাজার নিনাদে॥
রায়বীণা গন্ধবীণা বাজে রুদ্রবীণা।
দগড় দোগড়ি বাজায় শত শত জনা॥
হাতীর গলাতে ঘণ্টা বাজে ঠনুঠনী।
কাংস্য করতাল বাদ্য বিপরীত শুনি॥
জয়ঢাক বীরঢাক রাক্ষসী বাজনা।
প্রলয় সময়ে যেন পড়ে ঝঞ্ঝনা
হাত দামা ঢাক ঢোল তরল বিশাল।
দামা দড়মস বাদ্য বাজে সিন্ধুয়াল॥
বিষম তরল আগে আরোপিয়া কাটি।
বুরুজ কামান হাতে শেলপাট ঝাটি॥
যবনিয়া পদাতিক যবন সোয়ার।
ঘোররূপ যবন সব বলে মার মার॥
পার্ব্বতিয়া অশ্ব সব সোণার বিথুকী।
কণ্ঠে ঝিলিমিলি হার করে ধিকি ধিকি॥

ঢালী পাইক সাজে হাতে খাঁড়া ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিশাল ॥
ধানুকী পাইক সাজে হাতে ধনুঃশর।
কটিদেশে তরবার খুলিল সত্বর ॥
চৌকনিয়া পাইক চৌকন হতে করে।
হাড়িয়া চামর বান্ধে বাঁশের উপরে ॥
বিচিত্র পামরী আর পারিজাত মালা।
বৈরিবেশে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা ॥
ভীম অর্জ্জুন কর্ণ কোটাল দুর্ব্বার।
ভিড়নে চলিল চঙ্গ বাইশ হাজার ॥
রাজার বেটা যুবরাজ ঠাটে আগুয়ান।
শকটে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান।
লহ লহ করে যত হস্তীর শুণ্ড।
পিপীলিকা সারি যেন পাইকের মুণ্ড ॥
বারৈর বরজে যেন গোছায়া তোলে পান।
পাখরিয়া ঘোড়া সাজে কাহণে কাহণ ॥
ডানিদিকে সাজিল কোটাল ভীম মল্ল।
রাজার জামাতা সাজে নামে বীরশল্ল ॥
সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
আগুদলে সাজে যত পাখরিয়া ঘোড়া ॥
তবক বেলক সাজে কামান কৃপাণ।
পৃষ্ঠদেশে পূর্ণিত তূণেতে যত বাণ।
রণসিংহ রণভীম ধায় বনঝাটা।
তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয়া চুণের ফোঁটা।
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে ফেলে জল ॥
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া দিল ঠাট।
আগুদলে সেনাপতি আগুলিল বাট ॥
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন।
মশান বেড়িয়া ধায় রাজ সেনাগণ ॥
দেখিয়া ফাঁফর হৈলা কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥

শ্রীমন্তের করুণা।

অভয়া ঝাট ছাড়ি চলহ সিংহলে।
তুমি গো অবলা জাতি আমি নহি রণে কৃতী
কেনে প্রাণ হারাবে বিফলে ॥
চারি দিকে আগুদলে পড়ে বজ্রসার শিলে
ধূমে আচ্ছাদিত দিনমণি।
দেখিয়া লাগয়ে ভয় কত কত সেনাচয়
কেমতে রহিবে একাকিনী ॥
দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা তুরঙ্গে তবল বান্ধা
আসোয়ার কবচে মণ্ডিত।
চাঙরা ভোঙরা মাথে কামান কৃপাণ সাথে
কত আইল সমরে পণ্ডিত ॥
মাথার সুরঙ্গ ডালী তবকী বেলকী ঢালী
পাইক আইসে পণে পণে।
পরাণ করিয়া পণ আইসে করিতে রণ
সাহস করহ অকারণে ॥
শুন কর্ণে, দেখহ নয়ানে।
পদাতী ধানুকী তথি আইসে কত সেনাপতি
সমর করিতে তোমা সনে ॥
কপালে সিন্দুর ফোঁটা আইসে মাতঙ্গ ঘটা
সাজি আইসে যেন কাদম্বিনী।
গজপৃষ্ঠে দামা ঘণ্টা দেখি লাগে উৎকণ্ঠা
কেমনে রহিবে একাকিনী ॥
মাথায় ধরিয়া ছাতি গজপৃষ্ঠে নরপতি
চারিদিকে ভূঞার পয়ান।
শত শত বাজে দামা নাই পাইকের সীমা
ঝাট ছাড়ি চলহ মশান ॥
আচ্ছাদিয়া মহীতল আইসে মাতঙ্গ বল
বারভূঞা আইসে সেনাপতি।
চৌদিকে বেড়িল রথ পলাইতে নাহি পথ
আজি দেখি বিষম দুর্গতি ॥
মেঘের গর্জ্জন জিনি বড় কামানের ধ্বনি
রব শুনি কাঁপয়ে পরাণি।

শুন মোর নিবেদন ছাড়ি যাও মশান
এই আমি বলি স্তুতি বাণী॥
শ্রীমন্তের শুনি কথা বলেন শিখরী-সুতা
দূর কর মনের বিষাদ।
একলা করিব জয় সকল করিব ক্ষয়
অকারণে গণহ প্রমাদ॥

দানাগণের মহলা।

কোপে পদ্মাবতী দিল আঁখিঠার।
হাতে তালগাছে দানা করয়ে জোহার॥
মহলা করয়ে দানা নামে ধুণ্ডামড়া।
পোটিকের চাউলের অন্ন করে এক জোড়া॥
চণ্ডীকে প্রণাম করে দানা আঠিগলা।
পদ্মার নিকটে দানা করয়ে মহলা॥
চিকি চিকি করে দানা নামে আট ভুণ্ডা।
নরমুণ্ড চিবায় যেন সরস গুয়া॥
মহলা করয়ে দানা আউটি বেতাল।
দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল॥
মহলা করয়ে দানা নামে বীরঘাটু।
সমুদ্রে মাঝে যুঝে পাতি দুই আঁটু॥
মহলা করয়ে দানা নামে তালজঙ্ঘ।
বার মাস যুদ্ধ করে নাহি দেয় ভঙ্গ॥
মহলা করয়ে দানা নামে সদাশূলা।
এক গালে পুরয়ে রাজার সৈন্যগুলা॥
মহলা করয়ে দানা নামে ইষাবেথি।
চন্দ্রসূর্য্য ঢাকি রাখে করতলে চাপি॥
মহলা করয়ে দানা নামে সিংহজোড়া।
উপবাসী আছে খেয়ে সাত মহিষপোড়া।
সত্যযুগে পরশুরামের সনে রণ।
মাংস খেয়ে উদর পুরিল চারি কোণ॥
যবে দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল ত্রেতাযুগে।
মাংস খেয়ে উদর ভরিল তিন ভাগে॥
দ্বাপরে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ।
মাংস খেয়ে উদর পুরিল দুই কোণ॥
উপবাসী আছে যে কলির কটা দিন।
সমর বিহনে মাথা হয়েছে যে ক্ষীণ॥
হাসিয়া অভয়া তারে দিল গুয়া পাণ।
সমর করিতে তারে দিলেন বিধান॥
পাইকে পাইকে দেখা কাণ্ডে কাণ্ডে কথা।
আগু মৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা॥
তবকী ছাড়য়ে গুলি অতি ধীর ধীর।
চৈত্র মাসে মেঘে যেন বরিষয়ে শীল॥
যোগিনীর সমর না সহে রাজসেনা।
আগু পাছু আগুলিয়া পথে মারে দানা॥
মশানে ফিরয়ে দানা অঙ্গের বিহীন।
পুষ্করিণী শুকাইলে যেন এড়াইল মীন॥
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে।
মশানিয়া ধূলা লাগে সবার লোচনে॥
কাটাকাটি করে কেহ ঢাল দিয়া মাথে।
ঠেকাঠেকি পড়ে কেহ যায় যমপথে॥
শোণিতের নদীতে সাতরে ঘোড়া হাতী।
স্থল নাহি পায় ঘোড়া ডুবি মরে তথি॥
পদে পদে মত্ত হস্তী বেড়িল মশান।
ভূতলে কোটাল ডাক ছাড়ে হান হান॥
কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে।
তালসম গোলাপূরে কামান ভিতরে॥
গুরু স্মরিয়া তাহে ভেজা(ই)ল অনলে।
পাছু হয়ে পড়ে গুলি নৃপতির দলে॥
নৃপতির ঠাট গোলা খেয়ে বুলে তালি।
হাসেন চণ্ডিকা দেখি ঠাটের আড়লী॥
পুড়ি মরে সেনাগুলা দেখয়ে ব্রাহ্মণ।
বরুণ মন্ত্র তবে করয়ে স্মরণ॥
মন্ত্র স্মরণবলে স্রোতে বহে জল।
রাজার সৈন্যের দলে নিবাইল অনল॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে;—
বচন বলিতে মাত্র হইল বিলম্ব।
ভগবতীর দানা আসি করে মহাদম্ভ॥

চণ্ডনাদে চণ্ডিকা কহেন ঘোর বাণী।
তিনলোকে চমৎকার কিছুই না শুনি॥
আদ্যা সনাতনী মাতা ছাড়েন অম্বর।
ত্রিশূল পট্টিশ আর শেল যমধর॥
ধাইতে চরণ দুই পড়ে ক্রোশে ক্রোশে।
মাতৃগণ সঙ্গে ধায় ব্রাহ্মণীর বেশে॥

চণ্ডিকারে প্রণাম করয়ে আট গোলা।
পদ্মার নিকটে দেই আপন মহলা॥
মহলা করয়ে দানা নামে ধুম্রাপাশ।
পৌটি চেলের ভাত করে এক গ্রাস॥
মহলা করয়ে দানা নামে তালজঙ্ঘ।
বার মাস রণ করে নাহি দেয় ভঙ্গ॥
মহলা করয়ে দানা নামে রণঘাঁটু।
সমুদ্রের মাঝে যার জল এক হাঁটু॥
মহলা করয়ে দানা নামে বাঘমুয়া।
নিশ্বাস ছাড়িতে যার নিকলয় ধুঁয়া॥
চিকিমিকি করে দানা নামে আচাভুয়া।
নরমাথা খায় যেন সরসিয়া গুয়া॥
মহলা করয়ে দানা নামে মহাকাল।
হাতী ঘোড়া দাঁতে বিন্ধে যেন পাকা তাল॥
মহলা করয়ে দানা আউট বেতাল।
দন্তগুলা মেলে যেন পাটুয়া কোদাল॥
যেইকালে শ্রীরাম রাবণে হৈল রণ।
মাংস খেয়ে উদর পূরিনু তিন কোণ॥
যেই দেবাসুরে রণ হৈল ত্রেতাযুগে।
মাংস খেয়ে উদর পূরিনু দুই ভাগে॥
দ্বাপরে হৈল কুরুপাণ্ডবের রণ।
মাংস খেয়ে উদর পুরিনু এক কোণ॥
উপবাসী আছি গো কলির কটা দিন।
রণ না পাইয়া মাতা হয়ে গেছি ক্ষীণ॥
হাসিয়া অভয়া সবাকারে দিল পাণ।
সংগ্রাম করহ সবে মোর বিদ্যমান॥
পাইকে পাইকে দেখা দেখি হৈল যথা।
আগে হৈল ফরিকার ঢালে পুতে মাথা॥

রণে হৈলা চণ্ডী বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশ।
ধবল চামর জিনি লম্বমান কেশ॥
রুচির বদন তনু জলধর জিনি।
সিন্দুর তিলক তথি শোভে দিনমণি॥
অশনি-উজ্বল-করা ধাইল ইন্দ্রাণী।
বারাহী খেটক ধরা ঘর্ঘরনাদিনী॥
চারি মুখে ব্রাহ্মণী করয়ে শংখধ্বনি।
দোলমালী করে সিন্ধু, কাঁপয়ে ধরণী॥

তবকী ছাড়য়ে গুলি বড়ই দুঃশীল।
চৈত্র মাসের মেঘে যেন বরিষয়ে শীল॥
রাজসেনা দেবীসেনা দুহে বাজে রণ।
দুই দলে কাটাকাটি শুনি ঝন্ ঝন্॥
শিলাতরু করে ধরি ফেলে মারে দানা।
ঢোকনে ঠেলিয়া ফেলে নৃপতির সেনা॥
দুই দলে হাতাহাতি বেড়িল মশান।
মাহুত উপরে ঢাক ছাড়ে হান হান॥
রণতলে উপনীত হৈল যেই দণ্ডে।
কবাট চাপড় মারি ছিঁড়ে ফেলে মুণ্ডে॥
সিংহজোড়া নামে দানা উঠিল গগনে।
কর হৈতে কেড়ে নিল সবার ঢোকনে॥
আগু হৈল ফরিকার ঢালে মাথা পুতে।
সিংহা বাঘা দুই ভাই রহে দুই ভিতে॥
মেঘে যেন বরিষায় বরিষয়ে বাণ।
কাড়িয়া লইল দানা ধনু দুই খান॥
কামানিয়া কামান পাতিল থরে থর।
তালফল সম গোলা পূরিল ভিতর॥
গুরুরে স্মরিয়া গোলা ভেজায় অনলে।
পাছু হয়ে পড়ে গোলা নৃপতির দলে॥
নৃপতির দলে গোলা খেয়ে বুলে তালি॥
হাসেন চণ্ডিকা দেবি ঠাটে মণ্ডলি॥
পুড়ে মরে সেনা দেখি পুরোধা ব্রাহ্মণ।
বরুণের মন্ত্র ওঝা করিল স্মরণ॥
মন্ত্র চিন্তন ফলে স্রোতে বহে জল।
রাজার সমরতলে নিবায় অনল॥

বাহন ছাড়িয়া সবে ধান মহীতলে।
যুগান্ত প্রলয় মত উঠিল সিংহলে॥
যোগিনীর সমর না সহে রাজসেনা।
আগু পাছু পথ আগুলিল সব দানা॥
মশানে ফিরয়ে দানা অতি সে প্রবীণ।
পুষ্করিণী শুকালে যেন মুড়াইল মীন॥
সঘনে যোগিনীগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সিংহল নগরে হৈল বড় পরমাদ॥
পশ্চাতে আইলা তথা রাজা শালবান।
পঞ্চপাত্র সঙ্গে ভুঞা পাইক প্রধান॥
হয় বল গজে রাজা বেড়িল মশান।
হেমময় দণ্ড ছাতা চামর নিশান॥
যোড়া দামা শিঙ্গা কাড়া বাজে রণপড়া।
চৌদিকে ধানুকী ধায় বাঁশে দিয়া চড়া॥
সঘনে লোফয়ে দানা তাড়িপত্র খাঁড়া।
হানিলে মশানতলে সেই হয় গুঁড়া॥
রুষিল সিংহলরাজা যোগিনীর রণে।
ভুজঙ্গ পড়িল যেন গরুড় দর্শনে॥
আজ্ঞা দিল দানাগণে হাসিয়া অভয়া।
পঞ্চপাত্র মহীপাল রাখ করি দয়া॥
আমার ব্রতের তরে শালবাহন।
যতনে রাখিবে সবে তাহার জীবন॥
ঘরদল পরদল কেহ নাহি চিনে।
মশানের ধূলা লাগে সবার লোচনে॥
দশনে দশনে যুঝে মতঙ্গজগণে।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে চরণে চরণে॥
কাড়া কাড়ি পাইক যুঝে কেহ ঢাল মাথে।
ঠেকাঠেকি করি যায় সব যমপথে॥
কলিকালে রণ নাহি পেয়েছিল দানা।
উলটি পালটি রণতলে দেয় হানা॥
রুধিরের নদীতে সাঁতরে ঘোড়া হাতী।
স্থল নাহি পায় কেহ ডুবি মরে তথি॥
গজদন্ত গদাপাণি ফিরে দানাগণ।
মারয়ে গদার বাড়ি হরয়ে জীবন॥
জীয়ন্ত মানুষ তারা গিলে বাছের বাছ।
কৃষাণে যেমন ধরে উজানের মাছ॥
গজপৃষ্ঠে তুলিল শ্রীমন্ত সদাগরে।
ধবল চামর ছাতা ধরাইল শিরে॥
শালবাহনের চিত্তে লাগে বড় ধন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥

প্রেতের হাট বাজার।

অকালে হইল বর্ষা দক্ষিণ মশানে।
খালি জুলি শোণিতে, নদী বহে স্রোতে,
সিংহল ভরিল বাণে॥
রুষিয়া সমরে, উঠিলা অম্বরে,
কালিকা কাদম্বিনী।
দামামা ডিমডিমি নবজলধর ধ্বনি
তোলপাড় করয়ে মেদিনী॥
শরাসন ধারা, বরিষে ত্রিপুরা,
হয় বল গজের ধ্বনি।
উড়য়ে পাণ্ডুর, গাহল চামর,
দেখিয়া হাসেন ভবানী॥
খরতর নখরে, হয় গজ বিদরে,
নৃসিংহরূপিণী শিবা।
শোণিতে তটিনী, কম্পিত মেদিনী,
নরশির কণ্ঠে শোভা॥
পরিশর খাণ্ডা, ধরিয়া চামুণ্ডা,
কাটয়ে নৃপতির দল।
রুধিরের পানা, আলগছে দানা,
চাতকে পীয়ে যেন জল॥
বারাহি বলবান দানাগণ তেজস্বান
ধায় যেন আকাশের তারা।
রুধিরের জল আশ আচ্ছাদয়ে তার মাস
ফুটিল পুণ্ডরীক পারা॥
তবকী ছাড়ে গুলী কাণে লাগে তালী
মেঘে যেন বরিষয়ে শিলা।

শোণিতের নীরে, ভাসিয়া ত ফিরে,
দানা সব তিমিঙ্গিলা॥
জগদবতংসে, পালধি বংশে,
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ, করয়ে নিবেদন,
অভয়া পূর তার কাম॥

যুড়িয়া ক্রোশেক বাট বসিল প্রেতের হাট
মুনশিব সর্ব্বমঙ্গলা।
ঘোড়া শিঙ্গা বাজে সানী বাজনা বাজায় ঢুলী
চৌদিকে লম্বিত মুণ্ডমালা॥
অপরূপ প্রেতের বাজার।
কেহ কাটে কেহ কুটে কেহ জুখি ভাগ বাটে
প্রেতভাতি করয়ে বেপার॥
ফুলঘরা ওড়ফুল মালা নবলক্ষের মূল
দন্ত কাটি করে কুন্দমালা।
মালা গাঁথে নানা ভাতি লোচনপঙ্কজ পাঁতি
পিশাচী মালিনী মহাবলা॥
মাংস পিঠা রসপানা কৌতুকে কিনয়ে দানা
ঘটে রক্ত মদ্যের পসার।
কোন পিশাচের বেটা অণ্ডকোষে খেলে ভাঁটা
যোড় দরে বেচয়ে কুমার॥
উত্তরী উটের নাড়ী কুঞ্জর চর্ম্মের শাড়ী
চর্ম্মময় পাটের পসার।
পটুকা ঘোড়ার নাড়ী মেপে জুখে লয় কড়ি
প্রেত দানা করয়ে বেপার॥
মশানে বিষম রবা হোয়া হোয়া করে শিবা
বাসি মড়া করে টানাটানি।
উমাপদ হিত চিত রচিল নূতন গীত
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

পাত্র পরামর্শে রাজার মশানে গমন।

কাটা স্কন্ধে লুকাইল যত ছিল বুড়া।
মরা ছলা পাতি রহে নৃপতির খুড়া॥
ফেলিয়া চামর ছাতা গেলা কাশীরাজ।
শাল্ল রাজা পলাইল পেয়ে বড় লাজ॥
অনুশাল্ল পলাইলা শাল্লের দোসর।
ফেলিয়া চামর ছাতা গেলা পুরন্দর॥
পাত্র হরিহরে কিছু নিবেদয়ে রায়।
বিষম সঙ্কটে করি কেমন উপায়॥
পাত্র বলে অবধান কর নৃপমণি।
অবলা করয়ে রণ কভু নাহি শুনি॥
আমার বচনে রায় হিত চিন্তি মনে।
ভবানী আইলা কিবা দক্ষিণ মশানে॥
পরিহার কর কুঠার বান্ধি গলে।
বিনয় করিয়া ব্রাহ্মণীর পদতলে॥
পাত্রের বচনে রাজা হিত চিন্তি মনে।
ডাক দিয়া আনিলেক কুলের ব্রাহ্মণে॥
শালবান করি গলে কুঠার বন্ধন।
ব্রাহ্মণের হাতে দিল কুসুম চন্দন॥
সকরুণ হয়ে রাজা করিল গমন।
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন॥
সবিনয় হয়ে রাজা বলে ধীরে ধীরে।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে॥

সিংহলেশ্বরের চণ্ডী স্তব।

শুন মাতা অভয়া জানিনু তোমার মায়া
বড় নিদারুণ মাতা তুমি।
আপন সেবক জন রাখিতে করিলে মন
কত দোষ করিলাম আমি॥
দক্ষিণ পাটন যবে লোকশূন্য হইল তবে
করিলাম সে কালে স্মরণ।
দিয়া মোরে পদছায়া আপনি করিলে দয়া
বসাইলা সিংহল পাটন॥
আমি রাজা শালবান লহ মোরে বলিদান
পূরুক তোমার অভিলাষ।
দেখিয়া রাজার মুখ নিজ মনে ভাবি দুখ
ভগবতী অট্ট অট্ট হাস॥

নৃপবরে ভগবতী হইলা সদয় মতি
কহিল নাহিক ইথে দোষ।
শ্রীমন্তের করি মান সুশীলা করহ দান
শ্রীমন্ত আমার নিজ দাস ॥
সেইত সাধুর পো দেখি লাগে মায়া মোহ
বঙ্গে আইল দীর্ঘ পরবাস।
আসিয়া তোমার পুরী কিবা কৈলে ডাকা চুরি
তারে কেন ধনে প্রাণে নাশ ॥
তুমি বেড়াইলে পথে দুগণ্ডা না ছিল হাতে
পর ধন নিতে কর মন।
সদাগর যত আইসে মারি বধি রাখ পাশে
লুঠ করি লহ যত ধন ॥
দূর কর অভিমান শুন রাজা শালবান
অকপটে দি যে পরিচয়।
খণ্ডিয়া তোমার ত্রাস রাখিনু আপন দাস
আর মনে না করিহ ভয় ॥
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি সকল আমার কীর্ত্তি
ত্রিবিদ্যা অনাদি বাসনা।
মহাযোগ কালরাত্রি গায়ত্রী ভুবন-ধাত্রী
ক্রিয়াশক্তি সংসার বাসনা ॥
সলিলে ডুবিল মহী আশ্রয় করিল অহি
শয়ন করিল নারায়ণ।
সেই অবসান কালে প্রভুর শ্রবণমূলে
দুই দৈত্যে কৈল মহারণ ॥
পাষণ্ড জনের পক্ষ বিরিঞ্চি-নন্দন-দক্ষ
তার আমি হৈনু দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী বিভা কৈনু পশুপতি
সুরলোক হৈল যে মোহিতা ॥
পিতৃ মুখে পতি কুৎসা শুনি ত্যজিলাম ইচ্ছা
পিতৃকুলে বিবাদদায়িনী।
ত্যজি আসি সেই অঙ্গ করি তার মখভঙ্গ
দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশ-কারিণী ॥
মেনকা উদরে জাতা হৈলাম শিখরীসুতা
তপস্যা করিনু হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হরকোপে মৈল মীনকেতু ॥
তোমার বিনয়ে রায় ক্ষমিনু সকল দায়
মোর দাসে দেহ কন্যা দান।
চণ্ডীর বচন শুনি বলে রাজা যোড় পাণি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

রাজার নন্দন, শুনহ বচন,
এই মোর স্তুত নাম।
এ তিন ভুবনে, কেবা নাহি জানে,
সব ঠাঁই মোর ধাম ॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা প্রচণ্ড কালিকা,
চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী, আমি শুভ করি,
তোমারে করিনু দয়া ॥
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী, নরসিংহবাহিনী,
বৈষ্ণবী শিববনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী, গঙ্গা সুরেশ্বরী,
আমি আদ্যা বেদমাতা ॥
গোকুলে গোমতী, দক্ষগেহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
জয়ঙ্করী ভীমা, উগ্রচণ্ডা বামা,
মহাতেজা কংসের আগারে ॥
যমুনা যোগিনী, যশোদানন্দিনী,
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়াণী অম্বিকা, চণ্ডমালাতিকা,
খড়্গাচর্ম্মধারী গদা ॥
শিবা শিবদূতী, বিজয়া পার্ব্বতী,
বিষ্ণুপ্রিয়া বিশালাক্ষী।
খেটকধারিণী, খড়্গিনী শূলিনী,
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী ॥
কালিকা কল্যাণী, মোরে সবে জানি,
কৃত্তিকা কামরূপিণী।
আমি সুরেশ্বরী, চণ্ডী জলেশ্বরী,
জয়ধ্বজী তপস্বিনী ॥

যক্ষিণী ত্রিজটা, ত্রিনেত্রা ত্রিকুটা,
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
গদিনী চক্রিণী, পিঙ্গলা মোহিনী,
সাবিত্রী ঘোররূপিণী ॥
ক্ষমা সরস্বতী, কামাখ্যা কিরাতী,
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
পথ্যা কালরাত্রি, সর্ব্বাণী,সাবিত্রী,
সহস্রাক্ষ দশভুজা ॥
অপর্ণা নগাঙ্গী, প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী,
ঘণ্টেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম, ভুবনে উপাম,
শুনহ নামের কথা ॥
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥

সিংহলেশ্বরের সহিত ভগবতীর কথোপকথন।

জানিতাম আমি যদি এমত বিচার।
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার ॥
সভায় তোমার দাস হৈল পরাজয়ী।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস যেবা বলিয়াছে অই ॥
না মানিল পরাজয় করিয়া অঞ্জলি।
কন্যা দিতে বল মা তোমার ঠাকুরালি ॥
সাক্ষী নাহি দিল তার কাণ্ডার বুলন।
এখন জানিনু তোমার দাসীর নন্দন ॥
এবে সে বুঝিনু মাতা যেমত সুগতি।
কমল-কানন করি তুমি ভগবতি ॥
আমি ক্ষত্র সেই বেশে বল কন্যা দিতে।
জাতি নষ্ট হয় মাতা লয় মোর চিত্তে ॥
তোরে হিত কথা রাজা আমি বলি বড়।
মোর কথা অল্প হৈল জাতি তোর বড় ॥
আমার বচন শুন ছাড় অভিমান।
শ্রীমন্ত আমার দাসে কর কন্যা দান ॥
শুন গো শুন গো মাতা মোর নিবেদন।
দেখাতে নারিল কুঞ্জর-কামিনী বারণ ॥
প্রতিজ্ঞায় পরাজয় সাধুর নন্দন।
মিথ্যা বাক্যে হারিলেক বুহিতের ধন ॥
না জানিয়া মাতা মোরে কর অভিরোষ।
পরিণামে জানিবে মা আমার যত দোষ ॥
রাজার বচন শুনি বলেন অভয়া।
খুল্লনার অনুরোধে শ্রীমন্তে করি দয়া ॥
নৃপবরে ভগবতী বলিল তখন।
শুন রাজা তোরে কিছু বলি যে বচন ॥
যে কিছু বলিল সাধু একও মিথ্যা নয়।
কমল-কামিনী করী আছে কালীদয় ॥
পাত্র পুরোহিত যত তোমার স্বপক্ষ।
সাধুর বালক একা, সবাই বিপক্ষ ॥
ছল ধরি ধন নিলা বন্দী কৈলা তারে।
বিনা অপরাধে বধ মশান ভিতরে ॥
দেখাবারে নারে যদি কামিনী বারণ।
নিশ্চয় বধিও তুমি সাধুর নন্দন ॥
এমত চণ্ডীর কথা শুনিয়া নৃপতি।
কমল দেখিতে রাজা দিল অনুমতি ॥
সৈন্য সামন্ত যত যুদ্ধ সেনাপতি।
কমল দেখিতে যায় রাজার সংহতি ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী বেশে চলিলা ভবানী।
বাম করে শ্রীমন্তের ধরিলেক পাণি ॥
কমলে কুঞ্জর গিলে হরের সুন্দরী।
শ্রীমন্তে করিল দয়া সেইরূপ ধরি ॥
রাজারে করিয়া দয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ মূর্ত্তি ধরি হৈল ষোড়শী সুন্দরী ॥
হাসিয়া কমল দলে বসিলা ভবানী।
কমলে ছাইল দহ নাহি দেখি পানী ॥
অমলা কমলা হৈলা পদ্মা করীবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর ॥

কমলে হৈল লতা কমলের পাতা।
কমলে কামিনী বসি গিলে গজমাথা॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে।
উভরায় নাচে কন্যা চৌদিকে নেহারে॥
হেন কালে আইল রাজা কলীদহ জলে॥
পাত্র মিত্র সবে মিলি আইলা সেই স্থলে॥
কালীদহে চাহে রাজা চঞ্চল নয়নে।
দেখিতে পাইল কুঞ্জ কামিনী কারণে॥
শ্রীমন্তের মুখ দেখি চাপিলেন আঁখি।
শ্রীপতি সবাকে তখন করিলেক সাক্ষী॥
পরাজয় হৈল রাজা হেট মাথা করি।
সুশীলা করিব দান শুন মহেশ্বরী॥
সদাগরে দিব কন্যা ইথে নাহি আন।
অশৌচে কি মতে করিব কন্যা দান॥
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ॥ (১)

১। মুদ্রিত পুস্তকের অন্যরূপ আছে:—
মায়াময় হৈল নদ, তথি বহে কালী হ্রদ
দুকুল হানিয়া বহে জল।
ভুবন মোহিনী নারী উগরিয়া গিলে করি
অধিষ্ঠান হইল কমল॥
দেখ রায় কালীদহ জল।
কমল কানন তায়, চঞ্চল দক্ষিণ বায়,
অলিকুল করে কোলাহল॥
কনক কমল রুচি, স্বাহা স্বাধা কিবা শচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, রতিরম্ভা তিলত্তমা,
চিত্রলেখা কিবা অরুন্ধতী॥
কলাপী কলাপ কেশ, ভুবন মোহন বেশ,
পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাত ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোটা,
রবির কিরণ করে দুর॥
বালা অতি কৃশোদরী, তার দুই কুচ গিরি,
নিবিড় নিতম্ব জিনি তার।

তোমার আদেশ মাথে লৈনু আমি যোড় হাতে
সুশীলা করিব সম্প্রদান।
বেদের উচিত কর্ম্ম আদেশ করহ ধর্ম্ম
তুমি সর্ব্বজীবের পরাণ॥
দেহ গো অভয়া পাণ সুশীলা করিব দান
যেবা ছিল দৈবের লিখন।
কমল-কুঞ্জর-বালা সকলি তোমর ছলা
তুমি কৈলে এমত বিড়ম্বন॥
মজি আমি শোক-সিন্ধু মরিল অনেক বন্ধু
খুড়া জেঠা জ্ঞাতি সহোদর।
ভাই বন্ধু মৈল যত নাম তার লব কত
তাপে শুকাইল কলেবর॥
কি কহিব মনস্তাপ রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ
যাবৎ না করি সপিণ্ডন।
বৎসরেক যদি যায় তবে শুচি মোর কায়
দিব কন্যা করি নিবেদন॥
যত মৈল বন্ধুলোক কত নিবারিব শোক
প্রবোধ না করে মোর মনে।

বদন ঈষদ মেলে, কুঞ্জর উগরে গিলে,
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
কন্যার ঈষদ হাসে, গগণ মণ্ডল ভাসে,
দন্ত পাঁতি বিজিত বিজুলী॥
বদন কমল গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে,
কত শত তথি ধায় অলি।
পদ্মপাতে করি ভর, গিলে রামা করীবর,
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত, সবে হৈল চমকিত,
শ্রীমন্তে করিল পুরস্কার॥
হৈল রাজা সবিস্ময়, মেগেনিল পরাজয়,
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ, গান করি শ্রীমুকুন্দ,
ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলে॥

বঞ্চিল আমারে বিধি চিন্তা শত জ্বালি যদি
ছয় মাসে পোড়ে বন্ধু জনে ॥ (১)
রাজার বচন শুনি ভগবতী মনে গণি
চান দেবী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

রাজার বচন শুনি বলেন পার্ব্বতী।
বৎসরেক সিংহলে বাছা থাকহ শ্রীপতি ॥
সুশীলা করিয়া বিভা যাইবে উজানী।
প্রকাশ করিবে মোর ব্রতের গাঁথনী ॥
চণ্ডীর বচন শুনি বলেন শ্রীপতি।
অভয়ার পদে সাধু করিল প্রণতি ॥
কৈলাস গমনে চণ্ডী যদি কর ত্বরা।
চলিবে আমারে পায় করিয়া মগরা ॥
আগুণের সমান কোটাল কালুদণ্ড।
তুমি গেলে আমারে না থোবে এক দণ্ড ॥
সাধুর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী।
লোক জীয়াও, প্রতাপ দেখুক নরপতি ॥
এতেক শুনিয়া মাতা ডাকে হনুমান।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

হনুমান আনি দেহ বিশল্যকরণী।
তোমারে সহায় করি সমর-সাগরে তরি
সীতা উদ্ধারিল রঘুমণি ॥
আইস পুত্র হনুমান ধরহ আমার পাণ
যাহ ঝাট গন্ধমাদনে।
বিশল্যকরণী আদি যত আনি মহৌষধি
প্রাণদান দেহ সৈন্যগণে ॥
অস্থি সঞ্জীবনী নাম আছে তথা অনুপম
ভাঙ্গা অস্থি তাতে যোড়া যায়।
ক্রোধ করিবেন হর অবিলম্বে যাব ঘর
তুমি পুত্র আমার সহায় ॥
রাবণ পুত্রের শোকে লক্ষ্মণবীরের বুকে
শেলঘাতে হরিল জীবন।
রামের সাধিতে মান লক্ষ্মণের প্রাণ দান
আনি দিলে গন্ধমাদন ॥
চণ্ডীর আদেশ পায় পবননন্দন ধায়
এক লাফে শতেক যোজন।
আনি বীর গিরিরাজ সাধিল চণ্ডীর কাজ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন প্রাপ্তি।

হনুমান আনি দিল বিশল্যকরণী।
অস্থি-সঞ্চারিণী আর মৃত-সঞ্জীবনী ॥
আজ্ঞা দিল বাটিবারে চণ্ডী কৃপানিধি।
জয়া বিজয়া পদ্মা বাটেন ঔষধি ॥
মহৌষধি থুইল তিনি নূতন কলসে।
জীয়ে মৃত সেনা যার গন্ধের পরশে ॥
প্রথমে দিলেন জল যুবরাজের গায়।
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী বলি কুমার পলায় ॥
ঔষধ পরশে উঠে নৃপতির বাপ।
সিংহল লোকের ঘুচিল মনস্তাপ।
যে জনের অঙ্গে লাগে ঔষধের বাস।
অঙ্গমোড়া দিয়া উঠে উলটিয়া পাশ ॥
জলবিন্দু দিল চণ্ডী গজরাজ তুণ্ডে।
সারিয়া উঠিল গজ পসারিয়া শুণ্ডে ॥
কাটা গিয়াছিল আর যত যত ঘোড়া।
ঔষধ পরশে হৈল স্কন্ধে মুণ্ডে যোড়া ॥
যেই জনে মহারণে গিলিল রাক্ষসী।
ঔষধ পরশে আইসে মুখে হৈতে খসি ॥

---

(১)। মুদ্রিত পুস্তকে কিঞ্চিৎ অধিক আছে ;—
বলে কর অবধান, দিব আমি কন্যাদান,
বিভা দিব বৎসরেক বই।
সন্তাপ করিয়া দূর, পবিত্র করহ পুর,
অধিষ্ঠান হও কৃপাময়ি ॥

গৃধিনী শকুনী যার খাইল লোচন।
ঔষধ পরশে কার হইল নূতন ?
নয় কাহন বাগুতি উঠে যুদ্ধে তারা যম।
সাত কাহন হাড়িপাইক বার কাহন ডোম॥
পদাতি উঠিল তার করে অসি ঢাল।
সবে মাত্র নাহি জীয়ে নেব কোটাল॥
দিয়াছিল পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীকে পাকনাড়া।
সেই হেতু সেই বেটা হইল বাসি মড়া॥
নেব কোটাল নাহি জীয়ে রাজা দুঃখমতি।
চণ্ডিকারে রাজা তবে করিল প্রণতি॥
নায়েব কোটাল মোর প্রধান সে জ্ঞাতি।
অশৌচে কেমতে কন্যা দিব ভগবতী॥
চণ্ডীর আদেশ ধরি কুমার শ্রীপতি।
নেব কোটালের ঘাড়ে মারে তিন লাথি॥
আঁখি কচালিয়া উঠে নেব কোটাল।
কুন্তল বন্ধন করি ধরে অসি ঢাল॥
কোপে নেব কোটালিয়া বলে কটু বাণী।
আগুতে হানিয়া ফেল জরাতি ব্রাহ্মণী॥
নেব কোটালের শিরে ধরি দণ্ড রায়।
সমর্পণ করিলেন অভয়ার পায়॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত॥

সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকা স্তব।

কিরীটি কুণ্ডলিনী কালী কান্তি কপালিনী
কুমুদা কর্ণিকা কামেশ্বরী।
খড়্গিনী খেটকধরা খল দৈত্যকুল হরা
খগেন্দ্রবাহন খগেশ্বরী॥
গণমাতা গণেশ্বরী গয়া গঙ্গা গোদাবরী
গোপকন্যা গায়ত্রী গান্ধারী।
ঘোর ঘণ্টা নিনাদিনী ঘর্ঘরা পতাকিনী
ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরী॥
চামুণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডী প্রচণ্ড দানব খণ্ডী
চণ্ডবতী চরাচর গতি।
ছত্র জননী জায়া ছলদৈত্যে মহামায়া
ছত্র হয়া তুমি ছত্রবতী॥
জয়ঙ্করী তুমি জয়া জয়দেবী মহামায়া
জয়কারী জয়পতাকিনী।
ঝটিতি করিয়া কাজ রাখিলে সিংহলরাজ
মহারণে ঝঝরবাদিনী॥
টঙ্কার দিয়া চাপে টানিয়া কামানরূপে
টলমল করালে অসুরে।
ঠগ দৈত্যকুলে হানি ঠাঁই দিলে ঠাকুরাণী
সুর নর দেবে পুরস্কারে॥
উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলে ভয় দূর।
দৈবকীর কোলে হৈতে ধরি তোমা পায় হাতে
বধিতে লইল কংসাসুর॥
সুশীলা আমার কন্যা এত দিনে হৈল ধন্যা
তোমারে করিনু সমর্পণ।
বিবাহ করাও তার সকল তোমার ভার
শুভদিন করি শুভক্ষণ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

চণ্ডীর আদেশে ধরি বৈসে পদ্মাবতী।
ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুঁথি॥
সপ্তশলা আদি করি লগ্নের বিচার।
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার॥
নক্ষত্র রেবতী শুভযোগ রবিবার।
ইহা বহি বিবাহের লগ্ন নাহি আর॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করি ভগবতী।
নৃপবরে বিবাহের দিল অনুমতি॥
চণ্ডিকা বলেন বাছা কুমার শ্রীপতি।
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতী॥
নিরামিষা করি বাছা থাকিহ নিয়মে।
বিবাহ করিয়া কালি যাব নিজ ধামে॥

এমন বচন যদি কহিল পার্ব্বতী।
চরণে ধরিয়া কিছু বলেন শ্রীপতি॥

অভয়া বিবাহের না কর যতন।
বাপের চরণ দেখি তবে আমি হই সুখী
তব পদ করি যে স্মরণ॥
বাপের উদ্দেশে ত্বরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
জীবন মরণ নাহি জানি।
শোকে জর জর হয়ে কেমনে করিব বিয়ে
কেমতে বা যাইব উজানী॥ (১)
একে একে দ্বীপ সাত ভ্রমিয়া খুঁজিব তাত
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা॥
নিরুদ্দেশে গেল বাপ নিরন্তর পাই তাপ
নহে শুচি আমার জননী।
দেখিয়া দাসীর পো না করিলে মায়া মোহ
কেবা মোর ঘরে খাবে পানী॥
শ্রীমন্তের শুনি কথা চণ্ডিকারে লাগে ব্যথা
চান দেবী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

শ্রীমন্তের শুনি কথা ভাবিয়া বিষাদ।
দূর্ব্বা ধান্য লয়ে নৃপে কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চিরজীবী হৈও রায় পরম কল্যাণ।
আমার বচনে দেহ বন্দীঘর দান॥

হাসিয়া নৃপতি দিল সাত ঘর বন্দী।
শুনিয়া শ্রীপতি হৈল পরম আনন্দী॥
শতেক কামার বৈসে সাধুর নিকটে।
বন্দীর ডাঁড়ুকা তারা ছেনী দিয়া কাটে॥
জন প্রতি কাপনেক ধুতি একখান।
তৈল পিঠালী দিল হাঁড়ি চাল দান॥
দাড়ি নখ চুল বন্দীর মুড়ায় নাপিত।
আশীর্ব্বাদ করি তারা চলিল ত্বরিত॥
নাম গ্রাম তা সবার জিজ্ঞাসে বারেবার।
সকল বন্দীর সাধু করে পুরস্কার॥
সাত ঘর বন্দী গেল করি আশীর্ব্বাদ।
আন্ধার ঘরে ধনপতি ভাবেন বিষাদ॥
সকল বন্দীর সাধু কাটিল ডাঁড়ুকা।
মোরে কিবা বলি দিয়া পূজিবে চণ্ডিকা॥
এমন বিচার সাধু করি মনে মনে।
মূষার মাটি গায়ে দিয়া রহে আন্ধার কোণে॥
প্রাণ ভয়ে ঘন ঘন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
মুখে ধূলা উঠে তার হৃদয়ে তরাস॥
না পাইয়া বন্দীঘরে পিতৃ দরশন।
সভামধ্যে শ্রীপতি করেন রোদন॥

কাণ্ডার ভাই আর না যাইব উজানী।
ধরি যে তোমার পায় কহিও আমার মায়
শ্রীমন্তের ডুবিল তরণী॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দ কেশ পাশ নাহি বান্ধে
বাপ বাপ কান্দে উভরায়।
না দেখিয়া তুয়া মুখ হৃদয়ে রহিল দুখ
না যাইব রাজার সভায়॥ (২)

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পরে এইটুকু বেশী আছে।—
কৃপা কর কৃপাময়ী, তোমারে নিদান কই,
রাখ মোর বাপের জীবন।
কহ গো উদ্দেশ কথা, কেমনে দেখিব পিতা,
আপনি করহ অন্বেষণ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পরে এইটুকু বেশী আছে।—
ভুঞ্জিব সংসার সুখ, দেখিব বাপের মুখ,
পুনরপি হইয়া মানব।
খণ্ডিয়া সকল মান্য, সাগরে করিব কাম্য,
পূজা করি সঙ্কেত মাধব॥

যত ছিল কুল দর্প   তথি হৈল কালসর্প
কপট পণ্ডিত জনার্দ্দন।
জাতি হিংসা পরিবাদ   দৈবে হৈল পরমাদ
কে করিবে কলঙ্ক ভঞ্জন॥
এক উপদ্বীপ সাত   ভ্রমিয়া খুজিব তাত
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র   লইয়া রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা॥
শ্রীমন্তের কথা শুনি   পোতা মাঝি মনে গণি
দিয়ড়ি ধরিল বাম করে।
দশ বিশ জন মিলি   উকটে মুষিক ধূলি
প্রবেশিয়া আন্ধারিয়া ঘরে॥

দশ বিশ পোতা মাঝি হয়ে এক মিলি।
ছয় বন্দীঘর তারা উকটিল ধূলি॥
অবশেষে প্রবেশিল ধূলি কারাগারে।
শত ক্রোশ ঘরখান একটী দুয়ারে॥ (১)
খুজিতে খুজিতে বন্দীর বুকে পড়ে পা।
ভাত মরা বন্দী বিপরীত কাড়ে রা॥
ক্রোধে পোতা মাঝি তার ধরিয়া ত চুলি।
কিল লাথি মারে তারে দেয় গালাগালি॥
দুই পোতা মাঝি তার ধরি দুই নড়া।
শ্রীমন্তের আগে লয়ে ফেলে যেন মড়া॥
লম্বমান দাড়ি আচ্ছাদিত নাভিদেশ।
বিঘত প্রমাণ নখ জটাভার কেশ॥
তৈল বিবর্জ্জিত তার গায়ে উঠে খড়ি।
সদাগার আচ্ছাদন না ছাড়ে ধোকড়ি॥
চারি পাঁচ ডাকে দেয় একটী উত্তর।
বন্দী দেখি সদাগর চিন্তিত অন্তর॥

স্মরিয়া মায়ের কথা   ত্যজে ছিয়া দুঃখ ব্যথা
অনিমিষ লোচনযুগল।
ত্যজি অন্য পরসঙ্গ   নেহালে বন্দীর অঙ্গ
আনন্দে লোচনে বহে জল॥ (২)
জননী কহিল মোর   জনক তোমার গৌর
বাম নাসা উপরে আঁচিল।
দীর্ঘ যেন শালশাখী   বিচক কমল আঁখি
হৃদয়ে আছয়ে তিন তিল॥
শিবপূজা প্রতি দিন   কপালে প্রমাণ চিন
বামদন্ত ঈষৎ উজ্জ্বল।
বিহঙ্গম জিনি নাসা   ময়ূর জিনিয়া ভাষা
শ্রুতিযুগ পরম চঞ্চল।
যৌতুক দক্ষিণ করে   কুন্তল সকল শিরে
সদায় রুদ্রাক্ষমালা গলে।
বিদায়ে বিলম্ব দেখি   ধনপতি হয়ে দুখী
অঞ্জলী করিয়া কিছু বলে॥

ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজার জামাতা। (৩)
উদ্ধারিলে বন্দীগণে হয়ে তুমি পিতা॥
গুণের সাগর তুমি দয়ার নিদান।
পূর্ব্বজন্মের ফলে হৈল তোমা দরশন॥
তুমি শিশু আমি বয়োধিক বটি।
এই হেতু আমি রায় না কৈনু প্রণতি॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পূর্ব্বে এইটুকু বেশী আছে।—

আকুল বাকুল চাহে আন্ধারিয়া কোণে।
কিচ মিচ করে কত ছুঁচা পদে পদে॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পূর্ব্বে এইটুকু বেশী আছে।

দেখিয়া বন্দীর ঠাম,   সাধু করে অনুমান,
হেন বুঝি এই মোর বাপ।
যাত্রায় শৃগাল বাম,   পূরিল মনের কাম,
ঘুচিল মনের পরিতাপ॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পূর্ব্বে এইটুকু বেশী আছে।

ধনপতি বলে রায় কর অবধান।
পৃথিবী ভিতরে নাহি তোমার সমান॥

নিশ্ছিদ্রে করহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।
পিতা মাতা সুখে থাকুক হইয়ে সাত ভাই।
চিরদিন রায় আমি আছিলাম বন্দী।
কোথা গেল দুই জায়া হয়ে নিরানন্দী॥
দেহ একখান ধুতি পথের সম্বল।
মহ দেবের পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল॥
ঝাটিতি বিদায় কর পথ বহু দূর।
বন্দীশালে দুঃখ আমি পেয়েছি প্রচুর॥
বিদায় বিলম্বে মোর মনে লাগে ধন্দ।
শিবের কৃপায় মোর দূর কর বন্ধ॥ (১)
এতেক বচন তারে কহে যদি বন্দী।
শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে তায় হৃদয় সানন্দী।

পিতাপুত্রে কথোপকথন।

কহ কহ অরে বন্দী তুমি কোন জাতি।
কি নাম তোমার কোন দেশে অবস্থিতি॥
কোন কুলে উৎপত্তি কিবা অভিধান।
তোমার রাজ্যের রাজা তার কিবা নাম॥
বন্দী দেহ পরিচয় বন্দী দেহ পরিচয়।
পুরস্কার করি তোমা করিব নির্ভয়॥
গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় নাম।
সাকিন মঙ্গলকোঠ উজ্জয়িনী গ্রাম॥
দত্তকুলে উৎপত্তি নাম ধনপতি।
বিক্রম কেশর মহীপালের খেয়াতি॥
দুঃখপাইলেবন্দীশালে দুঃখপাইলেবন্দীশালে।
বিধির লিখন দুঃখ আছিল কপালে॥
কতেক দিবস বন্দী ত্যজিয়াছ গ্রাম।
পিতা পিতামহের বন্দী কহ নিজ নাম॥
কি গোত্র বন্দী তোমার মাতা কার ঝি।
কহ মাতামহ তোমার কুলে বটে কি॥
তোমারে দেখিয়া বন্দী বড় লাগে দয়া।
পরিচয় দেহ বন্দী কপট ত্যজিয়া॥
রঘুপতি পিতামহ বাপ জয়পতি।
ভুবনে বিদিত বর্দ্ধমানে অবস্থিতি॥
গোত্রে দূর্ব্বা ঋষি আমার মাতা চন্দ্রমুখী।
প্রমাতামহ সোমচন্দ্র গোত্রে সৌনকী॥
শুন রাজার জামাই শুন রাজার জামাই।
কথা শেষ হইল মাত্র আর কিছু নাই॥
পাণিগ্রহণ কৈলে কোন বণিকের ঝি।
কোন গ্রামে ঘর তার কুলে বটে কি॥
কয় জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম।
কপট ত্যজিয়া বন্দী কহ সাবধান্॥
কহ না স্বরূপ বন্দী কহ না স্বরূপ।
কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ॥
শ্বশুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি।
ইছানি নগরে দুই ভায়ের বসতি॥
গোত্রে কাশ্যপ তাঁরা দত্তকুলে স্থান।
দুই নারী লহনা খুল্লনা অভিধান॥
বন্দী দ্বাদশ বৎসর বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
এ তিন মাসের পথ উজানী নগর॥
উজানী নগর বহু দিনের পথ।
সিংহলে আইলা বন্দী কিবা মনোরথ॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ চন্দন।
তরণী সাজিয়া আইনু দক্ষিণ পাটন॥
কালীদহে দেখিলাম কমলের বন।
করিনু রাজার আগে প্রতিজ্ঞা বচন॥
প্রতিজ্ঞায় কারাগারে বিপাকে মরণ।
রাজা লুঠ কৈল মোর বুহিতের ধন॥
যদি বন্দী হৈলে তুমি দৈবের ঘটন।
পুত্র তোমার উদ্দেশ না করে কি কারণ॥
খণ্ডর মাতুল বন্ধু নাহি করে দয়া।
কেমনে উদ্দেশ আর দেয় দুই জায়া॥

---

(১) মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে।
তোমা হৈতে দূর হৈল মনের বিষাদ।
শিব পূজা করিয়া করিব আশীর্বাদ॥

কহ না স্বরূপ বন্দী কহ না স্বরূপ।
কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ ॥
ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু নাহি করে মোহ ॥
কি দুষিব মহজে অবলা তুই জায়া।
গ্রহদোষে নরপতি নাহি করে দয়া ॥
আর কি জিজ্ঞাস মহাশয়
আর কি জিজ্ঞাস মহাশয়।
শ্বশুর মাতুল বন্ধু তুমি কৃপাময় ॥
যদি পুত্র নাহি তোমার আছিল দুহিতা।
অপেক্ষণ বিনে আছে কেমতে বনিতা ॥
ঘর ছাড়িলে বন্দী কেমন সাহসে।
কেমতে যুবতী রামা শূন্য ঘরে বৈসে ॥(১)
নাহি পুত্র, বন্ধ্যা মোর প্রথম যুবতী।
কনিষ্ঠা বনিতা মোর ছিল গর্ভবতী ॥
যখন তাহার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
সেইকালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস ॥
পুত্র কন্যা হৈল রায় একই না জানি।
কহিতে কহিতে বন্দীর চক্ষে পড়ে পানী ॥
ঘরে সবে অবলা ঘরে বসাই অবলা।
পুরাতন দাসী মাত্র আছয়ে দুর্ব্বলা ॥ (২)
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত ॥

পিতৃ পরিচয়ে সাধু হইলা মোহিত।
দাড়ি কেশ নখ তার মুড়ায় নাপিত ॥
কেহ শিরে তৈল দিয়া আচড়ে চিকুর।
কুঙ্কুম চন্দনে কেহ মলা করে দূর ॥ (৩)
কেহ জল বহিয়া আনয়ে ভারে ভারে।
স্নান করে সদাগর জল ঢালে শিরে ॥(৪)
কেহ করি দেয় শিব পূজার আয়োজন।
সাধু বলে মোর বাসে করিবে ভোজন ॥

এতেক শুনিয়া বলে সাধুর নন্দন।
আমার রসুয়ে আজি করিবে ভোজন ॥
প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে।
দিন চারি পাঁচে যাবে উজানি নগরে ॥
গন্ধবণিক জাতি গৌড়দেশে ঘর।
পরিচয় নাহিক কেমন দ্বিজবর।
যখন করিলে আজ্ঞা করিনু ভোজন।
এক মুষ্টি চালু দেহ পথের জলপান ॥
উজানি নগরে হৈনু রাজার চাকর।
তরণী সাজিয়া আইলাম এইতো সফর ॥
মাধব আচার্য্য সুত আমার সংহতি।
চিন দেখি যদি বট উজানি স্থিতি ॥
মহাকুল বন্দ্যঘটি উত্তম ব্রাহ্মণ।
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন ॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া সাধু দিল অনুমতি।
পুনর্ব্বার সাধু বলে করিয়া মিনতি ॥
দ্বাদশ বৎসর শিব পূজা নাহি করি।
এই হেতু যত দুখ দিল ত্রিপুরারি ॥
শিব পূজা আয়োজন যদি দেহ মোরে।
তোমার প্রসাদে পূজি মৃত্তিকা-শঙ্করে ॥
দিব দিব বলি সায় দিল শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কন গান মধুর ভারতি ॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে।
কহনা বিশেষ বন্দী কহনা বিশেষ।
সিংহলে আসিতে কেন দিলে নৃপাদেশে ॥

২। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে।
নানা ধন দিয়া বন্দিগণে কৈলা দয়া।
আমারে বিদায় কর দিয়া পদছায়া ॥
দেহ মুড়ি এক খানি দেহ ধুতি এক খানি।
ভিক্ষা করি খেয়ে রায় যাব উজানি ॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে।
নারায়ণ তৈল অঙ্গে দেয় কোন জন।
প্রসাধনী লয়ে করে জটার বর্জ্জন ॥

৪। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে।
পরিধান কোন জন যোগায় বসন।
কেহ সজ্জা করি দেয় পূজা আয়োজন ॥

বন্দী বলে উদর পুরিয়া অন্ন খাই।
অদৃষ্টের ফলে পাছে যা করে গোঁসাই॥ (১)
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন হইল রন্ধন।
পিতা পুত্রে দুই জনে করিল ভোজন॥
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা আসনে।
কর্পূর তাম্বুল কৈল মুখের শোধনে॥

মালাকার পুষ্প আনে সাধুর গোচর।
মনের আনন্দে পূজা করে সদাগর॥
ভূত শুদ্ধি অঙ্গন্যাস করি সদাগর।
জীবন্যাস দিয়া পূজে মৃত্তিকা-শঙ্কর॥
শিব শিব নাম মন্ত্রে করিল পূজন।
মুখ বাদ্য করে নৃত্য ঘণ্টার বাদন॥
ক্ষমস্ব বলিয়া সাধু দিল বিসর্জ্জন।
পূজাসাঙ্গ করি সাধু ভাবে মনে মন॥
আমারে রাখিয়া কেন করিল সম্মান।
না জানি চণ্ডীর কাছে দেয় বলিদান॥
শ্রীপতি সময় বুঝি ভাবি মনে মন।
ভোজন করিবে বলি করে নিবেদন॥

১। মুদ্রিত পুস্তকের পর এইটুকু বেশী আছে।

কিঙ্করে পাতিয়া দিল গাম্ভারি আসনে।
এক স্থানে দুইজনে বসিল ভোজনে॥
শিব স্মরিয়া দোঁহে কৈল আচমন।
হেম থালে দ্বিজবর যোগায় ওদন॥
ভোজনের কালে সাধু করে অনুমান।
ব্যঞ্জন ছাড়িয়া অন্ন অমৃত সমান॥
অন্ন কষ্ট পাই আমি দ্বাদশ বৎসর।
আজি কৃপাকরি অন্ন দিল মহেশ্বর॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন রান্ধয়ে ব্রাহ্মণ।
পিতা পুত্রে দুইজনে করিল ভোজন,
ভোজন করিয়া দোঁহে বৈসে একস্থল।
কর্পূর তাম্বুল খায়, হাসে খল খল॥

হেনকালে শ্রীপতি কহিল উত্তর।
পড়িবারে জান কিছু বাঙ্গালা অক্ষর॥ (২)
শ্রীমন্তের আশ্বাসে সাধু পত্র নিল করে।
ছাব দূর করি পত্র পড়ে ধীরে ধীরে॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী॥
তোরে আশীর্ব্বাদ প্রিয়ে পরম পীরিতি।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিনু নির্ণীতি॥
যখন তোমার গর্ভ হৈল ছয় মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে যাই পর বাস॥
যদি কন্যা হয় শশীকলা নাম থুইও।
দেখিয়া উত্তম বরে কন্যাদান দিও॥
যদি পুত্র হয় নাম থুইও শ্রীপতি।
পড়ায়া শুনায়া পুত্রে করিহ সুমতি॥
দ্বাদশ বৎসর যদি না হয় গমন।
পিতার উদ্দেশে যাবে সিংহল পাটন॥
পত্র পড়ি ধনপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কেমতে আইল পত্র দুর্জ্জয় সফরে॥(৩)
পত্র নিদর্শন ছিল মাণিক্য অঙ্গুরী।
রাজা লুঠ কৈল কিবা উজানী নগরী।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে হাত।
স্মরয়ে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ॥
বাপের ক্রন্দনে কাঁদে কুমার শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী॥

২। মুদ্রিত পুস্তকের পর এইটুকু বেশী আছে।

সাধুর বচন শুনি বন্দী কহে বাণী।
নাগরি বাঙ্গালা রায় পড়িবারে জানি॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকের পর এইটুকু বেশী আছে।

এতিন মাসের পথ পুরী উজানী।
অনেক দিবসে আইলে সাজিয়া তরণী॥
না জানি আইল পত্র কেমন বিপাকে।
অবহেলে ফিরে যত কুমারের চাকে॥

শ্রীমন্তের পরিচয় দান।

না কান্দ না কান্দ বাপ দূর কর পরিতাপ
আমি যে তোমার বংশধর।
তোমার উদ্দেশ আশে আইনু সিংহলদেশে
আজি মোর প্রসন্ন বাসর॥
হেন শুভক্ষণ বেলা পায়রা উড়াতে গেলা
নগরিয়া মিলি কুতূহলে।
ইছানী নগর পাছে পায়রা ধায় ব্যোমপথে
পড়ে গিয়া খুল্লনা অঞ্চলে॥
বিবাহ হেতু কৈলে মন সঙ্গেওঝা জনার্দ্দন
গেলা লক্ষপতির সদনে।
খুল্লনা বিবাহ করি আইলা বাপ নিজ পুরি
পরে গেল রাজ সম্ভাষণে॥
রাজা পাইল শারী শুয়া পিঞ্জর আনিতে গিয়া
গেলা বাপ গৌড় নগরে।
সতীনে রাখায় ছেলী দেখি চণ্ডী ব্যাকুলী
বরদান দিল সরোবরে॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল নাহি খায় অন্ন জল
পরীক্ষায় মাতা শুদ্ধমতি।
সাজিয়া তরণী বরে শঙ্খ চন্দন তরে
রাজা দিল বিষম আরতি॥
তুমি যাও পরবাস মাতা কৈল আবদাস
নিদর্শন দিলে জয়পাতি।
মাতা পূজে ভদ্রকালী তার ঘট পায়ে ঠেলি
সিংহলে আইলে লঘুগতি॥
ঘট লঙ্ঘনের ফলে বন্দী হৈলা কারাগারে
আমার হৈল উৎপত্তি।
পোষেণ পালেন মাতা শুনান তোমার কথা
যতনে পড়ান নানা পুথি॥
গুরু সনে হৈল দ্বন্দ গুরু মোরে বলে মন্দ
ভণ্ড বলে ব্রাহ্মণ সভায়।
তোমার উদ্দেশ তত্ত্বে লইয়া রাজার বিত্তে
ভারা দিয়া আইনু সাত নায়॥
উপনীত মগরায় ঝড় বৃষ্টি সাত নায়
কালীদহে হৈনু উপনীত।
বিকচ কমল-দলে কন্যা হয়ে গজ গিলে
দেখিলাম অতি বিপরীত॥
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারি সভা বিদ্যমানে
মশানে কোটাল বধে প্রাণ।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে উরিয়া মশান দেশে
চণ্ডী রক্ষা করিল পরাণ॥
নৃপতি করিল মান নিজ কন্যা দিবে দান
বন্দী ঘর মাঙ্গি লৈনু দান।
তোমার চরণ দেখি সফল মানিল আঁখি
বিভাকরি যাব নিজ স্থান॥
শ্রীমন্তের কথা শুনি ধনপতি বলে বাণী
নাহি বল এমন বচন!
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কার তরে সঞ্চয় করিনু ঘর গারি।
কোথা গেল লহনা খুল্লনা দুই নারি॥
দারুণ কর্ম্মের ফলে দৈব মোরে দণ্ডী।
ধনপতি জিয়ে দুই জায়া হৈল রাণ্ডী॥

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ।

তোরে আমি বলি দড় সিংহলিয়া ঠগ বড়
ইহার দয়ার নাহি লেশ।
বিবাহের নাহি কাজ সভাতে পাইবে লাজ
অবিলম্বে চল যাই দেশ॥
নৃপতি অধর্ম্মশীল দয়া নাহি এক তিল
নিঠুর সভার যত লোক।
দারুণ কৃপণ ভণ্ড লঘু দোষে গুরু দণ্ড
পরধন খাইতে যেন জোঁক॥
বচন বিষের কণা সভা মাঝে খাটুপণা
মহাপাত্র যমের সমান।

আ দেখি এমত পুরী দেখিতে দেখিতে চুরী
কায়স্থের কি কব বাখ্যান॥
বেদ পড়ি হয় অন্ধ সভার পণ্ডিত চন্ধ
অধর্ম্ম ধর্ম্মের অধিকারী।
নিত্য দেয় পরে দুঃখ ইচ্ছিয়া আপন সুখ
অপরাধ বিনে হয় বৈরি॥
কোটালিয়া দেয় ফাঁস রাজ্জা ভাতে পোঁতে বাঁশ
পর ধন খায় ঢেসা দিয়া।
প্রাপ্য ধন প্রজা হরে এ দুঃখ কহিব কারে
কত দুঃখ সহে পাপ হিয়া॥
ধর্ম্ম বলি নাহি শঙ্কা লুঠ কৈল লক্ষ তঙ্কা
অন্ন বস্ত্র দুর্ল্লভ আমারে।
বার মাস ভিক্ষা করি তাহে পোতা মাঝি বৈরী
মজিলাম বিপদ সাগরে॥
কুলে আমি দুর্ব্বা ঋষি মোর কুল সবে ঘোষী
দেশে কন্নাইব সাত বিয়া।
সিংহলিয়া দুরাচার ভারত-ভূমির পার
চারি মাস দৃঢ় কর হিয়া॥
যত দোষ ক্ষেম তাত শ্রীপতি যুড়িয়া হাত
আজ্ঞা লয় বাপের চরণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

শ্রীমন্তের সহিত সুশিলার বিবাহ।

মঙ্গল গুর্জ্জরী রাগ।

নৃপতি শালবান সুশীলা করিতে দান
করিল শুভক্ষণ বেলা।
আরপি হেমঘটে যুগল করপুটে
মণ্ডিত করিল পুষ্পমালা॥
দুর্ব্বাতিয় অভিলাষে কন্যার অধিবাসে
করিল বেদবিধান।
কপালে যুক্তি কৌটা চৌদিকে দ্বিজঘটা
সভায় বেদ উচ্চ গান॥
সুশীলা রূপবতী হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিল আসনে।
যতেক বিপ্রমুনি করেন বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
মহীগন্ধ শিলা দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর, কজ্জল কর্ণপুর,
শঙ্খ দিল যথা বিধি।
বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপ পাত্র,
মস্তকে করিল বন্ধন।
সুবর্ণ সীঁথি শিরে অঙ্গুরী দিল করে
করিল আশীষ যোজন॥
রজত দর্পণ তাম্র গোরচন
সিন্দুর চামর পবন।
মোদক দিয়া লাজ পুজিল চেদি রাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্য দিয়া ভূরি, মাতৃকা পুজা করি
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পুজা সব করিল নৃপবর
তবে নান্দী মুখের বিধান॥
অধিবাস আদি শ্রীমন্তের যথা বিধি
করিল বেদ বিধানে।
রচিয়া নানা ছন্দ সুকবি মুকুন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণে ভণে॥
রাজা করে কন্যা দান বিপ্রগণে বেদ গান
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পড়া দুন্দুভি বেণী
আনন্দিত নৃপতি কেশরী॥
পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভ মুখচন্দ্রমে চায়ানী।
দিলেন সাধুর গলে আপনার কণ্ঠমালে
বামাগণে দেয় জয়ধ্বনি॥
অভয়া কৃপার ফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
নৃপতি করেন কন্যা দান॥

রথ গজ ঘোড়া দোলা কলধৌত কণ্ঠমালা
দিয়া জামাতার করে মান ॥
মৃদঙ্গ বাজয়ে পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতি।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি করি হোম
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি ॥
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে খীরখণ্ড ভোগ করে।
রাত্রি গেল কুসুম শয়নে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥

শ্রীমন্তে ছলনা।

শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যা দান।
নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে।
ফুল ঘরে শুইল সাধু রাজ কন্যা কোলে ॥(১)
মনে মনে বিচার করেন ভগবতী।
কপট করিয়া ধর খুল্লনা আকৃতি ॥
মায়া করি বৈস গিয়া সাধু ফুল ঘরে।
স্বপ্ন কহগে মাতা বসিয়া শিয়রে ॥
এমত শুনিয়া মাতা পদ্মার ভারতী।
সেইক্ষণে হৈলা মাতা খুল্লনা মুরতি ॥
অবিলম্বে পশিলা সাধুর ফুল ঘরে।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহে ধীরে ধীরে ॥

চিয়াও চিয়াও পুত্র স্মরয়ে জননী।
রাজভোগে পড়ি ভোলে কামিনী করিয়া কোল
পাসরিলে অভাগী জননী ॥
দুঃখ পেয়ে দশ মাস দিনু তোরে গর্ভবাস
পুষিলাম অতি মনোরথে।
পড়াইনু দিয়া বিত্ত জানাইনু শাস্ত্র তত্ত্ব
পাসরিলে তুমি ধর্ম্মপথে ॥
পিতার উদ্দেশে ত্বরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
সিংহল আইলা লঘুগতি।
বিলম্ব দেখিয়া তোর নৃপতি করিল জোর
লুঠ কৈল এ ঘর বসতি ॥
নৃপে নিল ধন ঘর আশ্রম লইল পর
ছুসতিনে সূতা বেচি হাটে।
আরে বাছা তুমি নিদ্রা যাও হেম খাটে ॥ (১)
মজি আমি শোক সিন্ধু ভূপতি তোমার বন্ধু
শাশুড়ী তোমার পাটরাণী।
শ্যালক তোর যুবরাজ সাধিলে আপন কাজ
পাসরিলে অভাগী খুল্লনী ॥
হেমখাটে নিদ্রাধন্যা কোলে তোর রাজকন্যা
দুই জনে আছ কতুহলী।
আমি যে করিনু ইচ্ছা সকলি হইল মিছা
স্মরি মোরে দেহ জলাঞ্জলি ॥
কি কব দুঃখের কথা হের দেখ রুক্ষ মাথা
শত ছিঁড়া কানী পরিধান।
দৈব মোর হৈল বড়ি গায়ে মোর উঠে খড়ি
শত শির দেখ বিদ্যমান ॥
মায়ের ক্রন্দন শুনি শ্রীপতি মনেতে গণি
উঠে সাধু ত্যজিয়া শয়ন।

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;—
মনে মনে বিচার করেন ভগবতী।
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি ॥
খুল্লনা দুঃখিনী মোর হয় ব্রতদাসী।
পতি পুত্র হৈল তার সিংহল প্রবাসী ॥
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা বল গো উপায়।
কেমন প্রকারে সাধু নিজ দেশে যায় ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী।
কপট করিয়া ধর খুল্লনা আকৃতি ॥

১ মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে;—
বাপ তোর গুণপূর্ণ আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ
বাম হাতেআবৃত লোহার।
উদরে অন্নের জ্বালা কর্ণেতে লাগয়ে তালা
তৈল বিনে কেশ জটাভার ॥

ভূতলে পড়িয়া কান্দে গায় মনোহর ছন্দে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
কান্দয়ে শ্রীপতি সাধু জননীর মোহে।
বসন তিতিল তার লোচনের লোহে ॥
এখনি আছিলা মাতা শিয়রে বসিয়া।
সক্রোধ হইয়া গেলা মোরে না বলিয়া ॥
দেখিনু স্বপন যত সকলি স্বরূপ।
আমার বিলম্বে ঘর লুটিলেক ভূপ ॥
কেন বা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মশানে।
সাগরে কামনা করি ত্যজিব পরাণে ॥
ত্যজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর।
অঙ্গুরী অঙ্গদ কণ্ঠমালা করে দূর ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা।
গদগদ ভাষে বলে কোথা গেলে মা ॥
চিয়িইল সুশীলা রামা পতির ক্রন্দনে।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

সুশীলাকর্ত্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধদান।

স্বামীর রোদন শুনি উঠি রাজনন্দিনী
দেখে রামা আকুল কুন্তলে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে প্রভুর চরণে পড়ে
সকরুণ ভাষে কিছু বলে ॥
প্রভু অকারণে করহ ক্রন্দন।
রাজার জামাতা তুমি বিশেষ আমার স্বামী
কেবা কি বলিল কুবচন ॥
প্রিয়ে মায়ের মলিন মূর্ত্তি আপনার অপকীর্ত্তি
স্বপন দেখিনু সুবিশাল।
দেখিনু অদ্ভুত যত তাহা বা কহিব কত
কহিতে হৃদয়ে লাগে শাল ॥
বাপ ঘরে থাকহ রূপসী।
মায়ের হুতাশে মরি বরায় সাজায়ে তরি
দেখিব মায়ের মুখশশী ॥
প্রভু স্বপন স্বরূপ নয় অকারণে কর ভয়
শুন প্রভু আমার বচন।
কলধৌত দেহ ম্লান সাধ দেবতার মান
আজি শুন গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
অকারণে ভাব প্রভু দুখ।
বিভা রাতি সুমঙ্গল নয়নে না আন জল
ভৃঙ্গারে পাখাল চারু মুখ ॥
তোমার বদন চাঁদ মোর মন মৃগ ফাঁদ
তিল আধ না দেখিলে মরি।
দেওয়াব বীরতা আনি সাত দিনে উজ্জয়িনী
পাঠাইব চাতুর কেশরী ॥ (১)
প্রিয়ে আমার অস্থির মন পাঠাইবে অন্য জন
ইথে নাহি আমার প্রতীতি।
যদি যাবে আমা সনে বিচার করহ মনে
ঝাট মোরে দেহ অনুমতি ॥
প্রিয়ে দান দিব কথা শক্তি শুনিব গজেন্দ্র মুক্তি
প্রতিকারে অবশ্য কল্যাণ।
মরমে মরমে ব্যথা তবে ঘুচে মন কথা
যদি মাতা দেখি বিদ্যমান ॥
প্রভু হও মোর কৃপানিধি বিলম্ব না কর যদি
সিংহলে থাকহ বার মাস।
সিংহলের ভোগ যত তাহা বা বলিব কত
দাসীর রাখহ আবদাস ॥

বারমাসিয়া।

বৈশাখে গ্রীষ্ম সময় বৈশাখে গ্রীষ্ম সময়
প্রচণ্ড তপন তাপে তনু নাহি রয় ॥
চন্দন তৈল দিব সুশীতল বারি।
সাঙলী গামছা দিব ভূষিত কস্তুরী ॥
কুসুম কাননে করি রতন মন্দিরে।
সহচরী হয়ে নাথ ঢুলাব চামরে ॥

---

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
জায়ার বচন শুনি, বলে সাধু গুণমণি
শুন প্রিয়ে আমার বচন।
মনেতে জন্মিল দুখ দেখিব মায়ের মুখ
কতক্ষণ হুংকোর হচন ॥

পুণ্য বৈশাখ মাস পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়ে দ্বিজের পুরিবে অভিলাষ॥
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
শীতল চন্দন দিয়া করিব বাতাস।
আমার মন্দিরে প্রভু করিবে আয়াস॥
চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া।
হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া॥
শুন প্রাণনাথ ও হে শুন প্রাণনাথ।
নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাত॥ (১)
আষাঢ়ে ডাকয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ূর।
নব জল মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥ (২)
নবীন মেঘের রসে রসিক দাদুর।
নবীন তরুণী ত্যজে কেন যাবে দূর॥
সব সখীগণ মিলি গাইব গীত।
আষাঢ়ে বিবিধ সুখে নিবারিব চিত॥
সেই মাস সুখ হেতু সেই মাস সুখ হেতু।
নিদাঘ বরিষা হিম সুখ তিন ঋতু॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
বিদেশ ত্যজিয়া লোক আইসে বড় আশে।
কামিনী কেমতে ছাড়ি যাবে নিজ দেশে॥
প্রভু ঘরে কর বাস প্রভু ঘরে কর বাস।
আর না করিও কভু বাণিজ্যের আস॥ ৩

শুন মোর নিবেদন শুন মোর নিবেদন।
বিষাদ না কর প্রভু স্থির কর মন॥
ভাদ্রপদ মাসে নাথ শরত প্রবেশ।
করিবে কতেক সুখ না যাইলে দেশ॥
নিরমল আকাশে শোভিত শশধর।
তরুণী তরণী লয়ে যাবে সরোবর॥
সখীগণ মিলি আমরা খিয়াইব নায়।
করিবে পয়াণ নাথ আরোহণ তায়॥
সুখে সরোবর জলে সুখে সরোবর জলে।
কামিনী কমলবনে রবে কুতূহলে॥ (৪)
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে।
যোল উপচার দিয়া ছাগল মহিষে॥
নানা বেশ করিব সকল সহচরী।
নাট্য গীতে গোঙাইব দিন বিভাবরী॥
বহু ধন দিব আমি যত কর দান।
সিংহলের লোক যত করিবে সম্মান॥
আমি বুঝাব রাজায় আমি বুঝাব রাজার।
আনাইব তোমার জননী সংসার॥
শরৎ টুটিয়া আইসে কার্ত্তিক মাসে।
দিবসে দিবসে হয় হিমের প্রকাশে॥
তুলি পাড়ি পাছুড়ি করিব নিয়োজিত।
তোমাতে আমাতে নাথ থাকিব মোদিত॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে ইহার পর এইটুকু বেশী আছে।
নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠমাসে।
পূরিবে উদর নাথ পাকা আম্ররসে।

২। ইহার পর মুদ্রি পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
আমার মন্দিরে থেকে না চলিহ পুর।
শালি অন্ন দধিখণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর॥

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
সঙ্কট সময় বড় ধারার শ্রাবণ।
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ॥
জলধারা বরিষয়ে আটদিনে ধায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায়॥
পুরাব অভিলাষ পুরাব অভিলাষ।
মনোহর ঘরে নাথ করাইব বাস॥

৪। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আটদিগে জল॥
মশা নিবারিতে দিব পাটের মশারী।
চামর বাতাস দিব হয়ে সহচরী॥
মধু ঘরে প্রাণনাথ করাইব বাস।
আর না করিহ প্রভু উজানী আশ॥

প্রভু স্থির কর মন প্রভু স্থির কর মন।
রাজাকে কহিয়া দিব অর্দ্ধ সিংহাসন॥
পুণ্য কার্ত্তিক মাস পুণ্য কার্ত্তিক মাস।
দান দিয়া পূরিবে দ্বিজের অভিলাষ॥
সুখ অগ্রহায়ণ মাস সুখ অগ্রহায়ণ মাস।
কামিনী পুরুষে ভোগ বড় অভিলাষ॥
প্রভু স্থির কর চিত প্রভু স্থির কর চিত।
তরুণী তপন তাপে নিবারিবে শীত॥
মীনমাংস সঘৃত আদি করিয়া ভোজন।
নানা সুখে গোঙাইবে মাস অগ্রহায়ণ॥
শুন প্রাণনাথ হের শুন প্রাণনাথ।
গোঙাবে তরুণ শীত তরুণীর সাথ॥
পৌষে পরম সুখ শুন গুণমণি।
নব অন্ন নব রস নূতন কামিনী॥
রাজারে কহিয়া লব শতেক খামার।
তার শস্য আনি নাথ রান্ধিব হামার॥
রাখ মোর আবদার রাখ মোর আবদার।
বৎসরেক থাক প্রভু না ছাড়হ বাস॥ (১)
মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নান দান।
সুপাঠক আনিদিব শুনিবে পুরাণ॥

---

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাসে।
ধান চালু মুগ মাষ পূরিব আওয়াসে॥
রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
কৃপা করি নিবেদন রাখহ আমার॥
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার যার নাহি চাস॥
পৌষ তুলি পাতি তৈল তাম্বুলতপনে।
শীত নিবারণ দিব তসর বসনে॥
শীত গোঙাইবে নাথ অষ্টম প্রকারে।
মৎস্য মাংসে মধুপান আদি উপহারে॥
সুখে গোঙাইবে হিম সুখে গোঙাইবে হিম।
উজ্জয়িনী নগর বাসিবে যেন নিম॥

পিষ্টক পায়স প্রভু খাবে প্রতিদিন।
আনন্দে করিবে নাথ মাঘ নিরামিষ॥
কিছু না ভাবিহ মনে কিছু না ভাবিহ মনে।
নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে॥
নাথ শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদন।
যতেক বিবিধ সুখ পাইবে ফাল্গুন॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্ম্মাণে॥
সখীগণ আসিবে সুন্দর বেশ করি।
হরিদ্রা কুঙ্কুমে নাথ দিবে পিচকারী॥
সখী সব মিলি আমি গাইব গীত।
দোলাইব জগন্নাথ হইয়া মোদিত॥
মৃদঙ্গ পাখয়াজ বীণা একত্র করিয়া।
নাচিবে নর্ত্তকগণ সুবেশ ধরিয়া॥
মধুমাসে মালতী কুসুমে মধুকর।
মধুমত্তে মাতোয়াল ভ্রমরী ভ্রমর॥
কুসুম কাননে কান্ত করিবে নিবাস।
বিষম মদন তাপ হইবে বিনাশ॥
যেই মধুমাস যাইবে কুতূহলে।
শীতল যোগাব আমি বিয়ান বিকালে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়ে শয়নে।
মধুমাস যাইবে মধুর আলাপনে॥
মোহন চৈত্র মাসে মোহন চৈত্র মাসে।
মোহন মন্দিরে রবে মোহন আবেশে॥ (১)

ইতি বার মাস।

সুশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর।
হেঁট মাথে সদাগর দিলেন উত্তর॥
সর্ব্বভোগ পর মোর মায়ের সেবন।
বার মাস্যা বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

---

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

হরিদ্রা কুঙ্কুমে চুয়া করিয়া ভূষিত।
কাগুয়া দলি করিয়া গোঁয়াব নিত নিত॥

শ্রীমন্তসহ সহচরীর বাক্‌চাতুরী।

না লাগিল সুশীলার মোহন প্রবন্ধ।
স্বামীর বচন শুনি লাগে বড় ধন্দ॥
কেশ খসায়ে ফেলে অঙ্গের অলঙ্কার।
নয়নে নিকলে জল কালিন্দীর ধার॥
স্বামীর গমনে রামাহ ইয়া আকুল।
মায়ে বার্ত্তা দিয়া যায় আউদড় চুল॥
গদগদ হয়ে বলে পতির গমন।
শুনি রাজরাণী হৈলা বিরস বদন॥
জামাতা রাখিতে রাণী উপায় সৃজিয়া।
শিয়ান দেখিয়া দাসী আনিল ডাকিয়া॥
আমার বচনে তুমি কহ এক কথা।
সিংহল ছাড়িয়া যেন না জান জামাতা॥
নিয়োজিত কৈল তারে জামাতার ধামে।
প্রসাদ করিয়া তারে দিল গুয়া পাণে॥
করে লয়ে আমলা সুগন্ধি তৈলবাটি।
সাধুর নিকটে যেয়ে কহে পরিপাটী॥
শুন রাজার জামাতা শুন রাজার জামাতা।
প্রয়োজন বলিল তোরে সুশীলার মাতা॥
শুন সবিনয় সাধু শুন সবিনয়।
ঘরে হইতে বাহির নহিবে দিন নয়॥
যাত্রা করিয়াছি আমি যাইব উজানী।
বাহির হবার দোষ কহিলে সে জানি॥

সখী মেলি গাব গীত সখী মেলি গাব গীত।
আনন্দিত হয়ে সবে কৃষ্ণের চরিত॥
মধুমাসে মলয়া মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীরে মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছাইব খাটে।
মধুপানে গোঙাইব সদা গীত নাটে॥
মোহন মধুমাসে মোহন মধুমাসে।
মদন মন্দিরে থাকি না যাইব বাসে॥

উজানী যাইব নায় নায়।
পাটরাণী স্থানে মোর করহ বিদায়॥ (১)
শালবাহনের কুলে আছে পরম্পরা।
বিভাকরি নয় দিন নাহি লয় ধরা॥
না করিহ নয় দিন ভানু দরশন।
বংশে বংশে আছে তার কুলের লক্ষণ॥
ঝাট চল বাসঘরে ঝাট চল বাসঘরে।
যুবরাজ আসি পাছে পরমাদ করে॥
সুধন্য ভারতভূমি বসি যে উজানী।
সূর্য্য অর্ঘ দিয়া নিত্য পুজি যে ভবানী॥
পরম্পরা আছে মোর কুলের ধরম।
ভানু দরশন বিনে না করি ভোজন॥
বিভার প্রভাতে না থাকি যে বাসঘরে।
যুবরাজ জয়া সনে না দেখিবে মোরে॥
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন।
শাশুড়ী তোমার কিছু করে নিবেদন॥
পরম্পরা আছে এই রাজব্যবহার।
বর কন্যা না হয় মাসেক নদী পার॥
যদি কর ত্বরা সাধু যদি কর ত্বরা।
বৎসরেক বহি পার হইও মগরা॥ (২)

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

করে নিল সুগন্ধ আমলা তৈল বাটী।
সাধুসন্নিধানে গেল সেয়ান চেড়ী চেটী॥
প্রলাপ করিয়া সদাগরে বলে বাণী।
রহিলে বারণ নহে কহিলে সে জানি॥
রহিলে না বল উজাবনি যাব নায়।
শাশুড়ীর ঠাঁই মোরে করহ বিদায়॥

২ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

পিতা পুত্রে দুই জনে রহিলাম নকরে।
অনেকক্ষণ তুয়া বিনে কেহ নাহি ঘরে॥
জননীর মোহে মন করে উচাটন।
নিষেধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥

গন্ধবণিক্ জাতি, নহ রাজব্যবহার।
মিথ্যা বলি ধন লহ লোকের প্রহার॥
হাসিলে আপন মুখে কমল কারণে।
তেঞি এত দুঃখ পাইলে দৈবের ঘটনে॥
জামাতার মত থাক কত হও ঠেঁটা।
শ্বশুরের দোষে আর কত দেহ খোঁটা॥
জানিনু নিশ্চয় এবে জানিনু নিশ্চয়।
জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয়॥
দৈবের ঘটনে বিভা হৈল রাজসুতা।
আছিল পরমায়ুবল তেঞি বাঁচে মাথা॥
কথার প্রসঙ্গ হেতু আমার সে ঠাট।
সিংহলে সজ্জন নাহি সব লোক খাট॥

শ্যালক বনিতার সহিত শ্রীমন্তের রঙ্গভাষ।

এই কথা আলাপে আছেন শ্রীপতি।
শ্যালক বনিতা আসি হৈলা উপনীত॥
মোহিতে সাধুর মন কহে প্রিয়ভাষে।
অন্তরে তাপিত সাধু নাহি হয় বশে॥
শুন রাজার জামাতা শুন রাজার জামাতা।
পণ্ডিত হইয়া কহ অজ্ঞানের কথা॥
পুরুষ ভ্রমর মত্ত মধু প্রতি আশে।
কুসুম সন্ধানে ফিরে নাহি রহে বাসে॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা এড়ি মধুকর।
ধুতুরা কুসুম আশে যায় বনান্তর॥
ভাল সে বলিলে রামা গঞ্জিয়া আমারে।
এক ফুলে মধুপান না করে ভ্রমরে॥
কামিনী পুরুষ ভিন্ন নহে কোন কালে।
শরীর চলিছে ছায়া কার মনে চলে॥
শুন সুনয়না হের শুন সুঅঙ্গনা।
হেন বুঝি মনে কিছু করহ কামনা॥

কহিতে বদনে সাধু লাজ নাহি বাস।
ত্যজিয়া আপন নারী অন্যে কর আশ॥
সাধু কহে আপনি কহিলে রূপবতী।
পুরুষ ভ্রমর সম সব ফুলে মতি॥
হাসিয়া কহেন কথা যুবরাজবধূ।
নিবাস কুসুমে আগে পান কর মধু॥
শ্রীমন্ত কহেন ফুলে ভিন্ন ভিন্ন রস।
পরের আহুরী রাজ নিজ কর বশ॥
যদি থাকে পতিভক্তি যাবে আমা সনে।
নহিলে রাখিয়া যাব যুবরাজ স্থলে॥
তোমার দেশেতে আছে এমতি ব্যবহার।
সিংহলে নাহিক সাধু এমত আচার॥
সিংহলের নীত রামা আমারে বিদিত।
এ দেশে আইলে হয় সকল রহিত॥
এবে জানিনু নিশ্চয় এবে জানিনু নিশ্চয়।
কহিল আমার পিতা এক মিথ্যা নয়॥
বুঝিয়া সাধুর মন রামা যায় বাসে।
রাণীর নিকটে রামা কহিল বিশেষে॥
না লাগিল যতেক করিল পরবন্ধ।
জামাতার গমনে লাগিল বড় ধন্দ॥
সত্বরে আইলা রাণী রাজা সন্নিধান।
নানা মত করি রাণী রাজাকে বুঝান॥
জামাতার গমন শুনি নৃপ শালবান।
সত্বরে আইলা রাজা সাধু সন্নিধান॥
বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পূর অভিলাস।
বিলম্ব না কর যদি, থাক এক মাস॥
জননী স্মরণে চিত্ত কর উচ্চাটন।
বিরোধ না কর যাব নিজ নিকেতন॥
এ ধন সম্পত্তি আমি সমর্পিনু যারে।
সে কেন যাইবে পুন উজানী নগরে॥
তোমার ভাণ্ডার ধন তোমারি সকল।
আমার ভাণ্ডারে আছে পরশ পাথর॥
যাহার ভাণ্ডারে আছে পরশ পাথর।
সে কেন আসিবে পুন সিংহল নগর॥

শয়ান ঢেটী নামে দাসী বলে পুনর্ব্বার।
না জানি কেমন তব দেশের ব্যবহার॥

ধন আশে তব দেশে নাহি আসি আমি।
বচনেক বলি অবগতি কর তুমি ॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ চন্দন।
সেই হেতু আইলা পিতা দক্ষিণ পাটন ॥
এ বার বৎসর হৈল পিতা নাহি যান।
তাঁহার উদ্দেশ হেতু আমার পয়ান ॥
সাধিনু আপন কার্য্য করিব গমন।
স্বপনে দধিয়া মাতা পোড়য়ে জীবন ॥
কহি যে তোমারে বাছা মর্ম্মার্থ কাহিনী।
আনাব তোমার মাতা খুল্লনা বেণেনী ॥
আপনারে কহ রায় ধনের ঈশ্বর।
আমার রাজ্যের রাজা বিক্রম কেশর ॥
পাঠাইয়া দিব আমি কোটাল হেমকর।
নায়ে ভেটি আনে যেন উজানী নগর ॥
সব কোটালের বল দেখেছি মশানে।
যে জন যুঝিতে গেল মৈল সেই জনে ॥
সিদ্ধান্ত করহ বাপু সকল বচনে।
কহিলে না রাখ কথা যেবা লয় মনে ॥ (১)

বিদায় করহ মাতা না করহ ঠাটা।
যতেক কহিবে সব মোরে হবে খোটা।
এ বোল শুনিয়া রাণী কান্দে উভরায়।
নিশ্চয় যাইবে জামাই দিনু ত বিদায় ॥
নিত্য নৈমিত্ত কর্ম্ম করি সমাপনে।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে ॥
ইহা দেখি মহারাজা বলে সদাগরে।
শালবান আসিয়া সাধুর হাতে ধরে ॥
বিনয় করিয়া কিছু বলেন নৃপতি।
পিতার সহিত তাহা শুনেন শ্রীপতি ॥
ধনপতি হাতে ধরি বলে দণ্ডধর।
গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর ॥

ধনপতির সমীপে শালবানের স্তুতি

কান্দে রাজা শালবান শোকেতে হরিল জ্ঞান
বেহায়ের ধরিয়া চরণ।
যুড়িয়া উভয় পাণী বলেন বিনয় বাণী
সুশীলা করিয়া সমর্পন ॥
সর্ব্ব ধন হৈল নষ্ট পাইলে অনেক কষ্ট
তৈল বিনে কেশ হৈল জটা।
বেহাই হইবে তুমি কেমতে জানিব আমি
সুশীলা ঝিয়েরে থুইনু খোঁটা ॥
তুমি বন্দী উপবাসী আমি ভোগ অভিলাষী
কেবল করিনু বিষপান।
তুমি শিব পরায়ণ অশেষ তোমার গুণ
না করিহ মোরে অভিমান ॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী করাইনু নিরানন্দী
এবে গণি হৃদয়ে বিষাদ।
দুঃখ পাইলে বহুকাল হৃদয়ে রহিল শাল
করিনু বড়ই পরমাদ ॥
হয়ে তুমি নিরাতঙ্ক চামর চন্দন শঙ্খ
যত ইচ্ছা তত্র লেহ নায়।
লিখন আছিল ভালে পাইলে দুঃখ বন্দিশালে
না কহিবে রাজার সভায় ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

যার মাতা থাকে সেই জন প্রাণ পায়।
যার মা না থাকে সে পরাণ হারায়॥
যাবৎ বাঁচিয়া থাকে তদবধি আশ।
মৈল মাতা পিতা দেখ কে করে প্রত্যাশ ॥
এক বলিতে জামাই বলয়ে সাত আট।
না দেখি তোমার পারা নগরিয়া ঠাট ॥
নিজ দোষ নাহি দেখ লোকে বল ঠাট।
ধন বৃত্তি লহ আর বল কাট কাট ॥
সুশীলা বলেন বাপা কত এড় ছটা।
পশ্চাতে তোমার বোল হবে আমার খোঁটা ॥
এ বোল শুনিয়া রাজা কান্দে উভরায়।
নিশ্চয় যাইবে দেশ দিলাম বিদায় ॥
রাম রাম স্মরণেতে রজনী প্রভাত।
পশ্চিম অচল কূলে গেল নিশানাথ ॥

লুঠ গেল যত ধন লহ তার শত গুণ
নিজ পাঁজী করিয়া বিচার।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি মুকুন্দ
ভগবতীর নূতন পয়ার॥
রাজারে করিয়া নতি বলেন বেণে ধনপতি
তোমার নাহিক অপরাধ।
বশ নহে নিজ লোক এই হেতু পাইনু শোক
কত কব তাহার সম্বাদ॥
দ্বাদশ বৎসর হইতে, পূজা করি এক চিত্তে,
বংশে বংশে মৃত্তিকা শঙ্কর।
দারুণ আমার জায়া, নিত্য পূজে মহামায়া,
বামা জাতি হয়ে স্বতন্তর॥ (১)
শনি মঙ্গলবারে পূজে ষোল উপচারে
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান।
মোর বোল নাহি ধরে তেঞি দুঃখ নৃপবরে
আর কত বলিব আখ্যান॥
নিরন্তর হর সেবি নাহি সেবি মেয়ে দেবী
হারিলাম তোমার সভায়।
দেখাইল হয়ে অরি কমলে কামিনী করী
ডুবাইল মোর ছয় নায়॥
যদি মোর যায় প্রাণ মহাদেব বিনে আন
অন্য দেব না করি পূজন।
হয়ে নারী অর্দ্ধ অঙ্গ কৈল মোর ব্রত ভঙ্গ
জায়া হয়ে হৈল অভাজন॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

সুরধুনী জলগর্ভা অষ্টম তণ্ডুল দুর্ব্বা,
হেমবারি করিয়া প্রমাণ।
শনি মঙ্গলবারে পূজে ষোড়শোপচারে
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান॥
সেই মেয়ে দেবতা দিলেন এতেক ব্যথা
ডুবাইল মোর ছয় নায়।
দেখাইল হয়ে অরি কমলে কামিনী করি
হারিলাম তোমার সভায়॥

শুনিয়া সাধুর বাণী কহে নৃপ চূড়ামণি
শ্রবণে আরোপি দুই হাত।
শুন সাধু মূঢ়মতি না পূজিলে ভগবতী
অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ॥
ভেদ সাধু কর অনু শিবশক্তি এক তনু
ভাবিলে যমের নাহি দায়।
হরি হর প্রজাপতি পূজে নিত্য হৈমবতী
সুরমুনি যাহারে ধেয়ায়॥
সংসার সাগরে পার করিতে নাহিক আর
বিনা দুর্গা পতিত পাবনী।
আমার শপথ তোরে যদি আর কহ কারে
ধীর হয়ে অজ্ঞানের বাণী॥

বর কন্যার বিদায়।

হইল সাধুর ত্বরা উজানি গমনে।
পুরস্কার করি রাজা দিল নানা ধনে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
থমক টমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প॥
রবগো তেঘাই আর বাজে বীর কালী।
দোসরী মহুরী বাজে কক্ক করতালি॥
নানা ধনে জামাতায় কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ দশ ভার॥
কেহ নেত কেহ খেত কেহ পাটশাড়ী।
কুসুম চন্দন দুর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা॥
বাছিয়া দিলেন আজী কলধৌত জিনে।
কনক মণ্ডিত করি, যে ছিল গগনে॥
শতজন সহচরী সুশীলার সাথে।
নানা ধন যৌতুক দিলেন রঘুনাথে॥
শয়ন ভোজন পান নির্ণয় করিয়া।
দিলেন কনক পাত্র ভাণ্ডারী আনিয়া॥

কৌতুকে যৌতুক দেন যত বন্ধু জন।
বসন কাঞ্চন কেন নানা আভরণ॥
রাজহংস পারাবত শুক আদি যত।
জামাতারে নৃপতি দিলেন শতে শত॥
দ্বিগুণ করিয়া ভিক্ষা দিলেন ভূপতি।
করে কুশ স্বস্তি বুলি নিলেন শ্রীপতি॥
শিরে তুলি জামাতারে দিল দূর্ব্বা ধান।
আশীর্ব্বাদ দিল দোঁহে থাকিও কল্যাণ॥
সাধু করে করিলা সুশীলা সমর্পণ।
শিশুমতি সুশীলার করিহ পালন॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
বিদায় হইয়া হৈল সুশীলার গমন॥
সুশীলা এড়িতে চলিলা বাঘাই বর।
সাধু নৃপতি চড়ে গজের উপর॥
অনুব্রজী গেলা রাজা রত্নমালার তীর।
শ্রীমন্ত তুরঙ্গে চড়ি আইসে সুধীর॥
দাঁড়ায়ে রহিল লোক রত্নমালার ঘাটে।
সুশীলা চাপিয়া বৈসে গাম্ভারীর পাটে॥

সুশীলার গমনে রাণীর রোদন।

সুশীলা করিয়া কোলে ভাসেন লোচন জলে
পাটরাণী কান্দে উভরায়।
পদ্মিনী সমান ধন্যা কারে দিনু রাজকন্যা
কে তোমারে কোথা লয়ে যায়॥
মোহেতে বিদরে মোর বুক।
পুষিয়া পালিয়া বালা কারে সাজি(য়া) দিনু ডালা
আর না দেখিব চাঁদমুখ॥ (১)
ঘরের দীপ যায় কি আর দীপ করে কি
দুর্ল্লভ হইল দরশন।
আমার দুরিত কর্ম্ম এক দেশে পুনর্জন্ম
বিধাতার দারুণ লিখন॥
ক্ষিতিতলে চালি গা কপালে হানিয়া ঘা
নাহি রাণী কেশপাশ বান্ধে।
রাণীর ক্রন্দন শুনি যত পুররমণী
ধরণী লোটায়ে সব কান্দে॥
উপদেশ করি লোক নিবারণ কৈল শোক
শুভক্ষণে শীলা চাপে নায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
হৈমবতী যাহার সহায়॥

সভাসনে শ্রীপতি করিয়া সম্ভাষণ।
ধনপতির কৈল সবে চরণ বন্দন॥
কেহ লয় পদধূলি কেহ দেয় কোল।
নমস্কার আশীর্ব্বাদে হৈল গণ্ডগোল॥
বিদায় করিয়া সবে চাপিলেন নায়।
পিতা মাতা পায়ে শীলা করিল বিদায়॥

ধনপতির স্বদেশযাত্রা।

(১) হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিল গাবর।
ছৈঘর চাপিয়া বসিলা সদাগর॥
কারো হাতে বাঁশ কার হাতে কেরোয়াল।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে বুহিতাল॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
আন্ধার ঘরের মণি, যাবে মোর উজাবনী,
আর না হেরিবে দরশন।
ক্ষিতিতলে ঢালি গা, ললাটে হানয়ে ঘা,
কেশপাশ না করে বন্ধন॥
রাণীর ক্রন্দন শুনি, যত পুরনিতম্বিনী,
ধরণী লোটায়ে সবে কান্দে।
আকুল যতেক রামা ক্রন্দনে নাহিক সীমা
ধৈর্য্য হয়ে বুক নাহি বান্ধে॥

২। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে দুই পংক্তি অধিক আছে।
সুশীলা বলেন মা কাঁদিয়া কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥

একবাঁক দুইবাঁক তিনবাঁক যায়।
নেতের আঁচল দিয়া মায়েরে কিরায় ॥
কান্দয়ে সকল লোক সুশীলার মোহে।
বসন তিতিল সবার লোচনের লোহে ॥
কোথা হইতে আইল বৈদেশী সদাগর।
জিনিয়া চলিল রাজ্য সিংহলনগর ॥
উদক বিষম দেখয়ে ডিঙ্গা দূর।
নেউটিয়া গেল লোক আপনার পুর ॥
পিতা পুত্রে উপনীত কালীদহকূলে।
তাহারে গঞ্জিয়া সদাগর কিছু বলে ॥
জানিনু তোমারে কপট মায়া নদ।
বিপদ করাইলে তুমি দেখায়ে সম্পদ ॥
অগস্ত্যমুনির যদি দরশন পাই।
তাহারে সহায় করি তোমারে শুকাই ॥ (১)
নিজ প্রয়োজন কথা কহিল শ্রীপতি।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলেন লঘুগতি ॥
চন্দ্রকূট পর্ব্বত বক্ররাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিল প্রবেশ ॥
মহানে সীতাখালি প্রবেশে হাড়খাল।
এড়াইল সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ॥

প্রকার প্রবন্ধে হাত্যা দহ হৈলা পার।
ডাহিনে সুমেরুপুঞ্জ লঙ্কার মরাল ॥
মনোহর দ্বীপখান রহিল দক্ষিণে।
তরী মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিনে ॥
চিতভঙ্গ দ্বীপখান কৈল সাধু বাম।
শঙ্খদহে দিন দুই করিল বিশ্রাম ॥ (১)
মগধিয়া দহখান বাহিল ত্বরিতে।
জোকাদহে ডিঙ্গা তবে হৈল উপস্থিতে ॥
চান্দো ঈশরমূল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে যায় সাধু সাপদহ দিয়া ॥
কুম্ভীরের দহখান বাহে কর্ণধারে।
বামে ত বাহিয়া আইসে হরমাদের ডরে ॥
এক দুইখান নৌকা জলের মধ্যে যায়।
উৎকলের কথা সাধু তাহাকে শুধায় ॥
বালিঘাটা রামপুর বাহিল তখন।
চুলডাঙ্গা চিলকায় দিল দরশন ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
নিজ প্রয়োজন কথা কহেন শ্রীপতি।
অবধানে পুত্র মুখে শুনে ধনপতি ॥
শ্রীপতি বলেন কেন দোষ রত্নাকর।
জননী ভবানী পদে মেগে লহ বর ॥
দক্ষিণ পাটনে যবে করিলে গমন।
সতাই বচনে ঘট করিলে লংঘন ॥
সেই কালে অরিষ্ট হইল বহুতর।
জননী ভবানী পদে মেগে লহ বর ॥
ভকত বৎসলা দেবী দেখি তার দুখ।
প্রাণে বাঁচাইল তোমা দিল বহুসুখ ॥
শ্রীবৎসের বচনে হাসেন ধনপতি।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে দ্রুতগতি ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
পুতিয়া রাখিয়াছিল গর্ত্তের ভিতর।
তুলিয়া লইল শংখ নৌকার উপর ॥
কড়িয়া দহেতে ডিঙ্গা দিল দরশন।
উপাড়িয়া কড়ি লয়ে করিল গমন ॥
ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বেয়ে যায় হারমাদের ডরে
মগধ মল্লদ্বীপ খান বাহিল ত্বরিত।
জলোকার দহে ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥
সর্পদহ কুম্ভীর দহ বাহে কর্ণধার।
বেলা অবসানেতে কাঁকড়াদহ পার ॥
চিঙ্গড়ির দহ বাহে পরম হরিষে।
বিশ্রাম করিল আসি দ্রাবিড়ের দেশে ॥
এক দুই নৌকা জলের মাঝে ভাসে।
উৎকলের কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥
বালিঘাটা কালপুর বাহিল ত্বরিত।
চিলিকা চুলের ডাঙ্গা হৈল উপনীত ॥

কোথাও রক্তের কোথাও ছিঁড়া দধি।
রাত্রি দিবা বাহি যায় লবণ জলধি॥
বামদিগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
নীলাচল দেখে সাধু সমুদ্রের কূলে॥
সেখানে রহিয়া কৈল প্রসাদ ভোজন।
পঞ্চরত্ন দিয়া সাধু করিল গমন॥
বিশ্রাম করিয়া তথা দেখে জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন আদি কিনি খাইল ভাত
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরোয়াল বসিলা গাবর॥
ত্বরা করি সদাগর চলে নিজ দেশ।
দ্রাবিড়ের দেশখান বাহিল বিশেষ॥
অঙ্গারপুরখান পশ্চাৎ করিয়া।
বাহিলেক কলাহাট ধুলিগ্রাম দিয়া॥
দক্ষিণে মদন মল্ল বামে বীরখানা।
কেরোয়ালের ঝঝঝমী নদী যুড়ি ফেণা
ধনপতি বলে নিকট হৈল দেশ।
সঙ্কেত মাধবে ডিঙ্গা করিল প্রবেশ॥
প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
আষাঢ়ের যেন নব মেঘের গর্জ্জন॥
বাহ বাহ করিয়া সদাগর বলে।
আসিয়া লাগিল নৌকা মগরার জলে
মগরা দেখিয়া সাধু বলে ধনপতি।
এই দহে ছয় ডিঙ্গা নিল পশুপতি॥
অভয়া চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

মগরায় নষ্ট ধনজনের পুনঃ প্রাপ্তি।

মগরা আমারে দেহ স্থান।
মরণ করিনু তোমা তুমি না করিলে ক্ষমা
করিলে অনেক অপমান॥
ভাসিয়া তোমার জলে আইলাম কুতূহলে
আমারে করিলে বিপরীত।
নায়ের নফর যত সকল করিলে হত
ডুবাইলে এ ছয় বুহিত॥
আমি চলিলাম গ্রাম, শুনিয়া আমার নাম
আসিবে সকল পুরজন।
যে জনার মৈল স্বামী তারে কি বলিব আমি
কেমনে করিব প্রবোধন॥
নানা রঙ্গ নানা রসে আইনু লাভের আশে
বিনাশ করিলে মোর মূল।
বিদেশে মারিয়া পর ঘরে আইল সদাগর
ঘোষণা রহিবে বুকে শূল॥
বাস আমি ফিরে যাই মৈল সোমদত্ত ভাই
এক নায়ে আঠার ভাগিনা।
মৈল ছয় ভাই পো তারে বড় মায়া মোহ
বিধি দিল দারুণ যন্ত্রণা॥(১)
পুত্র তুমি যাও ঘরে আমি প্রবেশিব নীরে
দুই মায়ে দেখিও সমভাব।
আসিয়া সিংহল দেশ সকল করিনু শেষ
আমার হৈল এই লাভ॥
পিতার শুনিয়া কথা শ্রীমন্তেরে লাগে ব্যথা
দোঁহার লোচনে বহে জল।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচলী করিল বন্ধ
হৈমবতীর নূতন মঙ্গল॥

এতেক বলিয়া সাধু করে আত্মঘাতি।
মগরার জলে ঝাঁপ দিল ধনপতি॥
যেই ক্ষণে ধনপতি ঝাঁপ দিল নীরে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অতিরূপ আছে।
তুমি পুত্র যাহ ঘরে, আমি প্রবেশিব নীরে,
দোঁহারে দেখিহ গৃহ মাঝে।
শিবের করিহ পূজা, রজায় করিহ রাজা,
খ্যাত হও ভৈজাসী সমাজে॥

মহামায়া গগণে হাসেন খলখল।
চণ্ডীর কৃপায় হৈল আঁটু এক জল॥
শ্রীমন্ত ভাবেন তবে চণ্ডীর চরণ।
বিষম সঙ্কটে মাতা রাখহ জীবন॥
মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ।
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখ পাইল দেবগণ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী
গিরিজা গণেশ মাতা হরের ঘরণী॥
এত স্তুতি কৈল যদি বেণের নন্দন।
বরুণে ডাকিয়া মাতা বলিল তখন॥
সাধুর বিবাদে ডিঙ্গা ডুবে যেই কালে।
বরুণ গোচরে ছিল মগরার জলে॥
পদ্মাবতী সনে যুক্তি করি ভগবতী।
হাসিয়া বরুণে কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
চণ্ডী বিদ্যমানে বরুণ মাথে নিল পাণ।
ধনপতির ছয় ডিঙ্গা কৈল বিদ্যমান॥
কাণ্ডার বুলন ছিল সুখের শয়নে।
যোগ নিদ্রা ত্যজি সবে পাইল চেতনে॥
কাণ্ডার বুলন বলে ধনপতি ভাই।
ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চল ডিঙ্গা বাই॥

নিজ প্রয়োজন কথা বলেন শ্রীপতি।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে শীঘ্রগতি॥
শ্রীমন্ত চিন্তিল তথা চণ্ডীর চরণ।
এতেক সঙ্কটে মাতা করিলে রক্ষণ॥
দুর্গতিনাশিনী মাতা মোরে কৈলে দয়া।
ডুবিয়া তরণী যায় দিলে উদ্ধারিয়া॥
পিতারে বুঝায়ে কৈনু এক চিত্ত মন।
উদ্দেশে চণ্ডিকা সাধু করিল স্মরণ॥
অসাধ্যসাধন মাতা তোমার চরণ।
মরিয়ে জীবন পাই হারাইলে ধন॥
সঙ্কট তারিণী মাতা সাধিলে সম্মান।
মরিল কটক রাজার দিলে প্রাণদান॥ (১)

সঙ্কট তারিণী মাতা বিপদ কুশল।
নিকেতন গেলে দিব শতেক ছাগল॥

ভাগীরথীর তটবর্ণন।

ধনপতি বলে ভায়া চলহ ত্বরিত বায়া
বাহ ডিঙ্গা হয়া এক মতি।
চিরদিন পরবাসে ত্বরিত চলহ দেশে
উর্দ্ধাশ্ব করিল পশুপতি॥ (২)
উতরিয়া মগরায় রাত্রি দিন ডিঙ্গা বায়
দূর পথ ক্ষণেকে নিয়ড়ে।
বাজায় টমক শিঙ্গা রাত্রি দিন বায় ডিঙ্গা
উত্তরিলা সাধু হেত্তেগড়ে॥
(৩) কালীঘাটা মহা স্থান কালিকাতা কুচিনান
দুই কুলে বসাইল হাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুই কুলে যাত্রী ঠাট
কিঙ্করে বেসায় নানা বাট॥
বাহে ডিঙ্গা নিরন্তর বাম দিকে কালীসহর (৪)
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি
তরী পুরে নানা ধন কিনি॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে
বিবাদ করিয়া ডিঙ্গা ডুবাইয়া জলে।
বরুণের গোচরে রাখিল সেই কালে॥
কৃপা করি ভগবতী দিল পুনর্ব্বার।
সেই মত আছে যত নায়ের নফর॥
সঙ্কটতারিণী মাতা বিপদ কুশল।
সেবক বৎসলা মাতা পরম মঙ্গল॥
উজানীতে গেলে দিব শতেক ছাগল।
কর্ণধারে আজ্ঞা দিল ডিঙ্গা বেয়ে চল॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এই টুকু বেশী আছে।
বাহ বাহ কর্ণধারে, ঘন ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
দেশের হাবেশে ধনপতি।
দিন যায় কল কল, কণ্টক সমান জল,
তরণী চালায় লঘুগতি॥

৩। মুদ্রিত পুস্তকে "ধালীপাড়া"।

৪। মুদ্রিত পুস্তকে "ডাহিনে হালিসহর।

কোঙর নগর বামে অশোকালে বিশ্রামে
বামে কোদালিয়া গুপ্তপাড়া।
আম্বুয়া মুলুক দিয়া সদাগর যায় বায়া
বাহ বাহ বলি পড়ে সাড়া॥
পাছু কৈল পাহাড়পুর নবদ্বীপ কতদুর
বাম দিকে রাখিল ইন্দ্রাণী।
গাবরে ভাটালী বায় অজয় বাহিয়া যায়
যোজনেক রহিল উজানী॥
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব বলে ধনপতি দত্ত
চল কর্ণধার নিজ পুরে।
লহনা খুল্লনা যথা জানাহ কুশল তথা
পুত্রবধূ উতরিবার তরে॥
দিবা নিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি
নূতন মঙ্গল অভিলাযে।
উর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥

স্বদেশে আগমন।

আদেশিল সদাগর যদি কর্ণধারে।
দণ্ডমাত্রে কর্ণধার আইলা নিজ পুরে॥
বেগে ধায় কর্ণধার সাধুর আবাস।
নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্ত্তা কহে মধু ভাষ॥
কর্ণধার হাস্যমুখে কহে শুভ বার্ত্তা।
আইলা শ্রীপতি দত্ত উদ্ধারিয়া পিতা॥
সুকৃতি তোমার পুত্র ভুবনে বিদিত।
এখনি দেখিবে পুত্র বধুর সহিত॥
সুতের বারতা পেয়ে রামা আনন্দিত।
রতন ভূষণ চন্দ্রাতপ চারি ভিত॥
দুর্ব্বলা ডাকিয়া আনে আইয়ো সাত জন।
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে রামা করিল গমন॥
দূরে হৈতে জননীরে দেখিয়া শ্রীপতি।
সম্ভ্রমে আসিয়া তার চরণে প্রণতি॥
ঝটিতি তুলিয়া রামা পুত্র কৈল কোলে।
অভিষেক কৈল দুই লোচনের জলে॥ (১)
শত শত চুম্ব দিল পুত্রবধুর মুখে।
তরণী মঙ্গলে রামা পরম কৌতুকে॥
সুতবধূ নিছিয়া ফেলে গুয়া পাণ। (২)
ডিঙ্গা মঙ্গলিল লয়ে আইয়ো সাত জনে॥
জয় জয় হুলাহুলি দিল রামাগণে॥

ডিঙ্গা ছাড়ি চাপে দোলা সঙ্গে রাজসুতা শীলা
শিরে স্বর্ণ মুকুট ভূষণ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা সানী শঙ্খ বাজে বীণা বেণী
জয়ধ্বনি করে রামাগণ॥
গায়নে মঙ্গল গীত গায়।
আকুল কুন্তল বাস ছাড়িয়া স্বামীর পাশ
উভমুখে কুলবধূ ধায়॥ (৩)
এলাইল কুন্তল ভার না জানে পড়িল হার
এক পদে আরোপি নূপুর।
কাহার নূপুর হাতে বসন শাহিক মাথে
কোন ধনী আইসে কত দূর॥
এক কর্ণে অবতংস আপন ভূষণ অংশ
নাহি জানে কোন রামাগণ।
ধায় কোন শশিমুখী অঞ্জনীক এক আঁখি
এক করে চঞ্চল বসন॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
ভ্রমরার কুলে আসি এয়ো সাত জন।
উতরিয়া পুত্রবধূ নিল নিকেতন॥
তবে উতরিল নায়ে নিজ মধুকর।
স্ত্রী পুরুষে পুত্রবধূ নিল নিজঘর॥
এয়োগণে সদাগর দিলেন ভূষণ।
বিদায় হইয়া সবে গেল নিকেতন॥
২। ইহার দ্বিতীয় ছত্র নাই।
৩। এই স্থানটী মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
ডিঙ্গা চাড়ি চাপে দোলা,সঙ্গে রাজকন্যা শীলা
শিরে স্বর্ণ মুকুট ভূষণ।

অবরোধে কোন নারি বাহির হৈতে নারি
গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে আরোপি মুখ দেখিয়া পরম সুখ
বরকন্যা রূপেত বিদিত॥
নগরের ছত্র ভাই শ্রীমন্তের মুখ চাই
প্রেমযুত পূরিল লোচন।
পুলকে পূরিত কায় কেহ নাচে কেহ গায়
কেহ সদা করে আলিঙ্গন॥
বন্দিয়া ত গুরুজন সাধু আইলা নিকেতন
মাতা আইলা তারে মঙ্গলিতে।
শিরে দিয়া দূর্ব্বা ধান নিছিয়া ফেলিল পাণ
পুত্রবধূ আনিল গৃহেতে॥
পাছু ধনপতি দত্ত সিংহলের যত বিত্ত
বলদ শকটে বহে ঘরে।
লহনা খুল্লনা তথা জিজ্ঞাসে সাধুর কথা
নিজ পতি চিহ্নিতে না পারে॥ (১)
গুণরাজ মিশ্র সুত সঙ্গীতে কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
নূতন কবিত্ব রসে নৃপতির অভিলাষে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

সিংহলের দুঃখবার্ত্তা কথন।

শুন শুন গো মা পাইল দৈবের ঘা
বিশেষ কহিব সব কথা।
রোগ শোক দুঃখ খণ্ডী পূজা না করিল চণ্ডী
এই হেতু পাইল এত ব্যথা॥
চণ্ডিকার হৈল ক্রোধ এই হেতু পায় গোদ
গায়ে দাদ, কেশ নাহি মাথে।
অন্নকষ্টে হৈলা ক্ষীণ ভিক্ষা করি বহু দিন
এত দুঃখ ধরিয়া বিপথে॥
বাপের উদ্দেশ আশে গেলাম সিংহল দেশে
বান্ধা গেলাম শমনের পাশে।
দুরন্ত সিন্ধুর জল বাহিনু দুরন্ত স্থল
কেবল তোমার উপদেশে॥
সম্ভাষিয়া মহীপাল কহিব উত্তরকাল
সিংহলের যত বিবরণ।
যদি হয় পাঁচ মুখ তবে নিবেদি যে দুঃখ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পিতা পুত্রে রাজসকাশে গমন।

শকটে আরোপি শঙ্খ চন্দনের ভারা।
পিতা পুত্রে রাজসম্ভাষণে কৈল ত্বরা॥
ভার দশ দধি নিল কলা মর্ত্তমান।
দোখণ্ড দোখণ্ড গুয়া বিড়া বান্ধা পাণ॥(১)
গাছ বান্ধিয়া নিল চিনি দশ ঘড়া।
থান আট শকল্লাদ খান দশ গড়া॥
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলায় সাজন।
আগে ধায় নাইয়া পাইক শত শত জন॥
নৃপের সভায় সাধু হৈলা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে ডালি ভিত॥

বলে সাধু শ্রীপতি রাজার ইঙ্গিতে।
রাত্রি দিবা দুই মাস গেল নৌকাপথে॥
জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাহি স্থল।
কত দিন বহি রায় পাইনু সিংহল॥

বাজায় মঙ্গল পড়া, জগঝম্প ডম্ফ কাড়া,
আগে পাছে বাজায় বাজন॥
গায় সুমঙ্গল গীত, সবে হৈল আনন্দিত,
বৃদ্ধ যুবা তনয়া তনয়।
উজানির যত লোক, সবার ঘুচিল শোক,
বর কন্যা দেখিবারে ধায়॥

১। এই পাঠ সকল পুঁথিতে ও মুদ্রিত পুস্তকেও আছে; সুতরাং পূর্ব্বপৃষ্ঠার চিহ্নিত টীকায় মুদ্রিত পুস্তকের অতিরিক্ত পংক্তি গুলি অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়; কেননা, যদি স্ত্রী পুরুষে পুত্র লইয়া গৃহে আসিলেন, ধনপতি সদাগর এয়োগণকে ভূষণাদি দিলেন, তবে আবার লহনা খুল্লনা নিজ পতিকে চিনিতে পারিলেন না কেন?

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

কালীদহ নামে তথা আছে এক হ্রদ।
তাহার উপরে বহু কুসুম সম্পদ॥
কমল কুমুদে বসিয়াছে বরনারী।
ক্ষণে গ্রাস করে ক্ষণে উগারয়ে করী॥
জাগরণে স্বপন প্রকার অপরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিনু যথা সিংহলের ভূপ॥
প্রতিজ্ঞায়ে পরাজয়ি রাজা নিল ধন।
মশানে কোটাল নিল বধিতে জীবন॥
বিষম সঙ্কটে পূজা কৈনু ভগবতী।
চণ্ডিকা আইলা তথা ব্রাহ্মণী জরাতি॥
আমা ভিক্ষা কৈল চণ্ডী না দিল কোটাল।
এই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল॥
পরাজয়ে রাজা কৈল কন্যা অঙ্গীকার।
বন্দী দান লয়ে কৈনু পিতার উদ্ধার॥
এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
খল খল হাসে দশ পাত্র মহামতি॥
ডাকি বলে হেন কথা কোথাও না শুনি।
মনুষ্যের তরে রণ করিল ভবানী॥
আছিল রাজার পাত্র নামে স্ফুটভাষী।
শ্রীমন্তের কথা শুনি উপজিল হাসি॥
বিরিঞ্চি মরীচি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধ্যান করি যার পদ না দেখে অন্তর॥
সওদা করিয়া বেটা ফিরয়ে পাটনে।
ইহাকে চণ্ডিকা কৃপা কৈল কোন গুণে॥
হাসে সর্ব্বজনে দিয়া বসন বদনে।
তুমি বট চণ্ডীর দাস দেখি সর্ব্বজনে॥
এখানে দেখি যে যদি কামিনী বারণ।
নিশ্চয় জানিব সত্য তোমার বচন॥
শুনিয়া এমন বাণী কহে নরপতি।
এই যদি সত্য হয় দিব জয়াবতী॥
এই যদি সত্য নহে শুনহ বচনে।
তোমারে ত দিব বলী উত্তর মশানে॥ (১)
যত লোক হাসে মুখে আরোপি বসন।
শ্রীমন্তের বোলে না প্রত্যয় কোন জন॥
স্ফুটভাষী পাত্র বলে শুনহ গোঁসাই।
বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাই॥

উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব।

ক্রোধ কৈল নরপতি সাধুর বচনে।
মিথ্যা কথা কহে বেটা মোর বিদ্যমানে॥
উত্তর মশানে বলি দেহ ত শ্রীপতি।
এখানে দেখাও চণ্ডী বলে নরপতি॥
একে কোটালিয়া দোয়জে আজ্ঞা পায়।
ঢেকা মারি সদাগরে সভাতে উঠায়॥
ঢেকা মারি লয়ে যায় উত্তর মশানে।
সাধু বলে মহারাজ! এত ক্রোধ কেনে॥
তোমার ভরসা করি বৈদেশিক ঠাঁই।
মোর দৈবদোষে যত, তোমার দোষ নাই॥
সাধু বলে রক্ষা মাতা কর মহামায়া।
উজানীতে আসিয়া বারেক কর দয়া॥

বেছে বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
পর্ব্বত্যা টাঙ্গন নিল সফরিয়া ভেড়া॥
কান্দি বান্ধি লইল বাগুন নারিকেল।
ঘড়ায় ভরিয়া নিল লাড়ু গঙ্গাজল॥
রাজহংস পারাবত নিল যোড়া যোড়া।
থান দশ জগন্নাথ থান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলায় সাজন।
আগে পাছে লয়ে ধায় শত শত জন॥
রাজার সভায় সাধু হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারি ভিত॥
রাজা বলে কহ সাধু সিংহলের কথা।
বড় কার্য্য কৈলে তুমি উদ্ধারিলে পিতা॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
রাজা সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসীপত্রে লিখন করিল সভাজন॥

বিক্রম কেশরী হৈল সিংহলের রাজা।
উজানী আসিয়া মা বারেক লহ পূজা॥
তোমা বিনে কে মোর করিবে প্রতিকার।
সেবক বলিয়া মাতা করহ উদ্ধার॥
দুর্ব্বাসার শাপে দুঃখী হৈলা সুরপতি।
রণে জিনি শক্র তার নিল ধনক্ষিতি।
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুর রায়।
প্রথমে সম্মান পাইলে ইন্দ্রের সভায়॥
রাবণের বধ হেতু মিলিয়া দেবতা।
তোমার বোধন কৈল অকালে বিধাতা॥
যোল উপচারে পুজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল সমরে নিপাত॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পুজিল ভগবতী।
দুই অসুরের বধ নারায়ণে মতি॥
সদাগর স্মরণ করে এক চিত্তে।
হেনকালে অভয়া আছিলা ইলাবৃতে॥
স্তুতিমাত্র গগনে উরিলা ভগবতী।
সাধুকে হানিতে যথা নিল নিশাপতি॥
কোটালিয়া শ্রীপতিরে হানিবারে তোলে।
চণ্ডিকা কোটাল ঠেলি সাধু কৈল কোলে॥
দেবীকে প্রহার করে কোটালের সেনা।
দেবীর ইঙ্গিতে ধায় যোল কোটি দানা॥
দানাকে প্রহার করে কোটালের গণ।
আকাড়ি করিয়া দানা পুরিছে বদন॥
পড়িল সকল সেনা হয়ে গাদি গাদি।
উত্তর মশানে বহে শোণিতের নদী॥
শত জন কোটালিয়া পাতিলেক ঢাল।
একত্র সকলে দানা পূরিলেক গাল॥
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া নৃপে নিবেদন।
উত্তর মশানে মৈল যত সেনাগণ॥
তোমার আজ্ঞায় সাধু লইনু মশানে।
এক বুড়ী আসি সব করিল ভঙ্গ॥

শুনিয়া ধাইলা রাজা বিক্রম কেশরী।
পাত্র মিত্র সঙ্গে করি গেলা অধিকারী॥
শ্রীমন্ত বসিয়া আছে অভয়ার কোলে।
গলাতে কুঠার বান্ধি পড়ে পদতলে॥
জীয়াইয়া দেহ মোর মৃত সেনাগণ।
তবে জয়াবতী কন্যা করি সমর্পণ॥
এতেক শুনিয়া চণ্ডী হইলা ব্রাহ্মণী।
কমণ্ডলু জল দিয়া জীয়াইল আপনি॥
রাজা বলে দেখাইলে কমলের বন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া করি কন্যা সমর্পণ॥ (১)
ভ্রমরাতে ভাবানী পাতিল অবতার।
মুকুন্দ রচিল গৌরীর মঙ্গলের সার॥

বিক্রমকেশরীর কমলে কামিনী দর্শন

মায়াময় হইল নদ যেন মত কালী হ্রদ
দুকুল বাহিয়া বহে জল।
কমল কানন তায় চঞ্চল দক্ষিণ বায়
অলিকুল করে কোলাহল॥
দেখ রাজা ভ্রমরার জলে।
ভুবনমোহিনী নারী উগারয়ে মত্ত করী
পুনরপি বসিয়া কমলে॥ (২)

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।

এতেক বচন যদি শুনিলা ভবানী।
মায়াময় হৈল হ্রদ দেখে নৃপমণি॥
মায়া পাতিলেন গৌরী হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমল কমল হৈল পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিলা শতদলের উপর॥
মায়াময় হৈল নদ দেখে নরপতি।
জানিল মনুষ্য নয় সাধু শ্রীপতি॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে একটুকু বেশী আছে।

শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদল বিকশিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
এমন স্ববার জান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥

কনক কমল রুচি   স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদন বিমলা কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রামা   চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী।
কলাপী কলাপ কেশ   ভুবনমোহন বেশ
পায় শোভে সোণার নূপুর।
বিমল অঙ্গের আভা   বিনা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর॥
বালা অতি কৃশোদরী   তথি ভার কুচগিরি
রামরম্ভা জিনি উরুপর।
বদন ঈষৎ মেলে   কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
দুই করে শোভে শঙ্খ   ভুবনে উপমা বঙ্ক
মণিময় মুকুট কুণ্ডল।
ভ্রূযুগ কাম ধনু   ললাটে প্রভাত ভানু
কটাক্ষে টলয়ে ভূমণ্ডল॥ (১)
পদ্মপত্রে করি ভর   গিলে কন্যা করীবর
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত   রাজাসনে আনন্দিত
শ্রীমন্তের কৈল পুরস্কার॥ (২)
মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
বামার ঈষদ্ হাসে,   কুঞ্জর উগারি গ্রাসে,
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলী।
বদন কমল গন্ধে,   পরিহরি মকরন্দে,
কত কত শত ধায় অলি॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
দেখি রাজা সবিস্ময়,   মেগে নিল পরাজয়,
কুঠারি বন্ধন করি গলে।
শ্রীমন্তে করিল মান, নিজ কন্যা দিতে দান,
উমা গেলা গগনমণ্ডলে॥

জয়াবতীর বিবাহ।

নরপতি পুণ্যবান   জয়া কন্যা করে দান
করিল বেলা শুভক্ষণ।
অঞ্জলি করিয়া পুটে   আরোপি হেম ঘটে
গণেশ করিল আবাহন॥
নৃপতির অভিলাষ   জয়া কন্যার অধিবাস
করিল বেদের বিধান।
কপালে যুড়িয়া ফোঁটা   চৌদিকে ব্রাহ্মণ ঘটা
সবে করে বেদ উচ্চারণ॥
সাজি জয়া রূপবতী   হরিদ্রা সংযুক্ত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।
যতেক রমণী   করে জয়ধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
মহীগন্ধ শিলা   দূর্ব্বা পুষ্পমালা
ধান্য ঘৃত ফল দধি।
স্বস্তিক সিন্দূর   কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথা বিধি॥
বান্ধিল করে সূত্র   প্রশস্ত দীপপাত্র
মস্তকে করিল বন্দনা।
সুবর্ণ সীঁথি শিরে   অঙ্গুরী দিল করে
করিল আশীষ যোজনা॥
রজত দর্পণ   তাম্র গোরোচন
সিদ্ধার্থ চামর পবন।
মোদক দিয়া লাজ   পূজিল চেদিরাজ
করেন গন্ধাধিবাসন॥
নৈবেদ্যে দিয়া ভূরি,   মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান।
বসুর পূজা করি,   করিল অধিকারী
নান্দী মুখের বিধান॥ (৩)

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
কক্ষে হেম ঝারি,   রাজার সুন্দরী,
জল সহে ঘরে ঘরে।
যতেক এয়ো মেলি,   দেয় হুলাহুলি,
আচার মঙ্গল করে॥

অধিবাস আদি যথা বিধি,
করিল বেদ বিধানে।
করিয়া নানা ছন্দ, সুকবি মুকুন্দ,
চণ্ডিকা মঙ্গল ভণে॥
রাজা করে কন্যা দান দ্বিজগণে বেদ গান
গায় নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পট্টহ মৃদঙ্গ বেণী
আনন্দিত নৃপতি কেশরী॥
পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভ ক্ষণ দুজনে ছায়ানী।
দিলেন সাধুর গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ করে জয়ধ্বনি॥
অভয়ার অনুকূলে করে কুশ গঙ্গা জলে
নৃপতি করেন কন্যা দান।
রথ গজ ঘোড়া দোলা কলধৌত কণ্ঠমালা
দিয়া জামাতার করে মান॥
মৃদঙ্গ বাজয়ে পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া
বর কন্যা দেখে অরুন্ধতী।
রন্ধিয়া রোহণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি॥
দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায়॥

রাম রাম স্মরণে যামিনী প্রভাত।
পশ্চিম আশারকূলে গেল নিশানাথ॥
কুসুম শয়নে সাধু আছে নিদ্রাভোলে।
নিদ্রা ত্যজি উঠে সাধু কোকিলের বোলে॥
মাথায় মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে আর জোড় শঙ্খ।
ধমক টমক শিঙ্গা বাজে জয়ঝম্প॥
কৌতুক যৌতুক দেয় যত বন্ধুজন।
বসন ভূষণ দেয় বিবিধ কাঞ্চন॥
কেহ শ্বেত কেহ পীত কেহ পাট শাড়ী।
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা বাটা ভরি কড়ি॥
বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চ রত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা॥
রাজ পথে যায় সাধু নগরে নগর।
ধনপতি লয়ে কিছু শুনহ উত্তর॥
ধনপতি পূজা করে মৃত্তিকা শঙ্কর।
নানা পরিপাটী করি পূজা করে হর॥
মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর।
পার্ব্বতী হইয়া তার অর্দ্ধ কলেবর॥
ডাহিনভাগে সিংহ হৈল বামভাগে বৃষ।
পতি বামভাগে গৌরী দক্ষিণে মহেশ॥
বিভূতি ভূষণ হর স্ফটিক বরণ।
বামভাগে হৈলা গৌরী বরণ কাঞ্চন॥
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধেক সিন্দুর।
ডানি কর্ণে অহি বাম কর্ণে মণিপুর॥
ডানিভাগে জটাজুট বামে অলিকেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নবেশ॥
বামে চুড়ি শঙ্খ শোভে অঙ্গদ বলয়।
ডাহিন করে শোভে তাড় বালা মণিময়॥
অর্দ্ধনারী শিবতনু না রহে ধেয়ান।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান॥
মাইয়া দেবতা বলি যারে করিনু হেলন।
অর্দ্ধ অঙ্গ করি তারে বলে ত্রিলোচন॥
দুই জনে এক তনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এতদুঃখ পাইনু মূঢ়মতি॥
অধম নির্গুণ আমি না চিনি ভবানী।
এই হেতু পাইনু দুঃখ ডুবিল তরণী॥
না চিনিয়া তোমা সনে কৈনু এত দ্বন্দী।
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হৈলাম বন্দী॥

দাসে ক্ষমা কর মাতা লহ ফুল জল।
অন্তিমকালে চরণযুগলে দিও স্থল॥ (১)
পূজা সাঙ্গ করি সাধু দিল বিসর্জ্জন।
এক ভাবে অম্বিকারে করেন স্তবন॥
হরি হর হিরণ্যগর্ভের তুমি মূল।
জন্মিয়া নন্দের ঘরে রাখিলে গোকুল॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
কখন পুরুষবর কখন কামিনী॥
ত্রিগুণধারিণী তুমি সর্ব্ব গুণধাম।
বিফল জনম তার তুমি যারে বাম॥
যাহাকে করিলে কৃপা নয়নের কোণে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হয় সর্ব্ব গুণে॥
যে জন তোমার নাহি করিল সেবন।
শ্রীহরি সেবার সেই হবে কি ভাজন॥
মুকুন্দ ব্রহ্মেন্দ্র শিব নিরাজিত পদা।
লক্ষ্মী সরস্বতী তুমি পরম সম্পদা॥
লহনা খুল্লনা আদি সঙ্গে ধনপতি।
ছাগ মেষ বলি দিয়া করিল প্রণতি॥
এমত সময়ে সাধু শিরে লয় বারি।
নানাবিধ বাদ্য বাজে নাচে অধিকারী॥
চরণের গোদ ঘুচে লোচনের ফুল।
ঘুচিল অঙ্গের দাদ চণ্ডী অনুকূল॥
উত্থানের ডালা মাথে করিল খুল্লনা।
জয় জয় দিয়া করে অনেক বাজনা॥
পুত্রবধূ উরতি নিলেক নিকেতন।
সুশীলা রোদন করি স্বামীকে গঞ্জন॥
হেদে গো ভবানী ভীমা তোর পায়ে লাগো।
ভবানী ভকতী দেহ এই বর মাঙ্গো॥

স্বপত্নী দর্শনে সুশীলার অভিমান।

কান্দে শালবানের নন্দিনী।
এলাইয়া কুন্তল ভার ত্যজে নানা অলঙ্কার
স্বামীকে গঞ্জিয়া বলে বাণী॥
জন্ম হৈল সুখ স্থলে ছিনু মা বাপের কোলে
না জানিলাম দুঃখের বারতা।
অল্প বয়সে দুখ ধরণে না যায় বুক
কোন দোষ দেখে দিলে সতা॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা ত্যজিয়া আইলাম এথা
তোমারে করিনু আমি সার।
তুমি যদি হৈলা বাম জীয়া মোর কিবা কাম
দুই কুলে রহিল খাথার॥
খলের বচন কিবা যেমন কূর্ম্মের গ্রীবা
প্রবেশয়ে ভিতর বাহিরে।
সুকৃতি জনের অন্ত যেমন কুঞ্জর দন্ত
বাহির হৈলে না যায় অন্তরে॥
চিরকাল থাক জীয়া আর কর সাত বিয়া
শীলা মাঙ্গে সিংহল বিদায়।
শুন প্রভু বলি কাম অন্তরে না হবে বাম
সাজন করিয়া দেহ নায়॥
তোমার যতেক ভাব কেবল বাগুরা পাশ
ঘাটিয়াল ছাড়ির যেন চিত।
হায় মৃগ ক্ষীণ বালা না বুঝি তোমার ছলা
যত কৈলে সব বিপরীত॥
সুশীলার রোদন শুনি শ্রীমন্ত বলেন বাণী
অকারণে কহ কটুভাষী।
মোরে কর অভিমান রাজা কৈল কন্যা দান
সতা নহে জয়া তোমার দাসী॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
পূজা সাঙ্গ করিয়া দিলেন বিসর্জ্জন।
শুভক্ষণে বর কন্যা আইল নিকেতন॥
উত্থানের ডালা সজ্জা করিল লহনা।
জয়দিয়া পুত্রবধূ করিল উত্থানা॥
শ্রীমন্তে সুশীলা কিছু করে অভিমান।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে গান॥

আনি ভৃঙ্গারের বারি পাখালে খুল্লনা নারী
প্রেমবতী বধুর বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥

জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুক দান।

মাথায় চণ্ডীর ঝারি নাচয়ে খুল্লনা নারী
নানা রত্ন বিলায় ভাণ্ডারে।
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া শঙ্খ বাজে যেন্ডা যোড়া
ঘন দেয় জয় জয়কার॥
দুই জায়া দুই পাশে শ্রীমন্ত বসিলা বাসে
যৌতুকাদি দেন বন্ধুজন।
বসন, কাঞ্চন হার দিয়া করে ব্যবহার
কেহ দেয় বিবিধ ভূষণ॥
হীরা নীলা মতিমালা কলধৌত কণ্ঠমালা
কুসুম চন্দন দূর্ব্বা ধান।
জরতী ব্রাহ্মণী বেশে উরিলা সাধুর বাসে
আইলা যৌতুক দিতে দান॥
চতুর সাধুর বালা বুঝিয়া চণ্ডীর ছলা
দণ্ডবতে পড়িলা চরণে।
মাতাকে কহিল বাণী এইরূপে নারায়ণী
মোরে রক্ষা করিল মশানে॥ (১)

স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা কৈল চণ্ডী হেট মাথা
সাধুকে গঞ্জিয়া কন বাণী।
হইয়া পুরুষ রাজা করিলে মাইয়া পূজা
তোর ঘরে কেবা খাবে পানী॥
দেখিয়া চণ্ডীর রোষ করিবারে পরিতোষ
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে।
এই সাধু মৃত্যু সীমা যদি না করিবে ক্ষমা
মায়ে পোয়ে কাতি দিব গলে॥
দোঁহারে করিতে সুখী হৈলা চণ্ডী হাস্যমুখী
কোপ ত্যজি বলেন ভবানী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী॥

---

(২) সতী মানে পতি হরিনামে সমতুল।
পরের পুরুষ যেন শ্মশানের ফুল॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
শুনিয়া পুত্রের কথা খুল্লনা পুলক যুতা
বসাইল কনক আসনে।
দেই রামা হাত ছান ধনপতি ত্যজি মান
দণ্ডবতে পড়িল চরণে॥
স্মরিয়া পূর্ব্বের দোষ অভয়া করিল রোষ
গর্জ্জিয়া বলেন নারায়ণী।
তুমি পুরুষের রাজা, মেয়ের করিবে পূজা
তোর ঘরে কেবা খাবে পাণী।
মেয়ে দেব পূজা করি, হইবে শিবের অরি
কেন তুমি পূজ নারায়ণী॥
তোরে আমি বলি বাণী না পূজহ নারায়ণী
পূজন করহ শূলপাণি॥
দেখিয়া চণ্ডীর রোষ করিতে তাঁহার তোষ
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে।
এই সাধু মৃত্যু সমা যদি না করিবে ক্ষমা
মায়ে পোয়ে কাতি দিব গলে॥
অনুকূল দোঁহা প্রতি হইলা সদয় মতি
কোপ দূর করিলেন মনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
'লজ্জা খণ্ডি কহ আমি আপন মরম।
তুমি কিবা জান পতিব্রতার ধরম॥

যদি ছিল শুন গো মা স্বামী মোর কোলে।
এক শেষে স্বামী যেন আছেন সিংহলে॥
পূর্ব্বে ছিল স্বামী মোর হেম কলেবর।
এবে কাছে শুইতে অঙ্গ পোড়ে পালি জ্বর॥
লোণা জল খেয়ে সাধুর লাউ পারা পেট।
শ্বাস কাশ মাথা ব্যথা শির করে হেট॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হইয়া।
কিঙ্করী সম্বন্ধে সাধুরে কৈল দয়া॥
যেইক্ষণে সদাগরে নিবারিনু ক্রোধ।
সেই ক্ষণে পায়ের তার দূর হৈল গোদ॥
যেই সদাগরে দৃষ্টি করিল ভবানী।
দৃষ্টিমাত্রে ঘুচিল চক্ষের তার ছানী॥
অভয়া তাহারে যদি হেরে কৃপাদৃষ্টে।
সেই ক্ষণে কুঁজ ঘুচিল তার পৃষ্ঠে॥
চণ্ডিকার পদধূলি গায়ে মাথে সাধু।
সেই ক্ষণে অঙ্গের ঘুচিল হাঝ্যা দাদ্রু॥
চণ্ডিকা করিল যদি কৃপাবলোকন।
সদাগর হৈল যেন নবীন মদন॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হৃদয়া।
কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া॥

শ্রবণ মঙ্গল কথা দেবীর পূজার গাথা
শুনিলে পরম প্রতিকার।
এই ব্রত ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
কলিকালে হৈল প্রচার॥
নাহি ছিল ত্রিভুবন ছিল একা নারায়ণ
অন্ধকারে ভাবেন ভগবান।
পেয়ে তাঁর কৃপাদৃষ্টি করিল ভুবন সৃষ্টি
ত্রিভুবন হইল নির্ম্মাণ॥
পাষণ্ড জনের পক্ষ বিরিঞ্চি নন্দন দক্ষ
তার আমি হৈলাম দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতী বিভা কৈল পশুপতি
সুরলোক হৈলাম পূজিতা॥
পিতৃকুলে পতি কুৎসা শুনি ত্যজিলাম ইচ্ছা
পিতৃকুলে বিপদ দায়িনী।
হইয়া তার অঙ্গ কৈনু তার মুখ ভঙ্গ
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশকারিণী॥
মেনকা উদরে জাতা হৈলাম শিখরী-সুতা
তপস্যা করিনু হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হরকোপে মৈল মীনকেতু॥
বংসনদীর কূলে তমাল তরুর মূলে
বিশ্বকর্ম্মা দেহরা নির্ম্মাণে।
হয়ে অলক্ষিতরূপে স্বপ্ন কহিয়া ভূপে
পূজা লইনু নৃপতি ভবনে॥
পূজা লয়ে যাই বাস পশু কৈল আবদাস
তার পূজা লইনু বিজবনে।
লইয়া পশুর পূজা সিংহকে করিনু রাজা
স্থাপিলাম দণ্ডক কাননে॥
বাসব পূজেন হর ফুল যোগায় নীলাম্বর
ছলি নিনু ব্যাধের ভবনে।
নাম থুইল কালকেতু সম্বল উপায় হেতু
প্রতিদিনে বধে পশুগণে॥
অনেক বিনয় বাণী পশুর গোহারি শুনি
অভয় দিলাম সেই বনে।
আপনি গোধিকা বেশে অবতরী বনদেশে
মহা বীরে দিলে দরশনে॥
আইনু বীরে দিতে বর দারিদ্র বীরের ঘর
কোপে বন্ধ দিল চারুপদে।
লইল আপন বাসে হইলাম নিজ বেশে
খণ্ডাইনু বীরের বিপদে॥
মোর বাক্যে দিয়া মন কাটাইল বিজবন
বসাইল নগর গুজরাটে।
নগর চত্বর হাটে নাটা গীত গুজরাটে
চৌরাশী বাজার গোলাহাটে॥

দূর গেল শাপকাল বন্দী কৈল কিত্তিপাল
স্বপ্ন কহিনু নৃপবরে।
বসায়ে আপন পাটে রাজা কৈল গুজরাটে
আমা পূজি গেল স্বরপুরে॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা তোর নাম রত্নমালা
তাল ভঙ্গে আনাইনু ক্ষিতি।
কৈনু তোর অভিধান খুল্লনা হইল নাম
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি॥
দ্বাদশ বৎসর বেলা সখাগণ করি মেলা
পায়রা উড়ায় ধনপতি।
সন্ধানে দিলেক হানা নিজ গৃহ পথে কাণা
তোমার অঞ্চলে কৈল স্থিতি॥ (১)
রাজা পাইল শারী শুয়া পিঞ্জর আনিতে গুয়া
গেলা সাধু গৌড় পাটনে।
ছেলি রক্ষণে বনে অসন্তোষ পাও মনে
আনি দিনু স্বামী নিকেতনে॥
ছলিয়া আনিনু পূর্ব্বে জন্মাইনু তোর গর্ব্ভে
মালাধর দেবতা নন্দন।
ছাগল রক্ষণ তরে জ্ঞাতিগণ ছল ধরে
প্রতিকার করিনু তখন।
নাহি লয় নিমন্ত্রণ সাধু অসন্তোষ মন
তুমি মোরে কৈলে স্মরণ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল নাহি খায় অন্ন জল
পরীক্ষায় কৈল শুদ্ধমতি।

শঙ্খ চন্দন তরে নৃপতির বরাবরে
পাইল সাধু সিংহল আরতি॥ (২)
মোর সনে করি হঠ চরণে লঙ্ঘিয়া ঘট
সিংহলে চলিল লঘুগতি।
উপনীত মগরায় ঝড় বৃষ্টি দিনু তায়
ছয় ডিঙ্গা কৈল অধোগতি॥
কালীদহে উপনীত দেখাইনু বিপরীত
কমলে কামিনী গিলে করী।
প্রতিজ্ঞা করিয়া কয় রাজা স্থানে পরাজয়
লুট কৈল মধুকর তরী॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।
তোমা দেখি ধনপতি, পাঠাইল দ্বিজ তথি,
সম্বন্ধ করিল বিচারিয়া।
দ্বিজ আইল উজানী কহিল সকল বাণী
ধনপতি তোমা কৈল বিয়া॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
সিংহল চলিল পতি তুমি আছ গর্ব্ভবতী
উত্তম বিচার করি মনে।
দৈব দোষে ধনপতি মোর ঘটে মারে লাথি
তোমা দেখি কৈনু পরিত্রাণে॥
উপনীত মগরায় ঝড় বৃষ্টি সাত নায়
কালীদহে হৈল উপনীত।
বিকচ কমল দলে কন্যা হয়ে গজ গিলে
রাজার সভায় হৈল ভীত॥
গেল সাধু রাজধানী, কহিল সকল বাণী
রাজা সাধু আসি কালীদয়।
না দেখি কমল বন নৃপতি ক্রোধিত মন
বন্দী করি রাখিল তাহায়॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী করাইনু নিরানন্দী
করিলাম বাদের স্থসার।
ব্রতদাসী তুমি আমা ছাড়িতে না পারি তোমা
দিনু পুত্র শ্রীপতি কুমার॥
ব্যয় করি বহু বিত্ত শিখাইলে বিদ্যা তত্ত্ব
যতনে রাখিয়া সুপণ্ডিত।
গুরু সনে কৈল দ্বন্দ্ব গুরু তারে বলে মন্দ
সিংহলে চলিলা আচম্বিত॥

ক্ষেত্রত্র তোমার বীড়া না করিনু প্রাণ পীড়া
বহুবিধ দিনু তারে দুখ।
অন্তঃপুরে দিনু বর কোলে হৈল বংশধর
দেখিলে পুত্রের চাঁদ মুখ॥
নাম থুইলে শ্রীপতি পড়িল অনেক পুঁথি
আরজ বলিল রত্নাকর।
নির্ম্মিল বিশ্বকর্ম্ম হনুমান কাকব্রজ
এক নিশায় সাত তরী বর॥

উপনীত মগরায় ঝড় বৃষ্টি সাত নায়
বিপদে পাইল অব্যাহতি।
কালীদহে অবতরি কমলে কামিনী করি
দেখিল কুমার শ্রীপতি॥
গেল ছিরা রাজধানী কহিল কৌতুক রাণী
রাজা সনে আসি কালীদয়।
না দেখি কমল বন নৃপতি ক্রোধিত মন
কাটিবারে নিল তোর পোয়॥
ছিরা কৈল স্মরণ আসি আমি ততক্ষণ
তব পুত্রে করিলাম রক্ষা।
রাজার সমর তলে চৌষট্টি যোগিনী বলে
যুঝিলাম তোমা ঝিয়ে দেখা॥
তব পুত্রে দিতে বর ভিক্ষা কৈনু বন্দি ঘর
পিতা পুত্রে হৈল পরিচয়।
ত্রিভুবনে এক কন্যা বিভা দিনু রাজকন্যা
নানা ধন ভিঙ্গার সঞ্চয়॥
উপনীত মগরায় তুলে দিনু ছয় নায়
এনে দিনু সুত বধূ পতি।
শুন গো শুন গো ঝি, অবশেষে আছে কি
কন্যা দিল বিক্রম ভূপতি॥
অষ্টম মঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
অমর সাগর মুনিবরে।
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইবেন প্রসাদ আদরে॥

মোর আজ্ঞা শিরে ধরি সাজে সহর সাত তরী
মগরায় হৈল উপনীতি।
আমি দিনু কৃপাদৃষ্টি দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি
উদ্ধার করিনু শ্রীপতি॥
কালীদহের জলে কামিনী কমল দলে
গজ গিলে উগারে বসিয়া।
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া নীল।
শশীমুখি ঈষৎ হাসিয়া॥
প্রতিজ্ঞা করিল রায় হৈল সাধু পরাজয়
লুট করি নিল সব ধনে।
রাজার আদেশ পেয়ে কোটালিয়া যায় লয়ে
কাটিবারে দক্ষিণ মশানে॥
আমাকে করিল স্তুতি আমি আসি লঘুপতি
মরা সেনা দিনু জীয়াইয়া।
বন্দীঘর নিল দানে পিতা পুত্রে দরশনে
নৃপতি দিলেন কন্যার বিয়া॥
সত্বরে বিদায় হয়ে সঙ্গে অষ্ট তরী লয়ে
উপনীত হৈল মগরায়।
তোর সুতে কৈল স্তুতি হয়ে তারে তুষ্ট মতি
তুলি দিনু ডুবা ছয় নায়॥
পিতা পুত্রে আসি ঘরে সম্ভাষিল নৃপবরে
কহিল সিংহল বিবরণ।
শুনি অতি বিপরীত হয় রাজা সবিস্মিত
পুষ্পপত্রে কামিনী বারণ॥
হরিয়া সকল বস্তু হানিতে কহিলা শিশু
লয়ে যায় উত্তর মশানে। (১)
তোমার পূজার ফলে বসিয়া কমল দলে
দেখাইনু রাজার সভায়।
কন্যা দিল নরপতি সম্মান করিল অতি
দূর কৈনু নৃপতির দায়॥
হেম বারি জলগর্ভা অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা
পূজ প্রতি মঙ্গল বাসরে।

১। ইহার শেষ পংক্তি নাই।

শুন গো বেণের ঝি অবশেষে আছে কি
সুরপুর চল কৌতুহলে॥
অষ্ট মঙ্গল সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
শুনিলে সকল পাপ হরে।
হরি হরি বল ভাই নাহিক যমের দাই
গাইল মুকুন্দ কবিবরে॥

কলির মাহাত্ম্য কথন।

নারদি পুরাণ মত কলির চরিত্র যত
শুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।
তুমি গো পরম শুচি ত্যজ ভোগ অভিরুচি
অবিলম্বে চল সুরপুরী॥ (২)
মহা ঘোর কলিকাল নীচ হবে মহীপাল
সর্ব্ব ভোগ নীচের সাধন।
সঙ্গ দোষে পাবে দুখ ধর্ম্মপথ পরাঙ্মুখ
কলিকালে বেদের নিন্দন॥
অধমে করিয়া পূজা বিশেষ হইবে রাজা
সম্ভাষ ছাড়িবে গুরুজনে।

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
মহা ঘোর কলিকাল নীচ হবে মহীপাল
নিশ্চয় করিবে অসাধন।
বিষম কলির কাজ সঙ্গদোষে পাবে লাজ,
কলিযুগে বেদের নিন্দন॥
যত ধর্ম্মপরায়ণ তার নিন্দা অনুক্ষণ
হইবে ধার্ম্মিকে উপহাস।
লোভে অতি দৃঢ়মতি বিক্রম করিবে তথি
পরদ্রব্যভাব অভিলাষ॥
অল্প আয়ু যত জন, রাজা ধর্ম্ম পরায়ণ
সন্ধান ছাড়িবে সর্ব্বজন।
যুগ ধর্ম্মে তৎপর- পান পীড়া নিরন্তর
বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণ॥

কৃতঘ্ন হইবে নর প্রাণী পীড়া নিরন্তর
বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণে॥
ধর্ম্ম নাহি পাবে স্থান অধর্ম্মে সবার মান
ষোড়শ বৎসরে হইবে জরা।
বিদ্যায় না দিয়া মতি সবে যাবে অধোগতি
কুলবধূ হবে স্বতন্তরা॥
প্রতিগ্রহ লিবে দ্বিজ পরিহরি ধর্ম্ম নিজ
সবে হবে শূদ্রের সমান।
বাড়িবেক কাম পাপ অনুদিন ধর্ম্ম লোপ
টুটিবেক জপ যজ্ঞ দান॥
বৃথা মাংস অভিরুচি ব্রাহ্মণ নহিবে শুচি
ধার্ম্মিকে করিবে উপহাস।
লোভে অতি পাপ মতি অকর্ম্মে সবার মতি
পরান্নে সবার অভিলাষ॥
যতেক ব্রাহ্মণগণ অধর্ম্মে করিবে মন
অজায্য করিবে যজমান।
সতত কহিবে মিথ্যা না করিবে শাস্ত্র ইচ্ছা
লুপ্ত হইবে হরিনাম॥
নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য লাহা লোহা লোণ গব্য
বিক্রয়ে সঞ্চিবে বহু ধন।
অধার্ম্মিক হবে নর দুই তিন জাতিতে ঘর
যার ধন সেই কুলজন॥ (৩)

৩। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
করিবে অধর্ম্ম পথ পিতৃ হিংসিবেক সুত
গুরু হিংসিবেক ছাত্রগণ।
দারুণ কর্ম্মের গতি বনিতা হিংসিবে পতি
এই হেতু অকাল মরণ॥
না গণিয়া পূর্ব্ব দোষ দ্বিজ খাবে মৎস্য মাংস
গাভী অজা করিবে দোহন।
ক্ষিতি হবে ক্ষীণ ফলা প্রজা পাবে করজালা
কলিকালে অকালে মরণ॥
শুন ঝিয়ে উপদেশ বিষম কলির শেষ
পঞ্চবর্ষে নারী গর্ভবতী।
কিশবে কলির কাজ সঙ্গদোষে পাবে লাজ
শেষে হবে অনেক দুর্গতি॥

দরিদ্র হইবে বৈশ্য ব্রাহ্মণ শূদ্রের শিষ্য
ভিক্ষাজীবী হবে সব লোক।
দুর্ভিক্ষ বিষম ব্যাধি অকাল মরণ আদি
পীড়ায় অধিক হবে শোক॥
কলি অধর্ম্মের পাত্রে পিতৃ হিংসা করে পুত্রে
গুরু হিংসা করে শিষ্যগণ।
দারুণ কর্ম্মের গতি বনিতা হিংসয়ে পতি
পর ধনে সবাকার মন॥
নৃপতি লইবে ধন সুখ হীন সর্ব্ব জন
প্রবেশিবে গহন কানন।
রাজা না করিবে রক্ষা প্রজা ফল মূল ভিক্ষা
অনাবৃষ্টি অকাল মরণ॥
শুন ঝিয়ে উপদেশ বিষম কলির শেষ
সপ্ত অর্দ্ধে নারী গর্ভবতি।
পাপেতে পীড়িত নর ব্রাহ্মণ শূদ্রেতেশ্বর
পরধন দেখে হবে মতি॥
যত হবে কলি বৃদ্ধি নহিবে বেদের শুদ্ধি
হরিভক্তি হীন হবে নর।
বিষম কলির কথা শুনিতে লাগয়ে ব্যথা
অনাবৃষ্টি শতেক বৎসর॥ (১)
পিতা মাতা জ্ঞাতি ত্যজি জায়ার কুটুম্ব ভজি
পরম দুর্লভ হৈবে নারী।
দিয়া অনেকেরে দুখ করিবে আপন সুখ
স্থাপ্য ধন করিবেন চুরি॥
বধূজন হবে বক্তী শাশুড়ির ধরি চুলি
শ্বশুরে করিবে অপমান।
অতিথি দেখিয়া লোক মনেতে করিবে শোক
শুন ঝিয়ে কলির বাখান॥

১ ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
শুনিয়া চণ্ডীর কথা, খুল্লনা পাইল ব্যথা
পুনরপি করে জিজ্ঞাসন।
কহিলে কলির দোষ, না কহিলে গুণলেশ,
ইহা আমি ভাবি অনুক্ষণ॥

না মানিয়া পর্ব্ব দিশ পরিহরি নিরামিষ
দ্বিজে গাভী করিবে দোহন।
ক্ষিতি হবে হীন ফলা প্রজা পাবে করজ্বালা
রাজা হয়ে হবে অভাজন॥
আপনার প্রশংসা অন্যেরে করিবে হিংসা
নিরবধি হবে কুভোজন।
পাপ মতি নর মাঝে দেব কন্যা নাহি সাজে
বিলম্ব করহ অকারণ॥

নারদি পুরাণে যত আছে কলিগুণ।
কহি ঝিয়ে সব কথা সাবধানে শুন॥
যেই ধর্ম্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে।
ত্রেতাযুগে এক অব্দে কহিনু তোমারে॥
দ্বাপরে ত সেই ধর্ম্ম হয় এক মাসে।
কলিতে সে ধর্ম্ম হয় রজনী দিবসে॥
ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্যযুগে।
ত্রেতাযুগে হরিপদ পায় দানযোগে॥
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠ চলে পূজিয়া গোপালে।
হরিসংকীর্ত্তনে পদ পায় কলিকালে॥
কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ॥
কলিকাল গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন॥
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
জরারোগ মৃত্যুশোক যমে নাহি ভয়॥
নারায়ণ পদে যেবা করে নমস্কার।
কলি নাহি বাধে তারে না বাধে সংসার॥
শিবপূজা করে যেবা হরিসংকীর্ত্তনে।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মী নারায়ণে॥
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয় হৃদয়া।
কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া॥

শুন ঝিয়ে হয়ে সাবধান।
কহি আমি ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
গজেন্দ্র মোক্ষণ উপাখ্যান।

করি গজ মনোরথ সঙ্গে নারী শত শত
জলক্রীড়া করিল কামনা॥
আসি সরোবর জলে খেলা করে কুতূহলে
চারিদিকে বেষ্টিত অঙ্গনা।
লিখন আছিল ভালে আসিয়া এমত কালে
কুম্ভীরে ধরিল আচম্বিত।
নিজ পরিবার যত এককালে শত শত
টানে সবে হয়ে সবিস্মিত॥
গজ কহে ওরে ভাই ইহাতে নিস্তার পাই
বিনা প্রভু দেব ভগবান।
ভয়ে ভাবি গজপতি নানাবিধ করে স্তুতি
আসি হরি কৈল পরিত্রাণ॥
ছিল অজামিল দ্বিজ পরিহরি কর্ম্ম নিজ
কুলটা সহিত কৈল বাস।
অন্ধ মাতা পিতা ছিল পুত্র হেতু প্রাণ দিল
না করিল সংসারের আশ॥
অজামীল দুরাচার চারি পুত্র হৈল তার
কনিষ্ঠের নাম নারায়ণ।
হৈল তার শেষ দশা ছাড়িয়া সকল আশা
যমপুর করে আগমন॥ (১)
পাইয়া অন্তরে ভয় ডাকিয়া সে পাপী কয়
কোথা গেলা পুত্র নারায়ণ।
শুন ঋষে অনুপাম পুত্রভাবে লৈল নাম
দ্বিজ কৈল বৈকুণ্ঠ গমন॥
কি কহিব অনুপম না হয় নামের সম
জপ যজ্ঞ আদি যত দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
সুত বুদ্ধে নারায়ণে ডাকিলেন তে কারণে
নিজ দূতে করে নিয়োজন।
আসি তার বরাবরি যম দূতে দূর করি,
নিজ লোকে লইল তখন॥

হরিনামের মাহাত্ম্য কথন।

হরিনাম হরি কথা কলুষ নাশিনী।
শুনিল চণ্ডীর কথা বেণের রমণী।
লোচন শ্রবণ দূর ছয় মাসের পথ।
দেখিয়াছি আমি হরিনামের মহত্ব॥
অভয়া কহেন ঋষি শুন ইতিহাস।
হরিনামের মহিমা কহিল কৃত্তিবাস॥
এক দিন ভিক্ষা ছলে দেব ত্রিলোচন।
বৈকুণ্ঠ করিতে ভিক্ষা করিল গমন॥
বৈকুণ্ঠে করিয়া ভিক্ষা সবার ভবনে।
অবশেষে গেলা প্রভু যথা নারায়ণে॥
নানা কথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতূহলে।
গোবিন্দ দিলেন ভিক্ষা মহেশের থালে॥
পারিজাত মালা দিল ক্ষীরোদক-বাস।
বিদায় হইয়া প্রভু আইলা কৈলাস॥
ঘন শিঙ্গা বাজে ঘন বাজয়ে ডম্বুরু।
গুহ গজানন বলে আইলা দেবগুরু॥
মালা গলে দেখি গুহ বলে বাপা বাপা।
এই মালা মোকে দিবে যদি থাকে কৃপা॥
গণেশ ডাকিয়া দিল মাথার শপথ।
এই মালা মোরে দিয়া পূর মনোরথ॥
মালা হেতু দুই ভাই বাজিল কন্দল।
বাঁটিয়া না লন কেহ চাহেন সকল॥
এই মালা সীমন্তিনী শিরে ধরে যেবা।
স্বামীর সৌভাগ্য হয় না হয়ে বিধবা॥
হরয়ে পলিত জরা অকাল মরণ।
অন্ধ ব্যাধি নাহি হয়, সাপের দংশন॥
এই ত মালার গুণ আমি ভাল জানি।
সহস্র বৎসরে মালা না হয় পুরাণী॥
শিশুর বিরোধ হর ভাঙ্গিতে নারিয়া।
প্রবোধ করিল হর উপায় সৃজিয়া॥
সর্ব্ব তীর্থ করি যেবা আইসে এক দিনে।
অন্য নাহি পায় মালা সেই জন বিনে॥

ইহা শুনি কার্ত্তিকের বাড়ে অনুরাগ।
ময়ূরে চড়িয়া গেলা দক্ষিণ প্রয়াগ॥
সাগর সঙ্গম কৈল হয়ে উপবাসী।
ত্রিবেণীতে পূজা কৈল দেব সপ্ত ঋষি॥
বায়ুবেগে ময়ূরে যাইয়া লীলাচলে।
লীলাচল দেখি গেলা সমুদ্রের কূলে॥
সেতুবন্ধ প্রয়াগ পশ্চিমে বারাণসী।
হিঙ্গুলাট হরিদ্বার যত তীর্থরাশি॥
অযোধ্যা মথুরা কাঞ্চী কাশী বৃন্দাবন।
নানা তীর্থ করিয়া ফিরেন ষড়ানন॥
মূষিক-বাহন মনে করিয়া ভাবনা।
লইল কৃষ্ণের নাম হয়ে দৃঢ় মনা॥
সর্ব্বতীর্থ স্নান সম কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
নির্ণয় জানিয়া গেলা যথা পঞ্চানন॥
মহেশ বলেন বাপু তনু তোর ছোট।
কেমতে সকল তীর্থ করি আইলা ঝাট।
গজানন বলে প্রভু শুন পঞ্চানন।
সর্ব্ব তীর্থ হরিনাম দৃঢ় কৈনু মন॥
আপনি সকল নাথ জান পঞ্চানন।
হরির চরণে আমি দৃঢ় কৈনু মন॥
যেখানে করয়ে ভক্ত গোবিন্দের গান।
সেইখানে সর্ব্ব তীর্থ হয় অধিষ্ঠান॥
আপনি লইয়া নাম হৈলা উদাসীন।
একই শরীর নাথ কেহ নহৈ তিন॥
হরি কথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতূহলে।
কৃপা করি মালা দিল গণেশের গলে॥
বেলা অবসানে ঘর আইলা ষড়ানন।
মালা গলে দেখি হৈলা চমকিত মন॥
প্রতিজ্ঞায় হারিলেন দেব ষড়ানন।
কহিনু তোমারে হরিনাম বিবরণ॥
খুল্লনা বলেন মাতা যাব তোমা সনে।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥

স্বর্গ গমন

স্বর্গে যাবে খুল্লনা পড়িল ঘোষণা।
ঘরে ঘরে উজানীতে উঠিল ক্রন্দনা॥
হয় যুড়ি মাতলি যোগায় পুষ্প যান।
তাহে চড়ি মালাধর দ্বিজে দেন দান॥
হেনকালে ধনপতি কহে সবিনয়।
শূন্য করিয়া যাবে আমার নিলয়॥
পুত্র বধূ জায়া স্বর্গ যায় তোমা সনে।
আমি কি করিব মাতা বিফল জীবনে॥
জ্ঞান কহেন চণ্ডী সাধুকে প্রিয়ভাষে।
মোর মোর বলিতে অবনীদেবী হাসে॥
অবনীমণ্ডলে ছিল যত মহীপাল।
ধনতনু বিত্ত তার সংহারিল কাল॥ (১)
পৃথু পুরুরবা গাধি বৎস ভরত।
দিলীপ সগর অরবিন্দ দশরথ॥
অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ আদি যত মহারথ।
নমুচি করিয়া আদি যত ভাগবত॥
শ্রীরাম করিয়া আদি যত মহীপতি।
বিশেষ কহিনু কথা শুন ধনপতি॥
কহিনু তোমারে যত ভবিষ্য প্রকার।
ধন পুত্র লয়ে সুখে করিবে সংসার॥
লহনা যুবতী তোর হবে পুত্রবাম।
আমি বর দিনু ইথে কিছু নাহি আন॥

১। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে অন্যরূপ আছে।
প্রিয়ব্রত আদি করি এ মহীর মাঝ।
বেণ বিন্দু যযাতি শান্তনু মহারাজ॥
অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ রঘু মান্ধাতা ভরত।
নমুচি সগর রাম নৃপ ভগীরথ॥
ক্ষিতিতে উৎপত্তি এই ক্ষিতিতে মুকতি।
বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি॥
লহনার গর্ভে হবে বংশের সঞ্চার।
তাহা লভে সুখে সাধু করহ সংসার॥

জ্ঞান পেয়ে ধনপতি রহিলেন ঘরে।
চারি জন লয়ে চণ্ডী চলিলা অম্বরে॥
ব্যোমযানে লঘুগতি যান ভগবতী।
হেনকালে যম দূত আগুলে পদ্ধতি॥
নিরাতঙ্কে জীব লয়ে যাও অগোচরে।
বান্ধিয়া লইব তোমা যম বরাবরে॥
এতেক কহিয়া দূত পসারিয়া পানী।
বিমান বিরোধ করে না ছাড়ে শরণী॥
রবিসুত দূতের শুনিয়া ভারতী।
হাসিয়া ইঙ্গিত তায় করে পদ্মাবতী॥
কহ কহ ও রে দূত শুনি অনুপম।
কার অনুচর তোরা তার কিবা নাম॥
এতেক শুনিয়া দূত জ্বলে কোপানলে।
দশনে অধর চাপি দম্ভ করি বলে॥
শুন হে অবলা তোরে দি যে পরিচয়।
সঞ্জীবনীপুর নাথ যম মহাশয়॥]
কালরূপে জীবগণে আনি নিত্য পুরে।
সুমার করেন ধর্ম্মা ধর্ম্মের বিচারে॥
হরি হর বিরিঞ্চি যতেক সুরগণ।
এই সব দেবে করে যমের সহায়ন॥
হেন বুঝি আজি তোরে বিধি হৈলা বাম।
কতকাল যমপুরে করিবে বিশ্রাম॥
শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচনে।
মমুদা মামুদা দানা করিল স্মরণে॥
শ্রুতিমাত্রে আইলা দানা যথা হৈমবতী।
দূত নিবারণে পদ্মা দিল অনুমতি॥
যমদূতে শিবদূতে বাজিল সমর।
হান হান করে পদ্মা রথের উপর॥
পায়ে ধরি যমদূতে ফিরাইল পাক।
আকাশে ফিরয়ে যেন কুম্ভকারের চাক॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল পাইল বড় লাজ।
উর্দ্ধমুখে ধায় দূত যথা ধর্ম্মরাজ॥
নিবেদন করয়ে করি যোড় পাণি।
গাইল মুকুন্দ যারে সহায় ভবানী॥

শুন শুন ধর্ম্ম রায় নিবেদি তোমার পায়
আজি বড় পাইনু অপমান।
তোমার আদেশ মাথে করি ধাই ব্যোমপথে
আনি যত জীবের পরাণ॥
এক রথে এক নারী লইয়া যায় জীব চারি
য য় বেগে নাহি শুনে বাণী।
দেখি অতি অদ্ভুত শুনহ মিহির সুত
আগুলিনু তাহার শরণী॥
কহিতে করি যে ভয় তোমাকে গঞ্জিয়া কয়
প্রাণ শেষ তাহার তাড়নে।
ত্যজি সঞ্জীবনীপুর যাও নাথ কত দূর
বিষয় করিয়া সমাপনে॥
শুনিয়া দূতের বাণী ক্রোধে ধর্ম্ম নৃপমণি
সাজ বলি দিলেন ঘোষণা।
সাজ বলি পড়ে ডাক দামামা দগড় ঢাক
উতরোল ব্যাল্লিশ বাজনা॥
দেখিতে লাগ য় ভয় সাজে দূত শয় শয়
কালদণ্ড পাশ করে ধরি।
চলিতে না পায় পথ রথ রথী শতে শত
পদাতী তুরঙ্গ মত্ত করী॥
হান হান মার মার ইহা বিনা নাহি আর
শ্রবণে শুনি যে যমপুরে।
যমের আদেশ পায় বায়ুবেগে যেন যায়
ভয়ে সুরগণ যায় দূরে॥
উপনীত চণ্ডীর সম্মুখে।
চণ্ডিকা বলেন সখী কিবা অপরূপ দেখি
বুঝি হয় সমর কৌতুকে॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী পদ্মাবতী কন বাণী
রণ হেতু আইসে যম সেনা।
শুনি হৈমবতী হাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
স্মরণে ধাইল যত সেনা॥

প্রবেশিল যত সেনা শমন সমরে।
দেবীর সেনাগণ, করয়ে গর্জ্জন,
ঘন সিংহনাদ পুরে॥
যমের বীরবর, ছাড়য়ে খর শর,
দানার কাটয়ে শির।
মেলিয়া দশন, নাচয়ে দানাগণ,
লুফিয়া ধরয়ে তীর॥
ধাইল ধানুকী, শত শত তবকী,
তবকে পূরিয়া গুলি।
আকাশে কুমুদা, আছিলা মামুদা,
ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥
পড়িল তবকী, পলায় ধানুকী,
শরাসন ফেলিয়া দূরে।
ধরিয়া ত রণে, তুরঙ্গ চরণে,
দানাগণ বদনে পূরে॥
করিবর মুণ্ডে, ধরিয়া তুণ্ডে,
তুলিয়া আছাড়ে ক্ষিতি।
ভাঙ্গিয়া দশন, পড়িল করিগণ,
দেখিয়া পলায় রথী॥
রুষিয়া বীরগণ, করয়ে বরিষণ,
বাণ যেন পড়য়ে শীল।
আসিয়া মহাকাল, ধরিয়া পূরে গাল,
কার শিরে মারে কীল॥
ছায়ে দিনমণি, করি ঘোর ধ্বনি
দানা ধায় লাথে লাথ।
রথ রথী ধরিয়া ফেলয়ে তুলিয়া
ফিরে জেন কুম্ভারের চাক॥
রুষিয়া দানা বর না চিনে ঘর পর
ঘন ঘন করে হান হান।
বীরবর লম্ফে, বসুধা কম্পে,
যম সেনা ছাড়য়ে প্রাণ॥

শুনিয়া সমর কথা শমন কুপিত।
কলেবর কম্পমান ডাকে বিপরীত॥
চারি দিকে সাজ বলি পড়িল ঘোষণা।
দুন্দুভি মাদল আদি বাজয়ে বাজনা॥
চতুরঙ্গ দলে সাজে চতুর্দ্দশ যম।
মহিষে মিহির সুত অতি অনুপম॥
ব্যোমযানে যেখানে আছেন ভগবতী।
সত্বরে শমন আসি হৈল উপনীতি॥
সম্মুখে দেখিল যম হেমন্ত দুহিতা।
মহিষের পৃষ্ঠে যম হেট কৈল মাথা॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে ধর্ম্ম রায়।
সম্ভ্রমে ধরিল গিয়া অভয়ার পায়॥
অপরাধ ক্ষমা করি দূর কর রোষ।
না জানিয়া গিরিসুতা কৈনু আমি দোষ॥
করপুটে করি স্তুতি শিরে থুয়ে হাত।
তিনলোক ত্রাণহেতু তুমি সবে নাথ॥
মধুকৈটভের ভয়ে মরাল বাহন।
হরি নাভিপদ্মে থাকি করিল স্তবন॥
করিলে করুণাময়ী কৃপাদৃষ্টি তারে।
ত্রাণ পাইল চতুর্মুখ অসুরের করে॥
মহিষাসুরের ভয়ে পেয়ে পরাজয়।
সুরপুর তাজে ইন্দ্র পেয়ে বড় ভয়॥
মহিষে করিল ক্ষয় ক্ষিতিভার নাশি।
তবে সুরপুরে ইন্দ্র রাজা হৈলা আসি॥
ঘোর কলি সাগরে তোমার নামে তরি।
বারেক লইলে নাহি যায় মোর পুরী॥
তিন গুণে তিন দেব সংসার কারণ।
একা তিন গুণা তুমি সেবক স্মরণ॥
কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ।
কৃপা করি দূর কর অন্তরের দুখ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি শিখর নন্দিনী।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করি যে নারায়ণী॥
শুনিয়া ধর্ম্মের স্তব হরের ঘরণী।
আশীষ করিয়া তার শিরে দিল পাণি॥
বিদায় হৈলা ধর্ম্ম করিয়া প্রণতি।
দানাগণ সঙ্গে উঠিলা ভগবতী॥

মন্দাকিনী জলে স্নান কৈল চারি জন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল গমন॥
শুভ বার্ত্তা পেয়ে শচী হৈলা আনন্দিতা।
পাটের চান্দোয়া টাঙ্গায় চারি ভিতা॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড় শঙ্খ। (১)
থমক টমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প॥
দোসরী মহুরী বাজে আর করনাল।
রবাব মৃদঙ্গ পড়া কাংস্য করতাল॥
মালাধর হৈতে হৈল ব্রতের প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈল দেবীর পূজার ইতিহাস॥

অপরাধ ক্ষমা কর হরের ঘরণী।
পুনঃপুন করি নতি যোড় করি পাণি॥
হরি হর বলহ সকল বন্ধুজন।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠ গমন॥
চণ্ডিকা চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত॥ (২)

১। ইহার পূর্ব্বে মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।

আরোপিল দধি বিভূষিত পূর্ণ ঘটে।
রোপিল কদলী তরু নৃত্য করে নাটে॥
সুত বধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পান।
পুত্র বধূ লয়ে গৃহে করিল পয়ান॥

২। ইহার পর মুদ্রিত পুস্তকে এইটুকু বেশী আছে।

হর গৌরীর কথোপকথন।

ত্রিপদী।

অবতরি বসুমতি পূজা লয়ে ভগবতী
বসিলেন হর সন্নিধানে।
কৈল তাঁরে প্রণিপাত বর দিলা ভূতনাথ
জিজ্ঞাসিল তাঁহার কল্যাণে॥
শুনিয়া শিবের বাণী যুড়িয়া অভয়া পাণি
নিবেদয়ে শিখর দুহিতা।
ক্ষম গো অভয়া, দাসে কর দয়া,
গচ্ছগচ্ছ নিজ ধাম।
দোষ করি ক্ষমা, আশীষ মা সমা
সত্ত্বগুণে মোক্ষ কাম॥

তুমিত যাহার ভর্ত্তা অদর্শন তার বার্ত্তা
হব আমি ভুবন পূজিতা॥
ছাড়িয়া কৈলাশ গিরি গেলেন মহেন্দ্র পুরী
পাইলাম অতুল সম্মান।
পূজা পাইনে যে দেশে নিবেদিব সবিশেষে
এক দণ্ড কর অবধান॥
সহস্রাক্ষ নৃপমণি সকল পুরাণে জানি
আগে তার নিনু জনপদ।
সুকবি পণ্ডিত সভা দেশের পরম শোভা
নিকটে আছয়ে কংসনদ॥
সুরম্য দেখিয়া স্থান হৈনু তথা অধিষ্ঠান
বিশ্রাম করিতে গেল মন।
স্বপন কহিয়া রাজা নিলাম তাহার পূজা
মহিষ ছাগল বলিদান॥
জয়া বিজয়া সাথে পূজা লয়ে যাই পথে
পশুগণ পায় দরশন।
লোটায়ে চরণে ধরি করিলেক গোহারি
ভবভয় কৈনু নিবারণ॥
জ্যৈষ্ঠ উত্তম মাস পশুগণ হৈল দাস
প্রণাম করিল সবিনয়।
বনে বনে ভ্রমি তুলি বিকসিত সেয়াকুলি
আম জাম দিল শয় শয়॥
দিলে তুমি অনুমতি নীলাম্বরে দিনু ক্ষিতি
জন্ম কৈনু ব্যাধের ভবনে।
নাম হৈল কালকেতু দিনের সম্বল হেতু
প্রতিদিন বধে পশুগণে॥
পশুর নিস্তার বীজ ধন তারে দিনু দিজ
কাটাইল গহন কানন।
বসাইল গুজরাট যুড়িল চৌকশ বাট
কৈল বীর আমার পূজন॥

দিন নিশা আট, শুনি গীত নাট,
ভাল মন্দ হৈল যেবা।
দোষ নাহি লবে, গুণ আদরিবে,
করি দণ্ডবত সেবা॥

বীরের প্রতাপ শুনি, সাজিলেন নৃপমণি,
রণে জিনি নিল কারাগারে॥
নিগড় বন্ধনে বীর হয়ে বড় অস্থির
একভাবে স্মরয়ে আমারে॥
কারাগারে অবতরি তার বন্ধ দূর করি
স্বপনে তাড়িনু নৃপবরে।
বীরের মাননা করি রাজা পাঠাইল পুরি,
আমা পূজি গেল স্বর্গপুরে॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকী বালা নাম তার রত্নমালা,
তাল ভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি।
হৈল গন্ধবেণে জাতি খুল্লনা হইল খ্যাতি
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি॥
ম'ধ্য রাজ্য উজাবনী তথি বেণে বৈসে ধনী
তোমার সেবক ধনপতি।
লহনা তাহার নারী, সাধু নিবসয়ে পুরী,
বিভা কৈল খুল্লনা যুবতী॥
রাজার সভায় শুয়া, গৌড় যাইতে গুয়া
সোণা দিল পিঞ্জর গড়াতে।
নিজ জায়া স্বতন্তর, বাঁকি হৈল দুরন্তর,
সেতা দিল ছাগল রাখিতে॥
ছাগল হারায়ে বনে, পঞ্চ বিদ্যাধরী সনে,
খুল্লনা পূজিল পুষ্পজলে।
আমি দিনু বরদান লহনা সাধিল মান,
সাধু ঘরে আইল পূজাফলে॥
স্বামীর সৌভাগ্যবতী রঙ্গেতে ভুঞ্জিল রতি,
হৈল তার গর্ভের সঞ্চার।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল, হয়ে আমি অনুকূল,
পরীক্ষায় করিনু উদ্ধার॥
কুঙ্কুম কস্তূরী লঙ্গ চামর চন্দন শংখ,
নাহি ছিল রাজার ভবনে।
তুমি কৃপা কৈলে, আজ্ঞা মোরে দিলে,
গীত হৈল নিরমাণ।
কাব্য নব রসে, বাড়াইবে যশে,
নিবেদি তোমার স্থান॥

রাজার আদেশ পায়, ভরা দিল সাত নায়,
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে॥
সাধু রহে নদীতটে, খুল্লনা পূজয়ে ঘটে,
আমারে করিয়া আবাহনে।
পাপিষ্ঠ বাঁঝির বোলে, কোপে ধনপতি জ্বলে
মোর ঘট লঙ্ঘিল চরণে॥
ঝড় বৃষ্টি পথে করি মগরায় অবতরি,
ডুবাইনু ছয় ডিঙ্গা জলে।
বাড়িবে তোমার ক্রোধ, তার তিন অনুরোধ
তেঁই প্রাণ রাখি ভালে ভালে॥
কালীদহের জলে, কুমারী কমল দলে,
গজ গিলে করি আরোহণ।
সাধু ধনপতি দেখে, মসী পত্র আনি লিখে,
অন্য নাহি দেখে কোনজন॥
গিয়া নৃপতির স্থান, সবাকার বিদ্যমান,
করে সাধু প্রতিজ্ঞা পূরণ।
প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে, রহে বন্দী কারাগারে
নিল রাজা যত ছিল ধন॥
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী রোষ যুত শূলপাণি
কটুভাষে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালি করিয়া বন্ধ,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥
গৌরি কতবা সহিব বারে বারে।
যে জন সেবক মোর সে জন বিপক্ষ তোর
যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে॥
জম্ভ দানব সুত মোর অতি প্রিয়ভক্ত
মহিষ আছিল মোর দাস।
রাখিল অমর নাথ তাহার করিলে পাত
আমার করিলে কার্য্যনাশ॥

পাইয়া ইঙ্গিত, করিনু সংগীত,
কৈনু আত্মসমর্পণ।
দোষ গুণ তারি, তুমি মহেশ্বরী,
এই মোর নিবেদন॥

মহাপরাক্রম দন্ত শুম্ভ আর নিশুম্ভ
চণ্ডমুণ্ড আর ধূম্রলোচন।
পূজিত কেশব নিজ মহাবীর রক্তবীজ।
তারে কৈল রণে নিপাতন।
লঙ্কার রাবণ রাজা করিত আমার পূজা
তার তুমি বিপদের মূল॥
হইয়া রামের পক্ষ বধিলে সেবক মুখ্য
হৃদয়ে রহিল বড় শূল॥
রাবণের অপরাধ এই হেতু পরমাদ
শুনি আমি না করিনু রোষ।
উদ্ধারিয়া রামের জায়া কেন না করিলে দয়া
কেন না করিলে সামঞ্জস॥
ছিল বেণে ধনপতি তার কৈলে দুর্গতি
বিশ্রাম করিতে নাহি ঠাঁই।
যথা বেণে ধনপতি তথায় আমার স্থিতি
সিংহল নগরে আমি যাই॥
করিব সিংহল পতি ধরাব ধবল ছাতি
উদ্ধারিয়া ধনপতি দত্তে।
বন্দী কৈলে মোর দাস আমার মহিমা নাশ
কত দুঃখ নিবারিব চিত্তে॥
শিঙ্গা ডম্বুর মাল শুল হাতে বাঘ ছাল
বলদে করিল আরোহণে।
রোষ যুত দেখি হর যুড়িয়া উভয় কর
চণ্ডী তার পড়িল চরণে॥
করিয়া প্রণতি স্তুতি কহিলেন ভগবতী
মোর কিছু শুন নিবেদন।
প্রকাশ করেছি তারে কেন রোষ কর মোরে
তার হেতু না করি চিন্তন॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের মত
নিরবধি পূজিয়া গোপাল।

পশু মৃগব্যাধে, তোমারে আরাধে
যেই জন জানে এই।
ভবকূপ মাঝে, বিপাকে না মজে,
কৃপা কর কৃপাময়ী॥

আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥

পয়ার।

আগে ধনপতি দত্ত কৈল নিজ দোষ।
চিরদিন তারে না থুইনু অভিরোষ॥
অপুত্রক ধনপতি কৈনু পুত্রবান!
পুরস্কার কৈনু তার করিয়া ছোড়ান॥
এতেক বচন যদি বলিলা পার্ব্বতী।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি॥
কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি।
তাহার গৌরব কৈলে আমার পিরীতি॥
অতঃপর কহ চণ্ডী পূজার বারতা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা॥

ত্রিপদী।

পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী, খুল্লনা উত্তমমতি,
সদাগর রহিল বিদেশে।
খুল্লনার গর্ব্ভবাসে, দেব মালাধর বৈসে,
প্রসব হইল দশমাসে॥
নাম হৈল শ্রীপতি, নানা দিব্য ধীর মতি,
গুরু সনে করিল কোন্দল।
গুরু দিল পরিবাদ, হৈল বড় পরমাদ,
করিল পিতার সুমঙ্গল॥
রাজায় বিদায় করি, ভরা দিয়া সাত তরী,
গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে।
বুঝিতে তাহার মন, কৈনু ঝড় বরিষণ,
মগরাতে উন্মত্ত বেশে॥
কালীদহের জলে, কামিনী কমলদলে,
গজ গিলে উগারি বারণ।
সাধু শ্রীপতি দেখে, মসীপত্র আনে লিখে
অন্যে নাহি দেখে কোন জন॥

জনমে জনমে, তোমার চরণে,
মজুক আমার চিত।
দিবে বল স্বর, মাঙ্গি এই বর,
যেন গাই তব গীত ॥

যেবা শুনে নরে, যেবা ইচ্ছা করে,
তার পূর্ণ কর আশ।
নায়কে বসতি, লক্ষ্মী উপস্থিতি,
অন্তে নিবে নিজ পাশ ॥

গিয়া নৃপতির স্থান, সবাকার বিদ্যমান,
সাধু কৈলা প্রতিজ্ঞা পূরণ।
রাজারে দেখাতে নারে,প্রতিজ্ঞায়,সাধু হারে
নিল রাজা যত ছিল ধন ॥
কোমরে নায়ের কাছি, লয়ে অষ্ট দূর্ব্বা গাছি
অষ্টম তণ্ডুল যুত করি।
স্নান করি সরোবরে, সত্বরে কুসুম নীরে,
পূজা কৈল আমারে স্মরি ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে, গেলাম মশান দেশে,
যথা বৈসে কোটাল শ্রীপক্ষি।
করিয়া অনেক মান, শ্রীমন্ত মাগিনু দান,
না দিল কোটাল দুষ্টমতি ॥
লয়ে চতুরঙ্গ দল, আচ্ছাদিয়া মহীতল,
যুঝিতে আইলা নৃপমণি।
দারুণ দানার চড়ে, নব লক্ষ দল পড়ে,
উরিলাম সমরে আপনি ॥
বুঝিয়া আমার কায, নৃপতি পাইল লাজ,
রাজাকে দিলাম পরিচয়।
মৃত সেনা পায় প্রাণ, সুশীলা করয়ে দান,
আমার সেবকে পরিণয় ॥
দান লয়ে কারাগার, পিতা কৈল উদ্ধার,
ছাড়ান করিল ধনপতি।
লুট গেল যত ধন, দিল তার সাত গুণ,
খণ্ডাইল সকল দুর্গতি ॥
রাজার বিদায় পেয়ে, জায় সাধু তরী বেয়ে,
মগরায় দিল দরশন।
করিল মোরে স্মরণ, কৈল নিজ নিবেদন,
তুলে দিনু ডিঙ্গা ছয়খান ॥
হয়ে বড় অভিলাষী, সদাগর দেশে আসি,
গেলেন রাজার সম্ভাষণে ॥

শুনিয়া সাধুর কথা, নৃপতি পুলকযুতা,
শ্রীমন্তে করিল কন্যাদানে।
ত্রিসন্ধ্যা পূজয়ে হর, গৌরীগুহ লম্বোদর,
খণ্ডিলাম সকল দুর্গতি।
তোমার সেবক জনা, কৈল মোর অর্চ্চনা,
ভুবনে বিদিত হৈল গতি ॥
করি আমি প্রণিপাত, ত্যজ কোপ ভূতনাথ,
শ্রবণমঙ্গল গুণধাম।
তোমার সেবক জন, মোর কৈল আরাধন,
ভুবনে বিদিত হৈল নাম ॥
হরগৌরী প্রিয়ভাষে, বসিলেন কৈলাসে,
চামর ঢলায় পদ্মাবতী।
সমাপ্ত হইল গীত, জগজনে পায় প্রীত,
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥
শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। *
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥
অভয়া মঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পুরে তার আশ ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রগণ ॥
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যেতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায়গতি ॥
সর্ব্বলোক হরি বল হয়ে সানন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥
আসোর সহিত মাতা হবে বরদায়।
যে জন শুনায় আর সেই জন গায় ॥

---

* ১৪৬৬

গাইনে বায়নে, নায়ক সজ্জনে,
কৃপা কর মহামায়া।
রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,
রসিক মাঝে সুজান।
শ্রীকবিকঙ্কণে, রাখিবে চরণে,
গোঁব জয় সর্ব্বজয়া॥
তার সভাসদ, রচি চারু পদ,
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

ইতি শ্রীকবিকঙ্কণ পুস্তক সমাপ্ত। শকাব্দা ১৬৪৯ মাহ আষাঢ় ৬ রোজ রবিবার লিখন সম্পূর্ণ। শ্রীশ্রীরাম সিংহ অক্ষরেণ শ্রীআনন্দরাম সরকার পুস্তকমিদং। শ্রীগুরুবে নমঃ। ইতি সন ১১৩৬ সাল তারিখ ৬ই আষাঢ় রবিবার শুক্লপক্ষ।

সভক্ত করিয়া আর যে জন গাওয়ায়।
একান্ত হইবা মাতা তারে বরদায়॥
এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ।
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন॥
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান।
অভয়া চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ॥